দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন

দুর্গাচরণ রায়

—প্রাপ্তিস্থান—
THE RADICAL HUMANIST
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12

প্রকাশক : স্বদেশরঞ্জন দাস
র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট মুভমেণ্ট
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

—এপ্রিল ১৯৪৮

প্রচ্ছদ : শ্রীরামচন্দ্র দাস

মুদ্রক : শ্রীনিত্যানন্দ চৌধুরী
নিউ এ্যাসোসিয়েটেড প্রিণ্টার্স
৩, মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

উৎসর্গ :

সর্বকালের ভ্রমণবিলাসী
বাঙালীদের করকমলে

ভুমিকা : ডঃ সুকুমার সেন

প্রসঙ্গ : দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন

দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমনের লেখক যে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে 'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়' বইটি থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন তাতে কোনই সন্দেহ নেই। তেমনি সন্দেহ নেই যে রচনাটির আদল পেয়েছিলেন দীনবন্ধু মিত্রের 'সুরধুনী কাব্য' থেকে। দুর্গাচরণ রায় চালিয়েছিলেন তাঁর কলমের গাড়ী দীনবন্ধু মিত্রের পাতা রেল লাইনে। তবে দীনবন্ধু ভেসেছিলেন গঙ্গা-যমুনা ধারাস্রোতে, দুর্গাচরণ চড়েছেন এক্কা ও রেলগাড়ী। দুজনেরই উদ্দেশ্য উত্তরাপথের প্রাচীন তীর্থ ও নগরের বর্ণনা দেওয়া এবং বিশেষ করে কলকাতার কথা বলা।

তা হলে দুর্গাচরণের বইয়ে নতুন বলে কিছু নেই? খুব আছে। দুর্গাচরণ যে সব ছবি এঁকে গেছেন তার রস ও রং অনেকটাই 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' ও 'হরিদাসের গুপ্তকথা' জাতীয় গ্রন্থ থেকে নেওয়া। এই কারণে এই বৃহৎ বইটি তীর্থ-কাহিনী ও ভ্রমণকারীর গাইডবুকে পর্যবসিত না থেকে একটি উপাদেয় গ্রন্থ হয়েছে।

দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে অনেক কথা আছে বইটিতে। সে সব কথাই সত্য নয়। এবং তা নয় বলেই বইটির মূল্য। লেখকের উৎসাহ ছিল, নিষ্ঠাও ছিল। কিন্তু লিখেছিলেন অত্যন্ত শিথিলভাবে। তাই ভাষাও সর্বত্র মার্জিত নয়। কিন্তু পড়বার সময় সেদিকে নজর পড়ে না।

বাংলা ভাষায় এমন বই খুব কমই আছে যা গল্প উপন্যাস নয় কিন্তু পড়তে গল্প-উপন্যাসের মতোই ভালো লাগে। সে গ্রন্থগুলির একটি হল এই 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন'। যিনি লেখাপড়া জানেন তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়ো ভোজ হল মনের মতন বই পাওয়া। আশা করি এই ভোজে ভাগ বসাবার লোকের অভাব হবে না।

শ্রীসুকুমার সেন

সরলপথ হল তীর্থ-ভ্রমণ কথা। কিন্তু যুগের transition-এর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ধর্ম চিন্তারও নানান বিচিত্র বিশ্লেষণ শুরু হল।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর ভোর বেলাতেই জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে গেল সবখানে। ধর্মের গুমোট অন্ধকারে ভক্তির নামে চোখ বুজে থাকতে চাইলেন না সবাই। জানার আগ্রহ থেকে বাড়ল ভ্রমণ বিলাসিতা। বিলাত ভ্রমণের আধুনিকতা সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারকে পরাস্ত করল সবিক্রমে। রমেশচন্দ্র দত্ত (ইংলণ্ডে তিন বৎসর), শিবনাথ শাস্ত্রী (ইংলণ্ডের ডায়েরী), রামদাস সেন (বাঙালীর য়ুরোপ দর্শন), গিরিশচন্দ্র বসু (বিলাতের পত্র), প্রমথ নাথ বসু (ইংলণ্ডের নকশা ও ফ্রান্স ভ্রমণ) এমন কি রবীন্দ্রনাথও বিলাত ভ্রমণ-কাহিনী লিখলেন গ্রন্থে অথবা চিঠিতে। সেই সঙ্গে মিশর ভ্রমণ-কাহিনী লিখলেন শ্যামনাথ মিত্র (মিশরের পথে বাঙালী), ভূ-প্রদক্ষিণ করলেন চন্দ্রশেখর সেন। স্ত্রী স্বাধীনতার শুরু ও স্ত্রীশিক্ষার প্রসার হয়েছে এরই সঙ্গে। আর্য্যাবর্ত ভ্রমণ-কাহিনী লিখলেন প্রসন্নময়ী দেবী। ভারতবর্ষের প্রতীচী দিগ্বিহার লিখলেন কেদারনাথ দাস, দক্ষিণাপথ ভ্রমণ-কাহিনী লিখলেন শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী। সঞ্জীবচন্দ্র পালামৌ, বোম্বাই চিত্র লিখলেন রবীন্দ্রনাথের মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ। চল্লিশ বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশ ভ্রমণ, গৌড় ভ্রমণ-কাহিনী লিখলেন রাজনারায়ণ বসু।*

শিক্ষিত বাঙালী পাঠক ক্রমশ ভ্রমণ-কাহিনী থেকে ধর্মের জাদু সরিয়ে নিতে থাকলেন। জ্ঞানের আলো যত ছড়াতে থাকল ধর্মান্ধতা ততই হ্রাস পেতে থাকল। কিন্তু বয়স্ক পাঠকের ধর্মপ্রীতিও মুছে যাবার নয়। তিব্বত ভ্রমণ (শরচ্চন্দ্র দাস), অমরনাথ ভ্রমণ-কাহিনী (সারদা প্রসাদ ভট্টাচার্য্য) ইত্যাদির রেওয়াজ ভারতবর্ষ-সম্পাদক জলধর সেন সেদিনও টেনে এনেছিলেন হিমালয় ভ্রমণ-কাহিনীতে। বটতলা তাই ধর্মের নামে 'উচ্ছৃঙ্খ্যা' করার পুরনো ট্র্যাডিশন ভোলে নি। এই ধর্মান্ধতাকে ভুলে যাবার বাধ্যতামূলক 'অন্যমনস্কতা' নিয়ে এক অদ্ভুত দোটানায় পড়লেন সেদিনের বাঙালী পাঠকেরা। তীর্থ ভ্রমণের দুর্বলতাকে জোর করে পাশ কাটিয়ে জ্ঞানী পাঠক সমকালীন কলকাতার সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাসে নজর দিলেন বেশি করে। কিন্তু সাধারণ

* বিলেত ভ্রমণের কাহিনী লিখলেন রাজকুমারী দেবী (ইংলণ্ডের বঙ্গ বধূ) এছাড়া রয়েছে জানকীনাথ বসাক (মণিপুর প্রহেলিকা), ঈশ্বরচন্দ্র বাগচী (তীর্থ মুকুর), তিব্বত ভ্রমণ (শরৎচন্দ্র দাস)

পাঠক, যারা ধর্মপ্রিয় তাদের জন্ম ভবানীচরণের ট্রাডিশন সমানে আরোপ করতে চাইলেন ঐ একই জিনিসের মাধ্যমে। কলকাতার খ্যাতনামা পুরুষেরা মৃত্যুর পর পরলোকে ভ্রমণ করতে গেলেন। আর তারই ভ্রমণ-কাহিনী রচনা করার একই সঙ্গে দু ধরনের রুচিসম্পন্ন পাঠকের দুমুখো রুচির তৃপ্তি সাধন করা গেল একাধারে। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হল স্বরলোকে বঙ্গের পরিচয় : প্রথম খণ্ড। দুবছর পরেই দ্বিতীয় খণ্ড।

'ঈষৎ ব্যঙ্গ ও কৌতুকের সুরে সমসাময়িক সমাজের ও সাহিত্যের সমালোচনা' করা হয়েছে এই বইটিতে। সবচেয়ে বড় কথা বইটির লেখকের নাম অজ্ঞাত। ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেছেন লেখক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত।

স্বরলোকে বঙ্গের পরিচয় বইটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে সম্প্রতি।

সেই বইটি সম্পাদন প্রসঙ্গে সম্পাদক অনুমান করেছেন, এই গ্রন্থের লেখক হরনাথ বসু। বইটির আখ্যাপত্রে লেখকের নাম নেই' বেঙ্গল লাইব্রেরীর ক্যাটালগে লেখকের নাম অনুমান করা হয়েছে হরনাথ ভঞ্জ। ন্যাশনাল লাইব্রেরীর ক্যাটালগও বিনা প্রমাণে সেই অনুমান অনুসরণ করেছে।

বইটির প্রকাশক মির্জাপুরের বাল্মিকীযন্ত্র—যার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন 'স্থূলাঙ্গ যমসম পুরুষ' হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন। বাল্মিকীযন্ত্রের মালিক দ্বারকানাথ ভঞ্জ। হরনাথ ভঞ্জ তাঁরই ভাই। কিন্তু এইটুকুতেই হরনাথের স্বীকৃতি বড় হয়ে ওঠে না। বাল্মিকীযন্ত্রের প্রতিষ্ঠারও একটি ইতিহাস আছে।

কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত অনুবাদ প্রচেষ্টায় হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হয় বিদ্যাসাগরের অনুরোধে। এর পর হেমচন্দ্র জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে কাজে যোগ দেন। এই সময়ে হেমচন্দ্রের কাজ ছিল ঠাকুরবাড়ির নিয়মিত পূজার কাজে পৌরহিত্য এবং অন্তঃপুরের মেয়েদের সংস্কৃতে, বিশেষত রামায়ণ অনুবাদের শিক্ষা দেওয়া। এছাড়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কাজ এবং জমিদারীর কাজ তো ছিলই।

এই সময় হেমচন্দ্র রামায়ণ অনুবাদের কাজে স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। 'ব্রাহ্মসমাজের লাইব্রেরীর আশ্রয়ে আসিয়া তিনি (হেমচন্দ্র) রামায়ণের রস মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হন। নানাস্থান হইতে পুঁথি সংগ্রহ করিয়া তিনি রামায়ণের পাঠোদ্ধার করেন এবং নানা পাঠান্তর ও টীকা সমেত অনুবাদ রামায়ণ প্রকাশ করিতে সংকল্প করেন। কিছুমাত্র মূলধন না লইয়া এই বিরাট ব্যাপারে হস্তক্ষেপ

করিলেন। অথচ কাগজে ছাপাই-এ কোথাও কার্পণ্য করেন নাই। তাঁহার মতে সস্তায় ছাপাইয়া বিষয় বস্তুর অপমান করা হইত।

'খণ্ডশঃ রামায়ণ প্রকাশে হেমচন্দ্রের উদ্যম দেখিয়া দ্বারকানাথ ভঞ্জ তাঁহাকে সটীক ও সানুবাদ রামায়ণ প্রকাশে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। এই অর্থ সাহায্যের ফল শুভ হয় নাই। শেষ পর্য্যন্ত উভয়ের মধ্যে মকদ্দমা হয়। আইনত হেমচন্দ্র অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য ছিলেন না বটে কিন্তু তিনি পাই পয়সাটি পর্যন্ত তাহাকে অর্পণ করেন। সমস্ত টাকা শোধ করিতে তিনি নিজেকে নিঃস্ব করিয়াছিলেন।'১

এই উদ্ধৃতি থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় হেমচন্দ্র বাল্মিকী যন্ত্রের মালিক না হয়েও দ্বারকানাথ ভঞ্জের প্রাপ্য সমস্ত টাকা আইনত বাধ্য না হয়েও পুরোপুরি শোধ করে দিয়েছিলেন।

হেমচন্দ্র সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু ব্যবসায়ী ছিলেন না। ফলত 'তিনি ধনী হইবার আশায় বই ছাপান নাই। ছাপান বইগুলি অধিকাংশ দপ্তরীর কাছে যাইবার পূর্বেই একে একে অদৃশ্য হইত। শেষ পর্য্যন্ত তিনি নিজের জন্য একখানি কপিও রাখিতে পারেন নাই। এজন্য তাঁহার মনে কোন ক্ষোভ ছিল না। পাঁচ টাকা মূল্যের দ্রব্যের বিনিময়ে যে পাঁচটি টাকা পাইতে হইবে এত সব তিনি বুঝিতেন না। আরও একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার, ৺দ্বারকানাথ ভঞ্জের সহিত তাহার যে মনোমালিন্য হইয়াছিল, তাহারও কোন লক্ষণ ভবিষ্যতে দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ভঞ্জ পরিবারের সহিত তাঁহার হৃদ্যতাই বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি।'

হরনাথ ভঞ্জ দ্বারকানাথের ভাই। আগেই বলেছি হেমচন্দ্র শুধু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুরসিক। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে ছিলেন জ্ঞানী ও সুরসিক। দ্বিজেন্দ্রনাথও হেমচন্দ্র পরস্পরের গুণে একান্ত মুগ্ধ ছিলেন। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথের ঘরের কড়ি ফাটানো হাসির কথা তার মনে আছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ হেমচন্দ্রকে বলতেন 'ভড়জি'।

'৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভড়জি'র (বিদ্যারত্ন) সহিত আলোচনা না করিয়া

---

১. বনবিহারী মুখোপাধ্যায় পত্র সাহিত্য পৃ—৫০
যোগেশ চন্দ্র বাগল সাধক চরিত মালা পৃ—৫১

নিজের লেখা প্রায় প্রকাশ করিতেন না। এইসব আলোচনায় ঘণ্টায় পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইত এবং তর্জন-গর্জন ও কড়ি ফাটান হাস্যে পাড়া সব গরম হইয়া যাইত। ·· ৺দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষায় এ আলোচনা ছিল গজকচ্ছপের যুদ্ধের মত। ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ একবার নিজে না আসিতে পারিয়া হেমেন্দ্র নাথ সিংহের হাতে এক পত্র দিয়া পাঠান। তাহাতে একস্থানে ছিল—'এবার দ্বিজে গজে নয় এবার সিংহে গজে বোঝাপড়া।'

দ্বিজেন্দ্রনাথ ও হেমচন্দ্রের এই আন্তরিক ও সরস সম্পর্কটি বিস্তৃত বর্ণনা করতে হচ্ছে কারণ সুরলোকে বঙ্গের পরিচয় গ্রন্থটির অনামা লেখক হিসেবে আমরা হেমচন্দ্রকেই অনুমান করছি। ভড়জি সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন—

'ভড়জির অট্টহাসি বড্ড জমকালো,
বুড়টার সদরে তাঁর আড্ডা জমে ভাল।'

এই হেমচন্দ্র সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথ আরও লিখেছেন—

'পাষাণ মুরতি মন্দ, সর্দ্দারের প্রায়,
লাঠি হাতে ভাবে ভোর বাল্মিকীর জয়।'

বলা বাহুল্য বাল্মিকীর জয় বোঝাতে এখানে বাল্মিকী যন্ত্র (Press) বোঝান হচ্ছে। এই সমস্ত তথ্য আমরা পেয়েছি হেমচন্দ্রের আশ্রিত পুত্র-প্রতিম ডঃ বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের লেখা পত্র থেকে। বনবিহারী নিজেও তীব্র ব্যঙ্গাত্মক লেখা লিখতেন তাই জনপ্রিয় নন। তিনি হেমচন্দ্রকে বলেছেন, তাঁর 'বন্ধুশ্রেষ্ঠ, গুরু ও শিক্ষাদাতা'। দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর আলাপ ছিল। এই ব্যঙ্গরসিক বনবিহারীর গুরু হেমচন্দ্রই সুরলোকে বঙ্গের পরিচয় গ্রন্থটির অনুমিত লেখক।

এই প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি অনুমান উদ্ধার করেছি। সুরলোকে বঙ্গের পরিচয় প্রথম খণ্ডটির প্রকাশক কালীকিংকর চক্রবর্তী—যিনি রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের গ্রন্থেরও প্রকাশক।

দ্বিতীয় খণ্ডটিরও প্রকাশক কালীকিংকর চক্রবর্তী এবং বাল্মিকী যন্ত্রেরও নাম এখানে রয়েছে। আগেই বলেছি 'স্থূলাঙ্গ যমসম পুরুষ' হেমচন্দ্র এবং বাল্মিকী যন্ত্রকে দ্বিজেন্দ্রনাথ একাকার করে দিয়েছেন 'বাল্মিকীর জয়' কথাটি লিখে।

দুটি খণ্ডেরই আখ্যাপত্রে যে শ্লোকটি উদ্ধার করা হয়েছে, তা হল 'হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচ' এই বিখ্যাত উক্তিটি দ্বিজেন্দ্রনাথের খুবই প্রিয় ছিল। তিনি এটি হিতবাদী পত্রিকার motto হিসেবেও মুদ্রিত করেছিলেন।

অর্থাৎ সুরলোকে বঙ্গের পরিচয় গ্রন্থটির মুদ্রণ প্রকাশেও লেখকের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা সহজেই অনুমেয়। যে ঘনিষ্ঠতা দ্বারকানাথ ভঞ্জ সম্পর্কে কিছুটা অন্তত অনুমান করা গেলেও হরনাথ সম্পর্কে কিছুমাত্র অনুমান করা যায় না। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত লেখক হেমচন্দ্রের তীব্র রসবোধের প্রমাণ স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রনাথ। দ্বিজেন্দ্রনাথের মত সুরসিক বন্ধুর সঙ্গে আরেকটি প্রমাণ হেমচন্দ্রের 'বন্ধুশ্রেষ্ঠ গুরু শিক্ষাদাতা' আশ্রিত পুত্রোপম হিসেবে বাংলাদেশের একটিই চরিত্র। ডঃ বনবিহারী মুখোপাধ্যায় জীবনের শুরুতে যিনি সংস্কৃত প্রিয় এবং পরবর্তী জীবনে ডাক্তার হলেও তীব্র রঙ্গব্যঙ্গ রসবোধে বিভোর। এই বিচিত্র চরিত্র সম্পূর্ণ একক এবং নির্জন।

অনুকরণ অনেক সময়ই মূল বস্তুর চেয়েও বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সংস্কৃতজ্ঞ লেখকের ব্যঙ্গাত্মক সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়ে যে সাধুভাষার জটিলতা ছিল—জনপ্রিয়তার সরল কলম ধরে দুর্গাচরণ রায় আসল বস্তুকে ছাড়িয়ে সেই উপলক্ষকে উপস্থাপিত করলেন 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন' গ্রন্থে, উজ্জ্বলতর এবং জনপ্রিয়তর রূপে।

বইটি জনপ্রিয় হলেও লেখকের নাম শুরুতে সুপ্রমাণিত ছিল না। সংস্কৃতজ্ঞ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ছিলেন সোমপ্রকাশ পত্রিকার সম্পাদক। সোমপ্রকাশ ছিল ভারী, গম্ভীর, গভীর পত্রিকা। ১২৮৭ বঙ্গাব্দের ৮ই বৈশাখ থেকে 'নব কলেবর ধারণ করিয়া কলিকাতা মৃজাপুর দপ্তরিপাড়া কল্পদ্রুম যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া' সোমপ্রকাশ প্রকাশিত হতে থাকে। আর কল্পদ্রুম যন্ত্র থেকেই প্রকাশিত হতে থাকে একটি অপেক্ষাকৃত হাল্কা পত্রিকা কল্পদ্রুম, দ্বারকানাথই সম্পাদক। ১২৮৭ বঙ্গাব্দ থেকে কল্পদ্রুমেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় দেবগণের মর্ত্যে আগমন। তবে কোনো লেখকের নাম থাকত না। দেবগণের মর্ত্যে আগমন অনেকদিন পর্য্যন্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের রচিত বলিয়া লোকের ধারণা ছিল" ১ *। কিন্তু এ ধারণা সঠিক কিনা সন্দেহ। দ্বারকানাথের গ্রন্থপঞ্জীতে এই বইয়ের নামোল্লেখ নেই। সোমপ্রকাশ সম্পাদনার কাজ ছাড়বার পর দ্বারকানাথ কল্পদ্রুমের সম্পাদনাও ত্যাগ করে অসুস্থ স্বাস্থ্য নিয়ে

১* খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরস—চারু বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ-১০৮

জব্বলপুরের সান্তনায় চলে যান। ১৮৮৬ সালের ২৩শে আগষ্ট তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই দেবগণের মর্ত্যে আগমন বইটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ('দ্বারকানাথ কর্তৃক সম্পাদিত এবং দুর্গাচরণ রায় কর্তৃক প্রকাশিত')। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অনুমান। অনেকেরই অনুমান দ্বারকা নাথেরই রচনা। ২* দেবগণের মর্ত্যে আগমন বইটির তৃতীয় সংস্করণে এই ভুল বোঝাবুঝি মিটে যায়। বইটির লেখক দুর্গাচরণ রায় বইটি তৃতীয় সংস্করণ উৎসর্গ করেছেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণকে। 'গুরুদেব' (দ্বারকানাথ) কে তিনি সুস্পষ্ট ভাবে বলেছেন 'আপনি যেমন যত্ন সহকারে দেবগণকে কল্পদ্রুমে আশ্রয় দিয়াছিলেন, আশা করি দেবগণ, সেইরূপ আপনাকে যত্নের সহিত নন্দনকাননে আশ্রয় দিয়াছেন।' সংশোধিত তৃতীয় সংস্করণে দুর্গাচরণের এই উৎসর্গ পত্র প্রকাশিত হয়।

আখ্যা-পত্রে লেখক দুর্গাচরণ রায়ের নাম ছাড়া আর ছাপা আছে, '৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত কল্পদ্রুম হইতে উদ্ধৃত।' (ছোট হরফে)

স্পষ্টতই বোঝা যায়, এই ছোট হরফের রসিকতাটুকু অনেকে উপলব্ধি করেন নি। দুর্গাচরণ রায়ের বইটির সম্পাদনা দ্বারকানাথ করেন নি। তিনি কল্পদ্রুমের সম্পাদক। এবং দ্বারকানাথ সম্পাদিত কল্পদ্রুমে ধারাবাহিক প্রকাশিত বলেই গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে এই রসিকতা করা হয়েছে। বড় হরফে দ্বারকনাথ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত পড়েই অনেকেই মনে করবেন, যা ব্রজেন্দ্রনাথ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই গ্রন্থে বিভিন্ন খ্যাত-নামা সমসাময়িক পুরুষদের জীবনী বর্ণনার সঙ্গে স্বয়ং দ্বারকানাথের জীবনী ও কর্মধারা বর্ণনা করা হয়েছে আমৃত্যু সুগভীর প্রশংসাসহ। দ্বারকানাথ নিশ্চয়ই বইটি লিখলে নিজের আমৃত্যু জীবনী এত প্রশংসামুখরভাবে বর্ণনা করতে পারতেন না।

সে যাই হোক দেবগণের মর্ত্যে আগমন বইটি সুরলোকে বঙ্গের পরিচয় অনুযায়ী। অর্থাৎ ভ্রমণ কাহিনীকে ধর্মের ছোঁয়া দিয়ে যে ধরনের বই আগে ছাপা হচ্ছিল, উনবিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতা আমলে সেখানে ধর্মান্ধতা কেটেছে কিছুটা। বদলে এসেছে জ্ঞান। কিন্তু ধর্মান্ধতার মৃদু ছোঁয়া থেকেছে এবং যুক্ত হয়েছে সমকালীন সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস।

২* দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ—সাহিত্য সাধকচরিতমালা সংখ্যা ১১পৃ-১৮

সামাজিক ইতিহাস লেখার রেওয়াজ বাংলা ভাষায় শুরু হয়েছে হুতোম প্যাঁচার নকশা রচনার পর থেকেই। এসময় আমাদের দেশের ধনী সমাজপতিরা টাকা দিয়ে ভাড়াটে লেখক জোগাড় করে 'ছাপান পরচর্চা'র যুগ শুরু করেন। বহু ধনী এই সুযোগে পারস্পরিক 'চাপানউতোর' পালা শুরু করেন। হুতোম প্যাঁচার নকশার পর, বলা বাহুল্য, তাই নকশা-উতোর সাহিত্য পর্বটাই শুরু হয়। কোনো ধনী যদি ভাড়াটে লেখক দিয়ে মনোমত ব্যঙ্গাত্মক (Satirical Sketch) সমালোচনা করলেন কোনো শত্রু সমাজপতির সঙ্গে সঙ্গে তিনিও তৎক্ষণাৎ টাকা দিয়ে তার উতোর লেখালেন কোন লেখকের মাধ্যমে। এই পরচর্চা কুৎসার মধ্যে রঙ্গ ব্যঙ্গের আস্বাদ পেতেন পাঠকরা।

"ওই খানে আপনাকে বলিয়া রাখি যে 'হুতোম প্যাঁচার নকসা' রচনার পর হইতে নাটক বা উপন্যাস সাহিত্যে কে কার জবাব দিল ইহাই সকলে জানিতে চেষ্টা করিত।" *১

ধনী সমাজপতিদের এই কুৎসিত পরচর্চাকে সেকালের পাঠকসমাজ কিভাবে রঙ্গ বা ব্যঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন তা আজ বিশ্লেষণের বিষয়। তবে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'ইউরোপীয় যুদ্ধ ও ইউরোপীয় রসিকতা এক মা'-র পেটে জন্মিয়াছে—দুয়ের কাজ মানুষকে দুঃখ দেওয়া। ইউরোপীয় অনেক কুসামগ্রী এই দেশে প্রবেশ করিতেছে।*২

এইভাবে ধনী সমাজপতিদের অন্দরমহলের গুপ্ত কথাও ছাপা হতে থাকলো। লণ্ডন শহরের গুপ্তজীবন বিলাতী গুপ্ত কথার নকল এদেশেও হতে থাকল বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্ধৃতি মত।

এই সামাজিক বর্ণনারই পরিশীলিত রূপায়ণ 'দেবগণের মর্ত্যে আগমণ।' কুৎসিত পরচর্চা ইত্যাদির বদলে সারা ভারত জুড়ে tourist guide-এর বদলে মিষ্টি কলমে ভারতের বর্ণনা করেছেন দুর্গাচরণ। তারই মাঝে মাঝে মৃদু মৃদু ব্যঙ্গের ছোঁয়াচও যথারীতি রয়েছে। কিন্তু উগ্র তীক্ষ্ণ পরচর্চা বা বিদ্বেষের স্পর্শ কমিয়ে মোটামুটি ভ্রমণের ধর্ম অনুসরণ করে।

দুর্গাচরণের জন্ম বর্ধমান জেলার দীর্ঘপাড়া গ্রামে; বৈদ্যবংশে। তাঁর জন্ম

*১ পুরাতন প্রসঙ্গ—অমৃতলাল বসু পৃ-২১৭

*২ বাংলা সাহিত্য—মনোমোহন ঘোষ পৃ-২৯৭

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে। 'দেবগণের মর্ত্ত্যে' আগমণ ছাড়াও 'পাসকরা ছেলে', 'দুঃখনিশি অবসান' ও 'চিনির বলদ' বইগুলোও দুর্গাচরণের রচনা।*

এছাড়াও দুর্গাচরণের একটি অপ্রকাশিত উপন্যাসের সন্ধান পেয়েছি অনুসন্ধান পত্রিকায়। নাম : বিপ্লব। ১৩০১ বঙ্গাব্দ ২৪ ফাল্গুন থেকে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত।

দুঃখনিশি অবসান বইটি ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে পণপ্রথার বিরুদ্ধে রচিত।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে দুর্গাচরণ রায় পরলোক গমন করেন।

সুরলোকে বঙ্গের পরিচয় বইটির সার্থক অনুসরণ দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন। শরৎচন্দ্র বলেছেন, অনেক সময় উপলক্ষ আসল বস্তুকে ছাড়িয়ে যায়। অনুকরণেও দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন বইটি তাঁর মূল 'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়' বইটিকে জনপ্রিয়তায় ছাড়িয়ে গেছে। এর কয়েকটি কারণও রয়েছে। সুরলোকে বঙ্গের পরিচয় গ্রন্থটির রচয়িতা সাধুভাষাপ্রিয়, সংস্কৃতজ্ঞ-জ্ঞানী জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ।

দুর্গাচরণ রায়ের ক্ষেত্রে এর চেয়েও বড় গুণ ছিল তাঁর সরল ভাষা। তাঁর তরতরে ভাষাটাই জনপ্রিয়তার মূলধন।

'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' বইটির অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তায় আকৃষ্ট হয়ে সেকালের জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক অম্বিকাচরণ গুপ্ত প্রকাশ করেন 'দেবসমিতি বা সুরলোকে স্বদেশকথা'। এই বইটি একাধারে 'সুরলোকে বঙ্গের' পরিচয় এবং 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' দুটিকে অনুসরণ করেছে। প্রথম বইটিতে দেখা যায় বাংলা-দেশে জ্ঞানী-গুণীরা পরলোক গমন করার পর স্বর্গে গিয়ে এদেশের সামাজিক ভ্রমণকাহিনী বর্ণনা করছেন—যা সামাজিক সাহিত্যিক ইতিহাস হিসেবে বিবেচ্য। 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' গ্রন্থে দেখছি দেবতারা এদেশে এসেছেন, ঘুরে ঘুরে সারা দেশ ভ্রমণ করছেন। আঙ্গিকের স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্যণীয়। 'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়' গ্রন্থে তাই হুতোম-নির্ভর সামাজিক পরচর্চাসর্বস্ব তীক্ষ্ণ রসিকতা বেশি। কিন্তু 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' গ্রন্থে এই নকশা উতোর সাহিত্যের তীক্ষ্ণ উগ্র পরচর্চা হ্রাস পেয়েছে এবং মিষ্টি ভ্রমণ কাহিনীর তরতরে হাল্কা ভাবটুকু বেড়েছে।

---

* দুঃখনিশি অবসান নাটকটির অপর নাম শৈলবালা। এ ছাড়া 'চিনির বলদ' বইটি একটি নকশা, আর 'পাশকরা ছেলে' শীর্ষক বইটি একটি প্রহসন।

১২৯৮ বঙ্গাব্দে হরিকুমার চৌধুরী নতুন গ্রন্থ প্রকাশ করেন 'সহবাস বিভ্রাট' ও 'দেবগণের দ্বিতীয় বার মর্ত্ত্যে আগমন।'

১৩২০ বঙ্গাব্দে ঢাকা আউটসাহী থেকে কেদারেশ্বর (বন্দ্যোপাধ্যায়) শর্ম্মণ প্রকাশ করেন 'দেবগণের অভিনব ভারত দর্শন'। এটিও 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' গ্রন্থের গতানুগতিক এবং অক্ষম অনুকরণ মাত্র। এই বইটির যে কপি পেয়েছি তাতে আখ্যাপত্র পাই নি। বদলে লেখকের ভূমিকাপত্র 'আত্ম নিবেদন'টি প্রকাশ করছি। এছাড়াও চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেছেন 'দেবগণের ভারত ভ্রমণ' (চৈতন্য লাইব্রেরীতে বইটি রয়েছে) '—সম্পাদক

তাঁদের আসা তাঁদের যাওয়া

কৈশোরে 'দেবতাদের মর্ত্যে আগমন' পড়েছিলাম। যৌবনেও পাঠ করেছি বারবার। পড়তে পড়তে বিষণ্ণ হয়েছি আবার প্রাণভরে হাসতে হাসতে গড়িয়েও পড়েছি। কৌতূহল তখন বারবার ওই গ্রন্থের দিকে হাত বাড়াতে আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছে। অনেক অনেক না-দেখা আর অজানা বিচিত্র জায়গা এবং সে-সব জায়গার নানা রকমের বিচিত্র বাসিন্দাদের প্রাত্যহিক জীবনাচরণ, আচার-ব্যবহার, বিশ্বাস, সুখ-দুঃখ, ছোট-বড় স্বার্থ-সিদ্ধির হীনমন্যতা, ভালবাসা, পরার্থপরতা মিলিয়ে মিশিয়ে নানা জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন মানুষের আলাদা আলাদা মনস্কতা, রহস্যের সন্ধান—এমন কতো কিছুকে গভীরভাবে জানার সুযোগ পেয়েছি। সেই সঙ্গে পাওয়া গেছে স্থান-মাহাত্ম্য পরিচয়, বিচিত্র সব পথের সন্ধান, ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিচয় এবং ইতিহাস পর্যন্ত। এ-সবই মাত্র চারজন দেবতার অর্জিত অভিজ্ঞতা ও দর্শনের বিবরণ মাত্র। তখন যা বিশ্বাস করতাম আজ বিজ্ঞান যুক্তি অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের নিকষে যাচিয়ে বাচাই করতে গিয়ে কষ্ট পাই। কেন পাই? কারণ ওই কালে এই গ্রন্থটি পাঠ করে মনে হয়েছিলো, ঐ সবই বুঝি দেবতাদেরই অভিজ্ঞতালব্ধ—পরে বুঝেছি দেবতারা আসলে উপলক্ষ মাত্র, আসল চোখ আর অভিজ্ঞতা এবং কল্পনা মূলত গ্রন্থ-কর্তার। তখন লেখক গৌণ ছিলো, এখন পড়ার আগে পাতা উল্টে লেখকের নাম দেখার অভ্যেস। অবশ্য লেখাটা যদি ভালো লাগে তবে আলাদা কথা।

জীবনের নানা পর্বের মধ্যে বিরাট দূরত্ব আর ব্যবধান থাকা সত্বেও কিন্তু 'দেবতাদের মর্ত্যে আগমন' পাঠ করতে সব সময়েই সমান আগ্রহ অনুভব করেছি। কেন করেছি—এরকম প্রশ্ন যদি কেউ করেন, তার উত্তরে অবশ্যই আমাকে বলতে হয়, এ যে একেবারে ধ্রুপদী গোছের কিছু অবশ্যই তা নয়। ধ্রুপদী রচনামাত্রই যে সুখপাঠ্য, লোভনীয়—এই যুক্তিও ধোপে টেকে না। আসলে ভালো লাগার ব্যাপারটা বোধ হয় পাঠকের একান্তই নিজস্ব ব্যাপার। তার সঙ্গে যদি প্রথম প্রেমের স্মৃতি থাকে তো সারা-জীবন তাকে সুখস্মৃতি বলে জাগ্রত রাখার মধ্যে একটা দারুণ আনন্দ থাকে।

আজ বুঝি 'দেবতাদের মর্ত্যে আগমন' গ্রন্থের সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রথম প্রণয়ের। সে কারণেই কি হারানো স্মৃতিকে সঞ্জীবিত করার বা করে রাখার জন্যই এই পুনর্মুদ্রণের প্রয়াস? আমি বলবো, না, অন্য হাজারটা কারণও থাকে—যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা না দিলেও কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নেই আবার না বলাটাও অপরাধ এ-কথাও মনে হয়।

কী আছে 'দেবতাদের মর্ত্যে আগমন' গ্রন্থে?

হিমালয়-এর দেবভূমি থেকে যাত্রা করে চার দেবমূর্তির মর্ত্যে আগমন এবং পরিভ্রমণ প্রসঙ্গ। এখানে মর্ত্য বলতে কেবলই ভারতের উল্লেখ রয়েছে—যে-ভারত তখন ব্রিটিশ শাসিত পরাধীন দেশ। এ-দেশের তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনীতিক অবস্থার একটি অস্পষ্ট আভাসও এই গ্রন্থ থেকে উদ্ধার করা সম্ভব। পদ্মযোনি ব্রহ্মা সপার্ষদ ভারত ভ্রমণ করছেন—এ-গ্রন্থে তারই নানা রঙিণ বর্ণনা। অনেকটা ডায়েরির মতন করে বলা নানা অভিজ্ঞতার সত্য মিথ্যা নাটকীয় ঘটনার মালা তো বটেই। তার সঙ্গে রয়েছে সমস্তর মজা। শ্লেষ, বিদ্রূপ, ঘৃণা, আবেগ, সংস্কার, নির্দয়তা, আবার সমালোচনাও বাদ যায় নি। বাস্তব আর অবাস্তব নানা কাণ্ডকারখানা রয়েছে পাশাপাশিই। লেখা বহু ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি দোষে দুষ্ট, আজকের চোখে ও বিচারে কিছু দুর্বল, কৌতুকে মোটা মোটা দাগ ব্যবহৃত সত্যি, তবু কেন এ-গ্রন্থ এখনও একাধিকবার পড়তে কষ্ট হয় না? কারণ, এ-গ্রন্থের চৌদ্দ আনা অংশ জুড়ে রয়েছে প্রবাসী বাঙালীদের দৈনন্দিন জীবন-চর্যার নানা বিচিত্র দিক আর বহির্বঙ্গের নানা ক্ষেত্রের বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে প্রবাসী বাঙালীদের সমাজবোধের বিস্ময়কর সব নমুনা ও মূল্যায়ণ।

কালি কলম মন এ তিনে যদি ছবি আঁকা সম্ভব বলে বিশ্বাস করা যায়, তবে বলতে দোষ কোথায়, এ গ্রন্থে রয়েছে ছোট বড়ো অজস্র সব মূল্যবান ছবিও। দেবতারা সশরীরে ভ্রমণ করছেন এটা কি কম কথা! এর ওপর আবার রয়েছে ব্রিটিশ কোম্পানীর রেলে চড়ে দেশভ্রমণ। বাস্তববাদীরা অবশ্যই বলবেন, এ একেবারে অবাস্তব ব্যাপার। তা হ'লে প্রশ্ন হতে পারে, মশাই কোন বাস্তবসম্মত কাহিনীটা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে শুনি? আমি অতদূরে যেতে চাই না। আসলে এই বিশ্বের সকল মানুষের বুকের খাঁচার গভীরে একটা পাখি নিরন্তর ডানা ঝাপটায়। তার দিকে চোখ রেখে কি বাস্তবতা আর অবাস্তবতাকে নিক্তিতে

ওজন করা সম্ভব? ওই পাখিটাকে বুকের খাঁচার দরজা খুলে সরিয়ে দিলে মানুষের অবশিষ্ট বলে কিছু থাকে কি? একদল বলবেন থাকে; অন্যদল বলবেন—না। আসলেও যদি ধরে নেওয়া যায় কিছু থাকেই, তবে, সে স্থূল শরীর ছাড়া আর কী? আর এই শরীরকে বলা যেতে পারে নীরস তরুবর। বঙ্গভাষী যাবতীয় বাস্তববাদী পাঠকের কাছে আমার সবিনয় প্রশ্ন: এ-গ্রন্থের অবাস্তব অংশ বাদ দিতে গেলে শুধু সুখপাঠ্যগুণটুকুই মুছে যাবে না, চোর বাছতে গ্রন্থ উজার হবারও সম্ভাবনা থাকে? তাই বা বলি কী করে! আজ বিজ্ঞান পর্যন্ত বলতে কসুর করছে না: স্বপ্নজীবন তথা কল্পনা আর জাগ্রত জীবন—এ-দুইই জীবন নামক টাকার এপিঠ ওপিঠ। একে তাড়চুর করলেও থেকে যাবে কেবল রূপো।

আবার বলা যায়, দেবতাদের মর্ত্যে আগমন সত্যিকারের এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এবং ভৌগোলিক রচনা। একে বলা যেতে পারে ভারতীয় ভ্রমণ সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য ভ্রমণ-নির্দেশিকা—যাকে বলা হয়ে থাকে 'টুরিস্ট-গাইড'। অনেক বলেছেন, এ-গ্রন্থই নাকি ভারতীয় ভাষার প্রথম ভ্রমণ নির্দেশিকা। ওই বিতর্কের মধ্যে নিজেকে জড়াতে চাই না। প্রথম বা উল্লেখযোগ্য যাই বলা হোক, ভারত ভ্রমণকারীদের কাছে এর মূল্য অনেক এবং অনেক। কারণ সময় এগোচ্ছে, সভ্যতার ঘটছে অগ্রগতি। বন কেটে বসছে নগর। পাহাড় উড়িয়ে বসানো হচ্ছে জনপদ। প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনেক অতীতের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়াই কঠিন। তার ওপর খুব দ্রুত পালটে যাচ্ছে পৃথিবীর চেহারা। যন্ত্রদানব তার থাবা প্রসারিত করে মুখব্যাদান করে এগিয়ে আসছে অতীতের ঐতিহ্য, সংস্কার, সাহিত্য, স্থাপত্য, শিল্পকলা সব গ্রাস করতে। আজ থেকে ১০২ বৎসর আগে যদি এ-কাহিনী প্রথম প্রকাশিত হয়ে থাকে তবে অন্তত এর রচনাকাল তার কিছু আগে তো নিশ্চয়ই। যদি কল্পদ্রুম পত্রিকায় এই রচনা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিতই হয়ে থাকে, তবে এমনও হতে পারে লেখক কিস্তিতে কিস্তিতে লেখার কাজ শেষ করেছিলেন। তার মানে ধরা যাক, ১০২ বৎসর আগেকার ভারতবর্ষের স্থান মাহাত্ম্য ও তৎকালীন মানুষ ও সমাজের জীবনাচরণের কথাই বলা হয়েছিলো। লেখক তখন যে যে স্থান-পরিচয় দিয়েছেন, আজ তার সবকিছুর হুবহু অস্তিত্ব আবিষ্কার করাও কঠিন। কিন্তু গ্রন্থটি পাঠ করা থাকলে, বা হাতের কাছে থাকলে বলা সম্ভব হবে একদা এইখানে

ছিলো…। আবার অতীতের অনেক অস্তিত্ব বা নিদর্শন এখনও আছে। এ দুই অতীতের পট থেকে হিসেব করে আমরা বলতে পারি, কতদূর এবং কতখানি অগ্রগতি ঘটেছে আমাদের। সমাজ, জীবন, দেশ গঠন, শিল্পকলা সকল ক্ষেত্রেই।

আজ থেকে শতাধিক বৎসর আগে দেশভ্রমণের নেশা আজকের মতনই প্রবল ছিলো কিনা তা অনুমান করা কঠিন নয়। তখন এত পথঘাট ছিলো না, ছিলো না এত রকমের যানবাহনও। এই সূত্র ধরে অবশ্য বলা যেতে পারে ওইকালে দেশভ্রমণের নেশা আজকের মতন এত ব্যাপক ছিলো না। কিন্তু এ যুক্তিও ধোপে টিকিয়ে রাখা কঠিন। মানুষ আগে তার নিশ্চিন্ত বাসস্থানের সন্ধানে দলে দলে ঘুরে বেড়াতো। ক্রমে বেশকিছু স্থায়ী জনপদ গড়ে ওঠার পর দেখা গেলো, অজানাকে জানবার কৌতূহল, সুদূরকে নিকটস্থ করার উদ্যোগ, দুর্গমকে জয় করবার নেশা এবং দেবতাত্মার সন্ধানে ভক্তদের অনুসন্ধান-অভিযানে মানুষ অগম্য প্রদেশে পাড়ি জমাতেও ভয় পেতো না। এ-ছাড়াও জীবিকার প্রয়োজনে বিদেশ বা দেশান্তর গমন, স্বদেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে যাতায়াত চিরকালই লেগে থাকে। না হ'লে সারা ভারত জুড়ে, এবং বহির্ভারতে পর্যন্ত এতো বাঙালী উপনিবেশ গড়ে উঠলো কেমন করে? এই সূত্র ধরেই বলা যেতে অন্যান্য রাজ্যের অধিবাসীদের কথাও।

ছাত্রজীবন আমাদের জানিয়েছিলো, সেই বৌদ্ধযুগে এবং তৎপরবর্তীকালে অনেক ভারতীয় শ্রমন হিমালয় অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়েছিলেন তিব্বতে, চীনে, মধ্য-এশিয়ার নানা প্রান্তরে, কন্দরে। সাগর পাড়ি দিয়ে আমরা প্রাগার্য যুগেই গিয়েছিলাম সিংহলে, সুমাত্রায়, যবদ্বীপে এবং আরও দূর পশ্চ্যদেশে। এঁদের লক্ষ্য কি ছিলো কেবলই দুর্গমকে জয় করা? বোধ হয় না। বহির্বাণিজ্যের প্রয়োজনে আমাদের যাতায়াত ছিলো বিশ্বের প্রায় সর্বত্র। প্রাগার্য ভারতের এঁরাই পণি। খ্রীষ্টের জন্মের দশ হাজার বছর আগেও যে পণিরা ছিলেন তা আজ বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে। তাছাড়া ভারতের ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার আলো প্রচারের প্রতিজ্ঞা নিয়েও অনেক অভিযান দুর্লঙ্ঘ্য পথ অতিক্রম করেছিলো। উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন, ইতিহাসই বলে যে, সেকাল বা একাল বা সর্বকালেই মানুষ আবিষ্কারের নেশায় উন্মাদের মতন ছুটেছে, ছুটছে। এঁদেরই কি বলা হবে দুর্গমের যাত্রী অর্থাৎ এক্সপ্লোরার? তাহ'লে তো এ-গ্রন্থের চার দেব-নায়ককেও ওই বিশেষণে ভূষিত করতে হয়।

কারণ দেবতা চতুষ্টয় তো তাঁদের কাছে দুর্গম বলে বিবেচিত নিম্নভূমি তথা সমতলভূমি দর্শনের নেশায়ই ঘুরে বেড়িয়েছেন সনাতন ভারতের পথের ধুলোয় পায়ের চিহ্ন আঁকতে আঁকতে।

সেই কৈশোরে আমার হাতে এসেছিলো আরও একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত 'হিমালয় অভিযান।' যতদূর মনে পড়ে এ গ্রন্থের সূচীতে ছিলো: দীপঙ্কর অতীশের তিব্বত যাত্রা, কুমারজীবের চীন ভ্রমণ, পণ্ডিত কিষণ সিংহের তিব্বত ও মঙ্গোলিয়া অভিযান, কিনথাপ-এর ব্রহ্মপুত্রের উৎস সন্ধানে যাত্রা, ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন আমার মনে হয়েছিলো, মানুষের জয়ের নেশা সকল কষ্টকেই হার মানায়। তাই সমতলের মানুষ ছোটে সুদূর ঊর্ধ্বে আর ঊর্ধ্বের মানুষ সমতলে। এই সূত্র ধরেই যদি সপার্ষদ ব্রহ্মা মর্ত্যে আগমন করেই থাকেন তবে তাতে অবাক হবার মতন কারণ থাকে কি?

প্রবোধবন্ধু অধিকারী
জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

অমরাবতী

কয়েক বৎসর গত হইল, পৌষ মাসে একদিন শচীপতি ইন্দ্র নিজ বৈঠকখানায় বরুণসহ উপবিষ্ট ছিলেন। শীতকালে পৃথিবীতে জলের তাদৃশ প্রয়োজন নাই বলিয়াই হউক কিংবা অপর কোন কারণে, তখন জলাধিপতি কিছুদিনের ছুটি লইয়া বাটি আসিয়াছিলেন। বহুদিনের পর প্রবাস হইতে বাটি আসিয়া বেকার অবস্থায় বসিয়া থাকাও বড় কষ্টকর, এজন্য তিনি প্রত্যহ দেবরাজের নিকট আসিয়া দাবা খেলিতেন। অদ্য খেলা বন্ধ করিয়া পরস্পরে অনেক প্রকার গল্প হইতেছিল এবং ঘন ঘন পান-তামাক চলিতেছিল। কথায় কথায় ইন্দ্র কহিলেন, "বরুণ! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগ গত হইয়াছে, এক্ষণে কলিও যায় যায়; পূর্ব্বকালের রাজারা অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ উপলক্ষে আমাদিগকে আহ্বান করিতেন, তজ্জন্য সময়ে সময়ে আমাদের মর্ত্ত্যভূমি-দর্শন ঘটিত; কিন্তু সম্প্রতি সে-সমস্ত যাগযজ্ঞ নাই, আমাদেরও যাওয়াটা একপ্রকার রহিত হইয়াছে। এখন লোকে সামান্য সামান্য কর্ম্ম উপলক্ষে 'ওঁ প্রজাপতে', 'ওঁ ইন্দ্রাদি-দশদিক্‌পালেভ্যঃ' বলিয়া স্মরণ করে বটে, কিন্তু যাইয়া পাছে সন্তোষকর আহারাদি না পাই, তাই ভাবিয়া যাইতে নিরস্ত হইয়াছি। তুমি সর্ব্বক্ষণ পৃথিবীতে থাক। কারণ, তোমাকে তথায় সর্ব্বদেশে, সর্ব্বস্থানে সর্ব্বজনকে যথাসময়ে জল যোগাইতে হয়। অতএব বল দেখি, এক্ষণে মর্ত্ত্যের রাজা কে?" বরুণ কহিলেন, "ইংলণ্ডনামক-দ্বীপবাসী ইংরাজ নামে এক জাতি আছে; সম্প্রতি তাহারা ভারতে আসিয়া একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। এ-প্রকার বুদ্ধিমান ও প্রতাপশালী রাজা আমি কখন কোন যুগে চক্ষে দেখি নাই। পৃথিবীর মধ্যে এমন স্থান নাই, যেখানে ইহাদের রাজ্য নাই। স্বর্গে ইংরাজাধিকৃত স্থান নাই বটে, কিন্তু সত্বরেই বোধ করি, স্বর্গরাজ্যও ইংরাজরাজের করতলগত হইবে।"

ইন্দ্র হাস্য করিয়া কহিলেন, "বরুণ! তুমি নিতান্ত বালকের ন্যায় কথা কহিতেছ। স্বর্গে ইংরাজের আসিবার পথ কই?"

বরুণ। পথ না জানাতেই এতদিন ইংরাজেরা এখানে আসিতে পারে নাই, কিন্তু তাহারা যে-প্রকার ফিকিরবাজ ও নাছোড়বান্দা দেখিতেছি, তাহাতে বেশ বোধ হইতেছে যে, শীঘ্র পথটা না জানিয়া তাহারা আর ছাড়িবে না। তাহারা

স্বর্গীয় পথের আবিষ্কার জন্য 'ব্যোমযান'-নামক শূন্যে উঠিবার একপ্রকার রথ তো বহুদিন পূর্ব্বেই প্রস্তুত করিয়াছে, আবার ইদানীং একপ্রকার 'ব্যোম জাহাজ' তৈয়ারি করিবার চেষ্টায় আছে *। তাহাতে মনের ভাব, কোন রকমে একবার পথটি চিনে পারলেই একদিন সদলে আসিয়া স্বর্গ অধিকার করিবে।

ইন্দ্র। ভাল, মনে কর, ইংরাজেরা স্বর্গীয় পথ আবিষ্কৃত করিল এবং স্বর্গেও সদলে আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু কি প্রকারে আমার বজ্রের হাত এড়াইবে? তুমি কি ইহার প্রভাব জান না?

বরুণ। সব জানি, কিন্তু ইংরাজেরা তেমন পাত্র নয়; তোমার বজ্রে ভীত হইবার লোক নহে। তাহারা তোমার বজ্রকে ঢোঁড়া করিবার এক ফিকির বাহির করিয়াছে। অর্থাৎ বজ্রে অনেক বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা, মন্দির, মসজিদ নষ্ট করে দেখিয়া তাহারা একপ্রকার লৌহশিক প্রস্তুত করিয়াছে। ঐ শিক দোতালা-তেতালা কোঠার গাত্রে লাগাইয়া দিলে বজ্রের বিদ্যা আর খাটিবে না। অতএব যদি ঐ শিক ব্যোমযানে লাগাইয়া উঠে, তোমার বজ্রে কি করিবে? তুমি ইংরাজজাতির কল-কৌশল দেখিলে না, শুনিলে না বলিয়াই গর্ব্ব কর এবং মনে ভাব তোমার অমরাবতীর অপেক্ষা সুন্দর স্থান আর নাই; কিন্তু যদি একবার ইংরাজ-রাজধানী কলিকাতা দেখ, অমরাবতীতে আর আসিতেও চাহিবে না। এখানে তুমি সামান্য সুন্দরী শচীকে পাইয়া ভুলিয়া আছ; কিন্তু কলিকাতায় যাইয়া যদি আরমানি বিবি দেখ, হয়তো আর শচীর প্রতি ফিরেও তাকাইবে না। এখানে তুমি সামান্য বন নন্দনকাননে যাইয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া থাক, কিন্তু কলিকাতায় যাইয়া যদি একদিন ইডেন গার্ডেনে প্রবেশ কর, তাহলে হয়তো আর ফিরে আসতে চাইবে না। তুমি স্বর্গীয় ধেনো মদকে সুধা বল, কিন্তু ইংরাজ-রাজ্যে যাইয়া যদ্যপি সেরি, স্যাম্পেন, ব্রাণ্ডি পান কর, হয়তো আর এ সুধা মুখেও করবে না। ইংরাজেরা তৈল-শলিতা-বিহীন লণ্ঠনে আলো জ্বালে। লৌহ-তারে খবর আনে। জলে কলের তরী চালায়। কুইনাইন-নামক ঔষধে সদ্যঃ জ্বর আরাম করে। ইংরাজকৃত কুইনাইনের শিশি সম্বল করিয়া কত শত গণ্ডমূর্খ ধন্বন্তরি হইয়া পথে পথে ডিস্‌পেন্সারি খুলে বিরাজ করিতেছে। এক পাইপের সৃষ্টি করে আমার মাথাটা একেবারে খেয়েছে।

* এ চেষ্টা এক্ষণে সফল হইয়াছে।

ইন্দ্র। পাইপ কি ?

বরুণ। জলের কল। এই কল মাটির মধ্য দিয়া টানিয়া আনিয়া প্রজার বাড়ি জল দিতেছে। লোকে যেখানে-যেখানে স্বেচ্ছামত নল বসাইয়া জল লইতেছে। বিদ্যুৎ ধরিয়া তদ্দ্বারা তারে খবরাখবর পাঠাইতেছে, রাস্তায় আলো দিতেছে। উহার নাম বৈদ্যুতিক সংবাদ ও বৈদ্যুতিক আলো। যেরূপ দেখিতেছি, ক্রমে পবনভায়ারও চাকরি থাকে কিনা থাকে।

ইন্দ্র। বরুণ! তোমার মুখে ইংরাজ জাতির ও কলিকাতার যেরূপ সুখ্যাতি শুনিলাম, তাহাতে আমার কলিকাতা দেখিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে।

বরুণ। বেশ তো চল না, তোমাকে ইংরাজকৃত বাষ্পীয় শকটে আরোহণ করাইয়া কলিকাতায় লইয়া যাই। যাইতে কোন কষ্ট হইবে না। আমরা রাস্তার ধারে ধারে ভাল ভাল ষ্টেশনে নামিয়া দু-একদিন করিয়া বিশ্রাম করিব, তাহা হইলে দিল্লী, আগরা, মথুরা, বৃন্দাবন, মুঙ্গের, ভাগলপুর, বারাণসী প্রভৃতি প্রাচীন সহর সকলও দেখা হইবে এবং অসময়ে আহারাদি করার জন্যও কোন কষ্ট হইবে না।

ইন্দ্র। আমারও একান্ত ইচ্ছা—পূর্ব্বরাজ্যগুলি বর্ত্তমানে কিরূপ অবস্থা ধারণ করিতেছে দেখি। ভাল, বাষ্পীয় শকট কি ?

বরুণ। ইংরাজকৃত একপ্রকার রথ। ইহা চালাইবার জন্য ঘোড়া ও হাতীর দরকার করে না। বাষ্পে চলে বলিয়া ইহার নাম বাষ্পীয় শকট হইয়াছে। কলে বাষ্পের দ্বারা চলে বলিয়া অনেকে ইহাকে কলের গাড়িও বলে। ইহার যাতায়াতের রাস্তা লৌহের রেল। এজন্য ইহা রেলওয়ে ট্রেণ বলিয়াও অভিহিত হয়। ট্রেণ অর্থাৎ বহু সংখ্যক প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি একত্র লইয়া যাওয়া হয়। লোকে যে যেমন পয়সা ব্যয় করে, সে সেইমত গাড়িতে যাইতে পারে। বোঝাই যত দেওয়া যায়, স্বচ্ছন্দে লইয়া যায়।

ইন্দ্র। আহা! এমন আশ্চর্য্য রথও ইংরাজেরা নির্ম্মাণ করিয়াছে! চল একদিন মর্ত্ত্যে যাইয়া চক্ষের সার্থকতা সম্পাদন করি ও মনের সাধ মিটাইয়া লই। আপাততঃ চল ব্রহ্মলোকে যাইয়া পিতামহকে সঙ্গে লইয়া যাইবার চেষ্টা পাই। আমাদের দেখিবার অনেক সময় আছে। পিতামহের যেরূপ অবস্থা—আজ কালের মধ্যে যদি ফুক করিয়া মারা যান, এত সুখের কলিকাতা আর দেখিতে পাইবেন

না। বড় আপসোস থাকবে। আমরা পিতামহকে এসব কথা ভেঙ্গে বলিব না, কেবল কৌশলে লইয়া যাইবার চেষ্টা পাইব। তাহা হইলে তিনি মর্ত্ত্যে যাইয়া হঠাৎ নিজ সৃষ্টির মধ্যে আশ্চর্য্য সৃষ্টি দেখিয়া চমৎকৃত হইবেন।

এই কথা বলিয়া দেবরাজ মাতলিকে রথ সাজাইতে আজ্ঞা দিলেন এবং বরুণসহ অন্দরে প্রবেশপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া রথারোহণে ব্রহ্মলোকের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ব্রহ্মলোক

ব্রহ্মার মানসসরোবরে অত্যন্ত পানা হইয়াছে, বিশেষতঃ কয়েক বর্ষ ভাল বর্ষা না হওয়াতে জলকষ্টে তাবৎ মৎস্য মরিয়া যাইতেছিল। পদ্মযোনি বাঁধাঘাটে বসিয়া হুস হুস হুস শব্দে কাক তাড়াইতেছিলেন এবং যে মাছটি মরিয়া ভাসিয়া উঠিতেছিল, তৎক্ষণাৎ তুলিয়া একস্থানে একত্র করিয়া রাখিতেছিলেন। তথাপি চিল, মাছরাঙ্গা ও শিকারী পাখিতে ছোঁ মারিয়া দু-একটা লইতে ছাড়ছিল না। অপরাহ্ণে পিতামহ আর কয়েকটি বৃদ্ধসমভিব্যাহারে তাঁহার মানসসরোবরের উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ইঁহার পরিধানে রেলি ব্রাদারের ধোয়া থান, * বক্ষঃস্থলে শ্বেত লোমের উপর শ্বেত যজ্ঞোপবীত, পায়ে শিং-তোলা জুতা—হাতে তালের ছড়ি। এমন সময়ে ইন্দ্র ও বরুণ আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, "পিতামহ! প্রণাম করি।"

ব্রহ্মা। কে হে তোমরা?

ইন্দ্র। আজ্ঞে, চিন্তে পারচেন না? বরুণ আর ইন্দ্র।

ব্রহ্মা। আরে এস এস! আর ভাই, চোখে ভাল দেখতে পাইনে, এখন তোমাদের রেখে যেতে পাল্লেই বাঁচি। তবে অসময়ে আসিবার কারণ কি—স্বর্গে তো দৈত্যেরা কোন উপদ্রব আরম্ভ করে নাই?

ইন্দ্র। করে নাই বটে, কিন্তু করবার উপক্রম।

ব্রহ্মা। কারা উপদ্রব করবে?

ইন্দ্র। ইংরাজ জাতি।

* দেবগণের জুতা, কাপড় প্রভৃতি যাহা যাহা আবশ্যক হইত, বরুণ তাহা কলিকাতা হইতে আনিয়া দিতেন।

এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মার মুখ মলিন হইয়া গেল। পূর্ব্ব-পূর্ব্বকার দৈত্যদিগের উপদ্রব তাঁহার স্মরণ হওয়াতে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন এবং "চল দেখি—বেদে কি লেখা আছে" বলিয়া ইন্দ্র ও বরুণসহ ভবনাভিমুখে চলিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া চালের বাতা হইতে পুরাতন বস্ত্রে বাঁধা কতকগুলি বেদ বাহির করিয়া চশমা চক্ষে দিয়া দেখিতে দেখিতে কহিলেন, "না, ইহাদের হইতে দেবগণের কোন ভয় নাই। এই ইংরাজ জাতির রাজ্যসময়ে মনসা, জগন্নাথ প্রভৃতি গ্রাম্য দেবগণ স্বর্গে চলিয়া আসিবেন।" বলিয়া হাস্য করিলেন।

ইন্দ্র। দাদা মহাশয়! আপনার তাতে এত সন্তোষ যে?

ব্রহ্মা। ভাই, এই রাজ্যসময়ে পতিতপাবনী দ্রবময়ী সুরধুনীকে আমি পুনরায় কমণ্ডলুতে প্রাপ্ত হইব। আহা! মাকে যখন ভগীরথ মর্ত্ত্যে লইয়া যায়, বাছা কত কেঁদেছিলেন, "বাবা! মনে রেখো, পত্র লিখিলে উত্তর দিও।" এইরূপ কত কথাই বলেছিলেন। এইবার এত দিনের পর মা আমার গৃহে আসিবেন—এত দিনের পর আমার সর্ব্বদুঃখ দূর হইবে; আর তিনি কয়েক বৎসরমাত্র নরলোকে আছেন। *

বরুণ। মার দুঃখের পরিসীমা নাই। তাঁকে কলিকাতার মালবহনের কাজ করতে হচ্চে। পূর্ব্বে ঐরাবত যে প্রবাহ ধারণ করতে পারে নাই, সেই প্রবাহ ইংরাজের নিকট পরাস্ত হইয়াছে। ইংরাজেরা তাঁকে যথা ইচ্ছা খনন করিয়া লইয়া যাইতেছে। আবার হাবড়া ও হুগলীর নিকট বাঁধিয়াছে।

ব্রহ্মা কাঁদিয়া কহিলেন, "য়্যা, বেঁধেছে! তুমি নিকটে যাইলে কিছু বলেন?"

বরুণ। কলকল শব্দে কাঁদিতে কাঁদিতে বলেন, "বরুণ! আমার বোধ হয় কপাল পুড়েছে—বাবা বুঝি বেঁচে নাই; নচেৎ আমার এ দুঃখের দশা দেখে কখনই নিশ্চিন্ত থাকতেন না।"

ইন্দ্র। আপনার একবার যাওয়া উচিত।

ব্রহ্মা। কি করে ভাই যাই, জান তো আমার ঘুমেতেই মাথা খেয়েছে। *

বরুণ। আপনি একদিন চলুন, নচেৎ লোকে ব্যঙ্গ করে প্রায়ই বলে থাকে —"বুড়ো, মেয়েটাকে জলে দিয়ে কেমন করে নিশ্চিন্ত আছে?"

---

* নূতন পঞ্জিকাতেও এইরূপ বলে বটে।

ব্রহ্মা। ক্ষমতা থাকলে কি যাইতে অসাধ? ঘুমকে যদিও পারি—প্রাচীন শরীরে একপাও চলিবার শক্তি নাই।

বরুণ। চলুন,—আপনাকে হাঁটতে হবে না, কলের গাড়িতে নিয়ে যাব। প্রাচীন শরীরে পিত্তি পড়ে পাছে অসুখ হয়, এজন্য ভাল ভাল ষ্টেশনে বিশ্রাম করব।

ব্রহ্মা। কলের গাড়ি কি?

বরুণ। ইংরাজকৃত একপ্রকার রথ। ঐ রথ কলে চলে বলিয়া 'কলের গাড়ি' নাম হইয়াছে।

ব্রহ্মা। মাকে আমার বেঁধেছে শুনে মন যেরূপ চঞ্চল হয়ে উঠলো, তাতে একবার মর্ত্ত্যে যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক হচ্চে। তোমরা বৈকুণ্ঠে যাইয়া নারায়ণকে আমার নাম করিয়া আন। দৈত্যেরা তাঁহার পরিবারবর্গের উপর যে নানাপ্রকার অত্যাচার করিতেছে, তিনি কি তাহার খবরটাও রাখেন না?

এই কথার পর দেবগণ পুনরায় রথারোহণে বৈকুণ্ঠের অভিমুখে চলিলেন।

বৈকুণ্ঠ

আহারান্তে লক্ষ্মী নিজ কক্ষে পালঙ্কে বসিয়া আলুলায়িতকেশে কার্পেট বুনিতেছিলেন। তাঁহার পরিধানে রেলপেড়ে শাড়ি, হস্তে হাঙ্গরমুখো ডায়মন্-কাটা বলয়, কর্ণে দুটি সুন্দর এয়ারিং, গাত্রের বর্ণ বস্ত্রমধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। বিম্বোষ্ঠ স্বাভাবিক লাল, তাহাতে আবার তাম্বূল চর্ব্বণ করাতে আরো টুকটুক করিতেছিল। নারায়ণ নিকটে বসিয়া তাকিয়া ঠেস দিয়া আলবোলার নল মুখে 'খবরের কাগজ' দেখিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে নারায়ণীর বদন প্রতি চাহিয়া কি ভাবিতেছিলেন।

এই সময়ে ভৃত্য আসিয়া কহিল, "দেবরাজ ও বরুণ ঠাকুর আপনার নিকটে আসিয়াছেন।"

নারায়ণ এ সংবাদে কিছু বিষণ্ণ হইলেন এবং ভৃত্যকে বিদায় দিয়া নারায়ণীকে কহিলেন "প্রিয়ে! বোধহয়, স্বর্গে পুনরায় অসুরেরা উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে।

* ৪৩২০০০ বৎসরে ৪ যুগ। এই ৪ যুগে দেবতাদিগের ১ যুগ। এইরূপ হাজার যুগে ব্রহ্মার এক রাত্রি।

তুমি কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, আমি তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া আসি” বলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন এবং ১৫ মিনিটের মধ্যে প্রত্যাগমন করিয়া কহিলেন, “প্রিয়ে! আমাকে বিদায় দেও, মর্ত্ত্যে যাইতে হইবে।”

এই কথা শুনিয়া নারায়ণী কহিলেন, “কেন—এখন মর্ত্ত্যে কেন? তোমার তো কল্কিরূপে জন্মগ্রহণ করিবার বিলম্ব আছে।”

নারায়ণ। একবার কলিকাতা দেখিতে ও কলের গাড়ীতে চড়িতে বড় সাধ হইয়াছে;—বেড়াইতে যাব।

“পাঁচ জনেই তোমাকে খারাপ কল্লে” বলিয়া নারায়ণী হস্তস্থিত কার্পেট দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিতে লাগিলেন—“ছি কালামুখ! মর্ত্ত্যে যাইতে, মর্ত্ত্যের নাম করিতে তোমার কি ভয় হয় না—তোমার কি লজ্জা হয় না? ভাব দেখি, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে সেখানে গিয়ে কত ঢলাঢলি করেছ এবং আমাকেও কত কষ্ট দিয়েছ! সেসব কি একেবারে ভুলে গেলে? তাই মর্ত্ত্যের নাম মুখে আনচ।”

নারায়ণ। কেবল তিন দিন—আমি প্রতিজ্ঞা করে যাচ্চি, তিন দিনের মধ্যে ফিরে আসবো। কলিকাতা দেখা আর কলের গাড়িতে উঠা আমার নিতান্ত সাধ, তাই কেবল যাচ্চি।

নারায়ণী। ভাল—সাধ হয়েছে, আর কিছু কাল ধৈর্য্য ধরে থাক, তার পর কল্কিরূপে জন্মিয়া কত কলের গাড়িতে উঠবে, কত কলিকাতা দেখবে।

নারায়ণ। সে পরের কথা, এক্ষণে কেবল তিন দিনের জন্য বিদায় দেও; আমি নিশ্চয় বলচি, এই মেয়াদের মধ্যে হাজির হব।

নারায়ণী। নাথ! আর কেন জ্বালাও? সেখানে গেলে তুমি যদি তিন দিন ছেড়ে তিন শত বৎসরের মধ্যে ফিরে এস—এক কলম আমি লিখে দিতে পারি। সেখানে গিয়ে যদি আরমানি বিবি পাও, আর কি আমায় মনে ধরবে? না, স্বর্গের প্রতি ফিরে চাইবে? হয়তো তাদের সঙ্গে মিশে মদ, মুরগী, বিসকুট, পাউরুটি খেয়ে ইহকাল, পরকাল ও জাত খোয়াবে! শেষে জেতে উঠা ভার হবে, আর দেখতে যে বিষয়টুকু আছে তাও খোয়া যাবে। এমনও হতে পারে—ব্রাহ্মসমাজে নাম লিখিয়ে বিধবা বিয়ে করে বসবে। কিংবা থিয়েটারের দলে মিশে ইয়ারের চরম হয়ে রাতদিন কেবল ফ্লুট বাজাবে ও লক্ষ্মীছাড়া হবে।

শুনছি, কোলকাতার শীল, নোড়া না কারা ৭৫ হাজার টাকায় কোন থিয়েটার কিনে দুই তিন লক্ষ টাকা উড়াইবার যোগাড় করেছে, আমিও শীঘ্র তাহাদের বাড়ি পরিত্যাগের ইচ্ছা করেছি। সে যা হউক, নাথ! আমি তোমাকে প্রাণ থাকিতে বিদায় দেব না।

বলিয়া নারায়ণী চক্ষে অঞ্চল দিয়া, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদিতে লাগিলেন।

নারায়ণ বিবেচনা করিলেন, যদি নারায়ণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মনোমত কাজ করেন, তাহা হইলে একপাল মহিষী * লইয়া কোনক্রমেই সংসার নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইবেন না; অতএব নারায়ণীকে আর কোন কথা না বলিয়া নিজ বস্ত্রাদি ও পাথেয় লইয়া বহির্ব্বাটিতে গমন করিলেন।

নারায়ণী নারায়ণের এই প্রকার নিষ্ঠুর কার্য্য দেখিয়া অবাক হইলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "শেষা পৌষে বাড়ি হতে যাচ্চো—খুব সাবধানে থেকো, নূতন সহরে চর্ব্বিমিশান ঘিয়েভাজা ময়রার দোকানের জিনিসগুলো বেশী খেও না, পেটের অসুখ হবে। আসিবার সময় যদি মনে থাকে, বেশী করে পুঁতি আর পাঁচরঙের উল কিনে আনিও; তোমার জন্য জুতো বুনবো।"

নারায়ণ ইন্দ্র ও বরুণের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন "চল, ভোলা দাদাকেও সঙ্গে লইতে হবে, তা না হলে আমোদ হবে না।" এ প্রস্তাবে বরুণ প্রভৃতি সম্মত হইলেন এবং তিনজনে কৈলাসে চলিলেন।

কৈলাস

অদ্য পৌষ মাসের সংক্রান্তি, পার্ব্বতী পিঠেপুলি প্রস্তুত করিতেছেন; আর দেবাদিদের মহাদেব নিকটে বসিয়া কার্ত্তিককে গালি দিতেছেন।

পার্ব্বতী কহিলেন, "ওকে বকোঝকো না; আইবুড় ছেলে ঘরে আছে এই যথেষ্ট; আবার রাগ করে যদি একদিকে চলে যায়, তোমাকেই ভুগতে হবে।"

* কথিত আছে, নারায়ণের ষাটহাজার মহিষী ছিল।

এই সময় নন্দী আসিয়া কহিল "ছোটকর্ত্তা এবং আর দুটি ঠাকুর আপনার নিকট আসিয়াছেন।"

এই কথা শুনিয়া সদাশিব অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং ভগবতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "প্রিয়ে! বোধহয় স্বর্গে পুনরায় দৈত্যেরা উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে; নচেৎ অসময়ে ইহাদের আসিবার কারণ কি? যাহা হউক, তুমি কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, আমি সবিশেষ জানিয়া আসি।" বলিয়া নন্দীসহ প্রস্থান করিলেন। তিনি বহির্ব্বাটিতে উপস্থিত হইবামাত্র দেবগণ একে একে প্রণাম ও সাদর সম্ভাষণ করিলেন।

শিব। স্বর্গের কুশল তো?

নারা। আজ্ঞে হাঁ।

শিব। তবে অসময়ে আসিবার কারণ কি?

নারা। আমরা কলিকাতা দর্শন করিতে যাব, সেইজন্যে বড়দাদা আপনাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছেন।

শিব। ভাই, এ অপেক্ষা আর সুখের বিষয় কি আছে; তবে বাড়ি ফেলে আমার একদণ্ড কোন স্থানে যাবার যো নাই। আমি গেলে বিষয়কর্ম্ম দেখে, এমন লোক একটিও নাই।

নারা। কেন, কার্ত্তিক ও গণেশ বাবাজীরা আছেন, উঁহারা দেখিবেন। উপযুক্ত হইয়াছেন, এখন হতে বিষয়কর্ম্ম না দেখিলে চলিবে কেন?

শিব। মহাভারত! ও-বেটারা মানুষ হলে ভাবনা কি? দুটো ছেলের একটাও মানুষের মত হলো না। কার্ত্তিকেটা তো ঘোর ইয়ার হয়ে উঠেছে, রাতদিন কেবল আয়না ব্রুস নিয়েই আছে; আর ল্যাবেণ্ডার ওডিকলন, প্রভৃতি কি ছাই ভস্মগুলো মাথায় লেপছে। বেটা কালাপেড়ে সিমলার ধুতি না হলে পরেন না এবং পাঁচটাকা দামের চীনেম্যানের বাড়ির জুতো না হলে পায়ে দেন না। আমি পয়সা বাঁচিয়ে বাঘছালে লজ্জা নিবারণ করে বেড়াই—বেটা আবার সিল্কের পাঞ্জাবী পরে তেড়ী কেটে বাবু সেজে বেড়ান। *

ইন্দ্র। আপনি খরচপত্র দেন কেন?

শিব। আমি কি দিই; আশ্বিন মাসে ওর মামার বাড়ি গিয়ে নিয়ে আসে।

* কার্ত্তিক যে ঘোর ইয়ার, তাহা আমরা পূজার সময় দেখিয়াই টের পাইয়াছি।

আমার শ্বশুরই তো ছেলেগুলোর মাথা খাচ্চেন ; বল্লে শুনেন না, লুকিয়ে লুকিয়ে রেজেষ্টারি করে নোট পাঠান। আবার গিন্নি-মাগীও কম নন—যা দুই-একপয়সা পান, কার্ত্তিক ও গণেশকে দেন।

ইন্দ্র। গণেশটি কেমন ?

শিব। দাদার ভাই। বেটা প্রত্যহ আধ মণ করে সিদ্ধি খায়। দুঃখের কথা বলবো কি,– আজকাল আবার নাম হয়েছে সিদ্ধিদাতা গণেশ।

নারা। বেশ হয়েছে—যেমন বুড়ো বয়সে বে বে করে হেদিয়েছিলেন, তেমনি ফলভোগ করুন। বৌ আবার মধ্যে মধ্যে রাগ করে ঐ ছেলেদের কোলে নিয়ে বাপের বাড়ি যান নয় ?

শিব। এখন আর সে রোগটা নাই।

নারা। সাধ করে ? বুড়ো বয়সে বাপের বাড়ি গেলে বাপে জায়গা দেবে কেন ? আর ক্রমে ক্রমে যেরকম মাগ্যিগণ্ডার দিন হয়ে উঠছে !

ইন্দ্র। তবে আমরা উঠি।

শিব। না না—যাবে কেন ? পিঠেপুলি হচ্চে খেয়ে যাবে না ?

নারা। আজ্ঞে, তা হবে না। আমাদের আবার সত্বর মর্ত্ত্য হতে ফিরে আস্‌তে হবে।

দেবগণ এই কথা বলিয়া মানসসরোবরে যাত্রা করিলেন। সেই রাত্রি তথায় অবস্থিতি করিয়া তৎপরদিন ব্রহ্মার সহিত সকলে হরিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। *

হরিদ্বার

হরিদ্বার প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মা কহিলেন, "ঐ যা ! আসিবার সময় আমাদের পূর্ণঘট-দর্শন এবং সিদ্ধি ও বিল্বপত্রের আঘ্রাণ গ্রহণপূর্ব্বক সাতবার দুর্গানাম জপ করিয়া যাত্রা করা হয় নাই। এক্ষণে মন খারাপ হইতেছে, চল ফিরে যাই।"

---

* কথিত আছে, হরিদ্বারের অনতিদূরে মানস সরোবর। এবং হরিদ্বারই স্বর্গের দ্বারস্বরূপ, সেই কারণে বোধ হয় দেবগণ ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন।

নারায়ণ। আমরা উষাতে বাটি হইতে বাহির হইয়াছি। উষাকাল না দিন, না রাত্রি। অতএব উত্তম যাত্রা করাই হইয়াছে। আপনি অনর্থক মন খারাপ করিবেন না

বরুণ। হরিদ্বারের দুইদিকে পর্ব্বতশ্রেণী, মধ্যে ত্রিধারা হইয়া গঙ্গা প্রবাহিতা। ঐ তিন ধারা কণ্খলে আসিয়া মিলিয়াছে। পর্ব্বতসমূহে অনেকগুলি বাস করিবার উপযুক্ত গুহা আছে। তাহাতে সাধুগণ বাস করিয়া থাকেন। হরিদ্বারে সাধুগণের অনেক মঠ ইত্যাদি আছে, কিন্তু গৃহস্থ কেহ বাস করে না।

আমাদের দেবগণ ১লা মাঘ সেই হরিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একে শীতকাল, তাহাতে পাহাড়ে দেশ ; অতএব, পাঠকগণ ! তথায় কিরূপ শীতের প্রতুর্ভাব বিবেচনা করিয়া দেখুন। আমাদের দেশে "মাঘের শীতে বাঘের ভয়" যে চলিত কথা আছে, তার প্রত্যক্ষ ফল যদি কেহ পরীক্ষা করিতে চাহেন, শীতকালে একবার হরিদ্বার ভ্রমণে গমন করুন। দেবগণ যদিও অনেক শীতবস্ত্র সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন, তথাপি বৃদ্ধ ব্রহ্মার বিশেষ কষ্ট হইতেছিল। তিনি যাইতে যাইতে কহিলেন, "ও বরুণ ! এ কোথায় আনলি ?"

বরুণ। হরিদ্বার।

ব্রহ্মা। হরিদ্বার না যমের দ্বার। দেখ দেখি, আমার ঠনঠনের চটিতে বরফ উঠছে, আর শীতে হাত-পা পেটের মধ্যে প্রবেশ কচ্চে। আগুন কর, না হলে মারা যাই।

নারায়ণ ব্রহ্মার প্রতি তাকাইয়া বিশেষ দুঃখিত হইলেন এবং কহিলেন, "আপনাকে শীতকালে মর্ত্ত্যে আসিতে কে বলেছিল ?"

ব্রহ্মা। সাধে কি যাচ্চি ? গঙ্গাকে যে বেঁধেছে !

বরুণ। আমরা ভাল ভেবে শীতকালে মর্ত্ত্যে আসিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু কপালক্রমে মন্দ হইল।

ব্রহ্মা। আপাততঃ আমাকে আগুন করে সেক-তাপ দিয়ে বাঁচাও।

এই সময় অদূরে কতকগুলি কুটির দেখিয়া বরুণ কহিলেন, "চলুন, ঐ কুটীরের মধ্যে যাইয়া আপাততঃ আশ্রয় লই। বোধহয়, সম্প্রতি হরিদ্বারের মেলা হইয়া গিয়াছে।" এই কথা বলিয়া সকলে কুটিরের মধ্যে উপস্থিত হইলেন এবং চকমকি বাহির করিয়া ঠুকিতে লাগিলেন। শোলাগুলি খারাপ

হইয়াছিল, আগুন পড়িবামাত্র ভিতরে প্রবেশ করিয়া নির্ব্বাণ হইতে লাগিল। অতএব শোলাতে আগুন পড়িবামাত্র পরস্পরে "শোলার গলা টিপে ধর" "শোলার গলা টিপে ধর" বলিয়া চীৎকার ও তদ্রূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে অতি কষ্টে নারায়ণ অগ্নি বাহির করিলেন। তখন দেবগণ সানন্দ চিত্তে আগুন ধরাইয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা। বরুণ, তখন তুমি বলছিলে—হরিদ্বারে কুম্ভমেলা হইয়া গিয়াছে। মেলা কি, এবং হয় কেন, আমাকে বিশেষ করিয়া বল।

বরুণ। ভগীরথের তপস্যায় ভাগীরথী সন্তুষ্ট হইয়া যখন মর্ত্ত্যে আগমন করেন, প্রথমে এই স্থানে পতিত হন। তজ্জন্য এখানে অদ্যাপি দ্বাদশ বৎসর অন্তর একটি করিয়া প্রসিদ্ধ মেলা হইয়া থাকে। ঐ মেলাকে কুম্ভমেলা কহে। যাত্রিগণ মেলার সময় আসিয়া মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন কুম্ভযোগে স্নান করিয়া থাকে। সেই সময়ে এখানে সমারোহের পরিসীমা থাকে না। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের রাজারাই প্রায় ঐ উপলক্ষে অসংখ্য অসংখ্য দাস, দাসী, হস্তী, অশ্ব, বাদ্যভাণ্ড সমভিব্যাহারে আসিয়া দীন-দরিদ্রদিগকে অসংখ্য ধন দান করিয়া থাকেন এবং নানা প্রদেশ হইতে শৈব, শাক্ত, নাগা, সন্ন্যাসী, দণ্ডী, মোহান্ত, পরমহংস, অবধূত ও রামায়তগণ আসিয়া উপস্থিত হন। কেবল আধুনিক ব্রাহ্ম-নামক এক সম্প্রদায় গঙ্গাকে নদী বলিয়া অবহেলা করিয়া মেলায় আসিয়া যোগ দেন না। মেলার সময় এস্থান নগররূপে পরিণত হয়, তখন চতুর্দ্দিকে নৃত্য-গীত-আমোদ-উৎসবের আর সীমা পরিসীমা থাকে না।

ব্রহ্মা। তবে অদ্যাপি গঙ্গার পৃথিবীতে কিছু মান আছে!

বরুণ। সেইজন্য পৃথিবীও আছে; লোকের ঐ ভক্তিটুকু গেলেই পৃথিবীও যাবেন।

ব্রহ্মা। যাত্রীরা মেলায় আসিয়া কোন স্থানে স্নান করে?

বরুণ। যে স্থানে গঙ্গা পর্ব্বত ভেদ করিয়া প্রথমে পতিত হন, তাহাকে ব্রহ্মকুণ্ড কহে। যাত্রীরা ঐ কুণ্ডে স্নান করিয়া থাকে। ঐ স্থানের প্রকৃত নাম মায়াপুরী *। উহার অধীশ্বর দক্ষপ্রজাপতি ছিলেন। এই মায়াপুরী আপনার সপ্তপুরীর মধ্যে পরিগণিত।

---

* মায়াপুরীর পূর্ব্বে নীলপর্ব্বত, পশ্চিমে বিল্বকেশ্বর, দক্ষিণে পিছোড়নাথ এবং উত্তরে লক্ষ্মণঝোলা।

ব্রহ্মা। চল, আমরা ব্রহ্মাকুণ্ডে স্নান করিয়া আসি।

দেবগণ তথায় গমনপূর্ব্বক স্নান আহ্নিক করিলেন এবং ব্যাগ হইতে ফল মূল সন্দেশ বাহির করিয়া গঙ্গাদেবীর প্রতিমূর্ত্তিকে * উৎসর্গ করিয়া সকলে আহার করিতে বসিলেন। আহারান্তে তামাকু সেবন করিয়া দেবগণ নারায়ণশিলা-দর্শনে চলিলেন।

বরুণ। পিতামহ! এই যে নারায়ণের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতেছেন, ইহা দক্ষপ্রজাপতি পূজা করিতেন। এখানে গোদান ও অন্নদান করিলে লোকে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়।

সেস্থান হইতে দেবগণ কুশাবর্ত্তের ঘাট দর্শন করিতে চলিলেন। †

নারায়ণ। এই ঘাটের নাম কুশাবর্ত্ত।

ব্রহ্মা। এ ঘাট এত প্রসিদ্ধ কেন?

বরুণ। এইস্থানে একদা জনৈক ঋষি সমাধিস্থ হইয়া যোগসাধন করিতেছিলেন, সেই সময়ে গঙ্গা হিমালয় হইতে পতিত হইয়া তাঁহার কুশ স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যান। ধ্যানভঙ্গে মুনি নিজ কুশ না দেখিয়া ক্রোধে কুশসহ গঙ্গাকে আকর্ষণ করেন। ভগবতী হৃষ্টচিত্তে ঋষির নিকট আসিয়া তাঁহাকে কুশ প্রত্যর্পণপূর্ব্বক বর দেন যে, অদ্য হইতে এ স্থানের নাম কুশাবর্ত্ত হইল; অতঃপর এইস্থানে যেকোন ব্যক্তি আপন পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ-তর্পণ করিবে, তাহার পিতৃগণ বিষ্ণুতুল্য হইয়া বিষ্ণুধামে বাস করিবে। এজন্য অদ্যাপি যাত্রিগণ এখানে শ্রাদ্ধ-তর্পণ করিয়া থাকে।

ব্রহ্মা। ইহাতে কত মৎস্য দেখ!

বরুণ। তীর্থের মৎস্য বলিয়া কেহ ইহাদের প্রতি অত্যাচার করে না, এবং মৎস্যেরাও মনুষ্য দেখিয়া ভয় পায় না। যাত্রীরা এখানে আসিয়া মৎস্যসকলকে চিড়েমুড়ি খাইতে দেয়। হাজার হাজার মৎস্য সেই সময় তীরে আসিয়া উপস্থিত হয়।

ইন্দ্র। দক্ষপ্রজাপতির গৃহ কোথায়?

বরুণ। "এই স্থানের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে" বলিয়া সকলের সঙ্গে সেই দিকে

---

* ব্রহ্মকুণ্ডের নিকটস্থ মন্দিরে বিষ্ণুপদচিহ্ন এবং গঙ্গাদেবীর এক প্রতিমূর্ত্তি আছে।

† হরিদ্বারের অর্দ্ধ ক্রোশ দক্ষিণে।

চলিলেন এবং উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "পিতামহ! এই আপনার প্রিয় পুত্রের গৃহ।"

ইন্দ্র। এই স্থানেই কি শিবরহিত যজ্ঞ হইয়াছিল ?

বরুণ। হ্যাঁ ভাই, এই স্থানে দক্ষপ্রজাপতি শিবরহিত যজ্ঞ করিলে দেবাদিদেব মহাদেব সতীবিরহে দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ ও দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদনপূর্ব্বক তাহাতে অজমুণ্ড সংযোগ করেন। পরিশেষে দক্ষ দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া দক্ষেশ্বর-নামক এই শিব * সংস্থাপিত করেন।

ইন্দ্র। সতী কি এইস্থানে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ?

বরুণ। না, তিনি ইহার পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে সীতাকুণ্ড-নামক স্থানে প্রাণত্যাগ করেন। অদ্যাপি প্রবাদ আছে, স্ত্রীলোকেরা সাত রবিবার ঐ কুণ্ডে স্নান করিলে সতীর ন্যায় সৌভাগ্যশালিনী হইয়া শিবলোক প্রাপ্ত হয়।

ইন্দ্র। আহা! এইসব স্থান দর্শন করিয়া পাছে পূর্ব্ব শোক মনে পড়ে ভেবেই বোধ করি সদাশিব আসিতে সম্মত হন নাই।

বরুণ। স্ত্রীবিয়োগ-শোক কি কম শোক! লোকে যদিচ দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করে বটে, কিন্তু প্রথমা স্ত্রীর বিরহ-যন্ত্রণা তাহাকে আজীবনই দগ্ধ করতে থাকে। আমাদিগের সদাশিবের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী গৌরী যদিচ প্রথমার ন্যায় সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা, তথাপি দাদার মনে যখন পূর্ব্ব পরিবারের গুণসমূহ উদয় হয়, তখন কি কম কষ্টবোধ করেন ? পতিনিন্দায় সতীর প্রাণপরিত্যাগ, এ কি কম কথা, অদ্যাপি কোন স্ত্রীলোক পেরেছে ? দাদা আর বিবাহ না করিলে সতীর উপর পতির প্রণয় দেখান হইত বটে, কিন্তু উনি একেবারে অধঃপাতে যাইতেন। সংসারধর্ম্মে আর যত্ন থাকিত না, অর্থকে অর্থ বলে জ্ঞান করিতেন না; আর একে তো নেশাখোর মানুষ, গাঁজা টেনে টেনে শরীরটে শীর্ণ করিতেন। বলিতে কি, বর্ত্তমান ভগবতী দাদাকে বেশ ভুলায়ে রেখেছেন, নতুবা সতীর মৃতদেহ মস্তকে করিয়া ক্ষেপে বাহির হওয়া দেখে পর্য্যন্ত আমরা 'উনি পুনরায় যে এমন সংসারী হবেন'—একদিনও মনে করি নাই।

দেবগণ ইহার পর কনখল † অভিমুখে চলিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মা কহিলেন, "এখানে কি হইয়াছিল ?"

* দক্ষ প্রজাপতির গৃহে অদ্যাপি ঐ শিবমূর্ত্তি বর্ত্তমান আছে। † নারায়ণশিলার এক ক্রোশ দক্ষিণে।

বরুণ। এইস্থানে বিদুর যোগসাধন করেন এবং এইস্থানেই বিদুর-মৈত্রেয়-সংবাদ হয়। এই যে কুণ্ড দেখিতেছেন, ইহাতে কেহ সাত রবিবার স্নান করিতে পারে না।

তখন সকলে ভীমগদা * দর্শন করিতে চলিলেন।

ব্রহ্মা। এস্থানে কি হইয়াছিল?

বরুণ। ভীম স্বর্গারোহণকালে এইস্থানে তাঁহার দুর্জ্জয় গদা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। এই যে প্রকাণ্ড গদার আকৃতি প্রস্তর দেখিতেছেন, লোকে ইহাকেই ভীমের গদা কহে।

ব্রহ্মা। কুরুক্ষেত্র এখান হইতে কত দূর?

বরুণ। বেশী দূর নয়, দেখিতে যাইবেন?

ব্রহ্মা। এখন নয়, কলিকাতা হইতে ফিরে এসে যাহা হয় করিব।

বরুণ। দেখুন ঠাকুরদাদা! এই ভীমের গদায় আঘাত করিলে ঝাঁঝাঁ করে শব্দ হয়। কিন্তু কেন হয়, লোকে তাহা বলিতে পারে না।

এই কথায় দেবগণ আঘাত করিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং ক্রমান্বয়ে ঝাঁঝাঁ শব্দ বাহির হইতে লাগিল; তখন তাঁহাদের আর আমোদের পরিসীমা রহিল না। ইনি একবার, উনি একবার, এইরূপ সকলে ক্রমান্বয়ে আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন।

বরুণ। পিতামহ! এই স্থানের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে সূর্য্যকুণ্ড, এবং ইহার দুই ক্রোশ উত্তরে সপ্তস্রোত (সপ্তধারা)। ইহার নয় ক্রোশ উত্তরে 'হৃষীকেশ'; তথায় সপ্তর্ষিমণ্ডলের তপস্যার স্থান অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ঐ স্থানের তিন ক্রোশ উত্তরে লক্ষ্মণঝোলা-নামক স্থান আছে। তথায় বসিয়া লক্ষ্মণ তপস্যা করিয়াছিলেন। ইহার নিকট গঙ্গার উপর বেতের সেতু আছে। † তাহা পার হইয়া বদরিকাশ্রমে যাইতে হয়। কথিত আছে, যাহারা মহাপাপী তাহারা এই সেতু পার হইতে পারে না; পার হইতে গেলে তাহারা জলে পতিত হয়।

ইন্দ্র। চলুন, বেতের সেতু পার হইয়া বদরিকাশ্রম দেখে আসি।

ব্রহ্মা। না ভাই, যদি পা ফসকে জলে পড়ি, লোকে চিরকাল বলিবে

---

* হরিদ্বারের এক ক্রোশ দক্ষিণে। † এখানে এখন অন্যপ্রকার নিরাপদ সেতু প্রস্তুত হইয়াছে।

'সৃষ্টিকর্ত্তা' পাপী ছিলেন'। বরুণ! নিকটে যদি কোন ভাল স্থান থাকে, দেখিয়ে আন।

এই কথাতে বরুণ তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া নীলপর্ব্বত * দেখাইতে চলিলেন; এবং তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "এই দেখুন নীলপর্ব্বত এবং এই নদী নীল-ধারা নামে প্রসিদ্ধ। এটি গঙ্গার একটি ধারা মাত্র। এখানকার জল স্বাভাবিক নীলবর্ণ।

ব্রহ্মা। এ ঘাটের নাম কি?

বরুণ। এ ঘাটের নাম নীলধারার ঘাট। এই যে প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানে দুইটি শিবমূর্ত্তি দেখিতেছেন, ইহার একটির নাম গৌরীশঙ্কর, অপরটির নাম বিল্বকেশ্বর। † এই স্থানের এক ক্রোশ পশ্চিমে বিল্বকেশ্বর নামক এক মহাদেব আছেন। তিনি মায়াপুরীর ক্ষেত্রপাল দেবতা। এতদ্ভিন্ন নারায়ণশিলার বার ক্রোশ দক্ষিণে পিছোড়নাথ নামক শিব আছেন। তথায় যাইবার রাস্তা বড় দুর্গম।

এই সময়ে ঝমর ঝমর শব্দে কয়েকখানি একা আসিয়া উপস্থিত হইল। পিতামহ তদ্দর্শনে হাস্য করিতে করিতে বরুণকে কহিলেন, "বরুণ! এ রথের নাম কি?"

বরুণ। ইহার নাম একা।

ব্রহ্মা। ও নাম হইল কেন?

বরুণ। বোধ হয় একজনের বেশী বসিতে পারে না বলিয়া একা নাম হইয়াছে। এই রথকে বাঙ্গালীরা ঠাট্টা করিয়া পুষ্পরথ কহে এবং এই ঘোটককে তারা পক্ষিরাজ ঘোটক বলে।

ব্রহ্মা। এরূপ বলার অর্থ কি? এই ঘোটক কি পক্ষিরাজের ন্যায় দ্রুতগামী? না, এ রথ পুষ্পরথের ন্যায় দেখিতে সুন্দর?

বরুণ। আজ্ঞে বাঙ্গালীরা ঠাট্টা করিবার সময় প্রায়ই উত্তমের সহিত অধমের তুলনা করে। যথা, পক্ষিরাজের সহিত সামান্য ঘোটক, পুষ্পরথের সহিত একা, নির্ব্বোধের সহিত বৃহস্পতি, হাতুড়ে কবিরাজের সহিত ধন্বন্তরি ইত্যাদি।

চারিখানা একা ছয় আনা করিয়া ভাড়া চুক্তি হইলে দেবগণ উঠিয়া বসিলেন।

---

* নারায়ণশিলার দুই ক্রোশ পূর্ব্বে। † নীলধারার ঘাটে দুইটি শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন।

তখন সারথি সজোরে অশ্বপৃষ্ঠে উপর্য্যুপরি কশাঘাত করিলে অতি কষ্টে অশ্বিনী-কুমারগণ ধীরে ধীরে ঝমর ঝমর শব্দে গমন করিতে লাগিল।

ইন্দ্র। বরুণ, এদের অপেক্ষা কি পৃথিবীতে পাপী আছে?

বরুণ। আছে।

ইন্দ্র। কারা?

বরুণ। যাহারা কেরাণীগিরি কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং যাহারা বড়লোকের মোসায়েবী করে।

এই সময়ে দূরে একটি খাল দেখিয়া ব্রহ্মা বরুণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বরুণ এ খালটির নাম কি?

বরুণ। এই খালকে লোকে কট্‌লি খাঁর খাল কহে। কট্‌লিখাঁ-নামক একজন যবন এই খাল খনন করাইয়া কানপুর পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছে। যখন খনন আরম্ভ হয়, হরিদ্বারের পাণ্ডারা কাটাখালে গঙ্গা যাবেন না বলিয়া দম্ভ করিয়াছিল। তাহাতে কট্‌লি হাস্যপূর্ব্বক এই উত্তর দেয় "ভগীরথ যাকে শঙ্খের শব্দে লইয়া গিয়াছিল, আমি তাহাকে চাবুকের জোরে অনায়াসেই লইয়া যাইতে সক্ষম হইব।" প্রকৃত তাহাই ঘটিয়াছে। বিজ্ঞানবিদ্ কটলি ঐ মনোহর খাল খনন করাইয়া স্থানবিশেষে নদীর নিম্ন ও মধ্যদেশ দিয়া এম্নি লইয়া গিয়াছে যে, দেখিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়।

ব্রহ্মা। আহা! মার আমার অধর্ম্মও কম নয়! মর্ত্ত্যে আসিয়া তাঁহাকে যবনেরও চাবুক খাইতে ও ইংরাজ গারদেও যাইতে হইল।

দেখিতে দেখিতে বেলা তিনটার সময় দেবগণের এক্কাসকল সাহারাণপুরের বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং চতুর্দ্দিক হইতে খাবারওয়ালা দোকানদার-গণ, "বাবু এদিকে আসুন, বাবু এদিকে আসুন" বলিয়া চিৎকার করিতে আরম্ভ করিল।

সাহারাণপুর

দেবগণ এক্কা হইতে অবতীর্ণ হইয়া নিকটস্থ একটি দোকান-ঘরে উপবেশন করিলেন। একটা ছেলে ডাবা হুঁকায় তামাক সাজিয়া দেবগণের নিকটে আসিয়া "বাবু, ব্রাহ্মণের হুঁকা দেব?" বলিয়া পদ্মযোনির হস্তে হুঁকা প্রদান করিল।

দেবরাজ ইন্দ্র ব্যাগ খুলিয়া গাড়োয়ানকে টাকা দিতে গিয়া বিপদে পড়িলেন। কারণ স্বর্গীয় টাকার পাশ কাটা এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নাম নাই; গাড়োয়ান "এতে বিবির মুখ কই" বলিয়া তাহা প্রত্যর্পণ করিল। তখন দেবগণ গালাইয়া বিক্রয় করিয়া দেশীয় টাকা লইবেন সিদ্ধান্ত করিয়া সকলে বেণের দোকানে চলিলেন। সেখানেও মন্দ বিপদ নহে। বণিক স্বর্গীয় টাকার বিনিময়ে কয়েকটি দেশীয় টাকা ও নোট প্রদান করিল। দেবগণ কহিলেন, "টাকা নিয়ে কাগজ দিয়ে ঠকাবে—আমাদের এত বোকা পাওনি।" তখন পোদ্দার ব্যাখ্যা করিয়া দিল, "মহাশয়! ইহার নাম নোট; নোট ভারতবাসীদিগের বড় আদরের ধন। অতএব এই নোট ভারতবর্ষের যে প্রদেশের যে ব্যক্তিকে দিবেন, সে সন্তোষের সহিত গ্রহণ করিবে। বাড়িতে খরচ পাঠাইবার এবং পথ-খরচের জন্য সঙ্গে লইবার এমন সুবিধা আর কিছুতেই নাই।" তখন দেবরাজ মনে মনে স্থির করিলেন, স্বর্গে যাইয়া নোট প্রচলিত করিবেন, অনর্থক স্বর্ণ রৌপ্য আর ধনাগার হইতে বাহির করিবেন না।

এই ঘটনার পর সকলে আহারাদি করিয়া নগরভ্রমণে বহির্গত হইতেছেন, এমন সময় ডাকের রাণারকে দ্রুতপদে যাইতে দেখিয়া ব্রহ্মা কহিলেন "বরুণ! ও কে? আর এত দ্রুতই বা যাইতেছে কেন?"

বরুণ। ও ডাকঘরের রাণার, নির্দ্দিষ্ট স্থানে ডাক পঁহুছিয়া দিবার নিমিত্ত দ্রুতবেগে যাইতেছে।

ব্রহ্মা। ডাক কি?

বরুণ। দু এক পয়সা লইয়া পত্রাদি ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে নির্ব্বিঘ্নে এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে পঁহুছিয়া দিবার জন্য ইংরাজরাজ ভারতবর্ষের প্রত্যেক স্থানে চিঠিপত্র জমিবার একটি আড্ডা করিয়াছেন; ঐ আড্ডাকে ডাকঘর কহে।

ব্রহ্মা। দু এক পয়সায় সেখানে সেখানে পঁহুছে দেয়, য়্যাঁ! খরচ পোষায় তো?

বরুণ। বরং লাভ থাকে।

ইন্দ্র। পয়সা উপায়ের মন্দ উপায় নয়। আমি স্বর্গে যাইয়া পোষ্ট অফিস স্থাপন করিব।

ব্রহ্মা। দোয়াত ও কলম পাইলে বাটিতে একখান পত্র লিখিতাম, পঁহুছে দিতে পারে ভাল, নচেৎ দু পয়সা অপব্যয় হইলে কিছু মারা যাবো না।

বরুণ। "ইংরাজ রাজ্যে দোয়াত-কলমের অভাব নাই, ভারতের প্রত্যেক দোকানে প্রায় বিলাতি কালি, কাগজ, কলম বিক্রয় হইয়া থাকে।" বলিয়া পিতামহাকে একখানি পোষ্টকার্ড আনিয়া দিলেন।

ব্রহ্মা। এখানির দাম কত?

বরুণ। এক পয়সা মাত্র।

ব্রহ্মা। বিস্ময়ে কার্ডখানির এ পিঠ ও পিঠ দেখিলেন। পরে তিনি হ্যাণ্ডেলে নিব্ বসাইতে গিয়া—"হ্যাঁ! কাট্‌তে হয় না?" এই কথা বলেন আর কৌতুকে বিস্ময়ে দম আটকে মারা যান। পরে বলিলেন, "বরুণ! আমাকে বেশী করে ষ্টিল্‌পেন নিব কিনে এনে দেও—স্বর্গে লইয়া যাইব। নচেৎ আর সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া বাঁখারি চেঁচে চেঁচে কলম তৈয়ার করিতে পেরে উঠিনে।"

সাহারাণপুর একটি বিখ্যাত জেলা। এখানে গবর্ণমেণ্টের জজ আদালত প্রভৃতি যাহা আবশ্যক সমস্তই আছে। দেবগণ অপরাহ্নে নগরভ্রমণ করিয়া বিশেষ পরিতুষ্ট হইলেন এবং পুনরায় বাজারে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কাঠের ফুলকাটা বাক্স দেখিয়া বিশেষ প্রশংসা করিলেন এবং প্রত্যাগমন সময়ে প্রত্যেকে এক একটি খরিদ করিয়া স্বর্গে লইয়া যাইবেন স্থির হইল। *

বরুণ। "দেখ কৃষ্ণ, রাত্রিযোগে ধূমপান করিতে হইবে। অতএব এক পয়সায় দুইটা ম্যাচ্ বক্স লওয়া যাক্" বলিয়া দুইটি খরিদ করিলেন।

ব্রহ্মা। এক পয়সা দুইটি বাক্সের দাম! এর চেয়ে আধ পয়সার গন্ধক কিনে ঘরে দেশলাই তৈয়ার ক'র্‌লে কি সস্তা পড়ে না?

বরুণ। "ইহার বিশেষ গুণ এই, ইহা জ্বালিতে আগুনের প্রয়োজন হয় না, বাক্সের গাত্রে ঘর্ষণ করিবামাত্র আগুন হয়।" বলিয়া, যেমন একটি কাঠি ঘষিলেন, অমনি দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

দেবগণ তদ্দর্শনে বিস্ময়াভিভূত হইয়া "দেখি, আমি পারি কি না" বলিয়া ইনি একটি, উনি একটি জ্বালেন আর কচি ছেলের মত ফিক্ ফিক্ করিয়া হাস্য করেন। তৎপরে তাঁহারা ষ্টেশন অভিমুখে চলিলেন।

* সাহারাণপুরের ফুলকাটা বাক্স বড় বিখ্যাত।

এই স্থান দিয়া সিন্ধু-পঞ্জাব রেলওয়ে যাইয়াছে। দেবগণ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা "এটা কি, ওটা কি, এ কেন, ও কেন" ক্রমান্বয়ে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, এবং বরুণ যথাযথ প্রত্যুত্তর দিলেন। ঐ দিন কার্য্যগতিকে ট্রেণ আসিতে বিলম্ব হওয়ায় বরুণ বলিলেন, "পিতামহ! অনর্থক এখানে দাঁড়াইয়া থাকার অপেক্ষা চলুন আমরা ওয়েটিং রুমে যাইয়া বিশ্রাম করি" বলিয়া, যেমন সকলে প্রবেশ করিবেন, অম্নি চাপরাসী নিষেধ করিয়া কহিল "এ তোমাদের জন্য নয়।"

বরুণ। আমাদের জন্য নহে কেন? এই ত স্পষ্টাক্ষরে লেখা রহিয়াছে "ওয়েটিং রুম ফর্ জেণ্টেলম্যান্।"

চাপ। জেণ্টেলম্যান শব্দে ইংরাজ জাতি, অন্য নহে।

বরুণ। "তবে ওয়েটিং রুম ফর ইংলিস জেণ্টেলম্যান লেখা নাই কেন?" বলিয়া বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময় চাপরাসী পুনরায় কহিল' "প্রবেশ করিবেন না, প্রবেশ করিলে অপমানিত হইবেন।"

বরুণ। তুমি জান—সদাশয় কোম্পানির এরূপ নিয়ম নয়; আমাদের প্রতি তোমার দুর্ব্ব্যবহারের কথা কোম্পানিকে জানাইলে তোমার কর্ম্ম যাইবার সম্ভাবনা।

ইন্দ্র। ওহে ভাই, ফিরে এস; ও ঘরে বসে কি আমরা চতুর্ভুজ হব?

দেবগণ অন্য দিকে প্রস্থান করিতেছেন, এমন সময় বরুণ গৃহের ভিতর দিকে উঁকি মারিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন।

ইন্দ্র। কি হে?

বরুণ। ভিতরে একজন জেণ্টেল্ম্যান ব'সে আছে দেখেছো?

ইন্দ্র। কই না; কে বসে আছে?

বরুণ। তোমার স্মরণ থাকতে পারে, জয়ন্তের বিবাহের সময় মেয়েদের উপরোধে যমালয় হতে যে একদল ইংরাজী বাজাওয়ালা আনা হয়, তন্মধ্যে ডিক্রু নামক যে ব্যক্তি জয়ঢাক বাজায়, তার পুত্র পিক্রু জেণ্টেলম্যান সেজে বসে আছে।

চাপ। টুপির এম্নি গুণ!

বরুণ। টুপির এত আদর?

চাপ। হ্যাঁ, মাথা খোলা পা খোলা অসভ্যদিগকে সুসভ্য ইংরাজজাতি

বিশেষ ঘৃণা করেন, এজন্য গবর্ণমেণ্ট আফিসের চাপরাসীরা পর্য্যন্ত মস্তকে পাকড়ি ধারণ করে।

ইন্দ্র। আহা! এমন জানলে আমরা সেজেগুজে টুপী মাথায় দিয়ে আসিতাম।

এই সময়ে ট্রীং ল্যাটাং, ট্রীং ল্যাটাং করিয়া টিকিট দিবার ঘণ্টা দেওয়া হইল। দেবতারা যাইয়া দিল্লী পর্য্যন্ত টিকিট লইলেন। যথাসময়ে হুপ্ হুপ্ গুপ্ গুপ্ শব্দে ট্রেণ আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবগণ সত্বরে ট্রেণে উঠিয়া বসিলেন, চারিদিক হইতে 'চাই জলখাবার' 'চাই পান' শব্দ হইতে লাগিল এবং একজন "সাহারাণপুর" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ক্রমে নীল রঙের লণ্ঠন দেখান হইল। ওদিকে ডাইল সাঁতলানোর ন্যায় যেমন একটা ভয়ঙ্কর শব্দ হইল, সেই-সঙ্গে বংশীধ্বনি হইয়া ট্রেণ পূর্ব্বের ন্যায় হুপ্ হুপ্ গুপ্ গুপ্ শব্দে চলিতে লাগিল। ট্রেণের চলন দেখিয়া দেবগণ হেসে বাঁচেন না। ক্রমে ক্রমে ট্রেণ দিল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

দিল্লী

ট্রেণ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সকলে গেটের নিকট টিকিট দিয়া বাহিরে যাইয়া দেখেন, অসংখ্য গাড়ি দণ্ডায়মান। গাড়োয়ানেরা "বাবু, এ বগীতে আসুন, এ বগীতে আসুন", বলিয়া চীৎকার করিতেছে। * দেবগণ একখানি গাড়িতে উঠিবামাত্র গাড়োয়ান দ্রুতগতি নগরাভিমুখে লইয়া চলিল। তাঁহারা যমুনাতে স্নান-আহ্নিক করিয়া বৈকালে নগরভ্রমণে চলিলেন।†

যাইতে যাইতে ব্রহ্মা কহিলেন "বরুণ! এ সহরে তিনপ্রকার মন্দির দৃষ্ট হইতেছে কেন?"

বরুণ। আজ্ঞে দিল্লী পর্য্যায়ক্রমে হিন্দু, মুসলমান এবং ইংরাজজাতির রাজধানী হয়; সেইজন্য প্রথমে মন্দির পরে মসজিদ এবং সর্ব্বশেষে চার্চ্চ নির্ম্মিত হইয়াছে।

ইন্দ্র। কোন হিন্দু রাজা এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন?

বরুণ। এ নগরকে পূর্ব্বে ইন্দ্রপ্রস্থ কহিত। রাজা যুধিষ্ঠির এইস্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

---

* দিল্লীতে সকল প্রকার গাড়িকেই বগী কহে। † দিল্লী যমুনার উপর।

ব্রহ্মা। ইন্দ্রপ্রস্থ কোন স্থানকে বলে ?

নারা। যেস্থান যমুনা নদীর দক্ষিণদিকে ছিল।

বরুণ। "বর্ত্তমান দিল্লী হইতে ঐ স্থান এক ক্রোশ দূরে। চলুন আপনাদিগকে দেখাইয়া আনি," বলিয়া সকলকে লইয়া তদভিমুখে চলিলেন।

ব্রহ্মা। এ ধ্বংসাবশেষ গৃহাদি কোথাকার ?

বরুণ। এই ইন্দ্রপ্রস্থের রাস্তা। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পঞ্চপাণ্ডবকে পাণিপত সোনপত, ইন্দ্রপত, টিলপত, এবং ভাগপত নামক যে পাঁচখণ্ড জমি দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে টিলপত ও ভাগপত-নামক ঐ দেখুন দুই খণ্ড জমি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। অবশিষ্ট তিন খণ্ড যমুনাগর্ভে লীন হইয়াছে। এইস্থানে চতুর্দ্দিকে গড়-বেষ্টিত পুরাতন কেল্লা ছিল। এক্ষণে কেল্লাটি মুসলমানদিগের কৌশলে এত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে, পূর্ব্বের বলিয়া কিছুমাত্র চিনিবার যো নাই। পিতামহ! ঐ যে হুমায়ুনের মসজিদ দেখিতেছেন, ঐ স্থানে মহাবীর অর্জ্জুনের কেল্লা ছিল! আর ঐ যে শের-শার রাজবাটি দেখিতেছেন, ঐ স্থানে পাণ্ডুপুত্রগণ নারায়ণ এবং মহর্ষি ব্যাস প্রভৃতি কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থিতি করিতেন। আর যেস্থানে রাজসূয়যজ্ঞ উপলক্ষে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশের রাজারা আসিয়া উপস্থিত হইতেন, তথাকার কোন চিহ্ন নাই; তথায় বর্ত্তমান দিল্লী নগরী নির্ম্মিত হইয়াছে। যে ঘাটে যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞের হোম করেন, সে ঘাট অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তাহাকে আগমযোড়ের ঘাট কহে।

ব্রহ্মা। এস্থানের বর্ত্তমান নাম কি? শের-শা বাটি নির্ম্মাণ করায় নামের কি কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে ?

বরুণ। আজ্ঞে, যদিচ শের-শা, নাম-পরিবর্ত্তন জন্য অনেক চেষ্টা পান এবং নিজ নাম অনুসারে ইহার সিগ্নারগড় নাম দেন, কিন্তু অদ্যাপি লোকে ইহকে পুরাতন কেল্লা বা ইন্দ্রপত কহে। ঐ কেল্লার চারিদিকে গড় আছে। উহা যমুনার সহিত সংলগ্ন। এবং ইহার চারটি তোরণ বা গেট আছে। এইস্থানে হুমায়ুন বাদশা অশ্ব হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

ইন্দ্র। হুমায়ুন বাদশা কে ?

বরুণ। ইনি একজন বিখ্যাত বাদশা ছিলেন। ছেলেমেয়ে অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিলে অদ্যাপি বঙ্গবাসীরা, 'ঐ হুমো আসছে' বলিয়া তাহাদিগকে ভয় দেখায়।

নারা। এ নগরের নাম দিল্লী হইল কেন ?

বরুণ। অনেকে বলে—ডিলু রাজার নাম অনুসারে ইহার নাম দিল্লী হইয়াছে। এখানে একটি লোহার পিলপের উপর লেখা ছিল—১৪ শতাব্দীতে এই নগর সংস্থাপিত হয়। ঐ অক্ষর সংস্কৃত, এজন্য ইহা যে হিন্দু রাজার নির্ম্মিত ইহাতে সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মা। লোহার পিলপে ?

বরুণ। আজ্ঞে হ্যাঁ, কেহ কেহ ঐ পিলপেকে ভীমের হাতের ছড়ি বলে। কেহ বলে, ইহা বাসুকির মস্তকের নিকট পর্য্যন্ত পোতা আছে। ফলতঃ ইহার গায়ের লেখা পড়িতে পারা যায় না, এজন্য ইহা যে কি তাহা স্থির হয় নাই।

ইহার পর দেবগণ লালকোট দর্শন করিতে চলিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া ইন্দ্র কহিলেন, "ইহারই নাম কি লালকোট ?"

বরুণ। হ্যাঁ ভাই—ইহা দ্বিতীয় অনঙ্গপাল নির্ম্মাণ করেন। ইহার পরিধি আড়াই মাইল। প্রাচীর ৬০ ফিট উচ্চ এবং চতুর্দ্দিক গড়-বেষ্টিত ছিল। এক্ষণে তিন দিকের গড় বর্ত্তমান আছে, দক্ষিণ দিকটে বুজে গিয়েছে। ইহার অনেকগুলি গেট আছে; তন্মধ্যে পশ্চিমদিকের গেটকে রণজিৎ গেট কহে।

এই বলিয়া সকলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা। ঐ যে বৃহৎ দীঘি দেখা যাচ্ছে, উহার নাম কি ?

বরুণ। উহার নাম 'অনঙ্গপাল দীঘি'। ইহা ১৬৯ ফিট লম্বা এবং ১৫২ ফিট গভীর। ইহা রাজা দ্বিতীয় অনঙ্গপালের কৃত। এই দ্বিতীয় অনঙ্গপালের পুত্র তৃতীয় অনঙ্গপালের সময় মহম্মদ ঘোরী দিল্লী অধিকার করেন। আক্রমণ-ভয়ে রাজা সপরিবারে লালকোট দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐ কেল্লাকে লোকে অদ্যাপি 'কেল্লা রায় পৃথুরাজের' কহিয়া থাকে। কেল্লার যে গেট দিয়া মুসলমানেরা প্রবেশ করে, তাহাকে 'গিজনি গেট' কহে।

এই বলিয়া সকলে গমন করিতে লাগিলেন।

ইন্দ্র। বরুণ! এ স্থানের নাম কি ?

বরুণ। ইহার নাম ভূতখানা। পৃথুরাজের রাজধানীতে ২৭টি সুন্দর হিন্দুর মন্দির ছিল। সেই সমস্ত মাল-মসলায় ভূতখানা প্রস্তুত হইয়াছে।

অনন্তর সকলে উহাতে প্রবেশ করিলেন।

বরুণ। ইহাকে লোকে 'নিজাম উদ্দীনের কূপ' কহে। প্রতি-বৎসর এখানে একটি বিখ্যাত মেলা হয়, সেই সময় যাত্রীরা আসিয়া স্নান করে। ওদিকে দেখুন ফিরোজাবাদ সহর, উহা ফিরোজ শাহের কৃত। ঐ স্থানে ২০ টি রাজবাটি, ১০ টি মনুমেণ্ট, পাঁচটি কবর, তদ্ভিন্ন কালেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি আছে। ঐ যে অত্যুচ্চ পিলার দেখিতেছেন উহাকে লোকে 'ফিরোজ শাহের ছড়ি' কহে; উহা এত উচ্চ যে পাঁচ ক্রোশ দূর হইতে দেখা যায়।

এই বলিয়া, সকলে সাতপুলা বাঁধ দেখিতে চলিলেন।

যখন তাঁহারা রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন, একটি দীর্ঘাকৃতি স্ত্রীলোক —আপাদমস্তক নয়ানসুখ থানের ঘেরাটোপে ঢাকা, রাস্তা দিয়া দূরে যাইতেছিলেন। দেবতারা তদ্দর্শনে 'ওঃ বাবা, এটা কি!' বলিয়া সবিস্ময়ে পলাইলেন।

বরুণ। আপনারা উহাকে দেখিয়া ভয় পাইতেছেন কেন? উনি কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমান-রমণী। হীনাবস্থানিবন্ধন পদব্রজে যাইতেছেন। এবং লোকে দেখিয়া পাছে চিনে বলিয়া সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়াছেন।

ইন্দ্র। এস্থানের নাম কি?

বরুণ। ইহাকে লোক 'সাতপুলার বাঁধ' কহে। তৈমুরলঙ্গ এইস্থান আক্রমণ করিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ নাশ, অনেক বৃহৎ অট্টালিকা ধ্বংস করেন এবং বহুমূল্য দ্রব্য সামগ্রী হরণ করিয়া লইয়া যান। সেরশাহের পুত্র সলিমান এই নগর নির্ম্মাণ করেন। এইস্থানে আওরঙ্গজেবের আদেশে মোরাদকে বন্ধন করিয়া আনা হয় এবং দারার পুত্রও এই স্থানে অবরুদ্ধ ছিলেন। এইস্থান ভারতের রঙ্গভূমি। এখানে মোগল, পাঠান ও হিন্দু রাজারা অনেক রঙ্গ দেখাইয়াছেন।

ব্রহ্মা। ওদিকে ও অত্যুচ্চ মন্দিরটি কি?

বরুণ। হুমায়ুন বাদশাহের টুম্ব্। ইহা দিল্লীর মধ্যে একটি আশ্চর্য্য মসজিদ। ইহার আকার অতি বৃহৎ, নির্ম্মাণ করিতে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ঐ স্থানে হুমায়ুনের প্রিয় বেগম হামিদাবানুর ও দারার কবর আছে। তদ্ভিন্ন ফিরোজ শা, * জাহান্দার শা, দ্বিতীয় ও তৃতীয়

* ফিরোজ শার সময় ইংরাজেরা স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করিবার সনদ পান।

আলমগীরেরও * এইস্থানে কবর আছে। এই সমস্ত গোরস্থানের চারিদিকে সুন্দর বাগান আছে। বাগানের মধ্যে মধ্যে ফোয়ারায় জল দেওয়া হইত। বাগানের চারিদিকে দেয়াল আছে, দেয়ালের উপরিভাগে নানা রঙ্গের স্তম্ভসকল বিরাজ করিতেছে।

অনন্তর সকলে সাজাহানাবাদে উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে বাজার, হাট ও বসতি প্রভৃতি আছে। ইহার চারিদিকে প্রাচীর, ভিতরে যাইবার জন্য কাশ্মীর, কাবুল, লাহোর, ফরাসখানা, আজমীর, দিল্লী, রাজঘাট ও কলিকাতা গেট নামক অনেকগুলি গেট আছে। কলিকাতা গেটের মধ্য দিয়া রেলের রাস্তা গিয়াছে। দেবগণ এই গেট দিয়া প্রবেশ করিয়া চাঁদনীচকে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

ব্রহ্মা। বরুণ! ঐ যে দেখা যাচ্ছে, উহা কি?

বরুণ। উহার নাম জুম্মা মসজিদ। এমন প্রকাণ্ড মসজিদ অদ্যাপি মনুষ্য দ্বারা নির্ম্মিত হয় নাই। হিন্দুদিগের যেমন শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথের মন্দির— মুসলমানদিগের তেমনি জুম্মা মসজিদ।

ব্রহ্মা। সমস্তই শ্বেতপাথরের!

বরুণ। ইহা আগ্রার তাজমহলের অপেক্ষা নীচু, কিন্তু দিল্লীর সকল বাড়ি অপেক্ষা উচ্চ। মসজিদটি মক্কার দিকে সম্মুখ করিয়া আছে। উহা ২০১ ফিট লম্বা, ১২০ ফিট চওড়া। উহার মস্তকে তিনটি গিলটি-করা লাল ও কাল পাথরের সুসজ্জিত স্তম্ভ আছে। ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করিতে দশলক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

ইন্দ্র। এত টাকা পেতো কোথায়?

বরুণ। ভারতের সমস্ত ধনরত্ন লুঠ করিয়া আনিয়া এইস্থানে টাকার শ্রাদ্ধ করা হইয়াছে।

ইন্দ্র। বরুণ! ঐ সম্মুখের প্রকাণ্ড বাড়ীটি কি?

বরুণ। উহা সাজাহান বাদশার রাজবাটি এবং কেল্লা। উহার প্রাচীর রক্তবর্ণ এবং আড়াই মাইল বিস্তৃত। অন্দরে জল লইয়া যাইবার জন্য উক্ত বাদশা যে খাল খনন করান, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। রাজবাটিতে প্রবেশ করিবার দ্বারের উপর নহবতখানা, তৎপরে কিছু দূরে দেওয়ানী খানা। দেওয়ানী খানাতে সম্রাটের প্রকাশ্য দরবার হইত। এইস্থানে তাঁহার ময়ূর-সিংহাসন ছিল। ঐ

* তৃতীয় আলমগীর ইংরাজদিগকে দেওয়ানী প্রদান করেন।

সিংহাসন ছুটি ময়ূরের উপর সংস্থাপিত ছিল বলিয়া ময়ূর-সিংহাসন বলে। ময়ূর ছুটির পেখম, পুচ্ছ, গাত্র এবং চক্ষু বহুমূল্য মণিমুক্তার দ্বারা সুসজ্জিত করা ছিল। সিংহাসন দেখিলেই বোধ হইত, উহা আমাদের কার্ত্তিকের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক লওয়া হইয়াছে।

ব্রহ্মা। বরুণ! সম্রাট যে পোশাক পরিধান করে ময়ূর সিংহাসনে বসিতেন, তাহার মূল্য কত?

বরুণ। তাহার মূল্য নিরূপণ করা কঠিন। কারণ আমার নিকটে যাইয়া দেখিবার ক্ষমতা ছিল না। ঐ সিংহাসন নাদীর শা বলপূর্ব্বক লইয়া যান।

নারা। স্ত্রীলোকদিগের সহিত মুসলমান বাদশাদিগের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। তাহারা যেমন টাকা হাতে পেলেই গহনা কিংবা ভাল কাপড়ের জন্য ব্যয় করে, সম্রাটেরা তেমনি নগদ টাকা হাতে না রেখে সিংহাসন, মসজিদ ইত্যাদিতে ব্যয় করিতেন।

ব্রহ্মা। ভাল, ঐ ছোট ছোট একতালা জানালাবিহীন ঘরগুলি কি?

বরুণ। উহা সম্রাটের অন্দরমহল! তাঁহারা বেগমদিগকে অপরে দেখিবে ভাবিয়া বড় কষ্টে রাখিতেন। মুর্শিদাবাদের নবাবেরাও এই নিয়মে চলেন। কিন্তু কলিকাতার অনেক বাবুর নিয়ম স্বতন্ত্র—তাঁহারা রাস্তার ধারে অসংখ্য জানালাযুক্ত দোতলা তেতালাতেও পরিবার রাখিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন না। সময়ে সময়ে তাহাদিগকে খোলা গাড়িতে পাশে বসিয়ে বিবি সাজিয়ে ইডেন গার্ডেনে হাওয়া খাইয়ে আনেন।

ব্রহ্মা। বেদে লেখা আছে—কলির শেষদশায় স্ত্রীলোকেরা স্বেচ্ছাচারিণী হয়ে যথা তথা ভ্রমণ করবে, তাহারই সূত্রপাত।

বরুণ। ওদিকে যে বাড়ি দেখিতেছেন, উহার মধ্যে বাদশার তিনটি শ্বেত-পাথরের স্নানের ঘর আছে। গৃহের ভিতর অনেক নল-লাগান ঝরণাও দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ তিনটি গৃহে উষ্ণ, শীতল ইত্যাদি জল থাকিত। জল গরম করিতে প্রত্যহ একশত মণ করিয়া কাষ্ঠ লাগিত।

ইন্দ্র। দেশের পালা-ঝালা আর রাখতো না বল!

ইহার পর দেবতারা চাঁদনীচকে যাইয়া দেখেন, একটি বাড়িতে কালোয়াতি গান হইতেছে। ইহারা আর কখন কালোয়াতের মুখে গান শুনেন নাই। অতএব আগ্রহসহকারে ভিতরে প্রবেশ করিলেন বটে; কিন্তু গানগুলি হিন্দি বলিয়া এক-

ছত্রও বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা কালোয়াতের অঙ্গভঙ্গী ও মাথা নাড়া দেখিয়া পরস্পরে গা টেপাটেপি করিয়া হেসে বাঁচেন না। তথা হইতে প্রত্যাগমন করিবার সময় প্রত্যেকে চাঁদনীচক হইতে এক-একটি গুড়গুড়ির নল এবং এক-একখানি বাক্সে বসান আয়না কিনিয়া লইলেন। এই সময় পদ্মযোনি একটি খাল দেখিয়া কহিলেন, "বরুণ! ও খালটি কি?"

বরুণ। আলিমর্দ্দান-নামক এক ব্যক্তি ঐ খাল খনন করায় বলিয়া উহাকে আলিমর্দ্দানের খাল কহে। এই খালের উভয় তীর শ্বেতপাথর দিয়া বাঁধান। ইহা প্রায় ৫ ফিট গভীর ও তিন মাইল লম্বা হইবে। ইহার অনেকগুলি সেতু আছে এবং ধারে ধারে ওমরাহদিগের ভাল ভাল অট্টালিকা আছে। এইস্থান হইতে সকলে হাজারিবাগে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং বরুণ কহিলেন, "দেখ, জনার্দ্দন! এইস্থানে মহম্মদ শা-নামক বাদশার বেগমের কবর আছে।"

নারা। যেখানে সেখানে কবর! দিল্লীতে যে-কত মামদো আর মামদী ভূত আছে বলা যায় না।

বরুণ। মহম্মদ শার সময় নাদীর দিল্লী আক্রমণ করেন, আজব জা ও সায়েদ খাঁ নামক দুই ব্যক্তি তাঁহাকে এখানে আনেন। নাদীর ঐ বিশ্বাস-ঘাতকদ্বয়কে পরিশেষে শ্মশ্রুমুণ্ডনপূর্ব্বক অপমান করিয়া নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহারা ঘৃণায় ও লজ্জায় বিষ ভক্ষণ করিয়া প্রাণত্যাগ করে। নাদীর এখানে রাজ্য করিবার অভিপ্রায়ে আসেন নাই। তিনি প্রথমে নগরের লোকের প্রতি অত্যাচার করেন নাই। কিন্তু হঠাৎ তাঁহার মিথ্যা মৃত্যু সমাচার নগরমধ্যে প্রচার হওয়ায় দিল্লী গেট হইতে লাহোর গেট পর্য্যন্ত লোক ক্ষেপে দাঁড়ায় এবং নাদীরের ২।৩ জন লোককে হত্যা করে। তজ্জন্য তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া অন্যূন বিশ হাজার লোকের প্রাণ নষ্ট করেন। হত্যা-কাণ্ড প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া দুই প্রহরের সময় সমাপ্ত হয়, ধাড়ী বাচ্ছা কেহই নিষ্কৃতি পায় নাই। হত্যার পর তিনি অগ্নি দ্বারা নগরের অনেক অংশ ধ্বংস করেন। পরিশেষে দুর্ভাগ্য সম্রাট কাঁদিতে কাঁদিতে যাইয়া তাঁহার চরণধারণপূর্ব্বক সান্ত্বনা করিলে, তবে ক্ষান্ত হন এবং ময়ূর সিংহাসন সহ কোহিনুর মণি লইয়া প্রস্থান করেন।

ব্রহ্মা। কোহিনুর মণি কি?

বরুণ। এই মণি সত্রাজিৎ রাজা সূর্য্যের আরাধনায় প্রাপ্ত হন। উহার জন্য শ্রীকৃষ্ণের মণিচোরা নাম হয়।

ব্রহ্মা। সে মণি ইহারা কোথায় পেলে এবং এক্ষণেই বা কোথায় আছে? কারণ, উহা এক সংসারে অধিক দিন থাকিবে না।

বরুণ। মিরজুমলা-নামক সেনাপতি উহা গোলাকুণ্ডা প্রদেশ হইতে আনিয়া সাজাহান বাদশাকে নজর দেন। পরে এখান হইতে নাদীর শা লইয়া যান। নাদিরের পর মহম্মদ শা ও তৎপুত্র শা সুজা ভোগ করেন। এই শা সুজার সময়ে রণজিৎ সিংহ উহা লইয়া আসেন। এক্ষণে ঐ মণি * ইংলণ্ডে ভারতেশ্বরীর মস্তকে বিরাজ করিতেছে। আপনি বললেন "উহা এক সংসারে অধিক দিন থাকিবে না"—এই জন্য বোধ করি সুচতুর ইংরাজেরা কেটে কুটে নিয়েছেন।

ইহার পর সকলে গাজিউদ্দীনের কলেজ দেখিতে যান। যখন তাঁহারা যাইতেছিলেন, রাস্তার পার্শ্বস্থ একটি ভাঙ্গা মস্‌জিদের দ্বার হইতে একজন মুসলমান একটি মুরগীর গলা কাটিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। মুরগী যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে আমাদের পিতামহের পদতলে আসিয়া পড়িল। পিতামহ তদ্দর্শনে "য়্যাঁ! শ্রীবিষ্ণুঃ!" বলিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন।

নারা। ঠাকুরদাদা! আপনার সৃষ্ট জীব আপনার শরণ লইল, রক্ষা করুন।

ব্রহ্মা। ওর ভাগ্যে যাহা ছিল, ঘটিল। বিধিলিপি কে খণ্ডাইতে পারে?

বরুণ। এই গাজিউদ্দীনের কলেজ, এক্ষণে ছাত্র অভাবে বন্ধ। মহারাষ্ট্রীয়েরা এখানে অত্যন্ত উপদ্রব করিয়াছিল, তাহারা কবরের মধ্যে টাকা থাকে ভাবিয়া অনেক ভাল ভাল কবর নষ্ট করে। রোহিলারাও এখানে অত্যন্ত উপদ্রব করিয়াছিল। নাদীর মণিমুক্তা, মহারাষ্ট্রীয়েরা স্বর্ণ-রৌপ্য এবং রোহিলারা প্রাচীর হইতে ভাল ভাল পাথরগুলি উঠাইয়া লইয়া যায়।

ইন্দ্র। দিল্লীতে আর কি আছে?

বরুণ। ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের কাছারি, কলেজ, কোতোয়ালি এবং দিল্লী ব্যাঙ্ক

* একসময়ে গবর্ণর জেনারেল লর্ড মিণ্টো রণজিৎকে ঐ মণির মূল্য জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহেন, "ইসকা কিম্মত পাঁচ জুতি" অর্থাৎ ইহা কখন কেহ মূল্য দিয়া খরিদ করে নাই; জুতি অর্থাৎ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকে।

নামে ব্যাঙ্ক আছে। এখানকার পুস্তকালয় দেখিতে ভাল। উহাতে অনেক নাগরী ও পারসী পুস্তক আছে। দিল্লী-মিউজিয়ামে অনেক নাক কাণ, ভাঙ্গা প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু কাহার তাহা স্থির হয় না। মিউজিয়ামের ভিতরে সার হেনরী লরেন্স, সার চার্লস মেটকাফ প্রভৃতি কতিপয় ইংরাজ মহাপুরুষের প্রতিমূর্ত্তি আছে। মিউজিয়ামর পূর্ব্বদিকে কলেজ ও কুইনের বাগান। এই বাগানের গেটে আকবর-নির্ম্মিত জলমলের প্রতিমূর্ত্তিসহ কাল প্রস্তরে নির্ম্মিত হাতী আছে। দেওয়ালীর সময় দিল্লীতে বড় সমারোহ হইয়া থাকে। এই সময়ে প্রত্যেক দোকানদার দোকানঘরগুলি উত্তমরূপে সুসজ্জিত করিয়া আলো দেয়, এবং প্রত্যেক ঘরে নৃত্য-গীত হয়। মহাজনেরা এ সময়ে সংবৎসরের টাকা আদায় করে এবং হিন্দুরা লক্ষ্মীপূজা করিয়া থাকে।

এমন সময় এক ব্যক্তি "চাই দিল্লীকো লাড্ডু" "চাই দিল্লীকো লাড্ডু" বলিয়া দেবগণের নিকট উপস্থিত হইল। তখন ব্রহ্মা কহিলেন, "অনেকদিন অবধি নাম শুনা আছে, কিন্তু কখন খাই নাই।" ইন্দ্র কহিলেন, "যদি ভাল হয়—ছেলেপিলের জন্য সিকে পাঁচের কিনে নিয়ে যাইব। নারায়ণ কহিলেন, "আমিও কিছু নিয়ে গিয়ে শনি-ফনিকে খেতে দেব যে, তাহারা পচ্‌তাবে না।" বলিয়া, চারি পয়সা করিয়া দরচুক্তি করিলেন এবং প্রত্যেকে ক্ষীর দিয়া ছাওয়া লাড্ডুতে কামড় মারিয়া থু থু করিয়া কাঠের গুঁড়া ফেলিয়া ফেলিতে পচ্‌তাইতে পচ্‌তাইতে চলিলেন।

কিয়ৎদূরে যাইয়া পিতামহ দেখেন, কতকগুলি মোল্লা কাছা খুলে ফয়তা দিচ্চে। ইনি আর কখন ফয়তা দেওয়া দেখেন নাই; সুতরাং হাসিতে হাসিতে কহিলেন "বরুণ! ওরা কি করচে?"

বরুণ। ঈশ্বরকে ডাকচে?

ব্রহ্মা। কাচা খোলা কেন?

বরুণ। তা না হলে তিনি সন্তুষ্ট হন না।

এইসময় নারায়ণ বরুণের কাণে কাণে কহিলেন "দিলীর বাঈ ভাল শোনা ছিল; কিন্তু মাগীরা বারাণ্ডায় বসে যে গুড়ুক তামাক খাচ্চে, দেখে অশ্রদ্ধা হয়ে গেল!"

ষ্টেশনে যাইয়া দেবগণ দেখেন, "ট্রিং ল্যাটাং" "ট্রিং ল্যাটাং" শব্দে টিকিটের

ঘণ্টা হইতেছে। বরুণ তৎশ্রবণে কহিলেন, "নারায়ণ, শীঘ্র ব্যাগ্‌ খুলিয়া টাকা দেও।" কিন্তু তিনি টাকা বাহির করিতে বিলম্ব করায় বরুণ বিরক্ত হইয়া কহিলেন "আমি আর পারবো না, তুমি গিয়ে টিকিট কিনিয়া আন।"

"এ ত ভারি শক্ত কথা!" বলিয়া নারায়ণ টিকিট কিনিতে যাইলেন। দেখেন, টিকিট-ঘরের দ্বারে বহুসংখ্যক মুসলমান দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। নারায়ণ, চাচাদিগের মুখের নিকট মুখ লইয়া গিয়া "ওগো চারিখানি টিকিট দেও" বলিয়া নাকে কাপড় দিয়া "ওয়াক্" "ওয়াক্" করিতে করিতে পলাইয়া আসিলেন। ব্রহ্মা তদ্দর্শনে নিকটে যাইয়া কহিলেন, "কৃষ্ণ! কি হইয়াছে?"

নারা। বাবা! রসুন খেয়ে এম্নি ঢেঁকুর তুলেছে যে, গা বমি-বমি ক'রে মারা যাই, বোধহয় ইহযুগে আর এ গা-বমি-বমি সারবে না।

বরুণ তদ্দর্শনে হাস্য করিতে করিতে যাইয়া, মথুরা বৃন্দাবন দর্শনাভিলাষে হাটারসের টিকিট লইয়া গাড়িতে উঠিলেন, ট্রেণ হুপা হুপ্‌ গুপা গুপ্‌ শব্দে আলিগড়ে যাইয়া উপস্থিত হইল।

ইন্দ্র। বরুণ, এ স্থানের নাম কি?

বরুণ। এ স্থানের নাম আলিগড়। পূর্ব্বে এখানে কোল-নামক অসভ্য জাতিরা বাস করিত। কোলেরা অত্যন্ত ডাকাইত ছিল। রাজা জরাসন্ধ তাঁহার জামাতা কংসের নিধন-সমাচারে ক্রুদ্ধ হইয়া যখন কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, সেই সময়ে এই স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। এখানে অনেক উৎকৃষ্ট অট্টালিকা আছে। এখানকার মৃত্তিকার দুর্গ বিখ্যাত। এই কেল্লা ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড লেক অধিকার করেন। অদ্যাপি নগরের দুই মাইল দূরে উক্ত দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পুনরায় ট্রেণ ছাড়িয়া হাটারসে উপস্থিত হইল। দেবতারা তথা হইতে ব্রাঞ্চ-রেলে মথুরায় চলিলেন। ট্রেণের চলন দেখিয়া দেবগণ হাস্য করিতে লাগিলেন। নারায়ণ কহিলেন, "এ গাড়ি যেরূপ ভাবে যাইতেছে, ছুটে গিয়ে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া আসিতে পারা যায়। বরুণ! অন্যান্য রেলের ন্যায় এ গাড়ি দ্রুত গমন করিতে পারে না কেন? এবং কি কারণেই বা ইহার দু'ধারে বেড়া দেওয়া নাই?"

বরুণ। এ গাড়ির কল ছোট ও দেশীয় চালকে চালায় বলিয়া তাদৃশ দ্রুত গমন করিতে পারে না। ইহার গমন এত ধীর যে, দুই হাত দূরে ট্রেণ

থাকিতে গো-শকট অনায়াসেই রাস্তা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে ; সুতরাং বেড়ার কোন আবশ্যক হয় না।

যাহা হোক, ট্রেণ গজেন্দ্রগমনে যাইয়া মথুরায় উপস্থিত হইল। গেটে টিকিট দিয়া দেবগণ যেমন ফটকের বাহির হয়েছেন, অমনি ঝাঁকে ঝাঁকে চোবে পাণ্ডারা আসিয়া তাঁহাদিগকে মৌমাছির মত ছ্যাকা-বাঁকা করিয়া ধরিল এবং "বাবু আমার সঙ্গে আসুন, আমার সঙ্গে আসুন" বলিয়া টানাটানি আরম্ভ করিল। দেবগণ কাহার যজমান এই কথা লইয়া পাণ্ডাদের মধ্যে মহা গণ্ডগোল বাধিল ; তখন একজন কহিল, "বাবু, আপনাদিগের নিবাস, আর পিতার নাম ?" সৃষ্টিকর্ত্তা ভাবিয়া কহিলেন "আমাদের নিবাস শূন্যে, পিতার নাম যথানাম চন্দ্র !" সে ব্যক্তি কহিল, "হাঁ, হাঁ, একসময়ে যথানাম চন্দ্র শূন্য হইতে বৃন্দাবন দেখিতে আসিয়াছিলেন। আমি তখন ছোট ছিলাম, আমার ঠাকুর তাঁহাকে দেখেন, এই খাতাতে লেখা আছে" বলিয়া একখানি বহুকালের জীর্ণ খাতা বাহির করিল এবং বৃদ্ধ পিতামহের হাত ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল ; দেবগণ অগত্যা পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। পোলের উপর হইতে দেবগণ মথুরার দৃশ্য দেখিয়া কহিলেন, "আহা ! নয়ন ও মন চরিতার্থ হইল।"

মথুরা

মথুরায় প্রবেশ করিলে বরুণ কহিলেন, "দেখুন পিতামহ ! পূর্ব্বে এস্থানে অত্যন্ত বন ছিল, তখন দৈত্যেরা এখানে রাজত্ব করিত। উহারা রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণের সমকালীন। উহাদের পর রাজা কংস এবং শ্রীকৃষ্ণ এখানে রাজ্য করেন।"

ব্রহ্মা। বৃক্ষ-লতা-পূর্ণ সম্মুখস্থ ও ঢিপিটি কি ?

বরুণ। মাটির পাহাড়। এখানে ওপ্রকার মাটির পাহাড়ের অসদ্ভাব নাই। যেটি দেখিতেছেন, উহাকে কংসটোলা কহে। উহারই উপর "শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বিনাশ করেন" বলিয়া সকলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

কিছু দূর যাইয়া ইন্দ্র কহিলেন, "বরুণ ! ও মন্দির এবং পুষ্করিণী কাহার ?

বরুণ। মন্দিরটি দেবকীর কারাগার। কংস নারদমুখে দেবকীর অষ্টম-গর্ভের সন্তানকর্তৃক নিহত হইবে শুনিয়া এইস্থানে বসুদেব ও দেবকীর বক্ষে

পাষাণ চাপা দিয়া রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। ঐ যে স্তূপাকার প্রস্তর দেখিতেছেন, ঐ স্থানে কারাগার ছিল; মুসলমানেরা তাহা ভাঙ্গিয়া ঐ মসজিদটি নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে। যে পুষ্করিণীটি দেখিতেছেন, ইহাতে দেবকী সূতিকা-স্নান করিয়াছিলেন। পুষ্করিণীটি গোয়ালিয়রের মহারাজ যত্ন করিয়া বাঁধাইয়া দিয়াছেন। ঐ ভাঙ্গা ঘরে দেবকী ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি আছে।

ইন্দ্র। দৈত্যেরা সকলই পারে।

ব্রহ্মা। এ তোমার অন্যায় কথা, কেন, দেবতারাই কি সকল পারে না? তুমি বৃত্রসংহার-সময়ে কি কারণে নিরপরাধী দধীচি-মুনির অস্থি লইলে? অতএব কংস নিজের প্রাণরক্ষার জন্য যে কাজ করিয়াছিল, তাহাতে তাহাকে দোষ দেওয়া অন্যায়। এক্ষণে বেলা হইয়াছে, চল স্নান করে আহারের উদ্যোগ করা যাক। বলিয়া, সকলে যমুনাতে স্নান করিতে উপস্থিত হইলেন।

বরুণ। এই যমুনা পার হয়ে বসুদেব গোকুলে শ্রীকৃষ্ণকে রেখে আসেন।

ব্রহ্মা। আহা! কত উত্তম উত্তম বাঁধাঘাট উভয়তীরে রহিয়াছে।

বরুণ। ঐ যে পরপারে ঘাট দেখিতেছেন, ঐ ঘাটে পূতনাকে দগ্ধ করা হয়। এই পূতনা-রাক্ষসী শ্রীকৃষ্ণের নিধন জন্য স্তনে বিষ মিশ্রিত করিয়া বৃন্দাবনে এসেছিল। শ্রীকৃষ্ণ এমন জোরে তাহার স্তন টানেন যে, তাহাতেই তাহার মৃত্যু ঘটে। এই ঘাটকে বিশ্রামঘাট কহে। কৃষ্ণ ও বলরাম কংসকে নিধন করিয়া এই ঘাটে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় ব্রজবাসীরা আসিয়া যখন যমুনা-দেবীকে আরতি করে, তখন ঘাটের বড় চমৎকার শোভা হয়।

নারা। জলে যে কচ্ছপ, স্নান করি কিরূপে? শুনেছি কাছিমে কামড়ালে মেঘ না ডাকলে ছাড়ে না।

ইন্দ্র। তুমি নির্ব্বিঘ্নে স্নান কর; যদিই কাছিমে ধরে, আমি মুল্লুকের মেঘ-সকলকে ডেকে দেব।

নারা। তারপর রক্ত-ছোটা জলুনীর কি?

ইন্দ্র। উপরে বিস্তর পাথুরে কয়লা পড়ে আছে—ঘষে দিলেই সেরে যাবে। আহা! এত কাছিম স্বর্গে থাকলে বুনোপাড়ার লোক খেয়ে ভুট করতো।

বরুণ। এখানেও কাছিম-খেগো বিস্তর আছে, কেবল তীর্থস্থান বলে জীব হত্যা করতে পায় না। ভাল, পিতামহ! বৃন্দাবনে এত কাছিম কেন?

ব্রহ্মা। তীর্থ করিবার অভিপ্রায়ে এখানে এসে যাহারা পাপ করে, তাহারাই কচ্ছপযোনি প্রাপ্ত হয়।

দেবগণ গামছায় করিয়া জল লইয়া যোগে যোগে স্নান করিলেন এবং আহারাদি করিয়া অপরাহ্নে এক্কাযোগে বৃন্দাবনে চলিলেন, দেবগণের এক্কাও যেমন সবেগে বৃন্দাবন অভিমুখে ছুটিল, ৮০।৯০ জন ভিক্ষুক বালকও পশ্চাৎ পশ্চাৎ "বাবুমহাশয় একটি পয়সা" "কর্ত্তাবাবু একটি পয়সা" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ছুটিল। তাহারা বৃন্দাবনের অর্দ্ধেক রাস্তা পর্য্যন্ত যাইলে পিতামহ কহিলেন, "কৃষ্ণ! দু'চারটি পয়সা দেও।"

নারা। দেখা যাক্ না—বেটারা কতদূর দৌড়িতে পারে?

ব্রহ্মা। ছি! তুমি এমন নিষ্ঠুর হইতেছ কেন? যদি ছুটিতে ছুটিতে মারা পড়ে? এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তোমাকেই ভোগ করিতে হইবে। দূর হইতে তাঁহারা শেঠদের ঠাকুরবাড়ির সোনার তালগাছ দেখিতে পাইলেন।

ব্রহ্মা। বরুণ! ও তালগাছ কাহাদের?

বরুণ। মথুরার শেঠেদের। ইহাদের বিস্তার ঐশ্বর্য্য। মথুরার রাজবর্ত্মের পার্শ্বে যে প্রকাণ্ড ইন্দ্রালয়তুল্য বাড়ী দেখিলেন, উহা ঐ শেঠেদের। এই শেঠেদের ইচ্ছা আছে, নিজ ব্যয়ে মথুরা হইতে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত রেল করিয়া দেন।

বৃন্দাবন

দেবতারা বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া গোবিন্দজীর মন্দিরের সন্নিকটস্থ চৈতন্যদাস বাবাজীর কুঞ্জে বাসা লইলেন। চৈতন্যদাস বাবাজীর বয়স ৭০।৭৫ হইবে, তাঁহার আজানুলম্বিত শ্মশ্রু শণের ন্যায় ধপধপে সাদা। বাবাজী প্রায়ই ৬০।৭০ জন সেবাদাসী লইয়া বিরাজ করেন। দেবগণ তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া বিশেষ অসন্তুষ্ট হইলেন। কারণ, সে বৈষ্ণব অথচ ভাগবতের কোন বিষয়ই জানে না; কথাবার্ত্তা এত খারাপ যে, শুনিলেই বোধহয় এ ব্যক্তি ইতর-জাতীয় দস্যু ছিল, রাজদণ্ডভয়ে বৃন্দাবনে আসিয়া ভেক লইয়া ছদ্মবেশে আছে। দেবরাজ কহিলেন, "বাবাজীর চৈতন্যদেবের কথা কিছু জানা আছে?"

"জানি বই কি" বলিয়া বাবাজী কহিল, "চৈতন্যদেব শচী মায়ের ব্যাটা। তিনি যখন সন্ন্যাসী হয়ে নবদ্বীপ হতে পেলয়ে আসেন, চাকদার ঘাটে একজন

মাঙ্গোর কাছ হতে চাট্টি মচ্চ চেয়েছিলেন, কিন্তু সে তা দেয়নি, সেই পাপে যখন আস্তিরে বেঁউতি জাল পাত্‌তে যায়, কুমীরে ধরে খেয়েলো।"

দেবগণ ইহার পর নগরভ্রমণে বাহির হইলেন এবং কহিলেন, "বরুণ! ও চূড়াবিহীন মন্দিরটি কাহার?"

বরুণ। গোবিন্দজীর পুরাতন মন্দির। ইহা নগরের মধ্যে সকল মন্দির অপেক্ষা উচ্চ। দিল্লী হইতে ইহার চূড়া দেখা যাইত বলিয়া সম্রাট আওরঙ্গজেব ভাঙ্গিয়া দেন। এক্ষণে বিগ্রহ ওদিকের ঐ নূতন মন্দিরে আছেন।

ব্রহ্মা। আহা কি অত্যাচার! যবনেরা প্রায় সর্ব্বত্রই দৌরাত্ম্য করিয়াছে। যবনেরা আর কিছুদিন ভারতবর্ষে আধিপত্য কল্লে যথার্থই হিন্দুর নাম পর্য্যন্ত লোপ পাইত।

দেবগণ ইহার দ্বারে ৷৷০ করিয়া ভেট দিয়া বাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন, গোবিন্দজী রাধা ও ললিতার সহিত মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। ইনি দিবসের এক-এক ভাগে এক-এক বেশে সুসজ্জিত হন। বংশীটী সকল সময়েই হাতে থাকে।

বরুণ। এই মূর্ত্তি মামুদের ভয়ে গর্ত্তের মধ্যে লুক্কায়িত ছিলেন। বলরাম আচার্য্য বাহির করেন। পরিশেষে অনেক উপদ্রব সহ্য করিয়াও আওরঙ্গজেবের ভয়ে দ্বারকায় পলান। তথায় অদ্যাপি দ্বারকানাথ নামে বিগ্রহ আছেন। তাঁহার মন্দিরকে মানমন্দির কহে। উহা পৃথিবীর মধ্যে বৃহৎ ও বিখ্যাত। গোবিন্দজী অদ্যাপি জয়পুরের মহারাজের তত্ত্বাবধানে আছেন। শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত মাখন ভাল-বাসিতেন, এমন কি সময়ে সময়ে বেসালি হইতে চুরি করিয়া খাইতেন বলিয়া ইহার সেবায় অধিক পরিমাণে মাখন দেওয়া হয়। ইনি যদুবংশের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া রাজপুতেরা অত্যন্ত ভক্তি করে। জয়পুরের রাজা ইহার সেবার জন্য বৃন্দাবনের এক-তৃতীয়াংশ দান করিয়াছেন। ইহার ভক্তেরা বৈরাগী।

ইন্দ্র। বৈরাগীরা কি প্রকার?

বরুণ। উহাদের মাথা ওলের ন্যায় কামান, মধ্যস্থলে তরমুজের বোঁটার ন্যায় চৈতন, হাতে কুড়োজালি এবং সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের তিলক, পরিধান কৌপীন, গলায় হরিনামের মালা। বলিতে বলিতে সেই স্থান দিয়া কতকগুলি বৈরাগী "জয় রাধা" শব্দ করিয়া চলিয়া গেল। দেবগণ তাহাদিগকে দেখিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। দেবগণ আর নগরভ্রমণে বাহির হইলেন না।

তাঁহারা বাসায় বসিয়া অনেক সুখ-দুঃখের কথা আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে পদ্মযোনি আফিংয়ের কৌটা বাহির করিয়া তাহা হইতে কিঞ্চিন্মাত্র লইয়া হাই দিয়া নরম করিয়া গুলি পাকাইতে পাকাইতে কহিলেন, "পাটনায় শুনেছি আফিং সস্তা, যেখান হতে কিছু কিনে নিতে হবে" বলিয়া টাকরায় ফেলিয়া দিয়া কোঁত করে গিলে ফেলেলন এবং কহিলেন, "দেখ কৃষ্ণ! এত দুধ খাচ্চি, কিন্তু মঙ্গলার (ব্রহ্মার গাই-গরুর নাম) দুধের মত মিষ্ট লাগে না। আজকাল সে আড়াই সের করে দুধ দিচ্চে।"

নারা। আমাকে যে একটা বাছুর দেবেন বলেছিলেন?

ব্রহ্মা। হাঁ, দেব—কিন্তু এবার নয়, এবারকারটা ভরণীকে দিতে হবে, সে অনেক দিন পর্য্যন্ত চাচ্চে।

ক্রমে নানা কথায় রাত কাটিল। প্রাতে উঠিয়া দেখেন, একটি দুঃখিনী বাঙ্গালী-রমণী আসিয়া তাঁহাদের ঘর-দ্বার পরিষ্কার করিয়া দিতেছে। পিতামহ তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, "মা, তুমি কে? আর কি কারণেই বা আমাদের ঘর-দ্বার পরিষ্কার করিয়া দিতেছ?"

স্ত্রীলোক। বাবা, আমি দুঃখিনী বঙ্গ রমণী। একসময় আমার স্বামী, পুত্র, বিষয়, বিভব সকলই ছিল; কিন্তু বিধাতা আমার সহিত বাদ সাধিল; স্বামী-পুত্র সব হারালাম, জ্ঞাতিতে বিষয় কাড়িয়া লইল। এক্ষণে আমি বৃন্দাবনে বাস করিতেছি। যেকোন ভদ্রলোক এখানে তীর্থদর্শনে আসেন, তাঁহার কাজকর্ম্ম করিয়া দিই এবং তাঁহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যা দুই-এক পয়সা দেন, তাহাতেই জীবিকা নির্ব্বাহ করি।

এই সময় একজন বাবাজী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া দেবগণের কুঞ্জ-স্বামী বাবাজীকে কহিল,—"বাবাজী! শীঘ্র উঠে বাহিরে এস, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে!" চৈতন্যদাস বাবাজী তৎশ্রবণে বাহিরে আসিয়া সবিস্ময়ে কহিল, "কি হয়েছে?"

১ম। কলিকাতা হইতে কতকগুলো ছোঁড়া যাত্রী এসেছিল জান?

২য়। জানি।

১ম। (ক্রন্দন করিয়া) আমার ছোট সেবাদাসীকে নিয়ে পালিয়েছে।

২য়। গোবিন্দ! এখন করতে হবে কি?

১ম। এখনও বেশী দূর যায় নাই, চল, দলবল নিয়ে ছিনিয়ে আনি।

২য়। গোবিন্দের ইচ্ছা যাহা তা ঘটিয়াছে, আমি ত আর যাইবার আবশ্যক দেখি না।

প্রথম তৎশ্রবণে নিরস্ত হইল বটে, কিন্তু ছোট সেবাদাসীর রূপ, গুণ ও বয়স যত মনে হইতে লাগিল তত ক্রন্দন করিয়া মাটি ভিজাইতে লাগিল।

দেবগণ যমুনাতে স্নান করিয়া নগরভ্রমণে চলিলেন। চৈতন্যদাস বাবাজীর সেবাদাসীর দলও ভিক্ষায় বাহির হইল।

ব্রহ্মা। বৃন্দাবনে এত মন্দির কাহার?

বরুণ। এখানে জয়পুর, সিন্ধিয়া, হোলকার এবং বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানের মহারাজেরা এবং অনেক জমিদার মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রত্যেক দেবালয়ে একশত টাকা হইতে দশ টাকা পর্য্যন্ত প্রাত্যহিক পূজার বরাদ্দ আছে। অনেক যাত্রী এখানে আজীবন প্রসাদ খাইয়া কাটায়। ক্রমে সকলে গোপীনাথের মন্দিরের নিকট যাইয়া দ্বারে ।০ আনা করিয়া ভেট দিয়া বাটির মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বরুণ। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের কর্ত্তা ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম গোপীনাথ হয়। তিনি যে বেশে গোষ্ঠে যাইয়া কালিন্দীতীরস্থ বনে বনে শ্রীরাধিকার হাত ধরিয়া পরিভ্রমণ করিতেন, এ মন্দিরে সেই প্রতিমূর্ত্তি আছে। কালিন্দীতীরস্থ সেই বন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। দুঃখের বিষয়—বংশী নীরব।

দেবতারা গোপীনাথ দেখিয়া কেশি-ঘাটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

বরুণ। শ্রীকৃষ্ণ এই ঘাটে কেশি-নামক দৈত্যকে সংহার করেন বলিয়া ইহার কেশি-ঘাট নাম হইয়াছে। এই ঘাটেই তিনি খেয়া দিতেন। এজন্য অদ্যাপি একখানি নৌকা ঘাটে বাঁধা রহিয়াছে।

ইন্দ্র। নারায়ণ বৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ করে অনেক খেলাই খেলেছেন।

বরুণ। ওঁয়ার দোষ নাই, উনি রাখালদের অসৎসঙ্গে মিশেই খারাপ হয়ে যান; নচেৎ ওঁয়ার বুদ্ধিশুদ্ধি বেশ ছিল। এখনকার মত গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় থাকলে বিলক্ষণ বিদ্যা শিক্ষা করে মথুরায় রাজত্ব করতে পারতেন। যাক, গত বিষয়ের জন্য অনুতাপ বৃথা। ওদিকে যে ঘাট দেখিতেছেন, ঐ ঘাটে শ্রীকৃষ্ণ বকাসুরকে বধ করেন, আর এই বৃক্ষটিকে বস্ত্রহরণের বৃক্ষ কহে।

ইন্দ্র। দ্বাপরের গাছ এক্ষণেও যেরূপ ছোট, তখন বোধ করি অঙ্কুর মাত্র ছিল।

ব্রহ্মা। গাছটি বেঁটেও হতে পারে।

বরুণ। আজ্ঞে, আসল গাছটি নাই এটি নকল বৃক্ষ। পয়সা উপার্জ্জনের জন্য পাণ্ডারা এইটিকে আসল বলিয়া যাত্রিগণের নিকট হইতে পয়সা লয়।

ব্রহ্মা। বস্ত্রহরণ কি ?

নারায়ণ বরুণকে চক্ষুদ্বারা ইঙ্গিত করিয়া বলিতে বারণ করিলেন।

বরুণ। ইনি ঠিক স্নানের সময় এই বৃক্ষে উঠিয়া পাতার মধ্যে লুকাইয়া থাকিতেন, গোপীরা আসিয়া যেমন উলঙ্গ হয়ে ঘাটের ধাপে বস্ত্রগুলি * রাখিয়া জলে নামিত, অম্নি ইনি ধীরে ধীরে নামিয়া সমস্ত কাপড় লইয়া গাছে উঠিতেন এবং প্রত্যেক শাখায়-প্রশাখায় বস্ত্রগুলি ঝুলাইয়া বংশীধ্বনিপূর্ব্বক নিজের বাহাদুরি জানাইতেন। পরিশেষে মাগীরা অনেক কাকুতি মিনতি করিলে বস্ত্র দিয়ে হাসতে হাসতে ঘরে যেতেন। ওদিকে কালিদহ দেখুন। ঐ ঘাটে শ্রীকৃষ্ণ কালিয়-সর্পকে নষ্ট করিয়াছিলেন। ঐ যে কদম্বগাছ দেখিতেছেন, উহার নাম কালিকদম্ব। উহারই উপর হইতে তিনি জলে ঝাঁপ দিয়া সর্পকে সংহার করেন। এখানে বৎসর বৎসর একটি করিয়া মেলা হয়, সেই সময়ে অনেক যাত্রী আসিয়া মেলাতে যোগ দিয়া থাকে।

পরে সকলে যাইতে যাইতে এক স্থানে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন "পিতামহ ! আপনার স্মরণ থাকিতে পারে, একসময় আপনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত কৌতুক করিবার অভিপ্রায়ে পক্ষিবেশে আসিয়া এই স্থান হইতে কতকগুলি গরু, বাছুর এবং বালককে হরণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তদ্দর্শনে ঠিক সেইপ্রকার গরু, বাছুর এবং বালক সৃষ্টি করিলে আপনি যাহা যাহা লইয়া যান, সেই সমস্তই প্রত্যর্পণ করেন। এই স্থানের নাম তদবধি ব্রহ্মকুণ্ড হইয়াছে। এখানে হরহরির মূর্ত্তির ন্যায় প্রতিমূর্ত্তি আছে, তাহাকে লোকে গোপেশ্বর বলে। বিখ্যাত হরিদাস গোস্বামীর সমাজ ও সমাধিস্থানও এই স্থানে। একসময়ে সম্রাট্ আকবর নৌকাযোগে যমুনা দিয়া যাইতে যাইতে গোস্বামীর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া মোহিত হন এবং গুপ্তবেশে যাইয়া আত্মপ্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে অনেক টাকা কড়ির

* অদ্যাপি ব্রজবাসিনীরা ঐরূপে স্নান করিয়া থাকে।

প্রলোভন দেখাইয়া দিল্লীতে যাইতে কহেন। তিনি অর্থ যে অকিঞ্চিৎকর বস্তু, তাহা বিশেষরূপে বুঝাইয়া পাটনা-নিবাসী তানসান নামক ১৯।২০ বৎসরের নিজ শিষ্যকে সম্রাটসহ পাঠাইয়া দেন। তানসান দিল্লীতে যাইয়া মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেন।"

ইহার পর সকলে পুলিনে যাইয়া উপস্থিত হইলে পদ্মযোনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ এখানে কি লীলা খেলেন ?"

বরুণ। এই স্থানে তিনি গোপীদিগের সহিত কেলি করিতেন। এখানে লালাবাবুর কৃত এক কৃষ্ণমূর্ত্তি আছে। এই লালাবাবু শেষ-দশাতে সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়া বৈষ্ণব হইয়াছিলেন।

ব্রহ্মা। লালাবাবু বৈষ্ণব হন কেন ?

বরুণ। কথিত আছে এক ধীবরপত্নী মৎস্য বিক্রয়ের টাকা চাহিতে আসিয়া কহে "বেলা গেল—পারে যাব কখন ?" এই কথা শ্রবণে লালাবাবুর মনে উদয় হইল—"বেলা অর্থাৎ জীবন প্রায় গত হইল, পারে যাব অর্থাৎ কখন এ দুস্তর ভবনদী কি প্রকারে পার হব ?" এই ভাবিয়া সংসারে তাঁহার বৈরাগ্য হয়। তিনি বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

ব্রহ্মা। সেই মহাপুরুষ এখানে আসিয়া কি কি সৎকার্য্য করিয়াছিলেন ?

এই কথাতে বরুণ দেবগণকে লইয়া লালাবাবুর কুঞ্জের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখেন, বিস্তর লোক খাতাপত্র লইয়া হিসাব করিতেছে। দেবতারা এক-এক টাকা ভেট দিলে একজন কেরাণী খাতাতে তাঁহাদের নাম ও কুঞ্জের ঠিকানা লিখিয়া লইয়া, কত দিন বৃন্দাবনে আছেন জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন।

ব্রহ্মা। বরুণ। তুমি লালাবাবুর বিষয় আমাকে বল।

বরুণ। ইনি মুরশীদাবাদ জেলার অন্তর্গত জেমোকাঁদি-নামক স্থানে জন্ম-গ্রহণ করেন ; জাতিতে কায়স্থ। গবর্ণর হেষ্টিং সাহেবের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ইনি পৌত্র। ইহার প্রকৃত নাম দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ। ইনি কিছু সময়ের জন্য কটক ও বর্দ্ধমানের কালেক্টরের দেওয়ানী করিয়াছিলেন। লালাবাবু যৌবনকালেই সংসার হইতে অবসর লইয়া বৃন্দাবনে যাইয়া বাস করেন। ঐ স্থানে মন্দির ও রাধা-কানু নামক সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন।

ইহার পর দেবগণ ঠাকুরবাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলে বরুণ কহিলেন, "লালাবাবু

ঐ কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া উঁহার নামে চল্লিশহাজার টাকা আয়ের বিষয় করিয়া দেন। দেব-সেবার বরাদ্দ প্রত্যহ একশত টাকা। প্রতিদিন এখানে পাঁচশত লোক প্রসাদ খাইয়া থাকে। পনর দিনের বেশী একজনকে আহার দেওয়া হয় না। লালাবাবু স্বয়ং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইতেন তাহাই আহার করিতেন। ব্রজমায়ীরা তাঁহাকে ভিক্ষা দিবার জন্য রুটি প্রস্তুত করিয়া রাখিত। সেই হতে এখানে লালাবাবুর রুটি নামে একপ্রকার রুটির নাম হইয়াছে।

ব্রহ্মা। আহা! লালাবাবু কি মহাপুরুষই ছিলেন, তাঁহার বিষয় আরো বল।

বরুণ। শেষ-দশাতে তিনি গোবর্দ্ধনগিরির গুহায় বাস করেন। ঐ স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তথায় লালাবাবুর কুঞ্জ আছে। কুঞ্জের সন্নিকটে তিনি জায়েন-মন্দিরনামক একটি উৎকৃষ্ট মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, মন্দিরের মধ্যে রংজী-নামক প্রতিমূর্ত্তি আছে। এই কথা বলিয়া সকলে নিধুবনদর্শনে গমন করিলেন।

নিধুবন উপস্থিত হইয়া ইন্দ্র কহিলেন, "একি সেই নিধুবন? আমরা দোলের সময় যে গান করি—

'আজ হোলি খেলবো শ্যাম তোমার সনে।
একলা পেয়েছি তোমায় নিধুবনে॥'

এ নিধুবন কি সেই নিধুবন?"

বরুণ। হাঁ ভাই! এই বনে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ বনফুল তুলে মালা গেঁথে নিজ গলে পরিধান করিয়া কদম্বগাছে উঠে পা দোলাইতে দোলাইতে বংশীধ্বনি করিতেন, অমনি ইঙ্গিত অনুসারে ব্রজগোপীরা জল লইবার ছল করিয়া আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতেন। এই বনেই তিনি রাধিকাকে রাজা সাজাইয়া স্বয়ং কোটাল সাজেন। ঐ যে পুষ্করিণী দেখিতেছ, উহাকে ললিতা-কুণ্ড কহে।

এই সময়ে কতকগুলি বানর আসিয়া দেবগণের হস্ত হইতে সজোরে গুড়গুড়ির নলগুলি লইয়া নিকটস্থ একটি বটবৃক্ষে উঠিয়া বসিল। পিতামহ "তু" শব্দে কুকুর ডাক ডাকিয়া তাহাদিগকে মারিতে উদ্যত হইলে বানরগণ রাগে নলগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া তলায় ফেলিয়া দিয়া দাঁত খিচাইতে লাগিল।

ব্রহ্মা। আহা! এমন নলগুলি একেবারে নষ্ট করে দিলে; বেঁধে ছেঁদে যে কাজ চালাব, সে পথও রাখেনি। বাড়ি গিয়ে ফরসিতে লাগিয়ে যদি একছিলেম মিঠেকড়া তামাক খেতে পেতেম, মনে এত আপসোস হতো না। কেনই বা গড়াগড়া কিনিবার জন্য এগুলো হাতে করে এনেছিলাম!

বরুণ। ওদের মারতে গিয়া রাগান অন্যায় হয়েছে, কিছু খাবার দিলে আপনারাই দিয়ে যেতো। বৃন্দাবনে বানরের অত্যন্ত উপদ্রব। মাধবজী সিন্ধিয়া এই সমস্ত বানরের সেবার জন্য অনেক টাকা জমা দিয়ে গিয়াছেন। এখানে কেহ বানরের প্রতি অত্যাচার করে না।

ইন্দ্র। তোমার মুখে শুনেছি, ইংরাজেরা অত্যন্ত শিকারপ্রিয়; কিন্তু তাঁহারা বোধহয় তীথের বানর বলিয়া এগুলোকে হত্যা করেন না।

ব্রহ্মা। বানরের মাংস খায় না, কি করতে মারবে?

বরুণ। আজ্ঞে না, পূর্ব্বে মথুরা হইতে পালে পালে রাজপুরুষেরা এখানে আসিয়া বানর, হরিণ এবং ময়ূর শিকার করিতেন, রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর দরখাস্ত করিয়া বানর মারা রহিত করেন।

ব্রহ্মা। সেই মহাপুরুষ কে?

বরুণ। বিখ্যাত শব্দকল্পদ্রুম-লেখক। তাঁহারও এখানে মন্দির ইত্যাদি আছে।

ইন্দ্র। বরুণ! ওদিকে যে প্রকাণ্ড মন্দির দেখা যাচ্ছে, উহা কাহার প্রতিষ্ঠিত?

বরুণ। ভরতপুরের মহারাজার। ঐ মন্দির নগরের মধ্যে উৎকৃষ্ট। মন্দিরের সন্নিকটে রূপ-গোস্বামীর আশ্রম আছে।

ইন্দ্র। মন্দিরমধ্যে কি প্রতিমূর্ত্তি আছে?

বরুণ। গোবিন্দমহলে গোবিন্দ আছেন। ইনি বনমধ্যে লুক্কায়িত ছিলেন। গাভীসকল প্রত্যহ যাইয়া দুগ্ধ খাওয়াইয়া আসিত। পরিশেষে রূপ-সনাতন স্বপ্নে দেখিয়া ঠাকুর বাহির করেন।

এখান হইতে দেবগণ মদনমোহন দেখিতে যান এবং তথায় উপস্থিত হইয়া বরুণ কহেন, "কুব্জা এই মূর্ত্তি পূজা করিত, মথুরা ধ্বংস হইলে মূর্ত্তিও অদৃশ্য হন। রূপ-সনাতন ইহাকে এক চোবেনীর গৃহ হইতে বাহির করেন।

চোবেনী খেলনা ভাবিয়া তাহার ছেলেকে খেলা করিতে দিয়াছিল। নৌকা ডাঙ্গায় আটকাইলে মদনমোহনের পূজা মানিলে জলে ভাসে, এজন্য সদাগরদিগের দ্বারা ইঁহার এই মন্দির, অতিথিশালা এবং যথেষ্ট বিষয় হইয়াছে।"

ব্রহ্মা। রূপ-সনাতন কে?

বরুণ। রূপ এবং সনাতন দুই ভাই পূর্ব্বে মুসলমান ছিলেন। পরে চৈতন্যদেব কর্ত্তৃক বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া রূপ-গোস্বামী উপাধি প্রাপ্ত হন। বৃন্দাবন মধ্যে ইঁহাদের সমাজ বৃহৎ এবং বিখ্যাত। সমাজের সন্নিকটস্থ তেঁতুলতলায় অদ্যাপি চৈতন্যদেবের পদ-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্রহ্মা। রূপ-গোস্বামীর সংসারে বিরাগ হইবার কারণ কি?

বরুণ। কথিত আছে—রূপ নবাব সরকারে কর্ম্ম করিতেন। একদিন বর্ষা-কালের অন্ধকার রজনীতে তাঁহার প্রভু তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান। জলে ভিজিতে ভিজিতে কাদার উপর দিয়া যখন তিনি নবাব-সন্নিধানে গমন করেন, এক মেথরানী কুটিরের মধ্যে মেথরকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ অন্ধকারে কাদা ভেঙ্গে কে যায়?" মেথর কহিল, "কুকুর।" মেথরানী কহিল "না, কুকুর এ অন্ধকারে বাহির হবে না, এ নিঃসন্দেহ চাকর। কারণ কুকুরেরও একটু স্বাধীনতা আছে। তাহারা স্বেচ্ছামত অনেক কাজ করিতে পারে, কিন্তু দুর্ভাগা চাকরের ভাগ্যে তা হবার যো নাই।" এই কথা শ্রবণে রূপ-গোস্বামী আপনাকে ধিক্কার দিয়া ও কুকুরেরও অধম জানিয়া সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈষ্ণব হন।

দেবগণ এস্থান হইতে নিকুঞ্জবন-দর্শনে গমন করেন এবং উপস্থিত হইয়া বরুণ কহেন, "এই নিকুঞ্জবনে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে বামে বসাইয়া মনের হরিষে গান গাইতেন।"

ব্রহ্মা। ও ছোট ঘরটি কি? আর উহার মধ্যে খাট-পালঙ্ক কেন?

বরুণ। এই খাটে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় পুষ্পশয্যা করিয়া রাখা হয় এবং প্রাতে দেখিয়া বোধ হয় যেন কোন ব্যক্তি শয়ন করিয়াছিল। কেন এমন হয়, কেহ রজনীতে আসিয়া দেখিয়া যাইতে সাহস করে না। একজন চোবে দেখিবার জন্য একরাত্রি এখানে বাস করিয়াছিল; কিন্তু প্রাতে দেখা যায়, সে বোবা হইয়া বাক্যরহিত হইয়াছে।

এই সময়ে দেবগণ "সাহেব আস্‌চে" "সাহেব আস্‌চে" শুনিয়া, পথ ছাড়িয়া

পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। বরংবার সাহেবের মুখের দিকে এবং গাছের দিকে চাহিতে লাগিলেন। সাহেব নিকটে আসিয়া "বাঙ্গালী—টোম্‌রা কি দেখিতেছে" বলিয়া চলিয়া গেল।

ইন্দ্র। বাঃ! সাহেব ত বেশ বাঙ্গালা কথা বলে, যেন ময়নাপাখি কপচে গেল।

বরুণ। ঠাকুরদা, আপনি অত গাছের দিকে তাকাতে লাগলেন কেন?

ব্রহ্মা। পাথরের মত ছাল, ওটা কি—তাই, দেখছিলাম।

বরুণ। "এইটি একটি নূতন রকমের বহুকালের পুরাতন বৃক্ষ।" এই বলিয়া সকলে তথা হইতে বঙ্কবিহারী দেখিতে যান এবং উপস্থিত হইয়া বরুণ কহেন,"ইনিই বঙ্কবিহারী, এই মূর্ত্তি বৃন্দাবনের সকল মূর্ত্তি অপেক্ষা বৃহৎ ব্রজবাসীদিগের ইনিই উপাস্য দেবতা।"

ইন্দ্র। ইঁহার বামে রাধা নাই কেন? কৃষ্ণ ত তিলার্দ্ধমাত্র রাধিকাকে ছেড়ে থাকতে পারতেন না!

বরুণ। কথিত আছে—ব্রজবাসীরা ইঁহার বামে ৩।৪ বার রাধিকা দিয়াছিল, কিন্তু ইনি লজ্জায় টেনে ফেলে দেন। অনেকে বলে "ইনি রজনীতে প্রকৃত রাধিকার সহিত বিহার করিতেন বলিয়া কৃত্রিম রাধিকা বামে লয়েন না।" প্রাতে নয়টার কম ইঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয় না, সুতরাং তৎপূর্ব্বে মন্দিরের দ্বারও খোলা হয় না। কাকের ডাকে পাছে নিদ্রা ভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় কাকগণ সন্ধ্যার পূর্ব্বে বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় যাইয়া আশ্রয় লয়। ব্রজবাসীরা প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় আসিয়া ইঁহাকে আরতি করিয়া থাকে।

এখান হইতে দেবতারা রাধারমণ দেখিতে যান। ইনি শালগ্রামশিলা; গোপাল ভট্ট ইহার পূজা করিতেন। এক্ষণে প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে ঐ শালগ্রাম রাখা হইয়াছে। তথা হইতে সকলে গোবর্দ্ধন পর্বতে যাইয়া উপস্থিত হন এবং ব্রহ্মা কহেন "এই স্থানে কি লালুবাবু শেষ দশাতে আসিয়া বাস করেন?"

বরুণ। আজ্ঞে হাঁ। এই স্থানে তিনি বাস করেন এবং এই স্থানেই হঠাৎ পতিত হইয়া তাঁহার অপমৃত্যু ঘটে।

ব্রহ্মা। কেন? কেন? অমন মহাপুরুষের ভাগ্যে অপমৃত্যু!

বরুণ। কারণ এই তিনি বৈষ্ণব হইয়া নৌকাযোগে (তখন রেল ছিল না) বৃন্দাবনে আসেন, পথিমধ্যে কাশীর ঘাটে উপস্থিত হইয়া নৌকার পরদা ফেলে দিতে আজ্ঞা দেন।

ইন্দ্র। পরদা ফেলে দিবার আজ্ঞা দেন কেন?

বরুণ। তিনি বৈষ্ণব, শৈব তীর্থস্থান দেখবেন! এ কি কখন হতে পারে?

ব্রহ্মা। ঐ ত বাঙ্গালীর দোষ। ঈশ্বর ভেবে উপাসনা করিতেও দলাদলি করিয়া পাপ করিয়া বসে। ঈশ্বর কি ভিন্ন? দেশভেদে, কালভেদে তিনি ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ধরিলেও মূলে সেই এক মাত্র।

বরুণ। গোবর্দ্ধনপর্ব্বত সম্বন্ধে লোকে বলে, "হনুমান যখন বিশল্যকরণীসহ গন্ধমাদন-পর্ব্বত স্কন্ধে লইয়া লক্ষ্মণকে বাঁচাইতে যান, ভরতের বাঁটুলঘাতে এই স্থানে পতিত হইয়াছিলেন। পর্ব্বতের যে একটু সামান্য অংশ অন্ধকারে দেখতে না পাওয়ায় ফেলিয়া যান, তাহাকেই গোবর্দ্ধনগিরি কহে।" আবার অনেকে এরূপ বলে, "এক সময়ে দেবরাজ অনবরত জল ঢালিয়া বৃন্দাবন ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিলে শ্রীকৃষ্ণ এই পর্ব্বত ছাতার ন্যায় কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে ধারণ করিয়া বৃন্দাবনবাসীদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন।" পর্ব্বতের উপর গোবর্দ্ধনদেবের প্রতিমূর্ত্তি আছে।

ব্রহ্মা। ঐ মূর্ত্তি কি প্রকার?

বরুণ। উহা শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকালের গোপালমূর্ত্তি। তিনি উলঙ্গ হয়ে হাঁটু পেতে নাড়ু খাচ্ছেন। বল্লভ-আচার্য্য এই মূর্ত্তি স্থাপন করেন। গোবর্দ্ধনদেব মামুদের ভয়ে এই পর্ব্বতে পলাইয়া আসেন। এখানে কার্ত্তিক মাসে একটি করিয়া মেলা হয়, মেলার সময় অনেক যাত্রী আসিয়া থাকে।

এ স্থান হইতে দেবগণ বৃকভানুপর্ব্বত দেখিতে যান। এই পর্ব্বতে রাধিকার পিতা বৃষভানু বাস করিতেন। পর্ব্বতের উপরে ও নীচে অনেকগুলি প্রতিমূর্ত্তি আছে। তথা হইতে সকলে বাসায় ফিরিয়া যাইয়া শয়ন করিলেন এবং নানাপ্রকার কথোপকথন চলিতে লাগিল।

বরুণ। এ স্থানে পূর্ব্বে অত্যন্ত বন ছিল। বৃন্দা নামে এক দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক গ্রামের যত মেয়েছেলেকে এনে এনে এই বনে ছুটাছুটি করিয়া

বেড়াইত। তাহারই নাম অনুসারে এই স্থানকে বৃন্দার বন বা বৃন্দাবন কহে। সেই আমাদের নারায়ণকেও খারাপ করে।

নারা। বরুণ, চুপ কর ভাই। তোমার মুখে কি অন্য কথা নাই?

বরুণ। ঐ স্ত্রীলোকদিগের সংখ্যা ১০৮ জন। তন্মধ্যে ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি অষ্টসখী প্রধান। ঐ অষ্টসখীর মধ্যে এক মাগী ভূতুড়ে কালো ছিল, তাহার গাত্রের বর্ণ কৃষ্ণের ন্যায় বলিয়া শ্যামা সখী নাম হয়। চন্দ্রাবলী সকলের অপেক্ষা কিছু সুন্দরী ছিল, কৃষ্ণ অনেক সময়ে রাধিকাকে ফাঁকি দিয়া তাহার সহিত বিহার করিতেন।

কোন কোন দিন চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে নিশা প্রভাত করিয়া আসিয়া রাধিকার কাছে নারায়ণের আর তিরস্কারের পরিসীমা থাকিত না। তিনি যত গাত্রের ঝাল আকথা কুকথার দ্বারা প্রকাশ করিয়া ঘোমটা টেনে মানে বস্‌তেন।

ইন্দ্র। মানে বস্‌তেন? তারপর—

বরুণ। শ্রীকৃষ্ণ বেগতিক দেখে পরিশেষে বৃন্দার কাছে পরামর্শ নিতেন। সে মাগী পায়ে ধরতে শিখিয়ে দিত। তাতেও মান না ভাঙ্গিলে নারায়ণ মনের দুঃখে কখন বলতেন, "সন্ন্যাসী হয়ে কাশী যাব।" কখন বলতেন "বৈষ্ণব হ'য়ে দ্বারে দ্বারে ফিরবো।" এই প্রকারে তিনি বিদেশিনী প্রভৃতি যা হউক একটা সেজে এলেই বৃন্দা মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ ভঞ্জনপূর্ব্বক মিলন করিয়া দিত। বলিতে কি, মাগীগুলো ওঁকে নিয়ে অনেক রঙ্গই করিত—কখন কখন পাঁচ-সাতটা একত্র হয়ে হাতী সেজে পৃষ্ঠে লইয়া বনে বনে ফিরতো। কখন বা গাছে তুলে দোলন ও ঝুলন খাওয়াতো, সেজন্য অদ্যাপি দোল ও ঝুলনযাত্রা প্রচলিত আছে।

এইসময়ে চৈতন্যদাস বাবাজীর কয়েকজন সেবাদাসী আসিয়া ডাকিল—"ওগো তোমরা এস।"

নারা। কোথায় যাব?

সেবাদা। রাত হয়েছে, শোবে না?

ইন্দ্র। কেন, আমার ত শুয়ে আছি।

সেবাদা। বৃন্দাবনে কি একলা শুতে আছে?

ইন্দ্র। কেন, আমরা ত চারিজন আছি।

সেবাদা। ও মা! মিন্সেরা বলে কি—বৃন্দাবনে কি যুগলরূপ না হয়ে রাত্রি বাস করতে আছে! ওতে যে পাপ হয়। বাহির হয়ে এস।

ইন্দ্র। তোমরা চলে যাও, আমাদের না হয় পাপ হবে। কি সর্ব্বনাশ!

বরুণ। এই কি তীর্থস্থান?—এই কি তীর্থস্থানের ব্যবহার? ধিক্! ইহারা কি এই মন্দ অভিপ্রায়ের জন্যই বৈষ্ণবী হয়েছে! ধর্ম্মের জন্য নহে?

এই সময়ে চৈতন্যদাস বাবাজী আসিয়া কহিল, "কৃষ্ণ তোমাদের মঙ্গল করুন, বলি বাবাজী!"

ইন্দ্র। কি বাবাজী?

চৈতন্য। আমার সেবাদাসীদিগকে বঞ্চিত করে ফিরাইয়াছেন কেন? তারা অত্যন্ত দুঃখ করছে। এখানকার যাহা ধর্ম্ম, তাহা রক্ষা করুন; নচেৎ যে অধর্ম্ম হবে।

ইন্দ্র। তোমার ধর্ম্ম তুমি কর, আমাদের অধর্ম্মই ভাল।

চৈতন্যদাস চলিয়া গেলে দেবগণের এই সম্বন্ধে অনেক কথোপকথন হয়। প্রাতে সকলে কাম্যবন দেখিতে যান। তথায় সকলে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! এইস্থানে রাজা যুধিষ্ঠির পাশাখেলায় সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার পর বাস করিয়াছিলেন। এইস্থানেই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ হয়।" এই বলিয়া সকলে নন্দনবন দেখিতে চলিলেন।

ব্রহ্মা। নন্দনবনে কি হইয়াছিল?

বরুণ। এই নন্দনবনে শ্রীকৃষ্ণ কংসের ভয়ে লুক্কায়িত ছিলেন। এখানে নন্দ যশোদার প্রতিমূর্ত্তি আছে। যে বেসালি হইতে শ্রীকৃষ্ণ ননী চুরি করিয়া খাইতেন, সেই বেসালি এবং তাঁহার মস্তকের চূড়া ও পীতধড়াও অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

ইন্দ্র। ওদিকে ও দ্বীপের আকারে কি?

বরুণ। ঐ গোকুল। গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ কংসের ভয়ে লুক্কায়িত ছিলেন। ওখানে একটি-গৃহে তাঁহার বাল্যকালের খেলিবার দ্রব্যসামগ্রী, অপর গৃহে বসুদেব ও দেবকীর প্রতিমূর্ত্তি আছে। মুসলমানদিগের ভয়ে গোকুলনাথ ঐ স্থানে লুক্কায়িত থাকেন, বল্লভ-আচার্য্য বাহির করেন। সম্রাট্ আওরংজেবের

সময়ে গোকুলনাথ পুনরায় ও-স্থান হইতে পলাইয়াছেন, এক্ষণে কৃত্রিম প্রতিমূর্ত্তি আছে।

ব্রহ্মা। বৃন্দাবনের স্থূল বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বল।

বরুণ। বৃন্দাবনে সেবাদাসীসহ অনেক বাবাজী বাস করেন। ঘৃত এবং ময়দার এখানে বেশী আমদানী। এখানে প্রায় ছয়-সাতহাজার ঘর ব্রজবাসী আছে। তন্মধ্যে দুইশত ঘর পাণ্ডা। ব্রজবাসীরা মাটির ঘরে বাস করে। তাহাদের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার আলোচনা নাই। ব্রজবাসীদিগকে দোবে এবং মথুরাবাসীদিগকে চোবে কহে। ইহারা বড় নরমপ্রকৃতির লোক। এখানে অনেক বাঙ্গালী আসিয়া বৈরাগী হয়ে বাস করিতেছে। বঙ্গদেশের মহাবংশসম্ভূত অনেক স্ত্রীলোককেও এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা পতিপুত্রবিহীনা হইয়া সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করিতেছেন। অনেক দুশ্চরিত্রা রমণীও স্বদেশে লোকলজ্জার ভয়ে বৃন্দাবনে আসিয়া বসতি করে। সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ ইত্যাদিতে তাহাদের বেশ এত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে, হঠাৎ দেখিলে চিনিতে পারা যায় না। যমুনার উপর দয়ানন্দ-ঠাকুরের বাড়ী আছে। এখানে অনেকগুলি কুণ্ড আছে। যথা—রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড ইত্যাদি। শ্যামকুণ্ডের সন্নিহিত পাহাড়ের যে গুহায় বসিয়া কৃষ্ণদাস চৈতন্যচরিতামৃত লেখেন, তাহাও অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এখানে পাঁচটি বৃক্ষ আছে। ইহাদিগকে লোকে পঞ্চপাণ্ডব পাঁচ-ভ্রাতা কহে। বৃন্দাবনে অনেকগুলি কুঞ্জ আছে। যাত্রিগণ টাকা জমা দিলে এইসকল কুঞ্জে যাবজ্জীবন খাইতে পায়।

ইহার পর দেবগণ একটি বাজারে যাইয়া দেখেন, খেলনার দোকানই অধিক। প্রত্যেক দোকানেই প্রায় রাধাকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি, নামাবলী, তিলকমাটি, মালা ইত্যাদি বিক্রয় হইতেছে। নিকুঞ্জবন ইত্যাদির পটও বিস্তর বিক্রয় হইয়া থাকে। ব্রহ্মা প্রাতঃস্নান করিয়া গাত্রে দিবার জন্য একখানি নামাবলি খরিদ করিলেন।

বেলা একটার সময় দেবতারা বাসায় আসিয়া দেখেন, চৈতন্যদাস বাবাজী তখনও শয্যা ছাড়িয়া উঠে নাই। সে খাটিয়াতে শয়ন করিয়াই আছে। সেবা-দাসীরা ভিক্ষা করিয়া আসিয়া তাহাকে তুলিল এবং কেহ পদসেবা করিতে ও কেহ তৈল মাখাইতে লাগিল। কেহ বা তামাক সাজিয়া দিল এবং দুই-একজন রাঁধিতে গেল। অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইলে সেবাদাসীরা তাহাকে আহার করাইয়া সেই পাতে প্রসাদ খাইতে লাগিল। চৈতন্যদাসের সুখ দেখিয়া নারায়ণ মনে মনে স্থির

করিলেন, আর স্বর্গে যাইবেন না, ভেক লইয়া কতকগুলি সেবাদাসী রাখিবেন এবং অতঃপর বৃন্দাবনেই বাস করিবেন।

'হরি বল গাঁটারি তোল' বলিয়া যখন দেবগণ নিজ নিজ পোটলা পুঁটলি লইয়া যাত্রা করেন, নারায়ণ আর উঠেন না। তখন ইন্দ্র কহিলেন, "নারায়ণ! ভাই উঠ, চল আমরা কলিকাতায় গমন করি। তুমি অমন বিমর্ষভাবে বসলে কেন? বরুণ তোমার সম্বন্ধে অনেক কথা বলায় কি অভিমান করেছো?"

বরুণ। বিষ্ণু! তুমি কি আমার উপর রাগ করলে?

নারা। দেবরাজ! আমি স্বর্গে যাইব না।

ইন্দ্র। কেন! কেন! নারায়ণ, স্বর্গে যাইবে না কেন?

নারা। কি সুখে আর যাইব ভাই! আমি দেখচি স্বর্গে আর কোন সুখই নাই। প্রথমতঃ পেটের ভাবনা ভেবেই অস্থির। যদিচ সমস্ত দিন খেটেখুটে মাথায় মোট করে দু-এক পয়সা এনে দিই, তাতেও নিস্তার নাই—মাগীগুলো সমস্ত দিনই পরস্পরে বিবাদবিসংবাদ মারামারি চেঁচামেচি করেই কাটাচ্চে; বলতে কি, আমার বাড়ি যেন অমরাবতীর হাট। এর উপর পারিজাত চাই, এ চাই, ও চাই ফরমাস করে। বন্ধুবিচ্ছেদ ও গৃহবিচ্ছেদ ঘটাবারও বিধিমত প্রকারে চেষ্টা পায়। অতএব সেইসব দুঃখ হতে এড়াতে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি —ভেকধারী বৈষ্ণব হব।

ব্রহ্মা। দেখ ভাই! দেবই হউক বা গন্ধর্ব্বই হউক, আর নরই হউক বা কিন্নরই হউক, বহু-বিবাহ দোষের আকর। বহু-স্ত্রীর যে ব্যক্তি পাণিগ্রহণ করে তার স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল কোন স্থানেই সুখ নাই। অতএব তুমি বহু-বিবাহ করে নিজের সুখ নিজে নষ্ট করেছ, এক্ষণে সে জন্য পরিতাপ করা অন্যায়। তুমি নিজের কুকর্ম্মের জন্য পরিতাপ কর এবং বিবাহিত পত্নীগণকে সুখী করিবার চেষ্টা পাও, নচেৎ ইহকাল পরকাল অধর্ম্ম হবে।

ইন্দ্র। নারায়ণ! তোমার দুঃখ আর কদিন? লক্ষ্মী শুনেছি যথাসর্ব্বস্ব তোমাকে উইল করে দেবেন।

নারা। তাঁর আর আছে কি? লোকে বলে তিনি সপত্নীগণের উপর রাগ করে যা কিছু আছে মর্ত্ত্যলোকের কৃপণ ধনীদের বিতরণ করেছেন।

বরুণ। যা হোক ভাই! সংসারধর্ম্ম করতে হলেই সকলপ্রকার সুখদুঃখ

সহ্য করতে হয় ; অতএব সে জন্য তোমার অভিমান করা অন্যায়। এক্ষণে গাত্রোত্থান কর, ট্রেণ মিস্ হলে আর আগ্রায় যাওয়া হবে না।

এই কথাতে নারায়ণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্যাগ হস্তে লইয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং সকলে এক্কাযোগে বৃন্দাবন হইতে মথুরা ষ্টেশনে যাইয়া টুণ্ডলার টিকিট লইয়া ট্রেণে উঠিলেন, ট্রেণ হুপাহুপ শব্দে দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল।

ব্রহ্মা। বাঃ! এ গাড়িগুলি যেমন দেখতে সুন্দর, তেমনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং দ্রুতগামী। এ কোন্ দলের বরুণ ?

বরুণ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী-নামক এক দলের। ইহাদের লাইন অন্যান্য দল অপেক্ষা অনেক দূর বিস্তৃত এবং ইহাদের অধীনে অনেক লোকজনও খাটিতেছে ও কল-কারখানা চলিতেছে।

দেবগণ গাড়ির চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখেন—বাঙ্গালা, ইংরাজী ও হিন্দি বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—'প্রত্যেক বেঞ্চে পাঁচজনের বেশী বসিতে পারিবে না।' তদ্দর্শনে তাঁহারা কোম্পানীকে যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন, কলিকাতা পর্য্যন্ত আরামে যাইতে পারিবেন। ক্রমে ট্রেণ টুণ্ডলায় আসিয়া পঁহুছিল, দেবগণ অল্পসময় তথায় থাকিলেন। তাঁহারা দেখিলেন এখানে কয়েকজন বাঙ্গালী-বাবু থাকায় রিডিংক্লাব প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহারা অল্পসময়ের মধ্যে টুণ্ডলা দেখিয়া তথা হইতে ব্রাঞ্চ রেলে আগ্রায় চলিলেন।

আগ্রা

দেবগণ ষ্টেশন হইতে বাহির হইবামাত্র ব্রহ্মা কহিলেন, "উঃ বাবা! বরুণ! ওটা কি গ্রাম—যার অত বড় লম্বা চওড়া প্রাচীর, আর তার গাঁয়ে ফুটো ফুটো ?"

বরুণ। উহা আগ্রা ফোর্ট। এই নগর আকবর বাদশার রাজধানী ছিল বলিয়া আগ্রা নাম হইয়াছে।

ইন্দ্র। বেলা হয়েছে, চল আমরা অগ্রে স্নান আহার করি, পরে প্রাণ ভরে আগ্রা দেখা যাবে। আহা! আহারটা প্রত্যহ না থাকতো!

নারা। এ সমস্ত দেখলে আর ক্ষুধা থাকে না। কেউ আমাদের জন্য অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে রাখতো, তা হলে চট করে চারটি খেয়ে নিয়ে সমস্ত দিন টো টো করে দেখে বেড়াতাম।

বরুণ। ইংরাজ রাজ্যে তৈয়ারি অন্নও পাওয়া যায়। যেস্থানে প্রস্তুত হয়, তাহাকে হোটেল বলে। হোটেলে চারি পয়সা দিলে মোটামুটি এবং দুই আনা দিলে ভালরূপ আহার দেয়। সেখানে শয়নেরও উত্তম বন্দোবস্ত আছে।

ব্রহ্মা। রাঁধে কারা?

বরুণ। ব্রাহ্মণে, মাইনে-করা ভাল পাচক-ব্রাহ্মণ আছে।

নারা। এখন হতে আমরা হোটেলেই আহার করবো, নচেৎ প্রত্যহ আর হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাওয়া যায় না।

দেবগণ স্নান করিতে যমুনাতে চলিলেন। তথায় উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন "পিতামহ! এই যমুনা-তীরস্থ বালুকার উপর ব্যাসদেব জন্মগ্রহণ করেছিলেন।"

নারা। আহা! কি চমৎকার সেতুই প্রস্তুত করেছে। বরুণ! পরপারে যে উদ্যান দেখা যাচ্ছে, উহার নাম কি?

বরুণ। উহা সম্রাট আকবরের কৃত এম্‌দাদ্‌ উদ্যান। ঐ স্থানে রামবাগ নামক তাঁহার একটি অত্যুৎকৃষ্ট বৈঠকখানাও আছে।

দেবগণ স্নান করিয়া আহ্নিক করিতেছেন, এমন সময়ে এক অবগুণ্ঠনাবৃত স্ত্রীলোক আসিয়া ব্রহ্মার চরণে প্রণামপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল।

ব্রহ্মা। দুঃখিনি! তুমি কে?

স্ত্রীমূর্ত্তি কহিল, "বিধাতা! আর আমাকে চিন্তে পারবে কেন? ধাতা, সূতিকা-ঘরে কি আমার ভাগ্যে এত কষ্টও লিখতে আছে? উদ্ধার কর। আমি আমার কপালের লিখন জলে ধুয়ে আসি, আর এক কলম ভাল করে লিখে দাও। আর সহ্য হয় না—ওমা! প্রাণ যায়।"

ব্রহ্মা। কে, যমুনা! ভগিনি! তোমার আজ এ অবস্থা কেন? দিদি, তোমার দুঃখ দেখে যে আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে!

যমুনা। বিধে! তোমার মনুষ্যেরা আমার কি দুর্দ্দশা করেছে দেখ। তাহারা আমাকে এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে এমন করে বেঁধেছে যে, আর আমার পাশ ফিরে শোবার ক্ষমতা নাই। আমি বন্ধনদশাতে অস্থির হয়ে, রাতদিন কেবল কেঁদে কেঁদে চক্ষের জলে জলবৃদ্ধি করচি। ও মা! প্রাণ যায়, আর সহ্য হয় না।

ব্রহ্মা। যমুনে! মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত তোমাকে এই অবস্থায় থাকতে হবে। তুমি এতক্ষণ ছিলে কোথায়?

যমুনা। এলাহাবাদ হইতে সম্প্রতি এখানে এসে পোলের (ব্রিজের) তলায় একটি গহ্বর প্রস্তুত করেছি। তথায় বসে রাতদিন কেবল কাঁদি। কোন স্থানটা ভগ্ন হলে আমাকে আঘাত সহ্য করতে হবে, এই ভেবে আমার চোখে ঘুম, পেটে ভাত নাই!

ব্রহ্মা। দেখ দিদি! তোমার দাদা শমন আমার মনুষ্যগণের উপর বড় অত্যাচার করেন, সেইজন্যই তাদের দ্বারা তোমার এ অবস্থা ঘটেছে। যমের অবিচারে মনে বড় কষ্ট হয়, তিনি পিতামাতার ক্রোড় হইতে তাহাদের সর্ব্বস্ব-ধন—একমাত্র পুত্রকে হরণ করেন। সংসারের যেটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট, অগ্রেই যেন তাঁহার চোক সেই দিকেই ঘুরে বেড়ায়। তিনি যাহাকে অনেকগুলি পরিবার প্রতিপালন করতে দেখেন, সর্ব্বাগ্রে তাহাকেই নিয়ে নিশ্চিত হন। অনেক শিশুসন্তানের পিতামাতার মধ্য হইতে পিতাকে অগ্রে লইয়া আমোদ দেখেন। দম্পতী, যাহারা পরস্পরে তিলেক বিচ্ছেদ হলে একযুগ ভাবে, যাহারা রাতদিন উভয়ে উভয়ের মুখাবলোকন করিয়াও তৃপ্ত হয় না, এমন অকৃত্রিম প্রেমবন্ধন তিনি নিজ কুঠারাঘাতে ছেদন করিয়া উভয়ের মধ্যে চির-বিচ্ছেদ ঘটান। অতএব ভগিনি, সেই মনুষ্যজাতি তোমার দাদার অবিচার ও অত্যাচার সহ্য করিতে না পেরেই তোমার এ দুর্দ্দশা করেছে।

ইন্দ্র। যমের অবিচারে যমুনার বন্ধন, এ কিরূপ বিচার?

বরুণ। চোরা গরুর অপরাধে কপিলার বন্ধন যেরূপ বিচারে হয়েছিল।

দেবগণ ইহার পর হোটেলে চলিলেন। যমুনাও কাঁদিতে কাঁদিতে জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া নিজ গহ্বরে আশ্রয় লইলেন। দেবতারা হোটেলে প্রবেশ করিবামাত্র একটি বাঙ্গালীবাবু দ্রুতপদে আসিয়া পিতামহের হাত ধরিয়া বাহিরে আনিলেন; তাহা দেখিয়া অপর দেবগণ সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন।

ব্রহ্মা। আপনি আমার হাত ধরে বাহিরে আনলেন কেন?

বাঙ্গালী। কচ্ছেন কি মশাইরা? হোটেলে কি ভদ্রলোক আহার করে? ও পাচকেরা যে ম্লেচ্ছ! হিন্দুজাতির জাতি নষ্ট করিবার জন্য গলায় পৈতা দিয়া ঐপ্রকার ব্রাহ্মণ সেজে আছে। আপনারা কালীবাড়ীতে চলুন।

ব্রহ্মা। কালীবাড়ী কি ?

বাঙ্গালী। পশ্চিমে মুসলমানেরা এইপ্রকার অত্যাচার করে বলিয়া হিন্দুরা চাঁদা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া স্থানে স্থানে এক একটি প্রতিমূর্ত্তিসহ কালীবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তথায় ভাল ব্রাহ্মণদ্বারা মহামায়ার ভোগের জন্য রন্ধনাদি হয়, এবং ঐ প্রসাদ যাত্রীদিগকে আহার করিতে দেওয়া হইয়া থাকে।

দেবগণ কালীবাড়ীতে আদরের সহিত বাসস্থান পাইলেন। তাঁহারা আহারাদি করিয়া অপরাহ্নে নগর ভ্রমণে বহির্গত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে ফোর্টের (কেল্লার) নিকট উপস্থিত হইলেন।

বরুণ। দেখুন পিতামহ! ইহারই নাম আগ্রা ফোর্ট। কেল্লায় প্রবেশ করিবার এই যে দরজা দেখিতেছেন, ইহার নাম দর্শন-দরজা। এই দর্শন-দরজা হইতে বেগমেরা মল্লযুদ্ধ ইত্যাদি দেখিতেন।

ব্রহ্মা। দরজার খিলানগুলি তো বড়ই চমৎকার!

বরুণ। ইহা প্রায় তিনহাজার বৎসরের, কিন্তু অদ্যাপি দেখিলে নূতন বোধ হয়।

সকলে প্রবেশ করিয়া দুর্গের মধ্যে যাইতেছেন, এমন সময়ে ব্রহ্মা কহিলেন "বাঃ! এমন চমৎকার গেট তো কোথাও দেখি নাই। ইহার খিলানও চমৎকার। এ গেটের নাম কি বরুণ?"

বরুণ। ইহার নাম বোখারা-গেট। এক্ষণে ইহাকে 'ওমরাও সিংকা ফটক' কহে।

ইন্দ্র। ভিতরে তো উত্তম উত্তম বাড়ী রহিয়াছে! ও ছাদে কি হইত বরুণ?

বরুণ। উহা সম্রাটের নহবতখানা। ঐ স্থানে দিবসের প্রত্যেক সময়ে, প্রত্যেক সুরে নহবত বাজিত। নদীর দিকে ঐ যে শ্বেতপাথরের অসংখ্য খিলানবিশেষ স্থানটি দেখিতেছেন, উহার নাম দেওয়ানী খাস। ঐ স্থানে বসিয়া আকবর বাদসা বঙ্গ বিহার ও কাশ্মীর আক্রমণের মতলব স্থির করিতেন। সাজাহান বাদশা শেষ দশাতে ঐ স্থানেই কারারুদ্ধ থাকেন। ঐ স্থানে কাল মার্ব্বেল প্রস্তরের একখানি সিংহাসন আছে। উহা ১২ ফুট চৌড়া এবং দুই ফুট উচ্চ। ঐ সিংহাসনে বসিয়া আকবর বাদশা গ্রীষ্মকালে বায়ু সেবন করিতেন।

নারা। আহা! এরাই যথার্থ সুখভোগ করেছে। আমরা দেবতা হয়ে কি করেছি!

সকলে শীষমহলের নিকট উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "দেখুন পিতামহ! এই স্থানকে শীষমহল কহে। এস্থানের প্রাচীর কাচের।"

ইন্দ্র। এখানে কি হইত?

বরুণ। এই গৃহে বেগমেরা স্নান করিতেন। স্নানের পর এলোচুলে, ভিজে কাপড়ে স্ত্রীলোকদিগকে বড় সুন্দর দেখায়। এজন্য সম্রাটেরা দেখিবেন বলিয়া গৃহের প্রাচীর কাচের করিয়াছিলেন।

নারা। সখ ত মন্দ নহে! নানা রঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথর দিয়া সাজান এটি কি? আহা! এমন সুন্দর পাথর তো কখন চক্ষে দেখি নাই।

বরুণ। উহা একটি কবর। ওদিকে সম্রাটের অন্দরের বাগান দেখুন। ঐ বাগানে এমন সুন্দর সুন্দর পুষ্প আছে, যাহা দেবতারা কখন চক্ষে দেখেন নাই।

এইস্থান হইতে দেবগণ দেওয়ানখানা দেখিতে চলিলেন। যাইবার সময় বরুণ কহিলেন, "দেখুন ঠাকুরদাদা! এই যে সুড়ঙ্গ দেখিতেছেন, লোকে বলে ইহার ভিতর দিয়া আগ্রা হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।"

ব্রহ্মা। উঃ! অদ্ভুত ক্ষমতা!

ক্রমে দেবতারা দেওয়ানখানায় উপস্থিত হইয়া প্রকাণ্ড দালান দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন। বরুণ বহিলেন, "এই দালান লম্বায় ১৮০ ফিট এবং প্রস্থে ৬০ ফিট। এই দালানে একখানি সিংহাসন ছিল, তাহাতে বসিয়া আকবর প্রত্যহ দরবার করিতেন। সোমনাথদেবের বিখ্যাত চন্দনকাষ্ঠের দরজা দস্যুরা হরণ করিয়া আনিয়া ঐ স্থানে রাখিয়াছিল।"

ব্রহ্মা। আহা! ঐ দরজার জন্য সদাশিব অদ্যাপি মধ্যে মধ্যে আমার কাছে দুঃখপ্রকাশ করিয়া থাকেন।

বরুণ। ওদিকে দেখুন মতি-মসজিদ। ভাল ভাল শ্বেতপাথর মতির সহিত মিলাইয়া ঐ মসজিদ প্রস্তুত হয়। এ কারণ মতি-মসজিদ নাম হইয়াছে। মতি-মস্‌জিদের নিকট সকলে উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা কহিলেন, "আহা! মতি-মসজিদই বটে।"

বরুণ। এই মসজিদে ৪০ ফিট পরিধি-বিশিষ্ট একখানি মাত্র শ্বেতপাথরের সিংহাসন ছিল। তাহাতে উপবেশন করিয়া আকবর বাদশা প্রত্যহ স্নান করিতেন। সিংহাসনখানি এত সুন্দর যে, রাজপ্রতিনিধি লর্ড হেষ্টিংস দেখিয়া চমৎকৃত হয়েন এবং চতুর্থ জর্জ্জকে উপঢৌকন দিবার জন্য বিলাতে প্রেরণ করেন।

ইন্দ্র। কার ধন কে কাকে উপঢৌকন দেয়! এখানে আর কি আছে?

বরুণ। এক্ষণে আর কিছু নাই। তবে একসময় জাহাঙ্গীরের বিখ্যাত পানপাত্র এইস্থানে ছিল। উহা অতি চমৎকার বহুমূল্য মণি-মুক্তোরদ্বারা সুসজ্জিত করা ছিল। পানপাত্রটি ইংরাজ রাজপুরুষেরা কলিকাতা মিউজিয়ামে লইয়া গিয়া রাখিয়াছেন। এখানে একটি বৃহৎ কামান ছিল। লোকে বলে উহা মহাভারতের বীরপুরুষগণের। সে কামানটিও বিলাতে প্রেরিত হইয়াছে।

ইন্দ্র। তুই একটা দ্রব্য দেখে বিলাতের লোকের কি কৌতুহল চরিতার্থ হবে? এই মতি-মসজিদটি যদি সমগ্র পাঠান হইত, তাহা হইলে তাঁহারা চমৎকৃত হইতেন এবং ভারতবাসীদিগের কারিগরি ও বুদ্ধিবৃত্তিরও কিছু পরিচয় পাইতেন।

বরুণ। তাহার যে যো নাই। নচেৎ রাজপুরুষেরা সমস্ত আগ্রাকে ইংলণ্ডে উঠাইয়া লইয়া যাইতেন।

ইহার পর দেবগণ বাসায় প্রত্যাগমন করেন। আসিবার সময় বরুণ কহিলেন, "দেখুন পিতামহ! কেল্লার ঐ যে স্থানটা দেখা যাচ্চে, ঐ স্থানের উপর হইতে নীচে একটি ভয়ানক গহ্বর গিয়াছে। গহ্বরের তলা যে কোথায়, অদ্যাপি তাহা স্থির হয় নাই। কোন ব্যক্তি হত্যাপরাধে অপরাধী হইলে সম্রাটেরা তাহাকে ঐ গহ্বরের মধ্যে নিক্ষেপ করিতেন।"

ইহার পর দেবগণ বাসায় আসিয়া শয়ন করিলেন। শয়ন করিয়া তাঁহাদিগের সাংসারিক অনেক কথোপকথন হইতে লাগিল। ব্রহ্মা কহিলেন, "কৃষাণ বেটাকে খন্দগুলো ক্ষেতে ছড়ায়ে দিতে বলে এসেছি—দেয় তো ভাল—নচেৎ অনেক ক্ষতি হইবে। মর্ত্ত্য হতে ফিরে গিয়ে চণ্ডীমণ্ডপখান উঁচু করে ছাওয়াব মনে করেছি, কিন্তু উলুর যে দর—কি করি কিছু স্থির করতে পারচিনে।" তাঁহাদের বাসায় সন্নিকটে সেই দিন এক মুসলমানের বাড়িতে বে ছিল, বাদ্যকরেরা সমস্ত রাত্রি এক-ঘেয়ে বাজাইয়া দেবগণকে বড় বিরক্ত করিতে লাগিল।

নারা। বেটার ঢুলির যত আবদার আমাদের কাছে। বে কি পূজার সময়! নবাবপুত্রদের তেল দেও, জলখাবার দেও, বকশিশ দেও কিন্তু ঢোলে আর কাঠি পড়ে না। জব্দ বেটারা মুসলমানের কাছে। বাপ্! একঘেয়ে বাজিয়ে মাথা গরম করে দিলে।

পরদিন প্রাতে সকলে বিখ্যাত তাজমহল দেখিতে চলিলেন। নিকটে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মা কহিলেন, "বরুণ। এ কি! আমার ইচ্ছা হচ্চে, চতুর্ম্মুখ এবং অষ্ট-চক্ষু বাহির করিয়া কেবল দেখি।" ইন্দ্র কহিলেন, "আমারও ইচ্ছা আজ সহস্র-লোচন বাহির করি, কিন্তু কি জানি পাছে নূতন জানোয়ার ভেবে চিড়িয়াখানায় আটক করে।" নারায়ণ কহিলেন, "যে এই তাজ প্রস্তুত করেছে, সে আমাদের বিশ্বকর্ম্মার বাবার বাবা।"

বরুণ। ইহার পাঁচটা চূড়া দেখুন কত উচ্চ। তাজ যমুনার উপর অবস্থিত। এ কারণ নৌকা হইতে দেখিতে বড় সুন্দর দেখায়। ইহার তুল্য উচ্চ মসজিদ পৃথিবীতে আর নাই। বাইশহাজার লোক বাইশবৎসরে ইহা নির্ম্মাণ করে। আগ্রা তাজমহলের জন্য বিখ্যাত।

ব্রহ্মা। দেয়ালে যে বৃক্ষলতা এবং ফলপুষ্পসকল রহিয়াছে, প্রথমে সত্য বলিয়া আমার ভ্রম হইয়াছিল।

বরুণ। একসময়ে এইসমস্ত বৃক্ষলতা ও ফলপুষ্প হীরা ও মণিমুক্তাদ্বারা সুসজ্জিত ছিল। মহারাষ্ট্রীয় দস্যুরা সেইসমস্ত হীরা ও মণিমুক্তা প্রাচীর হইতে উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে।

সকলে মসজিদ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া আশ্চর্য্যের সহিত চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন এবং একটি কবর দেখিয়া ইন্দ্র কহিলেন, "বরুণ! এ স্থানটি কি?"

বরুণ। ইহাকে মমতাজমহল কহে। এই স্থানে জাহাঙ্গীর বাদশাকে কবর দেওয়া হয়।

ব্রহ্মা। ওদিকে যে কবর দেখা যাচ্চে, উহা কাহার, এবং তাজমহল নির্ম্মাণের কারণ কি?

বরুণ। ওদিকের কবরটি সাজাহানের প্রিয় বেগম মমতাজের। একদা তিনি সম্রাটের সহিত তাস খেলিতে খেলিতে কহেন, "নাথ! আমি মলে তুমি কি করবে? তাহাতে সম্রাট প্রত্যুত্তর দেন, "প্রিয়ে! তোমাকে এমন স্থানে কবর

দেব যে, পৃথিবীর মধ্যে সেই স্থান সকলেই জানিবে” বলিয়া তাজমহল নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করান। ইহার নির্ম্মাণসময়ে অনেক রাজা সাহায্য করিয়াছিলেন। জয়পুরের রাজা অনেক উৎকৃষ্ট প্রস্তর দেন। সে সমস্ত ৮০ ক্রোশ রাস্তা হইতে গাড়ি করিয়া আনা হয়।

নারা। ইহার ভিতর আর কি আছে ?

বরুণ। নুরজাহানের কন্যা আজুব জা—যাঁহার সহিত সাজাহান বাদশার বিবাহ হয়, তাঁহাকেও এইস্থানে কবর দেয়। তাজের সংলগ্ন উদ্যান বড় চমৎকার। বাগানের মধ্যে যাইবার রাস্তার উভয়দিকে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ৮০টি জলের ফোয়ারা আছে। ইহার পূর্ব্বদিকে অনেকগুলি মসজিদ এবং অপর দিকে অনেক ধ্বংসাবশেষ অট্টালিকার প্রাচীর ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে একটি মার্ব্বেল প্রস্তরে নির্ম্মিত সেতু আছে। ঐ সেতু আরম্ভ হইলে সম্রাট্ সাজাহান ও তাঁহার কোন কোন পুত্রের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এ কারণ নির্ম্মাণকার্য্য স্থগিত থাকে।

ব্রহ্মা। প্রকৃত আগ্রা কোন্ স্থানের নাম ?

বরুণ। ‘আগ্রা যমুনার উভয় তীরে অবস্থিত। আগ্রার চক বড় চমৎকার’ বলিয়া সকলে চক দেখিতে চলিলেন। যাইবার পূর্ব্বে তাঁহারা ‘শীষমহল’ দিয়া ঘুরিয়া গেলেন। কাচ-নির্ম্মিত প্রাসাদ দেখিয়া দেবগণ আবাক হইলেন।

চকে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা অসংখ্য মণি-মুক্তার দোকান এবং নানাপ্রকার দ্রব্যসামগ্রী দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। দেবরাজ নিজ পৌত্রের বিবাহের সময় জুরুনীতে দিবেন বলিয়া পাঁচটাকা মূল্যের প্রস্তরনির্ম্মিত একটি তাজমহল খরিদ করিলেন। ব্রহ্মার গুড়গুড়ির নলগুলি ইতিপূর্ব্বে বানরে নষ্ট করায় আগ্রায় পুনরায় খরিদ করিলেন এবং পূজা করিবার সময় বসিবেন ভাবিয়া একখানি আসনও লইলেন। নারায়ণ কয়েকখানি শতরঞ্চ ও গালচে খরিদ করিয়া লইয়া সকলে ষ্টেশনের অভিমুখে চলিলেন।

বরুণ। গ্রীষ্মকালে আগ্রায় অত্যন্ত গ্রীষ্ম হয়, এমন কি ‘লু’ চলে। ইহা একটি জেলা; এজন্য এখানে কালেক্টরি, ফৌজদারী, জজ আদালত প্রভৃতি যাহা যাহা জেলাতে থাকা আবশ্যক, সকলই আছে। আগ্রার কলেজ বড় বিখ্যাত। এই কলেজ হইতে বৎসর বৎসর অনেক ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকে।

দেবগণ ষ্টেশনে যাইয়া কানপুরের টিকিট লইয়া ট্রেণে উঠিলেন। ট্রেণ হুপা-হুপ শব্দে যথাসময়ে কানপুরে পঁহুছাইয়া দিল।

কানপুর

ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া দেবগণ একাগাড়ি ভাড়া করিলেন এবং সকলে তাহাতে আরোহণ করিয়া প্রশস্ত রাজবর্ত্মের মধ্য দিয়া অসংখ্য উদ্যান এবং বাঙ্গলা দেখিতে দেখিতে নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। একটি দোকানে বাসা স্থির হইল, তথায় কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর সকলে স্নানার্থ সতীচৌড়ার ঘাটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মা কহিলেন, "বরুণ! এ ঘাটের নাম সতীচৌড়ার ঘাট হইল কেন?"

বরুণ। পূর্ব্বে এই ঘাটে অনেক সতী মৃতপতিসহ সহমৃতা হইতেন, এইজন্য ইহার নাম সতীচৌড়ার ঘাট হইয়াছে।

ব্রহ্মা। সহমৃতা হইতেন কেন?

বরুণ। ভারতের অনেক স্থানে স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রীলোকেরা আর বিবাহ করিতে পারে না, তাহাদিগকে আজীবন পতিবিরহানলে দগ্ধ হইতে হয়। এ কারণ সতীরা নিজে নিজেই মৃতপতিকে কোলে লইয়া প্রজ্জলিত চিতা-রোহণপূর্ব্বক প্রাণপরিত্যাগ করিয়া চিরকাল দগ্ধ হওয়ার হাত হইতে নিস্তার পাইতেন।

ব্রহ্মা। আহা! আমার সোনার ভারত সতীত্বের আকর। বরুণ! কলিতেও কি এমন সতী আছে? অদ্যাপি কি সতীরা পতিবিরহ-অনলে প্রাণ পরিত্যাগ করেন?

বরুণ। অনেক দিন পর্য্যন্ত ঐ সহমরণ-প্রথা প্রচলিত ছিল, পরে ইংরাজ রাজপ্রতিনিধি লর্ড বেণ্টিঙ্ক ঐ ভয়ানক হত্যাকাণ্ড রহিত করেন।

ব্রহ্মা। ভয়ানক হত্যাকাণ্ড কিসে?

বরুণ। ইদানীন্তন স্ত্রীলোকেরা অতি-অল্পবয়সে বিধবা হইতে লাগিল, এবং তাহাদের আত্মীয়-স্বজনও অত্যন্ত অন্যায় আচরণপূর্ব্বক তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন দেখিয়া গবর্ণরের সরলহৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হওয়াতে তিনি সতীদাহ নিবারণ করেন।

ব্রহ্মা। এ কাজটি শুভ কাজ স্বীকার করি, কিন্তু ধর্ম্মশিক্ষার অভাব হইলে ইহাতে ব্যভিচার-দোষের বৃদ্ধি হইতে পারে। ঘাটে এ মন্দিরটি কিসের?

বরুণ। মাকাল ঠাকুরের।

ব্রহ্মা। মাকাল ঠাকুর কি?

ইন্দ্র। ঠাকুরদাদা! আজ মর্ত্ত্যে এসে সব ভুলে গেলেন।

বরুণ। হাঁ, উনি এক্ষণে কলিকাতার ন্যাকাবাবু সেজেছেন।

নারা। সে কি রকম?

বরুণ। কলিকাতার অনেক বাবু পল্লীগ্রামের সব জানেন অথচ মধ্যে মধ্যে স্থানবিশেষে ন্যাকা সেজে ধানগাছ দেখে জিজ্ঞাসা করেন 'এ সব কিসের গাছ?' তাহাতে যদি কেহ উত্তর দেয় 'যে ধানের চাউল খেয়ে এত বড় হয়েছ, এ সেই ধানগাছ।' অমনি হেসে বলেন, "ঠাট্টা কর কেন ভাই, ধানগাছ কি চিনিনে— তার মস্ত মস্ত গাছ, রাঙ্গা রাঙ্গা ফুল। গাছের গুঁড়িতে তক্তা হয়।" তেমনি ঠাকুর-দা আমার চিরদিন মাকাল ঠাকুর মৎস্যজীবীদের উপাস্য দেবতা জেনেও জিজ্ঞাসা করছেন, মাকাল ঠাকুর কে?

ব্রহ্মা। মরুক্ গে, আমার ভুল হয়েছে। ওদিকের ওঘাটের নাম কি?

বরুণ। উহা বিহারীলালের ঘাট। ঐ ঘাটে অনেকগুলি দেবমন্দির আছে।

সকলে-স্নান আহ্নিক সমাপনান্তে বাসায় আসিতেছেন, এমন সময়ে নারায়ণ একটি গৃহে দুর্গার প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া কহিলেন, "বরুণ! কানপুরেও বাঙ্গালী আছে?"

বরুণ। কেমন করে জানলে?

নারা। ঐ দেখ।

বরুণ। ঐ মূর্ত্তি যে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত, নিশ্চয় কি? হিন্দুস্থানে কি হিন্দু নাই, না হিন্দুস্থানীরা দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি পূজা করে না?

নারা। হিন্দুস্থানে হিন্দু আছে স্বীকার করি এবং হিন্দুস্থানীরা দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি পূজা করে সত্য; কিন্তু পরিষ্কার গঠন বাঙ্গালী ভিন্ন অপরের দ্বারা হওয়া অসম্ভব। আমাকে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নিয়ে চল, প্রতিমূর্ত্তি দেখে কোথায় বাঙালী আছে বলে দিব।

বরুণ। তুমি যা বলচো সত্য। ইহা একটি কলিকাতার বাবুর

প্রতিষ্ঠিত। তিনি কলিকাতা হইতে কারিগর আনাইয়া এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

ইহার পর দেবগণ বাসায় আসিয়া উচ্ছে আলু ভাতে ভাত এবং বুটের ডাল রাঁধিয়া আহার করেন এবং আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া সকলে নগর-ভ্রমণে বহির্গত হন। পথে যাইতে যাইতে বরুণ কহিলেন "পিতামহ! ওটা কি বলুন দেখি?"

ব্রহ্মা। বলতে পারি নে।

বরুণ। কট্‌লিখাঁর খাল (লাহোর)। উহা বিজ্ঞানবিদ কট্‌লি খনন করাইয়া হরিদ্বার হইতে কানপুর পর্য্যন্ত আনিয়াছিলেন। কেন, স্মরণ নাই? হরিদ্বার তো আপনাকে দেখাইয়াছি।

ব্রহ্মা 'হ্যাঁ হ্যাঁ—বিস্মৃত হইয়াছিলাম।' এই কথা বলিয়া সকলে ময়দার কলঘরের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

ইন্দ্র। ঠাকুরদা! মর্ত্ত্যে এসে যা দেখছেন, যা শুনচেন, তাতেই আশ্চর্য্য হচ্চেন। বুড়ো হয়ে উঁহার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে, নচেৎ স্বয়ং এই বিশ্বসংসার স্মৃষ্টি করিয়া মনুষ্যকৃত সামান্য সামান্য কল-কারখানা দেখে এত বিস্মিত হইবেন কেন?

ব্রহ্মা। এ তোমার অন্যায় কথা ভাই! বিবেচনা কর, এক ব্যক্তি একটি বাগান নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে নানাবিধ ফলফুলের গাছ স্বহস্তে রোপণ করিল। কালক্রমে বৃক্ষগুলি বৃহৎ হইলে চারিদিক হইতে নানাবিধ কীটপতঙ্গ এবং পশুপক্ষী আসিয়া আশ্রয় লইতে লাগিল, মধুমক্ষিকারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছে মৌচাক এবং বাবুইপক্ষীতে তালগাছে কুলায় নির্ম্মাণ করিল। এখন বাগানের মালিক কি স্বহস্তে নির্ম্মিত বাগান বলিয়া মৌচাক দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবে না? না—বাবুইপক্ষীর বাসা দেখিয়া বাহবা দিবে না? যাহা হউক, কলঘরে অনেকগুলি লোক প্রতিপালন হইতেছে।

বরুণ। অনেকগুলি লোক প্রতিপালন হচ্চে সত্য, কিন্তু অনেক ময়দা-বিক্রেতার অন্ন মারা গিয়েছে।

ইন্দ্র। কেন?

বরুণ। কলের ময়দা একে পরিষ্কার, তাহাতে সস্তা।

ইন্দ্র। আমরা অতঃপর ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে কলের ময়দা ব্যবহার করিব এবং স্বর্গেও ২।১টি ময়দার কল বসাইব।

এখান হইতে দেবতারা হত্যাগৃহ, হত্যাকূপ দেখিতে চলিলেন। দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলে পাহারাওয়ালা কহিল, "হিন্দুস্থানীর ভিতরে যাওয়া নিষেধ।"

বরুণ। আমরা হিন্দুস্থানী নহি।

নারা। বরুণ! হিন্দুস্থানীরা যাইতে পায় না কেন?

বরুণ। হিন্দুস্থানীরাই ঐ ভয়ানক হত্যা করিয়াছিল।

পাহা। আপনারা ছাতা, ছড়ি, জুতা এইস্থানে রাখিয়া ভিতরে প্রবেশ করুন; কিন্তু সাবধান! ঘাড় হেঁট করিয়া যাইবেন, গান করিবেন না কিংবা শিস্ দিবেন না।

দেবগণ গেটের নিকট ছাতা প্রভৃতি রাখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। যাইতে যাইতে ব্রহ্মা কহিলেন, "বরুণ! দেখ আমাতে কি দুঃখের চিহ্ন প্রকাশ পাচ্চে?"

বরুণ। স্থলবিশেষে যদি প্রকাশ পায় ক্ষতি নাই।

সকলে ভিতরে প্রবেশ করিলে বরুণ কহিলেন, "দেখুন পিতামহ! ঐ সেই ভয়ানক হত্যাগৃহ। ঐ গৃহে সিপাহীরা ২৬০ জন ইংরাজকে প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া অর্দ্ধজীবিতাবস্থায় ঐ কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল। হত্যাকাণ্ডের পর গৃহে এক ইঞ্চি পরিমাণ রক্ত জমিয়াছিল। গৃহের প্রাচীর ইত্যাদিতে যে রক্তের দাগ দেখিতেছেন, উহা সেই সময়ের; কিন্তু এমন যত্ন করিয়া রাখিয়াছে যে, দেখিলে বোধহয় হত্যাকাণ্ড এই কতক্ষণ সমাপ্ত হইয়াছে। আহা! দুরাচারদিগের অত্যাচার অদ্যাপি স্মরণ হইলে সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইতে থাকে। তাহারা পিতা-মাতার ক্রোড় হইতে বলপূর্ব্বক পুত্র কাড়িয়া লইয়া শূন্যে নিক্ষেপপূর্ব্বক তরবারি-দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়াছিল। পতির হস্তপদ বন্ধন করিয়া তৎসম্মুখে অগ্রে স্ত্রীর স্তন, পরে নাসিকাকর্ণ ছেদনপূর্ব্বক জীবিতাবস্থায় কূপে নিক্ষেপ করিয়া পরে স্বামীকে নানারূপ উৎপীড়িত করিয়া হত্যা করিয়াছিল, ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে পেরেকের দ্বারা দেওয়ালে সংলগ্ন করিয়া পৈশাচিক হাস্যে গৃহপূর্ণ করিয়াছিল। অনেক ইংরাজকে 'তোমরা নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন কর' এই আশ্বাস দিয়া নৌকায়

উঠাইয়া, পরে তাহারা ভাগীরথীর মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলে গোলার দ্বারা তরীসহ আরোহীদিগকে জলমগ্ন করিয়া করতালি দিতে দিতে নৃত্য করিয়াছিল।

ব্রহ্মা। কি অত্যাচার! কি পৈশাচিক কাণ্ড! ভাল—ইংরাজ রাজপুরুষদিগের এমন কি অপরাধ হইয়াছিল যে, সিপাহীরা হঠাৎ ক্ষেপে উঠে?

বরুণ। অপরাধ এই, রাজপুরুষেরা কিছু পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসেন, এজন্য একসময় সিপাহীদিগের মালকোঁচা ছাড়াইয়া জামা এবং টুপি ব্যবহার করান। তাহাতে তাহারা সম্মত হয় বটে, কিন্তু মনে মনে 'আমাদিগকে সাহেব সাজাইয়া পরে কানে মন্ত্র প্রদানপূর্ব্বক খ্রীষ্টান করিবে' ভাবিয়া অসন্তোষ প্রকাশ ও পরস্পরে কুমন্ত্রণা করিতে থাকে। ইতিমধ্যে ইংরাজেরা কাগজের টোটা উঠাইয়া দিয়া চামড়ার টোটা প্রচলিত করেন; উহা দাঁত দিয়া কাটিয়া বন্দুকে পুরিবার বড় সুবিধা হয়। বর্ত্তমান টোটা প্রচলিত হইলে সিপাহীরা পরস্পরে কহিল, "দেখ ভাই! এই টোটা একে চামের—তাহাতে আবার চরবি লাগান। অতএব ধর্ম্ম আর থাকে না; এক্ষণে এস—হয় ধর্ম্ম রক্ষা, না হয় প্রাণ পরিত্যাগ করি" বলিয়া হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত যত সেপাই ক্ষেপে ওঠে এবং অজস্র ইংরাজ বধ করিতে থাকে।

ইন্দ্র। আহা! এমন নিষ্ঠুর কাণ্ডও করে!

নারা। সিপাহীদিগের দলের প্রধান ছিল কে? অর্থাৎ কাহার অনুমতি অনুসারে তাহারা কাজ করিত?

বরুণ। নানাসাহেব-নামক এক ব্যক্তি কানপুরের সন্নিকটস্থ বিথুর-নামক স্থানে বাস করিত। গবর্ণমেণ্ট তাহার পেন্‌সন বন্ধ করায় অনেক দিন পর্য্যন্ত সে ইংরাজজাতির উপর অসন্তুষ্ট থাকে। পরে সিপাহী-বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে ইংরাজদিগকে জব্দ করিবার এই উপযুক্ত সময় ভাবিয়া তাঁহাদের নিকটে যাইয়া কহে, "আমাকে যদি গোলা-গুলি ও বারুদ প্রদান করেন, বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ করিয়া দিতে পারি।" ইংরাজেরা তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া বারুদের গুদাম প্রদান করিলে দুরাত্মা কতক অগ্নিদ্বারা নষ্ট করিয়া অবশিষ্ট সিপাহীদিগকে দিয়া তাহাদের দলে প্রবেশ পূর্ব্বক অজস্র ইংরাজদিগকে হত্যা করিতে লাগিল।

ব্রহ্মা। পরিশেষে নানাসাহেব ও সিপাহীদিগের কি অবস্থা ঘটে?

বরুণ। ইংরাজেরা সিপাহীদিগকে ধরে এনে ক্রমান্বয়ে তোপে উড়াইয়া দিতে

থাকেন। নানাসাহেব এই গোলযোগের সময় একদিকে পলায়, অদ্যাপি তাহাকে পাওয়া যায় নাই। নানাসাহেবের উপর ইংরাজদিগের এমনি ক্রোধ হয় যে, যুদ্ধের শান্তির পরেও যে যাহাকে নানাসাহেব বলিয়া ধরিয়া আনিয়া দেয়—দেখা নাই শুনা নাই, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ যায়। যে কূপে ইংরাজদিগকে হত্যা করিয়া সিপাহীরা নিক্ষেপ করে, কতকগুলি প্রতিমূর্ত্তিসহ ঐ দেখুন, সেই কূপ বর্ত্তমান। কূপটি রাজপুরুষেরা যত্নের সহিত বাঁধাইরা রাখিয়াছেন।

নারা। আহা, যত্নের সামগ্রী বটে!

ব্রহ্মা। আচ্ছা, ঐ অন্যায় হত্যা কি নানা সাহেবের অভিমতে হইয়াছিল?

বরুণ। আজ্ঞে হ্যাঁ! যে সমস্ত বাঙ্গালী এখানে বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে আসিয়া বাস করিতেছিল, নানা সাহেব তাহাদিগকে ম্লেচ্ছের দাস বলিয়া কাহারও নাক কান, কাহারও হাত পা কাটিয়া দিতে হুকুম দেয়।

ইন্দ্র। আহা! ও বেচারাদের প্রতি অত্যাচার কেন? ওরা সাতেও নাই, পাঁচেও নাই, কেবল পেটের জন্য দাসত্ব করে।

বরুণ। যা বল্লে সত্য; কিন্তু অনেক ঝোঁক ওদেরই পোহাতে হয়, কারণ এ দিকে ত অনেকের হাত কান গেল, আবার বাড়ী গিয়ে দেখে কুটনা কুটে খাবার পথও বন্ধ হইয়াছে; কারণ ইংরাজেরা ভবিষ্যৎ-বিদ্রোহ-ভয়ে বাঙালীর ঘরের অস্ত্র (খন্তা, কুড়ুল, বঁটি) কাড়িয়া লইতেছেন।

ব্রহ্মা। এখানে ত আবার অনেক বাঙালী এসে জুটেছে দেখ্‌চি। ওদের কি প্রাণের উপর দয়া মায়া নাই? এ পোড়া চাকরী আবার কেন? এর চেয়ে দেশে বসে চাষ করে খায় না কেন?

বরুণ। চাকরীর যে মধুর রস, তাহা বাঙ্গালীরাই আস্বাদন করেছে। ওরা সে তার আর ভুলবে না, ভুলতেও পারবে না। সেই জন্যই ব্যবসা বাণিজ্য ছেড়ে এত দূরদেশে আসিয়া মুনীবের পাদুকাঘাতে তৃপ্তিলাভ করিতেছে। আবার তাও বলি, ব্যবসা-বাণিজ্য করেই বা কি নিয়ে, দেশে আছে কি?

ইহার পর দেবতারা কাণ্টনমেণ্ট্‌ ব্যারাক, অসংখ্য বাগান ও বাঙ্গলা এবং গবর্ণমেণ্টের আফিস আদালত সকল দেখিয়া বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় নারায়ণ নিজের বিনামা জোড়াটি ছিঁড়ে যাওয়ায় এক জোড়া জুতা খরিদ

করিলেন এবং দেবরাজ একটি পোর্টমেণ্ট কিনিয়া লইলেন। * ষ্টেশনে যাইয়া সকলে তামাক খাইতেছেন, এমন সময় এক জন কায়স্থ যাত্রী পদ্মযোনির হস্ত হইতে হুঁকা লইবার জন্য হস্ত বাড়াইল। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মা কহিলেন, "তুমি কি শূদ্র?"

কায়স্থ। আজ্ঞে, পাঁচ জনে জুটে আমাদিগকে শূদ্র করিয়াছিল, সম্প্রতি আমাদের ব্রাহ্মণ হইবার উদ্যোগ হইতেছে। অনেক কাগজপত্রে আমরা ব্রাহ্মণ ছিলাম প্রমাণ হওয়ায় কলিকাতা অঞ্চলের কায়স্থেরা পৈতা লইবার জন্য হাত ধুয়ে ব'সেছে।†

ব্রহ্মা। এ বলে কি? য়্যাঁ!—কলিতে নীচ উচ্চ হবে; এ কি তাহারই পূর্ব্ব লক্ষণ?

কায়স্থ। আজ্ঞে, না। অকাট্য প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, যেমন অন্যান্য জাতি ব্রহ্মার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে উৎপন্ন হয়, তেমনি কায়স্থেরা তাঁহার কায়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

নারা। এ মন্দ নয়! ভাল—তা হলে তো মুচিরে মুখ হতে, হাড়িরা হাড় হতে চাষারা চামড়া হতে এবং মুসলমানেরা মস্তক হতে উৎপন্ন হয়েছি বলে পৈতা নিয়ে কাড়াকাড়ি করবে?

বরুণ। আহা! পৈতা নিয়ে ওরা যদি সন্তুষ্ট থাকে লউক, কিন্তু সে পৈতায় কাজ হবে কি? কেউ ওদের দেখে প্রণামও করিবে না, পাতের প্রসাদও খাবে না; ঢাকের বাঁয়া থাকা না থাকা সমান। বেহার অঞ্চলে যে, সকল জাতিরই গলায় পৈতা, তাতে এসে যায় কি? ফল কথা, রাজা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হ'লে এ সব অত্যাচার ঘটতো না। রাজা অন্যধর্ম্মাবলম্বী হওয়াতে যার মনে যা উদয় হ'চ্চে, সে তাই করচে! বলতে কি হিন্দুধর্ম্মটাকে নাস্তানাবুদ করে তুলেছে।

ব্রহ্মা। যা বল্লে সত্য—কিন্তু এমনি করে হুঁকো টেনে তো লোকের জাত যাবে? আ মর! সাহস কম নয়! তোরা বামুন ছিলি বলে কোন মুর্খ?

কায়স্থ। আজ্ঞে—ভাল ভাল পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দিয়াছেন।

ব্রহ্মা। তোরা নিঃসন্দেহ ঘুষ খাইয়েছিস? যে ঘুষ খায়, সে কি পণ্ডিত?

* কানপুরের চামের দ্রব্যাদি বড় বিখ্যাত।

† যে সময় কায়স্থেরা প্রথম পৈতা লইবার জন্য উদ্যোগ করেন, তখনই বোধ হয় দেবগণ কানপুরে। সে উদ্যোগ এক্ষণে কার্য্যে পরিণত হইতেছে, তবে কায়স্থেরা এখন ব্রাহ্মণত্বের দাবি না করিয়া ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি করিতেছেন।

বরুণ। ঠাকুরদা, যা বল্লেন সত্য ; উহারা নিঃসন্দেহ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে টাকা খাইয়েছে। কারণ, আমি বেশ জানি—আজকাল মর্ত্ত্যে টাকায় না হয় এমন কাজ নাই।

ক্রমে টিকিট দিবার ঘণ্টা দিল। দেবগণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তখন ব্রহ্মা কায়স্থ-যাত্রীকে কহিলেন, "দেখ বাপু, তুমি আমার বাক্য ব্রহ্মার বেদ-বাক্য বিবেচনা করিয়া যেখানে যত কায়স্থ দেখিবে বলিও—কানপুরে এক বুড়ো বামুন বলে গেল 'কায়স্থেরা বর্ণসঙ্কর শূদ্র। অতএব এ বিষয়ে বেশী প্রমাণ দিবার আবশ্যক করে না।" এই বলিয়া সকলে ষ্টেশনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং লক্ষ্ণৌয়ের টিকিট লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। ট্রেন নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদিগকে লক্ষ্ণৌয়ে পঁহুছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। *

লক্ষ্ণৌ

নগরে প্রবেশ করিয়া ইন্দ্র কহিলেন, "বাঃ! কোথা হতে এসে আমরা অমরাবতীতে উপস্থিত হইলাম। এখানে রেলের রাস্তাই বা এর মধ্যে কে করিল এবং মর্ত্ত্যলোকের এত পুষ্পরথই বা কোথা হইতে জুটিল ?"

বরুণ হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, "ইন্দ্র! নগর দেখে তোমার ভ্রম হইতেছে, এ অমরাবতী নহে। এ স্থানের নাম লক্ষ্ণৌ। রাজা শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রাতা লক্ষ্মণ এই নগর নির্ম্মাণ করেন বলিয়া ইহার নাম লক্ষ্ণৌ হইয়াছে।" এই বলিয়া সকলে লাইনের উপরিস্থ পোল পার হইয়া এক্কা গাড়ীতে আরোহণ করিলেন এবং চতুর্দ্দিকে একদৃষ্টে চাহিতে চাহিতে জয়গঞ্জের মধ্যে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

ইন্দ্র। বরুণ! রাস্তার উভয় পার্শ্বে এই যে উত্তম উত্তম অসংখ্য অট্টালিকা দেখা যাচ্চে, এ স্থানের নাম কি ?

বরুণ। ইহা বীর বিজয়সিংহ নামক রাজার রাজবাটি। এ স্থানের নাম জয়গঞ্জ।

ক্রমে সকলে যাইয়া আজিমাবাদের বাজারে উপস্থিত হইলেন। অসংখ্য উত্তম উত্তম খাদ্যদ্রব্যের দোকান দেখিয়া দেবতাদের মুখে লাল পড়িতে লাগিল। পিতামহ ব্রহ্মা সকলের অগ্রে "ক্ষুধা পেয়েছে" বলিয়া ধুয়া ধরিলেন। দেবগণ গাড়োয়ানদিগকে

* এই স্থান দিয়া আউদ এণ্ড রোহিলখণ্ড রেলওয়ে গিয়াছে।

বিদায় দিয়া একটি দোকানে গিয়া বসিলেন। পশ্চিমে স্বভাবতঃ অত্যন্ত শীত; সে দিন আরো শীত বোধ হওয়ায় তাঁহারা আর স্নান করিলেন না, কাপড় ছাড়িয়া সন্ধ্যা আহ্নিক সারিলেন এবং জলযোগে বসিয়া গেলেন। যথা সময়ে আহারাদি সমাপ্ত হইলে সকলে যাইয়া কেশববাগের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন।

নারা। বরুণ! একটা গ্রামকে গ্রাম এই যে অট্টালিকাশ্রেণী দেখা যাচ্চে, ইহা কি?

বরুণ। ইহার নাম কেশববাগ। ইহার মধ্যে নবাব ওয়াজ্জাদ আলি শার বাহান্নোটি অন্দর মহল আছে, ইহাতে তাঁহার বেগমেরা বাস করিত।

ইন্দ্র। এত বেগম!

বরুণ। "নবাব কলিযুগের মুসলমান কৃষ্ণ ছিলেন। তিনি আমাদের দেশী কৃষ্ণের উপাখ্যান শুনিয়া ঠিক সেই মত কাজ করিতেন। কেশববাগের মধ্যে কুঞ্জবন, নিকুঞ্জবন, বস্ত্রহরণ-বৃক্ষ ইত্যাদি সকলই আছে।" এই বলিয়া সকলে পশ্চিম দিকের গেট দিয়া প্রবেশ করিলেন।

ব্রহ্মা। যে নবাব এরূপ ইন্দ্রিয়পরায়ণ, তাঁহার রাজকার্য্য চলতো কিরূপে?

বরুণ। পাঁচ জনে গোলে হরিবোল দিয়ে ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ করিত। নবাবের শ্বশুর ইহাদের মধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল। ঐ দুরাত্মা নিজে সিংহাসনে বসিবার অভিপ্রায়ে নবাবের চরিত্র সম্বন্ধে গবর্ণরকে পত্র লেখে। তখন লর্ড ডেলহাউসি গবর্ণর ছিলেন। তিনি পত্রপাঠ লক্ষ্ণৌ আসিয়া কৌশলে নবাবকে কলিকাতায় ধরিয়া লইয়া যান এবং রাজকার্য্য নিজ হস্তে লন। নবাব "মুচীখোলার নবাব" নামে প্রসিদ্ধ হইয়া অদ্যাপি কলিকাতায় বাস করিতেছেন। * রাজ্যধন সর্ব্বস্ব খুইয়ে আজ কাল তাঁর চিড়িয়াখানার বড় সক হইয়াছে, রাত দিন পশু পক্ষী নিয়েই আছেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বাৎসরিক কয়েক লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া থাকেন। তাঁহার খামখেয়ালী ও নির্ব্বুদ্ধিতার অনেক কথা প্রচলিত আছে। একবার এক জন ভৃত্য তাঁহার বৈঠকখানায় কাচের ঝাড়গুলি পরিষ্কার করিতেছিল, তাহার হাত লাগিয়া ঝাড়ের একটি কলম খসিয়া মেজের উপর পড়ে, তাহাতে টুন্ করিয়া একটি মৃদু ধ্বনি হয়। নবাব সেই শব্দ শুনিয়া

* ইংরাজি ১৮৮৭ সালে হতভাগ্য নবাবের মৃত্যু হইয়াছে।

বলিলেন, "বেশ মিষ্ট আওয়াজ ত!" এই বলিয়া তিনি সেই বহুমূল্য সমস্ত ঝাড়গুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন, ও সেই ঝাড় ভাঙ্গার শব্দ শুনিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় শৃগালের ডাক শুনিয়া কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শৃগালেরা কাঁদে কেন?" ধূর্ত্ত কর্ম্মচারী বলিল, "শীতকালে গায়ের কাপড় অভাবে শীতে কষ্ট বোধ হওয়াতে উহারা কাঁদিতেছে।" তৎক্ষণাৎ নবাব তাহাদের প্রত্যেককে একখানা করিয়া শাল দিবার জন্য হুকুম দিলেন। কর্ম্মচারীরা শালের মূল্য পরস্পরে ভাগ করিয়া লইল। পরদিন সন্ধ্যার সময় শৃগালগণ যথারীতি চীৎকার করিলে নবাব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "শৃগালেরা আবার কাঁদে কেন?" কর্ম্মচারী উত্তর করিল "উহারা শাল পাইয়া মহানন্দে নবাবের স্তুতিবাদ করিতেছে।"

ইন্দ্র। এক্ষণে কেশববাগে আছে কে?

বরুণ। নবাবের দুই এক জন জ্ঞাতি কুটুম্ব বাস করিতেছেন।

নারা। মধ্যস্থলে ঐ ক্ষুদ্র বাঁধা পুষ্করিনীটি কি,—যাহার উপর একটি সেতু দেখা যাইতেছে?

বরুণ। দোলের সময়ে নবাব ঐ সরোবর ভাল গোলাপজল দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া তাহাতে বস্তা বস্তা আবীর ঢালিতেন এবং পিচকারী করিয়া লইয়া বেগম-দিগের গাত্রে দিতেন। বেগমেরাও পরস্পর পরস্পরের গাত্রে এবং নবাবের গাত্রে পিচকারি দিয়া লালে লাল করিত। এই আমোদের সময়ে নবাব কখন বা নিজে ছুটে গিয়ে সেতুর উপর হ'তে ডিগবাজী খেয়ে জলে পড়িতেন এবং আবার ছুটে এসে ছোট ছোট বেগমগুলোকে পাঁজা ক'রে নিয়ে জলে ফেলে দিয়ে করতালি দিতেন।

নারা। নবাব লোকটা ত খুব রসিক ছিল!

ইন্দ্র। আচ্ছা এগুলো কি,—এই থামের উপর খিলান করা?

বরুণ। "ইহার কোনটির মধ্যে নবাব কখন ফকির সেজে পীরের গান করিতেন। কোনটিতে কখন বৈরাগী সেজে খঞ্জনী হাতে ক'রে এসে নেচে নেচে বাউলের গান বেগমদিগকে শুনাইতেন। বেগমেরা তাহাকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক হেসে হেসে মরতো। এই কেশববাগের মধ্যে জয়পুরের শ্বেত পাথরে নির্ম্মিত তিনটি

গৃহ আছে। মাটির তলায় এখানে অনেকগুলি ঘর দেখিতে পাওয়া যায়, উহাতে নবাব গ্রীষ্মকালে বাস করিতেন। এই কেশববাগের চারিটি গেট।” এই বলিয়া সকলে উত্তর দিকের গেট দিয়া বাহির হইলেন।

ব্রহ্মা। বরুণ! বরুণ! ঐ অত্যুচ্চ রথের ন্যায় ওটা কি,—যার মস্তকে একটা মস্ত ছাতা?

বরুণ। মস্‌জিদের মস্তকে ছাতা থাকায় উহার নাম ছত্র-মস্‌জিদ হইয়াছে। ঐ প্রকাণ্ড ছাতাটি এক সময় সুবর্ণের ছিল! তখন উহার ঝালর মণি মুক্তার দ্বারা শোভিত হইত। এক্ষণে যে ছাতা দেখিতেছেন, উহা গিল্‌টির। ঐ মস্‌জিদ সর্ব্বসমেত পাঁচতালা, তন্মধ্যে একতালা মাটির মধ্যে আছে।

ইন্দ্র। ছত্র-মসজিদের দক্ষিণ দিকে ও একতালা বাড়ীটি কি?

বরুণ। উহার নাম মতিমহল। উপকথায় যে শুনা ছিল “সোণার গাছে হীরের ফল” তাহা নবাব নির্ম্মাণ করিয়া ঐ বাড়ীতে রাখিয়াছিলেন। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টবে ঐ সমস্ত বৃক্ষগুলি থাকিত। কোনটির রূপার ডাল, সোণার পাতা, হীরের ফল। কোনটির বা সোণার ডাল, রূপার পাতা, মুক্তার ফল ইত্যাদি। অসংখ্য মালী বেতন করা ছিল, তাহারা বৃক্ষগুলিকে তাজা রাখিবার জন্য সকাল বিকাল নিয়মিতরূপে প্রত্যেক বৃক্ষে গোলাপজল সেচন করিত এবং শাখা প্রশাখায় ফলে-ফলে ভাল আতর মাখাইত।

এখান হইতে দেবতারা বেলিগার্ড নামক স্থানে যাইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া নারায়ণ কহিলেন, “বরুণ! এ স্থানের নাম কি? আর প্রাচীরে এ সমস্ত দাগ কিসের?”

বরুণ। “এ স্থানের নাম বেলিগার্ড। এখানে সেপাই মিউটিনির সময় ইংরাজদিগের সহিত সেপাইদিগের একটি যুদ্ধ হইয়াছিল। প্রাচীর ইত্যাদিতে যে দাগ দেখিতেছ, উহা সেই যুদ্ধের গোলার দাগ। আর ঐ যে কতকগুলি কবর দেখিতেছ, উহাতে হেন্‌রি লরেন্স্‌ প্রভৃতি বিখ্যাত রাজপুরুষগণ (যাঁহারা ঐ সময়ে হত হন) চিরনিদ্রায় অভিভূত আছেন। লক্ষ্ণৌ নগরে আলমবাগ ও সেকেন্দ্রাবাগ নামক আর দুটি যুদ্ধ ক্ষেত্র আছে।” এই বলিয়া, সকলে পোল পার হইয়া বাদসাবাগে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

বরুণ। উহা নবাবের স্নানাগার। ঐ স্নানাগারে ফোয়ারার দ্বারা নদী

হইতে জল আসিত। ওদিকে দেখুন রোসেন-উদ্দৌলার কুঠি ছিল। উহা নগরের মধ্যে একটি উৎকৃষ্ট বাড়ী। এক্ষণে ঐ স্থানে গবর্ণমেণ্টের কয়েকটি আফিস হইয়াছে। নদীর তীরে যে ঐ একটি মসজিদ দেঁখা যাইতেছে, উহাও নবাবের কৃত। সম্প্রতি উহা সাহেবদিগের সভাগৃহ ইত্যাদিতে পরিণত হইয়াছে।

ব্রহ্মা। আচ্ছা—ওদিকের ও বাগানটি কাহার? এমন বৃহৎ বাগান তো কখন চোখে দেখি নাই! ভিতরে যেতে দেবে কি?

"চলুন যাই" বলিয়া বরুণ সকলকে লইয়া উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কহিলেন "এ উদ্যানটিও নবাবের। নবাব স্বভাবতঃ বড় সৌখীন লোক ছিলেন। এজন্য যেখানে যত উৎকৃষ্ট ফল ফুলের গাছ দেখিতেন, এখানে এনে রোপণ করিতেন। এই বাগানে এমন উৎকৃষ্ট আম্রবৃক্ষ আছে—যাহা স্বর্গেও নাই। বাগানটি এক্ষণে কপূর্রতলার মহারাজার অধিকারে আছে।"

এখান হইতে দেবগণ গাজিউদ্দিন হাইদারের কবর দেখিতে যান। ঐ স্থানে অনেকগুলি নবাব ও বেগমের প্রতিমূর্ত্তি এবং অপরাপর অনেক দেখিবার যোগ্য আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দ্রব্য আছে। বাসায় আসিয়া সকলে গল্প করিতেছেন, এমন সময়ে দেখেন, রাস্তা দিয়া অসংখ্য লোক যাইতেছে। কারণ অনুসন্ধানে জানিলেন, একজন ধনী মাড়োয়ারীর পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে তথায় ভাল বাই, সুরদাস অন্ধের সেতার বাদ্য, এবং কালকা ও কেদারের নৃত্য গীত হইবে। তখন নারায়ণ কহিলেন "বরুণ! চল ভাই—বাইনাচ দেখে আসি। লক্ষ্ণৌএর বাই বড় বিখ্যাত। অতএব লক্ষ্ণৌ এসে বাইনাচ না দেখলে দেখলাম কি।"

তাঁহার কথায় সকলে সম্মত হইলেন এবং গাত্রোত্থান করিয়া নৃত্যগীত দেখিতে চলিলেন। যাইয়া দেখেন মেনকা, উর্ব্বশী ও তিলোত্তমা সদৃশ এক যুবতী দাঁড়াইয়া কোকিলকণ্ঠে গান করিতেছেন। স্বরে ও রূপে দেবগণের মাথা ঘুরিয়া গেল। তাঁহারা অবাক হইয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "অমরাবতীতে মেনকা প্রভৃতিকে অদ্বিতীয়া সুন্দরী ভেবে আমরা গর্ব্ব করিতাম; কিন্তু মর্ত্ত্যেও দেখিতেছি তাহাদের ন্যায় সুন্দরী আছে।"

ক্রমে বাইনাচ থামিল। তখন সুরদাস সেতারায় ঝঙ্কার দিয়া বাদ্য আরম্ভ করিল। সে ব্যক্তি ঐ এক যন্ত্রের সাহায্যে বেহালা প্রভৃতির বোল বাহির করিলে

দর্শকগণ ও দেবগণও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাহার পর কালকা ও কেদার নৃত্য গীত আরম্ভ করিল। ইহারাও বিখ্যাত নাচিয়ে গাইয়ে। ক্রমে সঙ্গীতসভা ভঙ্গ হইলে দেবতারা বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন, আসিতে আসিতে দেবরাজ কহিলেন "আমার একান্ত সাধ, ঐ কয় ব্যক্তিকে স্বর্গে লইয়া যাই। কারণ, আমরা যেখানে সেখানে যাইয়া সঙ্গীতাদি শুনিতে পারি, পরাধীন দেবীরা ত আর তা পারেন না। যে দিন সঙ্গীত হইবে, আমি পাল্কী পাঠাইয়া বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি হইতে দেবীগণকে আনাইব। বরুণ, বল দেখি—এদের লইয়া যাইতে কি খরচা পড়ে ?"

ব্রহ্মা। ওসব কাজে আমি বড় চটা। সামান্য আমোদে অর্থব্যয় কেন বল দেখি ? বরং ঐ টাকাতে দশজন গরীবকে প্রতিপালন কর, দেশের যাতে উন্নতি হয় তাহার চেষ্টা দেখ। যে দেশে যাত্রা, থিয়েটার, বাইনাচের বেশী প্রাদুর্ভাব, সে দেশ ত উৎসন্ন যেতে বসেছে। দেখ, মর্ত্ত্যলোকে রাজা, প্রজা, গাইয়ে, বাজিয়ে কেহই চিরদিন থাকিবে না, সময়ে সকলকেই মরিতে হইবে। ইহারা স্বর্গে যাইলে ত সুলভ মূল্যে ও অল্পব্যয়ে নৃত্য গীত শুনিতে পাইবে।

ইন্দ্র। সত্য ; কিন্তু ইহারা পাপ পুণ্যের ফলাফল জন্য স্বর্গে যাইবে কি নরকে যাইবে, তাহার নিশ্চয় কি ?

পরদিন প্রাতে দেবগণ বারাণসীবাগ দেখিতে চলিলেন। ঐ স্থানে একটি উৎকৃষ্ট শ্বেত পাথরের রাস্তা আছে। রাস্তার উপর জুতা পায়ে দিয়া যাইতে মানা হয়। দেবতারা বিস্মিত হইয়া যাইতে যাইতে একটি উৎকৃষ্ট বাড়ী দেখিয়া অধিকতর বিস্মিত হইলেন। তখন বরুণ কহিলেন, "পিতামহ ! এই বাড়ীটি নির্ম্মাণ করিতে ত্রিশ ক্রোর টাকা ব্যয় হইয়াছিল।" ক্রমে সকলে ভিতরে প্রবেশ করিয়া নানাপ্রকার প্রতিমূর্ত্তি ও বৃক্ষ লতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং প্রত্যেকে নানাপ্রকার পুষ্পের বীজ অপহরণ করিতে লাগিলেন।*

বারাণসীবাগ হইতে সকলে এক দিকে যাইতেছেন, এমন সময়ে নারায়ণ একস্থানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "বরুণ ! সম্মুখে ঐ প্রকাণ্ড বাড়ীটী কি ?"

বরুণ। উহা লা মার্টিন কলেজ। ঐ কলেজে ইংরাজ-বালকেরা বিদ্যা শিক্ষা

* চুরি করা মহাপাপ ; কিন্তু ঋষিগণ কহেন, "দেবতার পূজার্থে পুষ্প অপহরণে পাপ নাই।" যদি বলেন "দেবগণের আবার দেবপূজা কি ?" তা নয়, তাঁহারাও পরস্পর পরস্পরের পূজা করিয়া থাকেন।

করে। বাড়ীটি সাত তালা। প্রত্যেক তালায় ছাদ খিলানের উপর। এই বাড়ীতে নবাবের মাদ্রাসা ছিল।

নারা। ভারতবাসীদিগের ছেলেরা লেখাপড়া শিখে না?

বরুণ। তাহাদের জন্য এখানে একটি কলেজ আছে। তাহাকে লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজ বলে। সে বাড়ীও বেশ। এই কলেজ প্রধানতঃ রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের যত্নেই স্থাপিত হয়! বাটীর সম্মুখে দুটি বড় চমৎকার কবর আছে।

ব্রহ্মা। রাজা দক্ষিণারঞ্জন কে?

বরুণ। ইনি একজন বাঙ্গালী কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান। ইহার পিতা কলিকাতায় এক ধনী পিরালীর গৃহে বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়েই বাস করিতেন। দক্ষিণারঞ্জন অতি সুপুরুষ, এবং তাঁহার বুদ্ধিও অতি প্রখর। তিনি কলিকাতার হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া শীঘ্রই একজন বুদ্ধিমান্ ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হন। সে সময়ে হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর নামক একজন ফিরিঙ্গী যুবক অধ্যাপক ছিলেন। সেরূপ অসাধারণ মনস্বী সংসারে অতি বিরল। দক্ষিণারঞ্জন ডিরোজিওর প্রিয়তম ছাত্র ছিলেন। কিন্তু যৌবনের সঙ্গে তাঁহার চরিত্র উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িল, তিনি ঘোর সুরাপায়ী হইয়া উঠিলেন। শেষে তাঁহার চরিত্র এতদূর কলুষিত হইল যে, তাঁহার আত্মীয়েরা ঔষধ খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিয়া তাঁহাকে কাশীতে পাঠাইলেন। কাশী হইতে ফিরিয়া ফিরিয়া গিয়া তিনি আবার মদ্যপানাদি আরম্ভ করিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে বর্দ্ধমানের বিধবা রাণী বসন্তকুমারীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তিনি বসন্তকুমারীর দেওয়ান হইলেন। পরিচয় ক্রমে অবৈধ প্রণয়ে পরিণত হইল। এক দিন সুযোগ পাইয়া দক্ষিণারঞ্জন রাণীকে লইয়া কলিকাতাভিমুখে পলায়ন করিলেন। রাজভবনে এ সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র পলাতকগণকে ধরিবার জন্য অশ্বারোহী সৈনিক সকল প্রেরিত হইল। তাহারা উভয়কে ধরিল ও দক্ষিণারঞ্জনকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল। এমন সময়ে কয়েক জন ইংরাজ সেখানে আসিয়া পড়ায় তাঁহার প্রাণরক্ষা হইল। রাণী বসন্তকুমারী পুনরায় বর্দ্ধমানে আনীতা হইলেন। কিন্তু ইহার অল্প দিন পরেই তিনি আবার স্বীয় প্রণয়ীর সহিত মিলিত হইলেন। প্রাণের ও লোকলজ্জার ভয়ে দক্ষিণারঞ্জন রাণীকে লইয়া লক্ষ্ণৌ নগরে আসিয়া বাস করিলেন। অসাধারণ বুদ্ধি প্রভাবে তিনি শীঘ্রই লক্ষ্ণৌ নগরে প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। এমন কি, লক্ষ্ণৌএর তালুক-

দারেরা তাঁহারই পরামর্শ-অনুসারে চলিয়া থাকেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় দক্ষিণারঞ্জন ইংরাজদিগের অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। এইজন্য বড় লাট লর্ড ক্যানিং তাঁহাকে একটি জাইগীর ও রাজা উপাধি প্রদান করেন। রাজা দক্ষিণারঞ্জনের দ্বারা অনেক হিতকর কার্য্য সাধিত হইয়াছে। *

এমন সময়ে পশ্চাদ্দিকে গাড়ীর শব্দ শুনিয়া দেবগণ রাস্তার এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন। একখানি যুড়ী তাঁহাদের নিকট দিয়া চলিয়া গেল। গাড়ীতে দুই-জন ম ত্র লোক পাশাপাশি বসিয়াছিলেন। বরুণ কহিলেন, "পিতামহ, আমি যে রাজা দক্ষিণারঞ্জনের কথা বলিতেছিলাম, গাড়ীতে ঐ যে উষ্ণীষধারী ব্যক্তিকে দেখিলেন, উনিই তিনি।"

ইন্দ্র। ঠিক্! রাণী ভুলাইবারই রূপ বটে!

বরুণ। আর উহারই দক্ষিণভাগে উপবিষ্ট যে ব্যক্তিকে দেখিলেন, উহার নাম রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী। উনি ক্যানিং কলেজের একজন অধ্যাপক। ইংরাজী, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় ও ইতিহাস, গণিত প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে উহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য আছে। কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ-বৈদ্যেতর জাতির ছাত্রেরা প্রবেশাধিকার পাইলে, উনিই উক্ত কলেজের প্রথম কায়স্থ ছাত্র। স্বীয় প্রতিভা-বলে উনি কলেজের ছাত্রগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। উহার গুণে মুগ্ধ হইয়া রাজা দক্ষিণারঞ্জন উহাকে লক্ষ্ণৌএ আনিয়া বাস করান। এখানে উহারও যথেষ্ট সম্মান আছে।†

ক্রমে দেবগণ চকে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। চক দেখিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার মুখ হইতে "এটা কি, ওটা কি" বোল বন্ধ হয়ে গেল। নারায়ণ এবং ইন্দ্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে বিস্মিত হইয়া কেবল একদৃষ্টে চাহিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা। বরুণ! পথে তামাক খাইবার জন্য গোটাকত মাটির নল লাগান

* ১৮৮৭ সালে ইহার মৃত্যু হইয়াছে।

† ইনি পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর আইনের অধ্যাপক হইয়া কলিকাতায় আসেন, আর লক্ষ্ণৌএ ফিরিয়া যান নাই। রায় বাহাদুর কৃষ্ণদাস পালের মৃত্যুর পর ইনি হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজের সম্পাদক ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি হন। ইঁহার গুণের পুরস্কারস্বরূপ গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হইয়াছে।

গুড়গুড়ি (মাদারিয়া) কিন্‌লে হয় না ? কারণ কলিছঁকাটা যদি হারায়, বড় কষ্টবোধ হইবে। এ দুই চারিটা যাইলে দুঃখ নাই।

বরুণ এ কথায় সম্মত হইলেন এবং একটি পয়সা গুড়গুড়ি মায় কলকে এবং জলখাবারের জন্য চারি কড়া কড়িও প্রাপ্ত হইলেন। এই সময়ে একজন পান-বিক্রেতা দেবগণকে কহিল "বাবু! পান খাবেন না ? বড় চমৎকার খিলি, এক টাকার লউন। লক্ষ্ণৌ এসে পানের খিলি না খেলে খেলেন কি ?"

ব্রহ্মা। এক টাকার খিলি কি কর্‌বো ? আমাদের কি ছেলে-মেয়ের বে যে এত খিলির দরকার ?

দোকা। এত কই বাবু! বেশী তো নয়, টাকায় দুটো।

ব্রহ্মা। উঃ বাবা! টাকায় দুটো ?

এমন সময়ে কতকগুলি বেশ্যা আসিয়া দেবগণের হাত ধরিল এবং গান শুনিবার জন্য টানাটানি আরম্ভ করিল। দেবতারা "আ মর্! হাত ছাড়্!" "আ মর্! হাত ছাড়্!" বলিয়া সরিয়া যাইতে লাগিলেন। এই সময়ে গুলির আড্ডার কর্ত্তারা হেঁড়ে-গলায় "বাবু চণ্ডু, চরস, গাঁজা, গুলি যা ইচ্ছা এক এক টান টেনে গান শুন্‌তে যাবেন" বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল।

দেবগণ বেগতিক দেখিয়া দ্রুতপদে চক হইতে পলাইয়া ভৈরবনাথের মন্দিরের নিকটে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! মন্দিরের নিকট একটি ক্ষুদ্রাবয়ব শ্বেত অশ্বত্থগাছ দেখুন। ইহা যে কতকালের, তাহা স্থির হয় না।"

ব্রহ্মা। ভাই, যেখানে বেশ্যাতে এলে হাত ধরে, সে স্থানে ক্ষণকাল থাকা মহাপাপ। আর আমাদের এখানে থাকিবার আবশ্যক করে না, চল অদ্যই বারাণসী যাত্রা করি।

বরুণ। ঠাকুরদা! আপনি একবার হাত ধরাতে এত দুঃখ কর্‌চেন, আজ এ ঘটনা বাঙ্গালী নব্য বাবুদিগের মধ্যে হইলে কত আমোদই হইত।

ক্রমে সকলে ষ্টেশনে যাইয়া বারাণসীর টিকিট লইয়া ট্রেণের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! এই নগরে সাতাইশরকম আশ্চর্য্য জিনিস দেখিবার আছে। এখানকার পানীফল ও তরমুজ বড় বিখ্যাত। চকের সন্নিকটে অনেক ধনী সদাগর বাস করেন। লক্ষ্ণৌএর লোকেরা বড় খর্‌চে। আগা মীরের দেউড়ি বড় উৎকৃষ্ট, এমন বাড়ী লক্ষ্ণৌএ দ্বিতীয় নাই। লক্ষ্ণৌ-ঠুংরি নামক

যে গান আছে, তাহার প্রথমে এই স্থানে সৃষ্টি হয়। আহা! ঠাকুরদা। নৈমিষারণ্য দেখে এলে হতো।"

ব্রহ্মা। কোথায় সে স্থান?

বরুণ। এই লক্ষ্ণৌএর পর গোটাকতক ষ্টেশন উজান যাইয়া শাণ্ডিলা নামক স্থানে নামিতে হয়, তথা হইতে নৈমিষারণ্য অন্যূন ১৫ ক্রোশ পথ হইবে। ষ্টেশনে ডুলীর অভাব নাই।

ব্রহ্মা। না ভাই, আর কাজ নাই, তবে কলিকাতায় যাইবার পথে হইলে যাহা হয় করা যাইত। বাড়ী ছেড়ে যেমন কখন প্রবাসে আসি নাই, তেমনি প্রাণটা যেন হাপো হাপো করিতেছে, এখন ভালয় ভালয় কলিকাতা দেখে শীঘ্র শীঘ্র ফিরিতে পারলে বাঁচি!

ইন্দ্র। নৈমিষারণ্যে আছে কি?

বরুণ। তথায় দধীচি মুনির আশ্রম আছে। বৃত্রসংহারসময়ে তুমি দেবগণ-সহ তাঁহার নিকটে যাইয়া বজ্র-নির্ম্মাণ জন্য অস্থি প্রার্থনা করিলে মুনিবর বলেন, "দেবরাজ! আমি নিজ অস্থি তোমাকে প্রদান করিব প্রতিজ্ঞা করিতেছি; কিন্তু কিছুদিনের জন্য অবসর প্রদান কর, আমি একবার তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আসি। কারণ অদ্যাপি আমার তীর্থ পর্য্যটন কার্য্য শেষ হয় নাই।" কিন্তু তুমি তাঁহার জন্য এত অস্থির ব্যগ্র হইয়াছিলে যে, মুনিকে বলিলে "হে তপোধন! আর আপনার তীর্থ পর্য্যটনের আবশ্যক করে না; আমি পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থকে এই স্থানে আনাইয়া দেখাইতেছি। সেই জন্য এক সময়ে যাবতীয় তীর্থ নৈমিষারণ্যে দেখা দিয়াছিল। তদ্ভিন্ন সেখানে একটি কুণ্ডও আছে। উহাকে পূর্ব্বে ব্রহ্মকুণ্ড কহিত। শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধজনিত ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হইলে তাঁহার হস্তের দাগ কিছুতেই উঠে নাই, ঐ কুণ্ডে প্রক্ষালন করায় উঠিয়া যাওয়াতে তিনি কুণ্ডের নাম পাপ-হরণ-কুণ্ড দিয়া, এই বর দেন—অতঃপর যে কোন পাপী এই কুণ্ডে স্নান করিবে, তাহার সর্ব্বপাপ মোচন হইবে। ঐ নৈমিষারণ্যে গরুড় গজ-কচ্ছপকে লইয়া গিয়া ভক্ষণ করিয়াছিল। তদ্ভিন্ন ঐ স্থানে ললিতাদেবীর প্রতি-মূর্ত্তি আছে। অনেকে বলে—উহা বায়ান্ন পীঠস্থানের মধ্যে একটি পীঠস্থান।

ক্রমে ট্রেন আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবগণ যাইয়া উঠিয়া বসিলেন। ট্রেন হুপাহুপ শব্দে অযোধ্যায় আসিয়া যাত্রীর জন্য থামিয়া রহিল।

ব্রহ্মা। বরুণ! এ কোন্ ষ্টেশন?

বরুণ। এ স্থানের নাম অযোধ্যা। ভগীরথ এবং শ্রীরামচন্দ্র এই স্থানে রাজ্য করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মা। এখানে নামিলে হইত না?

বরুণ। আজ্ঞে, এখানে দেখিবার মত কিছুই নাই। কেবল দশরথের বাটীতে একটি বেদী আছে। লোকে বলে—ঐ বেদীর উপর রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি যাত্রীরা যাইয়া বেদী প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। বেদীর নিকটে এক যোড়া জাঁতা ও একটি উনান আছে। অনেকে বলে—রামচন্দ্র সীতাকে বিবাহ করিয়া আনিলে যে বৌভাতের যজ্ঞ হয়, তাহাতে ঐ উনানে রান্না এবং ঐ জাঁতায় ডাইল ভাঙ্গা হইয়াছিল। এখানে রামের অপেক্ষা হনুমানের বেশী সমাদর। একটি উৎকৃষ্ট মন্দিরে হনুমান্‌জী আছেন। মন্দিরের মধ্যে একটি ভাল চাঁদোয়া ও উৎকৃষ্ট ছাতা আছে। পশ্চাদ্ভাগের একটি গৃহে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন এবং সীতার প্রতিমূর্ত্তি আছে। কিন্তু যাত্রীদিগের নিকট তাঁহাদের তাদৃশ সমাদর নাই। বশিষ্ঠাশ্রমে ভগবতীর প্রতিমূর্ত্তি আছে এবং একটি কূপও দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ কূপের নিকট শ্রীরামচন্দ্র বাল্যকালে ভ্রাতৃগণসহ ক্রীড়া করিতেন এবং কখন কখন জলে লাফাইয়া পড়িতেন। সরযূ নদীতে রাম-ঘাট ও স্বর্গঘাট নামে দুটি উৎকৃষ্ট ঘাট আছে। রামঘাটের সদৃশ ঘাট আর পৃথিবীতে আছে কি না সন্দেহ। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে যখন রামায়ত বৈষ্ণবগণ এই ঘাটে বসিয়া মধুর রাম-নাম উচ্চারণপূর্ব্বক স্তোত্র পাঠ করে, শুনিলে মনে এক আশ্চর্য্য ভাবের উদয় হয়। এখানকার মোহান্ত প্রকৃত সাধু এবং সিদ্ধ-পুরুষ। যত অতিথি উপস্থিত হউক, তিনি কাহাকেও বিমুখ করেন না। নগর-বাসীরা প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় গৃহে ধূপ-দীপ জ্বালিয়া যখন রাম রাম শব্দের সহিত শঙ্খঘণ্টার শব্দ করে, তখন মন বড় প্রফুল্ল হয় এবং পূর্ব্ব অযোধ্যার সেই সমস্ত ভাব যেন চক্ষের উপর আসিয়া নৃত্য করিতে থাকে। এখানকার রাস্তাঘাট বড় উত্তম। নগরবাসীদিগের মধ্যে রামায়ত বৈষ্ণবের সংখ্যাই বেশী! *

পুনরায় ট্রেণ ছাড়িল এবং সিকরোল ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। †

---

* অযোধ্যায় এক শিব এবং কালীমূর্ত্তি আছে। অনেকে বলে রাজা দশরথ উহা প্রতিষ্ঠা করেন। † আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বারানসীতে ষ্টেশন হয় নাই।

ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া দেবগণ যে দিকে চাহেন, দেখেন একটি মেম ও একটি সাহেব জোড়ে পরিভ্রমণ করিতেছে। মেম নাকি-স্বরে মিহি-গলায় সাহেবকে মনের কথা ব্যক্ত করিতেছেন, সাহেব চুরুট টানিতে টানিতে ভারি গলায় মেমের কথার উত্তর দিতেছেন। তাঁহাদের গায়ের বোট্‌কা গন্ধের সহিত চুরুটের গন্ধ মিশ্রিত হইয়া এক অভিনব নূতন গন্ধ বাহির হইতেছে। কোন স্থানে কতিপয় ইংরাজ বালক ও বালিকা ছুটিতেছে, বসিতেছে, কেহ বা মস্তকের টুপী দূরে নিক্ষেপ করিয়া "হো" "হো" শব্দে হাসিতে হাসিতে দৌড়িয়া গিয়া কুড়াইয়া আনিতেছে।

ইন্দ্র কহিলেন, "আহা! যেন মল্লিকাফুলের বাগান। এ স্থানের নাম কি বরুণ?"

বরুণ এ স্থানের নাম সিকরোল। এখানে ইংরাজেরা বাস করে।

এই সময়ে দেবগণকে দেখিতে পাইয়া কয়েকখানি গাড়ি ও কতিপয় গঙ্গাপুত্র ও যাত্রাওয়ালা ছুটিয়া আসিল। পিতামহ তাহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে গঙ্গাপুত্র কহিল, "আমি গঙ্গাপুত্র, আমার কাজ গঙ্গাস্নান সময়ে মন্ত্র পড়ান, আমি মন্ত্র না পড়াইলে লোকের স্নান সিদ্ধ হয় না।" যাত্রাওয়ালা কহিল, "আমার কাজ যাত্রীদিগকে দেবালয় সকল দর্শন করাইয়া আনা।"

শুনিয়া নারায়ণ ইন্দ্রের কাণে কাণে বলিলেন, "দাদা মহাশয় এখানে অনেক-গুলি "ভুঁইফোড়" দৌহিত্রের মুখ দেখে "দৌহিত্রজ লোকে" যাবার পথ পরিষ্কার করিলেন।

অতঃপর দেবগণ একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া উভয় দিকের দরজা খুলিয়া দেখিতে দেখিতে চলিলেন। নারায়ণ এই সময় দূরে একটি বহুচূড়াবিশিষ্ট বাড়ী দেখিয়া বরুণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বরুণ! ওটা কি?"

বরুণ। উহা সিকরোল কলেজ। কলেজের বাড়ীটি বড় চমৎকার! কলেজের নিকটস্থ প্রাঙ্গণে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে এবং দর্শকদিগের কৌতুহল বৃদ্ধির জন্য জলে তুটি কুম্ভীর পোষা হইয়াছে। কলেজের মধ্যে একটি উৎকৃষ্ট পুস্তকালয় আছে। পুস্তকালয়ে ইংরাজী অপেক্ষা সংস্কৃত পুস্তকের ভাগ বেশী। এই স্থানে কর্ণেল উইলফোর্ডের কবর আছে। ইনি একজন বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন।

ক্রমে দেবগণের গাড়ী সদর রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া গলি ঘুঁজির মধ্য দিয়া মণিকর্ণিকার ঘাটে যাইয়া উপস্থিত হইল। নারায়ণ বৃদ্ধ পিতামহের হাত ধরিয়া জলের নিকট লইয়া যাইলেন। তিনি উপস্থিত হইয়া কয়েক বিন্দু জল লইয়া মস্তকে স্পর্শ করিলেন এবং "আঃ! চরিতার্থ হইলাম" বলিয়া, "সুরধুনি, এস মা! কমণ্ডলুতে এস মা!" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার ঘন ঘন মোহ উপস্থিত হইতে লাগিল।

বরুণ। আপনি করেন কি? মর্ত্ত্যে এসে কি পাগল হইলেন?

ব্রহ্মা। বরুণ, দাদা—সত্য বল, মাকে এত ডাকছি দেখা দিচ্চেন না কেন? তাঁর ত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই?

বরুণ। গঙ্গার আবার অমঙ্গল কি, তাঁর কি কিছু অমঙ্গল আছে?

ব্রহ্মা। জানি কি ভাই, মর্ত্ত্যে এসে স্থানে স্থানে যে জলের কল, স্থলের কল দেখতে পাচ্চি, মাকে আমার পাছে কোন কলঘরেতে জুড়ে থাকে। ভগীরথের অন্যায় দেখ, গঙ্গাকে আমার পৃথিবীতে এনে দেশময় ছড়িয়ে রেখেচে, এ স্থানে রাখলেও খুজে পেতাম।

বরুণ। আপনার কোন ভয় নাই—যেখানে পারি গঙ্গার সহিত সাক্ষাৎ করিয়ে দিব।

ব্রহ্মাকে ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাইতে দেখিয়া বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা নিকটে ছুটিয়া আসিল। একজন কহিল "মিন্সে পাগল।" অপরা কহিল "ওলো তা নয়, বয়েস হওয়ায় মিন্সের ভীমরতি হয়েচে"। আর একজন কহিল "মিন্সে নিঃসন্দেহ বাঙ্গাল। বাঙ্গাল না হ'লে কি গঙ্গা বলে হাপুশ নয়নে কেঁদে মরে!"

দেবগণ ইহার পর জলে নামিলেন। তাঁহারা এক গলা জলে দাঁড়াইয়া আছেন, গঙ্গাপুত্র আর মন্ত্র পড়ায় না; কেবল দক্ষিণার জন্য দর কসাকসি করিতে লাগিল। শেষে নারায়ণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন "দেখ, একটি করে আদলা পাবে—ইচ্ছা হয় মন্ত্র পড়াও নচেৎ এই আমি ডুব দিয়া ফেল্লাম।" বলিয়া ভুশ করে ডুব দিলেন। গঙ্গাপুত্র দেখিল, একটা লোক হাতছাড়া হইল, অতএব বিলম্ব করা উচিত নহে, যা পাই তাই লাভ, ভাবিয়া মন্ত্র পড়াইতে লাগিল।

স্নান সমাপনান্তে ইন্দ্র বলিলেন "পিতামহ! এ স্থানের নাম মণিকর্ণিকা হইল কেন?"

ব্রহ্মা। এক সময় বিষ্ণু চক্র দ্বারা এক পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহা নিজে গাত্রের স্বেদে পরিপূর্ণ করেন এবং তীরে বসিয়া পাঁচ-সহস্র-বৎসর শিবের আরাধনা করিতে থাকেন। নারায়ণের ঘোরতর তপস্যা দেখিয়া মহাদেবের শিরঃকম্প হওয়ার তাঁহার কর্ণ হইতে কর্ণভূষণ খসিয়া পড়ে বলিয়া এই স্থানের নাম মণিকর্ণিকা হইয়াছে। চক্র দ্বারা এই সরোবর খনন করা হয় বলিয়া ইহাকে চক্রতীর্থও কহে। শিব নারায়ণকে বর দিতে চাহিলে তিনি এই বর প্রার্থনা করেন, যে ব্যক্তি এই স্থানে মরিবে, মৃত্যুর পর সে যেন বৈকুণ্ঠে যাইয়া বাস করে। এই ঘটনার পর গঙ্গা মর্ত্ত্যে আসিয়া মণিকর্ণিকার সহিত মিলিত হওয়ায় ইহা মহাতীর্থ হইয়াছে। এই স্থানেই রাজা হরিশ্চন্দ্র শব আগলাইতেন।

বরুণ। আজ্ঞে এই ঘাটই হচ্চে কাশীর মড়াঘাট। এখানে অদ্যাপিও প্রতিদিন কত শবদাহ হয়, তাহার সংখ্যা নাই। আপনি যে চক্রতীর্থের কথা কহিলেন, সে স্থান ওদিকে দেখুন লৌহ রেল দ্বারা পরিবেষ্টন করা রহিয়াছে।

স্নানান্তে দেবতারা উপরে উঠিতেছেন, এমন সময়ে ব্রহ্মা বাঁশের দ্বারা একটি মৃত ব্যক্তির মস্তক ফাটাইতে দেখিয়া নারায়ণকে কহিলেন "নারায়ণ! আমার মানুষের শেষ দশা দেখ! আহা! মনুষ্যগণ ঐ শরীর রক্ষার জন্য কত চেষ্টা পায়, সকল দ্রব্যই 'আমার আমার' বলিয়া কত যত্ন করে, একদিনও শেষের এই দশা মনে ভাবে না।"

উপরে উঠিয়া দেবরাজ কহিলেন "দেখুন পিতামহ। বেলা হইয়াছে, এই স্থানে কিছু জলযোগ না করিয়া নগরে প্রবেশ করা উচিত নহে।"

ব্রহ্মা। আমি ভাই অন্য কিছু আহার করিব না; কারণ তীর্থস্থানে আসিয়া প্রথম দিবস উপবাস করিয়া থাকা বিধি।

নারা। তবে আমরাও আজ কিছু আহার করিব না, উপবাস করিয়া রহিলাম।

ব্রহ্মা। না, না, তোমরা উপবাস করবে কেন? ছেলেমানুষ; তা হ'লে কষ্ট হবে। এক কাজ কর, কিঞ্চিৎ চিনি কিনে এক এক বাটি সরবৎ করে খাও; কারণ সমস্ত রাত্রি ট্রেনে এসে শরীরটে ক'সে রয়েছে।

ইন্দ্র। আজ্ঞে না, প্রথমে চেষ্টা করি, তার পর শেষে যা হয় হবে। এক্ষণে কাশী আসিয়া যাহা যাহা আবশ্যক, করিতে আজ্ঞা করুন।

ব্রহ্মা। কাশী আসিয়া অগ্রে কুমারী ভোজন করান কর্ত্তব্য। কিন্তু অপরিচিত স্থানে আমরা কুমারী অন্বেষণ করিয়া কোথায় পাইব?

যাত্রাওয়ালা নিকটে ছিল, কহিল "আপনারা আমার সঙ্গে আসুন আমি কুমারী সংগ্রহ করিয়া দিতেছি।" দেবগণ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। যাইতে যাইতে ইন্দ্র কহিলেন "পিতামহ! কাশী আসিয়া অগ্রে কুমারী ভোজন করান উচিত কেন?"

ব্রহ্মা। এক সময় দেবাদিদেব মহাদেব ৬০ হাজার বৎসর জন্য কুশদ্বীপাস্থিত মন্দর-পর্ব্বতে যাইয়া অবস্থিতি করেন। ঐ সময়ে কাশীতে রাজা না থাকায় অত্যন্ত অমঙ্গল ঘটিতে থাকে। তখন দিবোদাস সংসার পরিত্যাগ করিয়া কাশীবাসী হইয়াছিলেন। প্রজারা তাঁহাকে উপযুক্ত দেখিয়া রাজা করে। ওদিকে ৬০ হাজার বৎসর গত হইলে সদাশিব আনন্দকানন (কাশী) বিরহে অত্যন্ত কাতর হইলেন, কিন্তু রাজ্যের এমনি লোভ, দিবোদাস তাঁহাকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিলেন না। শিব দেখিলেন দিবোদাসের পাপসংঘটন ব্যতিরেকে তাঁহাকে কাশী হইতে বিদায় করিতে পারেন না, অতএব তিনি অনেক বিবেচনার পর চৌষট্টি যোগিনীকে এই আজ্ঞা করিলেন "তোমরা কুমারী বেশে কাশী যাইয়া গোপনে দিবোদাসের পাপ অনুসন্ধান কর।" যোগিনীগণ কুমারী বেশে কাশী আসিয়া ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুত্রাপি পাপের কোন সন্ধান পাইলেন না। এই প্রকারে অধিক দিন কাশীতে থাকায় তাঁহাদের মায়া বসিয়া যায় ও এই স্থানেই বাস করিতে থাকেন। ওদিকে শিব বিবিধ উপায়ে কাশী প্রাপ্ত হইয়া যখন নগরে প্রবেশ করেন, যোগিনীগণ যাইয়া তাঁহার চরণধারণ পূর্ব্বক লজ্জায় অবনত-মস্তকে রোদন করিতে লাগিলেন। সদাশিব হাস্য করিয়া কহিলেন "তোমাদের ভয় নাই, তোমরা আমার কাজে অকৃতকার্য্য হইয়াও যখন অন্যত্র না পলাইয়া আমার প্রিয় কাশীতেই বাস করিতেছ, তখন সন্তোষের সহিত এই বর দিতেছি যে, অতঃপর যে কোন যাত্রী কাশীতে আসিবে অগ্রে তোমাদের উদ্দেশে কুমারী ভোজন করাইবে। কুমারী ভোজন না করাইলে আমি তাহার পূজা গ্রহণ করিব না।"

দেবগণ যাত্রাওয়ালার সাহায্যে কয়েকটি কুমারী পাইয়া তাঁহাদিগকে ভোজন করাইলেন। বলা আবশ্যক, যাত্রাওয়ালা কুমারীর সংখ্যা অল্প পাওয়ায়

কয়েকটি কুমারকে ভেজাল দিয়াছিল। দেবগণ সেটা আর ধরিতে পারেন নাই।

কুমারী ভোজন শেষ হইলে ব্রহ্মা কহিলেন "চল আমরা ঢুণ্ডিরাজ গণেশের পূজা করিয়া আসি! তাঁহার পূজা না করিয়া বিশ্বেশ্বর দর্শন করা উচিত নহে," বলিয়া সকলে সেই দিকে চলিলেন।

ইন্দ্র। পিতামহ! ঢুণ্ডিরাজ গণেশের পূজা না করিয়া বিশ্বেশ্বর দর্শন করা উচিত নহে কেন?

ব্রহ্মা। দিবোদাসের পাপ অন্বেষণ জন্য শিব গণেশকেও গণক সেজে ঘরে ঘরে অন্বেষণ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। তিনিও পাপের কোন অনুসন্ধান পান নাই। বরং অধিক দিন কাশীতে বাস করিয়া মায়া বসিয়া যায় ও আসল কাজ বিস্মৃত হন। মহাদেব বিবিধ উপায়ে কাশী প্রাপ্ত হইয়া প্রবেশ করিয়া দেখেন, গণেশ ঘর দ্বার বেঁধে বসে বসে, লাড্ডু খাচ্চেন। তিনি তদ্দর্শনে হাস্যপূর্ব্বক কহেন "দেখ গণেশ! তুমি আমার কার্য্যে অপারক হইয়াও যখন অন্যত্র না পলাইয়া আমার প্রিয় কাশীতেই আছ, তখন এই বর দিতেছি যে, অতঃপর যে কোন যাত্রী কাশীতে আসিবে অগ্রে তোমাকে তিলের লাড্ডু দিয়া পূজা করিবে। তোমার পূজা না করিলে আমি তাহার পূজা গ্রহণ করিব না।"

দেবগণ একটি গলির প্রবেশমুখে ঢুণ্ডি গণেশের দেখা পাইলেন এবং তাঁহারা পূজা করিয়া, "ব্যোম হর হর' শব্দ করিতে করিতে বিশ্বেশ্বরের বাটিতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে শিব সন্ন্যাসিবেশে সন্ন্যাসিদলে মিশিয়া গাঁজা খাইতেছিলেন। দেবগণকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া নিকটে আসিলেন এবং পিতামহের হস্ত ধরিয়া দেবগণসহ পরম আহ্লাদে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথা হইতে সুড়ঙ্গ-পথে প্রবেশ করিয়া এক আশ্চয্য বৈঠকখানা-গৃহে সকলকে লইয়া যাইলেন। এদিকে যাত্রাওয়ালা, ইহারা কোথায় গেলেন, না জানিতে পারায় খুঁজে খুঁজে হায়রাণ হইতে লাগিল।

নারা। মেজদা, আপনি তখন মর্ত্ত্যে আসিতে চান নাই,—এই ত এসেছেন!

শিব। কাশী কি ভাই মর্ত্ত্য? আমি ত এথানে অষ্টপ্রহরই আছি! আমার

মামলা, মকদ্দমা, বিষয়, আশয় সবই ত ভাই কাশী নিয়ে। কাশীই ত আমার বাহার-বন্দর তালুক, এ ছেড়ে কি এক মুহূর্ত্ত থাকতে পারি ?

ব্রহ্মা। উপরে তোমার মন্দির ও প্রতিমূর্ত্তি, নিম্নে মাটির মধ্যে তোমার বাস, এর কারণ কি ?

শিব। জানি কি দাদা, যে লাল, কাল, হরেক রকমের রাজা হচ্চে—কোন দিন কোন বেটা এসে যদি মন্দিরটে তোপে উড়িয়ে দেয়, শেষকালে কি অপমৃত্যুতে মরবো। একবার এক মুসলমান বাদসার * হাত হতে জ্ঞানবাপী দিয়ে পালিয়ে বাঁচি। শেষে অনেক বিবেচনার পর বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা মন্দিরের তলায় এই বাড়ীটি তৈয়ার করিয়া স্ত্রী-পুরুষে বাস করিতেছি। উপরে আমাদের ঠাট দুখানি আছে মাত্র। এখন মনে ভাবি, আহা! আগে এ বুদ্ধি জোগালে সোমতীর্থে অত আঘাত পেতেও হত না এবং অনর্থক অত ডাক্তার খরচও লাগতো না। বলতে কি আমি সেখানে ধনে প্রাণে মারা গিয়াছিলাম +। আপনারা বসুন—আমি বাটির মধ্যে চাট্টি ভাত চাপিয়ে দিতে বলে আসি। ও বেলার তরকারী রান্না আছে; ভাত হতে আর কতক্ষণ লাগবে!

বরুণ। আজ্ঞে, আমরা কিছু আহার করব না।

শিব। সে কি! অগ্নি শুধু শুধু উপোষ করবে, কিঞ্চিৎ জলযোগ ?

ব্রহ্মা। কিছু না; তীর্থের ধর্ম্ম যা, তা না রাখলে চলবে কেন ?

ভৃত্যকে তামাক ও পা ধোবার জল দিতে আজ্ঞা দিয়া সদাশিব নারায়ণের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক অন্দরে প্রবেশ করিলেন। এবং "গিন্নি কোথায় গেলে গো" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। অন্নপূর্ণা আধঘোমটা দিয়া উপস্থিত হইলে "কে আসিয়াছে দেখ!" বলিয়া বাহিরবাটিতে প্রস্থান করিলেন।

ভগবতী নারায়ণকে একখানি পিঁড়ে পাতিয়া বসিতে দিলেন এবং নিজে ধরাসনে উপবেশন করিয়া কহিলেন "এত কাহিল যে! অসুখ-বিসুখ হয়নি ত ?"

* আওরঙ্গজেব। + মামুদ দ্বাদশ বারের ভারত আক্রমণে দেবমূর্ত্তিসহ সোমনাথের মন্দিরের সৌন্দর্য্য নষ্ট করেন।

নারা। মধ্যে পেটের অসুখ হয়, কবার ভেদ বমীও হয়েছিল, রাজু কবিরাজ কি একটা ঔষধ দিয়ে আরোগ্য করেন।

অন্নপূর্ণা। আমি রোজ রোজ ওঁর কাছে গল্প করি, কোলকেতা হতে কত লোক আসে, ঠাকুরপো একবার আসেন না কেন? এসে কিসে?

নারা। কলের গাড়িতে।

অন্নপূর্ণা। আহা! কি কলই তৈয়ের করেচে, কিছুই করতে হয় না—টিকিট কিনে উঠতে পাল্লেই পৌঁছে দিয়ে যায়। দিন দিন কত রকমের লোকই ভাই দেখা দিচ্চে। আবার স্কুল কলেজের ছেলেগুলো পরীক্ষের ভয়ে, কি মা বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে বাক্স ভেঙ্গে টাকা নিয়ে পালিয়ে আসতে আরম্ভ করেচে। তোমার দাদা যখন খবরের কাগজ পড়েন—"আমার ছোট ভাই, রং কাল, মাথায় টাক আছে, তোত্‌লা কথা কয়, বয়স ১৮।১৯, বেঁটে খাট মানুষটি, অমুক রাত্রে নিরুদ্দেশ হ'য়েচে, কেউ ধরে দিতে পারলে ৫০ টাকা পারিতোষিক দেব।" শুনে আর কাপড় মুখে দিয়ে হেসে হেসে বাঁচিনে। বউদের আনলে না কেন?

নারা। নিজের আসতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত, ট্রেণে কি স্ত্রীলোক আনা যায়? বাবা! যে ভিড়!

অন্নপূর্ণা। তোমাদের দুজনেরই ঐ এক বোল। কেন এদিকে ত বড় ভিড় নেই; ভিড় বটে কলকেতার পথে। তা ভিড় হ'লেই বা ক্ষতি কি? কোলকেতার যে কত বাবু সোমত্ত সোমত্ত বৌ সঙ্গে করে কাশী আসেন। আহা! আনতে হয়। ভাল ঠাকুরপো! তুমি যে ভিড়ের কথা বোলচো, কিন্তু মনে কর, কোলকেতায় যদি তোমার চাকরি হত, বউ ফেলে কেমন করে থাকতে?

নারা। সে কথা আমি বলতে পারিনে। কিন্তু তুমি যে কোলকেতার লোকের কথা বলচো, বোধ হয় তাঁহাদের বুকের পাটা দেবতাদের অপেক্ষা শক্ত, সেই জন্যই ট্রেণে পরিবার আনতে সাহস হয়। কৈ—তুমি কখন কলের গাড়িতে উঠেছ?

অন্নপূর্ণা। তোমার দাদা কি তেমনি যে, রেল গাড়িতে উঠতে দেবেন? গ্রহণের দিন প্রয়াগে গঙ্গাস্নান করতে যাব বলে কত সাধ্যি সাধনা করলাম, কিছুতেই বিদায় দিলেন না!

নারা। কলের গাড়িও দেখনি ?

অন্নপূর্ণা। একদিন উনি বাড়ী ছিলেন না, লুকিয়ে গিয়ে দেখে এসেছি। হু মিন্সে গোরা গাড়িখানাকে যেন নক্ষত্রবেগে ছুটিয়ে নিয়ে গেল ! তুমি বোসো, জলখাবার আনি।

নারা। আজ আর কিছু খাব না, তীর্থে এসে প্রথম দিন উপবাস করতে হয়।

অন্নপূর্ণা। ওমা, কেন ! তুমি ছেলে মানুষ, তিনবার খাবার বয়েস, তোমার আবার উপবাস কেন ? তাই ত বলি, মুখ-খানি যেন শুরু শুরু দেখাচ্চে। তোমার সঙ্গে আর কে এসেছে ?

নারা। বড়দা, দেবরাজ ও বরুণ।

অন্নপূর্ণা। বরুণ ত এইখানে (মর্ত্ত্যে) চাকরি করেন। এখন কি তাঁর ছুটি ?

নারা। এখন ছুটি বটে ; কিন্তু আজ কাল উহার ছুটির কোন স্থিরতা নাই ; মেলেরিয়া জর হয়ে পর্য্যন্ত যখন তখন বিদায় নিয়ে স্বর্গে যান।

অন্নপূর্ণা। ঐ জন্যে সময়ে জল না হওয়ায় ধানটানগুলো ভালরূপ জন্মায় না বটে ! আচ্ছা দেবরাজ যে কোলকেতায় চল্লেন, উনি কি বিষয়-আশয়গুলো উইল করে এলেন ?

নারা। উইল করবেন কেন ?

অন্নপূর্ণা। শুনেছি রাজ রাজরারা কোলকেতায় যাবার আগে, যদি আর না ফেরেন ভেবে, উইল করে থাকেন ?

নারা। সেখানে গেলে আর ফিরবেন না কেন ?

অন্নপূর্ণা ধর্ম্ম জানেন !

নারা। বড়দা আজ বড্ড জ্বালাতন করে মেরেছেন। ঘাটে এসেই "সুরধুনী" "সুরধুনী" শব্দে কাঁদতে আরম্ভ করলেন, দেশের মাগীগুলো তামাসা দেখতে ছুটে এল, আমরা ত আর লজ্জায় বাঁচিনে !

অন্নপূর্ণা। সুরির কথা ভাই বলো না। বল্লাম, আগে আমাদের দু'-সতীনে ঝগড়া হত, এখন বয়স হয়েচে, এখন ত আর সে সব ভাল দেখায় না, আয় বোন দুজনে ভাব করে মিলে মিশে থাকি। প্রত্যহ আমাকে ছত্রিশ জেতের জন্য রাঁধতে হয়, একা আর পেরে উঠিনে। তুই থাকলে, হলো তুই

একদিন রাঁধলি, আমি এক দিন রাঁধলুম—তা তো গায়ে লাগে না। তা ভাই—কিছুতেই শুনলে না, অহঙ্কারে উত্তরবাহিনী হয়ে চলে গেল *। যেমন কথা শোনেননি, তেমনি এখন মরছেন, ইংরাজেরা জাহাজ আর ষ্টীমার বহিয়ে বহিয়ে কোমর ভেঙ্গে দিচ্চে।

"তুমি বোসো আমি বাহির হতে আসি—কারণ বড়দা প্রভৃতি রয়েছেন" বলিয়া নারায়ণ বহির্ব্বাটীতে প্রস্থান করিলেন। জয়া আসিয়া কহিল, "মা, ও বাবুটি কে?" অন্নপূর্ণা কহিল "মর, সব ভুলে গেলি? উনি যে আমার দেওর নারায়ণ!" জয়া কহিল "বয়েস হয়েছে, আর চোকে কাণে ভাল দেখতে শুনতে পাইনে।"

বহির্ব্বাটিতে উপস্থিত হইয়া নারায়ণ দেখেন, ব্রহ্মা তাকিয়া ঠেশ দিয়া বসিয়া আছেন। দেবরাজ আলবোলায় ধূমপান করিতেছেন। সদাশিব ভুঁড়ি উঁচু করে পায়চারি করিতে করিতে বলিতেছেন, "ভাল ভেবে কাশী নির্ম্মাণ করলেম—কপালক্রমে মন্দ হল! তখন ভেবেছিলাম, কাশীই হ'ল মর্ত্ত্যে আমার ফরাসডাঙ্গা অর্থাৎ কেহ কখন পাপ করে এখানে পালিয়ে এলে উদ্ধার হবে! এখন দেখছি—হয়ে দাঁড়িয়েছে ফ্যাল্‌সানী গারদ। কি সর্ব্বনেশে কলের গাড়িই সৃষ্টি হল! রাত দিন কামাই নেই, ফোঁস ফোঁস শব্দ করে যত রাজ্যের পাপিষ্ঠগুলোকে নামিয়ে দিয়ে যাচ্চে। ঐ লক্ষ্মীছাড়া গাড়ির জন্য ফরসা কাপড় পরে বাহিরে যাবার যো নাই, পাথুরে কয়লার ধোঁয়ায় এক দিনেতেই ময়লা হয়। পূর্ব্বে রেলের রাস্তা একদিকে ছিল, আজ কাল আবার দুই দিক দিয়ে সর্পের মত এঁকে বেঁকে এসে কাশীকে যেন গ্রাস করতে বসেছে। পূর্ব্বে এখানে ঘি ময়দা বিলক্ষণ সস্তা ছিল। ঐ হতভাগা গাড়ি এখানকার তা ওখানে, ওখানকার তা এখানে এনে সকল দ্রব্যেই যেন আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আমার কাশীতে চোর, ছ্যাচোড়, বদমায়েস এত জুটেছে যে, রাত্রিতে নির্ব্বিঘ্নে কাহারো ঘুমাবার যো নাই। নগর, মহলে মহলে বিভাগ করা রজনীতে প্রত্যেক মহলের দ্বার বন্ধ থাকে; তথাপি তার মধ্যে চুরি, গহত্যা, প্রাণিহত্যা কাশীতে প্রত্যহ যে কত ঘটচে, তার আর সংখ্যা নাই। সৎপাত্রে অন্নদান শাস্ত্রসম্মত; কিন্তু আমার ভাগ্যে অসৎ পাত্রই জুটছে। যত

* কাশীতে গঙ্গা উত্তরবাহিনী।

বেটা মায়ে-তাড়ানো বাপে-খেদানো গুলিখোর গেঁজেল দণ্ডী সেজে দিন দিন এসে থালা থালা ভাত মেরে যাচ্ছে।"

ব্রহ্মা। কত লোক প্রত্যহ খায়?

শিব। তার ঠিক নাই, এখানে এলে ত আর ফিরাব না; ঐ জন্যই কাশী নির্ম্মাণ করা। তবে রেঁধে রেঁধে মাগী না একটা রোগ করে বসে!

এই সময় পার্শ্বের ঘরের দ্বারে ঈষৎ আঘাতের শব্দ হইল। শিব দ্রুত যাইয়া জানিয়া আসিলেন—অন্নপূর্ণা ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। তিনি প্রত্যাগমন করিয়া কহিলেন, "বড়দা, একবার ঘরের ভিতর যান।" ব্রহ্মা তৎশ্রবণে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র অন্নপূর্ণা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "বাবা! কেমন আছ, মাকে সঙ্গে করে আন্‌লে না কেন? তাঁর বয়েস হয়েছে—এখন তীর্থধর্ম্ম না কর্‌লে কর্‌বেন কবে?"*

ব্রহ্মা। তাঁর একান্ত আসিবার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু বাড়ীতে লোকজন না থাকায় সাঁজ শল্‌তে কে দেয় ভেবে আন্‌তে পারলেম না। মনে মনে স্থির করেছি গঙ্গাকে এবার নিয়ে যাব।

অন্ন। "উচিত। যুবতী মেয়ে পথে ঘাটে ছুটোছুটি করে বেড়ায়, সেট আর ভাল দেখায় না।" কিয়ৎক্ষণ এইরূপ কথাবার্ত্তার পর অন্নপূর্ণা প্রস্থান করিলেন, ব্রহ্মাও বৈঠকখানা-গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রমে নানা কথায় রজনী অধিক হইলে দেবতারা শয়ন করিলেন ও সদাশিব অন্দরে চলিয়া গেলেন।

প্রাতে অন্নপূর্ণা উঠিয়া নারায়ণকে ডাকিয়া কহিলেন, "ঠাকুরপো! তোমরা কাল উপবাস করে আছ—আজ আর ঘাটে গিয়ে স্নান করে কাজ নাই। ঝি কুয়া থেকে জল তুলে দিক, বাটিতে স্নান কর। ঘরে মাগুর মাছ জিয়ানো আছে—আমি কাপড় ছেড়ে ঝোল ভাত চাপিয়ে দিই।"

ব্রহ্মা ও নারায়ণ একথায় সম্মত হইলেন, কিন্তু বরুণ ও ইন্দ্র সম্মত হইলেন না। তাঁহারা তেল মেখে গামছা কাঁধে ফেলে রাজরাজেশ্বরীঘাটে স্নান করিতে চলিলেন। যাইতে যাইতে ইন্দ্র কহিলেন "বরুণ! মন্দিরের মধ্যে ও মূর্ত্তি কি? সুবর্ণময় মুখে যেরূপ ঘূর্ণিত গোঁপ শোভা পাইতেছে—দেখিলে ত ইহাকে দ্বারবান্ বলে বোধ হয়।"

* সপত্নীর পিতা, এই জন্যই বোধ হয় অন্নপূর্ণা ব্রহ্মাকে পিতৃসম্বোধন করিলেন।

বরুণ। ইনি কালভৈরব। ইনি কাশীর কোতোয়াল।

ইন্দ্র। কালভৈরবের উৎপত্তির কারণ কি?

বরুণ। এক সময় 'অব্যয় কে' এই কথা লইয়া ব্রহ্মা ও নারায়ণে অত্যন্ত বিবাদ হয়। বিবাদস্থলে মূর্ত্তিমান চারি বেদ উপস্থিত হইয়া বলেন 'মহাদেব অব্যয়!' কিন্তু তথাপি তাঁহারা বিবাদ করিতে থাকেন। তখন পাতাল হইতে এক জ্যোতিঃ উত্থিত হইল। জ্যোতির্ম্মধ্যে শূলপাণি রুদ্রকে দেখিয়া ব্রহ্মা কহিলেন "রুদ্র! আমি তোমার পিতা—আমাকে প্রণাম কর।" রুদ্রদেব এই কথা শুনিয়া কুপিত হইলে তাঁহার ললাট হইতে এক ভয়ানক পুরুষ বাহির হন তিনিই কালভৈরব। ঐ কালভৈরব রুদ্রের আজ্ঞায় ব্রহ্মার উর্দ্ধদিকের এক মস্তক ছেদন করিলেন। তখন ব্রহ্মা ও নারায়ণ রুদ্রের স্তব দ্বারা তাঁহাকে শান্ত করিয়া নিজে নিজে বিবাদ হইতে ক্ষান্ত হইলেন। এ দিকে ব্রহ্মার ছিন্ন মস্তক আর রুদ্রের হস্ত হইতে স্খলিত হইল না। তিনি নানাতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে কাশীতে প্রবেশ করিলে ছিন্ন হস্ত মস্তক হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে। কালভৈরবে তদ্দৃষ্টে বলিল 'আহা! কাশী কি মহাতীর্থ! আমি অদ্যাবধি এই কাশীর প্রতিহারী রহিলাম।" এ জন্য যাত্রিগণ এখানে আসিয়া অগ্রে কালভৈরবের পূজা করে। ইহাকে সন্তুষ্ট না রাখিলে কাশীবাসের বিঘ্ন ঘটে।

ইন্দ্র। বরুণ! কাশী-নির্ম্মাণের কারণ কি?

বরুণ। নারায়ণ মহাপ্রলয়ের পর বটপত্রে শয়ন করিয়া জলে ভাসিতে থাকেন। ভাসিতে ভাসিতে তাঁহার পুনরায় পৃথিবী নির্ম্মাণের অভিলাষ হইলে দক্ষিণ অঙ্গ হইতে শিব এবং বাম অঙ্গ হইতে অন্নপূর্ণা আবির্ভূতা হইলেন। উভয়ে আবির্ভূত হইয়া মনে মনে স্থির করিলেন—এমন স্থান নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিব, যাহাতে সমস্ত পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি জন্তুগণ যে কোন প্রকার পাপে পাপী হউক—মৃত্যু হইলে মুক্তিলাভ করিবে। তাঁহারা এই মনস্থ করিয়া এই পঞ্চক্রোশী কাশী নির্ম্মাণ করেন।

এই স্থান হইতে যাইয়া উভয়ে স্নান আহ্নিক সমাপনান্তে বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইবামাত্র নারায়ণ কহিলেন, "এত বিলম্ব? এদিকে যে ভাত শুকিয়ে চা'ল হয়ে গেল!" ইহার পর দেবগণ আহারাদি করিলে বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা স্ব স্ব মন্দিরে প্রস্থান করিলেন।

ব্রহ্মা। তোমারা আর দিবসে নিদ্রা যেও না। দিবানিদ্রা বড় দোষ, উহাতে আয়ুঃ ক্ষয় করে।

ব্রহ্মার কথায় সকলে সম্মত হইলেন, এবং কি উপায়ে দিন কাটাইবেন, তাহার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। চঞ্চল-স্বভাব নারায়ণ একবার যাইয়া শিবের ডুগডুগীটী বাজান, কখন বা শিঙ্গেটা লইয়া ফুঁ দেন, এক একবার তানপূরাটা হাতে নিয়ে কটাকট শব্দে কাণ মলিতে থাকেন। শীতকালের বেলা দেখিতে দেখিতে যায়। ক্রমে শিবের বৈঠকখানাস্থ ঘড়ীতে টং টং শব্দে তিনটা বাজিল। দেবতারা অগ্নি শীতবস্ত্র গাত্রে দিয়া পরিচিত সুড়ঙ্গপথে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে উঠিলেন। উপস্থিত হইয়া দেখেন, অসংখ্য যাত্রী "ব্যোম" "ব্যোম" "হর হর" শব্দে মন্দির ফাটাইতেছে।

বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! সম্মুখে দেখুন নাট-মন্দির। রাত্রি চারিটা হইতে সমস্ত দিন ও রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত লোকে বিশ্বেশ্বর দর্শন করিতে আসে। ইহাঁর আরতির সময়ের দৃশ্য বড় চমৎকার! সেই সময় ৭।৮ জন ব্রাহ্মণ—রুদ্রাক্ষমালা গলে—প্রত্যেকেই হস্তে এক একটি পঞ্চপ্রদীপ লইয়া স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে আরতি করিতে থাকে এবং কতকগুলি লোক শিঙ্গে ডম্বুরের তালে গালবাদ্য করিয়া তালে তালে নাচিতে থাকে। ইহার মন্দিরের উপরিভাগটা স্বর্ণাচ্ছাদিত। ওদিকে দেখুন শিবের কাছারিঘর, ঐ ঘরে রাশি রাশি শিব ছড়ান আছে। দূরে দেখুন বিশ্বেশ্বরের পুরাতন মন্দিরের ভগ্নাবস্থা। উহা দুরাত্মা আওরঙ্গজেব ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল।

ইন্দ্র। মুসলমানদের কি এখানেও দৌরাত্ম্য ছিল?

বরুণ। অত্যন্ত। পূর্ব্বে এই কাশীতে ১০।১২ হাজার হিন্দু দেবমূর্ত্তি ছিল, আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক নষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে ১০।১২ শত আছে কিনা সন্দেহ।

বরুণ এখান হইতে দেবগণকে জ্ঞানবাপী দেখাইতে লইয়া গেলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "পিতামহ! এই দেখুন প্রাচীরবেষ্টিত জ্ঞানবাপী।"

ইন্দ্র। জ্ঞানবাপী কি?

বরুণ। নন্দীভৃঙ্গীকৃত একটি পবিত্র কূপ। বাপীর তলায় যাইবার সিঁড়ি আছে। ইহার তলা গঙ্গার সহিত সংলগ্ন। ঐ স্থানে শিবের অনুচর নন্দীর প্রতিমূর্ত্তি আছে। সম্মুখেই দেখ প্রকাণ্ড প্রস্তরময় বৃষ স্থাপিত রহিয়াছে। দুরাত্মা আওরঙ্গজেব যখন অত্যাচার করে, সদাশিব এই বাপী দিয়া পলাইয়া নিস্তার পান। বিপদের

সময় তাঁহার সেই উপস্থিত জ্ঞান হওয়ায় ইহার নাম জ্ঞানবাপী হইয়াছে। আহা! যতক্ষণ মন্দির ভগ্ন করে, তিনি এই অন্ধকার বাপী হইতে সজলনয়নে যে ভাবে উঁকি মারিয়া দেখিয়াছিলেন, অদ্যাপি আমার মনে হলে কান্না আসে।

ব্রহ্মা। বরুণ! চুপ কর ভাই। ভক্ত বঙ্গবাসীরা এ কথা শুন্‌লে হেসে বল্‌বে—আমরাও যেমন পালোয়ান, আমাদের দেবতারাও ততোধিক। ফলতঃ তুমি বাপীর উৎপত্তি যাহা কহিলে—তাহা নহে।

বরুণ। তবে কি?

ব্রহ্মা। এক সময়ে দেবগণ ও গণপতি কাশীতে আসিয়া দেখিলেন, বিশ্বেশ্বরকে স্নান করাইবার জন্য কোন জলাশয় নাই। গজানন তদ্দৃষ্টে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া নিজ ত্রিশূল দ্বারা এক কূপ খনন করিয়া সেই জলে শিবকে স্নান করান। মহাদেব ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলে গজানন এই বর লন যে, এই কুণ্ড যেন অন্য হইতে সর্ব্বতীর্থাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়। শিব "তথাস্তু" বলিয়া কূপের নাম "জ্ঞানবাপী" রাখিলেন এবং বলিলেন, "এই বাপীর সেবা করিলে লোকে দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গারোহণ করিবে।"

নারায়ণ। বরুণ! জ্ঞানবাপী হইতে যে দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে—মেজদা আমার কেমন করে লুকিয়েছিলেন তাই ভাব্‌ছি, চল ভাই, এখান হইতে পালাই, নচেৎ আমার বমি হবে।

ব্রহ্মা। কৃষ্ণ! তুই হলি কি? ও কথা কি বল্‌তে আছে? আহা! এমন তীর্থ জগতে নাই।

এখান হইতে দেবতারা অন্নপূর্ণার মন্দিরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত মেজে ও পিত্তলাচ্ছাদিত ঘরের প্রতি আশ্চর্য্য হইয়া চাহিতে লাগিলেন। দেখেন—নাটমন্দিরের স্তম্ভগুলি অতিশয় সুচিত্রিত। দালানে বসিয়া অসংখ্য ঊর্দ্ধবাহু, একবাহু পরমহংস সুমধুরস্বরে বেদপাঠ করিতেছেন। গৃহমধ্যে দ্বিভুজা অন্নপূর্ণা বসিয়া আছেন। দেবীর সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত, কেবল স্বর্ণময় মুখখানি খোলা। তাহার এক হাতে হাতা—অপর হাতে থালা। প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তরনির্ম্মিত। গৃহমধ্যে অন্ধকার নিবন্ধন হউক বা যে কারণেই হউক দিবারাত্রি একটি ঘৃত-প্রদীপ জ্বলিতেছে। দ্বারদেশে একটি পরদা ঝুলান।

ইন্দ্র। আমি দেখে বড় সন্তুষ্ট হইলাম যে, অন্নপূর্ণাকে আবরুতে রাখিয়াছে।

আমার বিবেচনায় দেবীর সর্ব্বাঙ্গ যেমন বস্ত্রাচ্ছাদিত, তেমনি মাথায় একটু ঘোম্‌টা টানা থাকা উচিত ছিল। হিঁদুর দেবী, একটু লজ্জা সরম না থাকা বড় অন্যায়। ভাল বরুণ! হাতে হাতা ও থালা ধারণের কারণ কি?

বরুণ। অনেকে বলে—শিবের একদিন অন্ন ছিল না। ঐ দিন তিনি ভিক্ষা করিতে যাইয়াও কিছু না পাওয়ায় ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া ভগবতীর নিকট কাঁদিতে থাকেন। স্বামীর কষ্ট দেখিয়া দেবীর দুঃখ হওয়ায় তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন "যেমন আমার স্বামী আজ চারিটি ভাতের জন্য কাতর হইলেন, তেমনি আমি যাইয়া অন্নপূর্ণারূপে ছত্রিশ বর্ণের অন্ন যোগাইব" বলিয়া, এইরূপ ধারণ করিয়া এখানে বিরাজ করিতেছেন।

এখান হইতে দেবতারা ত্রিলোচন দেখিতে যান। ইনি একটি তাম্রপত্রাবৃত গহ্বরমধ্যে বিরাজ করিতেছেন। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেকগুলি শিব আছে। তৎপরে তাঁহারা সঙ্কটা-দেবীকে দর্শন করিলেন। বরুণ কহিলেন "দেখুন পিতামহ! কাশীবাসীরা সঙ্কটে পতিত হইলে এই দেবীর পূজা মানিয়া থাকে। মন্দিরের চারিদিকে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর আছে, তাহাতে অনেক ব্রাহ্মণাদি বসিয়া জপ ধ্যান ও স্তোত্রপাঠ করিয়া থাকে। পিত্তলনির্ম্মিত ঐ যে রেলিং দেখিছেন, উহা অতিক্রম করিয়া তবে দেবীকে দর্শন করিতে যাইতে হয়।"

দেবগণ এখান হইতে কিছু দূরে যাইয়া দেখেন, কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক ধুলায় উপবেশন করিয়া অস্ফুটস্বরে "মা! বাবা কই? সকলেরই বাবা আছে—আমাদের বাবা কই?" বলিয়া রোদন করিতেছে! কতিপয় অল্পবয়স্কা স্ত্রী অতি দীনবেশে রুক্ষকেশে নিকটে দাঁড়াইয়া সজলনয়নে বালকগণের মুখের দিকে চাহিতেছে।

ইন্দ্র। বরুণ, ইহারা কে?

বরুণ। দুঃখিনী বঙ্গবিধবা।

ইন্দ্র। ইহাদের এ অবস্থা কেন?

বরুণ। ইহারা বিবাহের বর্ষে বা তাহার দুই এক বর্ষ পরে বিধবা হয়। কিন্তু বঙ্গে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না থাকায় ইহারা স্বামি-সহবাসসুখে বঞ্চিত হইয়া এবং সংযম-শিক্ষার অভাবে রিপুদমনে অসমর্থতা হেতু পরপুরুষসহবাসে গর্ভবতী হয়। ইহাদের মাতাপিতা লোকাপবাদভয়ে এবং ভ্রূণহত্যা মহাপাপ বোধে

তীর্থযাত্রাচ্ছলে আসিয়া ইহাদিগকে এই বারাণসী-তীর্থে বনবাস দিয়া গিয়াছেন। কাহারও কাহারও পিতা মাতা কখন কখন কিছু খরচ পাঠান, কাহারও বা পাঠান না। এজন্য ইহারা ভিক্ষা করিয়া বহু ক্লেশে জীবন ধারণ করিতেছে। ধূলায় বসিয়া ঐ যে বালকগণ "পিতা কই" "পিতা কই" বলিয়া রোদন করিতেছে, উহারা উহাদের বৈধব্য অবস্থার পুত্র।

ব্রহ্মা। কি পরিতাপ! এ কঠিন নিয়ম বঙ্গে কে প্রচলিত করে?

বরুণ। আপনার পুত্র মনু। তিনিই ভারতের আইনকর্ত্তা ছিলেন। বাঙ্গালীরা প্রাণান্তে মনুর নিয়ম লঙ্ঘন করিতে চাহে না—ও চাহিবে না। যদ্যাপি কোন মহাত্মা ঐ নিয়ম লঙ্ঘন করেন—কি করিতে চাহেন; তাহা হইলে বাঙ্গালীরা তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া উপহাস করে, তাঁহার সহিত আহারাদি করে না, বরং সমাজচ্যুত করে এবং নানা প্রকারে অনিষ্ট করিবার চেষ্টা পায়।

ব্রহ্মা। মনু আমার অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন। ভাল বরুণ, আমার মানুষেরা কি মনুর নিয়ম মত সকল কাজ করে?

বরুণ। তা করিলে ভারতে এত অন্যায় হইবে কেন? মনু ব্রহ্মচর্য্য, সংযম-শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল অমূল্য উপদেশ দিয়া গিয়াছেন সে সকল পালন করিবার দিকে যত্ন নাই, কেবল বিধবা-বিবাহের নিয়মটি শক্ত করে ধরে বসে আছে।

ইন্দ্র। বিধবাদিগকে এখন কি নিয়ম অনুসারে চলিতে হয়?

বরুণ। তাহাদিগকে এক সন্ধ্যা নিরামিষ ভোজন করিতে হয়। একাদশীর দিন নিরম্বু উপবাস করান হইয়া থাকে। আমি অনেক সময়ে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কত বালিকা একাদশীর দিন পিপাসায় "প্রাণ যায়" "প্রাণ যায়" বলিয়া রোদন করিতেছে, তথাপি জল দেওয়া হইতেছে না।

ব্রহ্মা। উঃ! পিতা মাতা তাঁহাদিগের আদরের ধন, যত্নের সামগ্রীর এই কষ্ট কোন প্রাণে সহ্য করেন?

বরুণ। তাঁহারা কি করিবেন? সমাজে থাকিতে হইলে সমাজের নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে। অতএব অন্তরের কষ্টে দগ্ধ হইয়া অজস্র অশ্রুপাত করিতে থাকেন।

ইন্দ্র। কলিতে এত অল্প বয়সে বিধবা হইবার কারণ কি? আর মনুই বা এমন নিয়ম প্রচলিত করিলেন কেন?

বরুণ। মনুর দোষ নাই, তিনি ভাল ভেবে নিয়ম করেছিলেন ; কিন্তু কপাল-ক্রমে মন্দ হয়ে পড়েছে। তিনি তখন কি জানিতেন যে—বাঙ্গালীরা পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকার সহিত দ্বাদশবর্ষীয় বালকের বিবাহ দিয়া গৌরীদানের ফললাভ করবে? তিনি কি তখন জানিতেন—বাঙ্গালীরা রাশিগণ না দেখিয়া পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়া নিজের মস্তকে নিজে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইবে? তিনি তখন কি জানিতেন—বার-তিথি না দেখিয়া বাঙালীবালকগণ অসময়ে অপরিমিত বিহার করিয়া নিজের মৃত্যু নিজে ডাকিয়া আনিবে? তিনি তখন কি জানিতেন—অপক্ক-বীজোৎপন্ন বালকগণ অসময়ে পিতা মাতাকে কাঁদাইয়া যাইবে? সুতরাং তিনি তখন জানিতেন না যে, অল্পবয়স্কা বিধবাদিগের অশ্রুপাতে ও উষ্ণনিশ্বাসে বঙ্গ ছারখার হইবে।

দেবগণ দুঃখ করিতে করিতে বাসায় চলিলেন। কিছু দূরে যাইয়া তাঁহারা রমণীকণ্ঠ-নিঃসৃত সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি শুনিতে পাইয়া সবিস্ময়ে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। দেখেন—এক দ্বিতল গৃহে এক যুবতী বিবিধ বেশভূষায় বিভূষিতা হইয়া তালে তালে খেমটা নাচিতেছে। বাতায়নপথ মুক্ত থাকাতে তাঁহারা আরো দেখিলেন—কয়েকটি যুবা বসিয়া গ্লাস গ্লাস কি পান করিতেছে। পান সমাপনান্তে তাঁহাদের মধ্যে একজন ডুগিতে ধীরে ধীরে ঘা দিতে লাগিল। তখন যুবতী তালে তালে নৃত্য আরম্ভ করিয়া এই গানটি ধরিল।

যখন এইছি কাশী বারাণসী ভয় কি করি আর।
তোমারে দেখিয়ে কলা ওরে শমন হব ভবপার।
খোলো খোলো ব্রাণ্ডি খোলো, আমাদের আর কি ভয় বলো,
আছে ভোলা ডুগিয়ে হব ভবনদী পার।
"বোবো ব্যোম" "বোবো ব্যোম" "বোবো ব্যোম" দিতে থাক তাল!
মেতে ছিলেন স্বয়ং তিনি কুচ্‌নী পাড়ায় একপ্রকার।

দেবগণ একদৃষ্টে চাহিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, "বরুণ! তুমি বলেছিলে বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা বিলক্ষণ লজ্জাশীলা। ঐ যুবতীও বাঙ্গালী, কিন্তু উহার লজ্জা সরম কই? ও যেরূপ নীলাম্বরী পরে দিগম্বরী সেজে খেমটা নাচ্চে, দেখে ত বোধ হয় না যে, কস্মিনকালেও লজ্জা সরম ছিল।

বরুণ। আজ্ঞে, ঐ স্ত্রীলোক বাঙ্গালী বটে, কিন্তু এক্ষণে বেশ্যাস্বভাবের প্রাপ্ত

এই সময় দাসী আসিয়া এক ঠোঙ্গা পুরী, কচুরী, মোহনভোগ অন্নপূর্ণার হস্তে দিল। দেবী নিজ অঞ্চলে একখানি রেকাবীর জল মুছিয়া নারায়ণকে 'খাও' 'খাও' বলিয়া এক এক খানি দিতে লাগিলেন। নারায়ণ 'এত কেন, 'এত কেন' বলেন অথচ খাইতেও ছাড়েন না। দাসী পুনরায় আসিয়া একটি ডিবের করে পাণ ও ফরসীতে তামাক সাজিয়া দিয়া গেল। নারায়ণ গালে পানটি দিয়া তামাক টানিতে টানিতে কহিলেন, "বৌ, দাদার মন্দিরটি কি বিশ্বকর্ম্মা মিস্ত্রির হাতে গাঁথা?"

অন্ন। না ভাই, ওটা ওঁকে অহল্যাবাঈ করে দেয়।

নারা। সোণা তো বড় কম দেয়নি! অর্দ্ধেকটা সোণার পাতে মোড়া।

অন্ন। সোণা দিয়ে মুড়ে দেয় ঐ সিং—মর, মিন্সের নামও মনে আসে না। খুব নড়াই করতে পারতো, যাকে ইংরাজেরাও ভয় করতো। নামটি কি ভাল,—রণজিৎ।

নারা। লোকে বলে—বিশ্বেশ্বরের মন্দির বিশ্বকর্ম্মার কৃত।

অন্ন। যারা জানে না, তারাই ঐ কথা বলে। ঠাকুরপো! আজ ভাই তোমার বাঁশীর গান শুনবো।

নারা। ও বৌ! বাঁশী বাজান ছেড়ে দিইচি। ডাক্তারেরা বলে 'ওতে দাঁত পড়ে যায়, যক্ষ্মারোগ জন্মায়, আর শিরঃপীড়ার সৃষ্টি হয়। আজকাল বেহালা শিখতে আরম্ভ করেছি। তোমার যদি নিতান্তই শোনবার সখ হয়ে থাকে, না হয় বলো, দাদার শিঙ্গেটা এনে ফুঁ দিই।

অন্ন। ক্ষান্ত হও ভাই, ঐ শিঙ্গের শব্দে আমাকে অস্থির করে তুলেছে। আজকাল আবার কি বোল ধরেছেন, জান?—বলেন 'পয়সা দেও, রবরের একটা তুবড়ী কিনবো।'

নারা। তুবড়ী কি?

অন্ন। ঐ যে সাপুড়েরা 'পোঁ' 'পোঁ' শব্দে বাজিয়ে বেড়ায়। ঠাকুরপো, তুমি হিং খাও?

নারা। কেন বল দেখি?

অন্ন। ঘরে চাট্টি খাড়িমুহুরি ছিল, হিং ফোড়ন দিয়ে একটু ভুনী খিচুড়ী রেঁধে দিতাম।

নারা। না বৌ, আমি হিং খাইনে। একে দুর্গন্ধ, তাতে অত্যন্ত গরম।

অন্ন। তুমি দুর্গন্ধ বলে একটু হিং খাও না; কিন্তু এখনকার বাবুরা পেঁয়াজ রসুন খেয়ে ভুট কল্লে। বাবুরা সখ করে পেঁয়াজের নাম রেখেছেন 'গরম মসলা।'

নারা। মাগীরাও বোধ হয় পেঁয়াজ খেতে শিখেছে?

অন্ন। কেন?

নারা। না হলে মিন্সেদের এমন কি সাহস? ওর গন্ধে ত ভূত পালায়। বৌ, একটি বড় কৌতুক দেখলাম—তোমার সপত্নী গঙ্গা প্রায়ই একপার না একপার ভেঙ্গে থাকেন। বিশেষতঃ যে পারে জল অধিক, সেই পারেই তাঁর উপদ্রব বেশী। কিন্তু কাশীতে তাঁর সে উপদ্রব নাই; থাকলে এতদিন তোমার সোণার কাশীর অর্দ্ধেক আন্দাজ উদরস্থ করে বসতেন।

অন্ন। কাশী না ভাঙ্গার একটি কারণ আছে। যখন গঙ্গা এইখান দিয়ে যায়, তোমার দাদাকে দেখে আহ্লাদে গদগদ হয়ে কল কল শব্দে হাসতে হাসতে আসে। তোমার দাদা দেখ্‌তে পেয়ে ছুটে গিয়ে বল্লেন "খবর্দ্দার! এখানে এসো না। তুমি এলে আমার সোণার কাশী ভেঙ্গে চূরে নষ্ট হবে, সহ্য করতে পারবো না। তাতে কালামুখী এই সত্য করে—"একবার তোমায় দেখেই আমি এখান হতে বিদায় হব। প্রতিজ্ঞা করচি, কাশীর কোন অনিষ্ট করবো না।" *

নারা। বৌ, কাশীর কোন জিনিস ভাল?

অন্ন। কেন কাশীর চিনি, পেয়ারা, বারাণসী শাড়ী,—একি কখন শোন নাই? বউদের জন্যে কিছু কাপড় কিনে নিয়ে যাও, ছেলে মেয়ের বেতে, হলো পূজোটুজোর সময়ে, পোরে বরণ করবেন।

নারা। এক আধ খানা হলে নিয়ে যেতাম, জান ত বিশ বস্তা নিয়ে গেলেও কুলিয়ে উঠতে পারব না।

অন্ন। আমি রান্না চাপাই, তুমি ভাই কাছে বোসে গল্প কর! আমি তোমার মুখে গল্প শুনতে বড় ভালবাসি।

"আমি চট্‌ করে একবার বাহির হতে আসি।" বলিয়া নারায়ণ প্রস্থান করিলেন। তিনি বহির্ব্বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখেন, সদাশিব

* গঙ্গার স্রোতে কাশীর দিক্ ভাঙ্গে না।

তাকিয়া ঠেশ দিয়া উপবেশন পূর্ব্বক গল্প করিতেছেন। তিনি নারায়ণকে দেখিয়া কহিলেন "নারায়ণ! হিম লাগাচ্চ কেন? কাহিল শরীর, ঘরের ভিতর এস, ভাল হয়ে বোসো; আর মাথাটা খুলে রেখো না, টুপী থাকে ত মাথায় দাও। দেখুন বড়দাদা, আমার কাশীতে—আমার সোণার কাশীতে আর আছে কি?—যে কাশীতে বোসে কপিল সাংখ্যদর্শন লেখেন, যে কাশীতে বোসে গৌতম ন্যায়শাস্ত্র লেখেন, যে কাশী পাণিনি-ব্যাকরণ জন্য চিরপ্রসিদ্ধ, সেই কাশীতে এখন কি না কতকগুলো তুপাতা উল্টানো, নয় ত বর্ণজ্ঞানহীন ন্যায়রত্ন, বিদ্যারত্ন, শিরোরত্ন প্রভৃতি চৈতনধারী মহাত্মারা টোল খুলে দোকান পেতে, বসে আছেন। যে সব বিদ্যা বুদ্ধি! কোন দিন বা হর হরি বিভিন্ন ভেবে হরিসভা খুলে বিদ্যার পরিচয় দেন! * দেখ দেবরাজ! এই কাশীতেই মহারাজ হরিশ্চন্দ্র সর্ব্বস্বান্ত হয়ে বাস করে-ছিলেন; এই কাশীতেই তুলসীদাসের আশ্রম এবং রামানন্দের মঠ ছিল। এখন সেই কাশীতে আছে কি না কতকগুলো বেশ্যা এবং লম্পট। এখন সেই কাশী কি না বাঙ্গালী বালবিধবাদিগের আণ্ডামান। যত্ন করে কাশী নির্ম্মাণ করলাম—ভূমিকম্প হতে রক্ষার জন্য ত্রিশূলের উপর কাশীকে স্থাপন করলাম, এখন কি না পাপের ভরে মাসে ৩২ বার কাশীতে ভূমিকম্প হচ্চে। এক একবার এমনি রাগ ধরে ও দুঃখ হয় যে, কাশী ভেঙ্গে গোল্লায় দিয়ে নিশ্চিন্ত হই; কাশী অগ্নি দ্বারা ধ্বংস করে ভিখারী শঙ্কর আবার ভিক্ষা করে খাই; শ্মশানবাসী শিব আবার শ্মশানে গিয়ে আশ্রয় লই। বরুণ! এ কি কম দুঃখ—পাপীর সংখ্যা বৃদ্ধি দেখে কাল-ভৈরব প্রহরীর কার্য্য পরিত্যাগ করেছে! কলিও আমার সঙ্গে কৌতুক আরম্ভ করছে! এক একবার গোপনে এসে সে ইহার ভিত্তিস্বরূপ ত্রিশূল গাছটা ধরে এমনি সজোরে নাড়া দেয় যে, বোধ হয় কাশীটে বুঝি উণ্টে পড়্‌ল! আমি কাশীবাসীদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য সকলই করেছিলাম; দেখ্‌লাম কতকগুলো পাঁঠা মদের মুখে পাঁঠার মাংস ভাল-বাসে, কিন্তু কাশীতে ত ওকর্ম্ম হবার যো নাই, দেখে কাশীর বাহিরে দুর্গাবাড়ী করে দিলাম, সেইখানে কেটেকুটে খায়।"

* কাশীতে এক্ষণে হরিসভাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সদাশিবের এইপ্রকার দুঃখ শুনিতে শুনিতে দেবগণের সেরাত্রি অতিবাহিত হইল। প্রাতে উঠিয়া তাঁহারা পুনরায় নগর ভ্রমণে বাহির হইলেন। যাইতে যাইতে বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! দণ্ডপাণীশ্বর নামক শিবলিঙ্গ দেখুন।"

ব্রহ্মা। ইঁহার উৎপত্তির কারণ বল।

বরুণ। এক যক্ষের শিব-আরাধনায় একটি পুত্র হয়। বালকটি বাল্যাবস্থায় হতেই অত্যন্ত শিভভক্ত ছিল। সে লেখাপড়ায় মন না দিয়া রাত দিন এক মনে শিবেরই ধ্যান করিত। তাহাতে যক্ষ রাগান্বিত হইয়া নিজ পুত্রকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। বালক কাঁদিতে কাঁদিতে কাশীতে আসিয়া এই লিঙ্গ স্থাপনা পূর্ব্বক আরাধনা করিতে থাকে। পরিশেষে শিব দেখা দিয়া এই বর দেন—"অদ্যাবধি তোমার নাম দণ্ডপাণি হইল। লোকের মৃত্যু হইলে তুমি আমার নিকট লইয়া যাইবে, আমি উদ্ধার করিব। এই দণ্ডগাছটি দিতেছি গ্রহণ কর, অহঙ্কারী ব্যক্তিদিগকে এই দণ্ড দ্বারা আঘাত করিয়া কাশী হইতে তাড়াইয়া দিবে এবং জ্ঞানীদিগকে যত্নের সহিত কাশীতে রাখিবে। কেহ অগ্রে তোমার পূজা না করিলে তাহার পূজা আমি গ্রহণ করিব না। তোমার প্রতিষ্ঠিত এই শিবের নাম অদ্য হইতে দণ্ডপাণীশ্বর হইল।"

ইন্দ্র। কই এখন ত আর দণ্ডপাণি পাপীদিগকে তাড়াইতে পারেন না!

বরুণ। কলির শাসনে কি কাহারো কিছু করিবার যো আছে? যেমন ইংরাজ শাসনে কোন রাজা রাজড়ার ট্যাঁ ফোঁ করিবার যো নাই, তেম্নি কলির শাসনেও কোন দেবতার মাথা তুলিবার ক্ষমতা নাই।

নারা। বাপ! কেবল শিবমূর্ত্তি, অন্য দেবতার এখানে কোল্কে পাবার যো নাই।

বরুণ। এ তোমার অন্যায় কথা। বৃন্দাবনে বটে অন্য দেবতার কোল্কে পাবার যো নাই; এখানে ও কথা বলা শোভা পায় না। কারণ, এই কাশীতে দুর্গা, গণেশ, পরেশনাথ, আদিকেশব প্রভৃতি তেত্রিশ কোটী দেবতার প্রতিমূর্ত্তি আছে।

দেবগণ অসংখ্য অট্টালিকা, দোকান, বাজার হাট দেখিতে দেখিতে রাস্তা দিয়া চলিলেন। তখন সূর্যদেব সম্পূর্ণভাবে কাশীতে দেখা দেন নাই। কেবল তিনি পূর্ব্ব দিক হইতে উঁকি মারিতেছিলেন। তাঁহার মুখের জ্যোতি ঈষৎমাত্র নগরে

দেখা দিতেছিল। দোকানদারগণ দোকানঘর পরিষ্কার করিয়া ধুনা দিতেছিল এবং গঙ্গাজল ছিটাইতেছিল। কতকগুলি স্ত্রীলোক ঘোমটা দিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেছিল! তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ কতিপয় সন্ন্যাসী—উলঙ্গ ভস্মমাখা চিমটা হাতে "ব্যোম হর হর" শব্দে চলিতেছিল। গেরুয়া-বসন-ধারী জীর্ণ-শীর্ণ কলেবর, গঞ্জিকা সেবনে রক্তচক্ষু কতকগুলি দণ্ডী ইহার পরক্ষণেই স্নানে বাহির হইল। উর্দ্ধবাহু, একবাহু, বামন, খঞ্জ, কাণা ক্রমে চতুর্দ্দিক হইতে দেখা দিতে লাগিল। পরিশেষে একদল যুবা ভিক্ষুক দলবদ্ধ হইয়া উপস্থিত হইল।

ইন্দ্র। বরুণ! এই যুবা ব্যক্তিরা ভিক্ষা করে কেন? ভিক্ষা অপেক্ষা ইহাদের ত পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা ভাল! লোকে এমন অসৎপাত্রে কি কারণে ভিক্ষা দেয়? ইহাতে ত পুণ্য নাই, বরং পাপই হইয়া থাকে। ভিক্ষার পাত্র অন্ধ, খঞ্জ, বৃদ্ধ ও বালক, তাহাদের ত কাশীতে অসদ্ভাব নাই।

বরুণ। লোকে কেন ভিক্ষা দেয় তাহা আমি বলতে পারি না। কিন্তু বাঙ্গালী শিক্ষিত যুবকেরা এ বিষয়ে বড় পটুতা লাভ করিয়াছে। তাহারা অন্ধকেও বলে "তো বেটার বল আছে খেটে খেগে," বৃদ্ধা এবং বালককেও বলে "তো বেটার বল আছে খেটে খেগে", আর যুবাকে ত বল্‌বেই।

নারা। বরুণ, ওদিকে ও কিসের মন্দির?

বরুণ। ঐ দেখ, তুমি বল্‌ছিলে কাশীতে কেবল শিব, অন্য দেবতার কোল্কে পাবার যো নাই; কিন্তু ঐ মন্দিরে তুমিই আছ।

ইন্দ্র। ইনি আছেন কি কারণে?

বরুণ! যখন গণেশ প্রভৃতি দেবগণ দিবোদাসকে কাশী হইতে তাড়াইতে অসমর্থ হন, তখন শিব নারায়ণের নিকট কাশী-বিরহে কাঁদিতে লাগিলেন। নারায়ণ তদ্দর্শনে শিবকে অভয় দিয়া লক্ষ্মীসহ কাশীতে আসেন এবং ঐ মন্দিরে আদি-কেশব ও কমলা দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রত্যেক ঘরে ঘরে স্ত্রী পুরুষে বৌদ্ধমত প্রচার করিতে থাকেন। বৌদ্ধমত প্রচার হইলে লোক নাস্তিকতা প্রাপ্ত হইলে এবং স্ত্রীপুরুষের মধ্যে ব্যভিচার-পাপ ঘটিতে লাগিল। দিবোদাস তদ্দর্শনে নারায়ণের স্তব আরম্ভ করিলে তিনি আসিয়া দেখা দিলেন। দিবোদাস নারায়ণকে কহিলেন "ঠাকুর! কি পাপে আমার কাশীতে ব্যভিচারদোষ ঘটিতেছে?" নারায়ণ কহিলেন "তুমি শিবের কাশী শিবকে না দিয়া যে অধর্ম্ম করিয়াছ, ইহা

সেই পাপের ফল। অতএব এক্ষণে এক শিবমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া শিবের কাশী শিবকে প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক পাপ হইতে মুক্ত হও।" দিবোদাস তৎশ্রবণে "যে আজ্ঞে" বলিয়া ভূপালেশ্বর নামক এক শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া কাশী পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করেন। সেই আদি-কেশবের প্রতিমূর্ত্তি অদ্যাপি ঐ মন্দিরের মধ্যে আছে।

দেবগণ এখান হইতে কিছু দূরে যাইয়া দেখেন, এক ব্যক্তি রাস্তার ধারে বসিয়া "দোহাই বাবা, কাণাকে একটা পয়সা দে বাবা, আমি চারিদিন খেতে পাইনি বাবা" বলিয়া চীৎকার করিতেছে।

ব্রহ্মার দয়ার উদ্রেক হওয়ায় নারায়ণকে কহিলেন "কাণাকে একটি পয়সা দেও।" নারায়ণ পকেট হইতে বাহির করিয়া পয়সা দিতে উদ্যত হইলে, বরুণ কহিলেন "কর কি? ও কাণা নয়; ঐপ্রকার মিথ্যা জুয়াচুরি করিয়া রোজগার করে।"

কাণা। না বাবা, আমি সত্যি সত্যি কাণা। পয়সাটা দে বাবা, আমি সত্যি সত্যি কাণা।

নারায়ণ কহিলেন "দেখি, তুই তাকা দেখি, কাণা কি না দেখি।" কাণা তৎশ্রবণে নয়ন উন্মীলন করিল। নারায়ণ কহিলেন "এ বেটা জুয়াচোরই বটে! তুই কাণা কই রে? ঐ ত তোর চোকের তারা, পুতুল দেখা যাচ্চে।" তখন সে ব্যক্তি ফিক্ ফিক্ করে হেসে পলাইল। যাইবার সময় বলিল "এ ব্যাটা।আচ্ছা ঝানু বটে!"

দেবতারা অবাক্। "য়্যাঁ এ কি! কাশীতে কি এইপ্রকার বদমায়েসদিগের আশ্রম।"

বরুণ। পিতামহ! কেদারনাথের মন্দির দেখুন।

ব্রহ্মা। কেদারনাথের উৎপত্তির কারণ বল।

বরুণ। এক খিচুড়ি-খেকো বামুন অত্যন্ত খিচুড়ি ভালবাসিত। এমন কি, প্রত্যহ তাহার খিচুড়ী না হলে আহার হইত না। লোকটা সিদ্ধপুরুষ ছিল। কেদারনাথের প্রতিও তাহার আন্তরিক ভক্তি ছিল। সে প্রত্যহ খিচুড়ি রেঁধে এখান হইতে কেদারনাথ তীর্থে যাইয়া নিবেদন করিয়া দিয়া তবে আহার করিত। একদিন অসুখ বোধ হওয়ায় কিছু আহার করিল না, পরে অপরাহ্ণে ক্ষুধার উদ্রেক হইলে চাট্টি চালে ডেলে চাপাইয়া দেয় এবং সিদ্ধ হইলে পাতে ঢালিয়া কাঁদিতে

কাঁদিতে বলে, "প্রভো কেদারনাথ অবেলায় তোমার নিকট যাইয়া যে নিবেদন করা হইল না ; ঠাকুর ! এক্ষণে কি করে ইহা আহার করি ?" এই প্রকারে চক্ষু মুদিয়া কাঁদিতেছিল, হঠাৎ চক্ষু মেলে দেখে—খিচুড়ি জোমে পাথর হচ্ছে। তখন "হায় ! এ কি হ'লো" বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। এই সময় দৈববাণী হইল "আমি তোমার খিচুড়িতে আবির্ভূত হইয়াছি, এজন্য উহা জমিয়া পাথর হইতেছে ; অদ্যাবধি আর তোমাকে কেদারনাথ তীর্থে যাইতে হইবে না ; এই পাথরের মধ্যেই আমি রহিলাম।"

এখান হইতে দেবগণ একটি বাজারের মধ্যে উপস্থিত হইলেন এবং উভয় দিকের দোকানসমূহে স্তূপাকার বারাণসী শাড়ী, বিবিধবর্ণের ধুতি, উড়ানী, শাল, ফুলকাটা সতরঞ্চ, গালিচা, আসন, ঘটী, বাটী, হাতির দাঁতের চিরুণী দেখিতে দেখিতে চলিলেন। ব্রহ্মা একটি দোকান হইতে শালপাতে মোড়া এক ঠোঙ্গা নস্য কিনিয়া লইলেন এবং ভাল কি না পরীক্ষার জন্য একটু লইয়া নাসিকায় দিলেন। নারায়ণ কহিলেন "দেখি, আমাকে একটু দিন।" দেখা দেখি দেবরাজেরও ইচ্ছা হইল। তখন প্রত্যেকে নস্য নাকে দিয়া "হিঁচ দূর যা।" "হিঁচ দূর যা" করিয়া হাঁচ্‌তে হাঁচ্‌তে রাস্তা দিয়া চলিলেন।

এক স্থানে উপস্থিত হইয়া ইন্দ্র কহিলেন "বরুণ, এ মন্দিরে কি প্রতিমূর্ত্তি আছে ?"

বরুণ। জ্যেষ্ঠেশ্বর শিব এবং জ্যৈষ্ঠা গৌরী নামে ভগবতীর প্রতিমূর্ত্তি আছে।

ব্রহ্মা। এ মূর্ত্তি কে স্থাপিত করে ?

বরুণ। দিবোদাসকে কাশী হইতে বিদায় করিয়া শিবের প্রত্যাগমন-সময়ে তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করিবার জন্য নারায়ণ এই স্থানে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিয়াছিলেন এবং এই স্থানেই তাঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হইয়াছিল ; এই ঘটনা স্মরণ হইবার জন্য নারায়ণ স্বয়ং এই শিব ও ভগবতীর মূর্ত্তি সংস্থাপিত করেন।

ইন্দ্র। কাশীতে আর কি আছে ?

বরুণ। আছে বিস্তর ; যদি কিছুদিন বাস করিতে পার, আমি একে একে সমস্তই দেখাতে পারি।

ব্রহ্মা। না, আর কাজ নাই। বরুণ, শীঘ্র শীঘ্র কলিকাতায় নিয়ে চল ভাই, গঙ্গা দর্শন করে চরিতার্থ হই। আহা! মাকে হাবড়ার নিকটে বেঁধেছে শুনে পর্য্যন্ত আমাতে আর আমি নাই!

"তবে চলুন, বস্ত্রাদি লইয়া বিদায় হয়ে আসি" বলিয়া বরুণ দেবগণের সঙ্গে বাসায় চলিলেন এবং যাইতে যাইতে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন—"দেবরাজ, বীরেশ্বরের মন্দির দেখ।"

ইন্দ্র। এ শিব কে প্রতিষ্ঠা করে?

বরুণ। এক রাজপুত্র গণ্ডে জন্মে বলিয়া রাজা গণৎকারদিগের পরামর্শে পুত্রটিকে দুর্গাদেবীর নিকট ফেলিয়া দিয়া যান। দেবীর ডাকিনী যোগিনীগণ ঐ সন্তানটিকে লালন পালন করিয়া মানুষ করে। বালকটির জ্ঞানের উদ্রেক হইলে নিজ পিতা মাতার অন্বেষণে বাহির হয়, কিন্তু কুত্রাপি সন্ধান পায় না। তখন সে একমনে এক ধ্যানে শিবের আরাধনা করিতে থাকে। শিব সন্তুষ্ট হইয়া এই বর প্রদান করেন যে, অদ্য হইতে তোমার নাম বীর এবং তোমার প্রতিষ্ঠিত শিবের নাম বীরেশ্বর হইল। অপুত্রক ব্যক্তি এই শিবের পূজা করিলে পুত্রমুখ দেখিবে।

দেবগণ বাসায় গিয়া দেখেন, সদাশিব চাকরের নিকট বাজারের হিসাব নিচ্চেন এবং 'কালকের যে পয়সা দুটো তোর কাছে জমা ছিল, তা কি করলি' বলিয়া ভৃত্যটাকে ধমকাইতেছেন। তাহা দেখিয়া দেবরাজ চুপি চুপি বরুণকে বলিলেন "সদাশিব এখন আর আমাদের সে ভোলানাথ নহেন; কাশীর জমিদারী পাইয়া অবধি খুব সেয়ানা হইয়াছেন।"

বরুণ। লোকে ঠেকে শিখে; উহাকে ঠকাইতে ত কেউ কসুর করে নাই।

দেবগণ উপস্থিত হইলে নারায়ণ কহিলেন 'মেজদা, ভাতের দেরী কত?'

"একটু বিলম্ব আছে। তোমরা ততক্ষণ স্নান করে জলটল খাও না" বলিয়া সদাশিব ভৃত্যকে 'দে রে, বাবুদের তেল এনে দে।'

নারা। জলটল খেতে আর বিলম্ব সয় না, চাট্টি ভাত পেলেই খেয়ে এখান হতে প্রস্থান করি।

শিব॥ বিলক্ষণ, এর মধ্যে কি যেতে দিতে পারি! তোমরা এসে অবধি

এক দিন ভাল করে খাওয়ান হল না। আমি পোলাও খাওয়াব ভেবে রোজ রোজ চাকরকে বাজারে পাঠাচ্চি; কিন্তু এমন দুরদৃষ্ট, এ পর্য্যন্ত একটি ভাল মাছ মিলিল না।

ব্রহ্মা। না ভাই, তখন কৈলাসে গিয়ে একদিন ভাল করে খাইও। আপাততঃ বিদায় দাও, সত্বর একবার কলিকাতা হতে ফিরে আসি। বাড়িতে কোন অভিভাবক না থাকায় এক একবার এম্নি মনে হচ্চে যে, দূর কর, এইখান হতেই ফিরে যাই।

শিব। "আহা! বাড়ী থেকে কখন প্রবাসে আসা অভ্যাস নাই বলিয়াই মনটা এত খারাপ হয়েচে, তা তাড়াতাড়ি কি? এ পারে তো রাত দিনই গাড়ী চলচে। একটু বিশ্রাম করুন, অপরাহ্নে আপনাদিগকে আমি ট্রেণে তুলে দিয়ে আসবো" বলিয়া সদাশিব ভৃত্যকে কহিলেন "দেখ দেওয়ানজীকে বলে আয়—সত্বর যেন একখান পারমিশন লেটার ষ্টেশনে সই করতে পাঠান।"

নারায়ণ। পারমিশন লেটার কি?

শিব। ট্রেন টাইমের সময় যাত্রী ব্যতীত অপরকে ষ্টেশনে এটেও করিতে দেয় না; সে জন্য অপর কেহ সে সময়ে ষ্টেশনে যাইতে ইচ্ছা করিলে তৎপূর্ব্বে একখানি ছাড়-পত্র স্বাক্ষর করাইয়া লইতে হয়।

নারা। আপনি যে কয়টি কথা বল্লেন, এর সমস্তই ইংরাজী।

শিব। কি করবো ভাই, আজকাল যে বাঙ্গালা ভাষা, যাবনিক ভাষা পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজী ভাষাতে নিজ কলেবর পুষ্টি করিতেছে। বাঙ্গালা ভাষায় যে পনর ভাগ ইংরেজী প্রবেশ করেছে!

নারা। আপনাকে এ সব শেখালে কে?

শিব। শেখাবে আর কে? শুনে শুনেই শিখতে হয়েচে। আজকাল মাগীরা পর্য্যন্ত ইংরাজী শিখেছে। বিশেষতঃ আমাকে শিখিবার জন্যে তো কোন কষ্ট পেতে হয় না; মন্দিরে বসেই অনেক শিখতে পাই। বাঙ্গালা হতে বাবুরা এসে সপাদুকা মন্দিরে উঠে পরস্পর যে কথাবার্ত্তা কয়, সেইগুলি শুনি। কেউ বলেন "উঃ! ট্রেন জার্নিতে হোল নাইট কি কষ্টই হয়েছে।" কেউ বলেন "আজ আমরা এই স্থানে রেষ্ট নিয়ে নেকষ্ট মরণিংএ আপে যাব।" আবার কেউ বা বলেন "ভাগগি ওয়াইফকে সঙ্গে আনি নি, তা হলে তার বড় ট্রাবল হতো।"

আবার হয় তো আর একজন বল্লেন "ওয়াইফকে প্রেগন্যান্ট দেখে এসেচি, সন্ হলো কি ডটার হলো টের পেলাম না।"

ক্রমে দেবগণ আহারাদি করিয়া অপরাহ্নে বিদায়ের সাজ পোষাক করিতে লাগিলেন। সদাশিব এই সময় প্রত্যেকের জন্য এক এক জোড়া ধুতি উড়ানী এনে নারায়ণের হস্তে দিলেন। নারায়ণ, আবার কাপড় কেন? আবার কাপড় কেন? বলিয়া ব্যাগের মধ্যে পুরিয়া রাখিলেন এবং ব্যাগ বন্ধ করিয়া অন্নপূর্ণার নিকট গমন ও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন বৌ, তবে চল্লাম।

অন্ন। সে কি ঠাকুরপো! এ আসার চেয়ে ত না আসাই ভাল ছিল; এমন মায়া বাড়াতে তোমায় কে শেখালে?

নারা। কি করি বৌ, কেবল বড়দার জন্যেই আমাকে যেতে হচ্চে, নচেৎ আর কিছু দিন থাকবার ইচ্ছা ছিল।

অন্ন। আর কি দেখা হবে?

নারা। হবে বি কৈ! কৈলাসে যাব। কিছুদিন পরে কল্কি অবতার হব।

অন্ন। দেখ এই পাঁচটি টাকা তোমার বড়দাদাকে দিয়ে বোলো—"বৌ তাঁর মাকে মাছ খেতে দিয়েছেন। কোলকাতায় গিয়ে খুব সাবধানে থেকো।"

নারায়ণ বহির্ব্বাটিতে উপস্থিত হইলে দেবতারা "ব্যোম হর হর" শব্দ করিয়া যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া ইন্দ্র কহিলেন, "বরুণ, সম্মুখস্থ ও শিব এবং কুণ্ডের নাম কি?"

বরুণ। ঐ শিবের নাম অগস্ত্যেশ্বর এবং কুণ্ডের নাম অগস্ত্যকুণ্ড। এই কুণ্ডে স্নান করিয়া শিবপূজা করিলে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়!

এই সময় রাস্তা দিয়া তৈলঙ্গস্বামীকে যাইতে দেখিয়া ইন্দ্র কহিলেন, "ও লোকটা কে গেল?"

বরুণ। উহার নাম তৈলঙ্গস্বামী। উহার অনেকগুলি অমানুষিক ক্ষমতা আছে। তদ্ভিন্ন উহার অনেকটা ব্রহ্মজ্ঞানও লাভ হইয়াছে। কথিত আছে যে, সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে একজন ইংরাজ রাজপুরুষ কাশীর সমস্ত উলঙ্গ সন্ন্যাসীকে বিদ্রোহী সন্দেহ করিয়া তাঁহাদের উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতে থাকেন। সেই ভয়ে অনেক সন্ন্যাসীই কাপড় পরিয়া আত্মরক্ষা করেন। তৈলঙ্গ স্বামী আত্মরক্ষার কোন উপায় করিলেন না। তাঁহাকে উপর্য্যুপরি কয়েক দিবস

অনাহারে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। কিন্তু তিনি স্বীয় অমানুষিক শক্তিবলে আপনার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া উক্ত ইংরাজ রাজপুরুষ বিস্মিত হন ও তদবধি তাঁহার প্রতি আর কোন অত্যাচার করেন নাই। দেবরাজ! ওদিকে দেখ পিশাচমোহন তীর্থ। ঐ তীর্থে অগ্রাহয়ণ মাসের শুক্ল-চতুর্দ্দশীতে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়। এক ব্রাহ্মণ দানগ্রহণে পিশাচদেহ প্রাপ্ত হয়, পরে সে এই স্থানে স্নান করিয়া মুক্তিলাভ করে বলিয়া ইহার নাম পিশাচমোহন তীর্থ হইয়াছে।

দেবতারা ঘাটে যাইয়া একখানি নৌকা ভাড়া করিলেন এবং কাশীর অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে দেখিতে রাজঘাটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে ঘাটের উপর উঠিলে ইন্দ্র কহিলেন "বরুণ, এই স্থান এবং এই বোট-নির্ম্মিত ঘাটের নাম কি?"

বরুণ। ঘাটের নাম রাজঘাট, এই ঘাটে রেলের লোক পার হইয়া থাকে। গঙ্গার অপর পারে ব্যাসকাশী। ব্যাস, শিবের উপর রাগ করিয়া ঐ কাশী নির্ম্মাণ করেন; কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই।

ইন্দ্র। ব্যাস কি উদ্দেশ্যে ঐ কাশী নির্ম্মাণ করেন এবং কি জন্যই বা তাঁহার উদ্দেশ্য বিফল হয়?

বরুণ। ব্যাস প্রতিজ্ঞা করেন—শিবের কাশীতে পাপীরা আসিয়া বাস করিয়া যদি আর পাপ না করে, তবেই মৃত্যু হইলে মুক্তিলাভ করিবে। কিন্তু যদি কাশীবাসী হইয়া পাপ করে, সে পাপের আর মুক্তি নাই। অতএব আমি এমন কাশী নির্ম্মাণ করিব, তাহাতে লোকে পাপ করিয়া আসিয়া যদি বাস করে কিংবা বাস করিয়াও যদি পাপ করে, হেলায় উদ্ধার হইবে। অন্নপূর্ণা ভাবিলেন, এ বিপদ মন্দ নয়! যদি ব্যাস প্রকৃতই ওরূপ কাশী নির্ম্মাণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার সোনার কাশী বন হইয়া যাইবে। অতএব দেবী অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এক বৃদ্ধার বেশ ধারণ পূর্ব্বক যষ্টিহস্তে ধীরে ধীরে ব্যাসের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন "বাবা, তোমার কি হচ্চে বাবা?" ব্যাস কহিলেন "বুড়ী, আমি এমন কাশী নির্ম্মাণ করচি যে, এখানে যে সে পাপী আসিয়া মরুক কিংবা বাস করিয়া যে যেরূপ পাপ করুক, মৃত্যু হইলেই মুক্ত হইবে।" ভাল ভাল বলিয়া অন্নপূর্ণা কয়েক পদ প্রস্থান করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রত্যাগমন করিয়া কহিলেন "এখানে

মলে কি হবে বল্লে বাবা? আমি কাণে কিছু কম শুনি, আবার বল।" ব্যাসদেব চীৎকার শব্দে কহিলেন "এখানে যে সে পাপী আসিয়া বাস করুক কিংবা বাস করিয়া যে যেরূপ পাপ করুক, মৃত্যু হইলে হেলায় মুক্তিলাভ করিবে।" অন্নপূর্ণা আবার কয়েকপদ প্রস্থান করিয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করিলেন এবং কহিলেন "ও বাবা! ভাল বুঝতে পাল্লেম না, মলে কি হবে বল্লে?" তখন ব্যাস বিরক্ত হইয়া চীৎকার শব্দে কহিলেন "গাধা হবে,—এখানে মলে লোকে গাধা হবে।" দেবী তৎশ্রবণে হাস্যপূর্ব্বক "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। ব্যাসও "হায়! কি করলাম" বলিয়া, অনুতাপ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

নারা। দাদার চাইতে বৌ মজবুত! বলতে কি, বৌ দাদাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চেন।

ইন্দ্র। কথাতেই তো আছে—স্বামী হাবা-গোবা হলে বৌ সেয়ানচতুর হয়। মহেশ্বরী মহেশ্বরকে এখন অনেকটা মানুষ করে তুলেছেন। বরুণ! দূরে যে অট্টালিকাশ্রেণী দেখা যাচ্চে ও স্থানের নাম কি?

বরুণ। রামনগর, উহাও ব্যাসকাশীর মধ্যে। কাশীর রাজা রামনগরে বাস করিয়া থাকেন। রামনগরে রামনবমীর সময় বেশ সমারোহের সহিত রামলীলা হইয়া থাকে। তখন বাজী এবং রোসনাইয়ে অনেক টাকার শ্রাদ্ধ হয়।

নারা। বরুণ, তুমি বল্লে "ব্যাসকাশীতে মৃত্যু হইলে গাধা হয়।" কিন্তু রামনগরে যেরূপ ঘন ঘন বসতি দেখা যাচ্চে, ধোপাদের ত গাধার অপ্রতুল থাক্‌বে না!

বরুণ। মৃত্যুর পূর্ব্বে কাশীতে নিয়ে পালায়, ওখানে মরতে দেয় না।

ইন্দ্র। চল একবার রামনগর দেখে আমি।

ব্রহ্মা। এখন না, চল আগে কলিকাতা দেখে আসি।

নারা। না! এঁকে নিয়ে বড় সুবিধা হল না, কলিকাতা কলিকাতা করে বড় বিরক্ত করতে লাগলেন।

বরুণ। উহার কথা ছেড়ে দেও। উহার জন্যে বৃন্দাবনে আমি শেঠেদের কীর্ত্তি দেখাতে ভুলে গেলাম। যে শেঠদের নিয়ে বৃন্দাবন, তাঁহাদের নাম পর্য্যন্ত তথায় আমার উল্লেখ করা হয় নাই।

ব্রহ্মা। যাদের সোনার তালগাছ? বৃন্দাবনে তাদের আর কি আছে?

আমি ভাই, বৈষ্ণবী মাগীরা বিরক্ত করায় সত্বর পালিয়ে এলাম। তুমি শেঠদের বিষয়ে গল্প কর।

বরুণ। তখন সন্ধ্যা হওয়ায় দেবালয় প্রভৃতি দেখান হয় নাই। তাঁহাদের দেবমন্দিরে সুবর্ণের হস্তী, অশ্ব ইত্যাদির প্রতিমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। মন্দিরের সন্নিকটে সুবিস্তৃত গৃহ। প্রাচীরের চারি কোণে চারিটি প্রস্তরনির্ম্মিত গরুড়ের প্রতিমূর্ত্তি আছে। পুষ্পোদ্যান, পুষ্করিণী ও কৃত্রিম প্রস্রবণ দ্বারা ঐ গৃহটির শোভা আরো বৃদ্ধি করা হইয়াছে। গৃহমধ্যে কাকাতুয়া, হীরামন প্রভৃতি নানা বর্ণের নানা পক্ষী এবং নেপাল প্রভৃতি স্থানের মহিষাদি জন্তু সকল আনিয়া পোষা হইয়াছে। দেবালয় প্রস্তুত করিতে শেঠদিগের বিপুল অর্থব্যয় হইয়াছিল। লক্ষৌনিবাসী সা-বিহারিলালেরও বৃন্দাবনে অনেক কীর্ত্তি আছে। রাধারমণের মন্দিরটি তাহার সাক্ষ্যস্থল।

ব্রহ্মা। "আহা! শেঠ মহাত্মাগিগের কীর্ত্তিকলাপ না দেখায় মনে বড় কষ্ট হইতেছে। তুমি কাশীর স্থূল বৃত্তান্ত বর্ণন কর" বলিয়া দেবগণ সহ ষ্টেশন অভিমুখে চলিলেন।

বরুণ। বারাণসী কলেজে সংস্কৃত ভাষার বিশেষ আলোচনা আছে। তজ্জন্য একটি সংস্কৃত বিভাগ আছে। এই বিভাগের ব্যয় রামনগরের রাজা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। কলেজ হইতে কিছু দূরে একটি প্রস্তরনির্ম্মিত প্রকাণ্ড স্তম্ভ আছে। উহা দীর্ঘে ত্রিশ হাত এবং প্রস্থে পাঁচ হাত হইবে। স্তম্ভটি গাজিপুর জেলার কোন স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহার গাত্রের লেখা পড়িবার যো নাই বলিয়া, কোন রাজার সময়ের তাহা স্থির হয় না। কাশীতে ভারতের সকল প্রদেশেরই লোক আসিয়া বাস করিতেছে। বাঙ্গালীটোলায় বাঙ্গালী-দিগের বাস। উহাদের মধ্যে সাধু, অসাধু, মাতাল এবং লম্পট বিস্তর আছে। কেশেল নামক এক সম্প্রদায় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ এখানে বাস করে। উহারা ব্যভিচারদোষাসক্ত ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা উৎপন্ন, এজন্য উহারা সমাজচ্যুত হইয়া আছে। কাশীতে বেদ, বেদান্ত, বিজ্ঞান, দর্শন ও পুরাণাদিবিৎ পণ্ডিত অনেক আছেন। এখানে অন্যূন তিন চারি শত দণ্ডী, মোহান্ত, সন্ন্যাসী, অবধূত, পরমহংস এবং পরিব্রাজক বাস করিয়া থাকেন। কাশীবাসী দণ্ডীদিগের মধ্যে অসচ্চরিত্র ও ভণ্ড অনেক আছে। এইস্থানে অনেক অন্নসত্র দেখিতে পাওয়া

যায়, যায়, তাহাতে ধনিগণ অন্নপূর্ণার নাম রক্ষার্থ অকাতরে অন্নদান করিয়া থাকেন ; সুতরাং কেহ কখন অভুক্ত থাকে না। গলি ঘুঁজিতে অনেক শিবকে অভুক্ত থাকিতে হয়। এমন কি, তাঁহাদের মস্তকে দিনান্তে এক বিন্দু জল পড়ে কি না সন্দেহ। তবে মধ্যে মধ্যে শৃগাল কুক্কুরগণের দয়ার উদ্রেক হওয়ায় স্নানকার্য্য সমাধা হইয়া থাকে।

ব্রহ্মা। দেখ! কাশী এসে পাপ করে ফাঁকি দিয়ে শিব হওয়া নয়। তারপর বল।

বরুণ। প্রাঃতকাল ও সন্ধ্যার সময় প্রায় প্রত্যেক দেবালয়ে নহবৎ বাজিয়া থাকে। এখানে যে সমস্ত দুষ্টলোক বাস করে, তাহাদিগকে গুণ্ডা কহে। গুণ্ডারা দিবসেও হত্যা করিতে ক্ষান্ত নহে। উহাদিগকে অর্থ দিয়া আদেশ করিলে অপরের প্রাণনাশ পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। ম্যাজিষ্ট্রেট গবিন্স সাহেবের দ্বারা ইহাদের দৌরাত্ম্য কমিয়াছে। এখানে প্রসিদ্ধ মানমন্দির আছে। উহাতে সে সকল যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তদ্দ্বারা জ্যোতির্ব্বিদগণ আকাশস্থ গ্রহ নক্ষত্রাদির গণনা অতি সহজেই করিতে পারিতেন। কিন্তু যেগুলিব হনযোগ্য, তৎসমুদয়ই বিলাতে প্রেরিত হইয়াছে। পুরাকালে হিন্দুরা জ্যোতির্ব্বিদ্যা বিষয়ে যে কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন, মানমন্দিরই তাহার প্রমাণ। জয়পুরের মহারাজ মানসিংহ একজন জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন, তিনিই ইহা মনোমত করিয়া নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

ব্রহ্মা। কাশীর প্রধান প্রধান লোকের জীবনচরিত বল।

বরুণ। পণ্ডিত বাপুদেব শাস্ত্রী সি, আই, ই, একজন প্রধান লোক। ইনি ১৮২১ সালে পুনায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বাল্যাবস্থায় বেদশিক্ষা করেন এবং ১৩ বৎসর বয়ংক্রমকালে সংস্কৃত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন ও সংস্কৃত ভাষায় বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করিলে বারাণসীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৫৩ সালে ইনি হিন্দীভাষায় বীজগণিত পুস্তক প্রণয়ন করিলে তদানিন্তন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইঁহাকে দুই হাজার টাকার খেলাত প্রদান করেন। ইনি আরো অনেক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রণীত বীজগণিত দ্বিতীয়ভাগ প্রচারিত হইলে এলাহাবাদের দরবারে হাজার টাকা নগদ ও একজোড়া শাল পারিতোষিক প্রাপ্ত হন।

এখানকার মিত্রপরিবারও প্রসিদ্ধ। ইহারা কলিকাতার কুমারটুলির মিত্র-বংশোদ্ভব। অনেন্দময় মিত্র পারিবারিক বিবাদ বশতঃ বারাণসীর মধ্যস্থ চৌখাম্বা নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। ইনি রাজসাহীর কালেক্টরীর দেওয়ান থাকায় অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। এবং কাশীতে মহারোহে দোল দুর্গোৎসব করিতেন। ইঁহার পুত্রের নাম রাজেন্দ্র মিত্র। ইনি রাজহাট হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত সাড়ে আট বিঘা জমি গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড নির্ম্মাণার্থ গবর্ণমেণ্টকে দান করেন। ইঁহার দান দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে পাল্কি প্রভৃতি সাতটি দ্রব্য খেলাত দিয়াছিলেন। ১৮৫৬ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম গুরুদাস ও কনিষ্ঠ পুত্রের নাম বরদাদাস মিত্র। গুরুদাস মিউটিনির সময় গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করায় দুই হাজার টাকা খেলাত পান। বরদা বাবুও অত্যন্ত দাতা। ইহারা দুইভাই হাজার টাকা এলাহাবাদ কলেজে, ছয় হাজার টাকা প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের শুভাগমনের স্মরণার্থে, ৫০০, শত টাকা রাজসাহীর ফেমিন রিলিফ ফণ্ডে এবং অন্যূন হাজার টাকা দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থে দান করিয়াছেন।

রাজা শিবপ্রসাদ সি, এস, আই। ইনি একজন প্রসিদ্ধ লোক। ইহার পিতার নাম গোপীচাঁদ, ইনি মুরশীদাবাদের জগৎ শেঠের বংশীয়। ইনি বেনারস কলেজে বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং ১৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ভরতপুরের মহারাজার উকীল নিযুক্ত হন। যখন শিখযুদ্ধ আরম্ভ হয়; রাজা ফিরোজ-পুরে ফরেন ডিপার্টমেণ্টের নায়েব মির মুনসী পদ প্রাপ্ত হন। ইহার পর ইনি সিমলা এজেন্সীর মির মুনসী পদ প্রাপ্ত হন। ইহার পর ইনি গভর্ণমেণ্টের অধীনে জয়েণ্ট ইন্‌স্পেক্টর অব্ পাব্‌লিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌সন্ ডিপার্টমেণ্টের ইন্‌স্পেক্টর হন। পরে ইনি ফুল ইন্‌স্পেক্টর পদ প্রাপ্ত হন। এক্ষণে ৩০ বৎসর কর্ম্ম করিয়া বার্ষিক ৫০০০ হাজার টাকা পেন্‌সন্ পাইতেছেন। এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

দেবগণ ষ্টেশনে যাইয়া দেখেন দেখেন টিকিট দিবার ঘণ্টা দিতেছে। বরুণ কহিলেন "নারায়ণ, ব্যাগ খুলে টাকা দাও, টিকিট কিনে আনি।"

শিব। এ গাড়ী কলিকাতায় যাবে না, তথা হইতে আসিতেছে; এলাহাবাদে যাইবে।

বরুণ। দেখ জনার্দ্দন, আসিবার সময় রাস্তা ভুলে আমি তোমাদের আউড এণ্ড রোহিলখণ্ড রেলওয়ে দিয়া আনিয়াছি ; সুতরাং এলাহাবাদ দেখান হয় নাই। এলাহাবাদে দেখিবার অনেক আছে, ঐ স্থানেই প্রয়াগ নামক মহাতীর্থ। প্রয়াগে ভাগীরথী, যমুনা ও সরস্বতীর সহিত মিলিত হইয়াছেন।

নারা। "প্রয়াগে যাইতে হইবে বৈকি, তুমি এলাহাবাদের টিকিট খরিদ করিয়া আন" বলিয়া নারায়ণ ব্রহ্মাকে কহিলেন "দেখুন পিতামহ, প্রয়াগে যাইলে আমাদের গঙ্গাদর্শন ঘটিতে পারে। কারণ, এই সময় তিনি ঐ স্থানে উপস্থিত থাকিয়া যমুনা ও সরস্বতী উভয় সখীর নিকট সুখদুঃখের গল্প করিতে পারেন।"

ব্রহ্মা। চল, না হয় একবার প্রয়াগে যাই।

দেবগণ টিকিট লইয়া অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় হুপাহুপ শব্দে ট্রেণ আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সদাশিব ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া অপরাপর দেবগণের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক শেক্‌হ্যাণ্ড করিতে লাগিলেন।

সদাশিবকে শেক্‌হ্যাণ্ড করিতে দেখিয়া নারায়ণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "মেজদা! আপনি করুচেন কি? একবার এর হাত ধরে—একবার ওর হাত ধরে নাড়া দিচ্চেন কেন?"

ব্রহ্মা। ভায়ার আমার বাতিকের ছিট এখনও একটু একটু আছে।

শিব। নারায়ণ! আমি নাড়া দিচ্ছিনে, এর নাম শেক্‌হ্যাণ্ড। গুরুতর লোককে প্রণাম এবং সমবয়স্ক বা বন্ধুবান্ধবকে শেক্‌হ্যাণ্ড করিয়া বিদায় দেওয়া হচ্চে, ইংরাজী ধরনের আধুনিক সভ্যতার চিহ্ন। এখন যেমন ধোপা, নাপিত, কলু, কামার ইংরাজী শিখে বাবু হচ্চে, তেম্নি তাহাদের সম্মানের জন্য শেক্‌হ্যাণ্ড নামক উত্তম চিজ্‌ও প্রস্তুত হয়েছে। এটি ইংলণ্ড হইতে আনীত। বাঙ্গালার দ্রব্য নহে।

ইন্দ্র। (হাসিতে হাসিতে) আমরাও স্বর্গে শেক্‌হ্যাণ্ড প্রচলিত করিব।

দেবতারা একে একে ট্রেণে আরোহণ করিলেন। ক্রমে ট্রিং ল্যাটাং টাট্রিং ল্যাটাং শব্দে ট্রেণের বিদায়সূচক ঘণ্টাধ্বনি হইতে লাগিল। গার্ড সাহেব ষ্টেশন-মাষ্টারের সহিত গল্প করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। ওদিকে "পোঁ পোঁ" শব্দে বংশীধ্বনি হইল, অমনি ট্রেণ একবার সজোরে গাঝাড়া দিয়া ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল। সদাশিব কিছু দূর পর্য্যন্ত ট্রেণের সহিত দ্রুতপদে যাইয়া নারায়ণকে

কহিলেন, "নারায়ণ! কলিকাতায় পহুঁছে আমাকে পত্র লিখো।" এই সময় ট্রেণ প্ল্যাট্‌ফরক পার হইয়া "লটাপট" "ঝটাপট" "লটাপট" "ঝটাপট" শব্দে দৌড়াইল।

ক্রমে ট্রেণ মিরজাপুর প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া ধুম উদ্গার করিতে করিতে ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ, ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ শব্দ করিতে লাগিল। বরুণ চীৎকার করিয়া বলিলেন, "পিতামহ! উঠে দেখুন, যমুনাব্রিজের উপর গাড়ী এসেছে।" দেবতারা ব্যগ্রতার সহিত দ্বারের নিকট আসিয়া একদৃষ্টে পোল দেখিতে লাগিলেন। ট্রেণ মন্দগতিতে ব্রিজ অতিক্রম করিয়া পুনরায় হুপাহুপ্ শব্দে ছুটিতে লাগিল। দেবগণ আপন আপন স্থানে শয়ন করিয়া ইংরাজ জাতির ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

দুটি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া ট্রেণ আবার পূর্ব্বের ন্যায় "ঝন ঝন ঝনাৎ" "ঝন ছন ঝনাৎ" শব্দ করিতে লাগিল। এই সময় যাত্রিগণ একবার সজোরে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। বরুণ বলিলেন, "ঠাকুরদা! উঠে এসে দেখুন, সেটা যমুনা ব্রিজ নয় এইটে,—আমার তখন ভ্রম হয়েছিল।" দেবগণ সবিস্ময়ে একদৃষ্টে চাহিতে লাগিলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন, "পৃথিবীতে ইহাদের দ্বারা অসম্ভব কিছুই নাই। বাস্তবিক ইহারা একদিন স্বর্গের সিঁড়ি প্রস্তুত করিবে।"

নারায়ণ। পূর্ব্বের সে পোলটা কি? সেটাও ত প্রায় এম্নি বৃহৎ।

বরুণ। সেটা টোন্‌স্ ব্রিজ। সেটাও যমুনা ব্রিজের মত বৃহৎ বলিয়া অনেক সময়ে লোকের আমার ন্যায় ভ্রম হইয়া থাকে।

এই সময়ে ট্রেণ ধীরে ধীরে ষ্টেশনের মধ্যে প্রবেশ করিল। যাত্রিগণ মনের হরিষে উচ্চরবে ঘনঘন হরিধ্বনি করিতে লাগিল।

নারা। বরুণ! এত ষ্টেশন পার হয়ে এলাম—কোথাও ত এমন হরিধ্বনি শুনি নাই। এলাহাবাদে এত হরিনামের ধুম কেন?

বরুণ। প্রয়াগের মাঘ-মেলা উপস্থিত, এজন্য যে সমস্ত যাত্রী তীর্থ দর্শন অভিপ্রায়ে আসিয়াছে, তাহারা অভিলষিত স্থানে ট্রেণ উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া মনের আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিতেছে।

এই কথা শ্রবণে দেবগণেরও মনে আনন্দের উদয় হইল; তাঁহারা যাত্রিগণের সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে "হরি হরি বল" "হরি হরি বল" শব্দ করিয়া ধীরে ধীরে গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইলেন।

এলাহাবাদ

ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া দেবতারা একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়াগঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীত্রয়ের সঙ্গমস্থল অভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে ইন্দ্র কহিলেন, "বরুণ! অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এলাহাবাদে ঘর বাড়ী এত কম কেন?"

বরুণ। এলাহাবাদে বাড়ী ঘরের সংখ্যা কম, এজন্য ইহার আর একটি নাম ফকিরাবাদ। এখানকার পল্লীসকল পরস্পর এত দূরে অবস্থিত যে, এক একটিকে এক একটি ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম বলিয়া বোধ হয়।

ষ্টেশন হইতে বেণীতীর আড়াই ক্রোশ পথ। ঘোড়ার গাড়ীতে এই সামান্য পথ অতিক্রম করিতেও দেবগণের অত্যন্ত কষ্টবোধ হইতে লাগিল। ভাগ্যক্রমে গাড়োয়ান সে দিন একটা নূতন ঘোড়া জুতিয়াছিল। অনভ্যাসবশতঃ যাইবার সময় কখন সেটা শুইয়া পড়িবার—কখনবা দক্ষিণপশ্চিম দিকের নর্দ্দমায় গাড়ীসহ দেবগণকে উল্টাইয়া ফেলিবার বিধিমত প্রকারে চেষ্টা পায়। কেবল গাড়ীর পশ্চাৎ-ভাগের ঘেস্থড়ে তাঁহাদের বিপদের কাণ্ডারী হইয়া উদ্ধার করে। সে বেগতিক দেখিলেই ছুটিয়া গিয়া ঘোড়াটাকে উত্তমরূপ প্রহার পূর্ব্বক শিক্ষা দেয় যে—হাজার নষ্টামি কর, এ ভারবহনক্লেশ হতে তোমার নিস্তার নাই। বিধাতা তোমার অদৃষ্টে ছ্যাকড়াগাড়ী বহন লিখিয়াছেন। অতএব যত দিন জীবিত থাক, একটু একটু দানা জল খেয়ে এই কাজে প্রবৃত্ত হও। কেন আর অনর্থক প্রহার-যন্ত্রণা সহ্য কর। শমন না লওয়া পর্য্যন্ত তোমাদের নিস্তার নাই।

ক্রমে ক্রমে দেবগণের গাড়ী বেণীতীরের বিবিধ সামগ্রীপূর্ণ চকের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেবগণ দেখেন, নাপিতেরা ভাড়-বগলে ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়াছে। ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বরুণ! ওরা কারা? আর এত আনন্দিতই বা কি জন্য?"

বরুণ। উহারা প্রয়াগের পরামাণিক। মাঘ মাসে উহাদের পোয়াবারো, কারণ যাত্রীদিগের মাথায় ক্ষুর বুলাইয়া বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জ্জন করিবে। এ বৎসর যাত্রিসংখ্যা বেশী দেখিয়াই উহাদের আনন্দের পরিসীমা নাই।

বেণীঘাটের সন্নিকটে গাড়ী উপস্থিত হইবামাত্র এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ কেল্লা দেবগণের নয়নপথে পতিত হইল। দেবরাজ কহিলেন "বরুণ! দেখা যাচ্চে—ওটা কি?"

বরুণ। এলাহাবাদ ফোর্ট কেল্লা। এই দুর্গ, সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভয়ানক আকার ধারণ করিয়াছিল। দুর্গটি গঙ্গা এবং যমুনার সন্ধিস্থলে। ইংরাজেরা ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

ইন্দ্র। ইহা নির্ম্মাণ করে কে ?

বরুণ। ইহা বহুকাল পূর্ব্বে হিন্দুরাজাদিগের দ্বারা নির্ম্মিত। মধ্যে ধ্বংস হইয়া প্রাচীরমাত্র অবশিষ্ট থাকে, আকবর বাদসা পুনরায় ইহা নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করেন। এলাহাবাদের লোকে বলে—আকবর হিন্দু ছিলেন, শাপে মুসলমান হয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

নারা। তীর্থস্থানে একটা কেল্লা মেরামত করায় কি তিনি হিন্দু হলেন ?

বরুণ। না ভাই, তিনি হিন্দুদিগের মঙ্গলকর অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন ও তাঁহার আদান প্রদান ক্রিয়া কর্ম্ম যাহা কিছু—অধিকাংশই হিন্দুদিগের সহিত হইত। হিন্দুরাজাদিগের হস্তে তিনি বিশ্বাসপূর্ব্বক রাজ্যের অনেকগুলি প্রধান প্রধান কর্ম্ম দিয়াছিলেন। হিন্দু-মুসলমানকে তিনি কখন ভিন্ন ভাবিয়া পক্ষপাত করিতেন না। রাজা তোডরমল তাঁহার রাজস্বসচিব এবং মানসিংহ তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। আকবর জয়পুর-রাজ বিহ্যরী মলের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ও রাজা মানসিংহের ভগিণীর সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন।

নারায়ণ। আকবর হ'ল মুসলমান—রাজপুতেরা হিন্দু। হিন্দু ও মুসলমানে বিবাহ হওয়াতে অন্যান্য রাজারা কোন আপত্তি করিতেন না ?

বরুণ। রাজপুতেরা কন্যাদান করিয়া তাহাকে আর লইয়া আসিতেন না এবং তাহার হাতে খাইতেন না,—সুতরাং অন্যান্য রাজারা আপত্তি করিবেন কেন ?

নারা। আহা! মেয়েগুলার কি কষ্ট!

বরুণ। কষ্ট কিসে ?

নারা। কষ্ট নয় ? শ্বশুরালয়ে এসে পেঁয়াজ রসুন দিয়ে শুটকী মাছ ভাজা, কুঁকড়োর ঝোল, সপে বসে সানকিতে করে ভাত খাওয়া—হিন্দুর মেয়ের কষ্ট নয় ? জুতা পায়ে দিয়ে বেগম সাজা, আঁচল পেতে ওঠা বসা করতে করতে নেমাজ পড়া—হিন্দুর মেয়েদের কি কম কষ্ট ?

বরুণ। ক্রমে সয়ে যায়। দেখুন পিতামহ! ঐ কেল্লা হিন্দু, মুসলমান এবং ইংরাজ তিন জাতির স্বেচ্ছামত নির্ম্মিত হইয়াছে। ভারতের কত দেশ কত রাজ্য ধ্বংস হইল, কিন্তু এলাহাবাদের কেল্লা চিরকাল বর্ত্তমান আছে। কেল্লার মধ্যে পাতালপুরী। পাতালপুরীতে এক অক্ষয়বট ও শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

"চল আমরা দেখে আসি" বলিয়া পদ্মযোনি দেবগণসহ অক্ষয়বট দেখিতে চলিলেন। যাইবার সময় দেখেন, একজন সাহেব ও তৎপশ্চাৎ কতিপয় বাঙ্গালী রাস্তা দিয়া চলিয়াছে। অনুসন্ধানে জানিলেন, সাহেব একজন পাদরি, আর বাঙ্গালী কয়জন খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অন্ধকার হতে আলোয় এসেছে। বাঙ্গালী কয়জনের অর্থাভাবে গাত্রবস্ত্রগুলি মলিন, শরীরেও তাদৃশ লাবণ্য নাই। প্রত্যেকের কপোলে দুই চারি গাছি শ্মশ্রু বিরাজিত, বগলে বটতলা অঞ্চলে ছাপান চটি চটি পুস্তক; হঠাৎ দেখিলে বোধ হয়, ফেরিওয়ালারা বই ফেরি করিতে বাহির হইয়াছে। পুস্তক অকাতরে বিতরণ করা হচ্চে। নারায়ণ ছুটে গিয়া "ওগো আমাকে একখানা বহি দাও" বলিয়া চাহিয়া লইলেন।

বরুণ। কৃষ্ণ! ফেলে দাও, ফেলে দাও; দিয়ে প্রয়াগে মাথা মুড়াও। খৃষ্টানী বহি কি বলে ছুলে? জান, দেবতারা যদি জানতে পারেন, তোমাকে গোবর খাইয়ে প্রায়শ্চিত্ত করাবেন।

নারায়ণ। এ কি খৃষ্টানী বই? তা কে জানে! কাল রাত্রে তামাক বাঁধার কষ্ট হওয়াতেই বইখানা নিয়েছিলুম।

ব্রহ্মা। না, তুমি ফেলে দাও। বরুণ, ওরা কি গঙ্গাস্নানে এসেছে?

বরুণ। আজ্ঞে না; ঐ কর্ত্তারা মেলার স্থানে প্রায়ই আসিয়া দেখা দেন, এবং হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা করে লোকগুলোকে খৃষ্টান করবার চেষ্টা পান।

দেবগণ কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করিলে বরুণ কহিলেন, "এই কেল্লাটি নগর হইতে দূরস্থ ময়দানে অবস্থিত। দুই নদীর মিলিত কোণে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। ওদিকে দেখুন—আকবর বাদসার রাজবাটি। ঐ বাটি হইতে জলে নামিবার সিঁড়ি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ঐ সিঁড়িতে বসিয়া পূর্ব্বে মোগল রমণীগণ স্নান করিতেন।" ইহার পর দেবতারা পাতালপুরী দেখেন। ব্রহ্মা

অক্ষয়বট দেখিয়া বলিলেন, "গাছটি দেখে আমার সন্দেহ হচ্চে, বোধ হয় ইহার মধ্যে পাণ্ডাদিগের জুয়াচুরি আছে।"

ইন্দ্র। আজ্ঞে, মর্ত্ত্যের লোক আজকাল যেরূপ অর্থলোভী, ধর্ম্মের ভাণ করিয়া প্রতারণা করিবে বিচিত্র কি ?

ইহার পর দেবগণ ভীমের গদা দেখিয়া কেল্লা হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ত্রিবেণী তীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখেন অসংখ্য নাপিত, গঙ্গাপুত্র, পুরোহিত, দ্বিজ ও ভিক্ষুক যাত্রীদিগকে যেন পাঁটা ছেঁড়াছিঁড়ি করিতেছে। সকলেই দেখিলেন, পাণ্ডাগণ নিজ নিজ স্থান সকল অংশ করিয়া বসিয়া আছে। প্রত্যেকের দখলি অংশে বিভিন্ন প্রকার পতাকা উড়িতেছে। দেখিলে বোধ হয় যেন বন্দরে ইংরাজ, ওলন্দাজ ও ফরাসীদিগের বাণিজ্য-তরীতে নিশান উড়িতেছে, কাহারো বা পাণ্ডাদিগের সহিত দক্ষিণা লইয়া বচসা ও সেই সঙ্গে হাতাহাতি হইবার যোগাড় হইতেছে, কাহারো বা হাত হইতে ভিক্ষুকগণ পয়সা কাড়িয়া লইতেছে।

পদ্মযোনি গোলের মধ্য দিয়া জলের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং আবার উচ্চরবে "গঙ্গে—পতিতপাবনি, এস মা, একবার আমার কমণ্ডলুতে এস মা" বলিয়া রোদন আরম্ভ করিলেন।

বরুণ। করেন কি ? শেষে কি আত্মপ্রকাশ করে বসবেন ? ভয় নাই, আমি যেখানে পারি, তাঁহার সহিত আপনারা সাক্ষাৎ করাইয়া দিব।

নারা। ওঁকে নিয়ে বড় মুস্কিল হলো! যে আঁদাড়ে পাঁদাড়ে পুলিস ফিরচে, হয় তো ধরে নিয়ে পাগলা গারদে দেবে।

এই সময় নাপিত নিকটে আসিয়া ক্ষুর চোকাইতে লাগিল। ব্রহ্মা কহিলেন, "তোমরা একে একে মাথার চুলগুলো ফেলে দিয়ে ডুব দিয়ে ফেল।"

নারা। আমি মাথা কামাতে পারবো না।

ব্রহ্মা। কেষ্ট! বলিস কি ? মর্ত্ত্যের ভাব দেখে শুনে কি নাস্তিক হলি ? তীর্থের যা ধর্ম্ম, তা রাখ।

নারা। আমি পারবো না। আপনি জ্যেষ্ঠ আছেন—আপনি কামালেই আমাদের হল। আমরা বরং দক্ষিণাস্বরূপ পরামাণিককে কিছু ধরিয়া দিই।

"যা তোমাদের খুসি হয় কর, ক্রমে হিঁদুয়ানি সকলই গেল।" বলিয়া ব্রহ্মা

কামাইতে বসিলেন। গঙ্গার বিরহে তাঁহার দুনয়নে ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

এই সময় পূর্ব্বপরিচিত পাদরি সাহেব সদলে পিতামহের নিকটে আসিয়া "বুড্ডা, টুমি গঙ্গা গঙ্গা বলিয়া কাঁদিটেছে। কি পরিটাপ! জল হইয়া কখন ডেখা দিটে পারে ?" বলিয়া চলিয়া গেল।

ইন্দ্র। সাহেব বেশ কপচাইয়া গেল। বরুণ! ঐ কাদায় পড়ে একটা প্রকাণ্ড মূর্ত্তি কি ? আর কাদাতেই বা পড়ে কেন ?

বরুণ। উহা হনুমানের প্রতিমূর্ত্তি। বোধ হয়, হনুমানের মনে মনে অহঙ্কার ছিল যে, তাঁহার তুল্য বীর আর জগতে নাই, তিনি ভিন্ন কাহার সাধ্য এমন দুর্জ্জয় সাগর বন্ধন করে! কিন্তু সম্প্রতি যমুনার ব্রিজ দেখে স্থির করিলেন, "না—আমার বাবাও আছে, অতএব বৃথা গর্ব্বজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রয়াগে মাথা মুড়াই।" মাথা মুড়ান শেষ হইলে আবার ভাবিলেন—"কোন মুখে আর এমুখ দেখাইব ? অতএব কাদাতেই পড়ে থাকি।" এজন্য কাদায় পড়ে আপসোষ করছেন।

ইন্দ্র। ভিন্ন ভিন্ন আকারের জল দেখে তো গঙ্গা, যমুনা, এবং সরস্বতীকে বেশ চিনে লওয়া যায়।

এই সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণীতে নানারূপ দেবমূর্ত্তি সাজাইয়া পাণ্ডাগণ সন সন বেগে দেবগণের নিকট দাঁড় টানিয়া আসিল এবং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রার্থনা করিতে লাগিল। নারায়ণ তাহাদিগকে হাঁকাইয়া বিদায় করিলেন।

দেবগণ স্নান সমাপনান্তে তীরে উঠিয়া দেখেন, পূর্ব্বপরিচিত পাদরি সাহেব বক্তৃতা করিতেছেন, আর দেশের অশিক্ষিত ছোটলোক তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া শুনিতেছে। সাহেব বলিতেছেন :—

"হায়, এ অপেক্ষা কি পরিটাপ আছে। যে জল, যে সামান্য জল, বাঙ্গালী! টোমরা টাহাকেও ডেবটা বলিয়া পূজা করিটেছে, টাহার নিকট মাটা মুডাইটেছে। অটএব টোমরা বড্ অবিক্কার ডুর কর, এক্ষণে অন্ঢকার হইটে আলোয় আইস। প্রভু যীশুর নিকট ক্ষমা চাও, টাঁহার নিকট পরিটাপ কর, টিনি টোমাডিগকে উড্ডার করিবে।"

নিকটে একজন বাঙ্গালী যুবা উপস্থিত ছিল। সে এই সময় দ্রুতবেগে আসিয়া

একজন দেশী খৃষ্টানের হাত ধরিয়া কহিল, "দাদা, তোমরা কি আলোয় এসেছ?" খৃষ্টান মাথা নাড়িয়া কহিল, "কিছু কিছু।"

নারা। সাহেব বেশ বাঙ্গালা বলে, মরে কেবল ত স্থানে ট এবং দ স্থানে ড উচ্চারণ করে।

পাদরি। হে ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বর জগটের প্রটি এমনই প্রেম কড়িলেন যে, টাঁহার একজাট পুট্র যীশুকে জগটে পাঠাইলেন যে, যে কেহ অনুটপ্ট হইয়া টাঁহাড় শড়ণ লইবে, সেই নিষ্টাড় পাইবে। যীশু জগটের পাপের জন্য আপনার প্রাণ ডিলেন, আপনার ড়কৃট ডিয়া জগতের উড্ডার করিলেন। টোমরা সেই সডাপ্রভুকে ডাক, টিনি ভিন্ন কেহ টোমাডের পাপ টাপ ডুর কড়িতে পাড়িবে না। আর ডেখ—

পূর্ব্বোক্ত বঙ্গীয় যুবা এই সময়ে বাধা দিয়া বলিল—"দেখ সাহেব যীশুকে আমি ভক্তি করি, তিনি যথার্থই একজন মহাপুরুষ ছিলেন। কিন্তু তিনি ভিন্ন জীবের মুক্তিদাতা কেহ নাই, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। ঈশ্বরকে যে প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে পারিবে, যে যথার্থই তাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইবে, ভগবান্ তাঁহাকেই কোলে তুলিয়া লইবেন। অন্য সকল কাজ বরাত দিয়া চলিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম কখনও বরাত দিয়া চলিতে পারে না। যদি পাপের জন্য প্রকৃত অনুতাপ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে হরি, যীশু, মহম্মদ কাহাকেও ডাকিতে হইবে না, মুক্তি আপনিই হইবে। ঈশ্বরকে কি তুমি এমনই পক্ষপাতী মনে কর যে, তিনি বলিয়াছেন, যত বড় ধার্ম্মিকই হওনা কেন, যীশুকে না ডাকিলে আমাকে পাইবে না, বা যত পাপই কর না কেন, যীশুকে ডাকিলেই সকল পাপ দূর হইবে? এ সব মূর্খ ভুলান কথা ছাড়িয়া দাও। সকল ধর্ম্মেরই লক্ষ্য এক; কোন ধর্ম্মের নিন্দা করিও না, ইহা বোধ হয় স্বয়ং যীশুরও অভিপ্রেত নহে। দেখ, হিন্দুধর্ম্ম কত উদার! হিন্দুধর্ম্ম কোন ধর্ম্মের গ্লানি করে না, বরং অন্য ধর্ম্মের গ্লানি করায় পাপ হয় বলিয়াছে।

ব্রহ্মা। বেশ বলেছ বাবা, বেশ বলেছ!

যাহারা শুনিতেছিল, তাহাদের অনেকেও যুবকের কথায় সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। পাদরী সাহেব বেগতিক বুঝিয়া সদলবলে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—"বাঙ্গালী লোক বর চালাক হইটেছে। আমি প্রট্যেক গ্রাম হইতে মিশনারি স্কুলগুলো উঠাইটে লিখিবে।"

দেবতারা সে দিন চকের সন্নিকটস্থ পদোর মার দোকানে বাসা করিলেন। পদোর মা অর্থাৎ পদ্মলোচনের মা। লোকে পদ্মলোচনের মাকে প্রথমতঃ পদ্মর মা পরিশেষে পদোর মা বলিয়া ডাকিত। পদোর মার একখানি সামান্য মুদিখানার দোকান আছে। দোকানের সমস্ত কার্য্য তাহাকে নিজেই করিতে হয়। পদো ঘোর বাবু; সে রাত্রিদিন আমোদেই আছে, সময়ে চাট্টি খায় মাত্র। পদোর মার গুণ বিস্তর। সে যাত্রী পেলে মহাখুসি! কাহাকেও কোন কষ্ট পাইতে হয় না; নিজের দোকান হইতে চাল, ডাল, তরিতরকারি দিয়ে ও নিজে বাটনা বেটে, কুটনো কুটে সব ঠিকঠাক করিয়া দেয়, কেবল নামাইয়া খাইতে যা কষ্ট; পদোর মার দোষ এই, সে যাত্রীদিগের নিকট প্রথমে কিছু পয়সার কথা বলে না, কিন্তু শেষে সর্ব্বনাশ করে;—যদি এক ছটাক ঘি দিয়া থাকে, তাহার স্থানে একপোয়া, অর্দ্ধ সের ডালে এক সের, এই প্রকারে মস্ত একটা ফর্দ্দ আনিয়া দেয়। পসার বজায় রাখিবার জন্য ঘরভাড়ার একটি পয়সাও লয় না।

আমাদের দেবতারা পদোর মার দোকানে আহারাদি করিয়া অপরাহ্লে আলোপীবাগে আলোপীদেবী দর্শনে যাত্রা করিলেন। ত্রিবেণীতীর হইতে এই মন্দির এক মাইল দূরে অবস্থিত। মন্দিরের সম্মুখে অনেকগুলি বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ ও শিবমন্দির আছে। তথায় উপস্থিত হইয়া পদ্মযোনি কহিলেন, "আহা! স্থানটিতে এসে মনে যেন এক অভিনব ভাবের উদয় হইল। আলোপী দেবীর উৎপত্তির কারণ কি বরুণ?"

বরুণ। দক্ষালয়ে শিবনিন্দাশ্রবণে সতী প্রাণত্যাগ করিলে দেবাদিদেব মহাদেব ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া সেই মৃত-শরীর মস্তকে বহন করিয়া ত্রিলোক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। নারায়ণ তদ্দর্শনে নিজ চক্র দ্বারা ঐ শব ৫২ খণ্ডে বিভক্ত করেন। সেই ৫২ খণ্ডের এক এক খণ্ড যে যে স্থানে পতিত হয়—দেবী সেই স্থানে অদ্যাপি এক এক মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন। প্রয়াগে তাঁহার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি পড়ায় আলোপী-দেবীমূর্ত্তি হইয়াছে।

দেবগণ মন্দির প্রবেশ করিয়া দেখেন, দেবী এক বৃহৎ তাম্র-সিংহাসনের উপর বিরাজ করিতেছেন। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে বসিয়া ব্রাহ্মণগণ সুমধুরস্বরে বেদপাঠ করিতেছেন।

এস্থান হইতে দেবতারা মুখুয্যে ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বপুরুষ বিখ্যাত ভরদ্বাজ আশ্রম

দেখিতে চলিলেন। রাস্তার উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষ থাকায় সন্ধ্যার পূর্ব্বে বড় শোভা ধারণ করিয়াছিল। যাইয়া দেখেন অনেকগুলি শিবমন্দির রহিয়াছে। তাঁহারা উপস্থিত হইবামাত্র পাণ্ডাদিগের যুবতী কন্যারা পয়সার জন্য এমন বিরক্ত করিতে লাগিল যে পলাইয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। দেবগণ সে রাত্রি পদোর মার দোকানে কম্বল মুড়ি দিয়া কাটাইয়া প্রাতে বেণীঘাটে স্নান করিতে চলিলেন।

ঘাটে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মা কহিলেন, "বরুণ! এই মন্দিরাধিষ্ঠিত বিষ্ণুমূর্ত্তির নাম কি?

বরুণ। বিষ্ণুমূর্ত্তির নাম বেণীমাধব। বেণীমাধবের নাম অনুসারে ঘাটের নাম বেণীমাধবের ঘাট হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র বনবাসে যাইবার সময় এই ঘাটে পার হইয়াছিলেন। পার হইয়া কিছু দূর যাইলে গুহক চণ্ডালের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।

ইন্দ্র। পরপারে ও বাড়ীঘর কাহার?

বরুণ। হবাচন্দ্র রাজার। লোকে যে কথায় বলে "হবাচন্দ্র রাজার গবাচন্দ্র মন্ত্রী"—সেই হবাচন্দ্র রাজা ঐ স্থানে রাজ্য করিতেন।

ইন্দ্র। হবাচন্দ্র রাজার রাজ্যশাসন কিরূপ?

বরুণ। লিখে লও, তোমাদের উপকার দেখতে পারে। হবাচন্দ্র দেখিলেন সকল রাজাই দিবসে রাজকার্য্যের আলোচনা করেন এবং বাজারে চাল, ডাল, মুড়ি, মুড়কী, গজা মতিচুর ভিন্ন ভিন্ন দরে বিক্রয় হয়। তিনি নিয়ম করিলেন, তাঁহার রাজ্যে রাজকার্য্য প্রভৃতির আলোচনা দিবসে না হইয়া রজনীযোগেই নির্ব্বাহ এবং বাজারের প্রত্যেকে দ্রব্য এক দরে ও ওজনে বিক্রয় হইবে। প্রত্যেক প্রজাকে রজনীতে স্নান আহার পূজা আহ্নিক আদি করিতে হইবে। ঐ সময় আলো জেলে বাজার হাট বসিবে, কৃষকেরা মশাল হাতে করে লাঙ্গল চষিবে। দিবসে প্রত্যেকে দ্বার বন্ধ করিয়া নিদ্রা যাইবে ও চৌকিদার চৌকী হাঁকিয়া পথে পথে ফিরিবে।

ইন্দ্র হাস্য করিয়া কহিলেন, "হবাচন্দ্র রাজার রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা মন্দ নয়!"

এখান হইতে দেবগণ রাজা বাসুকি দেখিতে যান। ইনি একটা বাঁধা ঘাটের উপর মন্দির মধ্যে আছেন। মন্দিরটি বৃহদাকার সর্পের দ্বারা বেষ্টন করা

রাজা বাসুকির ঘাট বড় উৎকৃষ্ট ; নগরের মধ্যে এই ঘাটটি প্রধান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখান হইতে সকলে শিবকোটি দেখেন। কথিত আছে, রামচন্দ্র বন গমন সময়ে এই শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। ইহাকে পূজা করিলে কোটি শিবপূজার ফল প্রাপ্ত হাওয়া যায় বলিয়া শিবকোটি নাম হইয়াছে। অবশেষে দেবগণ যমুনার উপরিস্থ লৌহনির্ম্মিত সুদীর্ঘ সেতু দেখিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। যখন তাঁহারা পোলের নীচে দাঁড়াইয়া সেতুর গুণাগুণ বর্ণন করিতেছেলেন, তখন উপর দিয়া "স্যাঁৎ স্যাঁৎ হুপা হুপ" "স্যাঁৎ স্যাঁৎ হুপাহুপ" শব্দে একখানি ট্রেণ চলিয়া গেল, দেবতারা একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

বরুণ। দেখুন পিতামহ, এই লৌহনির্ম্মিত সেতু তিন ভাগে বিভক্ত। উপর দিয়া বাষ্পীয় শকট যাতায়াত করিতেছে। উহার নিম্নে মনুষ্যগণের যাতায়াতের পথ। তাহার নিম্ন দিয়া জলযান সকল গতায়াত করিয়া থাকে।

নারা। যমুনা যে আগ্রায় পিতামহের নিকট কাঁদিয়াছিল, তাহার এক্ষণে প্রকৃতই কাঁদিবার দিন। কারণ, সে তিন স্থানে বন্ধন-দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ দিল্লীতে ; দ্বিতীয়তঃ আগ্রায়, এবং সর্ব্বশেষে প্রয়াগে। যমুনা বহুকাল আদরের সহিত ভারতে বিচরণ করিয়াছে। ভারতের ইতিহাস যমুনার যেমন জানা আছে, এমন আর কাহারও নাই। যমুনা অনেক যুদ্ধ স্বচক্ষে দেখিয়াছে এবং যুদ্ধের শবও বহন করিয়াছে—এমন কি, এক সময়ে সে বীরপুরুষদিগের রক্ত নিজ গাত্রে মাখিয়া রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। আজ দেখুন, সেই যমুনা ভারত-বাসীদিগের সহিত কি দুরবস্থাই প্রাপ্ত হইয়াছে! এক সময়ে এই যমুনা-জলে ভারত-রমণীগণ নির্ভয়ে অবগাহন করিত। এক সময়ে এই যমুনা পুলিনে ভারত-রমণীগণের চরণনূপুরের সুমধুর শব্দ হইত, আজ সেই যমুনা শুষ্কপ্রায় হইয়া মন্দগতিতে বহিতেছে! আজ রেলের চাকায় সেই যমুনার শরীর ক্ষতবিক্ষত হইতেছে! পিতামহ! এই যমুনাতীরে আমার মথুরাপুরী ; আমি যখন বালস্বভাব প্রযুক্ত এইখানে কদমগাছে বসিয়া বাঁশীর গান করিতাম, সেই সময়ে পাগলিনী যমুনা উজান বহিয়া শুনিতে আসিত। আজ সেই যমুনার দুঃখ দেখে আমার দুঃখ ধরে না! ঠাকুরদাদা! যমুনা চিরকাল রাজভোগে থাকিয়া আজ দাসী। যমুনা চিরকাল স্বাধীনা থাকিয়া আজ পরাধীনা! এ অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি আছে?

দেবগণ এইরূপ দুঃখ করিতে করিতে বাসায় আসিলেন। তাঁহারা অপরাহ্নে খসরুবাগ দেখিতে যান। তথায় উপস্থিত হইয়া বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! এই উদ্যানটি সম্রাট-পুত্র খসরু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উদ্যানের চতুর্দিকে যে অত্যুচ্চ প্রাচীর দেখিতেছেন, উহা এলাহাবাদের কেল্লা নির্ম্মাণ হইলে যে দ্রব্যসামগ্রী অবশিষ্ট থাকে, তাহা দ্বারা নির্ম্মিত।"

দেবগণ একটি বৃহৎ ফটক দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত রাস্তা দিয়া চলিলেন। যাইতে যাইতে ইন্দ্র কহিলেন, "বরুণ! দেখা যাইতেছে ও দুটো কি?"

বরুণ। ও দুটি পুরাতন মসজিদ। ওদিকে দেখ—মাটির মধ্যে একটী গৃহ। এই উদ্যানে এমন চমৎকার চমৎকার বৃক্ষ লতা আছে যে, আমি তৎসমুদয়ের নাম জানি না। ওদিকে সরাই; ঐ সরায়ে আসিয়া যাত্রিগণ বাসা করিয়া থাকে। সরায়ের সন্নিকটে একটি কূপ ও তাহার মধ্যে নামিবার সিঁড়ি আছে।

দেবগণ খসরুবাগ হইতে যুম্মা মস্‌জিদ দেখিয়া প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময় বরুণ পথিমধ্যে সেই পূর্ব্ব পরিচিত বাঙ্গালী যুবাকে (যিনি পাদরী সাহেবের সহিত তর্ক করিয়াছিলেন) দেখিতে পান। ব্রহ্মা যুবাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি তো বাঙ্গালী দেখিতেছি। তোমার নামটী কি বাবা?"

যুবা। নিশিকান্ত সেন।

ব্রহ্মা। জাতি?

যুবা। বৈদ্য।

"কুলাঙ্গার! তোর গলায় পৈতা কৈ?" বলিয়া ব্রহ্মা সজোরে এমনি একটি ধাক্কা দিলেন যে, যুবা পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল।

বরুণ। ঠাকুরদা! এত রাগ্‌লেন কেন? পৈতা উহার কোমরে আছে।

ব্রহ্মা। কেন—ঘুন্‌সীর অভাবে কি বৈদ্যের পৈতা ব্যবহার?

বরুণ। আজ্ঞে, অনেকে বলে বৈশ্যজাতির গলায় পৈতা ব্যবহার করা উচিত নহে।

ব্রহ্মা। যারা বলে, তারা ভ্রান্ত।

ইন্দ্র। বৈদ্যেরা গলায় পৈতা ব্যবহার করতে পারে?

ব্রহ্মা। পারে না? ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক শাস্ত্রবিধানে বিবাহিত বৈশ্য পত্নীতে যে

পুত্র জন্মে, তাহারা অম্বষ্ঠ, বৈদ্য জাতি সেই অম্বষ্ঠ, অতএব গলায় পৈতা ব্যবহার করিতে পারে না?

বরুণ। অনেক ব্রাহ্মণ বলেন, বৈদ্যজাতি গলায় পৈতা রাখিলে ভ্রমবশতঃ তাঁহারা যদি প্রণাম করেন, এজন্য উহাদের কোমরে পৈতা রাখা উচিত।

ব্রহ্মা। যে ব্রাহ্মণ এ কথা বলে, শাস্ত্রে তাহার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। কি আশ্চর্য্য! যখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—তিন বর্ণের পৈতাধারণের অধিকার আছে, তখন পৈতা গলায় দেওয়া দেখেই প্রণাম না করে, অগ্রে পরিচয় লইলেই ত সকল গোল মিটে যায়। শাস্ত্রে কি পৈতা গলায় দেখিলেই প্রণাম করিতে হইবে, এমন কোন কথা আছে?

যুবা। ঠাকুর! আমি প্রায়শ্চিত্ত করে প্রয়াগে মাথা মুড়িয়ে আবার যদি পৈতা গ্রহণ করি, তাকি হতে পারে না?

ব্রহ্মা। আচ্ছা তাই করো। তুমি এখানে কর কি?

যুবা। আজ্ঞে, আমি রেলওয়ে অফিসের কেরাণী।

ব্রহ্মা। "না, তোমার প্রায়শ্চিত্ত নাই। কেরাণীগিরি করতে মরতে এসেছ প্রয়াগে? দেশে গিয়ে পাঁচন বেচে খাওগে না? ব্রাহ্মণ ও অপর বর্ণের চিকিৎসার জন্য তোমাদিগের সৃষ্টি। এক্ষণে কি না নিজ ব্যবসা ছেড়ে দাসত্ব করে নরকে যেতে বসেছ? রোগীর মুখে মৃত্যুর পূর্ব্বে যদি একটা লাল বড়ি পড়ে, তা হলেও উদ্ধার হয়, এ জেনেও নিজ ব্যবসা ছেড়ে কি পাপে ডুবছ—ভাব দেখি? বিলাতের জল খাইয়ে লোকগুলোকে নরকে ফেলার ফল তোমাদেরই ভুগতে হবে। অচিকিৎসার দরুণ মৃত্যুর জবাবদিহি তোমাদিগকেই যমালয়ে করতে হবে। ধিক! তোমাদের বৈদ্যজাতিকে ধিক!" বলিয়া, দেবতারা চলিয়া গেলেন। যুবাও অবনতমস্তকে একদিকে প্রস্থান করিল।

দেবতারা পরে এলফ্রেড পার্ক দেখিতে যান। সেখানে গিয়া বরুণ বলিলেন, "ডিউক অব এডিনবরার নাম অনুসারে এই বাগানের নাম এলফ্রেড পার্ক হইয়াছে।"

ইন্দ্র। বাগানটি খসরুবাগ অপেক্ষা বৃহৎ। বরুণ! সম্মুখে ওটা কি?

বরুণ। বিশ্রামবেদী। প্রস্তরনির্ম্মিত বেদিটি নির্ম্মাণ করিতে নীলকমল

মিত্র নামক এক ব্যক্তি অনেক টাকা ব্যয় করেন। ওদিকে দেখ থর্ণহিলস মেমোরিয়াল। ঐ গৃহের ভিতরটি বড় মনোহর!

এই সময় একটি সাহেব এবং একটি মেম অশ্বারোহণে উদ্যান-ভ্রমণে আসিল। দেবতারা আর কখন মেয়ে-মানুষকে ঘোড়ায় চাপিতে দেখেন নাই; সুতরাং আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চাহিতে লাগিলেন। সাহেব বিবি উভয়ে কি কথোপকথন করিয়া দুজনেই অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিয়া বিদ্যুতের ন্যায় অদৃশ্য হইল। তখন পদ্মযোনি উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ধন্য তোমাদের সাহস, ধন্য তোমাদের লীলাখেলা! মেয়ে পুরুষ সকলেই সমান! য়্যাঁ! ঘোড়ায় পাছে লাথি মারে—এই ভেবে আমরা ঘোড়ার কাছ দিয়ে হাঁটিনে। 'শতহস্তেন বাজিনঃ' বলিয়া বিধান দিয়া থাকি।"

এখান হইতে দেবগণ হাইকোর্ট, মিয়র্স্ কলেজ প্রভৃতি দেখিয়া বাসায় আসিলেন এবং পদোর মাকে বলিলেন, "পদোর মা, তোমার কত পাওনা হ'ল হিসাব করে লও, আমরা চল্লেম।"

পদোর মা মনে মনে মহা-দুঃখিতা হইল। তাহার মনের ভাব—আর কিছু দিন থাকিলে বেশ দশ টাকা হাত করিত। যাহা হউক, সে তৎশ্রবণে হাতে বহরে খুব লম্বা একটি ফর্দ্দ আনিয়া দিল,—সেটা পদোর হাতের লেখা। দেবতারা ফর্দ্দ দেখে অবাক! পদোর মা করলে কি! আগে দর দস্তুর ক'রে দ্রব্যাদি না লইয়া তাঁহারা নিজেই বোকা হইয়াছেন। অতএব কথা কহিতে সাহস হইল না। কেবল বরুণ কহিলেন, "পদোর মা, আর হাতী টাতী আসে?"

পদোর মা। (সক্রোধে) এখানেও লাগ্‌লে? যার জন্যে দেশ ছেড়ে পালিয়ে এলাম, আবার এখানেও তাই? তোমার কি ক'রেছি বল তো?

"না পদোর মা, এই নেও, তোমার টাকা নেও" বলিয়া বরুণ টাকাকড়ি চুকাইয়া দিয়া দেবগণ সহ ষ্টেশন অভিমুখে চলিলেন।

যাইতে যাইতে নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ! পদোর মাকে হতী আসে কি না জিজ্ঞাসা করায় ও অমন রেগে উঠ্‌লো কেন?"

বরুণ। বাল্যকালে পদোর গান-বাজনায় বড় সখ ছিল। উহাদের বাসস্থান সোণাখালি। গ্রামের ভদ্রলোকেরা এক সময়ে একটা কবির দল করেন। তাঁহাদের

দলটি উত্তম হইয়াছিল। ঐ দল দেখে পদোও রাজ্যের চোয়াড় একত্র করে একটি কবির দল করে। বাবুদের সখ ফুরাইলে, দলটি ভাঙ্গিয়া যায়; কিন্তু পদোর দল জীবিত থাকে। এই সময়ে গোবরডাঙ্গার বাবুরা সোণাখালির কবির দল উত্তম হইয়াছে শুনিয়া তাঁহাদের কোন বন্ধুকে অবশ্য অবশ্য ঐ দল পাঠাইতে লিখেন। বন্ধু পত্রপাঠে বিবেচনা করিলেন—বাবুদের দল তো ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তবে বোধ হয় পদোর দল পাঠাইতে লিখিয়া থাকিবেন। অতএব তিনি পদোকে সম্মত করিয়া গোবরডাঙ্গায় পত্র লেখেন। বাবুরা তদনুসারে কয়েকটা হাতী পাঠাইয়া ঘরদ্বার ঝাড়লণ্ঠন দ্বারা ভালরূপে সাজাইতে আরম্ভ করেন। এদিকে পদ্মনাথ সবান্ধবে হস্তী আরোহণে গোবরডাঙ্গা অভিমুখে চলিলেন! দলটি দেখিয়া বাবুদের মনে ঘৃণা হয়, কিন্তু গুন থাকিলেও থাকিতে পারে ভাবিয়া বাসা দেন এবং পোলাও কালিয়াগুলো প্রস্তুত হইয়াছে, অনর্থক ফেলা যাবে ভাবিয়া খাইতে দেন। ছোট-লোক—কখন ভাল দ্রব্য চক্ষে দেখে নাই, অতএব এক একজন গাণ্ডে পিণ্ডে গিলে আর নড়্‌তে পারে না, কিন্তু কি করে—যে জন্যে আসা তা কর্‌তেই হবে ভাবিয়া সকলে কষ্টে স্যষ্টে আসরে গিয়ে দেখা দেয়। আসরে উপস্থিত হইয়া দেখে ঝাড় লণ্ঠনে এলাহি কারখানা করে ফেলেছে! এরা কখন বাতির আলোয় গান করে নাই, সুতরাং গালে হাত দিয়া ভাব্‌তে লাগ্‌ল। ওদিকে ঢুলীরা এই সময় ঢোলে চাঁটি দিয়া "ঘাঁ ঘিচা ঘাঁ" "ঘাঁ ঘিচা ঘাঁ" বাদ্য আরম্ভ করিল ষণ্ডার দলের তখন কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া মাটি কাঁপাইয়া তালে তালে নৃত্য দেখে কে? অনেকক্ষণ নৃত্যের পর সকলে মুখোমুখি হয়ে ঠিক ডাকাত পড়ার মত একটা বিদকুটে চীৎকার করে গলা সেধে লয় এবং শ্রেণীবদ্ধ হয়ে এই ভাবে দাঁড়ায়, যেন বন্দুকে বারুদ প্রভৃতি মজুদ, এক ফুল্কি আগুনের অভাব। এই সময় পদ্মনাথ খাতা হাতে লইয়া সকলের পশ্চাদ্ভাগে আসিয়া বাতির আলোতে ঝাপসা দেখে যেমন বলেছে "আ মলো! দেখতে পাইনে যে" অম্নি দোয়ারেরা গান ভেবে নাচিতে নাচিতে ধরে ফেল্লে— "আ! মলো, দেখতে পাইনে যে।" পদো অমনি বল্লে "মর বেটারা কল্লি কি?" দোয়ারেরা চীৎকার করিয়া গাহিল "মর বেটারা কল্লি কি?" বাবু এই সমস্ত দেখে শুনে একজনকে ধ'রে আগাপাশতলা মারেন। পদো এবং দুই একজন কোন প্রকারে পালিয়ে আসে। পদো বাড়ী এলে গ্রাম শুদ্ধ ছেলে বুড়ো একত্র হয়ে ক্ষেপাতে থাকে। কেহ বলে "হ্যাগা পদোর মা। তোমাদের

বাড়ীতে নাকি হাতীতে নেদে গিয়েছে?" কেহ বলে "হ্যাগা পদোর মা! এবার হয় ত তোমাকেই হাতিতে উঠতে হবে।" এইরূপ ব্যঙ্গ করাতে ইহারা ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে এক দিন রজনীযোগে বাড়ীঘর ফেলে প্রয়াগে এসে মুদিখানার দোকান খুলে বাস করিতেছে।

"পদোর জীবনচরিত মন্দ নয়" বলিয়া সকলে ষ্টেশনে যাইয়া দেখেন, টিকিট দিবার বিলম্ব আছে। ব্রহ্মা কহিলেন, "বরুণ, এলাহাবাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বল।"

বরুণ। এলাহাবাদ অতি প্রাচীনকালের বৃহৎ নগর। এখানে বাদসাহী মণ্ডাই, রাণীমণ্ডাই, কর্ণেলগঞ্জ, কীটগঞ্জ, মূটগঞ্জ প্রভৃতি অনেকগুলি পল্লী আছে। এখানে অনেক বাঙ্গালী বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে আসিয়া বাস করিয়া থাকেন। রাস্তাঘাট বেশ পরিষ্কার ও প্রশস্ত। এখানকার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। মাঘ মেলার সময় এখানে দূরদেশ হইতে অনেক সাধু মোহান্ত ও যাত্রী উপস্থিত হইয়া থাকে। ঐ সময় অনেক রাজা রাজড়া ধনী আসিয়া যোগদান করেন। মেলার সময় দ্রব্যাদি অত্যন্ত মহার্ঘ হয়।

এই সময় টিকিট দিবার ঘণ্টা দিল। দেবগণ মিরজাপুরের টিকিট লইয়া ট্রেণে উঠিলেন।

মিরজাপুর

ষ্টেশনে নামিয়া দেবতারা একটি প্রস্তরনির্ম্মিত কেল্লার নিকট দিয়া চকের মধ্যে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং অসংখ্য দোকান দেখিয়া সকলে স্নানার্থ জাহ্নবী অভিমুখে চলিলেন। ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইয়া দেখেন অনেকগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত বাঁধাঘাট রহিয়াছে। জলে অসংখ্য তরী ভাসিতেছে। তরীগুলির মধ্যে কোনখানির উপর মুসলমান মাজীরা বসিয়া সান্‌থিতে ভাত খাইতেছে। কোনখানিতে "কড়্ কড়্" শব্দে পাল তুলিতেছে। কোনখানির অর্দ্ধ-উন্মুক্ত পাল বায়ুভরে পটাপট্ শব্দ করিতেছে। নারায়ণ একদৃষ্টে নৌকা দেখেন আর বরুণকে জিজ্ঞাসা করেন "এখানি এ আকারের কেন? ওখানি ও আকারের কেন?" বরুণ। "ইহার নাম পলোয়ার, উহার নাম ফুক্‌নী" ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা। নৌকা দেখে আর কি হবে? এস একে একে স্নান সারিয়া লই!

ইন্দ্র। এখানে এত বাহাদুরি কাষ্ঠ কেন?

বরুণ। এ স্থানটি ঐ কাষ্ঠ বিক্রয়ের একটি প্রধান বন্দর। এখানে কাষ্ঠ খরিদ করিলে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

ইন্দ্র। আমার বৈঠকখানার ছাদ বদলাইতে হইবে—এজন্য দু'একটা কাষ্ঠের প্রয়োজন ছিল। এখান হইতে লইয়া যাইবার কি সুবিধা হইবে না?

সকলে স্নান করিতে জলে নামিবেন, এমন সময়ে বরুণ কহিলেন, "মিরজাপুরে অত্যন্ত চোরের উপদ্রব, অতএব সকলে এক সঙ্গে স্নান না করিয়া এক একজন পাহারা থাকা আবশ্যক।"

"ঘাটে অপর লোক নাই, একটি করে ডুব দিতেই কে আর তার ভিতরে চুরি করিবে?" বলিয়া পিতামহ যেমন জলে নামিবেন অমনি দেখেন, নিকটে এক সন্ন্যাসী নয়ন মুদ্রিত করিয়া আছেন। তদ্দর্শনে তিনি দেবগণকে সন্ন্যাসীর নিকট দ্রব্যাদি রাখিতে আদেশ করিয়া কহিলেন "ঠাকুর! এগুলোর প্রতি একটু নজর রাখিবেন।" সন্ন্যাসী ঈষৎ হাস্য করিয়া ঘাড় নাড়িয়া সম্মতির লক্ষণ প্রকাশ করিলে, দেবতারা নিশ্চিন্ত মনে জলে নামিয়া গামছার গা মলিতে লাগিলেন। এই সুযোগে ভণ্ড সন্ন্যাসী একটা বৃহৎ পোঁটলা অপহরণ করিয়া পলায়ন করিল।

দেবতারা স্নান করিয়া উঠিয়া দেখেন সন্ন্যাসী নাই। তখন অনুসন্ধানে প্রকাশ হইল—নারায়ণের আগ্রা প্রভৃতি স্থানের খরিদা গালিচা দুলিচার পোঁটলাটি চুরি গিয়াছে।

নারা। বেটা মলো মলো—আমারই মাথায় হাত বুলালে?

ব্রহ্মা। বরুণ! একি! য়্যাঁ! সন্ন্যাসী-বেশে চোর! সাধু-বেশে অসাধু! মানুষকে ত চেনা ভার!

বরুণ। ভাগগি ক্যাস বাক্সটা হাত করেনি! তা হলেই কলকেতা যাওয়া ঘুরিয়ে দিত।

এখান হইতে দেবতারা ভোগমায়া দেখিতে গমন করেন। উপস্থিত হইয়া দেখেন—ষণ্ডা ষণ্ডা পাণ্ডারা আসিয়া তাঁহাদিগকে টোপঘেরা করিল। উহাদের

আকারপ্রকার যেমন কদর্য্য, তেমনি কর্কশ। দেখিলে আত্মাপুরুষ শুকাইয়া যায়। দেবতারা স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন, এরা বোমবেটে ডাকাত।

বরুণ। পিতামহ! ঐ যে পিতলের স্তম্ভ দ্বারা বেষ্টিত সঙ্কীর্ণ গৃহমধ্যে দেবীমূর্ত্তি বসিয়া আছেন, উনিই ভোগমায়া। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে দেখুন, আরো অনেক দেবীমূর্ত্তি রহিয়াছে।

এই সময় পাণ্ডাগণ পয়সার জন্ত অত্যন্ত বিরক্ত করায় দেবতারা আর মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিলেন না। একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া বিন্ধ্যাচল পর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রী যোগমায়ার (অষ্টভূজা বা বিন্ধ্যবাসিনীর) দর্শনে চলিলেন।

দূর হইতে বিন্ধ্য পর্ব্বত দেখিয়া ব্রহ্মা কহিলেন, "বরুণ! যদি ঐ পর্ব্বতের উপর যোগমায়া থাকেন, তাহা হইলে না যাইয়া এস্থান হইতে ফিরিলেই ভাল হয়। কারণ, আমার যেরূপ প্রাচীন শরীর কি সাধ্য যে, পাহাড়ে উঠে ঠাকুর দেখি!

বরুণ। আজ্ঞে, উপরে উঠিতে কোন কষ্ট হইবে না। দেবীর একজন ভক্ত অনেক অর্থ ব্যয়ে একটি সিঁড়ি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

ক্রমে গাড়ী আসিয়া সিঁড়ির সন্নিকটে উপস্থিত হইল। দেবতারা প্রফুল্ল মনে হাত ধরাধরি করিয়া ধাপ ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। উঠিয়া দেখেন বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষশ্রেণী, তন্মধ্যে শিবমন্দির। মন্দিরাধ্যক্ষগণের বাসের জন্য পর্ব্বত-গাত্রে অনেকগুলি গুহা খনন করা রহিয়াছে। স্থানটির চতুর্দ্দিকে বসিয়া সাধুগণ বেদপাঠ করিতেছেন। শৈলশিখরের কিয়দংশে গুহা খনন করিয়া দেবমূর্ত্তি তন্মধ্যে রাখা হইয়াছে। গৃহটি বৃহৎ নহে, অন্যূন দশজন মাত্র উপবেশন করিতে পারে। গৃহের দুটি দ্বার।

ব্রহ্মা। এ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে কে?

বরুণ। যে সময়ে নারায়ণ দেবকীর অষ্টম গর্ভে জন্ম লয়েন, ঠিক সেই দিন সেই সময়ে মহামায়াও যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। নারায়ণ জন্মিবামাত্র বসুদেবের প্রতি দৈববাণী হয়, তুমি এই রজনীতে নিজপুত্রকে যশোদার সূতিকাগৃহে রাখিয়া তাঁহার কন্যাকে অপহরণ করিয়া আন। বসুদেব দৈববাণী অনুসারে দেবীকে বদল করিয়া আনিয়া নিজ কারাগৃহে রাখিবামাত্র তিনি চীৎকার শব্দে কাঁদিয়া উঠেন। প্রহরিগণ সেই ক্রন্দন শ্রবণে কংসকে সংবাদ দেয় যে, দেবকীর

সন্তান হইয়াছে; কিন্তু কংস আসিয়া দেখেন, পুত্র নয়—একটি কন্যা। তখন তিনি মনে মনে কহিলেন "দেবর্ষি নারদ বলিয়াছিলেন, দেবকীর অষ্টম গর্ভের পুত্র আমাকে বিনষ্ট করিবে"; কিন্তু অষ্টম গর্ভে পুত্র না হইয়া কন্যা হইল। ইহাকে আর অনর্থক হত্যা করিয়া কি হইবে? আবার ভাবিলেন, "শত্রু কিছুই ভাল নহে, নিকাশ করাই কর্ত্তব্য হইতেছে" এই ভাবিয়া তিনি সূতিকাঘরে প্রবেশ-পূর্ব্বক সেই সদ্যঃপ্রসূত কন্যাকে গ্রহণ করিয়া হত্যাভিলাষে প্রস্তরের উপর সজোরে নিক্ষেপ করিবামাত্র দেবী হাসিতে হাসিতে শূন্যে অন্তর্হিতা হইলেন। যাইবার সময় তিনি মিরজাপুরে এই মূর্ত্তিতে বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

দেবগণ তখন ভক্তিসহকারে প্রণামপূর্ব্বক গৃহের চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিলেন। ইন্দ্র কহিলেন, "বরুণ! যোগমায়ার দক্ষিণে ও সুড়ঙ্গটি কি?"

বরুণ। পাণ্ডারা বলে—তিনি ঐ সুরঙ্গ দিয়াই আবির্ভূতা হন।

ইন্দ্র। দেবীর গাত্রে একখানি বস্ত্র দেখিতেছি, উহা কি শীতপ্রযুক্ত দেওয়া হইয়াছে?

বরুণ। কি শীত, কি গ্রীষ্ম সকল সময়েই উহার গাত্র বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। যাত্রিগণ আসিয়া একখানি নূতন বস্ত্র দিলে পাণ্ডাগণ সেইখানি গাত্রে দিয়া ঐ খানি লাভ করে।

"এখনকার পাণ্ডাগণ বড় ভদ্র। ইহাদের তেমন দৌরাত্ম্য দেখিতেছি না" বলিয়া ব্রহ্মা দেবগণসহ সংহারমায়া দেখিতে চলিলেন। এই মহাকালীমূর্ত্তি এস্থান হইতে অন্যূন অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে উচ্চতর পর্ব্বতে আছেন। প্রায় দেড়শত আন্দাজ সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া তবে উপরে উঠিতে হয়। দেবগণ ক্রমে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং সংহারমায়ার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি সভয়ে দেখিতে লাগিলেন। নারায়ণ কহিলেন, "মুখের হাঁ টা দেখ, যেন একটা ছোট খাট পর্ব্বতের গহ্বর!"

বরুণ। পিতামহের স্মরণ থাকিতে পারে—এক সময় শুম্ভ নিশুম্ভ দৈত্য সদলে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল অধিকার করিয়া দেবগণের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করিলে আমরা ভগবতীর শরণ লই। দেবী আমাদিগকে অভয় দিয়া মোহিনীবেশে শুম্ভ দৈত্যের উদ্যানে আসিয়া দেখা দেন। এই স্থানে সেই উদ্যান ছিল। ধূম্রলোচনের মুখে সে রূপের কথা শুনিয়া দৈত্যবংশ পতঙ্গবৎ রূপবহ্নিতে গা ঢালিতে থাকে। যে মূর্ত্তিতে ভগবতী শুম্ভকে সংহার করেন, এই সংহারমূর্ত্তি সেই মূর্ত্তি।

এই কথা শ্রবণে দেবগণের শরীর রোমাঞ্চিত হইল। তাঁহারা দেবীকে বারংবার প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন।

এখান হইতে বিদায় হইবার সময় পদ্মযোনি মন্দিরের সন্নিকটে একটি স্থান দেখিয়া বরুণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বরুণ! এ স্থানটি কি?"

বরুণ। উহা নাথজী নামক এক সাধুর সমাধিস্থান। এই স্থানে অত্যাপি কেহ কেহ বরাহ বলি দিয়া থাকে। উক্ত সাধু যে স্থানে বসিয়া তপস্যা করিতেন, ওদিকে দেখুন সে স্থানও বর্ত্তমান। ঐ স্থানটি ঠিক বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসনের ন্যায়। ঐ স্থানে বসিয়া কেহ কখনও তপস্যা করিতে পারে না। কয়েকজন বসিয়া তপস্যা করিবার চেষ্টা করে, তন্মধ্যে একজন উন্মাদরোগগ্রস্ত হয়, অপরের সাংঘাতিক পীড়া জন্মে, আর একজন একটি প্রকাণ্ড সর্প দেখিয়া ভয় পায়।

দেবগণ বিন্ধ্যাচল হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আহারাদি করিয়া অসংখ্য অট্টালিকা, বাজার, হাট দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার পর ষ্টেশনে আসিয়া বাঁকীপুরের টিকিট লইয়া ট্রেণে উঠিলেন। ট্রেণ হুপাহুপ শব্দে কয়েকটা ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া চুনারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ইন্দ্র। এ ষ্টেশনের নাম কি বরুণ?

বরুণ। এ স্থানের নাম চুনার। চুনারের কেল্লা বড় বিখ্যাত। ঐ কেল্লা পাল রাজাদিগের দ্বারা নির্ম্মিত হয়। অনেকের সংস্কার আছে—ভূতে উহা এক রাত্রিতে নির্ম্মাণ করিয়াছে। রাজ-প্রতিনিধি লর্ড হেষ্টিংস্ বারাণসী হইতে চৈত সিংহের ভয়ে পলাইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি যে গৃহে বাস করেন, সে গৃহটিও অত্যাপি বর্ত্তমান আছে। এখানে হিন্দুরাজাদিগের বহুকালের পুরাতন রাজবাটী আছে। একটি কূপও দেখিতে পাওয়া যায়। উহার পরিধি ১৫ ফিট। চুনারের পাথরবাটী ও তামাক বড় বিখ্যাত।

ট্রেণ ছাড়িল। ট্রেণ মোগলসরাই প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া যুমানিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে। বরুণ কহিলেন, "পিতামহ। এই ষ্টেশন হইতে ১৪ মাইল দূরে গাজিপুর নামক একটি উৎকৃষ্ট স্থান আছে। ঐ স্থানটি দেখিবার উপযুক্ত বটে। গাজিপুরে অনেকগুলি উত্তম উত্তম বাজার ও ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট আছে এবং ইংরাজপটীতে অনেক ইংরাজ বাস করিয়া থাকে। রাজ প্রতিনিধি কর্ণওয়ালিসের ঐ স্থানে মৃত্যু হয়। তাঁহার প্রস্তরনির্ম্মিত কবর অত্যাপি বর্ত্তমান আছে। গাজিপুরে অনেক

গোলাপ ফুলের বাগান আছে। লোকে কৌশলে পুষ্প হইতে সুগন্ধ বাহির করিয়া গোলাপ জল ও গোলাপের আতর প্রস্তুত করে। গাজিপুরের ন্যায় গোলাপজল ও আতর পৃথিবীতে কুত্রাপি প্রস্তুত হয় না। এখানে চিনির কুঠি আছে।"

মনুষ্যের আলস্য আছে, বিশ্রাম আছে এবং ক্ষুধাতৃষ্ণা আছে; কিন্তু বাষ্পীয় শকটের কোন বালাই নাই। সে অবিশ্রান্ত উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল এবং কয়েকটা ষ্টেশন পশ্চাতে ফেলিয়া বক্‌সারে আসিয়া দেখা দিল।

ইন্দ্র। বরুণ, এ সুন্দর ষ্টেশনটির নাম কি?

বরুণ। এ স্থানের নাম বক্‌সার। বক্‌সারের কেল্লা বড় বিখ্যাত। এস্থানে অনেকগুলি যুদ্ধ হয়। বকসারের দ্বিতীয় যুদ্ধে যে সন্ধি হয়, তাহাতে সম্রাট্ সা আলম কোরা, এলাহাবাদ ও দোয়াব, সুজাউদ্দৌলা অযোধ্যা, এবং ইংরাজেরা বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যা প্রাপ্ত হন। এখানে নবাব কাসিম আলি খাঁর বাসস্থানের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানেই বিশ্বামিত্রের তপোবন ছিল। শ্রীরামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করিয়া সীতাদেবীর পাণিগ্রহণ করিতে যাইবার সময় ঐ তপোবনে বাস করেন। পরে এখান হইতে মিথিলা যাইবার কালে পথিমধ্যে ছাপরার সন্নিকটে গৌতমের তপোবনে উপস্থিত হইলে উক্ত ঋষিপত্নী অহল্যা তাঁহার পাদস্পর্শে পাষাণদেহ পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হন।

ব্রহ্মা। গৌতমভার্য্যার পাষাণী হইবার কারণ কি?

দেবরাজ এই কথা শ্রবণে গা টিপিয়া এবং চক্ষু দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া জানাইলেন: —চেপে যাও। কিন্তু নারায়ণ বারংবার জেদ করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা। বরুণ! কি কারণে অহল্যা পাষাণী হন?

বরুণ। গৌতমভার্য্যা অহল্যা অদ্বিতীয়া সুন্দরী ছিলেন। আমাদের রাজাধিরাজ মহারাজ শ্রীল শ্রী সেইরূপে মুগ্ধ হইয়া সামান্য ব্রাহ্মণ-বেশে গৌতম-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ছাত্র হন এবং গোপনে ঐ সতীকে প্রলোভন দেখাইয়া অসতী করিবার চেষ্টা পান।

নারায়ণ। তা না হলে গুরুদক্ষিণা দেওয়া হয় কৈ?

বরুণ। সতীর মন চঞ্চল করা, সতীকে প্রলোভনে বশ করা দেবের অসাধ্য; অতএব দেবরাজ তাহাতে বিফল মনোরথ হইয়া অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। গৌতম প্রতিদিন প্রাতঃস্নান করেন দেখিয়া তিনি একদিন রজনী থাকিতে আসিয়া

ঋষির কুটীরের সন্নিকটে বন ঠ্যাঙ্গাইতে আরম্ভ করেন। তাহাতে পাখীপক্ষীগুলি প্রাণের ভয়ে কিচির মিচির শব্দে ডাকিয়া উঠে। ঋষি কোশা কুশী হাতে লইয়া রাত্রি নাই ভাবিয়া যেমন গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, দেবরাজ অমনি গৌতম-বেশ পরিগ্রহ করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া গুরুশয্যা দখল করিলেন।

নারায়ণ। বন ঠ্যাঙ্গানোর অর্থ কি?

বরুণ। পাখী ডাকাইয়া রাত্রি নাই জানান হইল। ওদিকে ঋষি জ্যোৎস্না প্রযুক্ত প্রথমে রাত ঠাওরাইতে পারেন নাই। শেষে রজনী আছে দেখিয়া প্রত্যা-গমনপূর্ব্বক যখন গৃহে প্রবেশ করিতেছিলেন, দেবরাজ ঠিক সেই সময় তথা হইতে বহির্গত হওয়ায়—ধর্ম্মের কেমন আশ্চর্য্য মহিমা! উভয় গৌতমকে জিজ্ঞাসা করিল "তুই কে?" দেবরাজ উত্তর দিবেন কি—প্রাণের দায়ে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। মহর্ষি শেষে এই অভিসম্পাত করিলেন—এই দুষ্কর্ম্মের প্রতি-ফলস্বরূপ তোকে সর্ব্বাঙ্গে সহস্রযোনি ধারণ করিতে হইবে। তিনি অহল্যাকেও এই শাপ দেন—অদ্য হইতে পাষাণদেহ ধারণ কর; যে পর্য্যন্ত না শ্রীরামচন্দ্রের পদ তোকে স্পর্শ করে, সে পর্য্যন্ত ঐ অবস্থায় তোকে থাকিতে হইবে।

ব্রহ্মা। ছি! ছি! ছি! যখন দেবতার এই কাজ, তখন আমার মনুষ্য-গণের অপরাধ কি? আমার মনুষ্যেরা কোথায় আমাদের দেখে সৎশিক্ষা পাবে, সদুপদেশ লাভ করবে,—না এই সব অসৎ দৃষ্টান্ত দেখান হইতেছে। বরুণ! ক্ষান্ত হও, আর প্রকাশের আবশ্যক নাই! ওসব বিষয় যাহাতে গোপন থাকে, যাহাতে লোকে জানিতে না পারে—এমন করাই উচিত।

বরুণ। এ সব ঘটনা মনুষ্যের যত অগোচর আছে, কাশীতে যে গানটি শুনেছেন, তাহাতেই প্রকাশ হয়েছে। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালের মন্দ খবরগুলি মনুষ্যগণকে যেন ভুতে আনিয়া দেয়। উহাদের ধর্ম্ম-পুস্তকের ছত্রেছত্রে পত্রেপত্রে এই সব বিষয় লিখিত আছে। সুখের বিষয়, অনেকে এই সমস্ত ঘটনা কবির কল্পনা মনে করিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আবার দুই একটি দেবতার দোষে অনেক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে সমগ্র দেবতার উপর অশ্রদ্ধা হওয়ায় তাঁহারা সহজাত ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে একপ্রকার ধর্ম্মের সৃষ্টি করিতেছেন।

নারায়ণ। সহজাত ব্রাহ্মধর্ম্ম?

বরুণ। হ্যাঁ ভাই! যে ব্রাহ্মধর্ম্ম শুক, সনাতন, নারদ, বেদব্যাস প্রভৃতি

আজন্ম রৌদ্রতাপে দগ্ধ হয়ে, অনাহার-ব্রত সার করেও লাভ করিতে পারেন নাই, এখনে সেই ব্রাহ্মধর্ম মনুষ্যেরা পেটের মধ্যে লাভ করে সূতিকাগৃহে ভূমিষ্ঠ হইতেছেন।

ব্রহ্মা। যাক—ওসব কথা যেতে দাও! বকসারে আর কি আছে বল।

বরুণ। বকসারের অনতিদূরে তাড়কা রাক্ষসীর বন ছিল। শ্রীরামচন্দ্র তারকা বধ করিয়া যেখানে তাহার মৃতদেহ নিক্ষেপ করেন, সেই তাড়কা-নালী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। রামচন্দ্র তারকাবধের পর ভাগীরথীতে স্নান করিয়া বকসারে যে শিবপূজা করেন, সেই রামেশ্বর শিব অদ্যাপি এখানে আছেন। কথিত আছে, ঐ শিবের মস্তকে জল দিলে স্ত্রীলোকে সীতা সতীর ন্যায় পতি প্রাপ্ত হয়। এখানে গবর্ণমেণ্টের একটি বিখ্যাত অশ্বশালা আছে। এ প্রকার অশ্বশালা ভারতে কুত্রাপি দেখা যায় না। এই অশ্বালয়ে অশ্ব সকল সুশিক্ষিত করিয়া দিকে দিকে প্রেরিত হয়। জলসেচন জন্য অনেক অর্থব্যয়ে গঙ্গা হইতে একটি প্রকাণ্ড জলপ্রণালী নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। প্রতি বৎসরে বকসারে দুটি করিয়া মেলা হয়। একটি ছাতুমেলা, অপরটি খিচুড়িমেলা। প্রথমটি চৈত্রসংক্রান্তিতে, দ্বিতীয়টি মাঘী সংক্রান্তিতে হইয়া থাকে। মেলার সময় অনেক যাত্রী আসিয়া ছাতু এবং খিচুড়ি খায়। এখানেও অনেকগুলি বাঙ্গালী আছেন।

পুনরায় ট্রেণ ছাড়িল। ট্রেণ কয়েকটা ষ্টেশন দ্রুতবেগে যাইয়া আর চলিতে পারিল না (disable) ডিসেবল্ হইল। তখন ব্রহ্মা কহিলেন, "বরুণ! আর গাড়ী চলে না কেন?" "দেখি" বলিয়া বরুণ দ্বারের নিকট যাইয়া কহিলেন, "ঠাকুরদা! কল খারাপ হওয়ায় ট্রেণ থামিয়া গিয়াছে।" তখন দেবগণ সবিস্ময়ে কহিলেন, "কি হবে! হ্যাঁ বরুণ! না জানি আমাদের এস্থানে কতদিন পচাবে!"

বরুণ। বেশীক্ষণ থাকতে হবে না। খপর পেলেই দোসরা কল ছুটে এসে আমাদের নিয়ে যাবে। আপনারা ততক্ষণ শোণ-ব্রিজ দেখুন। এমন চমৎকার ও বৃহদাকার সেতু ভারতে আর নাই।

দেবগণ এই কথা শ্রবণে আগ্রহসহকারে দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া পোল দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা ও অপর যাত্রিগণ সেতু দেখিবেন বলিয়া যেমন

গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইলেন, অম্নি শোণ রক্তাক্ত কলেবরে সজলনয়নে কল্‌কল্ রবে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া দেবগণের চরণতলে ধরাস্ ধরাস্ শব্দে মাথা কুটিতে লাগিল।

নারা। নদ, তুমি কে? তোমার সর্ব্বশরীরে রক্ত কেন? *

শোণ। প্রভো! আমি দুঃখিত হলাম,—আপনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়া আজ আমার ভাগ্যে অজ্ঞ হইলেন? আমাকে কি আপনি জানেন না, না—চিনেন না? এই পাপিষ্ঠের নাম শোণ। লোকে বলে—জগতে সুখঃদুঃখ চিরদিন সমান থাকে না, সুখ-অন্তে দুঃখ এবং দুঃখ অন্তে সুখের উদয় হয়। কিন্তু আমি দেখছি, দুর্ভাগা শোণের ভাগ্যে বিধাতা চিরদুঃখই লিখিয়াছেন। না হবে কেন? এ হতভাগ্যের জন্ম চিরদুঃখী বিন্ধ্য পর্ব্বতের নয়নজলে। বাবা নিজ গুরু অগস্ত্যের আগমনে যেমন ভুমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেন, অম্নি অগস্ত্য কহেন—"বিন্ধ্য! আমার প্রত্যাগমন না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ ভাবেই থাক, আর মাথা তুলো না।" এই বলে সেই যে গেলেন আর এলেন না। বাবা আমার ঘাড় হেঁট করে থেকে শেষে কাঁদতে লাগলেন, তাঁর সেই নয়ন-জলেই এই অধমের জন্ম হয়। পিতা চিরদুঃখী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনিও এক সময়ে মাথা তুলেছিলেন। তাঁর মাথা তোলাতেই দেবগণ ভীত হয়ে এ দুর্দ্দশা ঘটান। কিন্তু দেব! আমার অপরাধ কি? আমি ত কখনও মাথা তুলি নাই, আমি ত কখনও তৃষ্ণাতুরকে জল দিতে কৃপণতা প্রকাশ করি নাই; তবে আমার এদশা ঘটে কেন? আপনার চিরশত্রু জরাসন্ধ আমার তীরে রাজধানী করেছিল বলিয়াই কি এ দশা ঘটিয়াছে? সেই পাপে কি ছত্রিশ জেতে ট্রেণে উঠে আমার বুকের উপর দিয়া যাতাযাত করিতেছে? আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার শরীরে রক্ত কেন?" শরীরের আর অপরাধ কি? অষ্টপ্রহর রেলের চাকায় শরীর ক্ষতবিক্ষত হইলে শরীরের ভিতরে কি আর রক্ত থাকে? আপনি স্ব ইচ্ছায় বলির দ্বারে রুদ্ধ হন, আমি অনিচ্ছায় ইংরাজ-দ্বারে কি কারণে রুদ্ধ হই? বিধাতা ভারতভাগ্যে চিরদুঃখ লিখেছেন লিখুন,—সে চিরদিন পরাধীন থাকে থাকুক, আমরা ভারতের নদী নালা, আমরা কেন কষ্ট পাই? আমরা কেন পরাধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে রাত দিন কেঁদে মরি? ভারতের নদটি পর্য্যন্ত কি স্বাধীনতাসুখে বঞ্চিত থাকবে? দেব! ইংরাজেরা আমরা কি দুর্দ্দশা করেছে

* শোণের জল রক্তবর্ণ

দেখুন। তাহারা আমাকে বন্ধন করে, আমার শরীর ক্ষতবিক্ষত করেও ক্ষান্ত নহে, আবার কৌতুক-কারণ পোলটি পর্য্যন্ত রক্তবর্ণের করিয়াছে। আমার ভাগ্যে বিধাতা কতক দেব ও কতক মনুষ্যভাব সংগঠন করে বাদ সাধিয়াছেন। তিনি যদি আমাকে সমস্ত দেবভাব দিতেন,—এত কষ্ট সহ্য করিতাম না। আর যদি সমস্তই মনুষ্যভাব দিতেন, এতদিন মৃত্যু হইত; সকল দুঃখ এড়াইতাম। আপনি তাঁহার দেখা পেলে বলবেন, শোণ তাঁর শ্রীচরণে এমন কি অপরাধ করেছে যে, তার অদৃষ্টে এত দুঃখ!

বরুণ। শোণ! তুমি বিধাতাকে দোষী করো না। শোণ! ঐ চেয়ে দেখ—সামান্য বেশে বৃদ্ধ বিধাতা তোমার কূলে দণ্ডায়মান। ঐ চেয়ে দেখ—দীন-বেশে স্বর্গের অধিরাজ উপস্থিত। আর এই দেখ—আমি তোমাদের অধিপতি স্বয়ং বর্ত্তমান। বৎস! আজ আমাদের এ অবস্থা কেন? যে ভারত দেবগণের বিলাস-ভবন, যে ভারতে দেবতারা ক্ষণে ক্ষণে আসিয়া রঙ্গ দেখিতেন, যে ভারতে মহর্ষি নারদ ঢেকী আরোহণে অহোরাত্র পরিভ্রমণ করিয়া স্বর্গে টেলিগ্রাফের ন্যায় সংবাদ যোগাইতেন, আজ সেই ভারতে আমরা কে—তুমি বিবেচনা কর। আজ আমাদের এ বেশ—এ চোরের ন্যায় বেশ দেখে কি দেবতা বলে বিশ্বাস হয়? শোণ! যে দেবতারা কটাক্ষে সকল করিতে পারেন, আজ দেখ—সেই দেবতারা প্যাসেঞ্জার ট্রেণে থার্ডক্লাশে কলিকাতা দেখিতে যাইতেছেন। কেন? ইহাঁদের কি অর্থাভাব, তাই এ ভাবে যাইতেছেন। তা নয়; ফার্ষ্ট ক্লাশে যাইলে পাছে ইংরাজের ঘুসি খেতে হয়, এই আশঙ্কা।

এই সময় বংশীধ্বনি করিতে করিতে একখানি এঞ্জিন (কল) নক্ষত্র-বেগে ছুটে আসিতেছে দেখিয়া দেবগণ দ্রুত গিয়া ট্রেণে উঠিলেন। কলখানি উপস্থিত হইয়াই "গপাৎ" শব্দে ট্রেণ থানাকে গেঁথে নিয়ে "হুপাহুপ গুপাগুপ" শব্দে ছুটিতে লাগিল।

বরুণ কহিলেন, "ঐ যা! ঠাকুরদাদার তামাক খাবার তোজদান বন্দুক শোণকে দিয়ে আসতে ভুলে এলাম। বাপ! সমস্ত পথটা কেবল 'তামাক রে, কল্কে রে, নল রে' করে জ্বালাতন করে মেরেছেন।"

ব্রহ্মা। কেন বরুণ! শোণকে আমার তামাক খাবার যন্ত্রগুলি দিতে চাচ্ছ?

বরুণ। যাচ্চেন কোথায় জানেন না? এ সব সভ্য দেশ, এরা ঘনঘন তামাক খেলে বড় চটে।

ব্রহ্মা। দেখ বরুণ! সভ্যেরা আমার ঘনঘন তামাক খাওয়া দেখে চটেন চটুবেন। কি করবো ভাই,—হাত নাই! যখন আমি অহাম্মুকি করে ও ছাই-ভস্ম সৃষ্টি করে ফেলেছি, তখন আমাকে এক ছিলিমের স্থানে বিশ ছিলিম পোড়াতে হবে। এতে নিন্দা হয় নাচার।

ক্রমে ট্রেণ দানাপুর অতিক্রম করিয়া বাঁকীপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবগণ নামিয়া ষ্টেশনের বাহিরে চলিলেন। গেটের বাহিরে গিয়া দেখেন—অসংখ্য এক্কা এবং বহুসংখ্যক গয়ালী ও চৌবে* পাণ্ডারা যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করিতেছে। গয়ালীদিগের যেমন চেহারা, তেমনি সাজ পোষাক। শীত প্রযুক্ত প্রত্যেকেরই গাত্রে কম্বল জড়ান, তাহা আবার দৃঢ় করিয়া রাখিবার জন্য এক এক-খানি মোটা ময়লা বস্ত্রের দ্বারা বন্ধন করা। সকলেরই স্কন্ধে এক এক গাছি মোটা বাঁশের লাঠি। লাঠির অগ্রভাগে এক এক জোড়া দুই হাত আড়াই হাত আন্দাজ মহিষ-চর্ম্মনির্ম্মিত নাগরা জুতা ও তৎসহ এক একটি লোটা (ঘটি) লম্বমান রহিয়াছে। দেবতারা অগ্রে যমদূত বিবেচনায় ভয় পান; কিন্তু বরুণ বুঝাইয়া দেন, ইহাদেরই নাম গয়ালী।

গয়ালী। আমরা গয়ালী গুরুর গো-মাষ্টার।

ইন্দ্র। কি বলে?

বরুণ। বলচে "আমরা গয়ালী গুরুর গোমস্তা। এরা সর্ব্বদা বাঙ্গালায় যায়, তাই বাঙ্গালা কথা শিখে এসেছে।

ব্রহ্মা। এখান্ হতে গয়া কতদূর?

বরুণ। সাড়ে আঠাইশ ক্রোশ রাস্তা হবে।†

ব্রহ্মা। ছি! ছি! যমের বড় অন্যায়। যখন প্রথমে রেলের রাস্তা প্রস্তুত হয়, শমন আমার নিকট গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "পিতামহ! এতদিনের পর আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। গয়ায় রেল হইতেছে, আমার জেলখানা (নরক) আর থাকে না! লোকে গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ড

* গয়া করিয়া যাত্রিগণ মথুরা ও বৃন্দাবনে যাইবে, এই আশ্বাসে এখানেও চৌবে পাণ্ডারা উপস্থিত থাকে।

† এক্ষণে গয়ায় যাতায়াতের আরও সুবিধা হইয়াছে।

দিয়া আমার বহুকালের কয়েদীকেও খালাস করিয়া লইবে, নূতন পাপী আর আমদানী হইবে না। তাহা হইলেই নরক উঠে গেল। নরক গেলে আমার আর থাকল কি? আমি কয়েদীদিগকে জেলে খাটাইয়া বস্ত্র বয়ন, কাঠ কাঠরার কাজ এবং কপির চাষ প্রভৃতি করাইয়া লই। ঐ সমস্ত দ্রব্য বিক্রয়ে আমার বিলক্ষণ দশ টাকা লাভ থাকে। এমন কি, জেলের খরচ বাদে সংবৎসর আমার বাবুয়ানা, দোল, দুর্গোৎসব, অতিথিসেবা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই নির্ব্বাহ হয়। ঐ পদ আপনারাই আমাকে দিয়াছিলেন, এক্ষণে যাহাতে থাকে তাহার উপায় করুন; নচেৎ ফেরার হই।"

নারা। আপনি কি করলেন?

ব্রহ্মা। তুমি ভাই তখন বৌমাকে সঙ্গে লইয়া ক্ষীরোদ সমুদ্রে বাচ খেলতে গিয়াছিলে। আমি যমের কান্না সত্য বিবেচনা করিয়া অনর্থক আর তোমাকে বিরক্ত করিতে গেলেম না। কহিলাম "দেখ শমন! কলিতে ধার্ম্মিক খুব কম আছে। অধার্ম্মিকেরা কিছু গয়াতে গিয়া পিণ্ড দিবে না। অতএব তুমি ম্যালেরিয়াকে বাঙ্গালায় পাঠাইয়া এই উপদেশ দেও, সে যেন অধার্ম্মিকের বংশ নির্ব্বংশ করে। তাহা হইলে তোমার নরক যেমন গুলজার তেমনি রহিল। তাহাতে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে "ম্যালেরিয়াকে কি অছিলা করিয়া তথায় পাঠাইব?" আমি কহিলাম, "যে রেল হওয়াতে তোমার এত আশঙ্কা, সেই রেল রাস্তা প্রস্তুত করাতে অনেক পয়ঃপ্রণালী বন্ধ হইয়াছে, এই অছিলা অবলম্বন কর।" আরো কহিলাম, "ম্যালেরিয়া-রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যে দেশে যাইবে, ম্যালেরিয়া ইচ্ছা করিলে সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া তথাকার লোককেও আক্রমণ করিতে পারিবে।"

বরুণ। গিয়ে দেখবেন বাঙ্গালা ছারখার! পিতামহ! এ স্থানের নাম বাঁকীপুর। বাঁকীপুর পাটনার সিভিল ষ্টেশন। আপনি অগ্রে গয়া করিবেন, না—বাঁকীপুর দেখিবেন?

ব্রহ্মা। ভাই! গয়া অপেক্ষা তীর্থ নাই। পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে, সর্ব্বাপেক্ষা গয়াতীর্থ শ্রেষ্ঠ। কারণ, অন্যান্য তীর্থে যে যে ব্যক্তি গমন কি বাস করে, সে নিজে উদ্ধার হয়। কিন্তু গয়াতে যে ব্যক্তি গমন

করে, তাহার পরলোকগত ৫৬ কোটি পুরুষ মুক্ত হন। অতএব অগ্রে আমি গয়া করিব। এখান হইতে কি উপায়ে যাওয়া যায়?

বরুণ। আজ্ঞে, ট্রেণে।

চৌবে পাণ্ডা। বাবা, রামকিশোন সাড়ে তিন ভাই, ভুলিও মৎ।

"চল ট্রেণে যাই" বলিয়া দেবগণ ষ্টেশনে যাইয়া ট্রেণে আরোহণ করিলেন। ট্রেণ শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র সকলের মধ্য দিয়া গয়া অভিমুখে ছুটিতে লাগিল। চৌবে পাণ্ডারা "বাবা, রামকিশোন সাড়ে তিন ভাই ভুলিও মৎ।" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল।

ব্রহ্মা। বরুণ, ওরা কি বলে?

বরুণ। এ ব্যক্তি বৃন্দাবনের চৌবে পাণ্ডা। ইহারা চারি ভ্রাতা তন্মধ্য একজনের বিবাহ হয় নাই। যাহার বিবাহ হয় নাই, তাহাকে উহারা অর্দ্ধ গণনা করে এবং ঐমত অংশ দেয়। উহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যাত্রিগণ গয়া প্রভৃতি তীর্থ করিয়া পরিশেষে বৃন্দাবনে যাইবে; এজন্য চারি ভ্রাতার মধ্যে তিন জনে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপস্থিত থাকিয়া যাত্রীদিগকে এইপ্রকার কহিতেছে। আর একজন মথুরা ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া "রামকিশোন সাড়ে তিন ভাই" এই শব্দে বারংবার চিৎকার করিতেছে। যাত্রীরা সেই শব্দ অনুসারে ইহাদের কথা স্মরণ হওয়ায় তাহাকেই পাণ্ডা নিযুক্ত করিয়া থাকে।

ট্রেণ অপরাহ্নে গয়া ষ্টেশনে যাইয়া উপস্থিত হইল। বরুণ কহিলেন, "গয়াতে চৈত্রমাসে মধুগয়া ও ভাদ্রমাসে সিংহগয়া করিবার জন্য বিস্তর যাত্রী আসিয়া থাকে।" তাঁহারা গয়ালীদিগের ফল্গুতীরস্থ একটি ভাড়াটে বাটিতে বাসা পাইলেন এবং হবিষ্যাদি করিয়া রজনীতে সকলে শয়ন করিয়া গল্প করিতে লাগিলেন।

ইন্দ্র। বরুণ! গয়ার উৎপত্তির কারণ বল।

বরুণ। ত্রিপুরাসুরের পুত্র গয়াসুর এক সময়ে ব্রহ্মার তপস্যা করিয়া অমরত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি নিজ পিতার মৃত্যুর প্রতিফল দিবার জন্য শঙ্করের সহিত যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করেন। সদাশিব পরাস্ত হইয়া কৌশলে গয়াসুরকে নারায়ণের সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠান। নারায়ণ

দুইবার তাঁহার নিকট পরাস্ত হইয়া তাঁহাকে বর দিতে চাইলেন, ইহাতে গয়াসুর হাস্য করিয়া তাঁহাকেও বর দিবেন কহেন। সুচতুর নারায়ণ, গয়াসুর বর দিতে চাহিলেন, তাঁহাকে সত্যবদ্ধ করিয়া এই বর লন, "তুমি অদ্যাবধি পৃথিবী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাতালে প্রবেশ করিয়া তথায় বাস করিতে থাক।" গয়াসুর এই চাতুরীতে আবদ্ধ হইয়া নারায়ণকে কহেন, "তুমিও আমাকে বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছ। অতএব এই বর দেও, আমি পাতালে প্রবেশ করিলে তুমি আমার মস্তকের উপর পা দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে এবং লোকে তোমার সেই শ্রীপাদপদ্মে পিণ্ড দিলে তাহার পিতৃপুরুষগণ উদ্ধার হইয়া বৈকুণ্ঠে যাইয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হইবে। যে দিন দেখিব কেহ তোর পাদপদ্মে পিণ্ড দিলে না, সেই দিন পাতাল ভেদ করিয়া উঠিয়া আবার তোমার সহিত যুদ্ধ করিব।" গয়াক্ষেত্রে গয়াসুরের মস্তক, জাহাজপুরে নাভি এবং শ্রীক্ষেত্রে তাঁহার চরণ আছে; এ জন্য লোকে ঐ ঐ স্থানেও পিণ্ড দান করে।

ইন্দ্র। আচ্ছা বরুণ! গয়াক্ষেত্র জুড়ে যদি গয়াসুরের মস্তক থাকে তবে লোকে গদাধরের মন্দিরে পিণ্ড দান করে কেন। রাস্তা ঘাটে যেখানে সেখানে ত পিণ্ড দিলে হতে পারে।

বরুণ। গদাধরের মন্দিরে পিণ্ড দিতে না যাইলে পাণ্ডাদের ফাঁদে পা পড়ে কৈ?

ব্রহ্মা। দেখ ইন্দ্র! আমার মনুষ্যেরা যেমন কথায় কথায় পাপ করে তেম্নি তাহাদের উদ্ধারের কত সহজ উপায় রহিয়াছে।

বরুণ। উপায় রয়েছে সত্য, কিন্তু উদ্ধার করে কে? কুলাঙ্গার পুত্রেরা এসব মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়, কেবল কতকগুলি বিধবা মেয়ের দ্বারা সময়ে সময়ে উপকার হইয়া থাকে।

এই সময়ে পাশের ঘর হইতে বামাকণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতধ্বনি দেবগণের কর্ণে প্রবেশ করিল। পিতামহ তৎশ্রবণে কহিলেন, "বরুণ! এথানেও আছে?"

বরুণ। কি আছে?

ব্রহ্মা। খারাপ স্ত্রীলোক।

বরুণ। আপনি খারাপ স্ত্রীলোক বলে ভয়ে আড়ষ্ট হলেন! আজকাল

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই খারাপ স্ত্রীলোক দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব বেশ্যার নিকট দিয়া যাইলে পাপ হয়, যে নগরে বেশ্যা থাকে তথায় বাস করিলে পাপ হয়, এত বিচার করে চল্‌তে হলে আর মর্ত্ত্যে আগমন হয় না।

ব্রহ্মা। স্বর্গে গিয়ে চান্দ্রায়ণ করবো।

বরুণ। সেই ভাল।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া দেবগণ ফল্গুনদীতে স্নান করিতে চলিলেন। ঘাটে নামিয়া দেখেন—অসংখ্য নাপিত বসিয়া আছে। ঝুনো নারিকেল, তুলসী ও তিল এবং যবের ছাতুর সারি সারি দোকান বসিয়াছে। অসংখ্য শূকর ফল্গুতীরে বেড়াইতেছে। উপস্থিত হইয়া ইন্দ্র কহিলেন "বরুণ! ফল্গুনদী অন্তঃসলিলা বহিতেছে কেন?"

বরুণ। শ্রীরামচন্দ্র বনগমনকালে এই নদীর পরপারস্থিত বর্ত্তমান সীতাকুণ্ড নামক স্থানে সীতাকে রাখিয়া লক্ষ্মণসহ ফল অন্বেষণে গমন করেন। তাঁহাদের অনুপস্থিতিকালে রাজা দশরথ আসিয়া সীতার নিকটে পিণ্ড চান। সীতা গৃহে কোন দ্রব্যাদি না থাকায় কি দিয়া পিণ্ড দিবেন ভাবিয়া অস্থির হইলে মৃত রাজা তাঁহাকে বালির পিণ্ড দিতে কহেন। যে স্থান হইতে সীতা বালি লইয়া পিণ্ড প্রদান করেন, সেই স্থানকে এক্ষণে সীতাকুণ্ড কহে। ঐ সীতাকুণ্ডে অদ্যাপি রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার প্রতিমূর্ত্তি আছে। রামচন্দ্র লক্ষ্মণসহ প্রত্যাগমন করিলে সীতা এই ঘটনা তাঁহাদিগকে কহেন। কিন্তু তাঁহাদের মনে বিশ্বাস না হওয়ায় ফল্গুনদীকে সাক্ষী মানা হইয়াছিল। ফল্গু মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াতে অদ্যাপি অন্তঃসলিলা রহিয়াছেন। *

দেবগণ ফল্গুনদীতে স্নান করিয়া শ্রাদ্ধ তর্পণ করিতে লাগিলেন। নারায়ণ বালি খনন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক ডুব দিলেন।

ফল্গুতীর্থে বিষ্ণুজলে করোমি স্নানমাদৃতঃ
পিতৃণাং বিষ্ণুলোকায় ভুক্তিমুক্তি প্রসিদ্ধয়ে

ইহার পর সকলে তীরে উঠিয়া ভিজে কাপড়ে বসিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে

* কথিত আছে—সীতাদেবী বটবৃক্ষ, ফল্গু নদী, ব্রাহ্মণ এবং তুলসী বৃক্ষকে সাক্ষী মানিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে বট গাছ ভিন্ন সকলেই, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াতে ব্রাহ্মণ কলির ব্রাহ্মণ হন, তুলসীগাছে কুকুর শৃগালে প্রস্রাব পরিত্যাগ করে, ফল্গু নদী অন্তঃসলিলা বহিতেছে এবং বটবৃক্ষ চারিযুগ যত্নের সহিত পূজা পাইতেছে।

শ্রাদ্ধ-তর্পণ করিলেন এবং গয়ালী গুরুকে একটি করিয়া নারিকেল ও একটি করিয়া টাকা দিয়া প্রস্তরনির্ম্মিত বাঁধাঘাট দিয়া উঠিয়া গদাধরের বাটিতে উপস্থিত হইয়া দেখেন—মাতা গয়ায় আসিয়া পুত্রকে পিণ্ড দিতে হইবে ভাবিয়া বাঁধানো পাথরের মেজেয় শয়ন করিয়া চিৎকার করিতেছেন। স্ত্রী স্বামীকে পিণ্ড দিতে হইবে ভাবিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। গদাধরের বাড়ীতে যেন শোকের ফোয়ারা খুলিয়া দিয়াছে।

দেবগণ দুঃখিত হইয়া বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং সকলে গদাধরের পদচিহ্ন বেষ্টন করিয়া বসিয়া পুরোহিতের আদেশমত পিণ্ড দিতে লাগিলেন। শেষে পুরোহিত কহিলেন, আপনারা মনে মনে যাহাকে ইচ্ছা পিণ্ড দিতে পারেন। তচ্ছ্রবণে নারায়ণ নিম্নলিখিতরূপে পিণ্ড দিতে লাগিলেন। †

"আমার বংশে যে সকল গোয়ালা বা বৈষ্ণব অথবা রাজপুত বা ব্রাহ্মণ, মৎস্য কিংবা বরাহ কি কূর্ম্ম প্রভৃতি যে সকল মহাপুরুষের মৃত্যু হইলে গতি হয় নাই, তাঁহাদের জন্য এই পিণ্ডার্পণ করিলাম। আমার কয়েক অবতারে বন্ধুগণের বংশে, আমার বংশে, মাতামহের বংশে, প্রতিবেশীর বংশে এবং গ্রামের লোকের বংশে যাহারা মাতৃগর্ভে থাকিয়াই, অথবা সর্পাঘাতে, চোর ডাকাতের হাতে, জলমগ্ন হয়ে, ঘর চাপা পড়ে, ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক, পশুগণের শৃঙ্গে, বৃক্ষ হতে পতিত হয়ে, কুকুর শৃগালের দংশনে, আফিং কিংবা বিষ ভোজনে, ছুরি ও দাঁড় গলায় দিয়ে, অকালে না খেতে পেয়ে অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে যদি কেহ প্রাণত্যাগ করে থাকেন, তাঁহাদের উদ্দেশে পিণ্ডার্পণ করিলাম। আমার বংশে যদি কোন স্ত্রীলোক একাদশীর দিন ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে, প্রসব বেদনায় সূতিকাগৃহে অথবা স্বামীবিয়োগে কাতর হইয়া চিতারোহণে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলাম। আমার বংশে যদি কেহ নরকে থাকেন, পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন অথবা ভূত প্রেত হইয়া পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেন, তাঁহাদের উদ্দেশে পিণ্ডার্পণ করিলাম। আমার শ্বশুরকুলে, গুরু-পুরোহিত-কুলে, পাড়ার লোকের কুলে, চাকর চাকরাণীর কুলে, এবং তাঁহাদের ও আমার আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধব ও গ্রামস্থ কাহারও কুলে যদি কেহ নরকে থাকেন, সকলের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করিলাম।

† গয়ার পিণ্ডদানকালে যে "পিতৃষোড়শী" ও "মাতৃষোড়শী"র মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, তাহাতে নিম্নলিখিত ভাবের কথা আছে।

আমার যে সকল ভ্রাতা ভগিনী কংসকর্ত্তৃক অসময়ে সূতিকাগৃহে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, আমার যে সকল গরু বৃন্দাবনের মাঠে, যে সকল বানর লঙ্কার সমরক্ষেত্রে, যে সকল বন্ধু কুরুক্ষেত্রের দুর্জ্জয় সমরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য পিণ্ডদান করিলাম।

"মা! তোমরা আমাকে গর্ভে ধরে অনেক কষ্ট পেয়েছ। মাটিতে আঁচল পেতে শুয়ে দশ মাস পর্য্যন্ত উপাদেয় খাদ্য ফেলে কেবল পোড়া মাটি খেয়েছ। মা! প্রসব-বেদনার সময় সূতিকাঘরে কত কষ্ট সহ্য করেছ। প্রসবের পর তিন দিন উপবাস করে তীব্র অগ্নি দ্বারা নিজ শরীর শোষণ ও কটু দ্রব্য পান ভোজন করেছ। মা! তোমরা কোন দুর্লভ দ্রব্য হস্ত পেয়ে বদনে দেবার উদ্যোগ করেছ, এমন সময়ে ছুটে গিয়ে কেড়ে খেইছি, তাতেও সন্তোষ দেখিয়েছ, বাল্যাবস্থায় কোলে শয়ন করে কত মলমূত্র পরিত্যাগ করেছি, মূত্রসিক্ত ও বিষ্ঠালাগা বস্ত্রে কোন কষ্ট বোধ না করে, রজনীতে নিদ্রা গিয়েছ। আমার গা তপ্ত হলে নিজে উপবাস-ক্লেশ সহ্য করে মনের উৎকণ্ঠায় কালাতিপাত করেছ। আমার ক্ষুধা হলে ভোজনপাত্র ফেলে ছুটে এসে স্তন দিয়েছ। এ হতভাগার জন্য নিজ ভ্রাতা কংস কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হয়ে বক্ষে বৃহৎ শিলা বহন করেছ। এ হতভাগ্য লক্ষ্মণ ও সীতাসহ বনগমন করিলে অনশনব্রত সার করে দিনরাত্রি কেঁদে কেঁদে চক্ষু হারিয়েছ। মা! আমি গোকুলে মূর্চ্ছা গেলে, আত্মবিসর্জ্জন দিতেও প্রস্তুত হয়েছিলে। তোমাদের গুণ অসীম, তোমাদের স্নেহের অন্ত নাই। তোমাদের ঋণ পুত্র হয়ে পরিশোধ করিবার উপায় নাই। আজ আমি গয়াধামে এসে তোমাদের উদ্দেশে পিণ্ড দিতেছি। দুর্ভাগার দত্ত পিণ্ড গ্রহণ কর।"

তৎপরে তিনি প্রণয়িনীগণের পিণ্ডার্পণ করে হস্ত প্রক্ষালন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া বরুণ কহিলেন, "ভাই! আর কিছু পিণ্ড তোমাকে বাজে খরচ করতে হবে।"

নারা। কাহাদের জন্য বল?

বরুণ। ব্রহ্মজ্ঞানী, খ্রীষ্টান, এবং বিলাত-ফেরৎ দলের জন্য। ইহারা সকলেই হিঁদুর ছেলে। আমাদের মানুক বা না মানুক—তুমি হিঁদুর দেবতা, এজন্য তোমার দয়া করা কর্ত্তব্য। আহা! ব্রহ্মজ্ঞানীর দল যখন সপ্তাহান্তে একদিন মন্দিরে বসে চক্ষু মুদে ব্রহ্মের জ্যোতিঃ দেখে প্রেমে গলে কেঁদে সারা হন, দেখে

আমার বড় ভাল লাগে। খৃষ্টানেরা আলোয় যাবেন ভেবে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করে যখন অন্ধকারে হাতড়াতে থাকেন, দেখে আমার আন্তরিক কষ্ট হয়। বিলাত যাইবার পথে কিংবা প্রত্যাগমন করে চুনাগলিতে যখন অক্কা পান, তাহাদের দুরবস্থা দেখে আমার চক্ষে জল আসে।

নারায়ণ এই কথা শ্রবণে উচ্ছিষ্ট পিণ্ডগুলি সংগ্রহ করিয়া নয়টা মালসা পরিপূর্ণ করিলেন এবং প্রথমতঃ তিনটে উপর্য্যুপরি সাজাইয়া ব্রাহ্মগণের উদ্দেশে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা সাকার, নিরাকার যে আকারের ঈশ্বর ভাব, আমি তোমাদের গতির জন্য ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তিন কালের তিন মালসা পিণ্ড গচ্ছিত রাখিলাম, সকলে ভ্রাতৃভাবে ভাগযোগ করে খেও; দেখো যেন পিণ্ড খেতেও দলাদলি, মারামারি, চেঁচামেচি না হয়। হে হিঁদুর ছেলে খৃষ্টানগণ! তোমাদের জন্যও তিন মালসা জমা রাখিলাম; এর জোরে আলোর মুখ দেখে প্রেতযোনি অর্থাৎ যে যোনিতে তোমরা ভ্রমণ করচো তাই থেকে মুক্ত হবে। হে বিলাত-ফেরত বাঙ্গালী সাহেবগণ! তোমরা বেশ জেনো, ইংরাজ-স্বর্গে তোমাদের স্থান হইবে না। কালা বাঙ্গালীর যেরূপ আদর, তোমরা ইংরাজ-নরকেও স্থান পাও কি না সন্দেহ। আমি তোমাদের সদ্গতির জন্য তিন মালসা পিণ্ড রাখিলাম। তোমরা ভাগাড়েই মর, আর দাতব্য-চিকিৎসালয়েই মর, এর জোরে হিঁদুর স্বর্গই পাবে।" বলিয়া হস্ত প্রক্ষালনপূর্ব্বক দক্ষিণমুখ হয়ে দাঁড়াইয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন—

এষ পিণ্ডো ময়া দত্ত-স্তব হস্তে জনার্দ্দন।
গয়াশীর্ষে ত্বয়া দেয়ো মহং পিণ্ডো মৃতে ময়ি॥

ব্রহ্মা কহিলেন, "বরুণ,! এ মন্দির নির্ম্মাণ করে দেয় কে?"

বরুণ। ইন্দোরের মহারাণী অহল্যাবাঈ এই মন্দির নির্ম্মাণ করান। মন্দিরটি কষ্টিপাথরে নির্ম্মিত। অহল্যাবাঈ বর্ত্তমান টুকজী হলকারের পিতামহী। বিষ্ণুমন্দিরের ওদিকে যে মন্দিরে দেখা যাচ্ছে, ঐ মন্দিরে শ্বেত-প্রস্তরে-নির্ম্মিত অহল্যাবাঈয়ের প্রতিমূর্ত্তি আছে। ঐ সতীকেও লোকে দেবীর ন্যায় পূজা করিয়া থাকে। এই স্থানকেই বুদ্ধগয়া কহে। সুবিখ্যাত শাক্যসিংহ এই স্থানেই সাধনা করিয়া সিদ্ধ হন।

ইন্দ্র। বিষ্ণুমন্দিরে আর কোন প্রতিমূর্ত্তি নাই ?

বরুণ। না; কেবল প্রস্তরে অঙ্কিত বিষ্ণুর পদচিহ্ন আছে। লোকে ঐ পদচিহ্নের উপর পিণ্ডার্পণ করে। মন্দিরের ওদিকে গদাধরের প্রতিমূর্ত্তি আছে।

দেবগণ ইহার পর রামশিলা, ব্রহ্মযোনি ইত্যাদি অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ে পিণ্ডদান করিয়া প্রেতশিলা অভিমুখে চলিলেন।

তাঁহারা যাইবার সময় দেখেন—একজন বেশ্যা দুইজন লম্পট সঙ্গে প্রেতশিলায় যাইতেছে। লম্পট-দ্বয়ের মধ্যে একজন বেশী মাতাল। সে বেশ্যাকে বলিতেছে "বাবা গোলাপ! (বেশ্যার নাম) তুই আমাকে কেমন ভালবাসিস ? আমি তোকে, ফল্গু-তীরের শূকরেরা যেমন বিষ্ঠা ভালবাসে তেমনি ভালবাসি।" বেশ্যা কহিল "ওরে গুয়োটা! থাম্ তোদের জ্বালাতেই প্রেতশিলায় যাচ্চি।"

ইন্দ্র। বরুণ! ও কি! মাগীকে মিন্সে ডাকচে বাবা বলে, মাগী উত্তর দিচ্চে গুয়োটা বলে!

বরুণ। মাতালেরা যাকে তাকে বাবা বলে।

নারা। মার অপরাধ ?

বরুণ। এমন ছেলে পেটে ধরেন কেন ?

দেবগণ ক্রমে যাইয়া প্রেতশিলার সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। বরুণ কহিলেন "এখানে পিণ্ড দিলে পূর্ব্বপুরুষগণ প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হন।"

এই সময় কতকগুলি বাঙ্গালী স্ত্রীলোক পরস্পর গল্প করিতে করিতে প্রেতশিলার সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। উহাদের মধ্যে একজন কহিল "বোস দিদি, আমার শ্বশুরের মামাতো ভায়ের পিসশ্বশুরের ভায়ের নামটি কি তোর মনে আছে ? আহা! বড় ছেলে বাপকে জুতো মারায় তিনি আফিং খেয়ে মরেন। শোনা যায় মরে ভূত হয়ে অত্যন্ত উপদ্রব কচ্ছেন। যে সব ছেলে! মিন্সের উদ্ধার হবার আর উপায় নেই, একটি পিণ্ডি দিয়ে গতি করতাম।" আর একজন কহিল "মা গো! গাটা কাঁটা দিয়ে উঠে, কাল রাত্রে স্বপ্নে দেখি—আমার মেজো ননদ—হাতে শাঁখা, কপালে এক কপাল সিঁদূর, আমার শিয়রে খোনাখোনা কথায় বললেন, বৌ এঁসেঁচো যঁদি আমার সঁদগঁতি কঁরে যেঁও, এঁকটা পিণ্ডিঁ দিঁতে ভুঁলোনা।

জন্মাতে আমি আতুঁড়ঘরে ম'রে তোমাদের বাঁশবাগানে পেত্নী হয়ে আছি।" আর একটি রমণী কাঁদতে কাঁদতে বলচেন, "গিন্নি! শান্তিপুরে পুজোর বার্ষিক আদায় করতে যাবার সময় কামারডেঙ্গীর খালে ডাকাতেরা আমায় ঠেঙ্গিয়ে মারে, সেই থেকে আমি সেখানে একটা শিমুল গাছে ভূত হয়ে আছি। যদি কপালক্রমে গয়ায় এসেছ, আমার গতি করো, একটা পিণ্ডি দিতে ভুলো না।" (চক্ষে অঞ্চল দিয়া) মোক্ষদা মা! আমি কি কত্তে গয়ায় এলাম? তিনি যে এত করে বললেন, কিছুই কত্তে পেলাম না বাধা পড়ল, এ লজ্জা আর কোথায় রাখবো? আমায় কি বাছা! তিনি তো পিণ্ডি খেয়ে স্বর্গে গিয়ে সুখী হতেন। আমার কপালে যা আছে হবে—আমি মল্লিক বাড়ীর হাঁড়ি ঠেলে ঠেলেই দিন কাটাব।"

দেবগণ এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং এখান হইতে সকলে বাসায় গেলেন। পরে তিন দিন গয়াতে অবস্থিতি করিয়া সকলে অক্ষয়বটের তলা হইতে সুফল আনিতে চলিলেন। দেবগণ যাইয়া দেখেন, লোকে লোকারণ্য। গয়ালী গুরুরা কেহ শিবিকা মধ্যে, কেহ তাম্বু মধ্যে এবং কেহ কেহ বা বৈঠকখানা গৃহে বিরাজ করিতেছেন। যাত্রী স্ত্রীলোকেরা তাঁদের সন্নিকটে করযোড়ে দাঁড়াইয়া বিনীতভাবে পাঁচ সিকা, নয় সিকা এবং কেহ কেহ বার আনা মূল্যের সুফল চাহিতেছে। "পাঁচ টাকার কম মূল্যের সুফল নাই" বলিয়া গয়ালী গুরুরা প্রত্যেক যাত্রীর হস্ত পুষ্পমালায় বাঁধিয়া ফেলিতে হুকুম দিতেছেন। যাত্রীদিগের মধ্যে কেহ দর কমাইবার জন্য নিজের অবস্থা সবিস্তারে ব্যক্ত করিতেছে। তাহাতে কিছু না হইলে কাঁদিতেছে, অবশেষে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্লান্ত হইয়া পায়ে ধরিতেছে। কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।"

বরুণ। দেখুন পিতামহ! মহর্ষি গৌতম এই বটবৃক্ষের তলে বসিয়া ৬০ হাজার বৎসর শিবের আরাধনা করেছিলেন।

ইন্দ্র। বরুণ! ঐ নির্দ্দয় জন্তু, যাহাদের পদ ধরিয়া স্ত্রীলোকেরা রোদন করিতেছে, অথচ দয়া করিতেছে না, উহারা কে?

বরুণ। উহারাই গয়ালী।

ইন্দ্র। গয়ালীদিগের উৎপত্তির কারণ বল।

বরুণ। এক সময়ে পিতামহ ব্রহ্মা গয়াধামে আসিয়া নিজ পিতৃগণের উদ্দেশে

পিণ্ডার্পণ করেন। পরে তাঁহার প্রত্যাগমন-সময়ে তৎকৃত পার্ব্বণশ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণ "আমরা কি কাজ করিব, তদাজ্ঞা প্রচার করুন"। প্রজাপতি তৎশ্রবণে কহিলেন, "তোমরা অদ্য হইতে এই গয়া তীর্থের ব্রাহ্মণ হইলে। তীর্থযাত্রিগণ ফুল চন্দন দিয়া তোমাদিগের পাদপদ্ম পূজা না করিলে সফলকাম হইবে না।" সেই সাতজন ব্রাহ্মণ গয়ালী গুরু নামে প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান কুলাঙ্গারেরা সেই সপ্ত গয়ালী গুরুর বংশধর।

এই সময়ে এক অল্পবয়স্কা বিধবা আসিয়া গয়ালী গুরুর পা পূজান্তে চৌদ্দ আনার সুফল চাহিল। কিন্তু গয়ালী গুরু কহিল, "১৪ টাকা ব্যতীত তোমার পিতা মাতাকে স্বর্গে পাঠাইতে পারি না।" বালিকা কত কাঁদিল, পায়ে ধরিল; কিন্তু কিছুতেই তাহারা স্বীকার পাইল না।

ব্রহ্মা। বরুণ! বালিকা অত কাঁদিতেছে কেন? ও কেন সুফল না লইয়া চলিয়া যাইতেছে না?

বরুণ। আজ্ঞে, উহাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে—গয়ালী গুরুকে সন্তুষ্ট করতে না পারলে গয়ায় আসা বৃথা হল, পিতা মাতাকে স্বর্গে পাঠান হল না।

নারা। আহা! পিতামহ কি অদ্ভুত জানোয়ারই সৃষ্টি করেছেন। আমার আশঙ্কা হচ্চে, পাছে আবার এবারকার কুশগুলো চেগে উঠে, ঐ প্রকার না হয়।

ইন্দ্র। আচ্ছা, উহাদের এইপ্রকার অত্যাচারের দরুণ রাজা কেন সাজা দেন না?

বরুণ। ইংরাজরাজের প্রতিজ্ঞা আছে, প্রজার ধর্ম্ম বিষয়ে হস্তার্পণ করিবেন না।

ব্রহ্মা। ইহাদের রাজ্য অক্ষয় হউক! এরূপ বিষয়ে হস্তার্পণ করায় আমি তত দোষ দেখিতেছি না।

এদিকে বালিকা পা ধরিয়াই কাঁদিতেছে। কিছুতেই পাষণ্ডদিগের দয়ার সঞ্চার হইতেছে না। অপরাপর যাত্রিগণ, বিশেষতঃ বালিকার স্বগ্রামবাসী যাত্রিগণ অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তাহার অবস্থা বিশেষ করিয়া বলায় ৫ টাকা মূল্যের সুফল পাইল।

এই সময়ে পূর্ব্বপরিচিত মাতালত্রয় গোলাপী বেশ্যার সহিত আসিয়া

উপস্থিত হইল। গোলাপী চরণ পূজান্তে করজোড়ে দণ্ডায়মান হইবামাত্র গয়ালীদিগের কর্তৃক তাহার হস্ত পুষ্পমালায় বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইল। গয়ালী গুরু গোলাপীর গাত্রের স্বর্ণাভরণ দেখিয়া ৫০০ টাকার সুফল কিনিতে কহিলেন। "অত টাকা কোথায় পাইব" বলিয়া গোলাপী চরণ ধরিয়া রোদন আরম্ভ করিল।

গোলাপীকে পায়ে ধরিতে দেখিয়া লম্পটেরা মহা দুঃখিত। একজন ভেউ-ভেউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। অপর একজন কহিল "বাবা গোলাপ! পা ছাড়, লক্ষ্মী ধন আমার! পা ছাড়, তোমার কোন পুরুষে কার পায়ে ধরেছে? লোকেই তোমার পায়ে ধরে।"

মাতাল তিনজন পরামর্শ করিল, "এস, গোলাপকে তুলে আমরা গুরুজীর পায়ে ধরে সুফল আদায় করি। কারণ, আমাদের পায়ে ধরা অভ্যাস আছে।" তাহাদের যে-কথা, সেই কাজ; বেশ্যাটাকে তফাতে টানিয়া রাখিয়া এসে, গয়ালী গুরুর পদ দুইটি দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া "সুফল দে বাবা! এমন সুফল দে, যেন-মদের মুখে ভাল চাট হয়" বলিয়া মাথা কুটিতে লাগিল। মদের গন্ধে গুরুজীর অন্নপ্রাশনের অন্ন উঠিবার উপক্রম হইল। তিনি যে পলাইবেন, সে সামর্থ্যও নাই; তিনজনে শক্ত করিয়া পা দুখানি ধরিয়া আছে। তিনি নাসিকায় বস্ত্র দিয়া বেশ্যাকে কহিলেন, "মা! তোমার সন্তানগণকে উঠাইয়া লও, এবং যা খুসি হয় দিয়া সুফল লইয়া প্রস্থান কর।" বেশ্যা তৎশ্রবণে হাসিতে হাসিতে আসিয়া দুই টাকার সুফল লইল এবং লম্পটত্রয়কে কহিল, "তোরা ওঠ্, আমি সুফল পেয়েছি।" তাহারা "কই" বলিয়া দেখিতে চাহিল এবং দেখিতে না পাইয়া আবার মাথা কুটিতে লাগিল। এইবার মাথা কুটিতে কুটিতে একব্যক্তি গুরুজীর শ্রীপাদপদ্মে বমি করিয়া ফেলিল। গুরুজী পলাইবার চেষ্টা পাইলেন, তথাপি তাহারা ছাড়িল না। অবশেষে পুলিস ডাকিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

দেবগণ চাহিয়া দেখেন—পিতামহ নিকটে নাই। তিনি দ্রুতপদে একদিকে ছুটিয়া পলাইতেছেন। তদ্দৃষ্টে তাঁহারাও দ্রুত যাইয়া তাঁহাকে ধরিলেন এবং কহিলেন, "ঠাকুরদা! কোথায় যাচ্ছেন?"

ব্রহ্মা। ভাই, যেখানে বেশ্যার দান গ্রহণ করিয়া সুফল দেয়, সেখানে এক

মুহূর্ত্তও থাকতে নাই। আমি এই দণ্ডে গয়া পরিত্যাগ করিলাম, তোমাদের ইচ্ছা হয় থাক।

দেবগণ তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া তল্পীতল্পা উঠাইয়া লইলেন। এবং কতকগুলা পাথরবাটি খরিদ করিয়া ষ্টেশনে চলিলেন। যাইতে যাইতে ব্রহ্মা কহিলেন, "বরুণ! গয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বল।"

বরুণ। গয়া একটি বহুকালের তীর্থস্থান। এখানে প্রায় দুই হাজার বৎসরের মন্দির আছে। গয়ার তুল্য তীর্থ ভারতে আর দ্বিতীয় নাই। এখানে সমস্ত ভারতের যাত্রিগণ পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ডদান করতে আসিয়া থাকে। নগরের মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অনেকগুলি আড্ডা আছে। সেইখানে আসিয়া তাহারা বাসা লয়। গয়ালীরাই গয়ার সর্ব্বময় কর্ত্তা। ইহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ, বিদ্যা-শিক্ষা ইহাদের কুষ্ঠিতে লেখা নাই; কিন্তু বিনা পরিশ্রমে যাত্রীদিগকে উৎপীড়ন করিয়া যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকে। প্রত্যেক গয়ালীরই হাতী, পাল্কী, ঘোড়া আছে। গয়াতে এত গাড়ীঘোড়া দেখা যায় যে, কলিকাতার সহিত তুলনা করিলে গয়াই প্রধান হইবে। নগরবাসীদিগের সভ্যতার কিছুমাত্র উন্নতি নাই। এই নগরে কোন সভা কিংবা বিদ্যালয় দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে অপর কোন দেব-দেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করা হয় না। লোকের মনে বিশ্বাস আছে, যে পূজা করিবে সে নির্ব্বংশ হইবে। গয়া দুই ভাগে বিভক্ত—সেটি গয়া ও সাহেবগঞ্জ। সাহেবগঞ্জে সাহেবরাই বাস করেন। গয়াতে অনেক ইষ্টক নির্ম্মিত অট্টালিকা আছে; কিন্তু কোনটিরই শ্রীছাঁদ নাই। বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে এখানে প্রায় পাঁচ হাজার বাঙ্গালী বাস করিয়া থাকেন। গয়াতে বৌদ্ধদিগের অনেক কীর্ত্তি আছে। উক্ত ধর্ম্ম-প্রচারক শাক্যসিংহের প্রতিমূর্ত্তি একটি মন্দিরমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। গয়ার পাথরবাটি ও তামাক বড় বিখ্যাত। একটি পাহাড়ে একটি গহ্বর আছে; লোকে বলে—ভীমসেন হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পিণ্ড দিয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার বাম হাঁটু বসিয়া গিয়া ঐ গহ্বর হয়। আর একস্থানে প্রস্তরের উপর কতকগুলি গরুর পায়ের চিহ্ন আছে; লোকে বলে—ব্রহ্মা এক সময়ে আসিয়া গয়ায় গোদান করেন, সেই সকল গরুর পদচিহ্ন। ইহার পর দেবগণ ট্রেণে উঠিলেন। ট্রেণ যথাসময়ে বাঁকীপুরে নামাইয়া দিল।

বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! এ-স্থানের নাম বাঁকীপুর। পাটনা, বাঁকীপুর, দানাপুর পরস্পর সংলগ্ন। এজন্য এই তিন স্থানকে এক নগর বলা যাইতে পারে। বাঁকীপুরের পশ্চিম অংশকে দানাপুর এবং পূর্ব্বাংশকে পাটনা কহে। পাটনা দুই খণ্ডে বিভক্ত, নূতন পাটনা এবং পুরাতন পাটনা। নগরটি অত্যন্ত প্রশস্ত, দৈর্ঘ্যে ষোল মাইল হইবে; কিন্তু প্রস্থে এক মাইল হইবে কি না সন্দেহ। পুরণাদিতে এই পাটনার বিশেষ উল্লেখ আছে। ইহার প্রাচীন নাম পাটলিপুত্র। পাটলিপুত্র হিন্দু রাজাদিগের রাজধানী ছিল। মগধের রাজারা এই স্থানেই রাজ্য করিতেন।"

ইন্দ্র। কোন হিন্দু রাজা এখানে রাজ্য করিয়াছেন?

বরুণ। নন্দ, চন্দ্রগুপ্ত এবং অশোকের এই রাজধানী ছিল। এই স্থানেই সুবিখ্যাত নন্দবংশের অভিনয় হয়। এই স্থানেই সুপ্রসিদ্ধ চাণক্য পণ্ডিত তাঁহার রাজনীতিজ্ঞতার ও অধ্যবসায়শীলতার পরিচয় প্রদান করেন, এবং এই স্থানেই নন্দবংশের অনুরক্ত মন্ত্রী রাক্ষসও একসময়ে চাণক্যের বুদ্ধির নিকট পরাজয় স্বীকার করেন।

নারা। কোন চাণক্য? দাতাকর্ণ নামক পুস্তকে যে চাণক্যের শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়, ইনি কি সেই মহাপুরুষ?

বরুণ। হ্যাঁ ভাই, অনেকে বলে ইনিই তিনি! দেখুন পিতামহ, এই পাটনা নগরেই মহাবীর ভীমসেন জরাসন্ধের প্রাণ সংহার করেন। এই স্থানেই বৌদ্ধ-দিগের প্রাদুর্ভাব হয়। মুসলমানদিগের রাজত্বকালে পাটনা বেহারের রাজধানী ছিল। তখন বেহার প্রদেশের সুবেদারগণ এই স্থানেই বাস করিতেন। সেই সময় হইতে হিন্দু ও মুসলমানদিগের রাজত্বকালে পাটনা বেহারের রাজধানী ছিল। সেই সময় হইতে হিন্দু ও মুসলমান ভাষা এক হইয়া যায়। পাটনার অপর নাম আজিমাবাদ হইয়াছে।

দেবতারা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। এখান হইতে দেবগণ কম্বরবাগ দেখিতে যান। এই উদ্যানে ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি কয়েকটি পশু, এবং জলাশয়ে একজাতীয় রক্তবর্ণের মৎস্য ভাসিয়া

বেড়াইতেছে। দেবগণ বাগানটি দেখিয়া বিশেষ আনন্দানুভব করিলেন। এখান হইতে যাইতে যাইতে ব্রহ্মা একস্থানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "বরুণ! সম্মুখে ওটা কি?"

বরুণ। জেলখানা অর্থাৎ ইংরাজ-রাজের কৃত নরক: পাপীরা যেরূপ পাপ করে, তাহাদের সেইরূপ সাজা এই নরকেই হয়। পাপের তারতম্য অনুসারে কেহ নরকে বসিয়া পাথর ভাঙ্গিতেছে, কেহ বা চক্ষে ঠুলি দিয়া ঘানিকলে তৈল বাহির করিতেছে।

নারা। এখানে একবার, যমালয়ে একবার, তুইবার করিয়া কি পাপীদিগের দণ্ড হয়?

বরুণ। না ভাই! এইখানেই পাপ-পুণ্যের সাজা হয়। তবে যাহারা অর্থাদি ঘুস দিয়া পাপ হইতে এড়াইয়া যায়, তাহাদেরই দণ্ড যমালয়ে হইয়া থাকে। পিতামহ! ওদিকে দেখুন ডাক-বাঙ্গালা। আমাদের মত পথিক সাহেবরা ঐ স্থানে আসিয়া বাস করে। পয়সা-ব্যয় করিলে তাহারা উপযুক্ত শয্যা, আহার এবং গৃহাদি প্রাপ্ত হয়।

নারা। বাঙ্গালীদের ডাক-বাঙ্গালা আছে?

বরুণ। আছে বই কি! তাহাদের যেমন পোড়া কপাল, তেমনি ডাক-বাঙ্গালার নাম হচ্চে হোটেল। খানা—পোড়া ভাত। শয্যা—ছেঁড়া চট। ওদিকে ব্যাঙ্ক, ঐখানে টাকার বিনিময়ে কাগজ বিলি হয়। সম্মুখে কমিশনারের কাছারি ও ডাকঘর। আর ওদিকে ঐ অত্যুচ্চ গোলাঘর দেখা যাইতেছে।

ব্রহ্মা। উঃ গোলাঘরটা তো কম উঁচু নয়! চল দেখে আসি।

দেবতারা গোলাঘরের সন্নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "এই গোলাঘরের অপর নাম গাষ্টিন্স ফলি। বেহার প্রদেশে বহুকাল ব্যাপিয়া তুর্ভিক্ষ হয় বলিয়া শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্য গাষ্টিন্স সাহেব বহু অর্থ ব্যয়ে ১৮৮০ অব্দে এই গৃহটা নির্ম্মাণ করান। প্রচুর অর্থব্যয়ে নির্ম্মাণ করা হয় অথচ কোন কাজে আসে না, এই জন্য লোকে ইহাকে গাষ্টিন্স ফলি অর্থাৎ গাষ্টিন্সের নির্ব্বুদ্ধিতা কহিয়া থাকে। ইহা ১১০ ফুট উচ্চ। উপরে উঠিবার জন্য ১৪০টি ধাপ-বিশিষ্ট সিঁড়ি আছে। নেপালের রাজমন্ত্রী জঙ বাহাদুর এক সময় অশ্বারোহণে ঐ সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়াছিলেন দেখিয়া লোকের চক্ষুস্থির হইয়াছিল। অনেকে ঐ

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া নগরের শোভা সন্দর্শন করিয়া থাকে। গৃহমধ্যে যথেষ্ট স্থান আছে। এত স্থান আছে যে, লক্ষ লক্ষ মণ শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখা যাইতে পারে?"

ইন্দ্র। এক্ষণে ইহার মধ্যে কত মণ আন্দাজ শস্য আছে?

বরুণ। এক্ষণে আর উহাতে শস্যাদি থাকে না, ইহা একটি রহস্য দেখিবার গৃহ। ইহার মধ্যে একবার কোন কথা কহিলে কিংবা শব্দ করিলে দশবার প্রতিধ্বনি হইয়া থাকে।

"য়্যা বল কি!" বলিয়া দেবগণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং নারায়ণ একবার এ-কোণে একবার ও-কোণে যাইয়া "ভূ" "ভূ" শব্দে চিৎকার আরম্ভ করিলেন।

দেবগণ ইহার পর কালেক্টরি, গভর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ আফিস, পুলিস ও বিলিয়ার্ড রুম দেখিয়া জজ আফিসের সন্নিকটস্থ বাবাজীদিগের একটি মঠে উপস্থিত হইলেন। বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! দেখুন, গৃহমধ্যে কত দেবমূর্ত্তি রহিয়াছে। বৎসর বৎসর এখান হইতে একখানি রথও চলিয়া থাকে। ওদিকে দেখুন আফিঙের এজেণ্ট আফিস।"

ইন্দ্র। এজেণ্ট আফিসে কি কাজ হয়।

বরুণ। ঐ বিষ এদেশে কত প্রস্তুত হইল এবং চীন দেশের সর্ব্বনাশ জন্য কত প্রেরিত হইয়াছে এবং তহবিলেই বা কত মজুত আছে, আর এদেশীয়েরাই বা কি পরিমাণে ভক্ষণ করিয়াছে, তাহার আয় ব্যয়ের হিসাব রাখা হয়। এই সময়ে এক বাঙ্গালী বাবুকে বগী হাঁকাইয়া যাইতে দেখিয়া নারায়ণ কহিলেন "বরুণ! ও বাবুটি কে?"

বরুণ। উনি একজন সুশিক্ষিত কৃতবিদ্য বাবু। পাটনার সকলেই উহাকে চেনেন। শাশুড়েবাবু বলিলে না চেনে, এমন লোক এখানে খুব কম আছে।

ইন্দ্র। শাশুড়েবাবু কি?

বরুণ। বাবুর ত্রিসংসারে কোন স্ত্রীলোক অভিভাবক ছিল না। এজন্য পরিবার কিরূপে বিদেশে একাকিনী থাকিবেন ভাবিয়া তাহার বিধবা মাতাকে আনিয়া সংসারভুক্ত করেন এবং তাঁহাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি দেখান। কিছুদিন পরে বিধবা শাশুড়ী সন্তান প্রসব করিয়া বসিলেন।

ব্রহ্মা। ছি! ছি! পাটনা, তুমি বাঙ্গালীর জন্য ধ্বংস হতে বসেছ!

ইন্দ্র। কুলাঙ্গারেরা বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসে কেন?

বরুণ। পেটের জ্বালায়।

ব্রহ্মা। যমালয়ে কি এ-সব পাপীর জন্য কোন নরক আছে?

"আজ্ঞে না" বলিয়া দেবরাজ নিজ নোটবুকে লিখিয়া লইলেন। এখান হইতে যাইতে যাইতে বরুণ কহিলেন, "পাটনার অনতিদূরে হাজিপুর নামক একটি স্থান আছে। গরুড় যে গজকচ্ছপকে লইয়া নৈমিষারণ্যে যাইয়া ভক্ষণ করে, ঐ হাজিপুরের সন্নিকটে সেই গজকচ্ছপের যুদ্ধ হইয়াছিল। এক্ষণে ঐ স্থানের নাম হরিহর ছত্র। তথায় হরিহর দেবের প্রতিমূর্ত্তি আছে। প্রতি বৎসর হরিহর ছত্রে একটি করিয়া মেলা হইয়া থাকে। মেলায় বিস্তর হস্তী, অশ্ব, গাড়ী, ঘোড়া বিক্রয় হয়।"

এই সময় নারায়ণ অদূরে একটি বৃহদাকার পুষ্করিণী দেখিয়া কহিলেন, "বরুণ এই বৃহৎ পুষ্করিণী কাহার?"

বরুণ। লোকে উহাকে মাণিকচাঁদের পুষ্করিণী বলিয়া থাকে। উহা যে কতকালের এবং কাহার, আমি স্থির বলিতে পারি না।

ক্রমে তাঁহারা সরস্বতী তীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে দেখেন—পুষ্করিণীটির সমস্ত জলই শৈবাল, পানা এবং কল্মীলতাদি দ্বারা আচ্ছাদিত। চতুষ্পার্শ্বে বহুকালের বাঁধা ঘাটের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। পুষ্করিণীতে যে অতি অল্পমাত্র জল শৈবালাদি হইতে পৃথক হইয়া দেখা দিতেছে, তাহাতে অসংখ্য ভেক শাবকগণসহ সন্তরণ করিতেছে। কোন স্থানে শৈবালাদির উপরে বসিয়া দুই একটি ভেক নির্ভীকচিত্তে সূর্য্যের উত্তাপ সুখে ভোগ করিতেছিল—লতাপাতার মধ্য দিয়া সুদীর্ঘ সর্প ধীরে ধীরে আসিয়া তাহাদিগের পদ ধরিয়া টানিয়া গ্রাস করিবার উদ্‌যোগ করিতেছে। ভেক অন্তিমকালে "ক্যাঁ" "কোঁ" শব্দে ডাক ছাড়িয়া আত্মরক্ষার সাধ্যমত চেষ্টা পাইয়াও নিষ্ফল হইতেছে।

নারা। পিতামহের কি অনাসৃষ্টি! ভেক এবং সর্পে যখন খাদ্যখাদক সম্বন্ধ, তাহাদের এরূপ একস্থানে বাসের ব্যবস্থা করা কি উচিত হইয়াছে?

ব্রহ্মা। ভাই! আমার সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কোনটির সহিত কোনটির খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ নয়। আমি ভেকদিগকে জল ও স্থল উভয় স্থানে বাসের উপযোগী

করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি এবং সোণা ব্যাং নামক যে ভেক সম্প্রদায় সচরাচর জলে বাস করিতে ভালবাসে, তাহাদিগকে আত্মরক্ষার জন্য যথেষ্ট লম্ফনশক্তিও প্রদান করিয়াছি ; কিন্তু নিজের মৃত্যুর জন্য যদি সকল ভেকই জলে বাস করে, তাহাতে আমার দোষ কি ? দেখ, আমি আমার প্রিয় মনুষ্যগণকেও নিরাপদ করিয়া সৃষ্টি করি নাই। আমি তাহাদেরও দেহমধ্যে আশীবিষসদৃশ অনেকগুলি বিষাক্ত রিপু প্রদান করিয়াছি। আমার মানুষেরা যদি নিজ দোষে সেই রিপুদংশনে প্রাণে মরে, তাহাতে আমার দোষ কি ?

এখান হইতে কিছুদূর যাইয়া বরুণ কহিলেন, "পিতামহ ! টেম্পল মেডিকেল স্কুল দেখুন।"

ব্রহ্মা। ওখানে কি হয় ?

বরুণ। বেহারবাসীদিগের সন্তানগণকে ইংরাজী চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা দিয়া ডাক্তার করা হয়।

ইন্দ্র। ইংরাজী চিকিৎসায় কি এ-দেশীয় লোকের কোন উপকার দর্শে ?

বরুণ। অস্ত্র চিকিৎসায় উপকার দর্শে বটে, কিন্তু অন্যান্য রোগে তাদৃশ উপকার দেখা যায় না। তবে দুই চারিদিনের জন্য রোগটাকে দমন করিয়া রাখে মাত্র।

ব্রহ্মা। ইহা দেখিয়াও কি ভারতবাসীরা ইংরাজী চিকিৎসার আদর করে ?

বরুণ। যথেষ্ট। এত আদর করে যে, বোধ হয় সত্বরেই দেশীয় চিকিৎসা-বিদ্যার লোপ হইবে।

ব্রহ্মা। ইংরাজী চিকিৎসার সমাদর করিয়া দেখিতেছি আমার মানুষেরা অকালে মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিবে।

নারা। বরুণ ! ওদিকে ও অত্যুচ্চ বাড়ীটি কি ?

বরুণ। পাটনা কলেজ।

ক্রমে দেবগণ কলেজের সন্নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দেখেন—প্রত্যেক গৃহে বালকগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বসিয়া অধ্যয়ন করিতেছে। দুই চারিটী হিন্দুস্থানী বালকের মধ্যে এক একটি বাঙ্গালী বালক বসিয়া আছে। বালকগণের মধ্যস্থলে চেয়ারের উপর হিন্দুস্থানী শিক্ষক বিরাজমান। তাহার গাত্রের চাপকান গাত্রের

সহিত এবং পাজামা পায়ের সহিত এরূপভাবে সংলগ্ন হইয়া আছে যে, দেখিলে বোধ হয় দরজীতে কাপড় চুরি করিবে এই আশঙ্কায় গাত্রের মাপ না দিয়াই ঐ প্রকার সেলাই করান হইয়াছিল অথবা মহাবীর কর্ণের ন্যায় সূর্য্যপ্রদত্ত বর্ম্ম সহিতই মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

নারা। বরুণ! বেহারে এত বাঙ্গালী কেন?

বরুণ। অনেকের পিতা এখানে বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে বাস করিতেছেন। আর অনেক ছেলে দ্বিতীয় বিভাগে পাস হইয়া ছাত্রবৃত্তি পাইবার আশায় আসিয়াছে।

ইন্দ্র। বাঙ্গালায় কি ছাত্রবৃত্তি নাই?

বরুণ। আছে, কিন্তু বেহারবাসীদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য এ-প্রদেশে কিছু বেশী পরিমাণে দেওয়া হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, বৃত্তিগুলির মধ্যে প্রায় সমস্তই বাঙ্গালী বালকগণ লইয়া যায়। *

দেবগণ এখান হইতে এমামবাড়ীর সন্নিকটে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "এই স্থানে মহরমের সময় বড় ধুমধাম হইয়া থাকে; তখন মুসলমানেরা "হাসেন হোসেন" শব্দে এমন জোরে বুক চাপড়ায় ও লাঠি তরোয়াল খেলে যে, দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। ওদিকে দেখুন কবরস্থান। ঐ স্থানে অনেকগুলি জলের ফোয়ারা আছে।" এই বলিয়া সকলে গুলজারবাগে যাইয়া যে দিকে চাহেন, দেখেন— শত শত লোক কাষ্ঠের বাক্স প্রস্তুত করিতেছে।

ব্রহ্মা। বরুণ! এই সমস্ত কাষ্ঠের বাক্সে কি হইবে?

বরুণ। চীনদেশের সর্ব্বনাশের জন্য ইহার মধ্যে আফিং চালান হইবে। পিতামহ, আপনি বেছে বেছে এমন দ্রব্যও সৃষ্টি করেছিলেন!

ব্রহ্মা। ওদিকে ঐ বহুদূরবিস্তৃত একতালা কোঠায় কি হয়? আর উহাতে অত শান্ত্রী পাহারাই বা কেন?

বরুণ। ঐ হচ্চে আফিংয়ের গুদাম। ঐখানেই মাল আমদানী হয়ে জমে। চলুন, ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখাইয়া আনি।

দেবগণ গুদামঘরে প্রবেশ করিয়া চাহিয়া দেখেন—কাটরায় ভাল ভাল আফিং

* এক্ষণে বৃত্তিগুলি নূতন নিয়মে বিভাগ করিয়া দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

সাজান রহিয়াছে। একটি গৃহে বাষ্পযোগে একখানি করাতকল ঘুরিয়া খান্ খান্ শব্দে পুরু পুরু কাষ্ঠগুলি নিমেষ মধ্যে চিরিয়া তক্তা প্রস্তুত করিয়া দিতেছে।

ব্রহ্মা। বরুণ! এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রাণ নষ্ট করিলে ইংরাজ-রাজ কি দণ্ড করেন?

বরুণ। তাহার ফাঁসী হয়।

ব্রহ্মা। বিষ খাওয়াইয়া মারিলে?'

বরুণ। তাহাতেও ফাঁসী হয়।

ব্রহ্মা। তবে নিজ হস্তে কি বলে প্রজাকে বিষ খাওয়াচ্চেন?

বরুণ। এতে আয় বিস্তর।

ব্রহ্মা। ছি! আর কি অন্য উপায়ে হইতে পারে না? প্রজার উপকারার্থ না হয় এ আয় পরিত্যাগই করলেন! দেখ, প্রজার হিত করাই রাজার প্রধান ধর্ম। ইংরাজরাজ বিধিমত প্রকারে প্রজার হিত করছেন সত্য, কিন্তু এ-কাজটি তো ভাই হিতের কাজ নয়।*

নারা। আপনি সমস্ত পথ বলে এসেছেন—পাটনায় আফিং সস্তা; কিছু বেশী করে লউন।

বরুণ। চারি ভরির বেশী তো বিনা লাইসেন্সে বিক্রয় করিবে না।

ইন্দ্র। অ্যাঁ! এদিকে তো ভাল!

ব্রহ্মা। ভাল কিসে? প্রত্যহ যদি এক ব্যক্তি চারি ভরি করে কিনে খায়, রাজার কি তাতে কোন বারণ আছে?

নারা। পিতামহ! এ ছাই আফিং কেন সৃষ্টি করেছিলেন?

ব্রহ্মা। আমি আফিং সৃষ্টি করি নাই, তবে আফিংয়ের বৃক্ষের সৃষ্টি করিয়াছি বটে। তখন কি জানিতাম যে, আমার মনুষ্যেরা পরিশ্রম করিয়া কোন্ বৃক্ষের ফুলের আঠায় বিষাক্ত আফিং প্রস্তুত হয় আবিষ্কার করিবে ও সেই বিষ বেশী মাত্রায় খাইয়া উৎসন্ন যাইবে? এরূপ জানিলে আমি কখনই অহিফেনের বৃক্ষের সৃষ্টি করিতাম না।

এখান হইতে দেবতারা পাটন-দেবীর মন্দির দেখিতে চলিলেন। ইনি

* এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে আফিমের চাষ সংযত করিবার আদেশ করিয়াছেন।

কালীমূর্ত্তি,—সামান্য একটি মন্দিরমধ্যে আছেন। বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! ইহাঁরই নাম হইতে পাটনা নাম হইয়াছে। বেতিয়ার মহারাজ এই বাড়িটি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।"

ইন্দ্র। বরুণ! ওটা কি?

বরুণ। এমামবাড়ী।

নারা। কত এমামবাড়ী?

বরুণ। মুসলমান শহর, বেশী এমামবাড়ী হইবে না?

এই সময় এক বৃদ্ধ মুসলমান যষ্টিহস্তে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া ব্রহ্মাকে কহিল "চাচা। সেলাম গো।"

ব্রহ্মা। কে তুমি?

মুসলমান। আজ্ঞে, তুমিও যে, আমিও সে। তুমি হিঁদুর দেবতা ব্রহ্মা, আমি মুসলমান-দেবতা পীর পয়গম্বর।

নারা। তোমার এ-দশা কেন?

পয়গম্বর। তোমাদেরও যেই দশা, আমারও সেই দশা। দেখ, তোমরা এক সময় এই পাটনায় কত সমাদরের সহিত পূজা পাইয়াছ, আর আজ সামান্য বেশে পাটনার রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছ। আমিও একদিন এখানে যথেষ্ট পূজা পেয়েছি। আর আজ সামান্য বেশে কবর হাতড়ে বেড়াচ্চি। তবে তোমাদের অপেক্ষা আমি অনেকটা সুখী। কারণ তুমি তোমাদের নন্দ, চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি যে কোথায় হ'ল আর কোন্ স্থানেই বা মোলো তার কোন চিহ্নও দেখিতে পাইতেছ না; আমি কবর হাতড়ে তবু জানতে পাচ্ছি "অমুক, অমুক কবরে চিরনিদ্রায় অভিভূত আছেন।"

নারা। পয়গম্বর, সুখী কে?

পয়গ। যীশু।

ব্রহ্মা। দেখ পয়গম্বর! অপরের সুখ দেখে তোমার দুঃখ করা উচিত নহে। দেব দানব মনুষ্য প্রভৃতি কেহই চির-সুখ ভোগ করিতে পায় না। আমাদের সুখের দিন অতীত হইয়া আজ যীশুর সুখের দিন উপস্থিত। তাহার সুখ দেখে দুঃখ করা দেবোচিত কার্য নহে।

এখান হইতে দেবগণ একটি চকের মধ্যে যাইয়া দেখেন—প্রত্যেক দোকানেই

কাষ্ঠের খেলনা ও কৌটা প্রস্তুত হইয়া বিক্রয় হইতেছে। তাঁহারা একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের সন্নিকটস্থ গির্জ্জার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তথা হইতে সকলে রামনারায়ণের কেল্লা দেখিতে চলিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া বরুণ কহিলেন "দেখ দেবরাজ! ইহাকেই লোকে রামনারায়ণের কেল্লা কহে। এই কেল্লা-মধ্যে এক সময়ে নবাব মিরকাসিমের আজ্ঞায় সমরু কর্ত্তৃক ১৫০ জন ইংরাজ হত্যা হইয়াছিল। এস্থান হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে ইংরাজদিগের পুরাতন কবর-স্থান। ঐ স্থানে সাদা ও কাল পাথরে নির্ম্মিত ১৩০ ফুট উচ্চ একটি স্তম্ভ আছে।"

এখান হইতে সকলে মারুগঞ্জের মধ্যে গিয়া দেখেন নানাস্থান হইতে নানাপ্রকার শস্য বোঝাই গো-শকট সকল আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। প্রত্যেক দোকানঘরে লবণ, ছোলা, মসিনা এবং জনার পর্ব্বতাকারে সাজান রহিয়াছে। বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! এই স্থানের নাম মারুগঞ্জ। পাটনার মধ্যে মারুগঞ্জই প্রসিদ্ধ বাণিজ্যের স্থান।"

ইন্দ্র। বরুণ! পাটনার যাবতীয় গৃহই প্রায় কাষ্ঠ নির্ম্মিত কেন? আর কি কারণেই বা গৃহাদিতে গবাক্ষাদি দৃষ্ট হইতেছে না?

বরুণ। এখানে কাষ্ঠ খুব সস্তা, এজন্য প্রত্যেক বাড়িই কাষ্ঠে নির্ম্মিত। বেহারবাসীরা গৃহে জানালাদি রাখে না। কিসে স্বাস্থ্যরক্ষা হয়, ইহারা তাহা জানে না। ইহারা মিউনিসিপাল ট্যাক্স দেয়, অথচ ট্যাক্স কেন দেওয়া হয়, তার অর্থ পর্যন্ত অবগত নহে। আমি আপনাদিগকে পাটনার কোন গলির মধ্যে লইয়া যাইতে সাহস করিতেছি না; কি জানি পাছে পচা গন্ধে বমী করিয়া বসেন। পাটনার লোক এমন দুর্বল যে, মিউনিসিপ্যালিটির নিকট নিজ দুঃখ জানাইয়া সে দুঃখ দূর করিয়া লইবারও চেষ্টা করে না।

এখান হইতে কিছু দূরে যাইয়া ইন্দ্র কহিলেন "বরুণ! সম্মুখে ও মন্দিরটি কি?"

বরুণ। উহার নাম হরমন্দির। এই মন্দিরটি রণজিৎ সিংহ নির্ম্মাণ করান। মন্দিরমধ্যে গুরুগোবিন্দের পাদুকা ও গ্রন্থ আছে। তাঁহার ভক্তমাত্রেই সেই গ্রন্থ পাঠে অধিকারী।

ইন্দ্র। গুরুগোবিন্দ কে?

বরুণ। ইনি শিখদিগের একজন গুরু। শিখেরা তাঁহার নিকটে ধর্ম্মোপদেশ

ও তৎসহ যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করে। গুরুগোবিন্দ পাটনা নগরেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, মুসলমানধর্ম্মের উচ্ছেদ করিবেন।

এখান হইতে দেবগণ ষ্টেশনে যাইয়া উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন "পিতামহ! দানাপুর দেখিবেন কি?"

ব্রহ্মা। সেখানে কি আছে?

বরুণ। দানাপুরেই ইংরাজদিগের সৈন্যশালা। তথাকার বারিক বড় বিখ্যাত। ঐ স্থানে অনেক চামার বাস করে। তাহারা "দানাপুরে জুতা" নামে একপ্রকার জুতা প্রস্তুত করে।

ব্রহ্মা। না ভাই, কলিকাতায় নিয়ে চল।

নারা। বরুণ! এবার আমরা কোথায় গিয়া বিশ্রাম লইব?

বরুণ। জামালপুরে। ঐ স্থানে রেলওয়ের অনেকগুলি আফিস আছে।

এই সময়ে টিকিট দিবার ঘণ্টা দেওয়ায় দেবতারা যাইয়া টিকিট লইলেন ও একখানি ট্রেণে উঠিয়া বসিলেন। ট্রেণ হুপ্ হুপ্ শব্দে ছুটিতে লাগিল।

ইন্দ্র। বরুণ! পাটনার কোন্ দ্রব্য ভাল?

বরুণ। পাটনার কুল ও দাড়িম বড় বিখ্যাত।

এদিকে ট্রেণ কয়েকটা ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া বাড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রহ্মা কহিলেন "বরুণ! এ-সুন্দর ষ্টেশনটির নাম কি?"

বরুণ। এ স্থানের নাম বাড়। বাড় একটি বিখ্যাত বাণিজ্যের স্থান। এখানে অসংখ্য চামেলি ও বেল ফুলের বাগান আছে। এইখানেই বিখ্যাত ফুলের তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই স্থানের সীমা হইতে ত্রিহুত রাজ্য আরম্ভ হইয়াছে। ঐ ত্রিহুত রাজ্যের প্রাচীন নাম মিথিলা। মিথিলায় জনক রাজার রাজধানী ছিল। অদ্যাপি প্রতিবৎসর রামনবমীতে তথায় একটি করিয়া মেলা হইয়া থাকে।

ইন্দ্র। মিথিলা এখান হইতে কতদূর হইবে?

বরুণ। বাড়ঘাট ষ্টেশন হইতে পঞ্চাশ মাইল দূরে মজঃফরপুর। মজঃফরপুর হইতে মিথিলা চারি পাঁচ দিনের রাস্তা।

নারা। বরুণ! জামালপুর আর কতদূর? গাড়ীখানাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না কেন?

এদিকে ট্রেণ "হুপাহুপ" শব্দে বাড় পরিত্যাগ করিয়া মোকামা ষ্টেশনে আসিয়া

উপস্থিত হইল। দেবগণ কর্ডলাইন পরিত্যাগ করিয়া লুপ লাইনে আসিবেন, এজন্যে সে ট্রেণ পরিত্যাগ করিয়া অপর ট্রেণে উঠিয়া বসিলেন। তাঁহারা যে কামরায় বসিয়াছিলেন, তাহাতে তখন সর্ব্বশুদ্ধ বারোজন লোক ছিল। একটি বাঙ্গালীবাবুও ইহাঁদের সহিত ছিলেন। বাবুটি পাছে অপর লোক ঐ গাড়িতে উঠে এই আশঙ্কায় দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া "স্থান নাই, স্থান নাই" বলিয়া অপর যাত্রীদিগকে বিমুখ করিতেছিলেন। ক্রমে এক ঝাঁক বেহারবাসী গাত্রের বোচ্‌কা গন্ধ বাহির করিয়া কোলাহল করিতে করিতে ঐ দ্বারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদিগের এক জনের স্কন্ধে এক একটি তিন চারি মণ আন্দাজ পোঁটলা। ট্রেণে উঠিবার সময় বেহারবাসীদিগের সহিত মেষের পালের অনেকটা সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। মেষের পাল যেমন নদী পার হইবার সময় তীরে আসিয়া চিৎকার করিতে থাকে, প্রাণান্তেও জলে নামে না, পরিশেষে একটার কাণ ধরিয়া জলে নামাইয়া দিলে দলকে দল আপনা হইতে নামিয়া পড়ে। ইহাদের অনেকটা তদ্রূপ অবস্থা ঘটে। গাড়িতে স্থান থাক বা না থাক, দলের মধ্যে একজন যে গাড়িতে উঠিবে, পালেপালে সেই গাড়িতে উঠিয়া স্থানাভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবে, তথাপি অন্য গাড়িতে যাইবে না। কোন ব্যক্তি কোন স্থানে যাইবার সময় বোধ হয় যেন পাঁচখানি গ্রামের লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া জুটাইয়া আনিয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে সমস্ত ঝাঁকটা আমাদের দেবগণের কামরার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল এবং যে-বাবু দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া লোক উঠিতে বাধা দিতেছিলেন, তাঁহার খালি স্থানটি দেখিয়া এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া রহিল; সুতরাং সমস্ত দলটা দাঁড়াইয়া কোলাহল করিতে লাগিল। গোলযোগ দেখিয়া গার্ড সাহেব নিকটে আসিয়া কহিলেন "এখানে কি?" তাহারা কহিল "ভিতরে স্থান আছে উঠিতে দিতেছে না। তৎশ্রবণে সাহেব সজোরে গাড়ির দ্বার উদঘাটন করিয়া তাহাদিগকে উঠিতে কহিলেন। অর্দ্ধেক আন্দাজ উঠিয়া গায় গায় হইয়া যখন স্থানাভাবে ত্রাহি ত্রাহি শব্দ করিতে লাগিল, তখন সাহেব অবশিষ্টগুলাকে ঠেলপেটা করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করাইয়া চবি বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বাঙ্গালীবাবু কাতর স্বরে কহিলেন "সাহেব! কল্লে কি?" সাহেব তদুত্তরে কহিলেন, "হাউ ব্লাডি নিগার, গোল মৎ করিও।"

বরুণ চাহিয়া দেখিলেন, বৃদ্ধ পিতামহ লোকের ভিড়ে কোণ-ঠাসা হইয়া দম আটকাইয়া মারা যাইবার মত হইয়াছেন, কথা কহিতে পারিতেছেন না। তখন দেবতারা নিজ নিজ স্থান ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে স্থান করিয়া দিলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "হায়! এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁহার সৃষ্ট, যাঁহার আদেশে রবি শশী উদয় ও অস্তে যাইতেছে, যিনি কটাক্ষে সকল করিতে পারেন, আজ রেলগাড়িতে তাঁহার কি দুর্দ্দশা! ট্রেণে দেখচি ভদ্র, শুদ্র, রাজা, প্রজা, নর, অমর সকলেরই এক দশা!"

ব্রহ্মা। বরুণ! ইহাদের গাত্রে এমন দুর্গন্ধ কেন?

বরুণ। উহারা যে বস্ত্র পরিধান করে, তাহা না মরিলে পরিত্যাগ করে না; বস্ত্রখানি জলে ভিজিলে পাছে শীঘ্র ছিন্ন হয়, সেই আশঙ্কায় সহজে জলাভিষিক্ত হইতে দেয় না। এত যত্নেও যদি ছিন্ন হয়, তাহাতে পিরাণ সেলাই করে। তাহা ছিন্ন হইলে তালিরূপে কাঁথাতে উঠে। সেই কাঁথা ধুকড়ি সঙ্গে এনেছে। ও গন্ধ কি সহজে যায়?

ব্রহ্মা। জামালপুর আর কতদূর? শীঘ্র নামতে পারিলে বাঁচি, গন্ধে আমার প্রাণ যায়।

ঐ কথা কয়েকটি তিনি এমন স্বরে বলিয়াছিলেন, শুনিলে বক্ষ বিদীর্ণ হয়। হায়! আজ আমি এই সমস্ত কথা প্রচার করিতে বসিয়াছি। এই অপরাধে না জানি লোকে আমাকে কত ব্যঙ্গ করিতেছেন। হয় তো আমি দেবগণের অবমাননা করিতেছি বলিয়া কত হিন্দুসন্তান আক্ষেপ করিতেছেন। কেহ কেহ আমাকে নাস্তিক মনে করিয়া কত তিরস্কার করিতেছেন ও ধিক্কার দিতেছেন। কিন্তু আমার বিবেচনায় অগ্রে শনিদেবকে তিরস্কার ও ধিক্কার দেওয়া উচিত। আজি শনি যদি ভারতের এ-অবস্থা না করিতেন, আজি শনি যদি আমার স্কন্ধে চাপিয়া না বসিতেন, কে দেবগণকে মর্ত্ত্যে আসিতে দেখিতে পাইত? আর এক কথা, বিধাতারও এ-বিষয়ে কিছু দোষ আছে,—তিনি সকলের ভাগ্যই লিখিয়া থাকেন। সুতরাং নিজভাগ্যে ও ভারতভাগ্যে যাহা লিখিয়াছেন, অদ্য তাহারই অভিনয় হইতেছে; আমাদের লেখা উপলক্ষ-মাত্র। দেবগণকে স্পেশাল ট্রেণে আনিয়া প্রিন্সেপ ঘাটে তুলিয়া তোপধ্বনি করিলে এবং কলিকাতা মহানগরী এই উপলক্ষে আলোকমালায় বিভূষিত

করিলে তবে দেবগণের সম্মান করা হইত। কিন্তু আমাদের স্পেশাল কৈ? তোপ কৈ? দেবতাদিগের কুদৃষ্টিতে আমাদের পাথুরে বন্দুক পর্য্যন্ত ব্যবহার করিবার জো নাই; গৃহে ব্যাঘ্র প্রবেশ করিয়া ধরে ধরে খাইলেও আত্মরক্ষার জন্য আমরা অস্ত্র ব্যবহারে অধিকারী নহি! এ-হেন দেবতাদিগকে আমরা প্যাসেঞ্জার ট্রেণে থার্ড ক্লাসে আনিব না তো কি করিব?

ব্রহ্মা। বরুণ! আমি পূর্ব্বে এই ট্রেণের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছি; কিন্তু এ কি! যদি আরোহীদিগকে এমন কষ্টভোগ করিতে হয়, তবে প্রত্যেক কামরায় হিন্দি, বাঙ্গালা, ইংরাজীতে লেখা ও কাগজগুলো লটকাইয়া দিবার আবশ্যকতা কি?

বরুণ। আপনার কথা সত্য, কিন্তু আমি এ-বিষয়ের জন্য 'রেলওয়ে কর্ত্তৃ-পক্ষদিগের কোন দোষ দেখিতেছি না। এ-সমস্ত অবিচার ষ্টেশনের 'কর্ত্তাদিগেরই দ্বারা ঘটিয়া থাকে।

অতি প্রত্যূষে ট্রেণ জামালপুর ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবগণ দেখিলেন—শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আলো জ্বলিতেছে এবং "ঢং ঢং" শব্দে ঘণ্টা বাজিতেছে। তদ্দৃষ্টে তাঁহারা তাঁহাদের শুভাগমন জন্য মঙ্গল-আরতি হইতেছে ভাবিয়া আহ্লাদ করিতে লাগিলেন।

দেবতারা টিকিট দিয়া গেটের বাহির হইতেছেন, এমন সময়ে একটি গৌর-বর্ণের ছিপছিপে বালক দ্রুতপদে গিয়া ব্রহ্মার হস্ত ধারণ করিয়া কহিল "কর্ত্তা জেঠা! আমিও এসেছি।"

ব্রহ্মা। কেরে, উপশনি! তুই এখানে কেন? তোর বাবা শনি এখন কোথায়?

উপ। জেঠা মহাশয়! আমি এখানে চাকরী করবো। বাবা গবর্ণমেণ্ট আফিসে কর্ম্ম করচেন।

ব্রহ্মা। তুই বলিস কি? এই পাহাড়ে দেশে এসেছিস চাকরী করতে! কেন, স্বর্গে কি একটু কাজকর্ম্ম জোটে না? এর চেয়ে যে দেশে পাঁচটাকা মাইনের প্যায়দাগিরি ভাল!

উপ। বাবা বল্লেন "বাঙ্গালীরা যেমন ব্যবসা বাণিজ্য ছেড়ে চাকরী চাকরী করে উন্মত্ত হয়েচে, চল তেমনি আমরা বাপ-বেটায় গিয়ে চাকরীর বাজারে

শুভদৃষ্টি দিয়ে আসিগে। আমি বুড়ো মানুষ, গবর্ণমেণ্ট আফিসগুলি ব্যতীত পেরে উঠব না। তুই বাবা একবার রেলওয়েতে কটাক্ষপাত করে আয়, শুনেছি জামাল-পুরে অনেক রেলওয়ে কেরাণী আছে, তাদের বড় সুখ; বৎসরে দুইবার মাইনে বাড়ে এবং যাতায়াতের পাশ পায়। তুই সেখানে গিয়ে একবার বাজারটা গরম করে দিয়ে আয়। তাহাদের সুখের পথে কণ্টক ফেল।

ব্রহ্মা। বরুণ! উপ বলে কি?

বরুণ। শনি বা কোন চালাক! এখানকার বড়বাবুরা তাঁর চেয়ে বেশী চালাক—তাঁকে ট্যাঁকে গুঁজে নস্ত করতে পারেন। বাবা! রেলওয়ের বড়-বাবুদের কাছে এসেছ দাঁত ফুটাতে?

জামালপুর

দেবগণ গেট দিয়া বাহির হইয়া ষ্টেশনের গুদামঘরে কিছু সময়ের জন্ত উপবেশন করিলেন এবং বরুণ ও নারায়ণ বাসার অনুসন্ধানে চলিলেন।

নারায়ণ ও বরুণকে বিদায় দিয়া দেবগণ বসিয়া গল্প করিতেছেন, এমন সময়ে রেলওয়ে ওয়ার্কসপের (কারখানার) ভোমা বিকটাকার শব্দে চিৎকার করিয়া উঠিল। সেই শব্দ শ্রবণে আমাদের পিতামহ লাফাইয়া উঠিলেন এবং দেবরাজকে কহিলেন, "সারলে; ইন্দ্র! দেখছো কি? দফা সারলে! এতদিনে হাতে দড়ি পড়লো। জানি, ও ছোঁড়া খুনে—ওর কি দিগ্বিদিক জ্ঞান আছে?"

ইন্দ্র। ও কিসের শব্দ ঠাকুরদা?

ব্রহ্মা। বুঝতে পারছো না? কৃষ্ণ পাঞ্চজন্ত শাঁক বাজাচ্চে। এখনি পুলিসের লোক ছুটে এসে সকলকে বেঁধে নিয়ে যাবে।

এই সময় বরুণ ও নারায়ণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নারায়ণ হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "ঠাকুরদা! উত্তম বাসা হয়েছে, সা-ক্রেণ্ডদের দোতালা।"

ব্রাহ্মা। এ কি তোমার কুরুক্ষেত্র?

নারা। হয়েছে কি?

ব্রহ্মা। তুমি কি বলে ইংরাজ-রাজ্যে এসে পাঞ্চজন্ত শাঁক বাজালে? চেয়ে দেখ দেখি। রাস্তা দিয়ে কত লোক ছুটচে। এখনি পুলিশ এসে বেঁধে নিয়ে গেলে কে আমাদের রক্ষা করবে?

বরুণ। ঠাকুরদা! স্বর্গীয় বালকগণ সচরাচর করতালি দিয়া যে হেঁয়ালি বলে, তাও কি আপনি কখনও শোনেন নাই?

ব্রহ্মা। কোন্ হেঁয়ালি?

বরুণ। ঐ যে—

"শব্দ হইল পরে ধরে রাখা দায়,
দেশী বিলাতীর পাল ঝাঁকে ঝাঁকে যায়।
কহেন কবি কালিদাস ওরে ভাই কেশে,
বল দেখি এমন জন্তু আছে কোন্ দেশে?"

ব্রহ্মা। অর্থ হল কি?

বরুণ। অর্থাৎ ওয়ার্কসপের ভোমা। ঐ ওয়ার্কসপে দেশী ও বিলাতী উভয়প্রকার লোক কর্ম করে।

ব্রহ্মা। ঠিক; সে জন্তু এই জামালপুরে আছে বটে! ভাল, যখন লোকগুলো ছুটে যায়, কতকগুলো বাঙ্গালী দেখলাম—পাণ চিবাইতে চিবাইতে ছুটে গেল; ওরা কে!—

বরুণ। ওরা ওয়ার্কসপের কেরাণী।

নারা। এত প্রত্যুষে পাণ চিবাচ্চে কেন?

বরুণ। আহার হয়েছে—পাণ চিবাবে না?

নারা। এত শীতে এবং এত প্রাতে পেটে ভাত যায়?

বরুণ। না গেলে চলে কৈ? ওদের দুর্দ্দশার কথা ভাই বলো না! রাত্রি তিনটার সময় উঠে "চাপাও চাপাও" শব্দে পরিবারের ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেন। তারপর, দু-এক ঘটী কূপজল মাথায় দিয়ে "ভাত আন, শীঘ্র ভাত আন, বেলা হল" বলে চিৎকার আরম্ভ করেন। গৃহিণী গরম ভাত, তরকারি এবং গরম ডালের বাটী কোলে দিয়ে যান। বাবুদের বেলা হইবার ভয়ে ঠাণ্ডা করিয়া খাইবার অবসর হয় না; গরম গরম মুখে দিতে থাকেন। হয় তো দিবামাত্র ছ্যাকছ্যাক শব্দে জিহ্বা দগ্ধ হইতে থাকে; অম্নি ছাপার রকম মুখভঙ্গি করে সেইগুলো কোঁৎ কোঁৎ শব্দে গিলতে থাকেন। এদিকে গৃহিণী গরম দুধের বাটী নিকটে এনে অঞ্চলের বাতাস দিয়ে তাহা শীতল করিবার চেষ্টা পান। কোন কোনদিন এমনও হয়, বাবুর অর্দ্ধেক আন্দাজ ভোজন না হইতে ওয়ার্কসপের

ভোমা বাজে। অগ্নি কর্ত্তা ভাতের থালা ফেলিয়া লাফাইয়া উঠে কহেন "প্রিয়ে! এই রইল তোমার দুধ, আমার ভাগ্যে খাওয়া হলো না।" বলে চোখেমুখে একটু জল দিয়ে ও একটা কুল্‌কুচো করে, পাণ একটা গালে ফেলে দে ছুট!

ইন্দ্র। আহা! দুধ খেয়ে না যাওয়ায় গৃহিণীর তো বড় দুঃখ হয়!

বরুণ। দুঃখ বলে দুঃখ! মাগী সমস্ত দিনটে পথে পথে দাঁপাদাপি করে বেড়ায়, আর লোক ডেকে বলে "আহা! দুধটুকু খেয়ে গেল না," "আহা! দুধটুকু খেয়ে গেল না গা!"

ব্রহ্মা। এত কষ্টেও যদি বেলা হয়, তা হলে কি হয়?

বরুণ। দ্বারের কাছে হাজিরার সময় লিখিবার জন্য নল, নীল, গয়, গবাক্ষের ন্যায় চারিজন আছেন। তাঁহারা একটু চিরকুট কাগজে বড়বাবুদের লিখে পাঠান; বড়বাবুরা এসে মুখ খিচাইতে আরম্ভ করেন।

ব্রহ্মা। বল, তারপর কি প্রকারে দিন যায়?

বরুণ। কাজকর্ম করতে যদি ভুলচুক হয়, সাহেব এসে নিগ্রহ করেন। আর যদি সেদিন কপাল পোড়ে—দু'এক রোজের বেতনও কাটা যায়। নিতান্তই যদি কপাল ফাটে কর্মটিতে জল দিয়া নিশ্চিন্ত হয়ে বাসায় আসেন।

ইন্দ্র। দিনটে যদি নির্বিঘ্নে কেটে যায়, এসে দুধ খেতে পান তো?

বরুণ। তাহারও স্থিরতা নাই; হয় তো বাসায় এসে দেখেন, পরিবার কাঠে ফুঁ পেড়ে পেড়ে চক্ষু লাল করে বসে আছেন। বাবু বাসায় এসে জুতা খুলে যেমন পা ধোবার উদ্‌যোগ করেন, অগ্নি সুমধুর স্বরে মিঠে গলায় হয় তো বলে উঠেন "পোড়াকপালে! পা ধোবে কি? আগে বাজার থেকে শুক্‌নো কাঠ কিনে আন—নচেৎ ভাতের তলো তোমার মাথায় ভাংবো।" বাবু ভয়ে শুক্‌নো মুখে আবার জুতা পায়ে দিয়ে ঢিমাতে ঢিমাতে শুক্‌নো কাঠ কিনতে যান।

নারা। আমি দেখচি—রাতটে ঘুমিয়ে যা সুখ পায়।

বরুণ। তাতেই বা সুখ কৈ? ঐ ভোমা বাজলো—ঐ ভোমা বাজলো ভেবে রাত্রে ঘুমের ঘোরে চমকে চমকে উঠে।

ব্রহ্মা। উপ! তুই এত সকালে খেয়ে, এত কষ্ট সহ্য করে ভোমার চাকরি করতে পারবি?

এখান হইতে দেবগণ ব্যাগ হস্তে করিয়া বাসাভিমুখে চলিলেন। যাইতে

যাইতে সকলে দেখেন—প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ আন্দাজ একটি স্থান লৌহরেল দ্বারা পরিবেষ্টন করা রহিয়াছে। তাহার মধ্যে অনেকগুলি অট্টালিকা শ্রেণী; অট্টালিকা শ্রেণীর মধ্যে মধ্যে গগনস্পর্শী এক একটি ইষ্টকনির্ম্মিত চিমনী দিয়া অনর্গল ধূম নির্গত হইয়া স্থানটিকে অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। উপ একদৃষ্টে হাঁ করিয়া যেমন সেই দিকে চাহিতেছিল, অমনি পাথুরে কয়লার কুঁচো আসিয়া তাহার চক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে দ্রুতগতি ব্যাগ ফেলিয়া হস্তে চক্ষু রগড়াইতে লাগিল।

নারা। বরুণ! এ-স্থানটি কি?

বরুণ। রেলওয়ে ওয়ার্কসপ। এই ওয়ার্কসপে হাজার হাজার লোক প্রতিদিন প্রতিপালিত হইতেছে। ওয়ার্কসপের মধ্যে নানাপ্রকার আশ্চর্য্য কল চলিতেছে।

নারা। ওয়ার্কসপ দেখতে পাওয়া যায় না?

বরুণ। যায়; আমি একদিন সকলকে লইয়া গিয়া দেখাইয়া আনিব।

ক্রমে সকলে যাইয়া সা-ক্রেণ্ড কোম্পানীর দোকানের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেবগণ দেখেন — দোকানঘরে বসিয়া কতকগুলি সাহেব "ফটাস ফটাস্" শব্দে বোতলের কর্ক খুলিয়া লেমনেড পান করিতেছেন। পথে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বিস্কুটের বাক্স হাতে করিয়া উমেশ কেরাণীর সহিত গল্প করিতেছেন এবং কহিতেছেন—তাঁহার মুখে কোন দ্রব্যাদি ভাল না লাগায় রেলওয়ে ডাক্তারেরা বিলাতী বিস্কুট ভোজনের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

উপবীতধারী বিদ্যাবাগীশ হিন্দুসমাজে থাকিয়া অখাদ্য ভোজনেও সমাজ-মধ্যে স্থান পাইতেছেন দেখিয়া দেবগণ অবাক্ হইলেন। তখন ব্রহ্মা কহিলেন "বরুণ! এ কি! শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের বিশেষতঃ বিদ্যাবাগীশ ও ন্যায়রত্ন প্রভৃতির যখন এই কাজ, তখন না জানি আমার অশিক্ষিত হিন্দুসন্তানেরা কি না করিতেছে! আমি দেখিতেছি, আমার সৃষ্টি রাখিবার আর আবশ্যকতা নাই। চল—স্বর্গে গিয়া ইহার প্রতিবিধান করি।"

ইন্দ্র। এ দোকান কাহার?

বরুণ। কলিকাতার প্রসিদ্ধ গৌরমোহন সা নামক এক ব্যক্তির। গৌরমোহন সার নিজ কলিকাতায় এবং অন্যান্য স্থানে অনেকগুলি দোকান আছে। জামালপুরে এই দোকানটি ভিন্ন তাঁহার কতকগুলি ভাড়াটে বাটী আছে। তন্মধ্যে একটি বাটীর দোতলা আমরা বাসের জন্য ভাড়া করেছি।

নারা। দোকানঘরের পশ্চিমদিকের ও ঘরটি কি? আর উহার ভিতরে ওপ্রকার শব্দ হইতেছে কেন?

বরুণ। ঐ গৃহে পবিত্র সীতাকুণ্ডের জলে শ্বেতশ্মশ্রু-বিরাজিত চাচাদের দ্বারা কলে লেমনেড ও সোডাওয়াটার প্রস্তুত হইতেছে।

ব্রহ্মা। খায় কারা?

বরুণ। ইংরাজ, বাঙ্গালী—যে পায় সেই খায়।

উপ। বরুণ কাকা! আমি খাব।

ব্রহ্মা। চুপ! নচ্ছার, পাজি। বরুণ! লেমনেডের গুণ কি এবং মূল্য কত?

বরুণ। গুণ—শরীর শীতল করে। বাঙ্গালী বাবুরা আচার ব্যবহার—সকল রকমেই ইংরাজের নকল করেন। ইসপগুল—মিছরির পানা—বাতাসার জল—এ-সবের আর কেহ নাম করে না। দু-আনা চার আনা দিয়ে—ঐ সব ম্লেচ্ছের জলগুলো খায়!

ব্রহ্মা। দেখ বরুণ! আমার বাঙ্গালীদের সত্বরেই পতন হবে। ইহারা যেরূপ বিলাসপ্রিয় হইয়াছে, তাহাতে আমি নিশ্চয় বলিতেছি, সত্বরেই ইহাদের পতন হইবে। নচেৎ এক পয়সার ডাব পাঁকে পুঁতে রেখে খেয়ে ধাত ঠাণ্ডা করিবার যে পদ্ধতি আছে, তৎপরিবর্ত্তে দুই আনা চার আনা ব্যয়ে যাবনিক জলপানে অগ্রসর হইবে কেন? আমি দেখিতেছি, আমার বাঙ্গালীদিগের সকল বিষয়েই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তারা নাগরা জুতা পরিত্যাগ করে বুট, দেশী ধুতি পরিত্যাগ করে বিলাতী, এবং বালাপোসের পরিবর্ত্তে শাল জামিয়ার গায়ে দিতে শিখেছে। যে জাতি অল্প আয়ে এত বাবু হয়, তাদের যে শীঘ্র পতন হবে, তা কি তুমি স্বীকার কর না? অতীতকালের পরিচ্ছদাদি অপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ের পরিচ্ছেদগুলিতে স্বল্প ব্যয়ে বাবু সাজাইতে পারে স্বীকার করি, কিন্তু ভাই কদিন যায়? অতএব ইহারা যাহা উপার্জন করে, তৎসমুদয় যদি সাজ পোষাকে পর্য্যবসিত হয়, ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় থাকে কি?

বরুণ। উহারা বলে, ঘরে খাই না খাই, তা তো কেউ দেখতে যাচ্চে না। কিন্তু সাজ পোষাকটা সকলেই দেখে থাকে।

নারা। উৎসন্ন যাক!

বরুণ। দেখুন পিতামহ! হিসাবী লোক ইংরাজেরা। যাহাদের রাজশ্রী থাকে, তাহাদের ঐরূপই হয়। বলবো কি—কি রাজা, কি ভিক্ষুক—সকলেরই পোষাক একরূপ। পোষাকদৃষ্টে কে রাজা, কে চামার কাহার সাধ্য চিনে লয়! আবার মাগীগুলোও তেম্নি, কতকগুলো কাকের পালক, বকের পালক মাজায় গুঁজে দিব্য হেসে খেলে বেড়াচ্চে। আর আমাদের এঁদের দেখবেন একটু পরেই ১৫ৎ টাকা বেতনের কেরাণীরা দিব্য চোন ঝুলিয়ে কেরাণীগিরি করতে যাবে। তাঁদের পরিবারদেরও প্রতি বৎসর ১০।১৫ ভরি গয়নার বায়না আছে।

এই সময়ে আট্টায়-আফিসে-যাওয়া কেরাণীবাবুরা পঙ্গপালের মত রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবতারা একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং নারায়ণ কহিলেন "উঃ বাবা! এ যে পালকে পাল রে!"

ব্রহ্মা। বরুণ! এই পর্ব্বতের মধ্যে জামালপুর। এখানে সন্ধান পেয়ে এত বাঙ্গালী কোথা হতে জুটল?

বরুণ। আজ্ঞে, আজকাল প্রায় সকল বাঙ্গালীরই লক্ষ্য এক চাকরী। ব্রাহ্মণ বেদপাঠ ছেড়ে, বৈদ্য চিকিৎসা-ব্যবসা ছেড়ে, কুম্ভকার ও স্বর্ণকার হাঁড়িপেটা ও গহনা ছেড়ে, নাপিত ও মৎস্যজীবী ক্ষুর বুলান ও ক্ষ্যাপলা ফেলা ছেড়ে, ধোপা কাপড় কাঁচা ছেড়ে এই চাকরীর জন্ম লালায়িত। অতএব উহারা চাকরির গন্ধে যে জামালপুরে আসিবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি?

ব্রহ্মা। দেখ বরুণ! আমার বাঙ্গালীদিগের এই আর একটি অবনতির কারণ। সকলে নিজ নিজ ব্যবসায় পরিত্যাগ করায় দেশে স্বাধীন ব্যবসায়ের লোপ হইতেছে। অপর দিকে, রাজাও সকলকে যে মনের মত চাকরী দিতে পারিতেছেন এমন বোধ হয় না। কিন্তু তুমি দেখিবে, এমন এক সময় উপস্থিত হইবে, যে সময়ে লোকে সামান্য চাকরীব জন্ম "হায়! হায়!" করিয়া বেড়াইবে এবং হাঁড়ী কলসী প্রভৃতি প্রত্যেক দ্রব্যের জন্ম অপর দেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে। রাজার মনোযোগ ভিন্ন এ-বিষয়ের উপায়ান্তর নাই। যাহা হউক, আমি দুঃখিত হইলাম যে, আমার বাঙ্গালীরা পূর্ব্বাপেক্ষা বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়াও নিজের এবং দেশের কিসে হিত হয়, তা বুঝিতেছে না।

নারা। আমার বোধ হয় বড়বাবুরা মনে করলে এ-বিষয়ের অনেক সুবিধা করতে পারেন। বরুণ! আট্টার বাবুদের বড়বাবু আছে?

বরুণ। আছে।

নারা। তাঁরা কেমন?

বরুণ। এক ভস্ম আর ছাই—দোষগুণ কম কার।

নারা। বল না কেন, তাঁরা কেমন?

বরুণ। পরে হবে। দাঁড়াও ভাই, আগে জামালপুর হতে পালাই। কি, জানি বলে কি শেষে গো-হাড় পাটখেল খেয়ে মরবো।

দেবগণ সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া দোতলায় গিয়া উঠিলেন এবং ছাদ হইতে জামালপুরের পর্ব্বতশ্রেণী দেখিয়া আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন। উপ কাণ পাতিয়া ওয়ার্ক-সপের "ঝমাঝম" লোহা পিটান শব্দ শুনিতে লাগিল।

তাঁহারা সেদিন আহারাদি করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লওয়ার পর জামালপুর ভ্রমণে বহির্গত হইলেন এবং সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সাহেব-পাড়ার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া দেখেন—স্থানটি যেন অমরাবতী। প্রত্যেকে রেলওয়ে প্রদত্ত এক একটি বাড়ীতে বাসা পাইয়াছেন, এবং মনের সাধে গৃহগুলি সুসজ্জিত করিয়া মেমের সহিত যুগলবেশে উপবেশন করিয়া হাস্য-পরিহাস করিতেছেন। মেমসাহেব কহিতেছেন "দেখ ডিয়ার টম, তোমার হাতে পড়ে যে টানাপাখার বাতাস খাব, টমটম হাঁকাব, এ আশা আমি একদিনও করি নাই! আমার স্থির বিশ্বাস ছিল যে, আয়াগিরি করেই জীবন যাবে।" সাহেব বলিতেছেন "মাইডিয়ার মেরি, পেরিক্লিডের হাতে পড়লে তোমার দশা কি হইত? সে তো তোমাকে প্রায় হাত করেছিল, তোমাদের উভয়ের যথেষ্ট "লভ"ও হইয়াছিল। কিন্তু তোমার ভাগ্য ভাল যে, আমার হাতে পড়িয়াছ। পেরিক্লিড এক্ষণে সেলারের কার্য্য করিতেছে।" কোন গৃহে দেবগণ দেখেন, সাহেব বিবিতে তুমুল সংগ্রাম হইতেছে। সাহেব একখানি সংবাদপত্র সুমুখে ফেলে বলচেন "এই লাইনটে সোজা হয় নাই।" মেম কহিতেছেন "ঠিক সোজা হইয়াছে, বল তো আমি রুল ধরে দেখায়ে দিতে পারি।" কোন গৃহে সাহেব দুঃখ করিয়া মেমকে বলিতেছেন "এখানে ভাই, তোমাদেরই সুখ; আমাদের দুঃখের কথা কি বলবো—সমস্ত দিন ওয়ার্কসপের হাতুড়ি পিটে গাত্রে এম্নি বেদনা হয় যে, রাত্রে পাশ ফিরে শুতে পারিনে।" মেম বলিতেছেন "আহা! মরে যাই, আগে এ কথা বল নাই কেন, আমি শূকরের চর্ব্বি দিয়া মালিস করে দিতাম।" কোন গৃহে মেম কৌতুকচ্ছলে

সাহেবকে বলিতেছেন "দেখ নাথ! আজ যখন তুমি কারখানা থেকে কালি-ঝুলি মেখে বাসায় এলে, আমি দেখে বড় ভয় পেয়েছিলাম। আমার লিটিল উড তোমাকে ঘোষ্ট (Ghost) ভেবে মূর্চ্ছা যাবার মত হইয়াছিল। তোমার পায়ে পড়ি, এখন হতে তুমি রেলওয়ে ট্যাঙ্কে মুখ ধুয়ে তবে ঘরে এসো।"

ইন্দ্র। বরুণ! এরা কারা?

বরুণ। এরা ফিরিঙ্গী।

ইন্দ্র। ইংরাজপটিতে ফিরিঙ্গীর বাস?

বরুণ। রাজপুরুষেরা ফিরিঙ্গীদিগকে বড় ভালবাসেন। বলেন আমাদের দ্বারাই তো ওরা; কিন্তু ভাল ভাল সাহেবেরা ফিরিঙ্গীদের বড় ঘৃণা করেন।

নারা। সাহেবপাড়ায় চল না?

বরুণ। ওদিকে বড় কুকুরের ভয়, আর একদিন নিয়ে যাব।

উপ। ঠাকুর কাকা! আমি একটা বিলাতী কুকুরের বাচ্চা নেব!

নারা। তাই হবে।

এখান হইতে একস্থানে যাইয়া দেবগণ দেখেন—একটি বাবু নিজ পুত্রকে ধমকাইয়া কহিতেছেন "যানা, ভাত খেগে না, কে আবার তোর জন্যে প্রদীপ জেলে বসে থাকবে।" বালক বলিতেছে "আজ আমায় একটু পড়বার তেল দিতে হবে। সন্ধ্যার সময় শুলে, পড়া হয় না—মাষ্টার বকে।" পিতা কহিতেছেন "পড়া হয় না তোর দোষে। তোকে আমি প্রত্যহ বলি—ভাত খেয়ে কেতাব হাতে করে পড়া বলে নেবার ছলে কাহারো প্রদীপের আলোয়, কি ষ্টেশনের আলোয় পড়ে আসবি, তা তুই শুনবিনে, আমি কি করবো। দেখ, ডুবাল রাস্তার আলোয় পড়ে বড়-লোক হয়েছিল।"*

ব্রহ্মা। বরুণ! ও বলচে কি?

বরুণ। লোকটা অত্যন্ত কৃপণ, তাই কি উপায়ে এক ছটাক তেল বাঁচাবে, তারই যোগাড় দেখচে।

এখান হইতে দেবগণ বাসায় গিয়া পদ প্রক্ষালন করিয়া উপবেশন করিয়াছেন, এমন সময় একটি বাঙ্গালীবাবু যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বরুণ তাঁহাকে সমাদর

* জামালপুরে বোধ হয় বিস্তর কৃপণ আছে। ইহারা বাপ-মাকেও খেতে দেয়-না।

করিয়া বসাইলেন এবং কহিলেন "আপনার কি এখানে থাকা হয়? মহাশয়ের নাম?

বাঙ্গালী। আমি এখানে অনেকদিন আছি, ট্রাফিক আফিসে কর্ম্ম করি; আমার বাসা ঐ সা-ফ্রেণ্ডদের দোকানের দক্ষিণ দিকের গলির মধ্যে। নাম শ্রীকাশীনাথ ঘোষাল। মহাশয়েরা নূতন এসেছেন শুনে আলাপ করতে এলাম; হয়েছে কি জানেন—এখানকার হতচ্ছাড়াদের সঙ্গে কথা কয়ে সুখ হয় না। কেবল কোম্পানীর কাগজ, সেভিং ব্যাঙ্ক ও বেতনবৃদ্ধির কথা নিয়েই আছে, এবং বড়বাবুদের ল্যাজে তেল দিচ্চে। আর কতকগুলো অভাগা মিলে একটা থিয়েটারের আড্ডা করেছে—সেখানে কেবল মদ গাঁজা আর হৈ হৈ। আপনাদের নিবাস?

বরুণ। আমাদের নিবাস অমরপুর।

কাশী। অমরপুর অনেক আছে। এ অমরপুর কোথায় মহাশয়?

বরুণ। হরিদ্বারের অনতিদূরে।

কাশী। সেখানকার ভাষা কি মহাশয়? বোধ হয় বাঙ্গালা; কারণ, আপনারা বড় সুন্দর বাঙ্গালা বলিতেছেন।

বরুণ। সে স্থানের ভাষা সংস্কৃত। তথাকার আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সেই ভাষাতে কথা কয়।

কাশী। হবে বৈ কি। কেবল বাঙ্গালাতেই সংস্কৃত ভাষার লোপ হয়েছে। দিকে দিকে অদ্যাপি ঐ ভাষার বেশ সমাদর আছে। শুনা যায়, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে আজ কাল সংস্কৃত ভাষার বড় আদর। অমরপুর স্থানটা কেমন মহাশয়?

বরুণ। অতি সুন্দর স্থান।

কাশী। তবু কি রকম? সেখানে কি গবর্ণমেণ্ট এমন আলো দেয়?

বরুণ। সেখানে গবর্ণমেণ্ট যে কি, তাহা কেহ জানে না, এবং গবর্ণমেণ্টের আলো দিবারও আবশ্যকতা হয় না। কারণ, চন্দ্র সূর্য্য সে দিক হতে উদয় হন; সুতরাং রাত্রি দিন সমান আলো থাকে। আমরা কখনো দিন রাত্রি স্বতন্ত্র বলিয়া অনুভব করতে পারি না এবং স্থানটির এমনি জলের গুণ, ক্ষুধা-তৃষ্ণারও উদ্রেক হয় না।

কাশী। আহা। চমৎকার স্থান তো। ভাল মহাশয়, সেখানে রোগ শোক কেমন ?

বরুণ। তথায় রোগ যে কি, তাহা কেহ জানে না এবং অকালমৃত্যু না থাকায় লোকে শোকও তাদৃশ অনুভব করিতে পারে না। তথায় নিরানন্দ নাই, সকলেই আনন্দে ভাসিতেছে। তথায় বৈধব্যযন্ত্রণা নাই, স্ত্রীলোকেরা আজীবন পতিসহ সুখভোগ করিতেছে। তথাকার লোককে পুত্র-কলত্রের বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, এবং ক্রন্দন শব্দের যে কি অর্থ, তাহাও কেহ জানে না।

কাশী। আহা, বড় চমৎকার স্থান। বড় চমৎকার স্থান! যাইবার রাস্তা-ঘাট কেমন ?

বরুণ। ঐ একটু অসুবিধা। রাস্তা বড় সহজ কিংবা সুগম নহে ; পথে অনেক ভয় আছে। ঐ পথে যাইতে হইলে পথিকের পদে পদে কণ্টকবিদ্ধ হয়। তদ্ভিন্ন পথে অনেক প্রলোভনের দ্রব্য থাকায় লোভী বক্তিরা একপদও অগ্রসর হইতে পারে না।

কাশী। সেখানকার লোকগুলি কেমন মহাশয়? সেখানে কি দলাদলি মারামারি রাজনীতি আছে ?

বরুণ। তথাকার লোকের গুণ বর্ণনাতীত। তথায় হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রী-কাতরতা নাই। সকলেই পরস্পর ভ্রাতৃভাবে বাস করে এবং একজনের কোন বিপদ ঘটিলে দেশস্থ সমস্ত লোকে প্রাণ দিয়া তাহার প্রত্যুপকার করিয়া থাকে। সেখানে দলাদলি কি মারামারির প্রয়োজন হয় না।

কাশী। সেখানে দেখছি একতা খুব আছে। ভাল, সেখানকার লোকে কি জাতিবিচার করে মহাশয় ?

বরুণ। সেখানে বিজাতীয়ের প্রবেশাধিকার নাই। সুতরাং সকলেই একজাতি। একতাই সে স্থানের সুখের মূলীভূত কারণ।

কাশী। সেখানে চাকরীর অবস্থা কিরূপ ?

বরুণ। সেখানকার অভিধানে চাকর শব্দের উল্লেখ নাই। লোকের আবশ্যক মত সমস্ত দ্রব্য স্বভাবতঃ আপনা হইতেই প্রচুর পরিমাণে জন্মে বলিয়া লোকের চাকরী করিবার প্রয়োজন হয় না।

কাশী। সেখানে কি মহাশয়, হিংস্র পশুর কোন উপদ্রব আছে ?

বরুণ। সেখানে যাইবার রাস্তায় আছে, স্থানটিতে নাই। অমরপুরে ব্যাঘ্র এবং হরিণ, সর্প ও মূষিক সকলেই সখ্যভাবে ক্রীড়া করিতেছে।

কাশী। আপনারা জাতিতে কি মহাশয় ?

বরুণ। কেন ?

কাশী। রাঘব মল্লিক উপকে দেখে মেয়ে দিবার জন্য পাগল হয়েছেন।

নারা। রাঘববাবু কি তত্‌দূরে মেয়ে পাঠাবেন।

কাশী। তিনি বলেন—দূর অদূর বুঝি না। কোনরূপে মেয়েটিকে পাত্রস্থ করে জাতিরক্ষা করতে পারলেই বাঁচি। হয়েছে কি জানেন মহাশয়! রাঘববাবু অতি সজ্জন, জাতিতে বৈদ্য, ২৫ টাকা বেতন পান। মেয়ে পাঁচটি। আজকাল আপনারা শুনে থাকবেন, বৈদ্যরা সোনার বেণের উপর টেক্কা দিয়েছে। তারা এত দামে ছেলে বেঁচে যে, রাঘববাবুর মত সামান্য লোকের কিনবার সঙ্গতি নাই। কিন্তু তাঁহার কন্যার বয়স হয়েছে, বিবাহ না দিয়াই বা কি করে নিশ্চিন্ত থাকেন! সুতরাং প্রতিজ্ঞা করেচেন, একটি পাত্র পেলেই কন্যা দান করবেন, দূর অদূর মানিবেন না।

বরুণ। এখানে এত বৈদ্য আছেন, রাঘববাবু একটি পাত্র জোটাতে পারলেন না ?

কাশী। বিবাহের বাজার আজকাল ভয়ানক গরম। শুনবেন তবে—রাঘব বাবুর জেঠা এখানে ভাল কাজকর্ম্ম করতেন। তিনি রামগোপাল গুপ্ত নামে একটা জংলাকে জঙ্গল থেকে ধরে এনে হাত ধরে "ক" "খ" লিখতে শিখিয়ে চাকরী করে দেন। এক্ষণে রামগোপাল বেশ দশ টাকা সংস্থান করেচে এবং একটা অকাল--কুষ্মাণ্ড ছেলেরও জন্ম দিয়েছে। রাঘববাবু কন্যাদায়গ্রস্ত হয়ে মনে মনে স্থির করলেন, এই সময় রামগোপালকে ধরলে সে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কুষ্মাণ্ডটি আমাকে প্রদান করতে পারে এবং আমার জাতি মান বজায় থাকে। এই ভেবে রাঘববাবু রামগোপালের নিকট গিয়ে তাহার পা দুখানি ধরে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে বল্লেন "রামগোপাল! ভাই রক্ষা কর, রক্ষা কর, আমার জাতি যায়।" রাম-গোপালের তাহাতে দুঃখ হওয়া দূরে থাক, বরং হাসতে হাসতে বল্লে "রাঘব! তুই কি পাগল হয়েচিস তাই আমার কাছে ছেলে চাচ্চিস—জানিস ঐ ছেলে আমি পাঁচ হাজার টাকায় বেচবো!"

ব্রাহ্মা। উঃ! কি সর্ব্বনাশ। ছেলে বিক্রী! তাহাও আরম্ভ হয়েছে? বরুণ চল, দেশে পালাই চল!!

কাশী। মহাশয়! সন্তান বিক্রয় করা কি মহাপাপ?

ব্রহ্মা। আমাদের অমরপুরের একখানি ধর্ম্মপুস্তকে বলে—যে সন্তান বিক্রয় করে, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী পরবর্ত্তী অষ্টাদশ পুরুষ নরকস্থ হয়; এবং যে-দেশে এই ঘটনা ঘটে, তথাকার লোকের দ্বাদশ পুরুষ, এবং যে ঐ কথা বলে ও যে ব্যক্তি শ্রবণ করে, তাহার ছয় পুরুষ নরকস্থ হয়।

কাশী। আমি মহাশয়! না জানাতে মহাপাপে লিপ্ত হলাম, এক্ষণে কোন প্রায়শ্চিত্ত থাকে তো আজ্ঞা করুন।

নারা। প্রায়শ্চিত্ত আছে—শনি কি মঙ্গবারে প্রাতে উঠেই বাসিমুখে ছেলেবেচা দোকানদারের নিকট যেতে হবে, এবং তাহার অজ্ঞাতসারে দ্রুতগতি পা থেকে জুতা খুলে তাহার পৃষ্ঠে বিংশতিবার সজোরে স্পর্শ করিয়ে, একদমে বাটীতে ছুটে আসতে হবে।

কাশী। যে আজ্ঞে, এ তো সহজ! আমি খুব ভোর থাকতেই মুখে চাদর বেঁধে যাব। কি জানি—যদি চিনতে পারে।

এই সময় নীচের বাসার লোকেরা "ব্যোম" "ব্যোম" শব্দ করিয়া করতালি দিতে আরম্ভ করিল।

নারা। ও কি?

কাশী। নীচের বাবুরা তাস খেলছেন, তাই হারজিত হওয়ায় কৌতুক হচ্চে।

"তাসখেলা কিরূপ দেখতে হবে" বলিয়া নারায়ণ ছুটে নীচে গেলেন। "ঠাকুর কাকা! দাঁড়াও আমিও দেখবো" বলিয়া উপ তৎক্ষণাৎ পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইল।

ইন্দ্র। নীচের ওরা কারা?

কাশী। ও একটি মেষের বাসা।

ইন্দ্র। কি বল্লেন, মেষের বাসা?

কাশী। আজ্ঞে, মেষের বাসা। অর্থাৎ এখানকার অধিকাংশ কেরাণীই অল্প বেতন পান। পরিবার সঙ্গে থাকলে খরচ কুলায় না, সুতরাং ১০।১৫ জন একত্র হয়ে হাপ হোটেল খুলে আছেন।

ইন্দ্র। মেষের বাসায় আহারাদি কিরূপ হয় ?

কাশী। খাওয়া—ঐ কথায় বলে "বাসাড়ে খাওয়া"; কচু ঘেঁচু দিয়ে একটা ধোঁকার তরকারী, কুঁচোকাঁচা মাছ দিয়ে একটা অমৃত-রস, একটা ডাল ও একটা অম্বল সচরাচর হয়ে থাকে। তদ্ভিন্ন বাবুদের নিতান্ত অরুচি হবার উপক্রম হলে কোন কোন মাসে হলো পাঁটাটা আশটাও জবাই করে খান।

ইন্দ্র। হিঁদুর ছেলে জবাই করে খায় ?

কাশী। প্রকৃত জবাই নয়, তবে একরূপ জবাই বটে। হয়েচে কি জানেন—দেবতাকে উদ্দেশ করে বলি দিতে হলে পুরোহিতের দক্ষিণা নৈবেদ্য ইত্যাদির খরচ আছে; তদ্ভিন্ন কামারে মুড়িটে নিয়ে টানাটানি আরম্ভ করে; সুতরাং এই সকল কারণে উত্ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে পাঁটাটাকে অন্ধকারে ছাই গাদায় ফেলে ত্রিশ কোপে হত্যা করে আহার করা হয়।

ব্রহ্মা। উঃ! কি পাষণ্ড! একটি জীবকে এই প্রকারে হত্যা করতে কি মায়াও হয় না ? এ অখাদ্য ভোজন অপেক্ষা তো অন্য উপায়ে রসনাকে পরিতৃপ্ত করা যেতে পারে ? এ অপেক্ষা তো কসাইখানা হতে মাংস খরিদ করে খেলেও অল্প পাপ হয়।

ইন্দ্র। এখানে কতগুলি মেষ আছে ? প্রত্যেক মেষেই কি এইপ্রকার আমোদ চলিতেছে ?

কাশী। এখানকার অধিকাংশই প্রায় মেষ। সকল মেষে একপ্রকার আমোদ চলিতেছে না। কোন বাসায় বাবুরা অনবরত দাবা-বোড়ে চেলে অন্যকে মাত করে নিজেই মাত হচ্চেন। কোন বাসায় অষ্ট প্রহরই দুই, চার, ছক্কা শব্দে পাশা চলছে, এবং বিস্তি, ফেরাই শব্দে তাসের পটাপট শব্দ হচ্চে। কোন কোন বাসায় বাবুরা বসে একমনে সংবাদপত্র ও পুস্তকাদি পাঠ করছেন। কোন বাসায় গুলি, গাঁজা, চরস, চণ্ডু—চারি রঙ্গের নেশা চলছে। কোন বাসায় বাবুরা আহারান্তে পাচক ব্রাহ্মণ সহ বারবিলাসিনী-ভবনে মদ্যপানে মাতোয়ারা হয়ে আমোদ প্রমোদে উন্মত্ত আছেন। এদিকে ভৃত্য বাসা হতে চাল ডাল অপহরণ করিতেছে, কুকুর শৃগালে হাঁড়ি হতে ভাজা মাছ খেয়ে যাচ্ছে। কোন বাসায় কোন বাবু নিজেকে একজন সঙ্গীতজ্ঞ স্থির করে খাটিয়ার উপর চিত হয়ে শুয়ে গান ধরেছেন—"মরিবে, ভারতী দুঃখিনী।" কোন বাসায় কোন বাবু এয়ারদের কাছে গল্প করছেন "এবার

থিয়েটারে হনুমান সেজে লঙ্কা ডিঙ্গান দেখিয়ে বড়বাবুকে সন্তুষ্ট করে বেতন বৃদ্ধি করে নেবেন।" কোন বাসায় সমস্ত রাত্রি প্রদীপের আলোতে বসে বাবুরা "মাছ কাথুর" শব্দ করছেন। আমি মহাশয় এক্ষণে প্রস্থান করি।"

ইন্দ্র। আমরা যে কয়েক দিন জামালপুরে থাকি, অনুগ্রহ করে এক একবার আসবেন।

কাশীবাবুর প্রস্থান করার অব্যবহিত পরেই নারায়ণ ও উপ নীচে হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন দেবগণ শয়ন করিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন। বিষয়—বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালীদিগের কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই গল্পে তাঁহাদের অধিক রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর সকলেই নিদ্রাভিভূত হইলেন। প্রাতে নারায়ণ ব্যতীত সকলেরই ঘুম ভাঙ্গিল, কিন্তু অত্যন্ত শীত প্রযুক্ত কেহ আর লেপের বাহির হইলেন না। শয়ন করিয়াই গল্প করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র কহিলেন "পিতামহ! আমরা দেবতা, আমাদের কি এত সামান্য বেশে কলিকাতা দর্শনে যাওয়া ভাল হচ্চে? আমার বিবেচনায় কিছু জাঁকজমকের সহিত যাইলেই ভাল হইত।"

ব্রহ্মা। আবশ্যক কি? আমরা গোপনে কলিকাতা দর্শনে যাত্রা করছি, জাঁকজমকের সহিত যাবার কোন আবশ্যক করে না। বিশেষ—আমরা যে মর্ত্ত্যে এসেছি, ইহা সকলকে জানান উচিত হবে না।

এই সময় ওয়ার্কসপের ভোমা বাজিয়ে উঠায় নারায়ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি রাগভরে কত কি বলিলেন এবং বকিতে বকিতে আবার নিদ্রাভিভূত হইলেন। তখন দ্বিতীয়বার আবার ভোমা বাজিয়া উঠিল। পুনরায় নিদ্রা ভঙ্গ হওয়ায় তিনি অত্যন্ত চটিয়া গাত্রের লেপ দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক দাঁড়াইলেন এবং বলিতে লাগিলেন "আমি অদ্যই জামালপুর পরিত্যাগ করিব। বাপ! এমন স্থানেও ভদ্রলোকে থাকে। ঘুমোবার যো নাই। আমি কপালক্রমে নিজ চক্ষে দেখেই ভোমার সন্নিকটে বাসা স্থির করে অন্যায় করেছি। বরুণ! উপরি-উপরি দুবার বাজায় কেন?"

বরুণ। একটায় জানায়—সময় হয়েচে—এস। দ্বিতীয়টায় বলে আর বিলম্ব হলে ঘরে নেব না।

নারা। বেতন দিয়ে যেন কিনে রেখেছে!

মুখ হাত ধৌত করিয়া দেবগণ নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলেন এবং কিছু দূরে

যাইয়া রেলওয়ে হাসপালের নিকট উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, দেবরাজ! সম্মুখে দেখ—রেলওয়ে দাতব্য চিকিৎসালয়। পূর্ব্বে এখান হতে কেরাণীদিগকে বিনামূল্য ঔষধাদি বিতরণ করা হইত। কিন্তু উহারা প্রতিক্ষেপে দেশে গিয়া নূতন নূতন রোগ নিয়ে আসায় কোম্পানি বিরক্ত হয়ে ঔষধ বিতরণ এককালে রহিত করেছেন।

ইন্দ্র। হাসপাতালের ভিতরটা কি প্রকার?

বরুণ। ভিতরে প্রবেশ করতে ভয় করে। বাঘেখেগো সাপেখোগা মৃতদেহ সকল সচরাচর আমদানী হওয়ায় প্রবেশমাত্রে বোধ হয় যেন ৫।৬ টা ভূত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে।

উপ। বরুণ কাকা! দেশী না বিলাতী?

বরুণ। দেখ দেখি এমন ছেলে মানুষকেও চাকরী করতে পাঠায়? ভূত আবার দেশী না বিলাতী!

উপ। দোহাই বরুণ কাকা! বল না?

বরুণ। ভাল বালাই! ওরে—দেশী বিলাতী দুইরকম ভূতই আছে।

উপ। আমি দেখবো?

বরুণ। কি দেখবি?

উপ। দেশী ভূত?

ব্রহ্মা। বল্‌তে নাই; পীড়া না হলে কি ভূত দেখে?

কিছু দূর গিয়া বরুণ কহিলেন দেখুন পিতামহ! সম্মুখের ঐ বাড়ীটি মেকানিক ইনষ্টিটিউট। ঐ গৃহে রেলওয়ে সাহেবদিগের নৃত্যগীত হয়। এইটিই রেলওয়ের পুস্তককালয়।"

ইন্দ্র। এ একটা রেলওয়ে কেরাণীদিগের মহৎ সুখ। তাহারা নানারূপ পুস্তকাদি পাঠ করতে পায়।

বরুণ। বাঙ্গালী কেরাণীদিগকে পুস্তকাদি পাঠ করতে দেওয়া হয় না। তাহারা ময়লা হাতে পুস্তকগুলিকে ময়লা করে ফেলে বলে পুস্তক দেওয়া বন্ধ করা হয়েছে।

ক্রমে দেবতারা সাহেবপাড়া দেখিতে দেখিতে একবারে হরিসভা-গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বরুণ কহিলেন "পিতামহ! এই জামালপুর হরিসভা।

এই গৃহে প্রত্যেক শনিবার ও রবিবার হরির উপাসনা, ভাগবত পাঠ, স্তোত্র এবং হরিসংকীর্ত্তন হয়ে থাকে।"

ব্রহ্মা। কলির যেটা প্রধান অঙ্গ, তা দেখচি হয়েছে অর্থাৎ কলিকালে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে হরিমণ্ডপ প্রতিষ্ঠা হবে এবং লোকে দিনান্তে একবার মাত্র "হরেকৃষ্ণ হরেরাম" এই কয়েকটি কথা উচ্চারণ করিলেই সর্ব্বপাপ হতে মুক্ত হবে। পূর্ব্বকার মুনি ঋষিরা শত বৎসর তপস্যা করে যে ফল প্রাপ্ত না হতেন, কলির মনুষ্যেরা একবারমাত্র হরিনাম ও হরিসংকীর্ত্তন করে সেই ফল প্রাপ্ত হবেন।

"তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমূচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমিত্যুচুর্নাম চৈকং কলৌ যুগে॥"

এখন হইতে দেবগণ ঘোড়দৌড়ের মাঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বরুণ কহিলেন, "এই ময়দানে প্রতি বৎসর নববর্ষ উপলক্ষে সাহেবদিশের অনেক আমোদ প্রমোদ হয়ে থাকে। সেই সময়ে ঘোড়দৌড় হয় বলে ঐ দেখুন কাঠের রেলিং অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐ যে সম্মুখে পাহাড় দেখিতেছেন, উহার উপর তেঁতুল-তলায় পাহাড়ে কালী আছেন। তিনিই জামালপুরের একমাত্র গ্রাম্য দেবতা। পাহাড়ে কালীর সন্নিকটে পর্ব্বতগাত্রে একটি গুহা আছে। তাহাকে লোকে মুনিকোটর কহে। অনেকের সংস্কার আছে—ঐ কোটরে বসিয়া কোন সময়ে মুনি তপস্যা করিতেন।

এখন হইতে দেবতারা বাসায় চলিলেন। যাইতে যাইতে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া নারায়ণ কহিলেন "বরুণ! সম্মুখে দেখা যাচ্চে ওটা কি?"

বরুণ। ইংরাজদিগের ভজনালয়। উহার নাম চর্চ্চ।

ইন্দ্র। ওদিকে দেখা যাচ্চে ওটা কি?

বরুণ। উহাও একটি চর্চ্চ।

নারা। কতগুলো চর্চ্চ?

বরুণ। দুইটা। একটা রোমান-ক্যাথলিক, অপরটা প্রেটেষ্টাণ্ট অর্থাৎ আমাদের যেমন শাক্ত ও বৈষ্ণব, উহাদেরও তেমনি দল আছে।

ইহার পর সকলে বাসায় গিয়া আহারাদি করিলেন। যখন তাঁহারা আহারান্তে খড়কে খাইতেছেন, তখন শ্রমজীবীদিগের স্ত্রীলোকেরা স্বামী ও পুত্রকে আহার করাইবার জন্ত গামছায় ভাত বাঁধিয়া জলের ঘটি হস্তে রাস্তা দিয়া ছুটোছুটি করিয়া

নিয়ম নাই,—কেহ কখন মলে কি কর্ম্ম পরিত্যাগ করলে ২।১ টাকা ভাগযোগ করে নেয়। অতএব বাবা! তোকে আর দশ বৎসর পরে পাঠালে অলাভ ব্যতীত লাভ নাই। এক্ষণে পাঠালে ঐ দশ বৎসরের মধ্যে তবু তোর দশ পাঁচ টাকা বেতন বাড়তে পারে। বিশেষতঃ তোর কোষ্ঠীতে লেখা আছে, চুল পাকলেই কর্ম্ম যাবে, সুতরাং অল্প বয়সেই কাজে লাগা উচিত হচ্চে। তুই যে কয়েক বৎসর চাকরী করবি—তন্মধ্যে ছুটি ফাঁড়া আছে। একটি—তোর পিতামহীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে যখন ছুটি চাবি, অপরটি যখন চুল পাকলে। প্রথমটির জন্য যদি দরখাস্ত না করিস, সে ফাঁড়া কেটে যাবে।"

কাশী। খুব চালাক ছেলে বটে! ও রেলওয়েতে শাইন করতে পারবে। চলুন আপনাদিগকে একবার বাবুর "দ"তে নিয়ে যাই।

নারা। "দ" কি মহাশয়?

কাশী। "দ" অর্থাৎ অনেক। আমি আপনাদিগকে এমন স্থানে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করব যে, একপাল বাবু দেখতে পাবেন। ঐ বাবুদের মধ্যে যে কেহ মনে করবেন, তৎক্ষণাৎ উপবাবুর ১৪।১৫ টাকা বেতনের একটি কেরাণীগিরি কর্ম্ম করে দিতে পারবেন।

এই কথায় সম্মত হইয়া দেবতারা উপকে সঙ্গে লইয়া কাশীবাবুসহ বাবুর "দ" অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ব্রহ্মা আর যাইলেন না, বাসায় রহিলেন। দেবতারা বাসা হইতে বহির্গত হইয়াই প্রথমে সাহেবপাড়ায় উপস্থিত হন। তাঁহারা দেখেন, সাহেবেরা বেতের বালতী হাতে লইয়া শিশ দিতে দিতে খেলা করিতে যাইতেছেন। তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ক্ষুদ্র ও বৃহদাকারের কুকুরগুলি ছুটিতেছে। কোন সাহেববাড়িতে দেখেন, একখানি জ্যাস টাঙ্গান রহিয়াছে। ১৫।১৬টি মেম ও তৎসহ ২।৪ জন সাহেব ক্রীড়া করিতেছেন। দেবতারা দেখিতে দেখিতে রেলওয়ে ট্যাঙ্কের ধারে উপস্থিত হইয়া দেখেন, একটি গৃহের মধ্য হইতে ধূম নির্গত হইতেছে এবং গৃহাভ্যন্তর হইতে "ঝম, ঝম, ঝমাঝম" শব্দ বাহির হইতেছে।

উপ। ও ঘরে কি হোচ্চে কাশীবাবু?

কাশী। পম্পিং এঞ্জিনের ঘর। ঐ কলে পুষ্করিণী হইতে জল তুলিয়া রেলওয়ে ওয়ার্কসপে যোগাইতেছে। ঐ গৃহের একপার্শ্বে বরফ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এক্ষণে শীতকাল বলিয়া বরফের কল বন্ধ আছে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে কাশীবাবু দেবগণকে লইয়া বাবুর "দ"তে হাজির করিলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইয়া দেখেন, গৃহমধ্যে যেন চাঁদের হাট বসিয়াছে। পরস্পরে গল্পের শ্রাদ্ধ করিতেছেন এবং ঘন ঘন তামাক চলিতেছে। তখন বাজারে কোম্পানীর কাগজ কি দরে বিক্রয় হইতেছে এই বিষয়ের কথোপকথন হইতেছিল। প্রত্যেক বাবুর গাত্র শাল ও জামিয়ারে আবৃত থাকায় দেবতারা চেহারাগুলো ভাল করিয়া দেখতে পাইলেন না।

দেবগণকে দেখিয়া তাঁহারা বসিতে বলিলেন এবং "আপনারা কি ব্রাহ্মণ? প্রণাম হই" বলিয়া ভৃত্যকে তামাক দিতে আজ্ঞা করিলেন। দেবগণের সহিত তাঁহাদের অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আলাপ হইল। অমরপুর স্থান কেমন, তথায় চাকরীর সুখ কি প্রকার, ঘর দ্বার প্রস্তুত করিয়া দিলে ভাড়া হইতে পারে কি না, তৎসমুদয়ও জানিয়া লইলেন। পরে নানা কথার পর কাশীবাবু কহিলেন "আপনারা জামালপুরের ভূষণ-স্বরূপ। আপনারা এখানকার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। আপনারাই এখানকার রবি, শশী, তারা। আপনারা জাত্যাংশে শ্রেষ্ঠ না হইলেও শ্রেষ্ঠ। কুলীন না হইলেও কুলীন। আপনারা কুরূপ হইলেও অধীন কেরাণীদের চক্ষে স্বরূপ, এবং নির্গুণ হইলেও তাহাদের নিকট আপনাদের গুণের পালান দেওয়া যায় না। লোকের পূর্ব্ব জন্মের তপস্যার বলেই আপনাদিগের সহিত আলাপ হয়। লোকের গত জন্মের পুণ্য সঞ্চয় থাকিলে তবে আপনারা তাহাকে "কেমন আছ" বলে জিজ্ঞাসা করেন। আপনারা জাতিচ্যুতকে জাতি দিতে পারেন। নির্গুণকে গুণ দিতে পারেন এবং গোমূর্খকেও চাকরী দিতে পারেন। আপনাদের এককথায় চাকরী হয়, এককথায় চাকরী যায়, এককথায় মাইনে বাড়ে। আপনারা যে যজ্ঞে উপস্থিত না হন, সে যজ্ঞ নষ্ট হয়। আপনারা এখানকার হুতাশন, যেহেতু যথেষ্ট গ্রাস কচ্চেন। আপনাদের গুণ অব্যক্ত, অসীম, এবং অনন্ত। ইঁহারা সকলে এই সমস্ত গুণ শ্রবণেই অত্র আলাপ করতে এসেছেন।"

বাবুরা "হো হো" শব্দে হাসিলেন এবং একজন কহিলেন "মহাশয়! আমরা কোন গুণে গুণী নহি। এখানে কি আপনাদের কোন প্রয়োজন আছে?"

কাশী। ইঁহাদের ইচ্ছা, এই বালকটির এখানে একটু কর্ম্মকাজ হয়।

এই কথা শ্রবণে বাবুর "দ" হইতে "অবশ্য" "অবশ্য" শব্দের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। ঝিমে গলায়, মোটা গলায়, এবং তোতলা কথায় যেন "অবশ্য অবশ্য"

শব্দের ঢেউ উঠিতে লাগিল। একজন কহিলেন "কেন না-চাকরী হবে, সকলেরই যখন হোচ্ছে উহারও হবে। ২।৪ বৎসর বাসা করে থেকে কোন আফিসে কাজ কর্ম্ম শিক্ষা করলে আলবৎ চাকরী হবে।"

দেবগণ দেখিলেন, এখানে কোন ফল হইবে না; অতএব কাশীবাবুর সহিত সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহারা ডাকঘরের নিকট দিয়া যাইয়া যেমন রেলওয়ে লাইনের গেটের নিকট উপস্থিত হইলেন, অমনি গেটম্যান গেট বন্ধ করিল। কারণ, এই সময় একখানি গুড্‌স ট্রেণ রওনা হইবে বলিয়া বংশীর দ্বারা সঙ্কেত করিতেছিল। গেট বন্ধ হওয়ায় অগত্যা সকলে গেটের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কাশীবাবু কহিলেন, "দেখলেন মহাশয়! চাকরীর বাজার কিরূপ। মুরুব্বি না থাকলে আজকাল কিছু হবার যো নাই। বাবুরা যে উপায়ে চাকরী হবে বলে দিলেন—ও উপায় আমিও বলে দিতে পারি। স্পষ্ট 'এখানে কিছু হবে না' না বলে কেমন কৌশলে নিরাশ্বাস করা হ'ল দেখুন। মনের ভাব, কেহ এখানে ৪ বৎসর বাসা করে থাকতে পারবে না, উঁহাদিগকে কর্ম্ম কাজ করে দিতেও হবে না। যাহা হউক, ট্রাফিক আফিসের এক সেজোবাবু এবং অডিট আফিসের এক ন-বাবুর সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব আছে, দেখি যদি তাঁহাদের দ্বারা কোন উপায় হয়।" এই সময় "ঝাঁৎ ঝমা, ঝাঁৎ ঝমা" শব্দে গুডস্ ট্রেণখানি বাহির হইয়া গেল। গেটম্যান অমনি "ক্যা কোঁচ" শব্দে গেট মুক্ত করিয়া দিল। দেবত্রয় গল্প করিতে করিতে ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কাশীবাবু কহিলেন "সম্মুখে দেখুন—জামালপুরের ব্রাহ্মদিগের মঠ।"

উপ। ঠাকুর কাকা, চল না, মঠের মধ্যে কি ঠাকুর আছে দেখে আসি।

নারা। কাশীবাবু! সন্ধ্যা হয়েছে, একটু অপেক্ষা করুন, আরতি দেখে যাই।

কাশী। আজ্ঞে, ব্রাহ্মেরা জ্যোতির্ম্ময়, কিরণময়, আলোর স্বরূপ, নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করেন; সুতরাং মঠে কোন প্রতিমূর্ত্তি নাই। ঈশ্বরকে আরতি করার পদ্ধতি ব্রাহ্মশাস্ত্রে উল্লেখ নাই, তবে যদি ভবিষ্যতে হয় বলতে পারি না। সন্ধ্যা দিবার নিমিত্ত রবি, ও বুধবার ভিন্ন দ্বার উদ্‌ঘাটন হয় না।

ইন্দ্র। রবিবারে দ্বার খুলিয়া রাখিবার কারণ কি?

কাশী। সকলেই ইংরাজ সরকারে কাজকর্ম্ম করেন, অন্যবারে সুবিধা হয় না। রবিবারে আফিস বন্ধ থাকে, এজন্য ঐ দিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত আমোদ

প্রমোদ করিবার সুবিধা হয়। হয়েছে কি জানেন—আজকাল কাহারও অবস্থা ভাল নহে; সুতরাং বৈঠকখানা গৃহে পাঁচ এয়ার সঙ্গে করে বসাটা প্রায় যার তার ভাগ্যে ঘটে না। ব্রাহ্ম হলে সে সাধটা মেটে, কতকগুলো এয়ার পাওয়া যায় এবং বাতির আলোয় ভাল বিছানায় বসে দুটো সরস গল্প, একটা ভক্তিরসের গান এবং দুই একটা কীর্ত্তনও শোনা হয়। ব্রাহ্ম-সমাজে নাম লিখিয়ে পৈতে গাছটা না ফেলে দিতে পারলে যৌবনটা যেন খাপছাড়া খাপছাড়া বোধ হয়।*

নারা। ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন হিন্দুধর্ম্ম, তখন বৃহস্পতিবারেই সমাজ খুলিবার নিয়ম করা উচিত।

কাশী। বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্ম চারিটি পৃথক পৃথক ধর্ম্ম হতে কিছুকিছু দোহন করে নিয়ে নির্ম্মাণ করা হয়েছে; ইহাতে হিন্দুমতে বেদীতে বসা, সম্মুখে পুস্তক রাখা এবং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিবার অংশটি আছে। নাস্তিক মতে পৈতা ফেলা এবং মুসলমান মতে দাঁড়ি রাখার ও বিধবা বিবাহ করার অংশটি আছে। খ্রীষ্টান মতে যন্ত্রাদি বাজাইয়া সঙ্গীত করা, উপদেশ দেওয়া এবং রবিবারে উপাসনা করার অংশটি লওয়া হইয়াছে। সুতরাং বৃহস্পতিবারে সমাজ খুলিলে চলে কৈ?

এই সময়ে কাশীনাথবাবু একটি যুবাকে দেখিয়া কহিলেন—"হ্যাঁ হে, সেজ-বাবু কেমন আছেন?"

"সমস্ত দিনটে ফোমেণ্ট করে এক্ষণে একটু ভাল বোধ হচ্চে। ডাক্তারেরা তারপিন তেল দিয়ে ভুঁড়িটে মালিশ করে দিতে বলায় তেল কিন্তে যাচ্চি।" বলিয়া যুবা প্রস্থান করিল।

ইন্দ্র। কাশীবাবু! মেজোবাবুর কি হয়েছে?

কাশী। মেজোবাবুর রাত বেড়ান রোগটা বিলক্ষণ আছে। তিনি দুই ভার্য্যা সত্বেও এক উপপত্নীকে বেতন দিয়া একচেটে করিয়া রাখিয়াছেন। উপপত্নীকে বেতন দিয়ে একচেটে করিবার চেষ্টা করা যে কতদূর নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ, সেজো-বাবু তাহা একদিনও মনে ভাবেন নাই। তাহারা যদি সৎপথেই থাকিবে, তবে স্বামী পুত্র থাকিবে কুলে জলাঞ্জলি দিয়া আসিবে কেন? এখন হয়েছে কি জানেন,

* ব্রাহ্ম প্রভৃতি ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ব না জানাতেই দেবগণ এইরূপ ও পূর্ব্বোক্তরূপ সমালোচনা করিয়াছিলেন।

ঐ বেশ্যার কাছে আমাদের সেজোবাবুর অধীন দুইজন কেরাণীও গোপনে যাতায়াত করিত। গতকল্য সেজোবাবু হঠাৎ তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া তিরস্কারপূর্ব্বক যেমন প্রহার করিবার উদ্যোগ কর্ব্বেন, অমি একটি ছোটখাট যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধে যুবকদ্বয় জয়লাভ করিয়া সেজোবাবু মহাশয়কে চিত করে ফেলে ভুঁড়িতে এমি ইংরাজী ধরনের ঘুশী মেরেছে যে, বেদনায় বাবু উত্থানশক্তি-রহিত। অদ্য হইতে আফিসে কামাই হইতেছে।

নারা। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল!

ইন্দ্র। ছিঃ! ছিঃ! একে বাল্যবিবাহ প্রচলিত—তাহার উপর দুইটা বিবাহ! তাহার উপর আবার বেশ্যাসক্তি; উঃ! এ-সব পাপীর যে কোন্ নরকে স্থান হবে বলা যায় না।

"আপনারা অগ্রসর হউন, এই স্থানে আমার ট্রাফিক ও অডিট অফিসের দুইজন বন্ধু আছেন, তাঁহাদের নিকট উপবাবুর কর্ম্মের জন্য উপরোধ করে আসি।" বলিয়া কাশীবাবু একদিকে প্রস্থান করিলেন।

দেবগণ এখান হইতে জামালপুর বাজারে গিয়া একজোড়া তাস কিনিয়া লইলেন এবং বাসায় যাইয়া হস্তপদ প্রক্ষালনান্তে কয়েকজন তাস খেলিতে বসিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে তাস খেলিতে দেখিয়া চটিয়া আগুন হইলেন এবং যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন "তোমরা তাস ফেল; শেষে কি স্বর্গে পেরমারা খেলা ঢুকিয়ে সর্ব্বনাশ করবে?"

এই সময়ে কাশীনাথবাবু প্রত্যাগমন করিয়া কহিলেন "মহাশয়! উপবাবুর কর্ম্মের একপ্রকার স্থির করে এলাম। কিন্তু না হ'লে বিশ্বাস নাই। ট্রাফিক আফিসে আজ একটি কাজ খালি হয়েছে, বেতন ১৫৲ টাকা; ঐ কাজে উনি বহাল হবেন। কাজটি সেজোবাবুর অধীনে। মেজোবাবুকে বলিবামাত্র—কাল সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বলেন।"

ইন্দ্র। মহাশয়কে যথেষ্ট কষ্ট দিচ্চি। যাহা হউক, ওর একটা বিলি ব্যবস্থা হ'লে আমরাও এখান হতে নিশ্চিন্ত হয়ে প্রস্থান করতে পারি।

নারা। কাশীবাবু! রাত্রেও কি ওয়ার্কসপে কাজ হয়?

কাশী। উহাতে কামাই নাই, অনবরত রাবণের চিতা জ্বলছেই।

নারা। ওটা দেখবার কি?

"উহার ভিতরে প্রবেশ করতে হলে একখানি পাশের আবশ্যক। বিনা পাশে প্রবেশ করতে দেয় না। শনিবার দিন পাশ নিয়ে দেখবার হুকুম আছে। আমি ঐ দিন আপনাদিগকে একখানি পাশ এনে দিব।" বলিয়া কাশীবাবু প্রস্থান করিলেন।

দেবগণ সে রাত্রিও অনেকক্ষণ পর্যন্ত জাগিয়া রহিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন; "দেখ উপ! তোর চাকরী হলে খুব সাবধানে থাকিস, কুসংসর্গে ভ্রমণ কি অসৎ বিষয়ের আলোচনা ভ্রমক্রমেও করিসনে। বেতনের টাকা পেলে ন্যায্য খরচা বাদ যাহাতে কিছু বাঁচাতে পারিস, তাহার বিশেষ চেষ্টা করবি। শরীরের বিষয়ে খুব যত্ন রাখবি। লোকের আচার ব্যবহার দৃষ্টে বৃথা মাংস ভক্ষণ কিংবা অখাদ্য ভোজন কোনক্রমেই করিস নে।"

প্রত্যুষে কাশীবাবু আসিয়া ডাকিলেন, "মহাশয়েরা কি জেগে আছেন?"

ইন্দ্র। কে ও, কাশীবাবু? এত প্রত্যুষে যে?

কাশী। উপবাবুর কি কসা-মাজা জানা আছে?

ইন্দ্র। কেন বলুন দেখি?

কাশী। মেজোবাবুর সম্বন্ধী এসেছেন, তিনিও এখানে চাকরী করবেন। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে মেজোবাবু বলে পাঠিয়েছেন "অনেকগুলি প্রার্থী জুটায় অগত্যা পরীক্ষা করতে হবে। তোমার লোকটির যদি গণিত জানা থাকে, তবে যেন আসে, নচেৎ কষ্ট করে আসবার কোন আবশ্যক করে না।"

উপ। আমি কিছুকিছু কসা-মাজা জানি।

"আচ্ছা, যাবার সময় ডেকে নিয়ে যাব" বলিয়া কাশীবাবু প্রস্থান করিলেন। ক্রমে একটা ভোমা—দুটো ভোমা বাজিয়া গেল; দেখতে দেখতে লোকোমটিভের বাবুরা চলিয়া গেলেন। তৎপরে কাশীনাথবাবু আফিসের সাজ পোষাক পরিধান করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে দেবগণ প্রস্তুত ছিলেন, কাশীবাবু উপস্থিত হইলেই উপকে সঙ্গে লইয়া সিদ্ধিদাতা গণেশের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক বহির্গত হইলেন।

কিছু দূরে যাইয়া কাশীবাবু কহিলেন "সম্মুখে দেখা যাচ্চে—লোকোমটিভ আফিস। ঐ স্থানের উপরে ও নীচে দুই তিনটি আফিস আছে। ঐ যে গেট দেখিতেছেন, উহারই ভিতর দিয়া ওয়ার্কসপে যাইতে হয়।" এখান হইতে কিছু

দূরে যাইয়া তাঁহারা দেখেন, কতকগুলি লোক রাস্তায় দাঁড়াইয়া রোদন করিতেছে। একজন বলিতেছে, "পুত্রের অন্নপ্রাশনের সমস্ত প্রস্তুত, কিন্তু ছুটি পেলাম না। বল্লে বলে—ছেলের মুখে আবার শুভক্ষণে অন্ন দিবে কি? খেতে শিখলে আপ্নিই হাতে করে খাবে।" আর এক ব্যক্তি কহিল "আগামী পরশ্ব মাতার শ্রাদ্ধ। মৃত্যুকালে মার চরণ দর্শন অভাগার ভাগ্যে ঘটে নাই। এক্ষণে ছোট ভাই সমস্ত আয়োজন করে আমাকে যেতে লিখেছে। কিন্তু ছুটি চাইলে বলে কি জান—তোমার ভাই আছে যখন, সেই সব করবে, তুমি আবার কি করতে যাবে? যদি যাও একেবারে যেতে পার।" আর এক ব্যক্তি উচ্চরবে কাঁদিয়া কহিল "ওমা মাগো! প্রাণ যায় যে। অহো! আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্রমান্বয়ে পত্র লিখচে, দাদা! মাকে গঙ্গাযাত্রা করান হয়েচে। তিনি ২।৪ দিন বাঁচেন কি না সন্দেহ। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা অন্তিমকালে একবার আপনাকে দেখেন। অতএব পত্রপাঠ সত্বর আসিবেন, কোন মতে বিলম্ব করিবেন না; কিন্তু ছুটি দিচ্চে না। বল্লে বলে—এবৎসর পীড়ায় তোমার সাতদিন কামাই থাকায় ছুটি পেতে পার না। তবে যদি একেবারে কর্ম্ম পরিত্যাগ করে চলে যেতে পার তো যাও। উঃ! কি করি?—আমার দেখচি ত্রিশঙ্কু রাজার স্বর্গারোহণ হলো। না গেলে মাকে দেখতে পাব না। গেলে চাকরী যাবে, একটা বৃহৎ সংসার অনাহারে মারা যাবে।" এই সময় একটি যুবাকে আসিতে দেখিয়া তাহারা আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, তোমার ছুটির কি হ'ল?" যুবা কহিল "বল্লে পূজার বন্ধে বাড়ি গিয়ে বিয়ে করে এসো। তোমরা আমদের বিনানুমতিতে বিবাহের দিন স্থির ও সমস্ত আয়োজন কর কেন?"

ইন্দ্র একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"হা রে চাকরী! হা রে পয়সা!"

দেবতারা এখান হইতে অডিট আফিসে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দেখেন, একটি গৃহমধ্যে "ঘটঘট ঘটাঘট" শব্দে টিকিট প্রস্তুত হইতেছে। বরুণ কহিলেন "দেবরাজ, আমরা যে টিকিট খরিদ করে ট্রেণে উঠি, চেয়ে দেখ সেই টিকিট প্রস্তুত হচ্ছে। আর গাড়ি হতে নামিয়া যে টিকিট প্রত্যর্পণ করি—ওদিকে দেখ, সেই সমস্ত টিকিট অগ্নিতে ভস্ম করিয়া ফেলিতেছে।"

এই সময়ে আফিসের ভিতরে ক্রন্দনের শব্দ উঠিল। দেবতারা শুনিলেন, যেন

সকলে চিৎকার করিয়া বলিতেছে—"ওরে বাপরে! পুঁটুলে ক্ষেপলা পড়লোরে! পড়লো!"

এই শব্দ শ্রবণে দেবগণ ও কাশীবাবু সবিস্ময়ে চাহিতেছেন, এমন সময়ে দেখেন ৪০।৫০ জন কেরাণী কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইতেছেন।

কাশী। মহাশয়েরা কাঁদচেন কেন?

কেরাণীগণ কহিল "সর্ব্বনাশ হয়েছে মহাশয়! মস্ত একটা রিডক্সনের হুকুম এলো। আহা! অনেক কষ্টে চাকরী হলে ভেবেছিলাম দুদিন থাকবে, কিন্তু এম্নি কপাল ১৫ দিনও ভোগ করতে পেলেম না! রেলওয়ে চাকরী যেন পদ্মপত্রের জল, যেন কলেরা রোগের রোগী। প্রাতে কিছু জানি না, স্নান আহ্নিক সেরে হাসতে হাসতে আফিসে এসে যেমন কাজে বসেছি, অম্নি এই মৃত্যু-খবর এসে উপস্থিত হল!"

ইন্দ্র। মহাশয়েরা বলতে পারেন "পুঁটুলে ক্ষেপলা পড়লোরে, পড়লো" ও শব্দটার অর্থ কি?

কেরাণীরা। আজ্ঞে, রিডক্সনের নিয়ম হচ্চে—অল্প বেতনের চুনো পুঁটিরই প্রাণ যায়। রুই মিরগেলের একখানি আঁইষ পর্য্যন্ত খসে না।

নারায়ণ ইন্দ্রের কাণেকাণে কহিলেন "উপ বেটা মস্ত পয়মন্ত; বা! চারিধারে বেশ আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।"

এখান হইতে কাশীবাবু দেবগণকে লইয়া নিজের আফিসে উপস্থিত হইবামাত্র মেজোবাবু ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন "কৈ হে! তোমার বালকটি কৈ? আমার ভাই, তাকেই কর্ম্ম দিবার একান্ত ইচ্ছা ছিল; অনেকগুলি প্রার্থী উপস্থিত হওয়ায় কাজেই আমাকে একটা মোটামুটি পরীক্ষা করতে হচ্চে। জানি কি, পরের চাকর, কে আবার কোন দিক দিয়ে উড়ো চিঠি হাঁকাবে!"

কাশী। তোমাদের যে ধর্ম্মভয় আছে, তা আমি বিলক্ষন জানি। ঐ দেখ আমার সেই বালকটি।

মেজোবাবু তৎশ্রবণে নিজের সম্বন্ধীকে ডাকিয়া আনিয়া প্রথমে উপকে কহিলেন "বাপু! বল দেখি, দশটাকা করে মণ হলে এক সেরের দাম কত?"

উপ। চারি আনা।

মেজোবাবু। (নিজ সম্বন্ধীর প্রতি) তুমি কি বল?

সম্বন্ধী। আজ্ঞে, বোনাই যদি দোকানদার হয়, এক সেরের উপর প্রায় একছটাক আন্দাজ ফাও দিয়ে থাকে।

সেজোবাবু। বেশ বেশ। দেখ হে কাশীবাবু, এর বুদ্ধিটে কতদূর তীক্ষ্ণ। একেই ভাই চাকরী দিতে হলো। আমি প্রতিজ্ঞা করচি, পুনরায় খালি হলে তোমার ঐ বালকটিকে দিব।

কাশী। এ কথায় আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি না; জানি কি যদি তোমার আরও ২।১টি সম্বন্ধী থাকেন। এই তো সুপারিশের জোরে তোমার এ সম্বন্ধীটির আগমন মাত্রেই চাকরী হলো। বিশেষ দুঃখিত হলাম যে, কর্ম্ম দেওয়া, বেতন বাড়াবার সময়ে তোমাদের ধর্ম্মভয় থাকে না।

মেজোবাবু। কাশীবাবু! তুমি কি ভাবচো—এ-বালক আমার সম্বন্ধী। তুমি বেশ জেনো, এ আমার সহোদর সম্বন্ধী নয়। তবে পরিবারকে দিদি সম্বোধন করে ডাকে মাত্র।

"আমার যতদূর সাধ্য চেষ্টা করলাম, এর উপর আর হাত নাই! এক্ষণে বাসায় গিয়ে আপনারাই এর বিচার করবেন।" বলিয়া কাশীবাবু দেবগণকে বিদায় দিয়া নিজ কামরায় প্রবেশ পূর্ব্বক কাজে বসিলেন।

দেবতারা এখান হইতে বাসায় গিয়া পরস্পরে বলিতে লাগিলেন, "উপর এখানে কর্ম্ম কাজের সুবিধা দেখতেছি না; অতএব অনর্থক আর থাকিবার প্রয়োজন কি? চল আমরা প্রস্থান করি।" চারিটার পর কাশীনাথবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেবগণের হাতে একখানি পাশ দিয়া কহিলেন "আগামীকল্য শনিবার। অতএব কল্য প্রাতে যাইয়া আপনারা রেলওয়ে কারখানা দেখিয়া আসিবেন। এই পাশে আপনাদের প্রত্যেকেরই নাম লেখা আছে। এক্ষণে চলুন একবার নগর ভ্রমণ করিয়া আসি। দেবগণ তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। যাইতে যাইতে দেখিলেন, একটি বাড়িতে লোকে লোকারণ্য।

নারা। কাশীবাবু, এ বাটীতে কি?

কাশী। বাড়ীর কর্ত্তার পুত্রের অন্নপ্রাশন।

ক্রমে সকলে যাইয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। কাশীবাবু দেখাইতে লাগিলেন "সম্মুখে ঐ মুঙ্গের ষ্টেশনের প্লাটফরম। এই স্থানে মুঙ্গেরের গাড়ি আসিয়া যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করে। ওদিকে দেখুন মেল লাইন।"

ইন্দ্র। মেল লাইন কি ?

কাশী। অর্থাৎ স্রোতস্বতী নদী। ঐ লাইন দিয়া অনবরত গুডস, প্যাসেঞ্জার, মেল প্রভৃতি নানা নামের নানা ট্রেণ অহোরাত্র গমনাগমন করিতেছে। ব্রাঞ্চ লাইন অর্থাৎ শাখা নদী। এই নদী দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ট্রেণ একখানি যায়, একখানি আসিয়া থাকে মাত্র।

এখান হইতে সকলে ষ্টেশনের প্লাটফরমে যাইয়া দেখেন, কোন গৃহে সাহেবদের খানা খাইবার দোকান সাজান রহিয়াছে, কোন গৃহে স্তূপাকার কাগজপত্র ছড়ান রহিয়াছে, দুই জন কেরাণী বসিয়া লিখিতেছেন। পরিশেষে তাঁহারা একটি গৃহের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখেন ৫।৭টা টেলিগ্রাফের কল রহিয়াছে, পাঁচ-সাতজন বাবু কলের কাঁটার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন এবং মধ্যে মধ্যে কলের হাণ্ডেল ধরিয়া ঘটঘট্ শব্দ করিতে করিতে ডাইনে বামে হ্যাঁচকা টান মারিতেছেন। কাশীবাবু কহিলেন "এই হচ্ছে টেলিগ্রাফের ঘর। আর ঐ বাবুরা তার-ঘরের বাবু। এই টেলিগ্রাফ যন্ত্র দ্বারা আমরা এক মুহূর্ত্তে একশত মাইল দূরের ঘটনা জানিতে পারি। এমন আশ্চর্য কল আর নাই। ইহার সাহায্য ব্যতিরেকে রেল গাড়ি এক পা চলিতে পারে না। গাড়ি প্রত্যেক ষ্টেশনে আসিয়াই রাস্তা পরিষ্কার আছে কি না, ইহার নিকট জানিয়া তবে রওনা হয়।"

ব্রহ্মা। আহা! তারঘরের বাবুদের মত দুঃখী বোধ হয় জগতে আর নাই। সমস্ত রাতদিন বকের মত একদৃষ্টে চাহিয়া থাকা কি কম কষ্ট! বরুণ, কি পাপে ইহারা এ অবস্থা ভোগ করিতেছেন ?

বরুণ। আপনার স্মরণ থাকিতে পারে, এক সময়ে ভগবান অনন্তদেব মৎস্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া জলে বাস করিতে থাকেন। ঐ সময়ে কতকগুলি লোক সমুদ্র-তীরে বসিয়া মৎস্য ধরিতেছিল। দৈবযোগে নারায়ণ যখন তাহাদের চারের নিকট দিয়া পাখনা নাড়িতে নাড়িতে ফাঁসিয়া যান, তাঁহার পাখনা স্পর্শে এক ব্যক্তির ছিপের ফাতনা ডুবিবার উপক্রম হইলে, সে এমন সজোরে হ্যাঁচকা টান মারে যে, ভগবানের শরীরে অত্যন্ত আঘাত লাগে; তাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ভস্ম করিতে উদ্যত হইলে তাহারা করযোড়ে দাঁড়াইয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিল। ইহাতে করুণাময়ের মনে করুণার সঞ্চার হওয়াতে কহিলেন—

"রাজপ্রতিনিধি আরল অব ডেলহাউসির সময়ে ভারতে তারের খবরের আদান প্রদান আয়ত্ব হইবে। তোমরা সেই সময়ে এই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসহ তারঘরের বাবুরূপে জন্মগ্রহণ করিবে এবং ফাতনা ডোবার ন্যায় টেলিগ্রাফ যন্ত্রের কাঁটাকে নাড়িতে দেখিলে হ্যাণ্ডেল ধরিয়া ডাইনে বামে খ্যাঁচকা টান মারিতে থাকিবে।" তৎশ্রবণে তাহারা বলে "প্রভো! কতকাল আমাদিগকে এ কষ্ট সহ্য করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।" নারায়ণ তদুত্তরে বলেন "যে সময়ে বিনা তারে খবরাখবর প্রেরণ প্রচলিত হইবে, সেই সময়ে তোমরা মুক্তি পাইবে।"

দেবগণ এখান হইতে বাসায় যাইবার সময় পূর্ব্বোক্ত নিমন্ত্রণ বাটির নিকট উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে কহিতেছে "হ্যা হে, এ যজ্ঞে ডাক-ডোক কিরূপ করা হবে?" তৎশ্রবণে অপর কহিতেছে, "আজ্ঞে— আইনত ২০৲ টাকা বেতনের কেরাণীদিগকে ডাকা নিষেধ; কিন্তু আমরা ত্রিশ টাকার নীচ হতেই ডাকা বন্ধ করেছি।" প্রশ্নকারী বলিল "সাধু! সাধু! আহারাদি কিরূপ করান হবে?" আর এক ব্যক্তি উত্তর করিল "ঠিক নিয়ম মতই করান হবে। আপাততঃ উচ্চ বেতনের বড়বাবুদের এখানে বসান হইবে না। তাঁহাদিগকে ভাল ঘরে কুশাসনের উপর উপবেশন করিয়ে উত্তম উত্তম দ্রব্যাদি ভোজন করিয়ে ইহকালের কাজ অর্থাৎ মাহিনা বৃদ্ধি করে নেবো। এখানে ভোজনে বসালে তাঁহাদের খাদ্যদ্রব্যের উপর যদি অল্প বেতনের কেরাণীরা লোভদৃষ্টি নিক্ষেপ করে, পরিপাকের ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা। নিমন্ত্রিতগণ আহারে আসিলে প্রথমতঃ বাছাই আরম্ভ হবে এবং উত্তম মধ্যম অধম তিনটি ভাগ করা হবে। উত্তম (বড়) বাবুরা সমস্ত উত্তম উত্তম দ্রব্য, এমন কি লেডিক্যানিং, খাস্তার কচুরি এবং মাছভাজা পর্যন্ত খাবেন। মেজোবাবুদের মানরক্ষার্থ যৎসামান্য পাঁপোর ভাজা ইত্যাদি প্রদত্ত হবে। অধম অর্থাৎ ছোটবাবুর দলের জন্য বেশী মাত্রায় বিলাতী কুম্মাণ্ডের তরকারী প্রস্তুত করা হয়েছে—তাই, ও ২।৪টি সন্দেশ প্রদান করা হবে।" প্রশ্নকর্ত্তা এই সমস্ত শ্রবণে "সাধু সাধু" শব্দে প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন "খুব সতর্ক! যেন ৬০ টাকার নীচে মাছের তরকারী না পড়ে।"

দেবগণ শুনিলেন, এই সময় বাটির মধ্যে একটা মহাগণ্ডগোল উপস্থিত হইল। একজন কহিল—"রাস্কেল! আমাদের এত অপমান? তুই জানিস্ আমরাও ওয়ার্কসপের ফোরম্যানের অধীন এক একজন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বড়বাবু! আমাদেরও

অধীনে ২।১ জন কেরাণী আছে। আমরা কখনই ছোটবাবুদের সহিত হিমে বসে আসেক্কো লুচি লবণ-টাকনা দিয়ে খাব না। হয় আমাদের বড়-বাবুদের সহিত একত্রে বসাও, নইলে চলে যাব।" অপর কহিল "ষ্টুপিড! এখনি চলে যা। তোর স্পর্দ্ধা তো কম নয়। সসাগরা-জামালপুরাধীশ্বর মহাপ্রতাপান্বিত বড়বাবুদের প্রসাদে তুই ক্ষুদ্রতম বড়বাবু পদে অধিষ্ঠিত আছিস, সেই মহাত্মা,—বেতন বৃদ্ধি, পাশ ও ছুটি দেবার বিধাতাদিগের সহিত একত্রে বসে আহার করতে ইচ্ছা করিস? ধিক। ধিক! তোরা কি জানিসনে, অনেক সাধ্যসাধনা, অনেক ভজনপূজন উপাসনা ও তেল না দিলে বড় হওয়া যায় না? নরাধম! তুই আজ যে পাপ করলি—হয় তো এই পাপে কালই তোর চাকরী যাবে। তোর প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের গচ্ছিত টাকা উঠিয়ে নেওয়া ভার হবে।"

দেবগণ দেখেন, এই সময় কাশীবাবু পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া ঘন ঘন তাহাকে চুম্বন করিতেছেন এবং কখন মস্তকে, কখন কপালে, কখন বক্ষে ধারণ করিয়া কহিতেছেন—'হে টাকা! হে মুদ্রা! হে মহারাজ্ঞী-মহারাজ মুখমণ্ডলশোভিত-শ্বেতবর্ণ গোলাকারমূর্ত্তি! তোমাকে শতশত প্রণাম করি। তুমি যাহার গৃহে বিরাজ কর, সুদে আসলে তাহাকে অনেক প্রসব করিয়া দেও। তুমি চারি যুগ সমভাবে নিজ ক্ষমতা বিস্তার করিতেছ। তুমি মর্ত্ত্যে জাজল্যমান দেবতা। তোমার দয়ায় লোকে স্বর্গসুখ ভোগ এবং তোমার করুণা বিহনে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে। তোমার ক্ষমতা অসীম—তুমি ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ ও মুখ দেখাদেখি বন্ধ করিয়া দিতে পার। তোমার কুহকে প্রবঞ্চকেরা প্রবঞ্চনা করিয়য়া অপরের বিষয় লইতেছে। তোমার গুণে ভাশুর ভাদ্রবধূকে বিষদানে প্রাণে মারিতেছে। তোমার মহিমায় অনেকে খুড়ী জেঠিকেও বেশ্যাপবাদ দিতে ছাড়িতেছে না। তোমার গুণে কেহ কেহ পিতৃবধ-পাপে নিমগ্ন হইয়া সিংহাসন লইতেছে। তোমার গুণে আপন পর ও পর আপন, সাধু অসাধু এবং অসাধু সাধু হয়। তোমার কৃপায় দোষী নির্দ্দোষ এবং নির্দ্দোষও দোষী হইয়া রাজদ্বারে দণ্ড পাইয়া থাকে। তোমাকে পাইবার জন্য লোকে জলে অনলে সমরক্ষেত্রে এবং ব্যাঘ্র ভল্লুকের মুখে যাইতে ভীত নহে। তোমাকে পাইবার আশায় অনেকে জাত্যন্তর ও ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া পিতা মাতাকেও

কাঁদাইতেছে। তোমাকে পাইবার জন্য মাতাপিতা পুত্রকন্যা পর্যন্ত বিক্রয় করিয়া থাকে। তুমি বৃক্ষ লতা ফলমূল সকলের মধ্যেই আছে। তোমাকে চেনে না, এমন লোক নাই। হে টাকা! তোমাকে প্রণাম করি; যেন তোমার বরে আমার ৬০ টাকা পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে আমি যজ্ঞিবাড়িতে গিয়া পাতে মাছের তরকারী খাইয়া মনুষ্যজীবনে সার্থক করিয়া আসিব

ইন্দ্র। দেখছি পৃথিবীতে অর্থেরই গৌরব বেশী!

বরুণ। গৌরব বলে গৌরব!

মাতা নিন্দতি নাভিনন্দতি পিতা ভ্রাতা ন সম্ভাষতে
ভৃত্যঃ কুপ্যতি নানুগচ্ছতি সুতঃ কান্তাপি নালিঙ্গতে।
অর্থপ্রার্থনশঙ্কয়া ন কুরুতেঽপ্যালাপমাত্রং সুহৃৎ
তস্মাদর্থমুপার্জ্জয় প্রিয় সখে হ্যর্থেন সর্ব্বে বশাঃ॥

নারা। বরুণ, প্রজাহিতৈষী ইংরাজ-রাজ কেন এই সর্ব্ব অনর্থের মূল টাকাগুলিকে এদেশ হইতে স্থানান্তরিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন না? আমি আজ মন খুলে আশীর্ব্বাদ করি তাঁহাদের যেন এ দেশে এক কপর্দ্দকও রাখিতে মতিগতি না হয়।

এখান হইতে দেবগণ বাসায় যাইয়া সে-রাত্রি অতিবাহিত করিলেন, এবং তৎপরদিন সাতটার ভোমা বাজিবামাত্র সকলে ওয়ার্কসপ দেখিতে চলিলেন। তাঁহারা গেট দিয়া প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ টাইমকিপার আফিসে উপস্থিত হইয়া দেখেন—গৃহটির দুই দিকের জানালার উপর, লৌহের পয়সার আকৃতি অসংখ্য নম্বর সাজান রহিয়াছে। কতকগুলি বাবু সেইগুলির নিকট দাঁড়াইয়া কাণ খাড়া করিয়া আছেন। বহির্ভাগ হইতে শ্রমজীবীরা "হাজার, তিন কুড়ি ছয়" বলিবামাত্র বাবুরা তৎক্ষণাৎ সেইখানি লইয়া টুক করিয়া ফেলিয়া দিতেছেন।

ব্রহ্মা। বরুণ, এগুলো দেবার তাৎপর্য কি? এবং "হাজার তিন কুড়ি ছয়" শব্দের অর্থ কি?

বরুণ। এই যে নম্বরগুলি সাজান রহিয়াছে, এত লোক এই কারখানায় কাজ করিতেছে। এই টিকিটের দ্বারা কত উপস্থিত, কত অনুপস্থিত সহজে

জানা যায়। অসভ্য শ্রমজীবীরা হাজার ছয়টি স্মরণ রাখিতে পারে না, এজন্য তিনকুড়ি ছয় বলিতেছে!

টিকিট লইয়া যেমন 'কুলিরা কারখানায় প্রবেশ করিল, অমনি চারিদিক হইতে সজোরে এমন "ঝমাঝম গমাগম" শব্দ আরম্ভ হইল যে, কাণ পাতা দায়। দেবতারা কারখানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন, একটি গ্রামকে অট্টালিকাশ্রেণী বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। কোন দিক দিয়া দুই চারিটি রেল রাস্তা সোজা চলিয়া গিয়াছে। কোন স্থানে এক খানি ভাঙ্গা কল (এনজিন) লইয়া ১০।১২ জন কুলি চিৎকার করিতে করিতে টানিয়া আনিতেছে। কোন-স্থানে কতকগুলি লোক দাঁড়াইয়া একখণ্ড বৃহদাকার লৌহ মস্তকে তুলিবার চেষ্টা পাইতেছে। কোন দিক দিয়া একজন মোটা কেঁদো সাহেব হনহন বন বন শব্দে দ্রুতপদে চলিয়া যাইতেছেন। তৎপশ্চাৎ দুই চারিজন হিন্দুস্থানী সেপাই কাগজ কলমের বাক্স হাতে ও খাতা বগলে ছুটিতেছে। কোন দিক হইতে একজন কেরাণী কাণে পেনসিল, হাতে একখানি চিঠি লইয়া একমনে পাঠ করিতে করিতে আসিতেছেন।

দেবগণ একস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন—বাষ্পের দ্বারা অনেকগুলি কল ঘুরিতেছে। এবং রেলওয়ে শকটের জন্য যে যে দ্রব্যের আবশ্যক, তৎসমুদয় দ্রব্য স্থানান্তর হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়া এই সমস্ত কলে পরিষ্কার করিয়া দিতেছে। বরুণ কহিলেন "এই সপের নাম নিউ টর্নিং সপ। এই সমস্ত কলের মধ্যে গাড়ির চাকা পরিষ্কারের কলই বড় আশ্চর্য!"

ব্রহ্মা। বরুণ, সপ শব্দের অর্থ কি?

বরুণ। দোকান, কারখানা।

উপ। বরুণ কাকা, ঐ যে গৃহের মধ্যে কয়েকটি বাবু বসিয়া আছেন, উহারা কি এই দোকানের দোকানী?

বরুণ। একপ্রকার তাই বটে। ইহারা কারখানার হিসাবপত্র রাখেন এবং কোম্পানীর যে যে দ্রব্যের আবশ্যক হয়, রোকা পাইলেই প্রদান করেন। দেবরাজ! সম্মুখে ঐ যে কতকগুলি এঞ্জিন মেরামত হইতেছে দেখিতেছ, ইরেকটিং সপ অর্থাৎ কল মেরামত কারখানা। ঐ কারখানার মধ্যে আরো কয়েকটি কারখানা আছে। যথা—পেইন্টিং অর্থাৎ চিত্রকরের কারখানা,

কারপেণ্টিং অর্থাৎ সূত্রধরের কারখানা এবং টেণ্ডার অর্থাৎ গাড়িতে জল ও কয়লা রাখিবার স্থান নির্ম্মাণের কারখানা।

এখান হইতে সকলে ওল্ড টর্নিং সপে যাইয়া দেখেন—নানাপ্রকার কল বেগে ঘুরিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানারূপ লৌহ ও পিতলের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া দিতেছে। কল কারখানা দেখিয়া দেবগণ আশ্চর্যান্বিত হইলেন। এবং কেবল একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। বরুণ কহিলেন "এই কারখানার নাম পুরাতন টর্নিং সপ।" এখানে গাড়ির কল সম্বন্ধে যে সমস্ত কুঁচোকাঁচা দ্রব্যের আবশ্যক, তাহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কলগুলির মধ্যে এক্স্রুপিং মেসিন অর্থাৎ এক্স্রুপের প্যাঁচ প্রস্তুত করিবার কল এবং সাইনিং মেসিন্ অর্থাৎ অস্ত্রাদিতে শাণ দিবার কল বড় আশ্চর্য।

ব্রহ্মা। দেখ ইন্দ্র, ইংরাজেরা সব পারে! আমার বোধ হইতেছে, এক সময়ে এই জাতি মৃত মনুষ্যকেও জীবন দান করিতে পারিবে।

এখান হইতে বরুণ দেবগণকে লইয়া ব্রাস ফিনিসিং সপে উপস্থিত হইলেন। এবং কহিলেন "এই কারখানার নাম ব্রাস ফিনিসিং সপ অর্থাৎ পিতলের দ্রব্যাদি পরিষ্কার করিয়া দিবার কারখানা। ওদিকে দেখা যাচ্চে ফিটিং সপ কাঁটা, ছুরি তালা প্রভৃতি মেরামতের কারখানা। এই কারখানার মধ্যে প্রত্যেক সপে এক একজন করিয়া কর্ত্তা-সাহেব আছেন। তাঁহাদিগকে ফোরম্যান কহে। তাঁহার অধীনে আবার ২।৪ জন করিয়া বাবু আছেন। ঐ দোতালার উপর ফিটিং সপের বাবুদের আফিস।

এখান হইতে দেবগণ ব্ল্যাকস্মিথ্ সপে যাইয়া দেখেন—কলে বৃহৎ বৃহৎ লৌহগুলিকে যেন কচু কাটার ন্যায় খণ্ডখণ্ড করিয়া কাটিয়া দিতেছে। এক স্থানে সকলে উপস্থিত হইয়া দেখেন—অনেকগুলি হাপরে অগ্নি জলিতেছে। কারিকরেরা হাপরে লৌহকে উত্তমরূপে দগ্ধ করিয়া যেমন ষ্টিম হ্যামার নামক বাষ্পীয় মুদ্গরের তলায় ধরিতেছে, মুদ্গর আমি কলের দ্বারা ছুটিয়া আসিয়া দমাদম গমাগম শব্দে লৌহখণ্ডকে পিটিয়া দোরস্ত করিয়া দিতেছে। বরুণ কহিলেন "এই সপের নাম ব্ল্যাকস্মিথ সপ অর্থাৎ কর্ম্মকারের কারখানা। ওদিকের ঐ গৃহমধ্যে কর্ম্মকারের বাবু নিজ ফোরম্যানের সহিত বসিয়া কাজ-কর্ম্ম করিতেছেন।"

দেবতারা ইহার পর স্প্রিং সপে যাইয়া দেখেন—একটি কল যেন খাবার খাইবে বলিয়া হা করিয়া রহিয়াছে। লৌহাদি উত্তপ্ত করিয়া যেমন তাহার মুখের মধ্যে দিতেছে, অমি কলে একদিক দিয়া সেটাকে পিটাইতেছে, একদিক দিয়া তাহাকে তেলা করিয়া দিতেছে এবং একদিক হইতে সেই লৌহখণ্ডের মস্তকে টুপীর ন্যায় প্রস্তুত করিয়া দিতেছে। এইরূপে সমস্ত কার্য শেষ হইলে কলটি সেই লৌহখণ্ডকে ফেলিয়া দিয়া আবার যেন হা করিয়া খাদ্য দ্রব্যের আশা করিতেছে। নারায়ণ একদৃষ্টে কলটির প্রতি চাহিয়া বরুণকে কহিলেন, "বরুণ! এ কলটির নাম কি?"

বরুণ। বোল্ট মেকিং মেসিন। অর্থাৎ গাড়ির বোল্ট প্রস্তুত করিবার কল। এই সপটির নাম স্প্রিং সপ অর্থাৎ ইস্পাতের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার কারখানা। আর ওদিকে দেখ হুইল সপ অর্থাৎ গাড়ির চাকা ঠিক হইল কি না তাহা পরীক্ষা করিবার কারখানা।

এখান হইতে সকলে কপার স্মিথ্ সপ দেখিতে যান এবং উপস্থিত হইয়া বরুণ কহিলেন "এই সপের নাম কপার স্মিথ সপ অর্থাৎ তামা কর্ম্মকারের কারখানা। এখানে তামার দ্বারা ইঞ্জিনের পাইপ ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐ কারখানায় টিনের দ্বারা লণ্ঠনাদি প্রস্তুত হইতেছে। ঐ যে একটি বাবু কলম হাতে করিয়া বেড়াইতেছেন, উনি টিন কামারের বাবু।"

এখান হইতে সকলে প্যাটারন সপ অর্থাৎ ফরমা প্রস্তুত করিবার কারখানা দেখিয়া, ব্রাস মোলডিং সপ অভিমুখে চলিলেন। উপস্থিত হইয়া দেখেন— পিতল গলাইয়া জলের ন্যায় তরল করিতেছে এবং কুলিরা সেই সমস্ত তরল পিতল বহন করিয়া লইয়া গিয়া ফরমায় ঢালিয়া আসিতেছে। বরুণ কহিলেন "এই স্থানের নাম পিতলের ঢালাই ঘর। ওদিকে দেখুন, লৌহ গলাইয়া ছাঁচে ঢালিতেছে। ঐ সপের নাম "আইরন ফাউণ্ডিং অর্থাৎ লৌহের ঢালাই ঘর।" ইহার পর সকলে বয়লার সপ ড্রয়িং অফিস দেখিয়া ষ্টোর অর্থাৎ গুদাম ঘরের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এবং বরুণ কহিলেন, "দেখুন পিতামহ, কারখানায় যে সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে এই গুদামে আসিয়া তাহা জমিতেছে। এখানে পাট, চামড়া, তুলা, তৈল যাহা কিছু আবশ্যক, সমস্তই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ যে বাবু বসিয়া গল্প করিতেছেন, উনি তেল গুদামের বাবু।"

এখান হইতে দেবগণ প্রত্যাগমন করিবার সময় একস্থানে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন "পিতামহ! সম্মুখে দেখুন এসিষ্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আফিস অর্থাৎ সমস্ত কারখানার কর্ত্তা সাহেবের আফিস ; ঐ আফিসটিতে কতকগুলি বাঙ্গালী বাবু আছেন। সমস্ত কারখানার ও লোকোমটিভ ডিপার্টমেণ্টের আর এক-জন বড় কর্ত্তা এবং তাহার সাহায্যকারী একজন ছোট কর্ত্তা সাহেব আছেন। তাঁহারা ওদিকে ঐ দোতলায় থাকেন। ঐ বড় কর্ত্তাদের অধীনে কতকগুলি অফিস আছে যথা—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইত্যাদি। ঐ বড় কর্ত্তাকে ইংরাজিতে লোকোমটিভ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কহে। তাঁহার অধীন অফিসগুলিতে কতকগুলি সাহেব এবং বিস্তর বাঙ্গালী কাজকর্ম্ম করিতেছে।

উপ। কর্ত্তা জেঠা, হঠাৎ আমার পশ্চাৎদেশে একটা ফোড়া হয়ে এম্নি টন্‌টন্ কর্‌চে যে, দাঁড়াতে পাচ্ছি না। শীঘ্র বাসায় চলুন।

এই কথায় দেবগণ অত্যন্ত ভীত হইলেন। নারায়ণ কহিলেন "শুনিয়াছি এ দেশে ধ্বসা নামে একপ্রকার পশ্চিমে রোগ হইয়া থাকে। ঐ রোগ প্রথমে ফোড়ার আকারে দেখা দেয় এবং সমস্ত অঙ্গে চলে চলে বেড়ায়। যে স্থান হইতে যে স্থানে চলিয়া যায়, সেই সমস্ত স্থানের মাংস পচিয়া ধসিয়া পড়ে। অতএব আমাদের উপ'র যদি সেই রোগ হয়ে থাকে, ইহাকে ফেরত পাওয়া সুকঠিন হবে!"

নারায়ণের কথা শুনিয়া দেবতারা অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং আফিস দেখা বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে বাসায় চলিলেন, এই সময় তাঁহারা শুনিলেন—এক ব্যক্তি নিজ পুত্রকে কহিতেছে, "বাবা! বড়বাবুর ছেলে এসেছে শুনেছ?"

পুত্র। হ্যাঁ—শুনেছি।

পিতা। একবার দেখা করতে যেও?

পুত্র। যাব।

পিতা। একসের সন্দেশ নিয়ে গিয়ে বাবুর ছেলের হাতে দিও, তাহা হইলে বড়বাবু সন্তুষ্ট হবেন।

পুত্র। তা আমি পারবো না।

পিতা। বলিস কি! য়্যাঁ! পারবি না?

পুত্র। হ্যাঁ! আমি পারবো না। তুমি তোষামোদ করচো বলে কি গুষ্টি-শুদ্ধকে তোষামোদ করতে হবে?

পিতা দেবগণের প্রতি চাহিয়া কহিল "এ হলো কি? য়্যাঁ! পিতার কথাও পুত্রে রাখে না? ছেলের চেয়ে আমর মেয়েটি ভাল, সে এই শীতে ভোরে উঠে রাশি রাশি পান তৈয়ের করে ও বাদাম ভেঙ্গে রাখে। তাই আমি পকেটে করে নিয়ে গিয়ে বড়বাবুকে লুকিয়ে লুকিয়ে দিয়ে ১৭ হইতে ৪৫ পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধি করে নিয়েছি।"

দেবগণ বাসায় যাইয়া কাশীনাথবাবুর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কাশীনাথ-বাবু আসিয়া পীড়ার কথা শুনিবামাত্র কহিলেন "মহাশয়েরা মুঙ্গেরে যান।"

ইন্দ্র। কেন বলুন দেখি?

কাশী। অস্থানেতে ফোঁড়া, বড়ই ভাবনার কথা!

ব্রহ্মা। মুঙ্গেরের ট্রেণ কখন পাওয়া যায়?

কাশী। একটার সময় অফিস-ট্রেণ আছে। চলুন আপনাদিগকে তুলে দিয়ে আসি।

দেবগণ এই কথায় তলপীতলপা উঠাইয়া ষ্টেশন অভিমুখে চলিলেন। কাশীনাথবাবুও তাঁহাদিগকে উঠাইয়া দিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। সকলে মুঙ্গের প্লাটফরমে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে টিকিট দিবার ঘণ্টা দিল। কাশীনাথ বাবু যাইয়া ছয় পয়সা মূল্যের পাঁচখানি টিকিট খরিদ করিয়া আনিলেন। ক্রমে মুঙ্গের-ট্রেণ আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবগণ ট্রেণে উঠিয়া কাশীনাথবাবুকে কহিলেন "আপনি অতি সৎ ও ভদ্রলোক। আপনাকে ছাড়িয়া যাইতে আমাদিগের কিছুমাত্র ইচ্ছা হইতেছে না। খুব সাবধানে থাকিবেন এবং ধর্ম্ম বিষেয় দৃঢ় আস্থা রাখিবেন। আপনি ধনাভাবে বিশেষ কষ্ট পাইতেছেন, কি করিবেন,—অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া যখন যে অবস্থায় থাকেন তাহাতেই সন্তোষ প্রকাশ করিবেন, কদাচ মনে দুঃখ করিবেন না। আমাদের আশীর্ব্বাদে আপনি এক সময়ে, যথেষ্ট সুখী হইবেন। প্রত্যহ জামালপুর পাহাড়ের সন্নিকটে ভ্রমণ করিতে যাইয়া অনুসন্ধান করিবেন, কারণ, প্রস্তরমধ্যেও বহুমূল্য হীরকাদি থাকিবার সম্ভাবনা।"

দেবগণ দেখিলেন—এই সময় একটি বাবুর খাট পালঙ্ক এবং গৃহস্থালীর অনেক দ্রব্যাদি মুটিয়ারা বহন করিয়া আনিতেছে। সর্ব্বশেষে বাবু এক অবগুণ্ঠনাবৃত স্ত্রীর হাত ধরিয়া আসিতেছেন এবং তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ একটি ৮।৯ বৎসরের বালক আসিতেছে। তাঁহারা আরও দেখিলেন—অনেকগুলি কেরাণী—কাহারও হাতে

হাঁড়ি কলসী, কাহারও হাতে দড়ি, কাহারও হাতে পান কাহারও হাতে বা জলখাবারের ঠোঙ্গা—ষ্টেশন অভিমুখে আসিতেছেন। সকলে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত সস্ত্রীক বাবুকে কহিল, "আপনার কি মুঙ্গেরে বাসা করাই স্থির হইল?" বাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন "অগত্যা!"

ইন্দ্র। কাশীবাবু, ঐ যে বাবুটি স্ত্রীপুত্র সহিত ষ্টেশনে এলেন, উহাকে "মুঙ্গেরেই কি বাসা করা স্থির হইল" এই কথা জিজ্ঞাসা করায় দুঃখ প্রকাশ করিলেন কেন?

কাশী। হয়েছে কি জানেন, ঐ বাবুটি একজন গোঁড়া ব্রাহ্ম। যে স্ত্রীর হাত ধরিয়া আসিলেন, উহাকে উনি ব্রাহ্মমতে বিধবা-বিবাহ করেছেন। পুত্রটি স্ত্রীর সাবেক স্বামীর ঔরসজাত। এই দম্পতীযুগল জামালপুরে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছিলেন, হঠাৎ একটা ব্যাঘাত ঘটিল। ঐ পল্লীর যত স্ত্রীলোক ঐ স্ত্রীর কাছে প্রত্যহ দলে দলে আসিত। কেহ জিজ্ঞাসা করিত, "তোমার সাবেক স্বামী বেশি ভাল বাসিতেন, না বর্ত্তমান স্বামী বেশি ভালবাসেন?" তোমার কোন স্বামী দেখিতে সুন্দর?" কেহ বলেন "তোমার ছেলে তো ওঁকে বাবা বলে ডাকে? উনি একে স্নেহ মমতা করেন কেমন?" অপরা কহেন, "ওলো তুই থাম, সৎবাবার আর কত স্নেহ হবে? ভাল ব্রাহ্ম বৌ, তুমি যে কয়েকদিন বিধবা ছিলে—মাছ খেতে পাওনি? আহা! মাছ না হলে কি ভাত খাওয়া যায়! বলি এখন কাঁটা চড়চড়ি বেশি করে খাচ্চো তো? একটু ভাই বেশি করে মাথায় সিঁদুর দিও। আশীর্ব্বাদ করি জন্মায়তি হও, আবার যেন তোমাকে ব্রাহ্মমতে তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করতে না হয়।" কোন রমণী কহিলেন "বলি ব্রাহ্মবৌ, তোমাদেরও কি বিয়ের সময়ে মন্ত্র পড়িয়ে দান উৎসর্গ করে? সত্যি করে বল না ভাই, কলা তলায় কজনে কজনে তোমাকে পিঁড়িতে বসিয়ে উঁচু করে ধরে বলেছিল—বর বড় না কনে বড়?" কোন রমণী হয় তো জিজ্ঞাসা করিয়া বসিতেন "বলি ব্রাহ্মদিদি, তোমাদের কি বাসর-ঘর আছে? চারি চোখে শুভদৃষ্টি করতে হয় তো? সত্যি করে বল—তুমি ভাই ফুলশয্যার দিন কি কথা কয়েছিলে? তোমার ছেলেটি কোথায় ছিল?" আর এক রমণী হয় তো বলিয়া বসিলেন, "বলি, হাঁগা, ওগো! তোমার কি ধুলোপায়ে লগ্ন হয়েছিল? জামাই বিয়ে করতে এসেই তো ছেলে কোলে করে আদর করেছিলেন?" এইরূপ প্রত্যহ বিরক্ত করায় ইহারা জামালপুর পরিত্যাগ

করিয়া মুঙ্গেরে যাইতেছেন। অনেকদিন বাস করিয়া স্থানটিতে মায়া বসায় দুঃখিত হইয়াছেন।

ব্রহ্মা। দেখ বরুণ, মুঙ্গেরী কেরাণীরা কেমন ধার্ম্মিক! ইহারা জামালপুর হইতে টাকা উপার্জ্জন করিয়া লইয়া যায়। এমন কি হাঁড়ি, কলসী, পান, তামাক, কাষ্ঠ পর্য্যন্ত জামালপুর হইতে মুঙ্গেরে লইয়া যায়, অথচ মুঙ্গেরে বাসা করিয়া থাকে। ইহার কারণ কি, কিছু বুঝো?—অর্থাৎ তথায় থাকিলে পতিতপাবনী ভাগীরথীতে স্নান করিতে পাইবে।

কাশীনাথবাবু হাসিতে হাসিতে কহিলেন "আজ্ঞে, তা নয়, সেখানে ঢেবুয়া চলে।"

ব্রহ্মা। ঢেবুয়া কি?

কাশী। লৌহ ও তাম্র-মিশ্রিত এক প্রকার পয়সা। ঐ গুলো টাকায় ১৮ গণ্ডা, ১৯ গণ্ডা করিয়া বিক্রয় হয়। এবং উহার একেকটায় মুঙ্গেরের বাজারে তরকারী প্রভৃতি খরিদ করিতে পাওয়া যায়, জামালপুরে তা হবার যো নাই। এক্ষণে আমি বিদায় হই; কারণ ট্রেন ছাড়িবার আর বিলম্ব নাই।

এই সময় সমস্ত কেরাণীরা আসিয়া ট্রেনে উঠিল। ট্রেন "ছ ছ পাইয়া, ছ ছ পাইয়া" শব্দে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। ব্রহ্মা কহিলেন "বরুণ, জামালপুরে আর যা কিছু আছে সংক্ষেপে বল?"

বরুণ। জামালপুর পূর্ব্বে অরণ্যপূর্ণ ব্যাঘ্র ভাল্লুকের আবাসভূমি ছিল। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষেরা এই স্থানে শ্রমজীবীর সংখ্যা বেশি দেখিয়া হাবড়া হইতে ওয়ার্কসপ এবং অনেকগুলি অফিস উঠাইয়া আনিয়া স্থানটিকে জঙ্গল কাটিয়া নগর করিয়া তুলিয়াছেন। এক্ষণে ইহাতে দিনদিন বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ উন্নতি দেখা যাইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে ইহাতে একটি ইংরাজী বিদ্যালয়, একটি বালিকা বিদ্যালয়, দতব্য সভা, যুবকগণের সভা, নেটিভ ইনিষ্টিটিউট প্রভৃতি সাধারণের হিতকর অনেক সভা ইত্যাদি আছে।

ক্রমে ট্রেন মুঙ্গেরে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবতারা স্টেশনের বাহিরে আসিয়া দেখেন মুঙ্গেরের প্রকাণ্ড দুর্গ তাঁহাদের সম্মুখে বিরাজ করিতেছে।

উপ। বরুণ কাকা! গাঙ্গুলিদের খামার বাড়ার দেওয়ালের মত দেখা যাচ্ছে ওটা কি? বল না বরুণ কাকা!

বরুণ। দেবরাজ! চেয়ে দেখ সম্মুখে মুঙ্গের কেল্লা।

ইন্দ্র। এ কেল্লা নির্ম্মাণ করে কে?

বরুণ। লোকে বলে—এ কেল্লা জরাসন্ধ রাজার ছিল। তৎপরে মুসলমান-দিগের সময়ে নবাব হোসেনের হস্তগত হইয়া সা স্বজার হস্তে যায়। পরে মীরকাসিমের সময় ইহার পুনরায় সুন্দররূপে মেরামত হয়। এক্ষণে ইহা ইংরাজের অধীনে আছে এবং ইহার প্রশস্ত ক্রোড়ে কতকগুলি ইংরাজ সদাগর বাস করিতেছে। তদ্ভিন্ন মুঙ্গের জেল, আফিস, আদালত ও চর্চ্চ ইত্যাদি এই ফোর্টের মধ্যেই আছে।

ক্রমে সকলে কেল্লার সন্নিকটে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "ওদিকে দেখ—ইংরাজদিগের গোরস্থান।"

নারা। কবর স্থান তো বড় সুন্দর স্থানে নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। বলিতে কি—একেবারে গঙ্গাগর্ভে। এই সমস্ত কবরে যে কোন পাপী থাকুন, নিঃসন্দেহ তিনি গঙ্গালাভ করিয়া উদ্ধার হইয়াছেন।

দেবতারা ফোর্টের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই দেখেন—প্রাচীরে অনেকগুলি হিন্দু দেব-দেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। নারায়ণ কহিলেন "দেখ বরুণ! দুর্গটি হিন্দু রাজাদিগেরই ছিল। মুসলমানদিগের হইলে প্রাচীরে এ সব মূর্ত্তি থাকিবে কেন?"

বরুণ। এমন হইতে পারে দেবদ্বেষী মুসলমানেরা হিন্দু দেব-মন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া আনিয়া সেই প্রাচীরে এই প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই দুর্গটি দৈর্ঘে চারি হাজার ফিট এবং প্রস্থে তিন হাজার পাঁচ শত ফিট আন্দাজ হইবে। ইহার প্রাচীর ১৩।১৪ হাত উচ্চ। কেল্লাটির তিন দিকে গড় এবং একদিকে ভাগীরথী স্বয়ং প্রবাহিতা। এক্ষণে ইহার চারিদিকের প্রাচীর এবং চারিটি গেটমাত্র অবশিষ্ট আছে। ঐ গেটগুলিকে লাল-দরজা কহে। আহা! এই কেল্লায় দুরাত্মা নবাব মীরকাসিম রাজা রাজবল্লভকে যেরূপে হত্যা করিয়াছিলেন, অদ্যাপি স্মরণ হইলে কান্না আইসে।

ইন্দ্র। নবাব রাজা রাজবল্লবভকে কি কারণে হত্যা করেন ?

বরুণ। যখন নবাব দেখিলেন, তিনি নামেমাত্র নবাব—তাঁহার হাতে কোন ক্ষমতা নাই, ইংরাজেরাই সর্ব্বময় কর্ত্তা, তখন তাঁহার স্বাধীন হইবার ইচ্ছা হইল এবং মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করি৷ মুঙ্গেরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি মনেমনে স্থির করিলেন রাজা রাজবল্লভ, মুশিদাবাদের শেঠেরা এবং আর কতকগুলি লোক ইংরাজদিগের নিতান্ত অনুগত এবং বোধ হয় তাহাদেরই ষড়যন্ত্রে ক্রমান্বয়ে নূতন নূতন নবাব পদচ্যুত হইতেছে। অতএব ঐ কয়েকটি কণ্টককে অগ্রে বধ করিয়া নিষ্কণ্টক হওয়া উচিত। তিনি এইরূপ স্থির করিয়া রাজা রাজবল্লভকে এখানে বন্দী করিয়া আনেন এবং কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। পরিশেষে প্রাণণ্ডের আজ্ঞা দিয়া বলেন, "বল দেখি —তোমার কিরূপে মরণে ইচ্ছা হয়।" রাজা তৎশ্রবণে কহিলেন, "আমাকে যেন জাহ্নবী-জলে নিমগ্ন করিয়া মারা হয়।" মীরকাসিম এই কথায় সম্মত হইয়া তাঁহার বক্ষে প্রচণ্ড শিলা বাঁধিয়া জলে নিক্ষেপ করিতে হুকুম দেন। নিক্ষেপ সময়ে রাজা "হা! রাম!" শব্দে যে চীৎকার করিয়াছিলেন—সেই শব্দ যেন এক্ষণেও আমার কর্ণে ঘুরে বেড়াইতেছে।

ব্রহ্মা। বরুণ, এ স্থলের নাম মুঙ্গের হইল কেন ?

বরুণ। এ স্থানের নাম পূর্ব্বে মুদ্গলপুর ছিল। মুদ্গল নামক কোন ঋষি এই স্থানে বসিয়া তপস্যা করিতেন বলিয়া ঐ নাম হইয়াছে।

দেবতারা কেল্লার মধ্যস্থ একটি কবরের সন্নিকটে বাসা ভাড়া ক'রিলেন। এবং সন্ধ্যার পর উপ'র হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে হাসপাতালে উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, "এ সামান্য ফোঁড়া—এর জন্যে কোন ভাবনা নাই, একটু একটু ঘি গরম করিয়া দিলেই সারিয়া যাইবে।"

নারা। হাঁসপাতালে এত খাট কেন ?

বরুণ। মুরশিদাবাদের রায় অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুর একদিন হাসপাতাল ভ্রমণে আসিয়া দেখেন—রোগীদের শয়নের বড় কষ্ট। এজন্য তিনি নিজ ব্যয়ে এই সমস্ত খাট খরিদ করিয়া হাসপাতালে দান করিয়াছেন।

ব্রহ্মা। এইরূপ দানই প্রকৃত দান। এবং এই সকল লোকই প্রকৃত দাতা।

যখন তাঁহারা হাসপাতাল হইতে বাহির হয়েন একটি বাঙ্গালীবাবুও তাঁহাদের সহিত বাহির হইলেন। সকলে একটি অশ্বত্থগাছের তলে উপস্থিত হইয়া দেখেন একটি যুবা তাঁহাদিগকে দেখিয়া বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হইল। বাঙ্গালী বাবুটি দ্রুত গিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন 'কে ও, হরি! তুমি এখানে লুকিয়ে আছ যে?"

যুবা। আজ্ঞে, না। আমার কিছু প্রয়োজন আছে।

বাঙ্গালী। গাছের তলায় তোমার কি প্রয়োজন?

যুবা। আছে, কিছু বিশেষ প্রয়োজন আছে।

বাঙ্গালী। বুঝেছি, তোমাদের জামালপুরে কৃষ্ণ ঘোষের পরিবারকে তুলসী-তলায় নামিয়েছে। মড়া ঘাড়ে করে মুঙ্গেরে আনতে হবে বলে তুমি পলাতক হয়েছ।

যুবা। আমাকে সে বদনাম দেবার যো নেই, ডাকবামাত্র গিয়ে মড়া ঘাড়ে করি।

বাঙ্গালী। আজ পালিয়ে এলে কেন?

যুবা। আমাকে আপনি অনর্থক মিথ্যাপবাদ দিচ্ছেন, আমার ছোঁবার যো নাই।

বাঙ্গালী। তোমার ত বিবাহ হয় নাই, ছোঁবার যো নাই কেন?

যুবা। বলবো—

বাঙ্গালী। বলনা?

যুবা। দাদার স্ত্রী অন্তঃস্বত্বা;

"তুমি অধঃপাতে যাও" বলিয়া বাঙ্গালীবাবুটি হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। দেবগণও অপর দিক দিয়া বাসায় চলিলেন। যাইতে যাইতে ব্রহ্মা কহিলেন "বরুণ! শব-বহন অপেক্ষা পুণ্য আর নাই। কলিতে এই কার্যের দ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। কিন্তু এ কি! পাছে শব বহন করিতে হয় এই আশঙ্কায় ঐ ব্যক্তি লুক্কায়িত আছে। আহা! সকলেই যদি এইভাবে থাকে—মৃত স্ত্রীর স্বামীর আজ কি কষ্ট? ভাবিতে যে শরীরে শোণিত পর্যন্ত শুষ্ক হইতেছে। তিনি এক্ষণে শোকে তাপে বিহ্বল—তাহার উপর আবার মড়া কিরূপে বাহির হইবে এই দুর্ভাবনা। বরুণ, চল

আমরা জামালপুরে গিয়ে শব-বহনরূপ সৎকার্যের অনুষ্ঠান করে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করে রাখি।"

বরুণ। ২।১ জন লুক্কায়িত আছে বলিয়া সত্যসত্যই কি শব গৃহে পচিবে? অবশ্যই কেহ না কেহ বহন করিয়া আনিয়া সৎকার করিয়া যাইবে। তজ্জন্য আপনি উদ্বিগ্ন হইবেন না।

দেবগণ বাসায় আসিয়া তৎপরদিন কষ্টহারিণীর ঘাটে স্নান করিতে চলিলেন। যাইবার সময় দেখেন, কতকগুলি কেরাণী স্নান করিয়া আসিতেছেন এবং পরস্পর বলাবলি করিতেছেন "শীঘ্র চল, ঘোর ঘোর থাকতে না খেয়ে নিলে ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেন পাওয়া যাবে না, আফিস কামাই হবে।"

নারা। বরুণ, ইহারা কারা?

বরুণ। রেলওয়ে অফিসের কেরাণী। ইহারা রজনীযোগেই দুইবার করিয়া আহার করিয়া থাকেন। কারণ, জামালপুর হইতে আসিতেও রাত্রি হয় এবং রাত্রি থাকিতে যাইতে হয়; সুতরাং সূর্যালোকে আর আহারাদি করা ঘটে না। ইহাদিগকে—দিবসে না দেখায়—ছেলেরাও বাপ বলিয়া চেনে না; রবিবারে দেখিয়া মনে করে বাড়িতে কুটুম্ব এসেছে।

ইন্দ্র। এত কষ্টে এখানে থাকার প্রয়োজন? জামালপুরেই ত বাসা করিলে হয়।

বরুণ। সেখানকার অপেক্ষা এখানে অনেকগুলি বিষয়ের সুবিধা আছে। প্রথমতঃ বাড়ীঘর সস্তা, তদ্ভিন্ন "ঢেবুয়া" চলে। পিতামহ! চেয়ে দেখুন এই ক্ষুদ্র পোলের নীচে প্রায় শতাধিক-সোপান-বিশিষ্ট গঙ্গাপুলিনপ্রসারিণী বেগমদিগের এক অতি আশ্চর্য "বৌলী" অর্থাৎ স্নানের ঘাট বর্ত্তমান রহিয়াছে। সোপানের অন্ধকাররাশি নষ্ট করিবার জন্য দেখুন অদ্যাপি দুইটি আলোকস্তম্ভও বিদ্যমান রহিয়াছে। যে স্থান হইতে এই সোপানশ্রেণী আরম্ভ হইয়াছে, সেই স্থানে নবাব মীরকাসিমের অন্দর ছিল। বেগমেরা এই স্থানে স্নান করিতেন এবং কোন বিপৎপাতের আশঙ্কা হইলে এই গুপ্ত দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া পলায়ন করিতেন।

দেবগণ কষ্টহারিণী ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখেন—ঘাটটি বড় সুন্দররূপে বাঁধান। ভাগীরথী ঘাটের নিকট দিয়া কলকল শব্দে উত্তর-বাহিনী হইয়া

প্রবাহিত হইতেছেন। ঘাটে কয়েকটি দেবমূর্ত্তি রহিয়াছে এবং কতকগুলি গঙ্গাপুত্র, সন্ন্যাসী, মোহান্ত বাস করিতেছে। ব্রহ্মা কহিলেন, "বরুণ! এ ঘাটের নাম কষ্টহারিণী ঘাট হইল কেন?"

বরুণ। এই ঘাটে বসিয়া পূর্ব্বে মুদ্গল ঋষি তপস্যা করিতেন। তাঁহার তপস্যার নিয়ম ছিল, একপক্ষ উপবাস করিয়া থাকিবেন এবং পক্ষান্তে একদিনমাত্র তণ্ডুলকণা সংগ্রহ করিয়া আহার করিবেন। তাহার এইরূপ কঠিন তপস্যায় নারায়ণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং পক্ষান্তে যখন ঋষি তণ্ডুলকণা সিদ্ধ করিয়া আহারের উদযোগ করিতেছেন, তখন তিনি ব্রাহ্মণবেশে অতিথি হইয়া দেখা দিলেন। ঋষি অতিথিকে যথাবিধি সৎকার করিয়া সেই ভোজ্য দ্রব্যের অর্ধেক প্রসাদ করিয়া অপরার্দ্ধ নিজের আহারের জন্য রাখিলেন। কিন্তু নারায়ণ কহিলেন, ঐ অপরার্দ্ধ তাঁহকে না দিলে পরিতৃপ্তরূপ আহার করা হইতেছে না। ঋষি তৎশ্রবণে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য তাঁহাকে প্রদান করেন এবং অতিথি বিদায় হইলে সন্তুষ্টচিত্তে তপস্যা করিতে বসেন। এইরূপে একপক্ষ অনাহারে গত হইলে দ্বিতীয় পক্ষে আবার যেমন তিনি তণ্ডুলকণা পাক করিয়া আহারের উদ্যোগ করিতেছেন, নারায়ণ পুনরায় অপর এক ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া আসিয়া অতিথি হইলেন এবং ঋষির সমস্ত খাদ্যদ্রব্য আহার করিয়া প্রস্থান করিলেন। ঋষি সন্তুষ্ট-চিত্তে পুনরায় তপস্যা করিতে বসিলেন। এইরূপে দুই পক্ষ অনাহারে থাকিয়া তৃতীয় পক্ষে আহারের উদ্যোগ করিলেন, সেবারেও নারায়ণ আসিয়া সমস্ত দ্রব্য আহার করেন। তিনি ভাবিলেন বারংবার আহার করিয়া যাইতেছি; কিন্তু ঋষি অনাহারে থাকিয়া ক্রুদ্ধ না হইয়া বরং উত্তরোত্তর সন্তুষ্ট হইতেছেন; অতএব ছদ্মবেশী নারায়ণ কহিলেন, "হে মুদ্গল! তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" ঋষি কহিলেন, "তুমি আমাকে বর দিতে চাহিতেছ—তুমি কে?" নারায়ণ কহিলেন "তুমি যাহার জন্য এই কঠিন তপস্যা-ব্রত অবলম্বন করিয়াছ, আমি সেই নারায়ণ, তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে ইচ্ছা করিতেছি।" ঋষি কহিলেন, "আমার কোন বর আবশ্যক হইতেছে না, যেহেতু পৃথিবীর কোন বিষয়ে আমার অভিলাষ নাই। এক পরমব্রহ্মের অভিলাষ ছিল; কিন্তু আপনার সাক্ষাৎকার লাভ হওয়াতে সে আশাও পূর্ণ হইল। ফলতঃ একবার আপনার প্রকৃত রূপ দেখিতে অভিলাষ করি।" নারায়ণ তৎশ্রবণে নিজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন এবং

কহিলেন "আমি তোমার উপর অতীব সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিতেছি, অতএব যে কোনও বর প্রার্থনা করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ কর।" তখন ঋষি কহিলেন, "তবে এই বর প্রদান করুন—এই ঘাটে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে যেমন আমার কষ্ট দূর হইল, তেমনি অদ্য হইতে ইহার নাম কষ্টহারিণী ঘাট হউক। অতঃপর যে কোন ব্যক্তি এই ঘাটে স্নান দান করিবে, মরণান্তে সে যেন বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হয়।"

ব্রহ্মা। আ মরি! মরি! কষ্টহারিণী ঘাট কি মহাতীর্থ!

ইন্দ্র। ভাল বরুণ! মুদ্গল হইতে মুঙ্গের নাম হইল কি প্রকারে?

বরুণ। বেহারীরা সচরাচর ল স্থানে র উচ্চারণ করিয়া থাকে, সুতরাং মুদ্গল হইতে মুদ্গর বা মুঙ্গল নাম হইয়া এক্ষণে মুঙ্গের হইয়াছে।

দেবতারা জলে নামিয়া স্নান করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বরুণের তিরস্কারের ভয়ে মনে মনে ডাকিতে লাগিলেন "গঙ্গে! পতিতোদ্ধারিণি! একবার দেখা দেও মা!—কমণ্ডলুতে এস মা।"

স্নান করিয়া যেমন তাঁহারা উপরে উঠিতেছেন, গঙ্গাপুত্রেরা দ্রুত আসিয়া তাঁহাদের গলদেশে পুষ্পমাল্য অর্পণ করিয়া কপালে রক্ত শ্বেত চন্দনের ছাপ দিতে লাগিল। দেবগণ তাহাদিগকে ২।১ পয়সা দান করিয়া করণচড়া দেখিতে চলিলেন।

করণচড়ায় উপস্থিত হইয়া ইন্দ্র কহিলেন "বরুণ! এ স্থানের নাম করণচড়া হইল কেন? এবং কারণচডার উপর এ সুন্দর বাড়িটি কাহার?"

বরুণ। লোকে বলে মহাভারতোক্ত মহাবীর কর্ণ প্রত্যহ কষ্টহারিণী ঘাটে স্নান করিয়া এই প্রস্তরের বেদিতে (সামান্য পাহাড়ে) উপবেশন করিয়া শত শত দীন দরিদ্রকে অকাতরে রত্ন কাঞ্চনাদি দান করিতেন। তিনি ইহাতে চড়িয়া দান করিতেন বলিয়া ইহার নাম করণচড়া হইয়াছে। ঐ যে সুন্দর অট্টালিকাটি দেখিতেছেন, উহাতে পূর্ব্বে মুঙ্গেরের সিভিল জজ বাস করিতেন। তৎপরে মুরশিদাবাদের রায় অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুর নামক কোন ধনী জমিদার ইহা ক্রয় করেন। লোকের মনে বিশ্বাস আছে, এই পীঠস্থানের উপর যে কেহ বাস করিবে, সে অল্পদিনের মধ্যে শমনসদনে গমন করিবে। *

* রায় অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুরের অকালে মৃত্যু হওয়ায় লোকের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে করণচড়ার বাটীতে যে বাস করিবে নিশ্চয়ই তাহার রক্ষা নাই।

এখান হইতে তাঁহারা একটি রাস্তা দিয়া চলিলেন। রাস্তাটির উভয় পার্শ্বে দেখেন—বহুকালের অশ্বত্থ, পাকুড় ও বটাদি বৃক্ষ সকল বহুদূর শাখা প্রশাখা সকল বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দেখিলে বোধ হয়, ইহারা যেন একদৃষ্টে মুঙ্গেরের অদৃষ্টলিপি দর্শন করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে শিশিররূপ অশ্রুবারি পরিত্যাগ করিয়া মনোদুঃখ ব্যক্ত করিতেছে। এইস্থানে উপস্থিত হইয়া দেবগণের মনে এক অভিনব ভাবের উদয় হইল। তাঁহারা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গাছগুলির প্রতি একদৃষ্টে চাহিতে লাগিলেন। পিতামহ কহিলেন, "দেখ বরুণ! আমার মনুষ্যগণ অপেক্ষা বৃক্ষগণ অনেক সুখী এবং অনেককাল স্থায়ী। আমার বোধ হইতেছে, এই বৃক্ষেরা মুঙ্গেরের সৌভাগ্যের দশা হইতে মীরকাসিমের অত্যাচার প্রভৃতি অনেক বিষয় চক্ষে দেখিয়াছে এবং এক্ষণেও ইহার ধ্বংসের অবস্থা অবলোকন করিতেছে। কিন্তু মুঙ্গেরের সেই সমস্ত মহাপুরুষ, সেই সমস্ত পাষণ্ড এক্ষণে কোথায়? একবার আসিয়া দেখুক—তাহাদের অপেক্ষা, তাহাদের অকিঞ্চিৎকর দেহ অপেক্ষা, তাহাদের হস্তরোপিত বৃক্ষগুলি কতকাল স্থায়ী। পরিতাপের বিষয় এই, আমার মনুষ্যেরা আপনাদিগকে বৃক্ষাদি অপেক্ষা অল্পকাল-স্থায়ী দেখিয়াও ধনমদে ঐশ্বর্য্যমদে উন্মত্ততা প্রকাশ করিতে ছাড়ে না।"

এখান হইতে দেবগণ চণ্ডীস্থানের অভিমুখে চলিলেন! উপস্থিত হইয়া দেখেন—নগরপ্রান্তে বিজন স্থানে এবং ভাগীরথীতীরে একটি মন্দির মধ্যে দেবীমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। নিকটে অপর একটা শিবমূর্ত্তি বিরাজমান রহিয়াছে। অশ্বত্থতলায় কয়েকটি সন্ন্যাসী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া আছেন। একটা কুকুর দেবগণকে দেখিয়া ঘেউ ঘেউ শব্দে ডাকিয়া উঠিল। উপ একখানি এগার ইঞ্চি ইঁট হাতে লইবামাত্র কুকুরও আত্মসাবধান হইয়া দূরে পলায়ন করিল বটে; কিন্তু ডাকিতে ছাড়িল না।

বরুণ। পিতামহ! ইহারই নাম বিক্রমচণ্ডী।

ব্রহ্মা। এ মূর্ত্তি কে প্রতিষ্ঠা করে এবং ইহার নাম বিক্রমচণ্ডী হইল কেন—আমাকে বিশেষ করিয়া বল।

বরুণ। বেহারীরা বলে—ইহা বাহান্ন-পীঠের মধ্যে একটি পীঠস্থান; কিন্তু শাস্ত্রাদিতে তাহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। এই চণ্ডী সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত গল্প এখানকার পাণ্ডাদিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

ইন্দ্র। সে গল্পটা কি ?

বরুণ। তাহারা বলে—মহামতি কর্ণ প্রতিদিন রজনীযোগে ভাগলপুর হইতে হইতে ইহাকে পূজা করিতে আসিতেন। ভাগলপুরে কর্ণপুরী ছিল। তিনি আসিয়াই প্রকাণ্ড অগ্নি প্রস্তুত করিয়া তদুপরি এক কড়া ঘৃত চাপাইয়া পূজা করিতে বসিতেন। পূজা হইলে সেই কড়াস্থিত উত্তপ্ত ঘৃতমধ্যে লাফাইয়া প্রাণত্যাগ করিতেন। তাঁহার মাংসাদি ঘৃতে উত্তমরূপে ভাজাভাজা হইলে দেবীর ডাকিনী যোগিনীগণ আসিয়া সেই মাংস লইয়া আহার করিতে বসিত। আহার শেষ হইলে একখানি অস্থিতে অমৃতকুণ্ডের জল দিয়া তাঁহাকে সজীব করিয়া বর দিতে চাহিত। কর্ণ তদনুসারে ঐ কড়ার এককড়া স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরকাদি প্রার্থনা করিতেন। এবং প্রাতে সেই সমস্ত রত্ন কাঞ্চনাদি দরিদ্রদিগকে দান করিতেন। রাজা বিক্রমাদিত্য, কর্ণ প্রত্যহ এত অর্থ কিরূপে সংগ্রহ করেন জানিবার জন্য, তাঁহার নিকটে ছদ্মবেশে আসিয়া ভৃত্য হইতে প্রার্থনা করেন। কর্ণ তাঁহাকে এই স্থানের ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া পুষ্পচয়ন এবং পূজার স্থানাদি করিবার ভারার্পণ করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্য পূজার পদ্ধতি ও উক্ত ঘৃতে দেহত্যাগ ইত্যাদি কৌশল দেখিয়া একদিন কর্ণ আসিবার পূর্ব্বে স্বয়ং পূজাদি সমস্ত কার্য শেষ করিয়া ঘৃতে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ভাজা হইলেন। ডাকিনী যোগিনীগণ তাঁহার মাংস ভোজন করিয়া অমৃতকুণ্ডের জলে জীবন দান করিয়া বর দিতে চাহিলে এই বর প্রার্থনা করেন যে,—অদ্য হইতে কর্ণ আসিবামাত্র যেন তাঁহার প্রার্থিত রত্ন কাঞ্চনাদি প্রাপ্ত হন, আর যেন কষ্ট পাইয়া তাঁহাকে উত্তপ্ত ঘৃতে জীবন ত্যাগ করিতে না হয়। অনেক কষ্টে যোগিনীগণ তাঁহাকে এ বর প্রদান করিলেন। বিক্রমাদিত্য বর প্রাপ্ত হইয়া সেই ঘৃতের কড়াখানি দেবীর গৃহের ছাদের উপর উল্টাইয়া চলিয়া গেলেন।* সেইজন্য তদবধি ইহার ছাদ কড়ার আকার ধারণ করিয়াছে এবং সেই কারণেই ইহার নাম বিক্রমচণ্ডী হইয়াছে।”

এই কথা বলিয়া বরুণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কড়ার আংটার ন্যায় একটা আংটা † খট্ খট্ শব্দে নাড়িয়া দেবগণকে দেখাইতে লাগিলেন.

* বিক্রমাদিত্য অনেকগুলি ছিলেন—এক্ষণে সপ্রমাণ হইয়াছে।

† এই আংটা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

এবং কহিলেন "এই ঘরে কেহ রজনীতে একাকী থাকিতে পারে না। থাকিলে তাহার মৃত্যু হয়।"

দেবগণ ভক্তিভাবে চণ্ডীকে ঘনঘন প্রণাম করিলেন। বরুণ কহিলেন "এই গৃহের এদিকে ৩।৪টী শিব, অন্নপূর্ণা এবং পার্ব্বতী আছেন। এবং প্রবেশপথে মন্দিরমধ্যে যে শিবমূর্ত্তি দেখিলেন, উনি কালভৈরব।"

দেবতারা চণ্ডীস্থান হইতে বাহির হইতেছেন, এমন সময় দেখেন ১০।১৫ জন লোক মৃত শরীর বহন করিয়া আনিতেছে। তাহাদের কাহারো হস্তে আগুনের হাঁড়ি, কাহারো হস্তে হুঁকা-কলিকা, কাহারো বগলে কয়েকখানি নূতন বস্ত্র ও তাহার এককোণে সোণা রূপা বাঁধা, কাহারো হস্তে একখানি দা ও একটি কলসী। শব তখন চারিজনের স্কন্ধে ছিল; তাহার সমস্ত শরীর সপে জড়ান এবং তদুপরি একটি বাঁশ তিন চারিস্থানে কঠিন রজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে বাঁধা। কেবল পা দুইখানি দেখা যাইতেছিল। বহনকরীরা গঙ্গাকে সন্নিকটে দেখিয়া উচ্চরবে হরিধ্বনি করিল এবং পথশ্রমের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য একটি অশ্বত্থবৃক্ষের তলায় শব নামাইয়া একজন স্পর্শ করিয়া থাকিল, অপর কয়েকজন তামাক খাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! আপনি তখন ভাবিতেছিলেন—দেখুন এই সেই জামালপুরের বাসি মড়া আসিল।" এই সময়ে বহনকারীরা পরস্পরে কথোপকথন আরম্ভ করিল। একজন কহিল, "এই মড়া বাহির করিবার জন্য বড় কষ্ট পাইতে হইয়াছে এবং অনেক নূতন নূতন কথা শুনিতে হইয়াছে। সকলেই পরিবারের দোহাই দিয়া আমাদিগকে নিরাশ্বাস করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছেন। কি আশ্চর্য! তাঁহাদের কি এমন দিন উপস্থিত হইবে না? বিধাতা কি তাঁহাদিগের ভাগ্যে মৃত্যু লেখেন নাই? ঈশ্বর অবশ্যই এ সব বিষয় দেখিতেছেন, তিনি অবশ্যই ইহার বিচার করিবেন। দুঃখের কথা কি কহিব, অনেকেই মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, 'তোমরা কেন ময়লা ফেলার গাড়ী করিয়া লইয়া যাওনা!' কেহ বা কহিলেন 'ডেকারা নদীতে ফেলিয়া এস, তাহা হইলে ২।৪ জনেই লইয়া যাইতে সক্ষম হইবে—আমাদের আর সাহায্য আবশ্যক হইবে না।' আবার কতকগুলি লোক কহিলেন 'কবর দেও।' এই কবর দেওয়ার কথার আবার পোষকতা করিয়া অনেকে বলিলেন "বাঙ্গালীদের গঙ্গাতীরে লইয়া সংকার করা অপেক্ষা কবর

দেওয়া সহস্র গুণে ভাল। তাহা করিলে আমরা চাঁদা দিয়া একখান গাড়ি ও দুইটা গরু এবং কবরস্থানের জন্য কিঞ্চিৎ জমি খরিদ করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি। এরূপ মৃত শরীর বহন জন্য কাহাকেও আর কষ্ট পাইতে হইবে না এবং আমরাও বিনা আহ্বানে মৃতবহা গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সাহেবদের মত দুঃখ করিতে করিতে গোরস্থান পর্যন্ত যাইয়া কবর দেওয়া দেখিয়া আসিতে পারিব। কেন—আমরা কি গোরস্থানে যাই না? গোরস্থানে যাওয়া আমাদের অভ্যাস নাই? সে দিনও চ্যাম্বারলেন সাহেবের মৃত্যু হইলে গিয়াছিলাম এবং শোক প্রকাশের চিহ্নস্বরূপ তিনদিন তিনরাত্রিকাল বনাত ছেঁড়া হাতে বেঁধেছিলাম। অতএব তোমরা সকলে একমত হইয়া যাহাতে বাঙ্গালীদিগের গোর দেবার ব্যবস্থা হয়, তৎপক্ষে যত্নবান হও।"

ইহার পর শববহনকারীরা আবার হরিধ্বনি দিয়া মৃতদেহ স্কন্ধে উঠাইয়া লইয়া ভাগীরথীতীরাভিমুখে চলিল। দেবতারাও দুঃখ করিতে করিতে বাসায় আসিলেন।

বাসায় আসিয়া সকলে আহারাদি করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করেন এবং অপরাহ্নে আবার নগর ভ্রমণে বহির্গত হন। কিছু দূরে যাইলে বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! সম্মুখে ঐ যে ধ্বংসাবশিষ্ট অত্যাল্পমাত্র অট্টালিকা দেখিতেছেন, ঐ স্থানে নবাবের প্রাসাদ ছিল। ওদিকে দেখুন মুঙ্গের জেল।"

উপ। ঠাকুর কাকা, চলনা আমরা জেলে যাই!

নারা। তোমার যে প্রখর বুদ্ধি, তোমার ভাগ্যে জেলে যাওয়াই ঘটবে।

বরুণ। ও বলে কি?

নারা। জেল দেখবে।

বরুণ। না রে—পৈতে ছিঁড়ে দেবে।

ব্রহ্মা। বরুণ! পৈতে ছিঁড়ে দেবে কি?

বরুণ। এক সময়ে মুঙ্গের জেলে একজন সিভিল সার্জ্জন দুইজন পাচক ব্রাহ্মণের পৈতে ছিঁড়ে দিয়েছিলেন। এই পৈতা ছেঁড়ায় জেলের মধ্যে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইবার উদ্যোগ হয়। দুইজন বৃদ্ধ কয়েদী ২।৩ দিন উপবাস করিয়াছিল।

ব্রহ্মা। য়্যাঁ—যজ্ঞোপবীত ছিঁড়ে দিলে?—কেন?

বরুণ। কেন তা তিনিই জানেন। দেখুন পিতামহ! এইস্থানে পূর্ব্বে নবাবের সৈন্যসামন্ত থাকিত। যে স্থানে তাঁহার সুপ্রশস্ত বারিক ও বারুদের ঘর ছিল, সেই স্থানে এই জেলখানা প্রস্তুত হইয়াছে।

এখান হইতে সকলে আদলতের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বরুণ দেখাইতে লাগিলে এটি কালেক্টরি, এটি ফৌজদারী, ওদিকে ঐটি রেজেষ্টারী অফিস, ঐ গৃহে মুন্সেফ বসিয়া বিচার করেন, ওদিকের গৃহে ডেপুটিবাবুর আফিস। দেবগণ দেখিলেন—আদালতগুলির নিকটস্থ প্রাঙ্গণে, বৃক্ষতলে, রাস্তার ধারে অসংখ্য লোক বসিয়া আছে। কেহ ষ্ট্যাম্প বিক্রয় করিতেছে, কেহ জলখাবার খাইতেছে, কেহ কূপ হইতে জল তুলিতেছে, কেহ খাবার বিক্রয় করিতেছে। কোন স্থানে কানে কলম, হাতে কাগজ মোক্তারের দল উকীলের সহিত পরামর্শ করিতেছে। কোন স্থানে কোন আসামী মকদ্দমায় জয়লাভ করায় আদালতের চাপরাশীরা তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া কিছুকিছু পুরস্কার প্রার্থনা করিতেছে। কোন স্থানে আসামীর হাতে হাতকড়ি দিয়া জেল অভিমুখে লইয়া যাইতেছে দেখিয়া তাহার পিতামাতা পুত্র কলত্রগণ উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতেছে।

উপ। বরুণ কাকা! এখানে কি ব্রাহ্মণ-ভোজন?

বরুণ। দেখুন পিতামহ! এই হচ্ছে মুঙ্গের বিচারালয়।

ব্রহ্মা। যত লোক দেখিতেছি—সকলেরই কি মকদ্দমা আছে?

বরুণ। আজ্ঞে না, বেহারবাসীদিগের অভ্যাস আছে, গ্রামস্থ কোন ব্যক্তির নামে যে কোন বিষয়ের অভিযোগ হউক, গ্রামস্থ যাবতীয় লোক তামাসা দেখিতে আসিয়া থাকে এবং যে পর্য্যন্ত না আদালত বন্ধ হয়, বসিয়া থাকে। ইহাদের একটি পয়সা মা বাপ—কিন্তু বিচারালয়ে অর্থব্যয় করিতে কাতর নহে।

এখান হইতে দেবতারা গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় দর্শনে যাত্রা করিলেন। উপস্থিত হইয়া বরুণ কহিলেন "এই মুঙ্গের গবর্ণমেণ্ট স্কুল।"

ইন্দ্র। এইরূপ স্কুল গবর্ণমেণ্টের কতকগুলি আছে?

বরুণ। প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই এক একটি আছে। তদ্ভিন্ন ভদ্রপল্লী মাত্রেরই বিদ্যালয়গুলিতে গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক নিয়মে সাহায্য করা হয়। ইংরাজ-রাজের মত কোন রাজাই প্রজাকে বিদ্যা বিতরণ করিতে এত যত্ন করেন নাই।

ব্রহ্মা। বেশ তো! আমার মতে ইংরাজরাজ প্রজাগণকে সাহিত্য বিদ্যা শিক্ষা দিবার ন্যায় ব্যায়াম, শিল্পশাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষা দিলে আরো অক্ষয় যশ লাভ করিতে পারেন।

বরুণ। সে বিষয়েও আজকাল যথেষ্ট আয়োজন হইতেছে। বিদ্যালয়ের ওদিকে দেখুন চিত্রশালা। এই চিত্রশালাটি লকউড্ নামক একজন সাহেবের যত্নে নির্ম্মিত হয়।

ইন্দ্র। চিত্রশালায় আছে কি।

বরুণ। উহার মধ্যে কয়েকটি মৃত পক্ষীর এবং মৃত কচ্ছপাদির আকার এবং তিরিশ সের আন্দাজ ওজনের একটি নবাবী আমলের গোলা আছে।

এখান হইতে সকলে বাহিরে আসিয়া দেখেন, আদালত বন্ধ হইয়া যাওয়ায় কেরাণী বাবুরা হাসিতে হাসিতে প্রত্যাগমন করিতেছেন। তাঁহারা দূরে আরও কতকগুলি কেরাণীকে দেখিলেন; কিন্তু তাঁহাদের বদন হাস্যময় নহে।

নারা। বরুণ! মুঙ্গেরে আমি দুই সম্প্রদায় কেরাণীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা দেখিতেছি কেন? এক সম্প্রদায় হর্ষযুক্ত, অপর সম্প্রদায় বিষণ্ন, কারণ কি?

বরুণ। ইহার বিশেষ কারণ আছে। গবর্ণমেণ্ট অফিসের কেরাণীরা নির্দ্ধারিত বেতন বাদে প্রত্যহ প্রায় এক পকেট করিয়া কাঁচা পয়সা উপরিলাভ করেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে হর্ষযুক্ত দেখিতেছেন। রেলওয়ে কেরাণীরা বেতন বাদ একটি পয়সাও উপরিলাভ করিতে পারেন না; সুতরাং তাঁহাদের বদন হাস্যময় নহে।

ইন্দ্র। বরুণ! উপরিলাভ কি?

বরুণ। কার্য্যবিশেষে উপরিলাভ শব্দের নানা প্রকার অর্থ হইয়া থাকে। যেমন গবর্ণমেণ্ট অফিসের কেরাণীরা নকল করিয়া দিয়া বাদী প্রতিবাদীর নিকট হইতে যে দুই এক পয়সা বেশী লইতে পারেন, তাহাই তাঁহাদের উপরিলাভ। জমিদারী সেরেস্তার গোমস্তারা প্রজার নিকট খাজনা আদায়কালে যে দুই এক পয়সা বেশী আদায় করিতে পারেন তাহাই তাঁহাদের উপরিলাভ। বাটির চাকর চাকরাণী বাজার করিতে গিয়া বাজারের পয়সা হইতে যে দুই এক পয়সা চুরি করিতে পারে, তাহাই তাহাদের উপরিলাভ। রেলওয়ে টিকিট-বিক্রেতা বাবুরা চৌদ্দ আনা মূল্যের টিকিট বিক্রয়কালে এক টাকা লইয়া যদি বাকি দুই আনা ফেরত না দেন, সেই তাঁহাদের উপরিলাভ। রেলওয়ে কল-

চালকেরা মহাজনের বস্তা ফুটা করিয়া যদি দুই একসের চিনি বাহির করিয়া লইতে পারে, সেই তাহাদের উপরিলাভ। স্কুল মাষ্টারেরা দুই চারি মিনিট যদি চেয়ারে ঠেশ দিয়া নিদ্রা যাইতে পারেন সেই তাঁহাদের উপরিলাভ। মাতাল বাবুরা যদি বন্ধুর বাড়ী হইতে মদ্য পান করিয়া আসিবার সময় পথে মাতলামি করার জন্য পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইয়া যে ধাক্কা-ধুক্কি খান, সেই তাঁহাদের উপরিলাভ। ডাক্তারবাবুরা ঔষধে বেশী মাত্রায় জল মিশাইয়া দিতে পারিলে, তাহাই তাঁহাদের উপরিলাভ। মোসাহেবেরা যদি বাবুর পাতের লুচি তরকারী খাইতে পান সেই তাঁহাদের উপরিলাভ। লম্পটরা কোন ভদ্রমহিলার গৃহে প্রবেশ করিয়া হাত, পা যাহা হউক একখানি দিয়া প্রাণটা নিয়া যদি পালিয়ে আসতে পারে, সেই তাহাদের উপরিলাভ। পৌণ্ড-কিপার গরু কেটে যদি বাছুর করতে পারে, সেই তাহার উপরিলাভ।

ব্রহ্মা। "শ্রীবিষ্ণু, শ্রীবিষ্ণু" য়্যাঁ! কি ব'ল্লে?

বরুণ। প্রত্যেক পুলিশের একটা করিয়া গো কারাগার থাকে, তাহাকে পৌণ্ড কহে। কোন ব্যক্তির গরু যদি অপর কোন ব্যক্তির গাছপালা নষ্ট করে, তাহা হইলে শেষোক্ত ব্যক্তির ইচ্ছা হইলে ঐ গরু থানায় দিয়া আসিতে পারে। থানায় গরু যতদিন থাকিবে. দুই আনা এবং বাছুর যতদিন থাকিবে এক আনা হিসাবে জরিমানা দিয়া তবে গরু খালাস করিতে হয়! যে ব্যক্তি এই বিষয়ের হিসাবপত্র রাখে তাহাকে পৌণ্ডকিপার কহে। ঐ পৌণ্ডকিপার উপরিলাভের প্রত্যাশায় সময়ে সময়ে গরুর বদলে বাছুর লিখিয়া থাকে।

ব্রহ্মা। তবু ভাল! ভাল বরুণ! তবে আজ কাল মর্ত্ত্যে চুরি শব্দের স্থলেই উপরি শব্দ ব্যবহার হইতেছে। যাহা হউক, তুমি আমাকে ঐ মঙ্গেরস্থ উভয় সম্প্রদায় কেরাণীর দোষ গুণ বিশেষ করিয়া বল।

বরুণ। উভয় সম্প্রদায় কেরাণীর মধ্যে গবর্ণমেণ্ট অফিসের কেরাণীরা কিছু অপব্যয়ী। ইঁহাদের সামান্য দোষে কর্ম্ম যায় না, তদ্ভিন্ন বৃদ্ধ বয়সে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও কিছু কিছু পেন্সন পাইয়া থাকেন; এজন্য ইঁহারা উপার্জ্জিত অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিতেও তাদৃশ মনোযোগী হয়েন না। ইঁহাদিগকে বদ্‌খেয়ালি অর্থাৎ যাত্রা, থিয়েটার, খেম্‌টা, বাইনাচ ইত্যাদিতেই বেশী ব্যয় করিতে দেখা যায়। রেলকেরাণীরা উপার্জ্জিত অর্থ সঞ্চয় করিতে জানেন, কারণ ইঁহাদের চাকরী কবে আছে—কবে নাই—তাহার কিছু স্থিরতা নাই এবং রেলওয়েতে পেন্সনেরও কোন বন্দোবস্ত নাই। ইঁহারা মিতব্যয়ী এবং

ইঁহাদিগকে দানধর্ম্ম সম্বন্ধে অর্থাৎ ধর্ম্মসভা ও দাতব্য সভা ইত্যাদির দিকেই বেশী খরচ করিতে দেখা যায়।

ব্রহ্মা। রেলওয়ে কেরাণীদিগের বিশেষ গুণ আছে!

এই সময়ে সকলে মুঙ্গেরের বাজারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দেখেন—বাজারটিতে অসংখ্য দোকানঘর রহিয়াছে; দোকানগুলির উপরে আফিসের কেরাণীদিগের বাসা। দোকানে হরেক রকম দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় হইতেছে। কোন দোকানে আবালুস কাঠের সুন্দর সুন্দর বাক্স বিক্রয়ার্থ সাজান রহিয়াছে। বাক্সগুলির গাত্রে ও ডালায় হাতির দাঁতের কারুকার্য্য করা। কোন দোকানে কলমদানি, কৌটা, আলমারি বিক্রয় হইতেছে। কোন দোকানে বেনাগাছের পাখা, গমের গাছের ফুলের সাজি, বাক্স পেতে বিস্তর প্রস্তুত হইতেছে। তদ্ভিন্ন চাউল, হুঁকা, আরসি, চিরুণীরও, অসংখ্য দোকান রহিয়াছে। বাজারটা প্রথমে অনেক দূর পর্য্যন্ত সোজা হইয়া চলিয়া গিয়াছে। তৎপরে বামে ও দক্ষিণ দিকে আবার কতকগুলি শাখা প্রশাখা হইয়া ভিতর দিকে প্রবেশ করিয়াছে। সেই সমস্ত গলির মধ্যে অসংখ্য দোকান আছে, কিন্তু এমন অন্ধকার যে প্রবেশ করিতে ভয় হয়। বরুণ কহিলেন, "মুঙ্গেরের চক অনেকাংশে কলিকাতার বড়বাজারের সদৃশ।"

এখান হইতে দেবতারা কিছু দূরে যাইয়া দেখেন, একটি গৃহমধ্যে কয়েক ব্যক্তি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া আছেন এবং এক ব্যক্তি একটি বেদিতে উপবেশন করিয়া কহিতেছেন—"হে করুণাময়! হে বিভু! হে হরি! হে নদী! আমাদিগকে উদ্ধার কর! বালক যেমন ধূলি মাখে, ক্ষুধায় কাতর হইলে কাঁদে, অথচ ধূলি যে কি, ক্ষুধা হয় কেন—তাহা সে জানে না, হে হরি! হে করুণাময়! তুমি যে কি তাহা অবগত নহি—আমাদিগকে উত্তোলন কর, আমাদিগের গাত্র হইতে পাপরূপ ধূলা মুছাইয়া দিয়া কোলে লও।"

বরুণ। পিতামহ মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ দেখুন।

ব্রহ্মা। ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মসংখ্যা এত কম কেন?

বরুণ। ব্রাহ্মসমাজে সময়ে সময়ে উন্নতি অবনতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। যখন কোন আফিসে কোন ব্রাহ্ম বড়বাবু আসেন, তখন ইহার উন্নতি হয়। অনেক কেরাণী বাবুর প্রিয় হইবার আশায় কপট ব্রাহ্ম সাজিয়া সমাজে আসিয়া থাকেন; আবার সেই ব্রাহ্ম বড়বাবু স্থানান্তরে বদলি হইলেই সভ্যসংখ্যা হ্রাস

হইয়া থাকে। এক্ষণে এখানে কোন ব্রাহ্ম বড়বাবু না থাকাতে সমাজের অবস্থা ভাল নহে। মুঙ্গের এই ব্রাহ্মসমাজটির জন্যও বড় বিখ্যাত।

ইন্দ্র। এই ব্রাহ্মসমাজের জন্য মুঙ্গের বিখ্যাত কেন?

বরুণ। ব্রাহ্মধর্ম্মের বর্তমান প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের মুঙ্গের দ্বিতীয় লীলাভূমি। এই নগরে তাঁহার অনেক লীলাখেলা হইয়া গিয়াছে তন্মধ্যে ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকাদিগের সহিত চর-ভ্রমণই বড় বিখ্যাত। এক দিন কেশব সকলের সহিত চর-ভ্রমণে যাইয়া পরমব্রহ্মের উপাসনাদি করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে তাস খেলাও এখানকার একটি মন্দ লীলাখেলা নহে। এখানকার ব্রাহ্মেরা এই সময় কেশব বাবুকে অবতার স্থির করিয়া পাতের প্রসাদ খাইতেও উদ্যত হইয়াছিল।

ইন্দ্র। তাঁহারা কেশব বাবুকে কোন অবতার স্থির করেন?

বরুণ। তাঁহারা কহেন "নারায়ণ সম্বলপুরের মহাত্মা বিষ্ণুযাশীর ভবনে কল্কিরূপে জন্মগ্রহণ না করিয়া গরিফা গ্রামের মহাত্মা রামকমল সেনের ভবনে কেশবচন্দ্র রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

ইন্দ্র। নারায়ণ! সাবধান! দেখ অনেক দিন তুমি পৃথিবীতে না আসায় তোমার অবতারত্ব বাজেয়াপ্ত হইতেছে। চোদ্দ বৎসরে যদি উহারা বিনা আপত্তিতে ভোগ দখল করিয়া ফেলে, ভবিষ্যতে তুমি আদালতের আশ্রয় লইয়াও নিজ পদ প্রাপ্ত হইতে পারিবে না।

বরুণ। দেবরাজ! তুমিও সাবধান ইংরাজরাজ দিন দিন যেরূপ উপাধি সৃষ্টি করিয়া বিতরণ করিতেছেন, যদি তাঁহারা "দেবরাজ" উপাধি সৃষ্টি করিয়া বিতরণ করিতে থাকেন, তোমার দশা কি হইবে?"

ব্রহ্মা। বরুণ! বড় সুন্দর উপদেশ দিচ্চে। প্রচারক জাতিতে কি বরুণ?

বরুণ। উনি জাতিতে তাঁতি।

ব্রহ্মা। শ্রীবিষ্ণু! য়্যাঁ! তাঁতি? বরুণ। তাঁতি? চল পৃথিবী হইতে পলাই চল, এক্ষণে কলির সম্পূর্ণ অধিকার।

ইন্দ্র। পিতামহ! প্রচারক তাঁতি শুনে পালাতে যাচ্ছেন কেন?

ব্রহ্মা। এক সময় কলি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"প্রভু! আজ্ঞা করুন, কোন সময়ে আমি মর্ত্ত্যে সুখে এবং নিষ্কণ্টকে রাজ্য করিতে পাইব?" তদুত্তরে আমি বলিয়াছিলাম—যে সময়ে শূদ্রে উচ্চাসনে বসিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতে থাকিবে, ব্রাহ্মণে পৈতা ত্যাগ ও শূদ্রে পৈতা গ্রহণ করিবে, সেই

সময়ে তুমি জানিও তোমার সম্পূর্ণ অধিকার হইয়াছে। এক্ষণে এই তাঁতি প্রচারককে দেখিয়া আমার স্মরণ হইল, কলির এক্ষণে সম্পূর্ণ অধিকারকাল উপস্থিত।

এখান হইতে দেবগণ বাসায় আসিয়া পরস্পরে গল্প করিতেছেন এমন সময়ে নারায়ণ কহিলেন, "ঐ যা! গয়ার পাথরবাটী প্রভৃতির পৌঁটলটা মোকামায় ট্রেন পরিবর্ত্তনের সময় ফেলে এসেছি।" ব্রহ্মা এই কথা শ্রবণে নারায়ণের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন—"তোমার হাড়ে লক্ষ্মী হবে না; আবার যেখানে যাবে কিছু কিনে দিতে ব'লো, ভাল ক'রে কিনে দেবো!! ছি! ছি! অত্যন্ত অসাবধান। বয়েস হয়েচে, বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, এখন এত অসাবধান হলে কি পথ চলা যায়? আমি অম্বলের মাছ খাব বলে খাসা খাসা ছোট ছোট বাটীগুলি কিনে নিয়ে এলাম, তুমি কি না পথে ফেলে এলে! বাটীগুলির জন্য মন নিতান্ত খারাপ হ'লো। ইচ্ছা হ'চ্চে আবার গয়ায় গিয়ে কিনে আনি!"

বরুণ (নারায়ণকে অপ্রস্তুত দেখিয়া) যাক, যা হবার তা হয়ে গেছে, কলিকাতায় সকল দেশের সকল রকম জিনিস আমদানী হয়—সেইখানে আপনাকে দেখে শুনে ভাল বাটী কিনে দেবো।

পরদিন তাঁহারা একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া সীতাকুণ্ড দেখিতে চলিলেন। গাড়ী কিছু দূর যাইলে দেবগণ দেখেন—কতকগুলি লোক তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আসিতেছে।

ব্রহ্মা। উহারা কারা?

বরুণ। উহারা সীতাকুণ্ডের পাণ্ডা। উহারা সংখ্যায় প্রায় চার পাঁচ শত ঘর আছে এবং অনেকে সীতাকুণ্ডের প্রসাদে বিলক্ষণ সঙ্গতিও করিয়া লইয়াছে।

ক্রমে দেবগণের গাড়ী প্রাচীর-বেষ্টিত সীতাকুণ্ডের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহারা গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইলে পাণ্ডারা চারিদিক হইতে আসিয়া বেষ্টন করিতে লাগিল। কতকগুলি পাণ্ডা কহিল, "বাবু আমরা আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে মুঙ্গের হ'তে ছুটে আসছি।" অপরে কহিল "বাবুদের নিবাস?"

উপ। নিশ্চিন্তপুর।

পাণ্ডা। কি কহিলেন বাবু! নিশ্চিন্তিপুর?—কোন জেলা?

উপ। শ্রীকান্তনগর।

পাণ্ডারা স্থান নির্ণয় করিতে না পারিয়া পরস্পর পরস্পরের মুখের প্রতি চাহিতে লাগিল এবং দেবগণকে কহিল, "আসুন বাবু, ভিতরে আসুন।" তাঁহারা দ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াই দেখেন দক্ষিণ দিকে দুইটি এবং বাম দিকে একটি চতুষ্কোণবিশিষ্ট পানাপূর্ণ ইঁদারা রহিয়াছে। এবং জলে ভেক সকল লাফাইয়া বেড়াইতেছে। ইঁদারাগুলি উত্তমরূপে বাঁধান। পাণ্ডারা কহিল, "বাবু, বামদিকে লক্ষ্মণকুণ্ড আর সম্মুখে ঐ মন্দিরের নিকট রামকুণ্ড।"

দেবতারা রামকুণ্ড দেখিতে চলিলেন। দেখেন—ইহাও একটি চতুষ্কোণ-বিশিষ্ট বাঁধান ইঁদারা। জল পাচনসিদ্ধ জলের ন্যায় গাঢ় ও রক্তবর্ণ।

ব্রহ্মা কহিলেন, "সম্মুখে ও মন্দিরটী কি?"

পাণ্ডা। শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির। মন্দির মধ্যে রাম লক্ষ্মণ এবং সীতার প্রতিমূর্ত্তি আছে।

ব্রহ্মা। সীতাকুণ্ড কই?

"আসুন বাবু, ভিতরে আসুন, বলিয়া পাণ্ডারা তাঁহাদিগকে অপর একটি দ্বার দিয়া সীতাকুণ্ডের নিকট উপস্থিত করিল। তাঁহারা দেখেন—স্থানটীর চতুর্দ্দিক প্রাচীর-বেষ্টিত। সীতাকুণ্ড একটি উষ্ণ-প্রস্রবণ। ইহা দীর্ঘে প্রস্থে ১২৷৷০ হাত হইবে। জল উত্তাপ, এবং তাহা হইতে অল্প অল্প বাষ্প ও বুদবুদ উঠিতেছে। জল এত স্বচ্ছ যে যাত্রীরা আসিয়া যে সমস্ত পিণ্ড প্রদান করিয়াছে, তাহার চাউলগুলি গণিয়া লওয়া যায়। সীতাকুণ্ডের চতুর্দ্দিক লৌহ রেলিং দ্বারা পরিবেষ্টন করা। দেবগণ সেই রেলিংয়ের মধ্য দিয়া হস্ত রাখিতে পারেন—পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

এখান হইতে পাণ্ডারা তাঁহাদিগকে প্রেতশীলা দেখাইতে নিয়া চলিল। প্রস্রবণের জল উঠিয়া কুণ্ডে স্থান সংকুলান না হওয়ায় একটি ইষ্টকনির্ম্মিত পয়ঃ-প্রণালী দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। পাণ্ডারা ঐ প্রণালীর এক স্থান ফুটাইয়া রাখিয়াছে, ঐ স্থানকে তাহারা প্রেতশীলা কহে এবং যাত্রীদিগকে বলিয়া থাকে—এই স্থানে পিণ্ডার্পণ করিলে পিতৃপুরুষগণ প্রেতত্ব হইতে মুক্তিলাভ করেন।

ইহার পর দেবগণ অপর দ্বার দিয়া বাহিরে গিয়া দেখেন—অনবরত জল বাহির হইয়া দূরে একটি ক্ষুদ্র নদীর আকার ধারণ করিয়াছে। দেবতারা সীতাকুণ্ড দেখিয়া বিশেষ সুখী হইলেন এবং গরম গরম জলে পৈতা সাফ করিয়া লইলেন। তাঁহারা তথা হইতে ভিতরে প্রবেশ করিয়া রামকুণ্ডের নিকট

উপবেশন করিলে ব্রহ্মা কহিলেন, "বরুণ! সীতাকুণ্ডের উৎপত্তির কথা বল ?"

বরুণ। শ্রীরামচন্দ্র সীতা উদ্ধার করিয়া প্রত্যাগমন করিবার সময়ে মুঙ্গেরের কষ্টহারিণী ঘাটে বসিয়া বিশ্রাম ও স্নান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে কষ্টহারিণী ঘাটের অপর পারে বসিয়া অনেকগুলি মুনি ঋষি তপস্যা করিতে ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র স্নানান্তে সীতা, লক্ষ্মণ এবং হনুমান সহ তাঁহাদিগকে ফল প্রদান করিতে যাইলে মুনিগণ প্রত্যেকের ফল গ্রহণ করেন ; কিন্তু সীতার ফল গ্রহণ করেন নাই। রামচন্দ্র কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, "সীতা অনেক দিন রাবণগৃহে একাকিনী বাস করিয়াছিলেন, রাবণের চরিত্রও নিতান্ত মন্দ ছিল ; অতএব সীতা, সতী কি অসতী বিশেষরূপ না জানিলে তাঁহার ফল কি প্রকারে গ্রহণ করা যাইতে পারে ?" মুনিগণের মুখে এই কথা শুনিয়া রাম লক্ষ্মণ অবনত মস্তকে রহিলেন। তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া মুনিগণ পুনরায় কহিলেন, "জনক ঋষি আমাদের সকল ঋষির শ্রেষ্ঠ। অতএব তিনি যদি বলেন—তাঁহার দুহিতা সতী, তাহা হইলে ফল গ্রহণ করা যাইতে পারে। হনুমান এই কথা শ্রবণে তদ্দণ্ডে জনকপুরে যাত্রা করিলেন। কিন্তু জনক রাজা কহিলেন, "সীতা যতদিন অবিবাহিতা অবস্থায় তাঁহার নিকট ছিলেন, ততদিন তিনি তাঁহার বিষয় জানিতেন। তৎপরে যখন তিনি তাঁহাকে শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন, তখন আর তাঁহার সীতা সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিবার আবশ্যক করে না এবং জানেনও না।" হনুমান প্রত্যাগনন করিয়া এই কথা বলিলে শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং কি করিবেন ভাবিতে লাগিলেন। মুনিগণ তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া কহিলেন, "সীতা যদি অগ্নিতে পরীক্ষা দিতে পারেন তাহা হইলে আমরা তাহার ফল গ্রহণ করিতে পারি।"

নারা। সীতার পরীক্ষা কি এখানে হইয়াছিল ?

বরুণ। হ্যাঁ। তিনি স্বীকার করিলে মুনিগণ মুঙ্গেরের বাহিরে আসিয়া এই স্থান মনোনীত করিলেন এবং হনুমান কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া চিতা সাজাইয়া দিলেন। চিতা প্রজ্জলিত হইলে সীতা সেই অগ্নি মধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু দগ্ধ হইলেন না।

ব্রহ্মা। আ মরি মরি! তার পর বল ?

বরুণ। মুনিগণ সীতাকে ভস্ম হইতে না দেখিয়া চিতা হইতে নামিয়া আসিয়া ফল দিতে কহিলেন। তখন সীতা হৃষ্টচিত্তে নামিয়া আসিয়া প্রত্যেকের

হস্তে ফল প্রদান করিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র হনুমানকে বলিলেন, "জল দিয়া চিতা নির্ব্বাণ করিয়া ফেল।" হনুমান তৎশ্রবণে জল আনিবার উদ্যোগ করিলে সীতা কহিলেন, "নাথ! এই স্থানে যখন আমার অগ্নি পরীক্ষা হইল, তখন এই স্থান লোককে জানাইবার জন্য ইচ্ছা করি। পাতাল হইতে জল উঠাইয়া অগ্নি নির্ব্বাণ করা হউক এবং ঐ জল চিরদিন উত্তপ্ত থাকিয়া ফুটিতে থাকুক। যাত্রিগণ এখানে আসিয়া শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিলে তাহাদের পিতৃপুরুষগণ যেন বৈকুণ্ঠে গিয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হয়।

ব্রহ্মা। তুমি আমাকে শ্রাদ্ধাদি করিবার উদ্‌যোগ ক'রে দাও, আমি সীতাকুণ্ডে পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করি।

পাণ্ডারা এই কথা শ্রবণে মহাসন্তুষ্ট হইয়া একজন ছুটিয়া চাল কিনিতে গেল আর এক জন বলিল, "বুড়া বাবা, অর্দ্ধেক গরম জল ও অর্দ্ধেক ঠাণ্ডা জলে স্নান কর।"

"এসো দেবরাজ! আমরা স্নান ও জলযোগ করিয়া বিশ্রাম করিতে থাকি। বড়দা, ততক্ষণ পিণ্ডদান করুন" বলিয়া নারায়ণ শিশি হইতে তৈল বাহির করিয়া রাখিলেন এবং সকলের অগ্রে সীতাকুণ্ডে স্নান করিতে নামিলেন। তিনি একটা ডুব দিয়াই "ওয়াক্ ওয়াক্" শব্দে চীৎকার করিয়া কহিলেন, "দেবরাজ! দেবরাজ! এখানে স্নান ক'রো না—রাজশরীর, মারা যাবে। স্নান তোমার আজ তোলা থাক্। বাবা রে, বিদ্‌কুটে দুর্গন্ধ। ও মা মারা যাই। কুণ্ডের ভিতর ব্যাঙই বা কত!"

পিতামহ নারায়ণের মুখে সীতাকুণ্ডের নিন্দা শুনিয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া নারায়ণকে কহিলেন, "তুমি বড় বেশী বেশী আরম্ভ করলে। তুমি মহাতীর্থ সীতাকুণ্ডের নিন্দা ক'রে কি ভয়ঙ্কর পাপে লিপ্ত হ'চ্চো ভাব দেখি? তোমার দোষ কি? কলির বাতাস গায়ে লাগচে কি না!"

নারা। সীতাকুণ্ড কিসে মহাতীর্থ আমাকে বুঝাইয়া দিন। রামচন্দ্রের আর কাজ ছিল না—তাই অযোধ্যায় প্রত্যাগমন সময়ে রাস্তার দু ধারে সীতাকে পোড়াতে পোড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন। হ্যাঁ—শাস্ত্রাদিতে যদি ইহার প্রমাণ দেখাইতে পারেন, আমি ভক্তিভরে স্নান করিয়া সীতাকুণ্ডে পিণ্ড প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি।

ব্রহ্মা। তবে জল এমন টগ বগ ক'রে ফুট্‌ছে কেন?

নারা। উষ্ণ প্রস্রবণ—তা ফুটবে না?

ব্রহ্মা। কি ?

নারা। উষ্ণ প্রস্রবণ।

ব্রহ্মা। উষ্ণ প্রস্রবণ হউক আর যাহাই হউক—ঈশ্বরের নাম ক'রে যেখানে যাহা করা যায়, তাহাতেই পুণ্য আছে স্বীকার কর না ? আয় উপ, আমরা নেয়ে নিই।

উপ কর্ত্তার প্রিয় হইবার আশায় জলে নামিয়া ডুব দিয়া কহিল, "কর্ত্তা জ্যেঠা!"—

ব্রহ্মা। কিরে ?

উপ। রাগ না করেন, ত বলি—

ব্রহ্মা। বড় গন্ধ নয় ? নাক টিপে বাবা, নাক টিপে ডুব দেও! গন্ধ বল্‌তে নেই—সীতাকুণ্ড মহাতীর্থ।

এই সময়ে পাণ্ডারা আসিয়া মন্ত্র পড়াইতে লাগিল। পিতামহ জলে নামিয়া পানা সরাইয়া ডুব দিতে লাগিলেন। তাঁহার কয়েকটি কুণ্ডে স্নান সমাপ্ত হইলে সীতাকুণ্ডে এবং প্রেতশিলায় পিণ্ডার্পণ করিলেন। তৎপরে শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিয়া পাণ্ডাদিগকে বিদায় করিতে গিয়া মহাবিপদ্‌গ্রস্ত হইলেন। তিনি দুইটি করিয়া পয়সা প্রত্যেক পাণ্ডাকে দান করিতেছেন। দেখিলেন যত দান করেন, ততই নূতন নূতন পাণ্ডা আসিয়া উপস্থিত হয়। ক্রমে অসংখ্য পাণ্ডা আসিয়া পিতামহকে বেষ্টন করিল এবং পরস্পর ঠেলাঠেলি আরম্ভ করিল। পিতামহ সেই গোলযোগের মধ্যে পড়িয়া "কোথায় কৃষ্ণ, কোথায় নারায়ণ—উদ্ধার কর", শব্দে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

নারায়ণ এই সময়ে সবে মাত্র মতিচুরে কামড় দিয়াছিলেন। ব্রহ্মার চীৎকারে হাত হইতে মতিচুর দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং গোলযোগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পিতামহের হস্ত ধরিয়া ঘুসা ঘাসার দ্বারা পথ প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে টানিয়া বাহির করিলেন। তিনি ব্রহ্মাকে লইয়া গাড়ীতে উঠিলে দেবরাজ, বরুণ এবং উপ যাইয়াও গাড়ীতে উঠিল। এই সময়ে আবার শত শত পাণ্ডা আসিয়া গাড়ীর গতি রোধ করিল, তখন নারায়ণ অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া লম্ফ প্রদানে কোচ বাক্সে উঠিয়া বসিলেন এবং এক হস্তে অশ্ব-রজ্জু, অপর হস্তে কশা গ্রহণ করিয়া সপাসপ শব্দে পাণ্ডাগণকে এমন প্রহার করিতে লাগিলেন যে, তাহারা রাস্তা ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হইল। নারায়ণও নিষ্কণ্টকে গাড়ী হাঁকাইয়া একেবারে পীরপাহাড়ের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

বরুণ কহিলেন, পিতামহ! এই স্থানের নাম পীরপাহাড়। ঐ যে পাহাড়ের উপর একটি সুন্দর অট্টালিকা দেখিতেছেন, উহা কলিকাতায় মৃত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের। ঐ অট্টালিকার গৃহগুলি অতি সুন্দর ও পরিষ্কাররূপে সাজান আছে। প্রচুর অর্থব্যয়ে পর্ব্বতের উপর যে কূপ খনন করা হয়, সে কূপটিও বর্ত্তমান আছে, কিন্তু জল উঠে না। পর্ব্বতের উপর মুসলমান দেবতা পীরের মস্‌জিদ থাকায় পীরপাহাড় নাম হইয়াছে।

ব্রহ্মা। প্রসন্নকুমার ঠাকুর কে?

বরুণ। ইনি কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী গোপীমোহন ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। এই মহাত্মা আজীবন স্বদেশের উন্নতি সাধনেই রত ছিলেন। মৃত্যুকালে ইনি যে উইল করেন, তাহাতেও সদ্বিষয়ে দানের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। মূলাযোড় প্রভৃতি স্থানে ইঁহার বিদ্যালয় প্রভৃতি অনেকগুলি সংকীর্ত্তি আছে। ইনি ইংরাজী ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কলিকাতার সিনেট হলের সিঁড়ির উপর ইঁহার একটি পাথরের প্রতিমূর্ত্তি আছে। মুঙ্গেরের জল হাওয়া ভাল বলিয়া এবং এ প্রদেশে তাঁহার অনেক বিষয় বিভব থাকায় এই বাড়ীটি জনৈক ইংরাজের নিকট হইতে খরিদ করেন।

নারায়ণ পুনরায় অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিলেন। অশ্বদ্বয় হাঁপাইতে হাঁপাইতে বেলা আন্দাজ একটার সময়ে তাঁহাদের বাসায় পঁহুছিয়া দিল।

আহারান্তে দেবগণ পাইচারি করিতেছেন, হঠাৎ দেখিলেন, বাসার গেটে একখানি কাগজ টাঙ্গান রহিয়াছে। পাঠ করিয়া জানিতে পারিলেন, অদ্য অপরাহ্নে চারিটার পর মুঙ্গের আর্য্যসভায় ধর্ম্মবিষয়ে একটি বক্তৃতা হইবে। বিজ্ঞাপন দেখিয়া দেবতারা অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন—"এ কি! এই দুর্দ্দান্ত কলির রাজ্য বিস্তার সময়ে ধর্ম্মের নাম! ধর্ম্মালোচনা! চল, বক্তৃতা শুনিতে হইবে।" বলিয়া সকলে চারিটা বাজিতে না বাজিতে আর্য্যসভা-গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

উপস্থিত হইয়া দেখেন, একটি দ্বিতল গৃহে আর্য্যসভা! গৃহটি অতি সুপ্রশস্ত এবং পরিষ্কাররূপে সাজান। গৃহভিত্তিতে আর্ট ষ্টুডিওর অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর হিন্দু দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তিগুলি এমন পরিষ্কাররূপে অঙ্কিত যে, দেবগণ চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। নারায়ণ কহিলেন, প্রত্যাগমনের সময়ে কলিকাতা হইতে এক সেট খরিদ করিয়া লইয়া যাইবেন।

ব্রহ্মা। বরুণ! এ আর্য্যসভাটি প্রতিষ্ঠা হইবার কারণ কি?

বরুণ। এখানকার কয়েকজন আর্য্যসন্তান দেখিলেন যে, আপনার আর্য্য ধর্ম্ম বা বৈদিক ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে লোপ হইতে চলিল। খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম প্রভৃতি সম্প্রদায়ের দিন দিন যেরূপ উন্নতি, হয় ত কিছুদিন পরে আপনার বেদেরও নাম গন্ধ থাকিবে না। কারণ উহা ত রেজেষ্টারী করা হয় নাই। সকলেই বলিবে আমাদের স্ব স্ব প্রণীত। এই আশঙ্কায় উক্ত আর্য্য সন্তানেরা লোকের মনে সনাতন ধর্ম্মের উদ্রেক করিবার নিমিত্ত এবং লুপ্ত সংস্কৃত বিদ্যার পুনরুদ্ধার করিবার মানসে এই আর্য্যসভা এবং ইহার সংলগ্ন একটি সংস্কৃত পাঠশালা সংস্থাপিত করেন। ইহাদের সাধু ইচ্ছায় সন্তুষ্ট হইয়া মুঙ্গেরের কোন জমীদার এই বাড়ীটি সভার উদ্দেশ্যে দান করিয়াছেন। আর্য্যসভার সভ্যগণের এমন ইচ্ছা আছে, কয়েকজন প্রচারক দেশ বিদেশে পরিভ্রমণ করিয়া ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা লোকের মনে আর্য্যধর্ম্মের উদ্দীপনা করিবেন। ইঁহাদের এই সাধু প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইয়া জমীদার রায় অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুর এক সময় চার সহস্র টাকা দান স্বীকার করেন এবং আরো কিছু সাহায্য করিবেন বলেন।

ক্রমে অসংখ্য শ্রোতৃবর্গ আসিয়া উপস্থিত হইল এবং যথাসময়ে তান-মান-লয় বিশুদ্ধ কয়েকটি ধর্ম্মসংগীত গান করা হইলে এক যুবা দাঁড়াইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন :—

"বন্ধুগণ! ধর্ম্মই জগতের একমাত্র সহায়। ধর্ম্মের দ্বারাই অধর্ম্ম ও পাপের ধ্বংস হইয়া থাকে, ইহা শ্রুতিতে উক্ত আছে। মনুষ্যমাত্রেই ঈশ্বরকে জানিতে চাহে, ঈশ্বরকে দেখিতে চাহে এবং এই জন্যই সকলেই সাম্প্রদায়িক রীতানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। যদি খৃষ্টানকে জিজ্ঞাসা করা যায়, কি প্রকারে ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া যায়? তিনি কহিবেন, "খৃষ্টকে বিশ্বাস কর, তাঁহার দর্শন পাইবে।" যদি মুসলমানকে জিজ্ঞাসা করা যায় তিনি বলিবেন, "মহম্মদোক্ত উপাসনা-পদ্ধতি অবলম্বন কর, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে।" ইত্যাদি (সকলের করতালি)। আমি হিন্দু—আমার কি উপায় অবলম্বন করিলে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায় এই মাত্র প্রধান উদ্দেশ্য। অধুনা অনেকে—(ব্রহ্মার করতালি)।

নারা। পিতামহ! বেতাল হ'ল!

ব্রহ্মা। তুমি থাম। কল হাতে ক'রে বসা হয় নি মনে আছে?

বক্তা। অধুনা অনেকে স্ব স্ব রুচি অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন, তজ্জন্যই বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মবিপ্লব ঘটিয়াছে। আমার মতে তোমার আমার রুচি পরিত্যাগ

করিয়া আর্য্যঋষিগণ যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই পথ অবলম্বন করা উচিত এবং তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। দেখ ধর্ম্ম এক, ধর্ম্ম কখন দুই হইতে পারে না। পূর্ব্বে হইতে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি কোন গ্রন্থেই "ধর্ম্ম" শব্দ ভিন্ন "আর্য্য ধর্ম্ম" বা "হিন্দুধর্ম্ম" ইত্যাদি কোন বিশেষ নাম উল্লেখ ছিল না এখানে খৃষ্টীয়, মহম্মদীয় ইত্যাদি বিবিধ ধর্ম হইতে বিশেষ করিবার জন্য আর্য্য-ধর্ম্ম নাম দিতে হইয়াছে। (সকলের করতালি)। যেমন কোন অফিসে— (ব্রহ্মার করতালি)।

নারা। ঐ আবার বেতাল হ'ল!

ব্রহ্মা। মার খাবি? না হয় ত বল্ উঠে যাই। আমার ভাল লাগচে, তালি দিচ্চি, তুই এমন বিরক্ত ক'রতে বস্‌লি কেন?

এক শ্রোতা। আহা! ওঁকে বিরক্ত করিবেন না। বোধ হয় কখন বক্তৃতা শোনেন নি, তাই বেতালে তালি দিচ্চেন।

বক্তা। যেমন কোন আফিসে কতকগুলি বাবু থাকিলে বড়বাবু, ছোটবাবু, ইত্যাদি নামে ডাকিতে হয়, তদ্রূপ বহু ধর্ম্ম হইতে বিশেষ করিবার জন্য আর্য্য-ধর্ম্ম নাম দিতে হইতেছে। শ্রুতিপ্রতিপাদ ধর্ম্মই জগতের আদিম ধর্ম্ম। অন্যান্য ধর্ম্ম ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যেমন দীপ শিখাতে টীকা ধরাইয়া সেই টীকা গৃহ-চালে ধরাইয়া দেও, গৃহাগ্নি যেমন দীপ শিখা হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ হইবে, তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন দেশের আচার ব্যবহার অনুসারে এক ধর্ম্ম নানা রূপ ধারণ করিয়াছে। অতএব পৃথিবীর সকল ধর্ম্মই এক আর্য্যধর্ম্মের মহিমা প্রচার করিতেছে। (সকলের করতালি)।

ব্রহ্মা। বেশ বাবা বেশ—খুব ব'ল্‌ছো।

নারা। ওকি? সকলে যে অসভ্য ব'ল্‌বে!

ব্রহ্মা। বলে আমাকে ব'ল্‌বে, তুমি থাম।

বক্তা। আর্য্যধর্ম্মানুসারে কাজ করিতে হইলে অগ্রে শরীরশুদ্ধি, পরে চিত্তশুদ্ধি, তৎপরে আত্মশুদ্ধি করিতে হয়; তবে আত্মার দর্শন পাইবে— জীবন সার্থক হইবে। শাস্ত্রবিহিত ব্রতাদি ও উপবাস দ্বারা শরীরশুদ্ধি হয়, তপ জপ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, উপাসনা দ্বারা আত্মশুদ্ধি হয়। নচেৎ পীড়িত শরীরে ঘৃত ও মিষ্টান্ন খাইলে প্লীহা প্রভৃতি রোগ দেখা দেয় এবং অকালে মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইতে হয়। দেখ, যে ঘৃত ও মিষ্টান্ন সুস্থ শরীরের বলকারক, তাহাই আবার অসুস্থ শরীরের হলাহল স্বরূপ হইয়া থাকে। যদি

কেহ বলেন—মূলশাস্ত্রে একমাত্র ব্রহ্মেরই উপাসনা উক্ত আছে, তবে প্রতিমা পূজা করিবার আবশ্যকতা কি? তদুত্তরে আমি বলি, প্রতিমা পূজার কালে ধ্যান করিতে হয়। সেই ধ্যানমন্ত্রের দ্বারা ঈশ্বরকে মনোমধ্যে ধারণ করিবার ক্ষমতা জন্মে! অতএব হে জীব! জীবন যদি সফল করিতে চাহ, সাধক মণ্ডলীর সঙ্গ লও, তাহাদের উপদেশ গ্রহণ কর, আর সময় নষ্ট করিও না। ধর্ম্ম সাক্ষাৎ ঈশ্বরস্বরূপ।

ব্রহ্মা। খুব ব'লেছ বাবা!

বক্তৃতা শেষ হইলে পুনরায় কয়েকটী ধর্ম্মসংগীত হইয়া সভাভঙ্গ হইল। তখন সভ্যগণ একে একে প্রস্থান করিতে লাগিলেন দেখিয়া দেবগণও বাসায় আসিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, "আমি মুঙ্গের আর্য্যসভা দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। যদি ইহাদের দৃষ্টান্ত অনুসারে প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে এইরূপ একটি ধর্ম্মসভা প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং তৎসহ এক একটি সংস্কৃত চতুষ্পাঠী থাকে, তাহা হইলে দেখিবে সত্বরেই লুপ্ত সংস্কৃত বিদ্যার পুনরুদ্ধার হইয়া আবার সত্যযুগ আরম্ভ হইবে। বরুণ! কলিকাতায় চল। আর এখানে অনর্থক কাল বিলম্বের আবশ্যকতা নাই।"

পর দিবস দেবগণ স্টেশনে আসিয়া ভাগলপুরের টিকিট লইয়া ট্রেনে উঠিলেন। ট্রেন "ছ্ ছ্ পাইয়া ছ্ ছ্ পাইয়া" শব্দে জামালপুরের অভিমুখে ছুটিতে লাগিল। ব্রহ্মা কহিলেন, "বরুণ! মুঙ্গেরের অপরাপর বিষয় সংক্ষেপে বল।"

বরুণ। মুঙ্গেরে একটি বঙ্গ বিদ্যালয়, একটি দাতব্য সভা, একটি সাধারণ পুস্তকালয় আছে। রামপ্রসাদ নামক একজন জমিদার ভাগীরথীতীরে ইষ্টকনির্ম্মিত যে একটি ঘাট বাঁধাইয়া দিয়াছেন, সে ঘাটটীও দেখিবার উপযুক্ত। এখানে হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির পরস্পর বিলক্ষণ সদ্ভাব দেখা যায়। ইহারা একাসনে বসিয়া পান ও তামাক খাইয়া থাকে। মুসলমানেরা হিন্দুর পর্ব্বে এবং হিন্দুরাও মুসলমানদিগের পর্ব্বোপলক্ষে যোগ দিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ও রাজপুত ভিন্ন এখানে অপর বর্ণে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। মুঙ্গেরের মুট্‌কি ঘি বড় বিখ্যাত। এক সময় এখানে দশ টাকা করিয়া ঘৃতের মণ বিক্রয় হইয়াছিল। এখানকার কর্ম্মকারেরা উৎকৃষ্ট বন্দুক প্রস্তুত করিতে পারে। কিন্তু উপযুক্ত উৎসাহ ও শিক্ষার অভাবে দিন দিন মাটি হইয়া যাইতেছে। মুঙ্গেরের জলহাওয়া বড় বিখ্যাত। এজন্য বর্ষে বর্ষে অনেক

জমিদার ও ধনাঢ্য ব্যক্তি স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য আসিয়া থাকেন। মুঙ্গেরের পাথর, পাখা ও ছেলেদের খেলনা বড় বিখ্যাত।

এই সময় ট্রেন "ক্যাঁ কোঁচ ঝনাৎ" শব্দে জামালপুর প্লাটফরমে আসিয়া থামিল। এক দেড়ে সাহেব আসিয়া গাড়ীর দ্বার খুলিয়া টিকিট দেখিয়া চলিয়া গেল। দেবগণ নামিয়া মেন লাইনে ট্রেনে উঠিতে চলিলেন। যাইবার সময় উপ কহিল, "ঠাকুর কাকা। সাহেবটার কি প্রকাণ্ড দাড়ী! দাড়ী ধ'রে ঝুলে বেশ দোল খাওয়া যায়।" জামালপুরে ট্রেন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত থামিয়া থাকে। দেবতারা গাড়ীতে উঠিয়া দেখেন—একটি বাবু পরিবারের হাত ধরিয়া একখানি ইণ্টারমিডিয়েট গাড়ির দ্বারে আসিয়া স্ত্রীকে কহিলেন, "উঠ।"

স্ত্রী। না, আমি কখন উঠবো না। তুমি আমাকে বরাবর ব'লেছ গদিওয়ালা গাড়ীতে নিয়ে যাবে, এ গাড়ীতে গদি কই?

বাবু। এ বৎসর হ'তে ভাই! তোমার কপালে গদিওয়ালা গাড়ী ঘুচে গিয়েছে। আমার একান্ত সাধ ছিল, তোমাকে গদিতে বসিয়ে নিয়ে যাব।

ইন্দ্র। বরুণ। উহারা স্ত্রী পুরুষে বলে কি?

বরুণ। বাবুটি চল্লিশ টাকা বেতনের রেলওয়ে কেরাণী। রেলওয়ে কোম্পানীর নিয়ম ছিল চল্লিশ টাকা বেতনের কেরাণীরা সেকেণ্ড ক্লাসের পাশ পাইবেন। এজন্য বোধ হয় বাবু স্ত্রীর কাছে আস্ফালন করিয়াছিলেন "এবার আমার বেতন বৃদ্ধি হইয়া চল্লিশ টাকা হইয়াছে; অতএব তোমাকে গদিপাতা গাড়ীতে তুলিয়া বাড়ী লইয়া যাইব।" কিন্তু বাবুর ভাগ্যদোষে রেলওয়ে কোম্পানি সম্প্রতি নিয়ম করিয়াছেন, আশী টাকা বেতনের কেরাণীরা সেকেণ্ড ক্লাসে যাইবেন। তাহার নিম্ন বেতনের কেরাণীরা ইণ্টারমিডিয়েট এবং চল্লিশের নিম্ন বেতনের কেরাণীরা থার্ড ক্লাসের পাশ পাইবেন। স্ত্রীলোকেরা ত এসব খবর রাখে না, কেবল "গদি কই" "গদি কই" বলিয়া আব্দার করিতেছেন।

ইন্দ্র। আহা! মরে যাই। দেখ বরুণ! রেলওয়েতে পেন্সন নাই, উপরি নাই; সুখ কেবল পাশে যাওয়া। সে বিষয়ে কোম্পানি এত কড়াকড় নিয়ম ক'রে ভাল করেন নাই।

বাবু। উঠ উঠ, গাড়ী চলে যাবে।

স্ত্রী। না আমি কখন যাব না, গদি কই আগে দেখাও।

এদিকে ট্রেন ছাড়িবার উদ্যোগ করিলে অগত্যা তাঁহারা, স্ত্রী পুরুষে উঠিয়া

বসিলেন। ট্রেন হুপাহুপ শব্দে ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া স্যাৎ স্যাৎ শব্দে জামাল-পুর টনালের মধ্যে প্রবেশ করিল। হঠাৎ ট্রেন অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিলে পিতামহ বিপদাশঙ্কা করিয়া বরুণকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন এবং আসন্নকাল উপস্থিত ভাবিয়া দুর্গা নাম স্মরণ করিলেন। বরুণ "ভয় নাই" বলিয়া আশ্বস্ত করিতেছেন, এমন সময়ে ট্রেন স্যাঁ স্যাঁ সোঁৎশব্দে টনাল অতিক্রম করিয়া আবার হুপ হুপ শব্দে ছুটিতে লাগিল। সূর্য্যালোক দেখিয়া বৃদ্ধ পিতামহ দেহে প্রাণ পাইলেন। তখন তিনি হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "বরুণ! ব্যাপারখানা কি? গর্ত্তের মধ্যে গাড়ী নিয়ে গিয়েছিল কেন?"

বরুণ। আজ্ঞে—এই জামালপুর টনাল অর্থাৎ অর্ধমাইল আন্দাজ পর্ব্বত খনন করিয়া তন্মধ্য দিয়া রেলরাস্তা প্রস্তুত করিয়া গাড়ী চালাইতেছে।

ব্রহ্মা। বল কি? পর্ব্বত খনন করিয়া রেলরাস্তা প্রস্তুত ক'রেছে? ইহাদের ত অসাধ্য কাজ নাই, ইহারা সব পারে!

এদিকে ট্রেন বরিয়াপুর ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া সুলতানগঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা কহিলেন, "বরুণ! এ স্থানের নাম কি?"

বরুণ। এই স্থানের নাম সুলতানগঞ্জ। এই সুলতানগঞ্জেই জহ্নু মুনির আশ্রম ছিল। ভগীরথের তপস্যায় ভাগীরথী সন্তুষ্ট হইয়া যখন পৃথিবীতে আগমন করেন, এই স্থানে উপস্থিত হইলে তাঁহার জলস্রোতে মুনির কোশাকুশী ভাসিয়া যায়। ইহাতে মুনি ক্রোধান্ধ হইয়া গণ্ডুষে গঙ্গাকে পান করিয়াছিলেন। ভগীরথ অকস্মাৎ গঙ্গাকে অদৃশ্য হইতে দেখিয়া মুনির চরণ ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বালকের রোদনে মুনির মনে দয়ার সঞ্চার হওয়ায় গঙ্গাকে বমন করিয়া বাহির করিয়া দিলে পাছে তিনি অপবিত্র হন, এই আশঙ্কায় উরুদেশ চিরিয়া বাহির করিয়া ভগীরথকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন! ঐ জহ্নু-মুনির নাম হইতে ভাগীরথের অপর নাম জাহ্নবী হইয়াছে।

ব্রহ্মা। এখানে আর কি আছে?

বরুণ। গঙ্গার মধ্যস্থলে চরের উপর একটি মন্দিরে গৈরিকনাথ নামক এক শিব আছেন। শিবরাত্রির সময় এবং মাঘী পূর্ণিমার সময় বিস্তর যাত্রী এই শিবের পূজা দিতে আসে। কথিত আছে—কোন সময়ে এক জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বৈদ্যনাথের মস্তকে জল দিতে যাইতেছিলেন। তাঁহার শরীরে এমন বল ছিল না যে, চলিতে পারেন; সুতরাং অতি কষ্টে বসিয়া বসিয়া

যাইতেছিলেন। ব্রাহ্মণের কষ্ট দেখিয়া বৈদ্যনাথ অপর এক ব্রাহ্মণবেশে আসিয়া বলিলেন, "পিপাসায় প্রাণ যায়, ঐ জল আমাকেই দেও, পান করি।" বৃদ্ধ তদুত্তরে বলিলেন, "এ জল আমি বাবা বৈদ্যনাথের নাম করিয়া লইয়া যাইতেছি, অতএব কি প্রকারে দিতে পারি?" বৈদ্যনাথ বলিলেন, "পিপাসায় জল না দেওয়া মহাপাপ—তুমি বরং এ জল আমাকে পান করিতে দিয়া অপর জল গঙ্গা হইতে তুলিয়া লইয়া যাও।" তৎশ্রবণে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে জল প্রদান করিলেন। তখন ব্রাহ্মণরূপী বৈদ্যনাথ সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "তুমি যাহাকে জল দিতে যাইতেছ, আমিই সেই বৈদ্যনাথ। তোমার ভক্তি ও কষ্ট দেখিয়া দয়া হওয়ায় এখানে আসিয়া দেখা দিলাম, আর তোমাকে বৈদ্যনাথে যাইতে হইবে না। অতঃপর আমি এই সুলতানগঞ্জের গৈরিকনাথ শিবের মধ্যে রহিলাম। লোকে এখানে আমার মস্তকে জল প্রদান করিলে বৈদ্যনাথের জল প্রদান ফল প্রাপ্ত হইবে।"

ব্রহ্মা। আ মরি মরি! ভক্তি শ্রদ্ধা না থাকিলে কি দেব দেবীর অনুগ্রহ হয়? নারায়ণ! দেখ; আর তুমি কিনা "এ ক'রবো কেন?" "ও করবো কেন?" "এ ক'রে কি হয়?" ব'লে আমার সঙ্গে বাকবিতণ্ডা কর।

পুনরায় ট্রেন ছাড়িল এবং অনতিবিলম্বে ভাগলপুর ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবগণ দেখিলেন—অনেকগুলি লোক ব্যাগ হাতে ট্রেনে উঠিবার জন্য ছুটাছুটি করিতেছে। কোন বাবু যুবতী স্ত্রীর হাত ধরিয়া প্রত্যেক কামরার দ্বারের নিকট ছুটিয়া ছুটিয়া যাইতেছেন। স্ত্রীর সমস্ত অবয়ব একখানি মোটা বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদন করা। স্বামী তাঁহার হাত ধরিয়ে যে দিকে টানিতেছেন, তিনি কলের পুত্তলিকার ন্যায় সেই দিকে যাইতেছেন। বরুণ হাস্য করিয়া কহিলেন, "আহা! গৃহে ইহারা শতমুখী হস্তে দিগম্বরী, এখন যেন চোরটী!" এই সময় "চাই পান" 'চাই পান" "চাই জলখাবার" চারিদিকে শব্দ হইতে লাগিল এবং একজন ভাঙ্গা গলায় "ভাগলপুর" "ভাগলপুর" শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। দেবগণ গাড়ী হইতে নামিয়া গেটে টিকিট দিয়া বাহির হইলেন এবং একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া নগরাভিমুখে চলিলেন।

রেলওয়ে কমপাউণ্ড অতিক্রম করিয়া দেবগণের গাড়ী এক সংকীর্ণ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। স্থানটি এত সংকীর্ণ যে, সূর্য্যালোকেরও প্রবেশপথ নাই। ব্রহ্মা কহিলেন, "বরুণ! যমালয়ে যাইবার দক্ষিণ রাস্তার ন্যায় এ কোথায় আনিলে?"

বরুণ। এ স্থলের নাম ভাগলপুরের মাড়োয়ারি পটী। এখানকার মাড়োয়ারিরা কলিকাতার বড়বাজারের মাড়োয়ারিদিগের ন্যায় অতি সংকীর্ণ স্থানে বাস করিয়া থাকে।

এই সময় ঢাকের বাদ্যে তাঁহাদের গাড়ীর ঘোড়া দুইটি লাফাইতে লাগিল। কোচম্যান দ্রুতগতি গাড়ী হইতে নামিয়া চুমকুড়ি দিতে দিতে ঘোড়া দুটিকে ধরিয়া গাড়ীখানি রাস্তার এক পার্শ্বে লইয়া যাইল। দেখিতে দেখিতে অনেক-গুলি ঢাকী ঢাক বাজাইতে বাজাইতে চলিয়া গেল ও অশ্বারোহণে কতকগুলি বরযাত্রীও অগ্রসর হইলেন। তৎপরেই বীরবেশধারী পাত্র সশস্ত্রী আসিয়া দেখা দিলেন। তাহার হস্তে তরবারি, পৃষ্ঠে ঢাল, গাত্রে একটি চাপকান এবং মস্তকে পাগড়ী। তাহাকে বেষ্টন করিয়া অনেকগুলি স্ত্রীলোক করতালি দিতে দিতে গান করিয়া অগ্রসর করিয়া দিতে যাইতেছে। স্ত্রীলোকেরাও এই শুভকার্য্য উপলক্ষে বেশভূষা করিয়া নানা রঙের ছোপান বস্ত্র পরিধান করিয়াছে এবং বিবাহ-আমোদে যেন তাহারা মাতোয়ারা হইয়াই হেলিয়া দুলিয়া উঠিয়া বসিয়া করতালির সহিত গান করিতেছে।

নারা। পাত্রের ঢাল তরয়াল লইবার প্রয়োজন কি?

বরুণ। ভারতে স্বয়ংবর-প্রথা প্রচলিত ছিল। ঐ বিবাহে পাত্রী সভাস্থ যে পাত্রকে মনোনীত করিতেন, তাঁহারই গলে মাল্য প্রদান করিতেন। সময়ে সময়ে পাত্রী অকুলনে এবং বীর্য্যবিহীন রাজা বা রাজপুত্রের গলে মাল্য প্রদান করিলে অপরাপর রাজারা পাত্রীকে বলপূর্বক হরণ করিবার চেষ্টা করিতেন। যেমন তোমার রুক্মিণী হরণ। সুতরাং বিবাদ বিসংবাদ কম ঘটিবার আশঙ্কায় পাত্র সশস্ত্রে বিবাহ করিতে যাইতেন। এক্ষণে রাজপুতদিগের বলবীর্য্য নাই, কিন্তু বিবাহ সময়ে সশস্ত্রে যাওয়া পদ্ধতিটি আছে; তজ্জন্য পাত্র ভোঁতা তরবারি ও ভাঙ্গা ঢাল পৃষ্ঠে ঝুলাইয়া যাইতেছেন। তজ্জন্যই অদ্যাপি বঙ্গবাসীরা বিবাহ সময়ে সুতীক্ষ্ণ জাঁতি এবং রমনীগণ কাজল-লতা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

নারায়ণ হাসিয়া বলিলেন—"উপযুক্ত অস্ত্র বটে।"

ব্রহ্মা। বরুণ! এ স্থানের নাম ভাগলপুর হইল কেন?

বরুণ। এই স্থানে মহর্ষি ভার্গবের একটি আশ্রম থাকায় সময়ে সময়ে তিনি আসিয়া বাস করিতেন, ঐ ভার্গবের নামানুসারে বর্তমান ভাগলপুর নাম হইয়াছে।

এই সময় মাড়োয়ারি স্ত্রীলোকেরা করতালি দিতে দিতে পাত্রকে লইয়া অদৃশ্য হইল। দেবসারথি আবার গাড়ী হাঁকাইয়া সুজাগঞ্জ পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে একটি ভগ্ন দেবমন্দিরের নিকট উপস্থিত হইল।

ব্রহ্মা। বরুণ এ স্থানের নাম কি? এ মন্দির মধ্যে কি প্রতিমূর্তি আছে?

বরুণ। এ স্থানের নাম যোগসর। মন্দির মধ্যে বুড়ানাথ নামক এক শিব এবং জয়দুর্গা নামে এক দেবী মূর্তি আছেন। ইঁহারা বহুদিন হইল কোন জমিদারের যত্নে প্রতিষ্ঠিত হন। এক্ষণে সেই স্থাপনকর্তা না থাকায় এবং লোকের মনেও শ্রদ্ধাভক্তি না থাকায় মন্দিরটি ধ্বংস হইতে বসিয়াছে, অনেক স্থানও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; বোধকরি দু একটা ভারি বাদলা হইলে বুড়ানাথ প্রাচীন বয়সে সস্ত্রীক মন্দির চাপা পড়িয়া অপঘাতে মারা যাইবেন।

ব্রহ্মা। ইনি কি শুদ্ধ গঙ্গাজল খেয়ে বেঁচে আছেন?

বরুণ। আজ্ঞে না, যৎসামান্য ইঁহার দেবত্র বিষয় আছে, তদ্বারা মোটা ভাত মোটা কাপড় সংস্থান হয়। ঐ বিষয়ে ইঁহার চার পাঁচ জন পুজারীও এক প্রকার প্রতিপালিত হইয়া থাকেন। পূজকেরা প্রতিদিন প্রাতে ও সায়াহ্নে শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া ইঁহার পূজা করেন। এ নগরে এই দেবমন্দিরটি ভিন্ন অপর কোন দেবালয় নাই।

ইন্দ্র। ভাগলপুরে এত ধনী লোক আছেন, চাঁদা দ্বারা কেন অর্থ সংগ্রহ করিয়া মন্দিরটি মেরামত করিয়া দেন না?

বরুণ। এখানকার লোকের গুণের কথা বলিও না। এখানকার কেন—আজকাল ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেরই প্রায় সকল লোকের মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছে, "দেবতা নাই। যদিই থাকেন, তাঁহাদের কথা কহিবার কিংবা অবমাননা করিলে প্রতিশোধ লইবার ক্ষমতা নাই। অতএব অনর্থক দেব সম্বন্ধে ব্যয় করা অপেক্ষা বারোয়ারি পূজা করিয়া রং তামাসা দেখিলে বরং সৎকার্য্য করা হইবে। বলিতে কি এই ভাগলপুরে বর্ষে বর্ষে পাঁচ ছয় হাজার টাকা ব্যয় করিয়া বারোয়ারি পূজা করা হয়। পূজা উপলক্ষে বাঙ্গলা দেশ হইতে

মুচি ঢুলি, কৃষ্ণনগর হইতে সংগড়া কুম্ভকার, কলিকাতা হইতে থিয়েটার যাত্রা আনিবার খরচ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে, অথচ বুড়ানাথের মন্দির মেরামতের পয়সা জুটে না !

নারা। এ তোমার অন্যায় কথা। যখন মুসলমান বাইওয়ালি সুমধুর স্বরে গান ধরে এবং বেশ্যারা অঙ্গভঙ্গীর সহিত নৃত্য করিতে করিতে হাত নাড়ে, সেই আসনে বসিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে তামাক টানার যে সুখ, তাহা শত শত বুড়ানাথের মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিলেও হয় কি না সন্দেহ।

বরুণ। দেখুন পিতামহ। বেলাও প্রায় অপরাহ্ন এবং এই ভাগলপুরে বাসাও বড় দুষ্প্রাপ্য ; এই ভাঙ্গা মন্দিরে রাত কাটালে হয় না ?

ব্রহ্মা। হাবি কি ?

দেবতারা সে রাত্রি বুড়ানাথের মন্দিরে কম্বল-শয্যায়, ব্যাগ-বালিশ মাথায় দিয়া রাত্রি কাটাইলেন এবং অতি প্রত্যূষে সকলে গাত্রোত্থান করিয়া গঙ্গাস্নানে চলিলেন। ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখেন—জলে যেন শত শত শতদল ফুটিয়া রহিয়াছে। মাড়োয়ারি স্ত্রীলোকেরা গঙ্গাজলে লজ্জা সরম বিসর্জ্জন দিয়া নানারূপ অঙ্গভঙ্গীর সহিত জলক্রীড়া আরম্ভ করিয়াছে।

বরুণ। এইটি ভাগলপুরের স্নানের ঘাট। মাড়োয়ারি স্ত্রীলোকেরা গাত্র ধৌত করিতেছে। ইহারা প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে আসিয়া গাত্র ধৌত করিয়া থাকে ; মাসান্তে একটি করিয়া ডুব দেয় মাত্র ! জলের ঘাটে আসিলে ইহাদের লজ্জা সরম থাকে না।

স্নান করিয়া দেবতারা বুড়ানাথের মন্দিরে প্রত্যাগমন করিলেন এবং শিব-পূজা সমাপ্ত করিয়া প্রত্যেকে চাট্টি চাট্টি চাউল গালে দিয়া একটু জল খাইলেন। তৎপরে তাঁহারা যোগসর হইতে বাহির হইয়া পশ্চিম দিকে চলিলেন। কিছুদূর যাইয়া তাঁহারা দেখেন—রাস্তার উভয় পার্শ্বের নর্দ্দমায় কতকগুলি টুঁটি কাটা মুরগী পড়িয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। এই সময় একজন চাচা "বিশমোল্লা,' শব্দ করিয়া একটি মুরগী জবাই করিয়া ছাড়িয়া দিল, মুরগীটি মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে জঙ্গলের দিকে চলিল। তথাপি সে "বিশমোল্লা বিশমোল্লা" শব্দে চীৎকার করিতে ছাড়িল না। বোধ হয় তাহার চীৎকারে বিশমোল্লার পরিবর্ত্তে এক বিয়াল্লিশমোল্লা (শৃগাল) সন্তুষ্ট হইয়া বন হইতে বাহির হইয়া মুরগীটিকে মুখে করিয়া দে দৌড়! মুসলমানেরা লাঠি হস্তে লইয়া মুরগীর উদ্ধারে ছুটিল ; কিন্তু বিয়াল্লিশমোল্লা আর প্রত্যর্পণ করিল না।

ব্রহ্মা। বরুণ এ কোন নরকে নিয়ে এলে ?

বরুণ। এ স্থানের নাম সরাই। এখানে ভাগলপুরের মুসলমানেরা বাস করে। ঐ দেখুন দূরে দুই তিনটি মুসলমান ভজনালয় অর্থাৎ মসজিদ দেখা যাইতেছে। ঐ সমস্ত ভজনালয়ে এখানকার মুসলমানেরা প্রত্যহ ফয়তা দেয়।

উপ। কর্ত্তা জ্যেঠা! আমি ফয়তা দেব ?

ব্রহ্মা। দূর হ? দূর হ! হতভাগা ছেলে! তোর আর আমি মুখ দেখ্‌বনা। বরুণ! আহা! খাসীগুলোকে ওরা অমন ক'রে দগ্ধে দগ্ধে হত্যা ক'রচে কেন ?

বরুণ। উহাদের হিন্দুদিগের উপর এমনি জাতক্রোধ যে, তাহারা যাহা করে, ইহারা তাহার ঠিক বিপরীত করিয়া থাকে ; যথা ;—তাহারা মাথায় চুল রাখে, ইহারা ওলকামান করিয়া মাথা কামায়। তাহারা দাড়ি রাখে না, ইহারা দাড়ি রাখে। তাহারা কাছা দেয়, ইহারা কাছা খোলে। তাহারা পূর্ব্বমুখে সন্ধ্যা আহ্নিক করে, ইহারা পশ্চিম মুখে ফয়তা দেয়। তাহারা কলা পাতার সোজা দিকে ভাত খায়, ইহারা উল্টা দিকে ভাত খাইয়া থাকে। তাহারা ভগিনীকে বিবাহ করে না, ইহারা ভগিনী বিবাহ করে। তাহারা পাঁটাগুলোকে এককোপে কেটে খায়, ইহারা জবাই ক'রে দগ্ধে দগ্ধে মারে।

ব্রহ্মা। চল, সত্বর এখান থেকে পলাই চল।

বরুণ। দেখ নারায়ণ! এই স্থানে দিল্লীর মত অনেক বইওয়ালি আছে, সন্ধ্যার সময় আসিলে বড় আমোদ দেখা যায় ; কারণ, ঐ সময়ে সকলে নৃত্য গীত শিক্ষা করে এবং নানারূপ অঙ্গভঙ্গী দেখায়।

উপ। বরুণ কাকা! আসবে? তোমার পায়ে পড়ি—যখন আসবে আমাকে নিয়ে আসবে ?

দেবগণ এখান হইতে যাইয়া চম্পানালায় উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মা কহিলেন, "বরুণ! এ স্থানের নাম কি ?"

বরুণ। এ স্থানের নাম চম্পানালা। অনেকে ইহাকে চম্পানগরও বলিয়া থাকে। এই চম্পাইনগর অতি প্রাচীন শহর। চম্পাইনগর পূর্বে ভাগলপুর হইতে স্বতন্ত্র ছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় এক্ষণে ইহা ভাগলপুরের সংলগ্ন হইয়াছে।

ইন্দ্র। সম্মুখে ঐ ক্ষুদ্র নদীটা দেখা যাচ্ছে, উহা কি ?

বরুণ। ঐ নদীর নাম জামুই বা বোহলা নদী; কিন্তু প্রকৃত নাম চম্পকাবতী। এই নদী গঙ্গার সহিত সংলগ্ন আছে।

ব্রহ্মা। বরুণ। এ স্থানের নাম চম্পাইনগর হইল কেন ?

বরুণ। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে—যযাতি বংশে উশীনরের পুত্র দীর্ঘতমার ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, প্রভৃতি পাঁচ সন্তান জন্মে। তাঁহাদেরই নাম অনুসারে অঙ্গদেশ, বঙ্গদেশ ও কলিঙ্গদেশ, ইত্যাদি পৃথক পৃথক দেশের নাম হইয়াছে। ঐ অঙ্গের চম্প নামে এক সন্তান ছিল, তিনিই এই নগর নির্মাণ করেন বলিয়া চম্পাই নগর নাম হইয়াছে।

এখান হইতে কিছু দূরে যাইলে নারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বরুণ সম্মুখে দেখা যাচ্ছে ও কি ?"

উহা ইংরাজদিগের কেল্লা। এই স্থানেই মহাত্মা কর্ণের গড় ছিল, এই চম্পাই নগরেই তাঁহার কর্ণপুরী ছিল। এই কথা বলিয়া বরুণ তাঁহাদিগকে কেল্লার নিম্নে এক স্থানে লইয়া গিয়া দুটি সুড়ঙ্গ দেখাইয়া কহিলেন, "এই যে সিঁড়ির ধাপের মত চিহ্ন দেখিতেছেন—কথিত আছে—এই সিঁড়ি দিয়া আসিয়া কর্ণের পরিবারবর্গ গঙ্গাস্নান করিতেন।"

ব্রহ্মা। কর্ণের পর কোন প্রসিদ্ধ লোক এখানে বাস করিয়াছিলেন ?

বরুণ। আজ্ঞে, তাঁহার অনেক কাল পরে গন্ধবণিক্ জাতীয় চাঁদসদাগর নামে একজন ধনাঢ্য বণিক্ এখানে বাস করিয়াছিলেন। ঐ চাঁদসদাগরের কনিষ্ঠ পুত্র লখীন্দরের মনসার কোপে বিবাহবাসরে সর্পাঘাতে মৃত্যু হইলে তৎপত্নী বেহুলা সতী মৃত পতীর প্রাণ দান করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মা। বরুণ! কি কারণে মনসার কোপ হইল এবং কি উপায়েই বা বেহুলা সতী মৃত পতীর প্রাণদান করিলেন, বিশেষ করিয়া বল।

বরুণ। চাঁদসদাগরকে বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন এবং সমাজ মধ্যে বিশেষ সম্মানিত দেখিয়া মনসা মনে মনে স্থির করিলেন, তাঁহার দ্বারা মর্ত্যে পূজা প্রচলিত করাইয়া লইতে পারিলে লোকে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তির সহিত তাঁহার পূজা করিবে। তিনি মনে মনে এইরূপ সংকল্প করিয়া একদিন চাঁদের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ঐ বিষয়ের প্রস্তাব করিলেন। চাঁদ একজন গোঁড়া শৈব ছিলেন; তিনি অপর দেবীর পূজা করা দূরে থাক—নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করিতেন না। সুতরাং মনসাকে ফিরাইয়া দিলেন। মনসা অপমানিত হইয়া প্রতিশোধ লইবার বাসনায় চাঁদের ছয়জন বিবাহিত পুত্রকে সর্প দ্বারা দংশন

করাইয়া শমনভবনে প্রেরণ করিলেন। ইহার পর চাঁদ যখন তরী সাজাইয়া বাণিজ্যার্থ বাহির হন, মনসা হনুমানের সাহায্যে কালিদহ নামক স্থানে তাঁহার তরী সমস্ত জলমগ্ন করেন। চাঁদকে এইরূপ বারংবার কষ্ট দিয়াও মনসার আশা মিটিল না, তিনি চাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র লখীন্দরের প্রাণ সংহার চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন। গণকেরা চাঁদকে কহিলেন, "তোমার, পুত্রের বিবাহরাত্রে বাসর-ঘরে সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ হইবে।" চাঁদ এই কথায় বাটির সন্নিকটস্থ সাতালি পর্বতের উপর এক লৌহের বাসরঘর প্রস্তুত করাইলেন এবং বেহুলা নাম্নী এক সুন্দরীর সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়া সেই রজনীতেই পুত্র ও পুত্রবধূসহ বাটিতে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহাদিগকে ঐ বাসরঘরে স্থাপন করিলেন। মনসার আদেশে ও ভয়ে কারিকরেরা ঐ লৌহনির্মিত বাসরঘরের এক স্থানে অতি সামান্যমাত্র ছিদ্র রাখিয়াছিল। মনসা ঐ সামান্য ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিয়া লখীন্দরকে সংহার করিবার বাসনায় অতি সূক্ষ্ম সূত্রের আকার বিশিষ্ট সুদর্শন নামক এক জাতীয় সর্পকে প্রেরণ করেন। সর্প অবলীলাক্রমে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে সংহার করে। প্রাতে বেহুলা সতী মৃত পতিকে ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং শ্বশুরকে বলিয়া এক কদলী ভেলা প্রস্তুত করিয়া লইয়া তাহাতে পতিসহ আরোহণ করিয়া ভাগীরথীতে ভাসিতে ভাসিতে চলিলেন। তিনি এক স্থানে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, তথাকার কোন ধোপানী দেবতাদিগের কাপড় কাচিয়া থাকেন। অতএব ঐ ধোপানীর আশ্রয় লইলে উপকার হইবার সম্ভাবনায় পতিকে ভেলাসহ এক স্থানে বাঁধিয়া রাখিয়া ধোপানীর গৃহে যাইয়া আশ্রয় লইলেন, এবং তাহাকে মাসী সম্বোধনে ডাকিতে লাগিলেন। একদিন বেহুলা ধোপামাসীকে অনেক অনুনয় বিনয়ে সম্মত করিয়া দেবতা-দিগের বস্ত্রগুলি এমন পরিষ্কার করিয়া কাচিয়া দেন যে, দেবতারা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দেখিতে চাহেন এবং বর লইতে অনুরোধ করেন। এই সুযোগে সতী দেবতাদিগের নিকট হইতে বর লইয়া মৃত পতির প্রাণ দান করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি আরো দুটি বর লন, তন্মধ্যে একটিতে স্বামীর ছয় অগ্রজের জীবন দান; অপরটিতে শ্বশুরের জলমগ্ন সপ্ততরীর পুনরুদ্ধার। চাঁদ সদাগর পুত্র পুত্রবধূ সপ্তডিঙ্গা এবং অপর পুত্রগণকে ফিরিয়া পাইয়া মহাসন্তুষ্ট হইলেন, এবং তদবধি ভক্তির সহিত মনসার পূজা আরম্ভ করিলেন। অদ্যাপি এই চম্পাই-নগরে বৎসর বৎসর শ্রাবণ সংক্রান্তিতে এই উপলক্ষে একটি করিয়া বিখ্যাত মেলা হইয়া থাকে।

এখান হইতে কিছুদূরে যাইয়া বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! সম্মুখে ঐ যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিনটি পাহাড়ের মত উচ্চ জমি দেখিতেছেন, উহারই নাম সাতালি পর্বত। লোকে বলে—এই পর্বতের উপরেই লখীন্দরের সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়।

ইন্দ্র। বরুণ! ওদিকে দেখা যাচ্চে, ও সুন্দর বাড়ীটা কাহার?

বরুণ। চম্পাইনগরের রাজার। ইনি একজন জমিদার, কিন্তু লোকে রাজা বলিয়া ডাকে। যে স্থানে উনি বাড়ী করিয়াছেন, ঐ স্থানে চাঁদ সদাগরের বাড়ী ছিল।

ইন্দ্র। ঐ জমিদার জাতিতে কি? লোক কেমন?

বরুণ। উহারা জাতিতে কায়স্থ, আদি বাস বঙ্গদেশে; কিন্তু এক্ষণে প্রায় হিন্দুস্থানী আকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার বংশাবলি প্রায় দুই শত বৎসর এখানে বাস করিতেছেন, ধর্মে কর্মে বেশ আস্থা আছে, এবং প্রতিদিন অতিথি সৎকারাদি সৎকর্মেরও অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

এখান হইতে কিছুদূরে যাইয়া দেবতারা দেখেন—একখানি দ্বারবদ্ধ ঘোড়ার গাড়ী রহিয়াছে। গাড়ীর মধ্যে স্ত্রীলোকেরা পরস্পরে বিবাদ করিতেছেন। না হবে কেন, স্বামী আমার স্টেশনের হর্তাকর্তা বিধাতা। "তিনি 'ঘণ্টা মার' না বলিলে গাড়ী চলে না।" আর এক রমণী কহিলেন, "ওলো থাম্, তোর স্বামীর চাইতে আমার স্বামীর দক্ষতা বেশী, তিনি তারে খবর না পাঠালে ত গাড়ী আসে না, তোমার স্বামী 'ঘণ্টা মার' বলিতে পারেন না।" আর এক রমণী কহিলেন, "ব'ল্লে গুমোর করা হয়, কিন্তু না ব'লেও থাক্‌তে পার্‌লেম না—বলি, আমার স্বামী টিকিট না বেচে দিলে, গাড়ী কি বোঝাই নিয়ে চ'লে যাবে?" এই কথা শ্রবণে আর এক রমণী কহিলেন, "তবে আমিও বলি—আমার স্বামীর কাছে স্কুলে পড়ে বিদ্যার জাহাজ নিয়ে তবে ত ইহারা রেলে চাকরি ক'রচেন।"

ইন্দ্র। বরুণ! গাড়ীতে ইহারা কারা?

বরুণ। কথার ভাবে বোধ হ'চ্চে—স্টেশনমাস্টার বাবুর স্ত্রী, টেলিগ্রাফের বাবুর স্ত্রী, টিকেট বিক্রেতা বাবুর স্ত্রী, এবং স্কুল মাস্টার বাবুর স্ত্রী, নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়া কাহার স্বামী বড় চাকুরে, এ বিষয়ে বিবাদ করিতেছেন।

নারা। দেখ বরুণ! ইহাদের বিবাদ দেখে আমার একটি হাস্যজনক কথা মনে পড়লো। এক সময় আমার নূতন বাগানের প্রজারা একটি যাত্রার দল করে। ঐ দলে তিনকড়ি তুলে হনুমান সাজতো। একদিন তিনকড়ির স্ত্রী গোয়ালঘর

পরিষ্কার করিতে আসিয়া বাড়ীর মেয়েদের কাছে গল্প করিতেছে—"কাল কর্তা যেতে না পারায় যাত্রা হয় নি ; এমন আশ্চর্য দেখিনি, এত লোক রয়েছে, তিনি না গেলে কি একদিন চালিয়ে নিতে পারে না।" আমার বড় মেয়ে রাজেশ্বরী এই কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁ তিনুর বৌ! তিনু যাত্রায় কি সাজে ?" তিনুর স্ত্রী কিছুতেই বলে না, অনেক পীড়াপীড়ির পর কহিল, "বুঝতে পারলে না রাঙ্গাদিদি। যা না হ'লে রামযাত্রা হবার যো নাই।" রাজেশ্বরী কহিল, "তিনু কি হনুমান সাজে ?" তিনুর স্ত্রী কহিল, "ওগো হাঁ।" আজ আমার এদের কথা শুনে তিনুর স্ত্রীর কথা মনে পড়ে গেল।

ইহার পর দেবগণ একটি দোকানে আহারের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পিতামহ মাছের ঝোলের একটু হলুদ চাহিয়া লইতে অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া কোমরে হাত দিতে লাগিলেন। ইন্দ্র কহিলেন, "ঠাকুরদা! কোমরে হলুদ দিচ্ছেন কেন ?"

ব্রহ্মা। ভাই ভাগলপুরের উঁচু নিচু রাস্তা চলে গিয়ে কোমরটা ভেঙ্গে গিয়েছে, এমন শহরে রাস্তার অবস্থা অমন কেন ?

উপ। কর্তা জ্যেঠা! দেখুন—রাস্তার ধূলোয় আমার শাদা রেফার রাঙ্গা হয়ে গিয়েছে।

আহারান্তে দেবগণ পুনরায় নগর ভ্রমণে বহির্গত হইয়া সাহেবগঞ্জে আসিয়া দেখেন—অনেকগুলি লোক দুঃখ প্রকাশ করিতে করিতে আসিতেছে। তাহাদের মধ্যে কেহ গোরুর খোরাকের জন্য ঘাস কাটিয়া মাথায় করিয়া আসিতেছে। কেহ ভাগলপুর হইতে দূর দেশে যাইয়া খেস ও বাপ্তা বিক্রয় করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছে। কাহারও বা মস্তকে ফুলকপীর তালা, কাহারও ঘাড়ে ত্রিশ সের ওজনের চাউলের বস্তা।

ইন্দ্র। বরুণ! উহারা কারা ?

বরুণ। দেশীয় খৃষ্টানের দাস। এই সাহেবগঞ্জেই দেশীয় খৃষ্টানেরা বাস করিয়া থাকে। ইহাদের দুরবস্থা প্রত্যক্ষ দেখিতেছ, অতএব কর্সি করা নিষ্প্রয়োজন। এখানে উহাদের জন্য একটি রোমান ক্যাথলিক চার্চ আছে।

নারা। দুঃখ করতে করতে খৃষ্টানেরা প্রত্যাগমন করিল কেন ?

বরুণ। তখন উহারা ভাবিয়াছিল, আলোর মুখ দেখে সুখী হইবে এক্ষণে আলোর পরিবর্তে অন্ধকার দেখিয়া বড় কষ্ট পাওয়াতে দুঃখ করিতেছে। জাতিকুলও—বৈষ্ণবকুলও গেল।

ক্রমে সকলে যাইয়া কোম্পানীর বাগানের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—বাগানটি বহুদূর বিস্তৃত. কিন্তু তাদৃশ শোভাসৌন্দর্য্য নাই। তাঁহারা উদ্যান ভ্রমণ করিতে করিতে একটি সুন্দর অট্টালিকা দেখিয়া একদৃষ্টে চাহিতে লাগিলেন। নারায়ণ কহিলেন. "বরুণ। সম্মুখে উচ্চ জমির উপর সুন্দর বাড়ীটি কাহার ?"

বরুণ। এখানকার একজন কর্নেলের। তিনি অনেক অর্থ ব্যয়ে এই বাড়ী নির্মাণ করেন। এমন সুন্দর স্থানে, এমন সুন্দর বাড়ী ভাগলপুরে আর দ্বিতীয় নাই। নিকটেই দেখ, একটি মধ্যম গোচর জৈনমন্দির। অদ্যাপি উহাতে কয়েকজন জৈন বাস করিয়া থাকেন।

এখান হইতে দেবতারা একস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন, স্থানটি বড় অপরিষ্কৃত—কোন স্থান দিয়া ভাতের ফেনের স্রোত বহিয়া যাইতেছে। কোন স্থানে তরকারীর খোলা-বাখলা স্তূপাকার জমিয়া রহিয়াছে।

ব্রহ্মা। বরুণ। এ স্থানের নাম কি ?

বরুণ। এ স্থানের নাম সনস্থরগঞ্জ। ভাগলপুরে যে সমস্ত বাঙ্গালী বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে আসেন, তাঁহারা এ স্থানে বাস করিয়া থাকেন। অনেকে ২/৩ পুরুষ এখানে বাস করিয়াছেন। এখানে প্রায় ১৫০।২০০ ঘর আন্দাজ বাঙালী আছেন। তন্মধ্যে অধিকাংশই এখানকার একরূপ অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছেন।

ব্রহ্মা। এখানকার বাঙ্গালীও কি কেরাণীগিরি কর্ম করেন ?

বরুণ। আজ্ঞে হাঁ ; তবে উকিলের ভাগই বেশী।

ইন্দ্র। উকিলের আবার ব্যবহার কিরূপ ?

বরুণ। অধিকাংশ উকিলই প্রায় স্বেচ্ছাচারী। তবে তন্মধ্যে আবার কতকগুলি হিন্দুও আছেন। তাঁহারা ভক্তির সহিত বাড়ীতে দুর্গোৎসব ও জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি প্রতিমূর্তি পূজা করিয়া থাকেন।

এখান হইতে দেবতারা একদিকে যাইতেছেন, এমন সময় দেখেন—একটি পেটমোটা বাবু ২।৩টি মোসাহেব সমভিব্যাহারে নগর ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। বাবুটির পেট একটি ছোটখাট জালা বিশেষ। তাঁহার গলদেশে এক গোছা যজ্ঞোপবীত এবং স্কন্ধে একখানি কোঁচানো চাদর। পৈতা পীরাণ দেন নাই। হাতে একখানি পিচের ছড়ি। বাবু তখন কহিতেছেন, "সেজো খুড়ো যে অহঙ্কার করেন,—আমার চাইতে তিনি বড়—কিসে ? বিষয় উভয়েরই

সমান, পরিবারকে গহনা—বরং তাঁহার অপেক্ষা আমি বেশী দিইছি। কোম্পানীর কাগজও আমার চাইতে তাঁর বেশী হবে না। কিন্তু তা বলি. তাঁর মত কৃপণ হলে আমি আরো এক লক্ষ টাকা সঞ্চয় ক'রতে পারতাম। যে মদ খায় না, বেশ্যা রাখে না, সে আবার কিসের অহঙ্কার করে? রাখুন দেখি, আমার মত বেতন দিয়ে একটি বেশ্যা রাখুন দেখি, তবে বাহাদুরী বুঝবো। এই আমি পশ্চিম ভ্রমণে ভাগলপুরে এসে ৫।৭ মাস বাস ক'রচি, ইহাতেই কি কম খরচ হ'চ্চে?"

একজন মোসাহেব কহিল. "আজ্ঞে, আপনার অপেক্ষা তিনি কোন বিষয়েই বড় নহেন। তবে বাপের ভাই, এজন্য সম্বন্ধেও বড় হয়েছেন বটে।"

এই সময় "চাই পাঁউরুটি", "চাই বিস্কুট" শব্দ করিতে করিতে একজন মুসলমান, বাবুর কাছে আসিয়া কহিল "বাবু! পাউরুটি চাই?"

বাবু। তো বেটার পাঁউরুটি খেলে পেটের অসুখ হয়। করিম বক্স দিয়ে যায়, তারগুলো বরং তোর অপেক্ষা ভাল। তোর পাঁউরুটিতে কুঁকড়োর ডিম দিসনে বটে?

রুটি-বি। দিই বৈ কি বাবু—কুঁকড়োর ডিম দিইনি ত কি দিই?

বাবু। আমার বোধ হ'চ্ছে তোর ঘুঘুর ডিম দিস্। কারণ সে দিন কলকাতা হ'তে খেয়ে এলাম, তাদের রুটি যেমন সুস্বাদু, তেমনি মোলায়েম। আহা! মুখে দিতে যেন মিলিয়ে যায়। তোদের রুটি অমন শক্ত থাকে কেন?

ব্রহ্মা। শ্রীবিষ্ণু! বরুণ! একি? সমস্ত অখাদ্যই প্রায় পেটে যায়, তবে আবার গলদেশে যজ্ঞসূত্র ধারণের কারণ কি?

বরুণ। তা না হলে সমাজচ্যুত হতে হয়। ঐ কয়েকগাছি সূতা বড় কম নয়? যতক্ষণ গলে থাকে সব দোষ ঢাকিয়া যায়। গলা হ'তে পরিত্যাগ করলেই ত বিপদ; সমাজ তাকে সমাজচ্যুত করেন।

এখান হইতে কিছুদূরে যাইয়া দেখেন—বালকগণ বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাগমন করিতেছে। তাহাদিগকে দেখিলে বিদ্যালয়ের ছাত্র বলিয়া বোধ হয় না। প্রত্যেকেরই পরিধানে ৮।১০ অঙ্গুলিপ্রমাণ পাড়ওয়ালা কালাপেড়ে ধুতি। বুকে ধ্বজ—বজ্রাঙ্কুশ চিহ্নস্বরূপ নানারূপ কাজ করা বেনদার কামিজ। বগলে ২।১ খানি পুস্তক। বাম হস্তে পরিধেয় কোঁচার কোঁচান ফুল ধারণ করা আছে—মুখে সকলের এক একটি সিগারেট।

ইন্দ্র। বরুণ! এরা কারা?

বরুণ। স্কুলের বালক।

ইন্দ্র। মস্তকের মধ্যস্থলে স্ত্রীলোকের ন্যায় অমন সিঁথি কেন? আর স্কুলের ছেলে—কচি ছেলে—লেখাপড়া শিখতে শিখতে চুরুট খাচ্ছে কি রকম!

বরুণ। আজ্ঞে ওরা কি সব ছেলে? ওরা দেশের কাঁটাগাছের চারা। এক একজন কথাবার্তা ইয়ারকি বদমাইসিতে যে আশীবছরের বুড়ো। এর পর দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদবে। কোন ব্যাটা জেলে যাবে—কোন ব্যাটা ফাঁসি যাবে—কোন ব্যাটা দীপান্তর যাবে—কোন ব্যাটা অতি অল্প বয়সেই যক্ষ্মা ধ'রে মর্বে—কোন ব্যাটা আত্মহত্যা কর্বে।

নারা। বরুণ এরূপ মস্তকের মধ্যস্থলে চুল ফেরান ত আর কোন স্থানে দেখলাম না। ভাগলপুরে যে নূতন দেখছি!

বরুণ। নূতন নহে, বহুদিন হইল কলকাতায় প্রথম সৃষ্টি হ'য়ে ক্রমে এদিকে আমদানী হইয়াছে। শাড়ী পরিধান এবং মস্তকের মধ্যস্থলে সিঁথি কাটা হ'চ্চে বর্তমান ফ্যাসান। একরূপ বেশ অধিক দিন প্রচলিত থাকিলে যখন আর ভাল না লাগে, তখন সময়ে সময়ে বেশভূষার যে পরিবর্তন ঘটে তাহাকেই ফ্যাসান কহে।

ব্রহ্মা। না বরুণ! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা ঠিক নহে। আমাকে এক সময় কলি জিজ্ঞাসা করে "পিতামহ! আজ্ঞা করুন আমার রাজ্যসময়ে লোকে কিরূপ চিহ্ন ধারণ করিবে?" তদুত্তরে আমি বলিয়াছিলাম—"যখন পুরুষেও স্ত্রীলোকের বস্ত্র পরিধান করিবে ও তাহাদিগের ন্যায় মস্তকে সিঁথি কাটিবে এবং খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে কাহারও বিচার থাকিবে না, সেই সময় জানিও তোমার একাধিপত্য বিস্তার হইয়াছে। এই ভাগলপুরের স্কুলের বালকগণকে দেখিয়া আমার বেশ বোধ হইতেছে যে, এক্ষণে কলির সম্পূর্ণ অধিকারকাল সমুপস্থিত।

এই সময়ে একটি বালক উপর দিকে চাহিয়া অপর বালকের কানে কানে কি বলিয়া মুচকে হেসে চলিয়া যাইল। যাইবার সময় সে অপর একটি বালককে কহিল, "দূর কর, ও শাদা জিনিসে আর প্রাণ ঠাণ্ডা হয় না, লাল রং আমদানী কর্‌বার উদ্যোগ কর।"

ইন্দ্র। বরুণ! বালকেরা কি বলে?

বরুণ। কপ্‌চাচ্চে! দেখুন পিতামহ! এখানকার যুবকগণের স্বভাব সাধারণতঃ মন্দ নহে। তবে দুঃখের বিষয়, পাঠ্যাবস্থায় অত্যন্ত বাবু হয়ে পড়াড় লেখা পড়াটা প্রায়ই আমাদের উপর যত হয়।

ব্রহ্ম। উপ বড় সুবোধ ছেলে।

এই সময়ে বালিকাগণকে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, "বরুণ! এ মেয়েগুলি কোথায় গিয়েছিল?"

বরুণ। আজ্ঞে, এরা বালিকা-বিদ্যালয়ের বালিকা। বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাগমন করিতেছে।

ব্রহ্মা। এখনও কি বালিকাগণকে পূর্বের ন্যায় বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়?

বরুণ। বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে পূর্বের ন্যায় নহে। বালিকাদিগের বিবাহের বয়স দশ বৎসর; অতএব ঐ সময়ের মধ্যে কতদূর বিদ্যা হইতে পারে বিবেচনা করিয়া লউন।

ব্রহ্মা। স্ত্রীলোকদিগের অল্প বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া মহাপাপ। তদপেক্ষা মূর্খ করিয়া রাখা শাস্ত্রসম্মত। স্ত্রীলোকেরা অল্প বিদ্যা শিক্ষা করিলে অশেষবিধ অনিষ্ট ঘটাইতে পারে।

বরুণ। আজ্ঞে, বর্তমান সময়ে স্ত্রীলোকেরা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া জ্ঞানোপার্জন করিবে এ আশায় বিদ্যালয়ে দেওয়া হয় না।

ব্রহ্মা। তবে কি কারণে বিদ্যালয়ে দেওয়া হয়।

বরুণ। একটু লেখা পড়া শিক্ষা না দিলে মেয়েগুলো পাছে থুবড়ো থাকে, এই আশঙ্কায়। এমন কাল প'ড়েছে—পাত্রের পিতা যেমন পাত্রীর পিতার সর্বস্ব গ্রহণ করেন, সেই সঙ্গে আবার পাত্রী লেখাপড়া জানেন কি না, সে বিষয়েও অনুসন্ধান লন। আজকাল বিবাহের পূর্বে পাত্র পাত্রী উভয়েই উভয়কে দেখিতে ইচ্ছা করেন। সময়ে সময়ে পাত্র আবার পাত্রীকে পরীক্ষা করেন—"বল দেখি, ব্লাক সি কোথায়? "গভর্নরজেনারেল এক্ষণে কলিকাতায় না সিমলায় আছেন?" ইত্যাদি। আমি আশ্চর্য দেখিয়াছি—যিনি ২।৪ খানি ইংরাজী পুস্তক পড়িয়া ১৫ টাকার কেরাণীগিরি কর্ম্ম করিতেছেন, তিনিও শিক্ষিতা স্ত্রী প্রার্থনা করেন। সময়ে সময়ে ঐ বিষয়ে লেকচার দেন। কি আশ্চর্য্য! যে নিজে অশিক্ষিত, তাহার আবার শিক্ষিতা স্ত্রীর আশা করা কি ধৃষ্টতার কাজ নয়? এই সব দেখিয়া শুনিয়া পিতা মাতা অগত্যা কন্যাকে বিদ্যালয়ে দেন।

ব্রহ্মা। দেখ বরুণ! দেশে যেরূপ অকাল-মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব, তাহাতে বোধ হয় অল্পবয়স্কা, অল্পশিক্ষিতা বিধবা স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী। অল্প শিক্ষার গুণে কুলে কালী দিয়া পিতা মাতাকে কাঁদাইতে পারে, ইহা কি তুমি বিশ্বাস কর না?

বরুণ। বিশ্বাস করা করি কি? অনেক স্থলে ঐরূপ ঘটনা ঘটিতেছে। এই সময় দেবগণ, শুনিলেন—একটি গৃহমধ্যে কতকগুলি স্ত্রীলোক হো হো শব্দে হাস্য করিয়া কহিতেছেন—"ওমা! কোথা যাব! খুকী বলে কি? য়্যাঁ—বলে এবার আমি দুর্গো অষ্টমীর বত্ত নেবো! ওমা ছিঃ ছিঃ। এখনও পাড়াগেঁয়ে স্বভাব যায় নি? ব্রত ক'রে কি হবে?—ওর চাইতে ঐ টাকায় ও কেন দানা গড়িয়ে গলায় দিক্ না। দেখ খুকী, ওসব এখন হবে টবে না; ইচ্ছা হয় দেশে গিয়ে যা খুসি করিস্।"

ব্রহ্মা। বরুণ। স্ত্রীলোকেরা বলে কি?

বরুণ। বাঙ্গলা হইতে মোক্ষদা নামে কোন স্ত্রীলোক এখানে নূতন আসিয়াছেন। তাঁহার হিন্দুধর্মে বিশ্বাস থাকায় কোন ব্রত লইব বাসায় এখানকার স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে লইয়া কৌতুক করিতেছেন। এখানকার অনেক স্ত্রী নাস্তিক স্বামীর সহবাসে নাস্তিক হইয়াছেন। ইহারা হিন্দু মতে ব্রত নিয়ম করিতে ইচ্ছা করেন না।

ব্রহ্মা। হুঁ! কলির প্রধান লক্ষণ যা তা সব ঘটেছে।

দেবগণ একস্থানেউপস্থিত হইয়া দেখেন—রক্ষাকালী পূজা হইতেছে। পূজা-স্থানের সন্নিকটস্থ একটি রাস্তা দিয়া চারিজন লোক যাইতেছেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই চক্ষু বস্ত্র দিয়া বাঁধা, সকলেই হাত ধরাধরি করিয়া যাইতেছিলেন এবং চক্ষু দুইটি বদ্ধ থাকায় গোরু বাছুর প্রভৃতি যাহার পদশব্দ শুনিতেছিলেন মনুষ্য বোধে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন—"বাবা! ব'লে দে সেই রক্ষাকালী ঠাকুরটা কোথায়? আর ব্রাহ্মসমাজে যাবার রাস্তাই বা কোন্ দিকে?" উপ ছুটিয়া গিয়া কহিল—"বাম দিকে, একটু বাম দিকে ঘেঁসে যাও।" তাঁহারা উপ'র কথায় বিশ্বাস করিয়া যেমন বাম দিক্ ঘেঁসে যাইবেন, অম্নি একটি সুগভীর নরদমার মধ্যে কয়েকজনে জটাপটি হইয়া পড়িয়া গেলেন। রাস্তার লোকে করতালি দিয়া হাসিয়া উঠিল।

ব্রহ্মা। বরুণ। উহারা কারা? আর বস্ত্র দ্বারা চক্ষু বাঁধা কি কারণে?

বরুণ। উঁহারা কয়জনেই ব্রাহ্ম, এজন্য হিন্দু দেবমূর্ত্তি চক্ষে দেখেন না।

কিন্তু কপালক্রমে ঠিক ব্রাহ্মসমাজে যাইবার পথেই রক্ষাকালীপূজা হইতেছে ; পাছে দেখিতে হয় এই আশঙ্কায় চক্ষে কাপড় বেঁধে যাইতেছিলেন, উপ নষ্টামি ক'রে পথ বলিয়া দেওয়ায় নরদমার মধ্যে পড়িয়া গেলেন।

ব্রহ্মা। উঃ! কি গোঁড়ামি!

এখান হইতে দেবগণ ২।১ জন বাঙ্গালীর সুন্দর সুন্দর বাড়ীঘর দেখিতে দেখিতে খঞ্জনপুরে বর্দ্ধমানের মহারাজের বাড়ীর দ্বারের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ইন্দ্র কহিলেন, "বরুণ! এ বাড়ীটি কাহাব? এমন সুন্দর বাড়ীতে লোকজনের সমাগম নাই কি কারণে?

বরুণ। এ বাড়ীটা বর্দ্ধমানের মহারাজের। লোকের মনে বিশ্বাস আছে এই বাড়ীতে ভূত বাস করে। কোন ব্যক্তি ইহাতে বাস করিলে ভূতের হাতে প্রাণ হারায় (১)।

পিতামহ হাস্য করিয়া কহিলেন, "রজনী আগত প্রায়—আমরা আর কোথায় বাসার অনুসন্ধানে ফিরিব? চল এই রাজবাটিতেই আশ্রয় লই।" এই কথায় সকলে সম্মত হইলে দেবতারা সে রাত্রি সেই ভূতের বাড়ীতেই অবস্থান করিলেন।

প্রাতে উঠিয়া সকলে গঙ্গাস্নানে চলিলেন। গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া দেখেন—একটি সুন্দর অট্টালিকা বিরাজ করিতেছে। ইন্দ্র চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়া কহিলেন, "বরুণ! এ বাড়ীটি কাহার?"

বরুণ। জঞ্জেল নামক একজন নীলকর সাহেবের বাড়ী। জঞ্জেল ভাগলপুরের মধ্যে একজন বিখ্যাত জমিদার।

ব্রহ্মা। এই সময়ে জলে নামিয়া স্নান করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, তাড়াতাড়ি তীরে উঠিয়া দ্রুতপদে পলাইতে লাগিলেন। দেবগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া গিয়া কহিলেন, "পিতামহ! পালাচ্চেন কেন?"

ব্রহ্মা। আমি ভাই, নীলকর সাহেবদের বড় ভয় করি। জানি কি, একে নীলকর—তাহাতে আবার জমিদার; ধরে নিয়ে গিয়ে যদি নীল বুনিয়ে নেয়।

(১) কয়েক বৎসর পূর্বে বর্দ্ধমানের মহারাজা মহাতাপচাঁদ বাহাদুর এই বাড়ীতে আসিয়া প্রাণত্যাগ করায় লোকের মনে ঐ কুসংস্কার আরও বদ্ধমূল হইয়াছে।

বরুণ। না না—ইনি অতি সৎ ও ভদ্রলোক। যাহা হউক, যখন আপনার ভয় হইয়াছে, চলুন, অন্য ঘাটে স্নান করিয়া আসি।

দেবগণ স্নান করিয়া আসিবার সময় দেখেন বৃহৎ বৃহৎ আকারের গোরু সকল লইয়া রাখালেরা চরাইতে যাইতেছে। আমাদের অহিফেনপ্রিয় পিতামহ সেই সমস্ত হৃষ্ট পুষ্ট পর্ব্বতাকার গাভীগুলিকে দেখিয়া একদৃষ্টে চাহিতে লাগিলেন। বরুণ তদ্দৃষ্টে হাস্য করিয়া করিলেন, "ঠাকুরদা! কি দেখছেন?"

ব্রহ্মা। এমন সুন্দর গোরু ত কোথাও দেখি নাই! ভাল—এরা দুধ দেয় কত ক'রে?

বরুণ। প্রায় ৮।১০ সের।

ব্রহ্মা। য়ঁ্যা, বল কি? বরুণ! আমাকে একটা কিনে দাও না। মঙ্গলা বুড়া হওয়ায় আর ত তেমন দুধ দিতে পারে না, একটা ভাগলপুরে গাই স্বর্গে নিয়ে যাই।

বরুণ। কিনে দিতে পারি—কিন্তু নিয়ে যাবেন কেমন করে? কলিকাতা পর্যন্ত সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাওয়া ত সহজ ব্যাপার নহে! যাহা হউক, আমি আপনাকে অন্য এক সময়ে একটি গোরু কিনিয়া দিয়া আসিব। দেবগণ বাসায় আসিয়া আহারাদি করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ এবং কমিশনারের অফিস দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের নিকট উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "এই ভাগলপুর গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়। এ গৃহটি আদালত সমূহের গৃহগুলি অপেক্ষা সুন্দর।"

ইন্দ্র। বরুণ! প্রত্যেক স্থানেই একটি না একটি বিদ্যালয় দেখিলাম কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে—এই সব বালক, বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া কাজকর্ম কোথায় পাইবে!

বরুণ। ইহার মধ্যে তোমার আশঙ্কা হইল? কলিকাতায় গিয়া দেখ্‌বে বিদ্যালয়ে বালকদিগের গাঁদি লেগেছে। ইহাদের জন্য তোমার আশঙ্কা করিবার কোন প্রয়োজন নাই; বিধাতা অবশ্যই একটা না একটা উপায় করিয়া দিবেন। অভাব পক্ষে এরা ইংরাজী কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে ঘাস কেটে এনেও ক'রে খেতে পারবে।

কিছুদূরে যাইয়া তাঁহারা দেখেন—একটা স্থান প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করা রহিয়াছে। নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ! সম্মুখে দেখা যাচ্চে, ওই প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানটি কি?"

বরুণ। ভাগলপুরের সেণ্ট্রাল জেল। ইহা একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা।

জেলখানার মধ্যে প্রায় এক শত বিঘা জমি আছে। জেলের মধ্যে অনেক-কয়েদি খাটিতেছে এবং তাহাদের দ্বারা কলে কম্বল প্রস্তুত হইতেছে।

এই সময় দেবগণ দেখেন—দূরে অনেকগুলি লোক একত্র হইয়া গোলযোগ করিতেছে। তাঁহারা গোলযোগের কারণ অনুসন্ধানে যাইয়া দেখেন, একটি কুৎসিত যুবার সহিত একটি পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে। যুবতীর সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণাভরণ, রং বস্ত্রমধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। দেখিলে বোধহয় সুন্দরী কোন উচ্চবংশজ্ঞাত। কারণ লোকের জনতায় লজ্জায় মুখ হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

পুলিশ ইনস্পেক্টর বারংবার জিজ্ঞাসা করিতেছে—"তুমি কে? এই দুষ্টই বা কে? ইহার চেহারাতে ইহাকে ত তোমার স্বামী বলিয়া বোধ হইতেছে না। এ ভণ্ড কি তোমায় প্রাণ নষ্ট করিয়া ঐ গাত্রাভরণগুলি অপহরণ করিবার মানসে প্রতারণা করিয়া গৃহের বাহির করিয়া আনিয়াছে? বল—সমস্ত বিষয় খুলিয়া বল, তদনুসারে দুষ্টের দমন করি এবং তোমাকে তোমার স্বামীর গৃহে পাঠাইয়া দিই।"

যুবতী তখন কহিতে লাগিল—"হুগলি জেলার কোন গ্রামে আমার শ্বশুরালয়। আমার স্বামী বেশ একজন সঙ্গতিশালী ও বিখ্যাত জমিদার। তিনি আমাকে বিবাহ করিয়া আনিয়া কখনও সুদৃষ্টিতে দেখেন নাই। কখনও মিষ্টি কথা বলেন নাই কিংবা আদর যত্ন করে নাই। এমন কি দিনান্তে একবার কাছেও আসিতেন না। বরং সময়ে সময়ে অকারণ তিরস্কার ও প্রহার করিতেন। আমি পূর্ব্বজন্মের পাপে এরূপ ঘটিয়াছে ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিতাম এবং দিন রাত কেঁদে কেঁদে দিন কাটাইতাম। এক সময় আমার অত্যন্ত পীড়া হইল—বাঁচিবার কোন আশা রহিল না। মনে মনে ভাবিলাম-আহা! যমের কৃপায় এইবার আমি সুখী হইব,—সকল জ্বালা যন্ত্রণার হাত এড়াইব। কিন্তু যম এ হতভাগিনী, এ চিরদুঃখিনীকে নিলেন না। আমি ক্রমে ক্রমে ভাল হয়ে উঠ্‌লাম। পথ্য ক'রে ব'সে আছি, এমন সময় দেখি একটি ক'নে বৌ গৃহের বাহিরে খেলা করিতেছে। ঝিকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ঝি, বৌটি কে?" ঝি কহিল, "মা ঠাকরুণ! উনি যে তোমার সতীন। যখন ডাক্তারেরা তোমায় দেখে বল্লেন, এ যাত্রা রক্ষা পাইবে না, তখন বাবু হাসিতে হাসিতে বাটী থেকে গিয়ে উহাকে বে ক'রে এনেছেন।" এই কথায় মনে বড় দুঃখ হ'ল ভাবলাম আত্মহত্যা করি। আবার ভাব্‌লাম—আত্মহত্যা মহাপাপ, যদি

পাপই কর্‌তে হয়, বাটি হ'তে পালাই, কুলে কলঙ্ক রটুক। লোকে বলুক—অমুক বাবুর স্ত্রী ভাগলপুরে ঘর ভাড়া ক'রে রয়েছে। এইরূপ স্থির ক'রে পালিয়ে এসেছি।"

পুলিশ ও দর্শকবর্গ এই কথা শুনিয়া চলিয়া গেল। দর্শকদিগের মধ্যে একজন কহিল, "মাগী উপযুক্ত শিক্ষা দিয়াছে।" আর একজন কহিল, "আমার ওরূপ হ'লে দুজনকেই কেটে ফাঁসি যেতাম।" একজন যুবা দর্শক অপর যুবাকে কহিল, "গোমস্তা বেটার কপাল ভাল! মেয়ে মানুষটি নানালঙ্কারভূষিতা!" দেবগণ চাহিয়া দেখেন—পিতামহ নিকটে নাই। অনুসন্ধান করিতে করিতে দেবতারা তাঁহাকে একটি বটবৃক্ষের তলে প্রাপ্ত হইলেন। তখন তিনি নয়ন মুদ্রিত করিয়া দুর্গানাম জপ করিতেছিলেন।

নারায়ণ ডাকিলেন, "পিতামহ! পিতামহ! উঠুন!" ব্রহ্মা নয়ন উন্মীলন করিয়া কহিলেন, "বরুণ। ও কি দেখিলাম?"

বরুণ। আপনার সৃষ্ট বিশ্বরাজ্যরূপ রঙ্গভূমিতে দম্পতি ব্যবহার প্রহসনের অভিনয়।

এখান হইতে দেবগণ জেলখানার উত্তরাংশে যাইয়া উপস্থিত হইলে বরুণ কহিল, এই স্থানে গঙ্গাতীরে দুটি অদ্ভুত সুড়ঙ্গ রয়েছে।" দেবরাজ সুড়ঙ্গ দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বরুণ সকলকে লইয়া দেখাইতে চলিলেন।

সকলে উঁকি মারিয়া দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ! এই সুড়ঙ্গ মধ্য দিয়া গৃহাদির ভগ্নাবশেষ দেখা যাইতেছে—উহা কি?"

বরুণ। অনেকে ইহাকে মুনিকোটর কহে। তাহারা কহে—পূর্ব্বকালে কোন মুনি এই স্থানে বসিয়া তপস্যা করিতেন। আবার কতকগুলি লোকে কহে—ইহা দস্যুদিগের বাসগৃহ। ফলতঃ এখানে দস্যু থাকিবার কোন সম্ভাবনা নাই, মুনিকোটর হওয়াই সম্ভব। কিছুদিন হইল এখানকার ভূতপূর্ব্ব জজ সাঙ্গিস্‌ সাহেব ঐ গহ্বরের উপরিভাগ ইষ্টক দিয়া বাঁধাইয়া দিয়াছেন। অনেকে এই গহ্বর আগ্রহ সহকারে দেখিয়া থাকেন।

এখান হইতে সকলে একটি বাজারে গিয়া তসর নির্ম্মিত খেস ও বাপ্তা নিজের নিজের জন্য এবং আত্মীয়স্বজনের জন্য খরিদ করিয়া লইলেন।

তৎপরে সকলে ষ্টেশনে যাইয়া দেখেন টিকিট দিবার বিলম্ব আছে; অতএব

পরস্পর গল্প আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, "বরুণ! ভাগলপুরের অপরাপর বিষয় সংক্ষেপে বল।"

বরুণ। ভাগলপুর অতি প্রাচীন সহর। নগরটি ভাগীরথীতীরে অনেকদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এখানে অনেকগুলি পল্লী ও বাজার আছে; হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিই এখানে বাস করে, তন্মধ্যে হিন্দুর ভাগই বেশী। সাধারণতঃ এখানকার লোকেরা অত্যন্ত অজ্ঞ বদমায়েস এবং কুসংস্কারাপন্ন। একটি চলিত কথা আছে—"ভাগলপুরকা ভাগলিয়া, কহাল গাঁওকা ঠগ ঔর পাটনাকো দেউলিয়া, তিন মুল্লুক্ক জাদ।" চম্পাইনগর ভাগলপুরের পশ্চিমাংশের শেষ সীমা। ঐ স্থানে চাঁদের প্রতিষ্ঠিত বহুকালের একটি শিবলিঙ্গ আছে। কিন্তু তাঁহার পূজার কোন বন্দোবস্ত নাই। এখানকার কেল্লায় প্রায় ৯০০ শত আন্দাজ হিন্দু সিপাহী আছে*। এখানে অনেকগুলি বাঙ্গালী বিষয়-কর্ম্ম উপলক্ষে বাস করেন। তাঁহাদের সাধারণ উন্নতিকার্য্যে কিছুমাত্র মনোযোগ নাই। সকলেই আপন আপন স্বার্থ লইয়া ব্যতিব্যস্ত।

কিসে বড় হইব, স্ত্রীকে অলঙ্কারে ভূষিত করিব—অনেকের প্রধান সঙ্কল্প এই। নাচ তামাসায় অনেকে অনেক অর্থ ব্যয় করেন, কিন্তু দীনদুঃখী অনাথদিগকে এক মুষ্টি ভিক্ষা দিবার সময় জগন্নাথ হন। এখানকার দুই একটি উকিল সাহেবী ধরনে বেড়াইতে ভালোবাসেন।

এই সময় টিকিট দিবার ঘণ্টা দেওয়ায় দেবতারা নলহাটির টিকিট লইয়া ট্রেনে উঠিলেন। ট্রেন "হুপাহুপ" শব্দে ঘোগা অতিক্রম করিয়া কাহালগাঁ স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ইন্দ্র। বরুণ! এ ষ্টেশনটির নাম কি?

বরুণ। এস্থানের নাম কাহালগাঁ। মহাবীর ভীমসেন ভীম-একাদশীর

*কেল্লায় গত বৎসর পর্য্যন্ত ৯০০ শত হিন্দুস্থানী সিপাহী ছিল। কিন্তু ত্র্যহস্পর্শের দিন তাহারা কাবুলে যাওয়ায় অদ্যাপি আসে নাই। এক্ষণে এখানে আর সৈন্য থাকে না। গবর্ণমেণ্ট ব্যয় সংক্ষেপ করিবার মানসে কেল্লাটি উঠাইয়া দিয়াছেন। এক্ষণে রিজার্ভ পুলিসের এক শত আন্দাজ সিপাহি বাস করিতেছে।

উপবাসের পর এই স্থানে পারণ করিয়াছিলেন। তিনটি সুন্দর সুন্দর পাহাড় উনানের ঝিঁকের ভাবে থাকায়, লোকে বলে—উহারই উপর তাঁহার রন্ধনাদি হইয়াছিল।

আবার ট্রেন ছাড়িল। ট্রেন "হুপাহুপ" শব্দে পীরপৈঁতি ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলে নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ! এ স্থানের নাম কি?"

বরুণ। এ স্থানের নাম পীরপৈঁতি। এখানে বুদ্ধদেবের মন্দির ইত্যাদি আছে। মুসলমানদিগের একজন সন্ন্যাসীকে এই স্থানে কবর দেওয়া হয়। তাঁহার নাম অনুসারেই স্থানের নাম পীরপৈঁতি হইয়াছে। ঐ কবরটি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এখানকার পান বড় বিখ্যাত।

এই সময়ে এক ব্যক্তি "চাই পান, চাই পান" শব্দ করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইলে বরুণ নারায়ণকে এক ঠোঙ্গা কিনিয়া দিলেন। নারায়ণ যখন ঠোঙ্গা খুলিয়া দেবগণকে এক একটি ভাগ করিয়া দিতেছিলেন, একপাল অসভ্য বেহারবাসী পোঁটলা পুঁটলি-ঘাড়ে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাদের গাড়ির দ্বার ধরিয়া টানিতে লাগিল। উপ তাহাদিগকে উঠিতে নিষেধ করিলে সকলেই ঘাড় নাড়িয়া আস্ফালন পূর্ব্বক কহিল—"এ ছুছুর। হাম্বি টিকিস্ লিয়া। কভি নেই উৎরেঙ্গে। এক এক টিকিস্ লিয়া বাবা! তিন মাহিনাকো খোরাক হামলোককে এস্‌মে গিয়া। চাহে লাট সাহেব হোয়, চাহে নবাব হোয়, কিছিকা বাৎ নেহি শুনেঙ্গে (ঘাড় নাড়িয়া) টিকিস্ লিয়া বাবা।"

উপ। উঃ। ঘাড় নাড়ার ধুম দেখ। আমরা অগ্নি যাচ্ছি নয়? যা ঐ পাশের গাড়িতে উঠগে।

তাহারা পাশের গাড়িতে গ্লাস এবং গদি পাতা দেখিয়া মহা সন্তুষ্ট হইয়া সমস্ত দলবলকে আদর করিয়া ডাকিতে লাগিল—"এ—এ শুকোন, এ ভাই শুকোন, ভাই সব জলদি আও। কাঁচকো কামরা, ইস্কো গদ্দি হায়, মসলন্দ্ হায়, বড়া আরাম্‌সে যায়েঙ্গে। আও আও, ভাইলোক সব জল্‌দি আও।"

এই প্রকারে সকলে একত্র হইয়া যেমন সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিতে যাইবে, একজন ফিরিঙ্গি "ইউ ড্যাম", বলিয়া ঘুসি চালাইল। ঘুসি খাইয়া তাহারা কহিতে লাগিল—"তুম, মার্‌নেকা কোন্ হ্যায়? হাম লাল লাল টিকিস্ লিয়া, কভি নেই যাঙ্গে।" এইরূপ গোলযোগ করিতে লাগিল।

ট্রেনও তাহাদিগকে ফেলিয়া চলিয়া গেল। তখন তাহারা পরস্পরে

কহিতে লাগিল, "ঔর বহুত গাড়ি যাওঙ্গে। উস্ বকৎ কোইকো বাৎ নহি শুনকে একদম কাঁচকো গাড়িকে ভিতর ঘুস যাঙ্গে।"

এদিকে ট্রেন ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া সাহেবগঞ্জে উপস্থিত হইল। অম্নি একজন বড় চাপরাসী হাঁকিতে লাগিল—"সাহেবগঞ্জ"—"সাহেবগঞ্জ"। "এ পূর্ণিয়া, কারাগোলা, দারজিলিং যানেওয়ালা, উতারো।" "সাহেবগঞ্জ" "সাহেবগঞ্জ"।

ইন্দ্র। বাঃ এ ষ্টেশনটি বড় সুন্দর! এ স্থানের নাম কি?

বরুণ। এ স্থানের নাম সাহেবগঞ্জ। এখানে রেলওয়ে কোম্পানির ডিষ্ট্রিক্ট অফিস আছে। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে এ স্থান বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। রেলওয়ে হওয়ার পর হইতে দিন দিন ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এখানকার রাস্তাঘাট বেশ পরিষ্কার ও প্রশস্ত। ষ্টেশনের বাহিরেই ইংরাজ মহল। ইংরাজ মহলে, রেলওয়ে গার্ডের্রা বাস করিয়া থাকে। ইংরাজ মহলটি দেখিতে বড় সুন্দর। এই সাহেবগঞ্জের পার্শ্বেই বিখ্যাত সিক্রিগলি। সিক্রিগলিতে হুমায়ুনের সহিত সেরসার একটি যুদ্ধ হইয়াছিলো। ঐ স্থানের কেল্লার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। সাহেবগঞ্জে অনেকগুলি বাঙ্গালী বাস করেন। তাঁহাদের স্বভাব সাধারণতঃ বড় মন্দ নহে। অনেক বাঙ্গালী বেশ্যাও এখানে আছে। অশুভক্ষণে চৌদ্দ আইন জারি হওয়ায় কলিকাতার যত বেশ্যা পালাইয়া আসিয়া চারিদিকে বিরাজ করিতেছে। সাহেবগঞ্জে অনেকগুলি মাড়োয়ারির বাস। তাহাদের উপাস্য দেবতা কৃষ্ণজীর একটি মন্দির আছে। তদ্ভিন্ন মহাবীর হনুমানেরও দুই একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে রেলওয়ে কোম্পানীর একটি হাসপাতাল ও একটি ডাক্তার আছেন।

ব্রহ্মা। বরুণ। সাহেবগঞ্জে ত অনেকক্ষণ গাড়ি থাকে।

বরুণ। এস্থানে সাহেবেরা খানা খেয়ে নেয়। সাহেবগঞ্জের পরপারে কারাগোলা। কারাগোলা দিয়া পূর্ণিয়া ও দারজিলিং যাইতে হয়। সাহেব-গঞ্জের ঘাটে ষ্টিমারে উঠিয়া দুই ঘণ্টায় কারাগোলায় পৌঁছান যায়। পরে তথা হইতে গরুর গাড়ির ডাকে পূর্ণিয়া ও দারজিলিং যাইতে হয়।

এই সময় "ভ্‌স্ট্যাং" শব্দে একটা হেঁচকা টান মারিয়া ট্রেন 'হুপাহুপ" শব্দে ছুটিতে ছুটিতে মহারাজপুর অতিক্রম করিয়া তিন পাহাড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। অম্নি চীৎকার শব্দে এক ব্যক্তি হাঁকিতে লাগিল—"তিন পাহাড়"

"তিন পাহাড়"। "এ রাজমহল যানেওয়ালা উতারো"। "তিন পাহাড়", "রাজমহল"।

ব্রহ্মা। বরুণ! এ ষ্টেশনের নাম কি?

বরুণ। এ স্থানের নাম তিন পাহাড়। তিন পাহাড় হইতে ব্রাঞ্চ রেলে রাজমহল যাওয়া যায়। বাঙ্গালা দেশে মোগল রাজত্বের সময়ে রাজমহল অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। আকবর বাদশাহের প্রধান সেনাপতি মানসিংহ এই নগর নির্ম্মাণ করেন এবং সুজার সময় ইহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়। এক সময় রাজমহল আয়তনে সৌন্দর্য্যে দিল্লীর সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল; মুসলমানেরা আকবর বাদশাহের সম্মানার্থ ঐ নগরকে আকবর নগর কহিত। এই রাজমহলেই ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার শেষ রাজা আকবরের সৈন্য কর্ত্তৃক পরাভূত ও নিহত হন। রাজমহলের উত্তর পশ্চিমে, যে স্থলে রাজমহল পাহাড় গঙ্গার তীরস্থ হইয়াছে, ঐ স্থানে বেলিয়াগড়ি নামক প্রসিদ্ধ দুর্গ ছিল। এই দুর্গটিকে লোকে বাঙ্গালার দ্বারস্বরূপ জ্ঞান করিত। রাজমহলের পাহাড়ে পাহাড়িয়া নামক এক আদিম জাতি বাস করে। অদ্যাপি রাজমহলে অনেক বাড়ী ও মস্‌জিদের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। রেলের রাস্তা প্রস্তুত হইবার সময় অনেক পুরাতন গৃহাদি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নবাব সিরাজদ্দৌলা পলাশীর সংগ্রামে পরাজিত হইয়া পাটনায় পলায়নকালে এই স্থানে উপস্থিত হইলে এক ফকির তাঁহাকে ধৃত করিয়া দেয়।

ইন্দ্র। রাজমহলে যাইলে হয় না?

বরুণ। রাজমহলে দেখিবার যোগ্য কিছুই নাই। ঐ স্থানে এসিষ্টাণ্ট কমিশনারের কাছারি, সামান্য একটি হাসপাতাল ও জেল আছে। সিংহদালান নামে একটি পুরাতন দালানের কতকগুলি কাল পাথরের পিলার অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। উহার মধ্যে অসভ্য সাঁওতালেরা সাক্ষ্য দিতে আসিয়া বাস করিয়া থাকে। দালানটি পঞ্চাশ ষাট হাত দীর্ঘ ও দশ বার হাত প্রশস্ত হইবে। উহার ছাদ খিলানের উপর ছিল। রাজমহলের বাজারে অনেকগুলি খাদ্য-দ্রব্যের দোকান আছে। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশ মুসলমান, অত্যল্পমাত্র হিন্দু। নবাব-দেলারি নামক স্থানেরও অদ্যাপি ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে জুমা মস্‌জিদ নামে একটি কাল পাথরের মস্‌জিদ আছে। ঐ মসজিদ পূর্ব্বে অনেক বহুমূল্য প্রস্তরাদি দ্বারা সুসজ্জিত ছিলো—এক্ষণে আর নাই। এক্ষণে মস্‌জিদ মধ্যে গো অশ্ব প্রভৃতি পশ্বাদি বাস করিয়া

থাকে। মস্‌জিদে পূর্ব্বে ফোয়ারা দ্বারা গঙ্গাজল আনান হইত। এক্ষণে ফোয়ারাটির চিহ্নমাত্র আছে। মস্‌জিদের সন্নিকটস্থ উচ্চভূমির উপর বেগম-দিগের বাসস্থান ছিল, এক্ষণে এ স্থানের ধ্বংসাবশেষের উপর লতা গুল্ম বিরাজ করিতেছে। উহার সন্নিকটে অনেকগুলি কবর আছে। এখানে বিষয়-কর্ম্মোপলক্ষে উনিশ কুড়ি জন বাঙ্গালী বাস করিয়া থাকেন। একটি মধ্য-শ্রেণীর বিদ্যালয় আছে। রাজমহলের তামাক বড় বিখ্যাত।

ট্রেন আবার ছাড়িল এবং হুপাহুপ শব্দে ধুম উদগার করিতে করিতে কয়েকটা ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া নলহাটিতে যাইয়া উপস্থিত হইলে এক ব্যক্তি "নলহাটি" "নলহাটি" "মুর্শিদাবাদ জানেওয়ালা উতারো" শব্দে চিৎকার করিতে লাগিল।

দেবগণ সেই শব্দ অনুসারে মোট মাটারি সহ নামিয়া গেটের নিকট উপস্থিত হইলেন। গেটের নিকট যাইয়া দেখেন টিকিট কালেক্টর একজন অসভ্য বিহারীকে লইয়া মহা বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন। তিনি টিকিট চাহিতেছেন, কিন্তু সে ব্যক্তি প্রাণান্তে দিতেছে না। বলিতেছেন—"টিকিট কেঁউ দেঙ্গে ? হাম কভি নেহি টিকিট দেঙ্গে। তোমহারা বিশোয়াস না হোয় তো হামার সাৎ চল, হাম যাঁহাসে লিয়া মোকাবেলা কর্ দে।"

টিকিট কালেক্টর দেখিলেন, এ ব্যক্তি সহজে টিকিট দিবে না ; অগত্যা "পুলিশ ম্যান", "পুলিশ ম্যান" শব্দে চীৎকার আরম্ভ করিলেন। তখন সে পরিধেয় বস্ত্রের এক প্রান্ত কোমর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া বত্রিশ বন্ধন মুক্ত করিয়া টিকিটখানি খুলিয়া বাহির করিল এবং টিকিট কালেক্টরের হাতে দিয়া চলিয়া গেল। দেবতারাও নিজ নিজ টিকিট দিয়া গেটের বাইরে যাইলেন এবং একটি দোকানে জলযোগ করিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। বরুণ কহিলেন, "অতি প্রত্যুষে এই গাড়ি আজিমগঞ্জে যাইয়া থাকে। আপাততঃ চল, আমরা গাড়ির একটি কামরাতে শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করি।"

এই কথায় সকলে সম্মত হইলে দেবগণ গাড়িতে উঠিয়া দেখেন—এক একটি ক্লাস যেন ঘোড় দৌড়ের মাঠ। তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে বসিবার জন্য কোন বেঞ্চি নাই। যাই হউক, তাঁহারা মেঝেতে শতরঞ্জি বিছাইয়া শয়ন করিলেন এবং জ্যোৎস্নার আলোকে এক একখানি গাড়িতে কতগুলি করিয়া আড়া মটকা লাগিয়াছে, হিসাব করিয়া দেখিতে লাগিলেন। অতি প্রত্যুষে বরুণ যাইয়া কয়েকখানি টিকিট খরিদ করিয়া আনিলেন। ক্রমে একখানি

কল আসিয়া গাড়িতে লাগিল। বরুণ কহিলেন, "সকলে পিতামহকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া বসিয়া থাক। কারণ, গাড়ি যাইবার সময় কখন নিম্নে নামিবে, কখন উর্দ্ধে উঠিবে; অতএব সেই সময় উনি না হঠাৎ পতিত হইয়া গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন।" এই কথায় সম্মত হইয়া দেবগণ পিতামহকে ধরিয়া বসিলেন। গাড়িও গজেন্দ্র গমনে "ঘ্যাঁচাৎ", "ঘ্যাঁচাৎ", "ঘ্যাঁচাৎ" শব্দ করিতে করিতে চলিতে আরম্ভ করিল। নারায়ণ হাস্য করিয়া কহিলেন, "বরুণ! এ গাড়ি ঘুঁটের জ্বালে চলে?"

কিছু দূরে যাইলে উপ কহিল, "রাজাকাকা, আমার বড় পেটের পীড়া হয়েছে। আর থাকতে পারচি নে।"

নারা। আস্তে আস্তে নেমে—পারিস্ তো ছুটে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে আয়। গাড়ি যেরূপ ধীরে ধীরে যাচ্ছে, আবার দৌড়ে এসে উঠতে পারবিনে?

বরুণ। না, ছেলেমানুষ যদি আবার উঠতে না পারে! তুই বাবা, একটু কষ্ট সহ্য ক'রে থাক। মধ্যে এক স্থানে মুখ হাত ধোবার জন্য গাড়ি থামাইয়া থাকে।

ক্রমে গাড়ি নির্ধারিত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন গার্ড চীৎকার স্বরে বলিতে লাগিল—"যাত্রিরা কেহ মুখ হাত ধুইবার ইচ্ছা করিলে নামিতে পার।"

উপ এবং আর কতকগুলি যাত্রী এই কথায় নামিয়া ছুটাছুটি করিয়া মুখ-হাত ধুইতে যাইল। কিয়ৎক্ষণ পরে গার্ড আবার কহিল, "শীঘ্র এস, গাড়ি ছাড়িবার সময় হইয়াছে।" তখন উপ এবং অপরাপর যাত্রীরা ছুটিয়া আসিয়া ট্রেনে উঠিলে ট্রেন আবার পূর্ব্বের ন্যায় শব্দ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল এবং যথাসময়ে আজিমগঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইল।

মুরশিদাবাদ

দেবগণ ট্রেন হইতে নামিয়া দেখেন—চমৎকার সহর। মালকোঁচা পরা মাড়োয়ারীরা লোটা হস্তে দাতন চিবাইতে চিবাইতে স্নানে বাহির হইয়াছে। নগরে নানাপ্রকার পণ্য দ্রব্যের দোকান রহিয়াছে। তাঁহারা ব্যাগ হস্তে যাইতে যাইতে এক স্থানে উপস্থিত হইলে নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ! সম্মুখে এ বাড়ীটি কাহার ?"

বরুণ। ধনপৎ সিং নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তির ; ইঁহার বিলক্ষণ ধন-সম্পত্তি আছে এবং ইঁহার যত্নে আজিমগঞ্জে পরেশনাথের একটি দেবালয় আছে। তদ্ভিন্ন ধনপৎ সিং নিজব্যয়ে এখানে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন। ঐ বিদ্যালয়ে গরীব ছাত্রদিগকে মাসিক পাঁচ টাকার হিসাবে বৃত্তি দিয়া বিদ্যা দান করা হইয়া থাকে। ইঁহার একান্ত ইচ্ছা কাপড়, তৈল, ময়দা প্রভৃতির কল চালাইয়া দেশে স্বাধীন ব্যবসা প্রচলিত করেন।

এখান হইতে সকলে ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইয়া দেখেন—ভাগীরথী যেন নগরের শোভা সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া নগরীকে দ্বিখণ্ডে বিভক্ত করিয়া কল কল শব্দে নৃত্য করিতে করিতে ছুটিতেছেন। দেবতারা ঘাটে উপস্থিত হইবামাত্র অনেকগুলি বাঙ্গাল মাঝি নিকটে ছুটিয়া আসিল এবং কহিল "আইসেন বাবু, আমার লায়ে আইসেন। ছয় আনা ভাড়া নিমু, বহরমপুরে চড়ায়ে লয়ে যাইমু ; কোন কষ্ট অইবে না।"

নারা। বরুণ! পরপারে দেখা যাইতেছে—ও স্থানের নাম কি ?

বরুণ। উহার নাম জিয়াগঞ্জ। আজিমগঞ্জ ও জিয়াগঞ্জে কেঁয়েরাই বাস করিয়া থাকে। উহারা সকলেই প্রায় সঙ্গতিশালী লোক এবং প্রত্যেকেরই গৃহে প্রায় একটি প্রস্তরের পরেশনাথ আছে।

দেবগণ ঘাটে স্নান সারিয়া খেয়ায় পার হইয়া পরপারে যাইয়া দেখেন দোকানে নানাপ্রকার উত্তম উত্তম খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় হইতেছে। তাঁহারা একটি দোকানে যাইয়া মনের সাধে এক পেট ছানাবড়া খাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। বরুণ কহিলেন, "এখানকার চেলির কাপড় বড় বিখ্যাত। চেলিতে হাতী, ঘোড়া, সেপাই প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তিগুলি সুন্দররূপে থাকে। ঐ বালুচরের চেলি কুৎসিতা স্ত্রীলোককেও পরাইলে সুন্দরী দেখায়।"

নারা। বরুণ! আমাকে কতকগুলা চেলি কিনে দেও। মর্ত্ত্যে তিন দিনের মিয়াদে আসিয়া যেরূপ কালবিলম্ব করিতেছি, আমার কপালে বিস্তর কষ্ট আছে। তবু চেলি টেলি দিয়াও যদি মন যোগাতে পারি।

বরুণ এ কথায় সম্মত হইয়া নারায়ণকে কতকগুলি চেলি খরিদ করিয়া দিলেন। দেবরাজও মহিষীর জন্য ও পুত্রবধূর জন্য কয়েকখানি লইলেন। পিতামহও একখানি কিনিলেন।

ইন্দ্র। ঠাকুরদা, ওখানি ঠানদিদিকে পরাবেন?

ব্রহ্মা। না ভাই; ভাবছি—সুরধুনী যে দিন স্বর্গে যাবেন, তাঁকে এই চেলিখানি পরিয়ে বরণ ক'রে ঘরে তুলবো।

বস্ত্রাদি খরিদ হইলে সকলে একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া মুরশিদাবাদ অভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে ইন্দ্র কহিলেন, "বরুণ, সম্মুখে ও সুন্দর বাড়ীটি কাহার?"

বরুণ। উহা লছমীপৎ সিং নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়ী। নগরের মধ্যে ইহার দুই একটি দেবালয় ও বিদ্যালয় আছে। বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে দুঃখী বালকদিগকে বিদ্যা দান করা হইয়া থাকে।

এখান হইতে কিছুদূরে যাইলে ইন্দ্র কহিলেন, "বরুণ, এমন সহর ত দেখি নাই! ইহার বাজার, হাট, অট্টালিকাদি গণিয়া সংখ্যা করা যাইতেছে না। ভাল—সম্মুখে যে প্রকাণ্ড সেকেলে ধরনের বাড়ীটি দেখা যাচ্ছে এ বাটী কাহার? এবং এ স্থানের নাম কি?"

বরুণ। এ স্থানের নাম মহিমাপুর। যে বাড়ীটা দেখিতেছ, উহা মুরশিদাবাদের শেঠেদের। এক সময় শেঠেরাই এদেশের মধ্যে প্রধান ধনী ছিল। এই বংশীয় জগৎশেঠ কথায় কথায় লক্ষ লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিতে পারিতেন।

ইন্দ্র। জগৎশেঠ কে?

বরুণ। ভারতের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রধান বণিক্ ছিলেন। নবাব সিরাজ-উদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার যে ষড়যন্ত্র হয়, মহাত্মা জগৎশেঠই তাহার প্রধান উদ্যোগী। এই ষড়যন্ত্রের গুণে সুবিস্তৃত ভারতসাম্রাজ্য ইংরাজহস্তে অর্পিত হইয়াছিল। পরিশেষে ইংরেজ-বন্ধু জগৎশেঠকে নবাব মিরকাশিম মুঙ্গেরের গঙ্গায় জলমগ্ন করিয়া হত্যা করেন। অদ্যাপি তাঁহার বংশাবলী এই বাড়ীতে বাস করিতেছেন। বিষয়-বিভব আর তাদৃশ নাই।

ক্রমে দেবগণের গাড়ী নসীপুরের রাজবাটীর নিকট দিয়া নবাবের চকের মধ্যে প্রবেশ করিল। স্থানটির সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পিতামহ কহিলেন, "বরুণ! এ নগর নির্ম্মাণ করে কে?"

বরুণ। অনেকে বলে—আকবর বাদশা এই নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আইনি আকবরি নামক মুসলমান গ্রন্থে তাহার কোন উল্লেখ নাই; ফলতঃ সতেরশ' চার খৃঃ অব্দে মুরশিদকুলি খাঁ নামক একজন নবাব এই নগর নির্ম্মাণ করিয়া আপনার নামানুসারে ইহার নাম মুরশিদাবাদ রাখেন।

এই সময় তাঁহাদের গাড়ী নবাবের নূতন বাড়ীর নিকট গিয়া থামিল। তাঁহারা গাড়ী হইতে নামিয়া সবিস্ময়ে উপর দিকে চাহিতে লাগিলেন। তাঁহাদের চাউনি দেখিয়া যেন প্রাসাদোপরিস্থ নীল, লাল, কাল বর্ণের পতাকা সকল বায়ুভরে চটাচট শব্দ করিতে আরম্ভ করিল।

বরুণ। দেখুন পিতামহ! এই বাড়ীটি দীর্ঘে চারশ পঁচিশ ফিট, প্রস্থে দুইশত ফিট এবং উচ্চে প্রায় চল্লিশ ফিট হইবে। ইহা নির্ম্মাণ করিতে বিলক্ষণ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। বাড়ীর প্রত্যেক গৃহ নানাপ্রকার দ্রব্য সামগ্রী দ্বারা সুসজ্জিত করা আছে। মধ্যস্থলে ঐ যে একটি গম্বুজের আকৃতি দেখিতেছেন, ঐ স্থানে একশ পঞ্চাশ ডালের একটি অতি উৎকৃষ্ট ঝাড় ঝুলান আছে। ঝাড়টী মহারাণী ভারতেশ্বরী নবাবকে উপঢৌকন দিয়াছিলেন। ঐ বাড়ীতে হাতীর দাঁতের কারুকার্য্য করা একখানি নবাবের সিংহাসন আছে।

ইন্দ্র। নবাবের অন্দর মহল কি এই বাড়ীর মধ্যে?

বরুণ। না, ঐ যে দূরে জেলখানার ন্যায় বহুদূর বিস্তৃত প্রাচীর দেখিতেছ, ঐ নবাবের অন্দর মহল। অন্দর মহলের প্রথম প্রবেশদ্বারে যমদূতাকৃতি খোজারা পাহারা দেয়। তৎপরে ভেতর দ্বারে ভৈরবী-আকৃতি স্ত্রীলোকেরা পাহারা দিয়া থাকে। অন্দরে হাকিম, কবিরাজ—কাহারও যাইবার আজ্ঞা নাই।

এই সময় নবাব-বাড়ীর সন্নিকটে নহবৎ বাজিতে লাগিল। নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ! এ নহবৎ কোথায় বাজছে?"

বরুণ। এমাম বাড়ীতে। ঐ স্থানে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে, প্রাতঃকালে এবং দুই প্রহরের সময় নহবৎ বাজিয়া থাকে।

এই সময় "গুবুৎ" শব্দে একটা তোপ হইল। হঠাৎ তোপধ্বনি হইবামাত্র দেবগণ চমকাইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের বুক দুপ দুপ করিতে লাগিল। ক্রমে গুবুৎ গুবুৎ শব্দে কতকগুলো তোপ হইয়া গেল।

নারা। বরুণ! এরূপ কামানের শব্দ ক'র্‌ছে কেন?

বরুণ। বোধ করি, নবাব মফঃস্বলে গিয়াছিলেন—প্রত্যাগমন করিয়াছেন, তাই তাঁর সম্মানার্থে তোপ হইতেছে।

ইন্দ্র। মফঃস্বল হইতে প্রত্যাগমন করিলে তোপ হয়?

বরুণ। হ্যাঁ, নবাব মফঃস্বল যাইলে, কি প্রত্যাগমন করিলে, কি তাঁহার সন্তান জন্মিলে, কিংবা কোন পর্ব্বদিন উপস্থিত হইলে তোপধ্বনি হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন প্রত্যহ রাত্রি দশটা এবং চারিটার সময় তোপ দাগা হয়।

ইন্দ্র। দেখ বরুণ, রাজা কোন স্থানে যাইলে কিংবা প্রত্যাগমন করিলে অথবা তাঁহার সন্তান জন্মিলে তোপের দ্বারা সাধারণকে জ্ঞাত করানর উপায়টি মন্দ নহে। আমি ইচ্ছা করিতেছি স্বর্গে গিয়াই কামান পাতিব। কারণ কোনও রাজা বিদেশ হইতে দেশে আসিলে প্রজারা পাঁচ সাতদিন পর্য্যন্ত জানতে পারে না। কিন্তু দুই চারি বার কামানের শব্দ ক'র্‌লে সকলেই জানতে পারে যে রাজা দেশে এলেন। বরুণ! নবাববাড়ীর কামানগুলোর আকৃতি আমাকে দেখাতে পার?

"চল" বলিয়া তাঁহাদিগকে নবাবের বাড়ীর সম্মুখে লইয়া যাইয়া দেখাইতে লাগিলেন। দেবরাজ অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিয়া কহিলেন, "কামানটি প্রায় দশ হাত হইবে।"

উপ। রাজা কাকা, কামানদাগা অপেক্ষা বজ্রাঘাত ক'র্‌লে ত চ'ল্‌তে পারবে।

এখান হইতে সকলে একস্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলে ইন্দ্র কহিলেন, বরুণ! দেখা যাচ্চে—ওটা কি?"

বরুণ। নবাবের এমাম বাড়ী। হুগলীতে একটি এমাম বাড়ী আছে, তদপেক্ষা এ এমাম বাড়ীটি বৃহৎ। এখানে মুসলমানেরা উপাসনাদি করিয়া থাকে। এমাম বাড়ীর ওদিকে দুই তিনটি পিতলের কামান আছে। মুসলমানদিগের কোন পর্ব্বোপলক্ষে এ বাড়ীতে এমন ভিড় হয় যে বাবু প্রবেশের পথ থাকে না। মহরমের সময় এই স্থানে অতিরিক্ত জাঁক জমক হইয়া থাকে।

ইন্দ্র। ওদিকে দেখা যাচ্চে—ও বাড়ীটি কি?

বরুণ। নিজামত স্কুল এবং নিজামত কলেজ। নিজামত স্কুলে বিনা বেতনে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। নিজামত কলেজে শুদ্ধ নবাবপুত্রেরা বিদ্যাভ্যাস করেন।

নারা। নবাব পুত্রগণের জন্য একটি কলেজের ব্যয় বহন করেন ?

বরুণ। নবাবের পুত্রগণ যে তোমার যদুবংশ। সেই বংশাবলির পাঠ করিবার স্থান কলেজে সংকুলান হয় না। তোমার একশ আটটি মহিষী আছেন —ইঁহার যে কত একশ আটটি আছেন গণিয়া সংখ্যা করা যায় না!

ব্রহ্মা। নবাবের বৃহৎ সংসার কি উপায়ে চলে ?

বরুণ। ইনি গভর্ণমেণ্ট হইতে কয়েক লক্ষ টাকা পেন্সন পান।

ব্রহ্মা। পেন্সন কি ?

বরুণ। ইংরাজরাজ কোন উচ্চ বংশের বংশাবলির অবস্থা মন্দ হইলে অনুগ্রহস্বরূপ কিছু কিছু টাকা দেন, তাহাকেই পেন্সেন কহে।

ইহার পর দেবতারা গঙ্গাতীরে যাইয়া দেখেন—জলে অনেকগুলি ছিপ, ভাউলে, পান্সি ইত্যাদি নবাবের নৌকা সকল ভাসিতেছে।

ব্রহ্মা। বরুণ! পরপারে দেখা যাচ্ছে—ওসব কি ?

"ঐ স্থানে কয়েকটি কবর ও কুসারবাগ নামক একটি বাগান আছে।" বলিয়া বরুণ তাঁহাদিগকে খেয়ায় পার করিয়া কুসারবাগ দেখাইতে চলিলেন, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "পিতামহ! নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর কবর দেখুন।"

ব্রহ্মা। এ নবাব কেমন ছিলেন ?

বরুণ। ইনি অসাধারণ বীর, কার্য্যকুশল ও বিচক্ষণ ছিলেন। আবশ্যকমত সময়ে সময়ে কপটতাচরণ করিতেও সঙ্কুচিত হইতেন না। ইঁহার পুত্র-সন্তান ছিল না, তিনটি মাত্র কন্যা ছিল। তন্মধ্যে কনিষ্ঠ জামাতা জৈনদ্দীনের পুত্র সিরাজউদ্দৌলাকে দত্তক পুত্র-রূপে গ্রহণ করেন।

নারদ। বরুণ! নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর কবরের সন্নিকটে শ্বেত পাথরে নির্ম্মিত ঐ যে বৃহদাকার কবর দেখা যাচ্ছে, উহা কাহার ?

বরুণ। ঐ কবরে নবাব সিরাজউদ্দৌলা চিরনিদ্রায় অবিভূত আছেন।

ইন্দ্র। ইনি কেমন নবাব ছিলেন ?

বরুণ। ইনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতি ছিলেন ; জগতে যত প্রকার নিষ্ঠুর কার্য্য আছে, তাহা করিয়াছিলেন।*

ইহার পর তাঁহারা কলেজ ও আদালত সকল দেখিয়া এক স্থানে উপস্থিত

*এ সম্বন্ধে এক্ষণে ভিন্ন মত দৃষ্ট হইয়া থাকে।—সম্পাদক

হইয়া দেখেন—একটি বাবু অপর একটি বাবুর সহিত গল্প করিতে করিতে আসিতেছেন, বাবুটি কহিতেছেন, "সংস্কৃত ভাষার মত ভাষা আর দ্বিতীয় নাই। ইহার এক একখানি গ্রন্থে এত মধুর রস ও মধুর ভাব যে, শত শত বার পাঠ করিয়াও তৃপ্তিলাভ হয় না।"

ইহার পর দেবগণ খাগড়ার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দেখেন—ঘাটে অনেকগুলি মুসলমান ও মুসলমান রমণী স্নান করিতেছেন। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ গঙ্গামৃত্তিকা দিয়া চুল পরিষ্কার করিতেছেন, কেহ কেহ তৃণাদি দ্বারা গাত্রালঙ্কারগুলি মাজিতেছেন। ধনী লোকের বাড়ীর বাঁকীরা আসিয়া বাঁকে করিয়া পানীয় জল তুলিয়া লইয়া যাইতেছে। এবং পাচক ব্রাহ্মণেরা দলে দলে আসিয়া পাত্রের কালী ধৌত করিতেছে। তাঁহারা দেখিতে দেখিতে নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি বাড়ীতে বাসা করিলেন। সকলে দেখেন—নগরের অধিকাংশ অট্টালিকার আর পূর্ব্বের ন্যায় শ্রী-সৌন্দর্য্য নাই। কোন বাটীর গাত্রে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অশ্বত্থাদি বৃক্ষ সকল শাখা প্রশাখা বাহির করিয়া বিরাজ করিতেছে। তাহাদের শিকড়গুলি অট্টালিকার অর্দ্ধেক আন্দাজ প্রাচীর দখল করিয়া ফেলিয়াছে, এবং রীতিমত প্রবেশ পথ না পাওয়ায় কোন কোন স্থান ফাটাইয়া তন্মধ্যে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিবার চেষ্টা পাইতেছে। সহরস্থ পুষ্করিণীগুলির অবস্থা তদ্রূপ। জল যেমন অপরিষ্কার, তেমনি তীর সকল বনজঙ্গলে আবৃত।

বরুণ। দেখুন পিতামহ, যখন মুরশিদাবাদের অবস্থা ভাল ছিল, তখন এই সমস্ত অট্টালিকা ও পুষ্করিণীর সৌন্দর্য্যের পরিসীমা ছিল না। লক্ষ্মী মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া যেমন প্রস্থান করিলেন, অমনি নগরের সৌন্দর্য্যও দিন দিন হ্রাস পাইতে আরম্ভ হইল। বোধ হয় আর কিছু দিন পরে মুরশিদাবাদ বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া হিংস্র জন্তুর আবাসভূমি হইবে।

ব্রহ্মা। কলিতে নগর বন এবং বন নগর হইবে, ইহা কি জান না?

বরুণ। আজ্ঞে, জানাজানি কি! জামালপুর ও সাহেবগঞ্জ এ বিষয়ের সাক্ষ্য দিতেছে!

আহারাদি করিয়া দেবতারা খাগড়ার বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দেখেন—অসংখ্য দোকানে নানাপ্রকার দ্রব্যাদি বিক্রয় হইতেছে। বরুণ কহিলেন, "খাগড়ার বাসন বড় বিখ্যাত, এখানকার পানের ডিপে, জল খাবার গ্লাস ও ঘটীর যেমন সুন্দর গঠন, তেমনি উৎকৃষ্ট রৌপ্যের ন্যায় বর্ণ।

নারা। আমাকে কিছু কিনে দেও।

ব্রহ্মা। না, তোমাকে কিনে দিয়ে কি হবে? তুমি কি যত্ন ক'রে রাখতে জান? এখান হ'তে নিয়ে গিয়ে হয় ত নলহাটিতে ফেলে দিয়ে যাবে। তার পর কলিকাতায় গিয়ে তোমার স্মরণ হবে।

নারা। না, এবার বুকে ক'রে রাখবো।

দেবগণ বাসনাদি খরিদ করিয়া যখন দোকান হইতে বাহির হইতেছেন, উপ একটি সাহেবকে রাস্তা দিয়া যাইতে দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া "গুড্ মর্ণিং সার্" বলিয়া সেলাম করিল। সাহেবও "গুড মর্ণিং" বলিয়া তাহার সেলাম প্রত্যর্পণ করিলেন। পিতামহ দেখিয়া অবাক্! মনে করিলেন—উপ বড় কম লোক নয়, উহার সাহেব সুবোর সহিত ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা কহিবার বেশ ক্ষমতা আছে। তিনি দেবরাজকে গা টিপিয়া দেখাইয়া কহিলেন,—"ইন্দ্র! দেখ, উপ কেমন ইংরাজীতে কথা ব'ল্‌তে পারে; এমন ছেলের চাকরী হ'চ্ছে না।"

নারা। বরুণ! বাজারে এত মিষ্টান্নের দোকান দেখা যাইতেছে, এখানকার খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে ভাল কি?

বরুণ। খাগড়ার মুড়কী বড় বিখ্যাত।

দেবগণ ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হওয়ায় একটি ময়রার দোকানের নিকট উপবেশন করিলেন। এই সময় দোকানী নিজের চার পাঁচ বৎসরের একটি শিশু সন্তানকে দোকান রক্ষার ভার দিয়া বাটীর মধ্যে আহার করিতেছিল। একজন জুয়াচোর অবসর বুঝিয়া দোকানে প্রবেশ করিয়া টপ্ টপ্ করিয়া রসগোল্লা খাইতে আরম্ভ করিল। তখন বালক চীৎকার করিয়া কহিল, "বাবা, খাচ্চে!"

পিতা কহিল, "কে"?

জুয়াচোর কহিল, "বল বোল্‌তা!"

বালক কহিল, "বোল্‌তা।"

পিতা মনে মনে ভাবিল "বোল্‌তায় আর কত খাইবে"; অতএব কহিল "থাক্, থাক্।"

এদিকে জুয়াচোর রসগোল্লাগুলি খাইয়া প্রস্থান করিলে দোকানী আহার শেষ করিয়া আসিয়া পুত্রকে কহিল, "রসগোল্লাগুলো কি হ'ল রে?"

পুত্র। বোল্‌তায় খেয়ে গিয়েছে।

পিতা। বোল্‌তায় কি এত রসগোল্লা খেতে পারে ?

পুত্র। বোল্‌তা যে মানুষ।

দোকানী বুঝিল—জুয়াচোরে জুয়াচুরী করিয়াছে। দেবগণও জুয়াচোরের উপস্থিত বুদ্ধি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

এখান হইতে সকলে বহরমপুরের সৈন্যশালার নিকট উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "নারায়ণ ! চেয়ে দেখ—সেপাইগণ মিলিটারি ড্রেসে সুসজ্জিত হইয়া প্যারেড্ শিক্ষা করিতেছে।"

নারা। বরুণ ! বাঙালীদিগের মিলিটারী ড্রেস আছে ?

বরুণ। আছে।

নারা। সে ড্রেস তাহারা কখন পরিধান করে ? আর ড্রেসই বা কিরূপ ?

বরুণ। বাজার হইতে বেলা দুই প্রহরের সময় ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে প্রত্যাগমন করিয়া মাথায় গামছা বাঁধা, সম্মুখে তেলের বাটী, হাতে হুঁকা-কল্কে লইয়া যখন কোন কারণবশতঃ গৃহিণী কি বালক বালিকাগণ অথবা কৃষাণের উপর গালি বর্ষণ করিতে থাকেন, সেই প্রকৃত যুদ্ধের সময়, এবং সেই সাজই প্রকৃত মিলিটারি সাজ।

ব্রহ্মা। বরুণ ! সংস্কৃত ভাষার প্রশংসা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন, ও বাবুটি কে ? উঁহার মুখে সংস্কৃত ভাষার প্রশংসা শুনিয়া আমার কিছু বিস্ময় জন্মিয়াছে।

বরুণ। ইঁহার নাম রামদাস সেন। ইনি বহরমপুরের একজন জমিদার। ইনি সর্বক্ষণ সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা করিতেই ভালবাসেন। ঐ বিষয়েই অনুরক্ত আছেন, তজ্জন্যই ইঁহার মুখে সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রশংসা শুনিলেন।

ব্রহ্মা। এই মহাপুরুষের বিষয় আমাকে সংক্ষেপে বল।

বরুণ। ইনি দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত সেন মহাশয়ের পৌত্র এবং লালমোহন সেন মহাশয়ের পুত্র। ১৭৬৭ শকে বহরমপুরে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি এই স্থানের কলেজেই বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি সংবাদপত্রে পদ্য ও গদ্য প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। ঐ সমস্ত প্রবন্ধ পরে পুস্তকাকারে প্রচারিত হয়। "বঙ্গদর্শন" নামক একখানি মাসিকপত্র প্রচার হইতে আরম্ভ হইলে ইনি সেই পত্রে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিবৃত্ত, শিল্প, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মঘটিত প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। তৎপরে "ঐতিহাসিক রহস্য" নাম দিয়া ঐ সমস্ত প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহার "ঐতিহাসিক"

গ্রন্থ ভারতবর্ষ, ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে আদর প্রাপ্ত হইয়াছে। ইনি ভারতবর্ষের বহু প্রাচীন বৃত্তান্ত, অনেক দুষ্প্রাপ্য ও পালি গ্রন্থ এবং তাম্রশাসনাদি হইতে অনেক কষ্টে সংগ্রহ করিয়াছেন। ইনি বহরমপুরের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং মিউনিসিপ্যাল, রেভিনেস্. বিদ্যালয় প্রভৃতি কমিটির এবং চিকিৎসালয়ের সভ্য। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা ও লণ্ডন প্রভৃতি স্থানের অনেক সভার সভ্যপদে নিযুক্ত আছেন। ইনি ভট্ট মোক্ষমূলার, বুলার প্রভৃতি ভাষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতদিগের নিকট পত্র লিখিয়া প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে মতামত আনিয়া থাকেন।

এখান হইতে কিছুদূরে যাইলে একখানি চাকার উপর আরোহণ করিয়া অতি দ্রুতবেগে এক ব্যক্তি দেবগণের কানের কাছে ভোঁ শব্দ করিয়া চলিয়া যাইলে তাঁহারা পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিলেন—এই কলই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। দানা চাই না, ঘাস চাই না, ক্যোচম্যান চাই না. অথচ পৃষ্ঠে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে।

ব্রহ্মা। আচমকা যাচ্ছি, এমন সময় চাকাখানা আমার কানের কাছ দিয়া "ভোঁ" শব্দে ছুটে যাওয়াতে বুকটা দুপ্ দুপ্ ক'র্‌চে। কত রকম কলই ক'রেছে, য়্যাঁ!

তাঁহারা নগরের শোভা দর্শন করিতে করিতে এক স্থানে একটি প্রাসাদ-তুল্য অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

ব্রহ্মা। বরুণ! এ বাড়ীটি কি কোন নবাব ওমরাহের?

বরুণ। আজ্ঞে, এ স্থানের নাম কাসিমবাজার। মহারাণী স্বর্ণময়ী নামে এক বিধবা রমণী এই বাড়ীর অধীশ্বরী।* স্বর্ণময়ী সংস্কৃত, বাঙ্গালা, পারসী, আরবী কোন ভাষায় সুশিক্ষিত নহেন। কিন্তু তিনি এমন বিষয়ের শিক্ষা লাভ করিয়াছেন যে, দুঃখী ব্যক্তির দুঃখ দেখিলে কাঁদিয়া ফেলেন। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির ক্ষুধা দেখিলে অস্থির হন। বস্ত্রহীনকে বস্ত্র প্রদান—গৃহিণীকে গৃহ প্রদান—ইঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম। ইঁহার কৃপা সকলের উপরেই সমান। ইনি দুঃখী বালককে পাঠের খরচ প্রদান করেন। গ্রন্থকারকে অর্থ সাহায্য করিয়া গ্রন্থ প্রচারে উৎসাহ দেন। নিরাশ্রয় রোগী ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়া চিকিৎসা করান। ইনি নিজচক্ষে সাধারণ লোককে নিজের পরিবারের ন্যায় দেখেন। কোন দিন মহারাণীর কোন না কোন সৎকার্য্য না দেখিয়া সূর্য্যদেব অস্তগামী হন না।

*এক্ষণে ইহা মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর।—সম্পাদক।

ইনি রমণীরত্ন। বঙ্গদেশ ইঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া ধন্য এবং বাঙ্গালীরাও ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়াছেন। রাণী অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াও সুখী নহেন। বিধাতা আজীবন ইঁহাকে বোধ হয় রোদন করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। শোক তাপ অসহ্য হওয়াতে পরিশেষে রাজ্ঞী ঈশ্বরের উপাসনা ও সৎকার্য্যে দান ধ্যানে অনুরক্ত থাকিয়া কষ্টে দিন যাপন করিতেছেন।

দেবগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই স্থানে বসিলেন। পিতামহ একবার বাড়ীখানির প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "বরুণ, মহারাণীর জীবনবৃত্তান্ত আমাকে সংক্ষেপে বল।"

বরুণ। মহারাণী স্বর্ণময়ী বাঙ্গালা ১২৩৪ সালে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ভাঁটাকুল নামক পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১২৪৫ সালের বৈশাখ মাসে রাজা কৃষ্ণনাথের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইংরাজী ১৮৪৬ সালের অক্টোবর মাসে রাজা নিজ হস্তে গুলি করিয়া আত্মহত্যা করেন। মৃত্যুকালে তিনি সমস্ত বিষয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নামে উইল করিয়া যান, এজন্য রাণীকে সুপ্রিমকোর্টে ঐ কোম্পানীর নামে অভিযোগ করিতে হইয়াছিল। বিচারে স্থিরীকৃত হয়, রাজা যে সময় উইল করেন, তখন মতের স্থিরতা ছিল না, অতএব উইল নামঞ্জুর। এই জয়লাভ করিয়া রাণী অতুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারিণী হইলেন। ইঁহার লক্ষ্মী ও সরস্বতী নামে দুই কন্যা ভিন্ন আর পুত্রসন্তান জন্মে নাই। রাণীর দুই কন্যা লক্ষ্মী ও সরস্বতী মাতাকে কাঁদাইয়া পলাইয়াছেন। কিন্তু সুশীলা রাণী সমস্ত শোক পরিত্যাগ করিয়া দান ধ্যানে রত হইয়াছেন। সাধারণের উপকারার্থ অর্থব্যয় করিতেছেন। বঙ্গদেশে কেহই ইঁহার মত দানশীল নাই। রাণী ১৮৪৭ অব্দে যখন বিষয় প্রাপ্ত হন, তখন অনেক টাকা ঋণ ছিল; কিন্তু সুদক্ষ দেওয়ানের তত্ত্বাবধানে অচিরাৎ সমস্ত ঋণ পরিশোধ হইয়া বিষয় বৃদ্ধি হইয়াছে। রাণীর নিকট জাতি কিংবা বর্ণভেদ নাই। ইনি সকলকেই সমান চক্ষে দেখেন। ইঁহার দান দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্ট ১৪৭১ অব্দের আগস্ট মাসে মহারাণী উপাধি প্রদান করেন। ঐ বৎসর এই রাজবাটীতে একটি দরবার করিয়া ইঁহাকে একখানি সনন্দ দেওয়া হয়। দরবার হলে রাজসাহীর কমিশনার ই, ডবলু, মনোনি সাহেব উপস্থিত ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট রাণীকে মহারাণী উপাধি দিয়াও তৃপ্ত হইতে পারেন নাই, সুতরাং ১৮৭৮ অব্দের জানুয়ারী মাসে ইঁহাকে "ইমপিরিয়েল অর্ডার অব্ দি ক্রাউন" উপাধি প্রদান করেন। ঐ সনের ১৩ই

আগস্ট এই রাজবাটীতে আর একটি দরবার হয়। তাহাতে প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনর এফ, বি, পিকক সাহেব ছোট লাটের প্রতিনিধি হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং রাণীর কতকগুলি দানের উল্লেখ করিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মা। বরুণ। রাণীর দানের কথা শুনিয়া আমার মনে বড় আনন্দ উপস্থিত হইতেছে। তুমি রাণীর কতকগুলি সৎকার্য্যে দানের উল্লেখ কর।

বরুণ। পিকক সাহেব যে সমস্ত দানের উল্লেখ করেন, আমার তাহা অনেকটা স্মরণ আছে। আমি আপনার নিকটে তৎসমুদায়ের পুনরুল্লেখ করিতেছি শ্রবণ করুন। এই রাণী ১৮৭১।৭২ সালে চট্টগ্রামের সেলার হোম নির্ম্মাণার্থ তিন হাজার টাকা, মেদিনীপুর হাইস্কুলে হাজার টাকা, কলিকাতা চাঁদনী হাসপাতালে হাজার টাকা, যশোহরের ভৈরবনদের সংস্কারার্থে হাজার টাকা এবং মুরশিদাবাদের দীনদুঃখীদিগের সাহায্যার্থে হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। তৎপরে ১৮৭২।৭৩ সালে বেথুন স্ত্রী বিদ্যালয়ে ১৫ শত টাকা, বগুড়া ইনষ্টিটিউসনে পাঁচ শত টাকা, নেটিভ হাসপাতালে আট হাজার টাকা, ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থে ১৫ শত টাকা এবং বহরমগঞ্জের রাস্তা নির্ম্মাণার্থে হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। ১৮৭৪।৭৫ সালে এক লক্ষ দশ হাজার টাকা, মুরশিদাবাদ, দানাপুর, পাবনা, ২৪ পরগণা, নদীয়া এবং বর্দ্ধমানের অন্নকষ্টগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের জন্য দান করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন বহরমপুর কলেজে হাজার টাকা, রাজসাহী মাদ্রাসায় পাঁচ হাজার টাকা, কটক কলেজে দুই হাজার টাকা, গারোহিল ডিস্পেনসারিতে পাঁচ শত টাকা দান করেন। ১৮৭৬।৭৭ সালে মিস্ মিলম্যাস প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা স্ত্রী বিদ্যালয়ে দশ হাজার টাকা, আলিগড় কালেজে এক হাজার টাকা, রঙ্গপুর হাইস্কুলে চারি হাজার টাকা, কলিকাতা জিওলজিকেল গার্ডেনে ১৪ হাজার টাকা, কলিকাতা দুর্ভিক্ষ নিবারণ সভায় আট হাজার টাকা, বাখরগঞ্জে মহা-ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থে তিন হাজার টাকা দান করেন। ঐ বৎসর ১১ হাজার এক শত একুশ টাকার বস্ত্র খরিদ করিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে দান করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন পাঁচ শত টাকা জঙ্গিপুর ডিস্পেন্সসরিতে, দশ হাজার টাকা মাদ্রাজ ফ্যামিন রিলিফ ফণ্ডে, এক হাজার টাকা টেমপাস নেটিভ এসাইলমে, পাঁচশত টাকা হাবড়া ডিস্পেন্সরিতে, তিন হাজার টাকা কলিকাতা ওরিএন্টেল সেমিনারিতে, এক হাজার টাকা নবদ্বীপ

ও বাঁকুড়ার অগ্নিদাহে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থে, পাঁচ শত টাকা কলিকাতা ডিষ্ট্রিক্ট চেরিটেবল সোসাইটিতে, হাজার টাকা ম্যাকডনেও ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসনে, এবং প্রায় দুই লক্ষ টাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানে ব্যয় করেন। ইঁহার মুরশিদাবাদ, পাবনা, দিনাজপুর, মালদহ, রঙ্গপুর, বগুড়া প্রভৃতি জেলায় বিষয় থাকায় এবং কলিকাতায় অনেক ভাড়াটে বাড়ী থাকায় ঐ সমস্ত স্থানের দরিদ্রগণের অবস্থা সহজেই জানিতে পারেন।

ইন্দ্র। বরুণ। তুমি রাণীর সুদক্ষ দেওয়ানের বিষয় কিছু বল।

বরুণ। ইঁহার দেওয়ানের নাম রায় রাজীবলোচন রায়বাহাদুর। ইনি জাতিতে কায়স্থ, ঢাকা জেলার অন্তর্গত তিল্লিগ্রামে ইঁহার পৈতৃক বাস। ইঁহারা উপাধিতে দত্ত। নবাব সরকারে কর্ম্ম করায় রায় উপ'ধি প্রাপ্ত হন। তিল্লির রায়েরা সম্ভ্রান্ত পরিবার। ইঁহার পিতার নাম রামলোচন রায়। রাজীবলোচন বাল্যকালে কলিকাতা মাদ্রাসায় পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন। পাঠ সমাপনান্তে মুরশিদাবাদের ফৌজদারী আফিসে একটি কর্ম্ম হয়। ইহার পর মহারাজ কৃষ্ণনাথ রায় ইঁহাকে রঙ্গপুরের মোক্তার নিযুক্ত করেন। কয়েক বৎসর মোক্তারি করার পর তুষভাণ্ডারের ভূম্যধিকারী রায় রমণীমোহন রায়-চৌধুরীর সম্পত্তির ম্যানেজার হন। মহারাণী স্বর্ণময়ীর স্বামী রাজা কৃষ্ণনাথ রায়ের মৃত্যু হইলে স্বর্ণময়ী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা করেন, তাহা রাজীবলোচন চালাইবার ভার পান ও মোকদ্দমায় জয়লাভ করেন। এবার তদবধি রাণীর দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট ইঁহার কার্যকলাপ দৃষ্টে সন্তুষ্ট হইয়া রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। ১২৮৮ সালে ৯ই আশ্বিন ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার দান-দক্ষিণাও বিলক্ষণ ছিল। মৃত্যুকালে যে উইল করেন, তাহাতে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে মাসিক ৫০ টাকার বৃত্তি স্থাপনের জন্য ১৫ হাজার টাকা ও বহরমপুর কলেজে নিজ নামে ৫ টাকার একটি বৃত্তি স্থাপনের জন্য ১৫ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। ইনি নিঃসন্তান ছিলেন; ৭৪ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।

রাজীবলোচন একজন সুশিক্ষিত, দয়ালু ও সরলহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহার তুল্য সুবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি অতিশয় বিজ্ঞ ও বিবেচক, ইঁহার চক্ষু সতত পরের দুঃখের দিকে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং অন্তঃকরণ পরের কষ্টেই যেন রোদন করিত। কেবল পরদুঃখের কথা লইয়া ইঁহার আন্দোলন ছিল। রাণী অন্দরে থাকেন, দেওয়ান কোন্ স্থানে

কোন্ দরিদ্রে রোদন করিতেছে, তৎসমাচার রাণীকে আনিয়া দিতেন। ইহা কর্ত্তৃক রাণীর বিষয়ের সুবন্দোবস্ত এবং রাণীকে সৎকার্যে দান ধ্যান করাইতে দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৭১ সালে রাণীকে মহারাণী উপাধি প্রদান-সময়ে ইহাকে রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মা। বরুণ! এই রাজবংশের আদি পুরুষ কে? এবং তিনি কি উপায়ে এই অতুল ঐশ্বর্য লাভ করিলেন, তদ্বিবরণ বল।

বরুণ। বাবু কৃষ্ণকান্ত নন্দী ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ সাহেবের কৃপায় এই অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হন। সে সময় নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্ত্তৃক কলিকাতায় অন্ধকূপ হত্যা নামক ভয়ানক কাণ্ডের অভিনয় হয়, সেই সময় হেষ্টিংস্ সাহেব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাসিমবাজারস্থ রেশমের কুঠির রেসিডেণ্ট ছিলেন। নবাব ইংরেজ জাতির উপর ক্রোধান্ধ হইয়া কলিকাতা গমনের পূর্ব্বে এ স্থানের কুঠি লুণ্ঠন করেন এবং হেষ্টিংস্ প্রভৃতি কয়েকজন ইংরাজকে বন্দী করিয়া রাখেন। হেষ্টিংস্ সাহেব কোন প্রকারে পলাইয়া কৃষ্ণকান্ত নন্দীর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তিনি স্বগৃহে লুকাইয়া রাখিয়া তাঁহার জীবন দান করিয়াছিলেন। ইহার পর হেষ্টিংস্ সাহেব যখন বাঙ্গলার গবর্ণর জেনেরেল হইয়া আসেন, তখন কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কৃষ্ণকান্ত বাবুকে ডাকিয়া নিজের দেওয়ানি পদে অভিষিক্ত করেন। তিনি তাঁহাকে দেওয়ানিপদ দিয়াও তৃপ্ত হইতে পারেন নাই, গাজিপুর এবং রঙ্গপুর জেলায় অনেক জমীদারিও করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে অতুল ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। লোকে প্রথমে তাঁহাকে কৃষ্ণকান্ত নন্দী, পরে বাবু কৃষ্ণকান্ত নন্দী এবং তৎপরে দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দী বলিয়া ডাকিত। ১১৯৫ সালে কৃষ্ণকান্ত বাবুর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তৎপুত্র লোকনাথ বাহাদুরকেই হেষ্টিংস্ সাহেব প্রথমে রাজা উপাধি প্রদান করেন। ১২১১ সালে ইনি এক বৎসর বয়স্ক পুত্র কুমার হরিনাথকে রাখিয়া লোকান্তর গমন করেন। ১২২৭ সালে কুমার প্রাপ্তবয়স্ক হইলে, রাজপ্রতিনিধি আর্‌ল্ আম্‌হার্‌ষ্ট তাঁহাকে রাজা উপাধিসহ সনন্দ প্রদান করেন। কুমার হরিনাথও বিলক্ষণ দাতা ছিলেন। তিনি কলিকাতা হিন্দু কলেজ নির্ম্মাণার্থ বিশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার সময় কাসিমবাজারে সংস্কৃত বিদ্যারও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। ১২৩৯ সালে ইহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র কৃষ্ণনাথ রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইলেন। ১২৪৭

সালে ইনি প্রাপ্তবয়স্ক হইলে রাজপ্রতিনিধি আয়ল্ অফ্ অকল্যাণ্ড ইঁহাকে রাজা উপাধি প্রদান করেন। ইনিও রীতিমত সুশিক্ষিত, দেশহিতৈষী এবং বিদ্যাশিক্ষার উৎসাহদাতা ছিলেন। ডেভিড হেয়ার সাহেবের মৃত্যুর পর কলিকাতা মেডিকেল হলে দেশীয়দিগের যে একটি মহতী সভা হয়, সে সভা ইঁহারই যত্নে হইয়াছিল। ইনি ঐ সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ জন্য অনেক টাকা দানও করিয়াছিলেন। কলিকাতার সুবিখ্যাত রাজা দিগম্বর মিত্র, সি-এস-আই মহোদয়কে ইনি এককালে এক লক্ষ টাকা দান করেন। ঐ এক লক্ষ টাকাই তাঁহার শ্রীবৃদ্ধির প্রথম সোপান। রাজা কৃষ্ণনাথ ইংরেজী ১৮৪৪ সালের ৩১শে অক্টোবর নিজ হস্তে গুলি করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

দেবগণ ইহার পর মহারাণীর লক্ষ্মীনারায়ণজী প্রভৃতি দেবালয় দর্শন করিয়া নগরের রাস্তায় রাস্তায় কিছুক্ষণ ভ্রমণ করিলেন। বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! এ সহরে দোকানদারেরা রজনীতে বাস করিবার জন্য অপরিচিত লোককে স্থান দান করে না। অতএব চলুন আজিমগঞ্জে প্রস্থান করি।" তাঁহার কথায় সকলে সম্মত হইলেন এবং একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া আজিমগঞ্জের অভিমুখে চলিলেন। ইন্দ্র কহিলেন, "বরুণ! মুরশিদাবাদের অপরাপর বিষয় বল।"

বরুণ। মুরশিদাবাদ ভাগীরথীর উভয় তীরে অবস্থিত। এই সহর দৈর্ঘ্যে পাঁচ মাইল এবং প্রস্থে আড়াই মাইল হইবে। কাসিমবাজার, বহরমপুর, মতিঝিল, জিয়াগঞ্জ প্রভৃতি স্থান সকল মুরশিদাবাদের অন্তর্গত। মুরশিদাবাদে অনেক বড় বড় জমিদার ও সওদাগর বাস করেন। এই স্থান কোরার কারবারের জন্য বিখ্যাত। এই কারবার উপলক্ষে পূর্ব্বে অনেক ধনী ইংরাজ ও ফরাসী এখানে কুঠি করিয়া বাস করিত। বহরমপুরের ১৬ মাইল দূরে জামুয়াকাঁদি নামক একটি স্থান আছে। জামুয়াকাঁদির দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের জন্মভূমি। ইনি পাকপাড়ার রাজপরিবারের আদিপুরুষ। ঐ স্থানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এক বিষ্ণুমূর্ত্তি আছেন। দেবমূর্ত্তির প্রত্যহ বেশ সমারোহের সহিত সেবা হয় এবং যত অতিথি উপস্থিত হউক কাহাকেও বিমুখ করা হয় না। রাসের সময় বড় সমারোহ হইয়া থাকে। নৃত্য গীত ইত্যাদির খরচে দশ হাজার টাকা বরাদ্দ আছে। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ লর্ড হেষ্টিংস্ সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। এজন্ত তাঁহাকে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বলে। ইনি মাতৃশ্রাদ্ধে বড় সমারোহ করিয়াছিলেন, পুষ্করিণী খনন করিয়া

তাহা ঘৃতের দ্বারা পূর্ণ করিয়া উৎসর্গ করা হইয়াছিল এবং বঙ্গদেশের যত জমীদারকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া টাট্‌কা জগন্নাথের প্রসাদ খাইতে দেওয়া হইয়াছিল। ঐ প্রসাদ তিনি কাঁথি হইতে পুরী পর্য্যন্ত অশ্বের ডাক বসাইয়া আনাইয়াছিলেন; জিয়াগঞ্জে মস্তরাম বাবাজী নামক এক উদাসীন সাধুর মঠে অনেকগুলি হিন্দু দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি আছে। ঐ মস্তরাম নবাব সিরাজউদ্দৌলার সময় বর্ত্তমান ছিলেন। কথিত আছে—এক সময় সিরাজ-উদ্দৌলা কোন হিন্দু রমণীর রূপে মোহিত হইয়া তাঁহার সতীত্ব নাশের চেষ্টা করিলে, সতী সতীত্বনাশের ভয়ে মস্তরামের কুটিরে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। সিরাজ সন্ধান পাইয়া যখন তাঁহাকে ধরিতে লোক পাঠান, তাহারা সাধুর কুটির দ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিলে কুটীরস্থ অগ্নিকুণ্ড হইতে অগ্নিশিখা উপস্থিত হইয়া এমনি বেগে ঐ লোকদিগের মুখে আসিয়া লাগিতে লাগিল যে, তাহারা পলাইয়া আসিতে বাধ্য হইল। নবাব এই অসম্ভব কথায় অবিশ্বাস করিয়া স্বয়ং রমণী লাভের প্রত্যাশায় কুটীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং সাধুর নিষেধ না শুনিয়া সতীর সতীত্ব নাশ করিবার অভিপ্রায়ে ধরিতে যাইলেন; কিন্তু সাধুর প্রভাবে রমণী অদৃশ্যা হইলেন। সাধুর এবংবিধ অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া নবাব অত্যন্ত বিস্ময়াভূত হইলেন। তদবধি তাঁহার পাঁচ টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি ও অনেক জমা-জমী করিয়া দিয়াছেন। মস্তরামের ইহার পর ক্রমান্বয়ে চারি জন চেলা হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে শ্রবণ দাস বাবাজী বিরাজ করিতেছেন। ইনিও সাধু বটে; কিন্তু দুঃখের বিষয় গুরুর গুণের একাংশও প্রাপ্ত হয়েন নাই।

দেবগণ সে রাত্রি আজিমগঞ্জে অতিবাহিত করিয়া প্রাতের ট্রেনে নলহাটিতে উপস্থিত হইলেন এবং বর্দ্ধমানের টিকিট লইয়া ট্রেনে উঠিলেন। ট্রেন হুপাহুপ শব্দে ছুটিতে ছুটিতে রামপুর হাটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ইন্দ্র। বরুণ! এ ষ্টেশনটীর নাম কি?

বরুণ। এ স্থানের নাম রামপুরহাট। রামপুরহাট একটি চেঞ্জিং ষ্টেশন অর্থাৎ এই ষ্টেশনে গাড়ীর কল ও কলচালকের পরিবর্তন হয়। স্থানটি স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মন্দ নহে। এখানে গবর্ণমেণ্টের ২।১টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আফিস আদালত, একটি মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয় আছে এবং বাঙ্গালী বাবুদিগের সঙ্গে একটি হরি-সভা ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

আবার ট্রেন ছাড়িল এবং ট্রেন একটা ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয়

ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলে দেবগণ দেখিলেন—অনেকগুলি যাত্রী উঠিল এবং কতকগুলি নামিল। যাহারা নামিল, তন্মধ্যে একজন কহিল, "এ রামকান্তে, বেগটা এগুয়ে দেও।"

নারা। বরুণ! এ সব যাত্রী কোথাকার এবং এ স্থানের নাম কি?

বরুণ। এ সব যাত্রী রাঢ়দেশের। এ স্থানের নাম সিন্থিয়া। সিন্থিয়া ময়ূরাক্ষী নামক নদীর তীরে অবস্থিত। এই ষ্টেশনে নামিয়া গাড়ী কিংবা পাল্কীযোগে বীরভূম নামক স্থানে যাওয়া যায়। বীরভূম এখান হইতে দশ মাইল দূরে অবস্থিত। বীরভূম পূর্ব্বে একটি জেলা ছিল। ঐ স্থানের সদর ষ্টেশনের নাম সিউড়ি। ছোট লাট ক্যাম্বেল সাহেব কর্ত্তৃক এই জেলাটি খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া কতক বহরমপুর ও কতক ভাগলপুর জেলার সহিত সংলগ্ন হইয়াছে। এক্ষণে সিউড়ি একটি ক্ষুদ্র আকারে "বি" শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক মাত্র। পূর্ব্বে সিউড়ি বড় স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। এক্ষণে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে ছয় সাতটি ডিস্পেন্সারি উত্তমরূপ চলিতেছে। ঐ স্থানে এক্ষণে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়, বঙ্গ ও ইংরাজী বিদ্যালয় প্রভৃতি আছে।

ইন্দ্র। এ দেশে জমিদার কেউ আছে?

বরুণ। বীরভূমে একঘর রাজা আছেন।

ইন্দ্র। তাঁহার বিষয় বল।

বরুণ। বীরভূমের রাজপরিবারেরা মুসলমান রাজত্বের সময় হইতে বিখ্যাত। ঐ রাজবংশের নিত্যানন্দ প্রথম সম্রাট সা আলাম কর্ত্তৃক মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। রাজা নিত্যানন্দের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বনোয়ারিলাল রাজা হন। ইনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অত্যন্ত অনুগত বন্ধু ছিলেন। উক্ত গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে মহারাজা উপাধি প্রদান করেন। বনোয়ারিলালের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জগদীন্দ্র বনোয়ারি গোবিন্দ রাজা হন। তিনি ১৮৫৭ সালের ২০শে ডিসেম্বর গবর্ণমেণ্ট হইতে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি সুশিক্ষিত, ধার্ম্মিক ও প্রজাহিতৈষী ছিলেন।

ট্রেন আবার ছাড়িল এবং অনতিবিলম্বে ভোলপুর ষ্টেশনের দুই মাইল দূরে সুপুর নামক একটি স্থান আছে। হিন্দু রাজাদিগের সময় সুপুর একটি বিখ্যাত নগর ছিল। ঐ নগর রাজা সুরথ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হয়। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কালীমূর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। ঐ কালীর নিকট রাজা প্রত্যহ লক্ষ বলি প্রদান করিতেন। দেবীর মন্দিরটি এক্ষণে ধ্বংসাবশেষ। এক্ষণে

তিনি প্রত্যহ লক্ষ বলির পরিবর্ত্তে এক বলি প্রাপ্ত হন কি না সন্দেহ। মন্দিরের সন্নিকটে সুপুরের বাজার। সুপুরে বাসা-বাটী ও চাউল বড় সস্তা।

পুনরায় ট্রেন ছাড়িল এবং ট্রেন দুইটি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া কানুজংসনে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! এ স্থানের নাম কানুজংসন। এই স্থান হইতেই কর্ড ও লুপ লাইন নামক রেলওয়ের দুইটি শাখা দুই দিকে পৃথক হইয়া গিয়াছে! ঐ কর্ড লাইনের ধারে বৈদ্যনাথ তীর্থ।"

ব্রহ্মা। কতগুলো ষ্টেশন পরে বৈদ্যনাথ তীর্থ?

বরুণ। তা অনেকগুলো হবে—২০।২১টার কম নয়।

ব্রহ্মা। তুমি, বৈদ্যনাথের উৎপত্তির কারণ বল।

বরুণ। রাবণ স্বর্ণপুরী লঙ্কা নির্ম্মাণ করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "এ নগরের প্রতিহারী কাহাকে নিযুক্ত করিলে নিরাপদে বাস করিতে পারি।" অনেক ভাবিয়া স্থির করিলেন, "দেবগণের মধ্যে দেবাদিদেব মহাদেবই সর্ব্বপ্রধান এবং ও লোকটাও সাদাসিদে। অতএব তাঁহাকে আনিয়া যদি নগরদ্বারে প্রতিহারী নিযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে নিরাপদে বাস করিতে পারিব। অতএব অগ্রে যাইয়া তপস্যা দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া এই বিষয়ের জন্য বর প্রার্থনা করা উচিত।" আবার ভাবিলেন "বর প্রার্থনা করিবারই বা আবশ্যকতা কি? স্ববলে কৈলাস পর্ব্বতটা উঠাইয়া আনিয়া লঙ্কার দ্বারে স্থাপন করাইয়া দিই।" এইরূপ স্থির করিয়া লঙ্কেশ্বর কৈলাস পর্ব্বতের নিকট যাইয়া ঘন ঘন পর্ব্বত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। ইহাতে পর্ব্বত কাঁপিয়া উঠায় ভূতপ্রেতগণ ভীত হইয়া শিবকে গিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল। শিব কহিলেন, "তোমাদের কোন আশঙ্কা নাই, রাবণ আমাকে স্ববলে কৈলাস সহ উঠাইয়া লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু সে অকৃতকার্য্য হইবে।" এ দিকে দশানন অনেক চেষ্টা করিয়া পর্ব্বত উঠাইতে না পারায় দেবাদিদেব মহাদেবের তপস্যা করিতে বসিলেন। শিব রাবণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলে রাবণ এই বর প্রার্থনা করেন, "তোমাকে যাইয়া লঙ্কার দ্বার রক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইবে।" মহাদেব তৎশ্রবণে কহিলেন, "তোমাদের প্রার্থনায় সম্মত আছি, কিন্তু আমাকে মস্তকে করিয়া লইয়া যাইতে হইবে এবং পথিমধ্যে কোন স্থানে নামাইতে পারিবে না; যদি নামাও, আর উঠিব না।" রাবণ এ কথায় সম্মত হইয়া শিবকে মস্তকে উঠাইয়া লঙ্কাভিমুখে চলিলেন। আমরা স্বর্গে এই সমাচার পাইয়া উদ্বিগ্ন হইলাম এবং রাবণকে প্রতারণা দ্বারা

ঠকাইয়া শিবকে ছিনাইয়া লইবার জন্য কয়েকজন দেবতা পরামর্শ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলাম। আমরা উপস্থিত হইয়া দেখি—রাবণ শিব ঘাড়ে করিয়া বৈদ্যনাথে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তখন আমি সাত পাঁচ ভাবিয়া তাঁহার উদরে প্রবেশ করিয়া প্রস্রাবের পীড়া জন্মাইয়া দিলাম। রাবণ প্রস্রাবের পীড়ায় কাতর অথচ শিবকে নামাইলে তিনি আর উঠিবেন না; কি করেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া চতুর্দিকে চাহিতে লাগিলেন। এই সময় আমাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে যষ্টি হস্তে ধীরে ধীরে রাবণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাবণ তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, "ঠাকুর! এই শিবকে যদি একটু ধরেন, তাহা হইলে প্রস্রাব করিয়া লই।" ব্রাহ্মণ কহিলেন, "আমি প্রাচীন, ও পাথর কি আমার সাধ্য বহন করিতে পারি?" কিন্তু রাবণ বারংবার অনুনয় বিনয় করায় ব্রাহ্মণ কহিলেন, "দেও, কিন্তু সত্বরে প্রস্রাব করিয়া লইবে, নচেৎ আমি ফেলিয়া দিব।" রাবণ তথাস্তু বলিয়া ব্রাহ্মণের মাথায় শিব চাপাইয়া দিয়া প্রস্রাবে বসিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রস্রাব আর শেষ হয় না। ঐ প্রস্রাবে কর্ম্মনাশা নদীর উৎপত্তি হইল।* রাবণ প্রস্রাবই করিতেছেন, প্রস্রাবের তেজে নদীতে স্রোত বহিতে লাগিল, ঢেউ উঠিল তথাপি বিরাম নাই। এই সময়ে ব্রাহ্মণ কহিলেন, "তোমার শিব লও, নচেৎ আর পারিনে—মাথা ফেটে যাচ্ছে।" রাবণ কহিলেন, "আর একটু বাবা—দোহাই তোর—আমার প্রায় হয়েছে।" ব্রাহ্মণ কহিলেন, "দূর কর, হয়েচে—ব'সে পর্য্যন্ত ব'লচো! আর পারিনে—এই থাক্‌লো তোমার শিব্"—বলিয়া পলায়ন করিলেন। তখন আমি রাবণের দেহ হইতে বহির্গত হইলাম, তাঁহার প্রস্রাব করা শেষ হইলে—শিবকে উঠাইতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু শিব আর উঠিলেন না। তখন রাগান্বিত হইয়া শিবের মস্তকে সজোরে এক চপেটাঘাত করিয়া প্রস্থান করিলেন।*

*বৈদ্যনাথ কর্ম্মনাশা নামক নদীর তীরে অবস্থিত। রাবণের প্রস্রাবে এই নদীর উৎপত্তি হওয়ায় ইহার জলে দেবপূজা প্রভৃতি কোন কার্য্য হয় না, তজ্জন্য ইহার নাম কর্ম্মনাশা হইয়াছে।

*বৈদ্যনাথের মস্তকে অদ্যাপি দাগ আছে। পাণ্ডারা বলে—রাবণের চাপটাঘাতের পাঁচ অঙ্গুলির দাগ।

ব্রহ্মা। আহা। বৈদ্যনাথ কি মহাতীর্থ!

নারা। আ মরি! ভোলাদা আমার ঐ তীর্থে চড় খাইয়াছিলেন।

ব্রহ্মা। তুমি থাম। বরুণ! বৈদ্যনাথে আর কি আছে?

বরুণ। দক্ষযজ্ঞে ভগবতী প্রাণত্যাগ করিলে বিষ্ণুচক্রে তাঁহার মৃত শরীর খণ্ড খণ্ড হইয়া যখন স্থানে স্থানে পতিত হয়, তখন ঐ বৈদ্যনাথে দেবীর হৃদয় পতিত হওয়ায় তিনি জয়দুর্গা মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন।

ব্রহ্মা। আহা! নিকটে হইলে দেখে আসা যাইত। বরুণ! ইংরাজেরা কি সর্ব্বত্রই রেল বসিয়েছে? এ রেলওয়ের সৃষ্টি এ দেশে কোন সময়ে হয়?

এই সময়ে "পো" শব্দে বংশীধ্বনি করিয়া ট্রেন হুপাহুপ শব্দে ছুটিতে লাগিল। বরুণ পিতামহের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চেঁচিয়ে বলিতে লাগিলেন, ১৮৫০ অব্দে এ দেশে রেলওয়ে কার্য্যারম্ভ হয়। সর্ব্বপ্রথমে হাবড়া ও বোম্বাই নামক স্থান হইতে দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথ প্রস্তুত হইতে থাকে। এদেশের লোকে প্রথমে বিবেচনা করিয়াছিল, সাহেবরা ক্ষেপিয়াছে—নচেৎ ডাঙ্গায় কখন বিনা ঘোড়ায় গাড়ী চলে! তৎপরে রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডেলহাউসি ভারতবর্ষে থাকিতে থাকিতে হাবড়া হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত গাড়ী চলে। যে দিন প্রথমে চলে—অনেকে সাহস করিয়া উঠে নাই। তৎপরদিন আরোহীর সংখ্যা দেখে কে? এক্ষণে ভারতবর্ষের প্রায় ছয় হাজার মাইল * পরিমাণ ভূমিতে গাড়ী চলিতেছে। ইহাতে প্রায় ৯৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়। রেলওয়ের আয়ত্ত বিস্তর। সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট আর কোন কোম্পানীর হস্তে রেলওয়ের ভার না দিয়া নিজের হস্তে রাখিয়াছেন। এবং সরকারী টাকা হইতে অনেক নূতন নূতন রাস্তাও নির্ম্মাণ করাইতেছেন।

উপ প্রায় সমস্ত পথ গাড়ীর দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া দেখিতে দেখিতে যাইতেছিল। এই সময় চীৎকার করিয়া কহিল, "ঠাকুর কাকা! বিস্তর শিবমন্দির।" বরুণ কহিলেন, "তবে বর্দ্ধমানে গাড়ী আসিল।" এই কথা শ্রবণে দেবগণ দ্বারের নিকট যাইয়া দেখেন দূরে অনেকগুলি ঝাউগাছ ও তাহাদের ভিতর দিয়া ২।১টি অট্টালিকা দেখা যাইতেছে। এই সময় গাড়ী "সোঁৎ" "সোঁৎ" "ঝান" "সোঁৎ" সোঁৎ" "ঝান" "ঝান" শব্দ করিয়া ষ্টেশনের মধ্যে প্রবেশ করিল।

* ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে এই সংখ্যা ৩০,৫৭৮ মাইল হইয়াছে।—সম্পাদক।

দেবগণ চাহিয়া দেখেন—আর একখানি গাড়ী রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছে। তাহার কলখানা "সোঁ সোঁ" শব্দ করিতেছে। কলের নিকটে এক শ্বেতাঙ্গ পুরুষ দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার পাশে কালি-ঝুলি মাখা একজন হিন্দুস্থানী, তাহার মাথায় টুপী—গাত্রে সবুজ রঙ্গের একটি কোট ও পাজামা—মুদগর আঘাতে কয়লা ভাঙ্গিতেছে। আর এক ব্যক্তি—ঠিক তদ্রূপ—কলখানার পাশে গিয়া ছেঁড়া চট দিয়া গাত্র মুছাইয়া দিতেছে। তাঁহারা আরো দেখিলেন ষ্টেশনটি বড় সুন্দর—উভয় দিকে অট্টালিকার শ্রেণী, প্লাটফরমে অসংখ্য ইংরাজ ও বাঙ্গালী ব্যাগহস্তে দাঁড়াইয়া আছে। চতুর্দিকে "চাই ক্ষীর" "চাই পান" শব্দ হইতেছে। মুসলমান ও হিন্দু ভৃত্যেরা জলের কুঁজো হস্তে ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়াছে। প্রত্যেক কামরায় "জল জল" শব্দে চীৎকার হইতেছে। আরোহীদিগের মধ্যে অনেকে ছুটিয়া গিয়া শালপাতের ঠোঙ্গায় সীতাভোগ, লালমোহন প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য খরিদ করিয়া আনিতেছে। দেখিতে দেখিতে এক গৌরাঙ্গ পুরুষ গাত্রের বোটকা গন্ধ বাহির করিয়া আসিয়া পটাস শব্দে গাড়ীর দ্বার খুলিয়া "টিকেট" "টিকেট" শব্দ করিতে লাগিল। দেবগণ টিকিট দিয়া অপর যাত্রীগণের সহিত ষ্টেশনের বাহির হইলেন।

ব্যাগ হস্তে গল্প করিতে করিতে দেবগণ নগরাভিমুখে চলিলেন। ইঁহাদের সহিত একটি বাঙ্গালীবাবুও ছিলেন। বাবু কহিলেন, "মহাশয়েরা বৰ্দ্ধমান দেখিতে যাইতেছেন? স্থানটি দেখিবার মত বটে। এখানে বৰ্দ্ধমানের রাজার বিস্তর কীর্ত্তি আছে। তাঁহারই দেবালয়, অট্টালিকা, বাগান ও সরোবরাদিতে নগরী পরিপূর্ণ। ঐ যা! মহাশয়, আমি ভুল ক'রে কার একটা ব্যাগ এনে ফেলেছি! কি হবে? আমার ব্যাগে যে প্রায় ৪।৫ শত টাকার গহনাদি আছে. এতক্ষণ কি গাড়ী ষ্টেশন হইতে চলিয়া গিয়াছে?"

বরুণ। গাড়ী এতক্ষণ পাওয়ায়!

"কি হবে মহাশয়? যেতে হ'ল—যদি টেলিগ্রাফ-ট্রাফ ক'রে পাওয়া যায়।" বলিয়া বাবুটি দ্রুতপদে ষ্টেশনের অভিমুখে ছুটিল।

ব্রহ্মা। লোকটা দেখছি নারায়ণের দাদা। য়ঁ্যা! নিজের ব্যাগটা ফেলে আর একটা কার ভুয়ো ব্যাগ নিয়ে এল! যখন তোর ব্যাগে ৪।৫ শত টাকার দামী জিনিষ রয়েছে, হাতে রাখতে নেই?

ইন্দ্র। লোকটা তবু ভাল যে, শুধু হাতে না এসে যাহা হউক একটা নিয়ে এসেছে। আমাদের ইনি দিয়ে আসেন ব্যতীত কখনও কিছু নিয়ে আসেন না।

নারা। তুমি থাম।

বরুণ। পিতামহ! সম্মুখে দেখুন রাণীসায়েব নামক একটি বৃহদাকার পুষ্করিণী।

এই সময় এক ব্যক্তি থালে করিয়া ওলা বিক্রয় করিতে যাইতেছে দেখিয়া উপ কহিল, "কৰ্ত্তা জ্যোঠা! ঐ সাদা হাঁসের ডিমের মত কি বেচতে যাচ্ছে—কিনে দাও না, খাব।" বরুণ তৎশ্রবণে দুই পয়সা দিয়া একটি খরিদ করিয়া দিলেন। কিন্তু উপ অনেক চেষ্টা করিয়াও দন্তস্ফুট করিতে পারিল না।

নারা। কথাগুলো ত খুব পাকা পাকা, কিন্তু ওলায় দাঁত বসাবার ক্ষমতা নাই।

উপ। আগে চেষ্টা ক'রে দেখি, তার পর ইঁট দিয়ে থেঁত্‌লে খাব।

ইন্দ্র। রাণীসায়েবের ঘাট ত বড় কম নয়।

বরুণ। গণনাতে প্রায় ২০।২৫টে হবে। এই পুষ্করিণীর চারিদিকে বাগান আছে। ওদিকে দেখ, শ্যামসায়ের নামক আর এক পুষ্করিণী দেখা যাইতেছে। উহাও প্রায় এইরূপ আকারের এবং চতুর্দ্দিকে ২০।২৫টে ঘাট ও বাগান আছে।

ক্রমে দেবগণ শ্যামসায়েরের নিকট আসিয়া দেখেন—অনেকগুলি বাড়ী-ঘর রহিয়াছে। বরুণ কহিলেন, "এই স্থানে আদালতের উকীল, মোক্তার ও কেরাণীরা বাস করে। ওদিকে দেখ, বর্দ্ধমানের জেলখানা দেখা যাইতেছে।" এই সময় সকলে দেখেন—একটী বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য। বাড়ীটী তখন ঢোল বাজাইয়া নিলামে বিক্রয় হইতেছিল। এক হাজার দশ টাকা পর্য্যন্ত দর উঠিয়াছে, তথাপি একজন চাপরাশী হাঁকিতেছে—"এক হাজার দশ টাকা এক দো" ; অম্নি একজন ঢুলি "দুম দুম" শব্দে ঢোলে ঘা মারিতেছে।

ব্রহ্মা। বরুণ! এখানে কি হচ্চে?

বরুণ। যে বাবুর বাড়ী, তিনি দেনা করায় দেনদার টাকা আদায়ের জন্য নালিশ করিয়া বাড়ীঘর নিলামে বিক্রয় করিয়া লইতেছে।

নারা। এমন দেনা করিতে হয়, যাহাতে বাড়ীঘর বিকায়ে যায়?

ব্রহ্মা। এ বাবুর এত দেনা কিসে হ'ল?

বরুণ। বাবুটী বড় বেশ্যা ভাল বাসেন। এত ভাল বাসেন যে, একটী বেশ্যাকে বেতন দিয়া একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। ক্রমে বাবুর যাহা কিছু নগদ পুঁজিপাটা ঐ বেশ্যা গ্রাস করিল, তথাপি বাবুর চক্ষু ফুটিল না, আবার যাতায়াত করিতে লাগিলেন। এবার বেশ্যাটী উহার হাতে কিছু নগদ নাই দেখিয়া প্রত্যেক রজনীতে এক একখানি খত লিখিয়া লইত। এইরূপে খতসংখ্যা বেশী হইলে, এক্ষণে সমস্ত টাকার দাবিতে নালিশ করিয়া ভিটাস্থ ঘুঘুস্থ করিতেছে।

নারা। বেশ ক'রেছে। ইহার দেখে অন্য পাঁটাদের জ্ঞান জন্মাক।

বরুণ। পিতামহ! ওদিকে ঐ যে একটী ক্ষুদ্র আকারের পুষ্করিণী দেখিতেছেন, উহার নাম বাহির সর্ব্বমঙ্গল পুষ্করিণী। উহার জল বড় চমৎকার। জল খারাপ হইবার আশঙ্কায় কাহাকেও স্নান করিতে কিংবা বস্ত্রাদি ধৌত করিতে দেওয়া হয় না। নগরের যাবতীয় লোক এই পুষ্করিণী হইতেই জল পান করে।

এখান হইতে দেবগণ রাজার হাতিশালার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখেন,

১০।১৫টী হাতী রহিয়াছে। তৎপরে তাঁহারা আর একটী পুষ্করিণীর তীরে উপস্থিত হইয়া সবিস্ময়ে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন।

ইন্দ্র। বরুণ! আমার অনেক পুষ্করিণী আছে সত্য, কিন্তু এমন সুন্দর ও বৃহদাকার পুষ্করিণী ত রাজ্যমধ্যে নাই। পুষ্করিণীটী এত বৃহৎ যে, পরপারে মানুষগুলিকে ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হইতেছে। এ সরোবরটীর নাম কি বরুণ?

বরুণ। এই পুষ্করিণীর নাম কৃষ্ণসায়ের। এমন বৃহদাকার সরোবর বর্দ্ধমানে আর দ্বিতীয় নাই। পুষ্করিণীর প্রত্যেক পাড়ে দেখ—কেমন সুন্দর সুন্দর পুষ্পবৃক্ষগুলি নানাপ্রকার ফল পুষ্পে শোভা পাইতেছে! ওদিকে দেখ কতকগুলি কামান পাতা রহিয়াছে। প্রত্যহ রাত্রি এক প্রহর এবং প্রাতে চারিটার সময় এই স্থান হইতে এক একবার কামান দাগা হয়।

দেবগণ চাহিয়া দেখেন—তাঁহাদের নিকটে একটী বাবু দাঁড়াইয়া আছেন। বাবুটীর মুখ হর্ষযুক্ত। দেখিলে বোধ হয়, বাবু যেন কোন একটি সৎকার্য্য করিয়া মনের আনন্দে ভাসিতেছেন। বাবু হঠাৎ একটী লোককে নিকটে আসিতে দেখিয়া হাস্‌তে হাস্‌তে কহিলেন "কেমন হে, খুব সন্তুষ্ট হয়েছে? তুমি ব'ল্লে না কেন আমার মত বাবু বর্দ্ধমানে আর নাই! একি সহজ কথা! মুখ থেকে খ'স্‌তে না খ'স্‌তে পাঁচ শত টাকার এক জোড়া শাল খরিদ ক'রে দিলাম!"

আগন্তুক। ধরুন।

বাবু। কি?

আগ। আপনার শাল ফেরত এল।

বাবু। আমি ভাঁজ ক'রে দিলাম, দলা সলা হয়ে ফেরত এল কেন?

আগ। ব'ল্লে, "আমি এমন ছোট লোক নই যে, হাজার টাকার শাল চেয়ে শেষে পাঁচ শত টাকার শাল নিয়ে ক্ষান্ত হব।" এই কথা ব'লে, আপনাকে যা মুখে এল তাই ব'লে গালি দিয়ে, শালখানিকে কাঁচি-কাটা ক'রে পুটুলি বেঁধে ফেরত পাঠিয়েছে।

বাবু। না হয়, না নিত। এমন খণ্ড খণ্ড ক'রে পাঁচ শত টাকা নষ্ট ক'র্‌তে কি একটু মায়া হ'লো না? একটু দয়ার সঞ্চার হ'লো না?

আগ। সে ত আর আপনার স্ত্রী নয় যে, দয়া-মায়ার শরীর হবে—কিসে আপনার আয়-পয় হবে তার চেষ্টা দেখ্‌বে। তার ইচ্ছা, যে প্রকারে হউক দশ টাকা উপার্জ্জন করা, যে-সে প্রকারে আপনাকে পথের ফকির করা।

"যা ব'লে! যা হউক, হাজার টাকা কর্জ্জ ক'রে আমাকে অগুই এক জোড়া শাল খরিদ ক'রে দিতে হবে; নচেৎ বেশ্যা-মহলে আমার মান-সম্ভ্রম থাক্‌বে না।" বলিয়া বাবু প্রস্থান করিলেন, আগন্তুকও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

নারা। বরুণ! আমি ত কিছু বুঝ্‌তে পারলাম না।

বরুণ। বুঝতে পারলে না?—বাবু একটী বেশ্যা রেখেছেন। সেই বেশ্যা বাবুর নিকট হাজার টাকা মূল্যের এক জোড়া শাল চায়। কিন্তু বাবু পাঁচ শত টাকা মূল্যের এক জোড়া শাল খরিদ করিয়া দেওয়ায় সে রাগান্বিতা হইয়া শালখানা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেরত দিয়াছে। যে ব্যক্তি ফেরত লইয়া আসিল, উনি বাবুর মোসাহেব।

ব্রহ্মা। বরুণ! কুলাঙ্গারের ঢোল বাজায়ে বাড়ীঘর বেচে নিচ্চে দেখেও কি চক্ষু ফুটে না!

এখান হইতে বরুণ দেবগণকে দক্ষিণদিকের ঘাটের চাঁদনির নিকট লইয়া গেলেন এবং কহিলেন "এই চাঁদনিটী তিন-তালা। ইহার গৃহগুলি অতি সুন্দররূপে সাজান আছে। একটী গৃহে ১০৮ ডালের একটি ঝাড় ছিল। ঝাড়টী বজ্রাঘাতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কোন বিদেশীয় রাজা কিংবা সম্ভ্রান্ত ইংরাজ বর্দ্ধমান ভ্রমণে আসিলে মহারাজ তাঁহাদিগকে অতি সমাদরের সহিত এই স্থানে বাসা দিয়া থাকেন। এই বৈঠকখানাটী ও বাগানবাটীতে রাজার অনেকগুলি চাকর প্রাতপালিত হইতেছে। শ্রীপঞ্চমীর সময় এবং মহারাজ ও মহারাণীর জন্মতিথিপূজা (সালগিরা) উপলক্ষে এই কৃষ্ণসায়েরের তীরে অনেক টাকার বাজী পুড়ে।"

ইন্দ্র। এই বৈঠকখানা দেখবার হুকুম আছে?

বরুণ। আছে, চল তোমাদিগকে দেখাইয়া আনি।

বরুণ "দেখাইয়া আনি" বলিতে না বলিতে, উপ সর্ব্বাগ্রে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিল এবং সে দ্রুতপদে "উপরে রাজা দাঁড়াইয়া আছেন" এই সংবাদ দিতে আসিতে না আসিতে দেবগণ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সম্মুখে রাজাকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

যখন দেবগণ হঠাৎ রাজাকে সম্মুখে উপস্থিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখ চাহিতে লাগিলেন, বরুণ কহিলেন "পিতামহ! ইনি প্রকৃত রাজা নহেন, মৃত্তিকার দ্বারা রাজার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়া দিয়াছে।"

দেবগণ গৃহগুলি দেখিয়া প্রশংসা করিতে করিতে যেমন নামিতেছেন, অমনি কালান্তক যম আসিয়া পিতামহের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

ব্রহ্মা। যম! তুমি কোথা থেকে?

যম। আজ্ঞে, আমি আজ কাল কয়েক বৎসর বাঙ্গলাদেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি। উলা, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর এবং গঙ্গার উভয় তীরস্থ দেশগুলি পর্য্যটন করিয়া সম্প্রতি বর্দ্ধমানে আসিয়াছি। বাঁকার ধারে আমার তাম্বু প'ড়েছে।

ব্রহ্মা। যম! আমার সঙ্গে তোমার কি কিছু বিবাদ আছে। আমার মানুষেরা রঙ্গভূমে রঙ্গ দেখাইয়া আপনা-আপনিই লয় প্রাপ্ত হইবে। তোমার স্বয়ং এত কষ্ট স্বীকার করার আবশ্যকতা কি? দেখ—মর্ত্ত্যে আসিয়া সময়ে সময়ে লোকের কদর্য্য কাজ দেখিয়া আমারই এক একবার এমন রাগ হইতেছে যে, পৃথিবী ধ্বংস করি; কিন্তু স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়া ভাঙ্গিতে আমার বড় মায়া হইতেছে। তুমি আমার বিনা অনুমতিতে কি ভাল করিতেছ?

যম। আজ্ঞে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, একেবারে ভাঙ্গিব না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার কোন চিন্তা নাই।

ব্রহ্মা। তা হ'লেই হ'লো।

যম। দেখুন পিতামহ! আমার নাম ধর্ম্ম। আমা কর্ত্তৃক কখন অধর্ম্মাচরণ হইবে না। পাছে আপনার সৃষ্টিনাশ হয়, এই আশঙ্কায় আমি ২৪।২৫ বৎসরের কার্য্যক্ষম অথচ ৫।৭টী পুত্র কন্যার পিতাকেই গ্রহণ করিতেছি। যাহাদের পুত্র কন্যা নাই অথবা বিবাহ হয় নাই, তাহাদিগকে আমি খুব কম গ্রহণ করি। দেখুন বাঙ্গালীরা আজকাল ২১।২২ বৎসরের মধ্যে সংসারের সকল সাধ মিটাইতেছে। ১৪ বৎসরে বিবাহ করে, ১৬ বৎসরে পুত্রের মুখ দেখে। ২০ বৎসরে তাদের সকল সাধ মিটিয়া যাইলে আমার গ্রহণ করিতে দোষ কি? আমি স্ত্রীলোক ও বিধবাদিগকে খুব কম গ্রহণ করি; জানি তাহারা বেঁচে থাকিলে যে-সে প্রকারে মনুষ্যসংখ্যা বেশী হইবার সম্ভাবনা।

ব্রহ্মা। বেশ বেশ! তোমার ও টিনের বাক্সের মধ্যে কি আছে?

যম। ম্যালেরিয়া। যেখানে যাচ্চি, সেই সেই স্থানে পুষ্করিণীতে, বিলে গুলে দিয়ে আস্‌ছি। এই কৃষ্ণসায়রেও দিয়ে এলাম।

ইন্দ্র। ওতে কি হবে?

যম। যে এই জল পান ক'রবে, তাহার ম্যালেরিয়া জর ও পেটে প্লীহা যকৃৎ দেখা দেবে; কিন্তু শীঘ্র মরিবে না।

ব্রহ্মা। ভাই, শীঘ্র মারিস নে।

নারা। গঙ্গাজলে কতটা ম্যালেরিয়া দিলে?

যম। গঙ্গার জলে স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, কাজ হয় না; কলিকাতাতেও পাইপের মধ্যে হাত ঢুকে না; এই স্থানে আমি কিছু ক'রে উঠ্‌তে পার্‌চি নে। যে সব নদীর মুখ বন্ধ, জোয়ার ভাঁটা খেলে না, সেই স্থানেই বিশেষ ফল দর্শায়।

নারা। যে সমস্ত ম্যালেরিয়া সঙ্গে ক'রে এনেছ, এগুলি কি মর্ত্ত্যীয়?

যম। হাঁ, আজ কাল মর্ত্ত্যেও তৈয়ার হ'চ্চে। মিউনিসিপাল ভায়ারা গ্রাম ও নগরসমূহে রাস্তাঘাট প্রস্তুত করিয়া দিতেছেন, অথচ জল বাহির হইবার পথ রাখিতেছেন না। ইহাতে সমস্ত জল স্থানটীতে বসিয়া গিয়া ঐ মর্ত্ত্যীয় ম্যালেরিয়া প্রস্তুত হইতেছে। ঠাকুরদাদা! আমি বিদায় হই, বিস্তর কাজ আছে।

ইন্দ্র। এখন যাবে কোথায়?

যম। বৰ্দ্ধমান দেখা হ'লে একবার হুগলী চুঁচুড়া প্রভৃতি স্থান সকল দেখ্‌বার ইচ্ছা আছে।

বরুণ। ও সব স্থানে স্রোতস্বতী গঙ্গা।

যম। সহরের মধ্যে এঁদো ডোবারও অসদ্ভাব নাই।

উপ। কালান্তক কাকা, পাঁচকড়ি দা কেমন আছে?

"ভাল আছে" বলিয়া যম প্রস্থান করিলেন। পিতামহ জিজ্ঞাসা করিলেন "যমের ছেলের নাম কি পাঁচকড়ি?"

বরুণ। আজ্ঞে, ছেলে হয়ে হয়ে বাঁচে না ব'লে পাঁচকড়ি নাম দিয়েছে।

এখান হইতে সকলে গোলাব-বাগের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "এই স্থানের নাম গোলাব-বাগ। কেহ কেহ ইহাকে দেলখোস-বাগও কহে। দেলখোস-বাগের ভিতরটা অতি রমণীয়। ইহা প্রায় এক মাইল দীর্ঘ। চতুর্দ্দিকে পরিখা-বেষ্টিত। পূর্ব্বদিক্ ব্যতীত অপর কোনদিকে প্রবেশপথ নাই। ঐ পূর্ব্বদিকের দুই প্রান্তে দুটী গেট আছে। প্রথমতঃ পরিখার উপরিস্থ পোল পার হইয়া তবে প্রবেশ করিতে হয়। প্রবেশদ্বারে শান্ত্রী পাহারা।"

নারায়ণ ও দেবরাজ দেলখোস্ বাগ দেখিবার একান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বরুণ সকলকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখেন—বাগানের মধ্যে নানা রঙ্গের নানাপ্রকার পুষ্পবৃক্ষ সকল বিরাজ করিতেছে এবং অনেকপ্রকার পশু ও পক্ষী রহিয়াছে।

পিতামহ নিজ সৃষ্ট যাবতীয় পশুপক্ষীদিগকে একত্র দেখিয়া মহা আহ্লাদিত হইলেন। দেবগণ যেমন ব্যাঘ্রের পিঞ্জরের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন, ব্যাঘ্র অমনি তাঁহাদের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া "হালুম" শব্দে লাঙ্গুলের চটাচট শব্দ করিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার মনের ভাব—একবার বাহির হইলে বিধাতার চরণে প্রণাম করিয়া বলিবে "আপনি আমাকে অরণ্যমধ্যে বাস করিয়া মনুষ্য প্রভৃতির শোণিত পানে জীবন ধারণ করিবার নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। আমার গর্জ্জনে মনুষ্যদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। যে গ্রামে আমার শুভাগমন হয় তথাকার লোকে রজনীতে ভয়ে গৃহের বাহির হইতে সাহস করে না। কিন্তু দেখুন, সেই মনুষ্যেরা আমাকেও ধরিয়া অনিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়াছে। মনুষ্যবুদ্ধিকে ধন্য! আমি যে মনুষ্যকে পাইলে হর্ষে মুখে করিয়া লইয়া পলায়ন করি, বুদ্ধিবলে সেই মনুষ্য আজি আমাকে কাঁদাইয়া যখন ইচ্ছা অল্প অল্প আহার দিতেছে এবং আমাকে রুদ্ধ রাখিয়া সকলকে তামাসা দেখাইতেছে। মনুষ্যের চেষ্টা বুদ্ধির অসাধ্য কার্য্য নাই। আপনাদের যখন শুভাগমন হইয়াছে এবং আমার অবস্থা স্বচক্ষে দেখিতেছেন, ভগবতীকে কহিবেন, তাঁহাকে পৃষ্ঠে বহন করার কি এই ফল?"

ব্যাঘ্র দেখিয়া দেবগণ বনমানুষের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সে অমনি কুঁ কুঁ শব্দে কহিতে লাগিল—"মনুষ্য সকলই এক—তবে কেহ বা বনমানুষ, কেহ বা নাগরিক মানুষ। দেবগণ! আপনারা চেয়ে দেখুন—মনুষ্য হইয়া মনুষ্যের প্রতি কিরূপ অত্যাচার করিতেছে! আমাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বিধাতা! আপনি আমার প্রতি বিমুখ, তজ্জন্যই অশিক্ষিত, অসভ্য এবং বাক্যরহিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি পাপে যদিচ বনমানুষ হইয়াছি, কিন্তু সকল মানুষের ভ্রাতা। যে হেতু এক সময় সকলেরই পূর্ব্বপুরুষ বনমানুষ ছিল এবং হয় ত সকলেই আবার বনমানুষ হইবে। কিন্তু মনুষ্যগণের ভ্রাতৃস্নেহ নাই। থাকিলে এ হতভাগ্য বনমানুষের এ দশা করিবে কেন? আমি মানুষ ভায়াদের কোন ক্ষতি করি নাই। বানর প্রভৃতির ন্যায় যদি ক্ষতি করিতাম কিংবা হস্তী প্রভৃতির ন্যায় পৃষ্ঠে বহিতাম তাহা হইলে

আমাকে ধরিয়া আনিবার কোন আপত্তি ছিল না। আমরা অত্যন্ত ভাল-মানুষ ; তবে এ অত্যাচার কেন ? আমি দুঃখিত হইলাম, ইংরাজরাজ মানুষের প্রতি মানুষে অত্যাচার করিতেছে দেখিয়াও দেখেন না।"

ইহার পর সকলে এক স্থানে যাইয়া দেখেন—নীল, লাল, সাদা বানরগণ রহিয়াছে। সাদা বানরগণ অনেক দুঃখ করিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "দেখুন কালে আমাদের বল বিক্রম কিছুই নাই। আমরা রুদ্রের অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কা দাহ ও রাবণবংশ-ধ্বংস করিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে আমাদের বল বিক্রমের কত হ্রাস হইয়াছে ; সামান্য লৌহশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হইবার সামর্থ্য নাই ! আপনারা রাবণভয়ে ভীত হওয়াতেই আমরা বানররূপ ধারণ করি। কিন্তু দেবগণের উপকার করিয়া এক্ষণে যথেষ্ট সুখভোগ করিতেছি ; আপনাদিকে প্রণাম করি !"

এখান হইতে দেবগণ অপর স্থানে যাইয়া দেখেন—কতকগুলি বালিহংস, রাজহংস এবং পাতিহংস রহিয়াছে। রাজহংসেরা পিতামহকে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "আপনাকে বহন করার উত্তম প্রতিফল দিতেছেন।"

দেবগণ পশু পক্ষীর রোদনে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। বরুণ এই সময় সকলকে লইয়া গোলক ধাঁধার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পিতামহ গোলক ধাঁধার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিপদে পড়িলেন। তিনি যে দ্বার দিয়া বাহির হইতে যান, দেখেন একই আকারের কাষ্ঠের রেলিং লাল বর্ণের পুষ্পলতা দ্বারা আচ্ছাদিত। সকল রাস্তাই একরূপ পরিসর এবং একপ্রকার টবে ও একপ্রকার পুষ্পবৃক্ষে সুশোভিত।

ব্রহ্মা। বরুণ! এ ক'রেছে কি! কত জমিতে যে গোলকধাঁধা রহিয়াছে, তাহার স্থিরতা নাই।

বরুণ। জমি হদ্দ এক কাঠা আন্দাজ। ইহার আকার অবিকল জিলিপীর প্যাঁচের ন্যায়। প্রত্যেক বেড়ার গাত্রে অসংখ্য দ্বার আছে। এবং প্রত্যেক বেড়ায় একপ্রকার লতা পুষ্প থাকায় লোকে সহজে বাহির হইতে পারে না।

ব্রহ্মা। আমার ভাই প্রাণটা হাঁপো হাপো ক'রুচে! বাহির কর।

নারা। না বরুণ! একটু চেষ্টা ক'রে আগে দেখা যাক।

ব্রহ্মা। তোর ইচ্ছা হয়, তুই থাক্। বরুণ! বাহির ক'রে নিয়ে চল। কি জানি, পাছে ঘুরে ঘুরে ঘুর্ণী রোগ হয়।

বরুণ সকলকে বাহির করিয়া আনিয়া এক স্থানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন

"পিতামহ! মাটির মধ্যে একটী গৃহ দেখুন। এই গৃহটী গ্রীষ্মকালে বড় শীতল থাকে। গৃহটী উত্তমরূপে সাজান আছে। এখান হইতে সকলে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর তীরে যাইয়া দেখেন, অসংখ্য বৃহদাকার মৎস্য জলে সন্তরণ দিতেছে।

বরুণ। পিতামহ! এই যে চারি পাড় উত্তমরূপে ইষ্টক দ্বারা বাঁধান পুষ্করিণীটী দেখিতেছেন, ইহার নাম গজগিরি পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর পশ্চিমদিকে ঐ যে একটী বৈঠকখানা রহিয়াছে, ঐ স্থানে বসিয়া বর্দ্ধমানাধিপতি মধ্যে মধ্যে মোসাহেবদিগের সহিত মৎস্য ধরিয়া থাকেন এবং শীতকালে ঐ ছাদের উপর উঠিয়া ঘুড়ি উড়ান।

উপ। বরুণ কাকা! আমার ত আর চাকরী বাকরী হ'লো না, ইচ্ছা করে বর্দ্ধমানের রাজার মোসাহেবী করি। মোসাহেবদের মাইনে কত? বরুণ কাকা! বল না মাইনে কত?

এখান হইতে দেবগণ নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সকলে রাজার গোলাবাটীর নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখেন—অসংখ্য দীন দুঃখীকে অকাতরে চাউল, লবণ ইত্যাদি বিতরণ করা হইতেছে। তাঁহারা রাজার দানের প্রশংসা করিতে কবিতে অশ্বশালার নিকটে যাইয়া দেখেন—৩০।৪০টী সুন্দর সুন্দর অশ্ব বিরাজ করিতেছে। সহিসেরা তাহাদের গাত্রে হস্ত বুলাইয়া দিতেছে।

এখান হইতে সকলে গাড়ির আস্তাবলের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখেন—অনেকগুলি গাড়ি রহিয়াছে। এই সময় আস্তাবলের ছাদ হইতে "ঢং" "ঢং" শব্দে নয়টা বাজিল। ইহার পর দেবগণ রাজপ্রাসাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া একদৃষ্টে চাহিতে লাগিলেন।

বরুণ। পিতামহ! এই রাজপ্রাসাদ। বাড়ীটী সর্ব্বসমেত তিন তালা। ইহার এক একটী গৃহ এমন সুন্দররূপে সাজান আছে যে, সুরলোকে তেমন আছে কি না সন্দেহ!

ইন্দ্র। গৃহগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না?

"চল না" বলিয়া বরুণ দেবগণসহ প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সকলে প্রস্তরনির্ম্মিত জলের ঢেউ-খেলান মেঝের উপর উপস্থিত হইয়া জলে আছেন কি স্থলে আছেন বিস্মিত হইলেন। গৃহটীর চতুর্দ্দিকে বৃহদাকার আয়না সকল এরূপ ভাবে সংস্থাপিত আছে যে, তাঁহারা দ্বার ভ্রমে বহির্গত হইতে যাইয়া ঘন ঘন আঘাত প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতিবিম্ব আয়না মধ্যে দেখিয়া, কে কোন্ গৃহে আছেন স্থির করিতে না

পারিয়া পরস্পরে পরস্পরকে ডাকিতে লাগিলেন। এইরূপে দেবগণ প্রত্যেক গৃহ দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গৃহগুলিতে বর্দ্ধমান রাজবংশের আদি-পুরুষগণের এবং কলিকাতার অনেক সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি থাকাতে পিতামহ বরুণকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন "এ কাহার চেহারা?" "ও কাহার চেহারা?"

এখান হইতে বহির্গত হইয়া ইন্দ্র কহিলেন, "বরুণ, বর্দ্ধমানের রাজবংশের আদিপুরুষ কে?"

বরুণ। এই বংশের আদি পুরুষের নাম আবুরায়। ইঁহার জন্মস্থান পঞ্জাব। ইঁহারা জাতিতে ক্ষত্রিয়। আবুরায় পঞ্জাব পরিত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমানে আসিয়া বাস করেন। ইনি বর্দ্ধমান চাক্‌লার ফৌজদার কর্ত্তৃক ১০৬৮ সালে এই নগরস্থ "পিক-অব" নামক বাদসাহের একটী উদ্যানের কোতোয়ালি-পদে নিযুক্ত হন।

নারা। বরুণ! সম্মুখে ঐ সুন্দর বাড়ীটী কি?

বরুণ। উহার নাম মহাতাপ-মঞ্জিল। এ বাড়ীটীও সুন্দররূপে সাজান আছে। মহারাজ মহাতাপচন্দ্র বাহাদুর নির্ম্মাণ করাইয়া নিজের নামানুসারে ঐ নাম দিয়াছেন।

ইন্দ্র। ও বাড়ীতে রাজার কি হয়?

বরুণ। ঐ বাড়ীতে তিনি কাছারি করিতেন। ঐখানে মহাভারত সেরেস্তা থাকিত। রাজা সংস্কৃত মহাভারত বঙ্গভাষায় অনুবাদ করাইয়া প্রচার করিবার জন্য প্রায় ১০।১২ জন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে বেতন দিয়া রাখিয়াছিলেন। ওদিকে দেখা যাইতেছে বারদ্বারী।

নারা। বৈঠকখানার পার্শ্বে ঐ লালবর্ণের বাড়ীটী কি? যাহার দ্বার ও জানালা এমন কি পরদাগুলি পর্য্যন্ত লাল।

বরুণ। উহা মহারাজের ব্রাহ্মসমাজ। উহার ভিতরের ঝাড় লণ্ঠন এবং মেজে পর্য্যন্ত লালরঙ্গের। এই সমাজগৃহটীতে প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্মেরই আলোচনা হইয়া থাকে। শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ ও তারকনাথ তর্করত্ন এই সমাজের আচার্য্য ও উপাচার্য্য। ইঁহারাই রাজবাটীর প্রধান পণ্ডিত।

উপ। বরুণ-কাকা! ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখে বাড়ীটী কি?

বরুণ। দেবরাজ! ঐ বাড়ীটীই রাজার অন্দরমহল। ঐ মহলের নাম নারায়ণী-মঞ্জিল। মহারাণী নারায়ণীর নামানুসারে ঐ নাম দেওয়া হইয়াছে।

বাড়ীটী চীনদেশীয় ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত। উহা সর্ব্বসমেত চারিতালা, গৃহগুলি অতি সুন্দররূপে সাজান আছে।

নারা। নারায়ণী মণ্ডিলের পার্শ্বে যে বাড়ীটী দেখা যাইতেছে, উহাতে কি হয়?

বরুণ। মহারাজের কাছারী-বাড়ী। ঐ বাড়ীতে রাজসরকারের আয় ব্যয় প্রভৃতির নানা বিভাগে নানাপ্রকার কাজ হইতেছে। রাজার পাঁচজন মেম্বরকে এক এক বিভাগ ভাগ করিয়া দেওয়া আছে। তাঁহারাই রাজ-কার্য্যের সমস্ত বিষয়ের হিসাব-পত্র দেখেন।

ইহার পর দেবগণ লক্ষ্মীনারায়ণজীর বাটীতে প্রবেশ করিলেন। ইনি রাজবংশের কুলদেবতা। ইঁহার সেবার বন্দোবস্ত বড় সুন্দর!

বরুণ। পিতামহ! চেয়ে দেখুন—চারিদিকে দালান, মধ্যে নাটমন্দির। ও দিকে দেখা যাইতেছে রাসমঞ্চ ও পিতলের রথ।

দেবগণ দেবালয়ের দ্বারে যাইয়া দেখেন,—গৃহমধ্যে বিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন। প্রতিমূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার। রৌপ্যথালে নৈবেদ্যাদি সাজান রহিয়াছে।

ইন্দ্র। বরুণ! নাটমন্দিরে এত ব্রাহ্মণ বসিয়া আছে কেন?

বরুণ। উহারা ফলারে বামুন। লক্ষ্মীনারায়ণজীর বাটীতে প্রত্যহ ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুররূপে লুচি সন্দেশ আহার করিতে দেওয়া হয়। এজন্য উহারা আহারের প্রত্যাশায় বসিয়া আছে।

এখান হইতে সকলে বাহির হইলে বরুণ কহিলেন "পিতামহ! সম্মুখে দেখুন—রাজার সরস্বতীপূজা ও দুর্গোৎসবের বাড়ী। এই বাড়ীতে প্রতিবৎসর অতি সমারোহের সহিত সরস্বতীপূজা ও দুর্গাপূজা হইয়া থাকে।"

ইন্দ্র। যেমন সর্ব্বত্র প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করা হয়, এখানেও কি সেইরূপ হয়?

বরুণ। না ভাই! এখানে দুর্গার প্রতিমূর্ত্তি পটে অঙ্কিত করিয়া পূজা করা হইয়া থাকে। ইঁহার নিকট বলি হয় না, তবে দিনে একটী করিয়া নারিকেল বলি দেওয়া হয়।

এখান হইতে সকলে ফুলবাড়ী দেখিয়া গো-শালার নিকট উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন "পিতামহ। এই গো-শালায় ৪০।৫০টী ভাল ভাল গাই এবং ২৫।৩০টী মহিষ আছে। এখানে একটী বিগ্রহ আছেন। তাঁহার নাম

ছোটলালা। ইহারও রীতিমত সেবা হইয়া থাকে। ইহার মত বৃহদাকার দেবমূর্ত্তি নগরে আর নাই।"

ইহার পর দেবগণ অন্নপূর্ণা ও রাধাবল্লভজীর বাড়ী দেখিয়া একটী ময়রার দোকানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ময়রার নাম রামদুলাল। রামদুলালের দোকানঘর তাহার বাড়ীর সহিত এরূপ ভাবে সংলগ্ন যে, ঠিক যেন বাহিরের ঘর বলিয়া বোধ হয়। কোন ভদ্রলোক যাত্রী আসিলে রামদুলাল বাড়ীতেও বাসা দিয়া থাকে। সে একাকী দোকান চালাইতে না পারাতে একটী ছেলেকে বেতন দিয়া রাখিয়াছে। রামদুলালের পরিবার দেখিতে শুনিতে মন্দ নহে। বয়স ১৮।১৯ বৎসর, কোলে একটী পাঁচ সাত মাসের ছেলে। রামদুলাল শিক্ষিত নহে, তবে কোনপ্রকারে দোকানের হিসাবপত্র টুকিয়া রাখিতে পারে। সে সংবাদপত্র পাঠ করে না, অথবা কোন সভায় যায় না, অথচ আমাদের সুশিক্ষিত দল অপেক্ষা প্রশংসার যোগ্য; যেহেতু সে স্ত্রী-স্বাধীনতা বেশ বুঝে এবং স্ত্রীকে যথেষ্ট স্বাধীনতাও দিয়াছে। রামদুলাল ভিয়ান করে, স্ত্রী স্বাধীনতা-প্রভাবে দোকানঘরে ছেলে কোলে করিয়া বসিয়া থাকে। দোকানে কত দেশ দেশান্তর হইতে নূতন নূতন লোক আসিতেছে, ময়রাবৌ স্বাধীনতাপ্রভাবে সকলের সহিত আলাপ পরিচয় করিতেছে। দেবগণ দোকানঘরের নিকট উপস্থিত হইয়াই একখানি তক্তাপোসের উপর ধুপ ধাপ শব্দে ব্যাগগুলি ফেলিলেন এবং সকলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ময়রাবৌ দেবগণকে কহিল "তোমাদের বাড়ী কোথায় বাবু?"

বরুণ বলিল—"আমাদের বাড়ী অমরপুর।"

"আমারও বাপের বাড়ী অমরপুরে" বলিয়া ময়রাবৌ ময়রাকে কহিল "আমাকে কেন এঁদের সঙ্গে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেও না?"

রামদু। মহাশয়েরা অমরপুরের মাধব ময়রাকে চেনেন?

বরুণ। তুমি কোন্ অমরপুরের কথা ব'ল্‌চো?

রামদু। নদে জেলায় একটী গ্রাম আছে, তাহার প্রকৃত নাম ক'ল্লে অন্ন হয় না, এজন্য অমরপুর বলিয়া ডাকিয়া থাকে।

বরুণ। আমাদের বাড়ী সে অমরপুর নহে। আমাদের বাড়ী হরিদ্বারের সন্নিকটে।

দেবগণ এই সময়ে চাহিয়া দেখেন—সম্মুখস্থ বেণের দোকানে মস্ত ভিড়। তাহারা বাপ-বেটায় পাঁচন বেঁধে উঠিতে পারিতেছে না। পুত্র কহিতেছে

"বাবা! কণ্টিকারী আর নাই।" পিতা কহিতেছে "আম-বেগুনের গাছটা কেটে দে, না হয় কচি কচি কুলের ডাল কেটে আন্।"

পুত্র। যদি কেহ জান্তে পারে, পাঁচন যে বিকাবে না!

পিতা। ওরে বাবা! সকলেই আমার মত পণ্ডিত। সেই দিন বৈদ্য-নাথ কবিরাজ আমার কাছে গুলঞ্চ কিন্তে এসেছিল, দোকানে গুলঞ্চ না থাকাতে আমি ছুটে বাড়ীর ভিতর থেকে একটা পাকা পুঁইগাছ খণ্ড খণ্ড করে এনে, ওজন ক'রে দিলাম। কবিরাজ মহাশয় গণে দাম দিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে চ'লে গেলেন। যখন কবিরাজেরাই কপিরাজ হয়েছেন, তখন তুই ভাবচিস্ কেন? ছাই ভস্ম যা দিবি, তাতেই পয়সা হবে।

এই সময় মোট মাটারি সঙ্গে একটী বাবু আসিয়া রামদুলালের দোকানে উপস্থিত হইলেন। দেবগণ তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া জানিলেন ইনি একজন ডাক্তার। দেশে কিছু না হওয়াতে বর্দ্ধমানে আসিয়াছেন! নারায়ণ বরুণের কাণে কাণে কহিলেন "যম কি ইহাদের খবর দিয়ে এসেছে না কি?"

ইন্দ্র। এইবার বর্দ্ধমান সহরটী উৎসন্ন গেল!

ডাক্তার। কি ব'ল্‌চেন মহাশয়?

ইন্দ্র। ব'ল্‌ছি—বর্দ্ধমানে যেরূপ রোগের প্রাদুর্ভাব, এইবার বুঝি ইহার ধ্বংস হয়।

ডাক্তার। আজ্ঞে, আমার নিকট এমন ঔষধ আছে দু এক দিনে রোগ আরাম ক'র্‌তে পারি।

ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলে রামদুলালের দোকানে বিস্তর মিছরির খরিদ্দার আসিল। এমন কি, সে দশ পনরটা কুঁদো ভাঙ্গিয়াও খরিদ্দার বিদায় করিতে পারিল না। বেলা ১০ টার সময় বাঁকার দিকে "হোয়া" "হোয়া" শব্দে শৃগাল ডাকিতে লাগিল। পথে অসংখ্য শব বাহির হইল, নগরে হাহাকার শব্দ উপস্থিত। এমন সর্ব্বনেশে ওলাউঠা এখানে কস্মিন্‌কালেও হয় নাই, এক দাস্তেই কর্ম্ম নিকাশ! ময়রাবৌ ছুটিয়া গিয়া বেণের দোকান হইতে কর্পূর কিনিয়া আনিল ও কিঞ্চিৎ ময়রার কাপড়ে বাঁধিয়া দিয়া এবং নিজে একটা পুঁটুলি শুঁকিতে শুঁকিতে দেবগণকে কহিল "তোমরা পালাও, এখানে থাকলে মরে যাবে।"

ব্রহ্মা। মা! মরণের কথা কে ব'ল্‌তে পারে? যদি কপালে থাকে

এখানে থাকিলেও মরিব না—আবার অন্যত্র পলায়ে গিয়াও বাঁচিব না। এক্ষণে তুমি একটু তৈল দাও, বেলা হয়েছে, স্নান ক'রে আসি।

ইহার পর দেবগণ একটী পুষ্করিণীতে স্নান আহ্নিক সারিয়া দৈ চিঁড়ে কিনে, লালমোহন ও ওলা টাকনা দিয়া ফলার করিলেন। এবং কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া আবার নগর ভ্রমণে বাহির হইলেন। এবার তাঁহারা এক খানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া বাঁকা নদীর উপরিস্থ একটি পোল পার হইয়া কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম দেখিতে দেখিতে বারদ্বারী বাগানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

বরুণ। পিতামহ! বাগানের পার্শ্বে এই যে স্থানটি দেখিতেছেন, ইহাকে লোকে মালিনীপোতা কহে। এই যে অত্যল্প সুড়ঙ্গের আকার দেখিতেছেন, লোকে বলে—এই সুড়ঙ্গ দিয়ে সুন্দর বিদ্যার মন্দিরে যাতায়াত করিতেন।

উপ। বরুণকাকা! সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে দেখ্‌বো?

ব্রহ্মা। না। শৃগাল কুক্কুরে খেয়ে ফেল্‌বে। বরুণ! বিদ্যাসুন্দর কি?

বরুণ। আজ্ঞে! ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরকৃত একখানি পদ্যে লিখিত উপন্যাস গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থের নায়ক সুন্দর, নায়িকা বিদ্যা; তজ্জন্যই পুস্তকের নাম বিদ্যাসুন্দর হইয়াছে। নায়ক নায়িকা উভয়েই অতি সুন্দর ও সুশিক্ষিত ছিলেন। সুন্দর ভাটমুখে বিদ্যার রূপবর্ণনা শ্রবণ করিয়া বর্দ্ধমানে আসেন এবং মালিনীর বাটীতে বাসা লন। মালিনী বিদ্যার নিকট যাতায়াত করিত, সুতরাং এক দিন মালিনীর মুখে সুন্দরের রূপের কথা শুনিয়া বিদ্যা সুন্দরকে দেখিতে চান। মালিনীর যত্নে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। উভয়ে উভয়কে দেখিয়া অধীর হইলেন। সুন্দর কালীকে স্তবে তুষ্ট করিয়া অতি গোপনে, এমন কি, মালিনীর অগোচরে নিজ বাসগৃহ হইতে বিদ্যার শয়নগৃহ পর্য্যন্ত এক সুড়ঙ্গ খনন করিয়া যাতায়াত করিতে লাগিলেন। এইরূপ যাতায়াত করাতে অবিবাহিত অবস্থায় বিদ্যার গর্ভসঞ্চার হইল। তখন রাজা ক্রোধান্ধ হইয়া তস্করকে ধৃত করিবার আজ্ঞা দিলে কতোয়ালেরা স্ত্রীবেশে বিদ্যার মন্দিরে শয়ন করিয়া থাকিল এবং সুন্দরকে ধরিল। রাজা সুন্দরকে মশানে লইয়া গিয়া প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেন। মৃত্যুকালে সুন্দর ভক্তিভরে কালীর স্তব করাতে দেবী আসিয়া দেখা দিলেন। রাজা এই ঘটনায় চমৎকৃত হইয়া সুন্দরের সহিত বিদ্যার বিবাহ দেন। ভারতচন্দ্র ঘটনাগুলি এমন সুন্দরভাবে লিখিয়াছেন যে, পাঠ করিলেই সত্য ঘটনা বলিয়া বোধ হয়। ভারতচন্দ্রের সহিত বর্দ্ধমানের রাজা অসদ্ব্যবহার

করাতে তিনি সেই ক্রোধে কৃষ্ণনগরের রাজার সাহায্যে পুস্তকখানি প্রণয়ন করেন, কিন্তু বর্দ্ধমানবাসীরা বিদ্যা-সুন্দরের লীলাখেলাকে স্বদেশের গৌরব মনে করিয়া অম্লানমুখে "ঐ বিদ্যাপোতা" "ঐ মালিনীপোতা" বলিয়া দেখাইয়া দেয়।

ব্রহ্মা। ভারতচন্দ্র রায়ের বিষয় আমাকে সংক্ষেপে বল।

বরুণ। ইনি ১১১৯ সালে, (১৭১২ খৃঃ অব্দে) বর্দ্ধমান জেলার আন্তঃপাতী ভুরসুট পরগণার মধ্যে পাণ্ডুয়া নামক গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম নরেন্দ্রনারায়ণ রায়। বর্দ্ধমানের রাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের মাতার সহিত নরেন্দ্রনারায়ণের বিবাদ হওয়াতে তাঁহার বাড়ী-ঘর লুণ্ঠিত ও যথাসর্ব্বস্ব অপহৃত হয়। পিতা নিঃস্ব হইলে ভারতচন্দ্র মাতুলালয়ে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইহার পর তিনি বিশেষরূপে সংস্কৃত ও পারসী ভাষা শিক্ষা করিয়া নানা স্থান ভ্রমণপূর্ব্বক পরিশেষে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নিকট ৪০ টাকা বেতনের একটী কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। তিনি দুটী করিয়া কবিতা রচনা করিয়া রাজাকে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় শুনাইতেন। রাজা তাঁহার কবিতা শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া "রায়গুণাকর" উপাধি প্রদান করেন এবং অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর লিখিতে আজ্ঞা দেন। ইহার প্রণীত "নাগাষ্টক" নামক আটটী কবিতা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। ইনি সংস্কৃত, পারসী, হিন্দী ও ব্রজবুলিতে অনেকগুলি কবিতা লিখিয়াছিলেন। ১১৬৭ সালে (১৭৬০ খৃঃ অব্দে) ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইহার মৃত্যু হয়। ইনি বাল্যকালে বড় কষ্ট পান। অল্প বয়সেই পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া পরপ্রত্যাশী হন। অনেক সময় সামান্য শাক-ভাতও ইহার ভাগ্যে জুটে নাই। তথাপি অনেক কষ্টে বিদ্যাশিক্ষা করেন। একবার মোক্তারি করিতে যাইয়া ফাটকেও গিয়াছিলেন।

এখান হইতে দেবগণ পূর্ব্বমুখে যাইয়া বাঁকা পারে সর্ব্বমঙ্গলার ঘাটে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন "পিতামহ! ঘাটের পশ্চিম পার্শ্বে একটী কামান রহিয়াছে দেখিতেছেন। ঐ কামানটী প্রতিবৎসর দুর্গোৎসবের সময় মহাষ্টমী পূজার দিন সন্ধিপূজা আরম্ভ হইলে একবার করিয়া দাগা হয়।"

ইন্দ্র। সম্মুখের ঐ পাঁচ চূড়াবিশিষ্ট মন্দিরটী কি ?

বরুণ। ঐ সর্ব্বমঙ্গলার বাড়ী।

দেবগণ ইহার পর সর্ব্বমঙ্গলার বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। প্রথমতঃ তাঁহারা সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া একটী বাগানবাটীতে উপস্থিত হইয়া কতকগুলি শিবমন্দির দেখিলেন। তৎপরে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, দেবীমূর্ত্তি

মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। মন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে অনবরত বলিদান হইতেছে। নারায়ণ বৈষ্ণব। অতএব পাঁটা কাটা দেখিয়া "শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু" বলিতে বলিতে পলাইয়া আসিলেন। সুতরাং দেবগণের ভাগ্যে ভাল করিয়া সর্ব্বমঙ্গলা দেখা ঘটিল না। তাঁহারা দেবীকে প্রণাম করিয়াই প্রত্যাগমন করিলেন।

এখান হইতে তাঁহারা রাজকুমারীর প্রতিষ্ঠিত নবদুর্গা দেখিয়া, উইল বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া যে দিকে চাহেন, দেখেন অসংখ্য সং সাজান রহিয়াছে; সংগুলির মধ্যে দেবতা সংই অধিক। কোন স্থানে নারায়ণ কংসকে বিনাশ করিতেছেন; কোন স্থানে রামরাবণে যুদ্ধ বাধিয়াছে, উভয় পক্ষের কতকগুলো বানর ও রাক্ষসফৌজ দাঁড়াইয়া আছে। কোন স্থানে যাত্রা হইতেছে; এক দিকে বসিয়া পুরুষগণ শুনিতেছেন, অপর দিকে চিকের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা বসিয়া আছেন। কোন স্থানে অহল্যা পাষাণীর উপর দাঁড়াইয়া রামচন্দ্র পুষ্পচয়ন করিতেছেন। একস্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোপিনী-দিগের বস্ত্রহরণ করিয়া কদম্ব গাছের শাখায় বসিয়া হাসিতেছেন। নিম্নে দাঁড়াইয়া উলঙ্গিনী স্ত্রীলোকেরা বস্ত্র ভিক্ষা করিতেছে।

এখান হইতে সকলে রাজার হাসপাতালের নিকট উপস্থিত হইলে "এই যানেওয়ালা!" "এই যানেওয়ালা!" শব্দ করিতে করিতে একখানি বগী, ঘোড়ার পায়ের "খটাখট" শব্দের সহিত "পৌইস পৌইস" শব্দে নক্ষত্রবেগে চলিয়া গেল। দেবতারা রাস্তার একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া শকটারোহী বাবু দুটীর প্রতি চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। বরুণ কহিলেন "ঐ ছোটটী বেটা, বড়টী বাপ। কেমন এয়ারকি দিতে দিতে যাচ্চে দেখুন, বর্দ্ধমানে বাপ বেটাতেও এয়ারকি চলে।"

উপ। বরুণ-কাকা। তবে ত এ বড় মজার জায়গা। আমার এখানে একটু চাকরী হয় না? তা হ'লে বাবাকে এনে এয়ারকি দিই।

নারা। আ মরি মরি! উপ'র কি সূক্ষ্মবুদ্ধি!

ইন্দ্র। ও কেমন লোকের ছেলে!

এখান হইতে সকলে তেলমাড়াই নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন একটী বেশ্যা সুমধুর স্বরে কীর্ত্তন গাহিতেছে। দেবতারা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কীর্ত্তন শুনিলেন। ইন্দ্র কহিলেন "পিতামহ! আপনি বলিয়াছেন দিনের মধ্যে একবার মাত্র হরিনাম করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে যাইবে।

এই বেশ্যা প্রতিদিন হরিসংকীর্ত্তন করিতেছে। অতএব মরণান্তে ইহারও কি বৈকুণ্ঠলাভ হইবে ?

ব্রহ্মা। ভাই! বেশ্যারা নিজের উপজীবিকার জন্যই হরিনাম করে; অতএব তাহাদের মুক্তি হইবে না।

এই সময় দুটী বাবু শালের পাগড়ী মাথায় উকীলের বেশে আসিয়া বেশ্যালয়ে উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে একজন হাসিতে হাসিতে একটী বেশ্যার হস্তে এক জোড়া শাল প্রদান করিলে বেশ্যা মহাসমাদরে বাবুর হস্ত ধরিয়া গৃহের মধ্যে লইয়া গেল। অপর বাবুটী কত কাঁদিল, সাধ্য সাধনা করিল; কিন্তু বেশ্যা "তোর আর আছে কি? নীলামে যথাসর্ব্বস্ব বিক্রী ক'রে নিয়েছি। তুই দূর হ" বলিয়া বিদায় করিয়া দিল।

বরুণ। পিতামহ! এই দুই বাবু আপনার অপরিচিত নহেন। সেই কাঁচি-কাটা শালের বাবু উনি। আর ঢোল বাজায়ে যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় হওয়ার বাবু ইনি।

ব্রহ্মা। শ্রীবিষ্ণু! য়্যাঁ! কি নির্লজ্জ! তারাই এরা? বরুণ! বলিহারি ইংরাজ বিচারকে। "এক, দুই, তিন" বলিয়া ঢোলে কাটি মারিল, অমনি ভিটেমাটি বিক্রয় হইয়া গেল। আমি আশ্চর্য্য হ'চ্চি—এদের কি বুকের পাটা! নচেৎ যে রাজ্যে দেনা ক'রে আজ হবে না, কাল দেব ব'ল্‌তে দেরি সয় না, সেই রাজ্যে কর্জ্জ ক'রে বেশ্যালয়ে যায়। ইহারা কি মহাপাপী!

ইহার পর তাঁহারা এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—কলে দামোদর হইতে জল আনিয়া বাঁকা বোঝাই করিয়া দিতেছে। বরুণ কহিলেন "বাঁকায় সকল সময় জল থাকে না, এজন্য ইংরাজরাজ প্রজার জলকষ্ট দূর করিবার জন্য দামোদর হইতে কলে জল আনিয়া বাঁকা বোঝাই করিয়া দেন। বাঁকা বোঝাই হইলে কল বন্ধ করিলে আবার জল আসা বন্ধ হইয়া থাকে।"

নারা। কল বন্ধ করিলেই আর জল আসে না?

ব্রহ্মা। ওরে ভাই, বুঝিস্ নে? এরা কলে সব ক'ত্তে পারে!

নারা। আজ্ঞে, বুঝিচি।

এখান হইতে দেবগণ ব্রাহ্মসমাজ, স্কুল, থানা, কাছারি ইত্যাদি দেখিয়া নগরের বাম পার্শ্বে এক স্থানে উপস্থিত হইলে উপ কহিল "বরুণ কাকা! ওটা দেখা যাচ্চে কি?"

বরুণ। দেবরাজ! সম্মুখে দেখ একটী গির্জ্জা। এই গির্জ্জাটা রেভারেণ্ড জে, ওয়েব্রেট নামক একটী সাহেব দশ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্ম্মাণ করেন। গির্জ্জার সম্মুখে ঐ যে পুষ্করিণীটা দেখিতেছ—পূর্ব্বে বোম্বেটেরা মানুষ খুন করিয়া উহাতে ফেলিয়া দিত।

এখান হইতে কিছু দূরে যাইলে বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! এই স্থানের নাম পুরাতন বর্দ্ধমান। ১৬২১ অব্দে মুসলমানেরা এই স্থান আক্রমণ করে। ১৬৯৫ অব্দে সর্ব্বাসিং নামক একজন জমিদার এই স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত করে এবং বর্দ্ধমানের রাজাকে হত্যা করিয়া তাঁহার পরিবারবর্গকে রুদ্ধ করিয়া হুগলি নগর আক্রমণ করিয়াছিল। এই কারণেই ইংরাজেরা বিনা করে কলিকাতার পুরাতন কেল্লা মেরামত ও তাহার চারিদিকে খাত খনন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। বিদ্রোহকারী জমিদার বর্দ্ধমানের রাজপরিবারস্থ যে সমস্ত লোককে রুদ্ধ করে, তন্মধ্যে রাজকুমারীকে পরমা সুন্দরী দেখিয়া তাঁহার সতীত্বনাশের চেষ্টা করিলে—রাজকন্যা অস্ত্রাঘাতে তাহার জীবন নষ্ট করেন ও সেই অস্ত্র নিজ বক্ষে বসাইয়া প্রাণত্যাগ করেন।"

ব্রহ্মা। নারায়ণ! দেখ, এখনও সতীরা সতীত্ব রক্ষা করিতে প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়া থাকেন।

এখান হইতে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! সম্মুখে যে কালীমূর্ত্তি দেখিতেছেন, ইনিই শ্মশানবাসী। লোকে বলে—মশানে সুন্দরের প্রাণদণ্ড করিতে লইয়া যাইলে দেবী এই মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন।"

ইহার পর তাঁহারা অপর এক স্থানে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! এই স্থানে মানসিংহ এবং তোডরমল্ল এক সময় সৈন্য সামন্তসহ তাম্বু ফেলিয়া বাস করিয়াছিলেন এবং এই স্থানেই জাহাঙ্গীরের আজ্ঞায় শের আফগানের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছিল।"

নারা। বরুণ! জাহাঙ্গীর কি কারণে শের আফগানের প্রাণ লইতে আজ্ঞা দেন?

বরুণ। মেহের উন্নিসা নামে শের আফগানের অদ্বিতীয়া পরমা সুন্দরী স্ত্রী ছিল। ঐ স্ত্রীর উপর জাহাঙ্গীরের বাল্যকাল হইতে লোভদৃষ্টি পতিত হয়, কিন্তু প্রথমে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই ঐ স্ত্রীকে প্রাপ্ত হইবার জন্য শের আফগানকে হত্যা করা হয়, এবং

তাঁহার স্ত্রী মেহের উন্নিসাকে বিবাহ করিয়া নুরজাহান নাম দিয়া বামে লইয়া সিংহাসনে বসেন।

ইন্দ্র। উঃ কি অত্যাচার!

বরুণ। ওদিকে দেখ—আজীম ওসমান নামক এক ব্যক্তির মস্‌জিদ।

এখান হইতে দেবগণ যাইতে যাইতে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন, একটী বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য। বাটীর দ্বারে একটী প্রাচীন বসিয়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। বাটীর মধ্যে একটী বৃদ্ধাকে দুটী যুবতী প্রহার করিতেছে।

দ্বারস্থিত বৃদ্ধ দেবগণকে দেখিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "তোমরা ভিতরে গিয়া ছাড়িয়ে দেও। আমাকে মেরে ফেলুক ক্ষতি নাই—ও বুড়িকে যেন আর মারে না। বাবা! তোমাদের পায়ে পড়ি, গিয়ে ছাড়িয়ে দেও।"

ব্রহ্মা। বরুণ। কাণ্ডটা কি?

বরুণ। বোধ হয় বৃদ্ধাকে তাহার পুত্রবধূদ্বয় প্রহার করিতেছে। আর বৃদ্ধার স্বামী দ্বারে বসিয়া কাঁপিতেছে। বধূরা স্বামীর নিকট শ্বশুর শাশুড়ীর নিন্দা করাতে স্বামীরা প্রহারের দ্বারা মাতা পিতাকে সায়েস্তা করিতে আজ্ঞা দিয়াছে।

বৃদ্ধ। বাবা। আমরা বুড়ো বয়সে আর কাজকর্ম্ম করিতে পারিনে ব'লে মার খাওয়াচ্চে; বধূরা যেমন ব'ল্লে—"এরা আর কাজকর্ম্ম করে না, কেবল ব'সে ব'সে খায়"—অমনি হুকুম দিলে—"মার হারামজাদা ও হারামজাদীকে।"

ব্রহ্মা। হা ভগবান্। কি দেখ্‌লাম!! বজ্রাগ্নি আর নিস্তেজ থেকো না। আর বর্দ্ধমান দর্শনের আবশ্যকতা নাই, পালাই চল! নচেৎ পাপ স্পর্শ করিবে।

দেবগণ দ্রুতপদে ষ্টেশন অভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে ইন্দ্র কহিলেন, "কত কি দেখ্‌ছি, মনে থাক্‌চে না; দোত কলমটাও গাড়ীতে ফেলে এসেছি। এমন কোন দ্রব্য নাই, বিনা কালীতে লেখা যায়, তাহা হইলে সমস্ত ঘটনা নোটবুকে টুকে রাখি।"

"তা ব'ল্‌তে হয়, একটা উডেন পেন্সিল কিনে দিতাম।" বলিয়া একটী দোকান হইতে একটী পেন্সিল খরিদ করিয়া কাটিয়া দেবরাজের হস্তে দিলেন।

ইন্দ্র। কালী?

বরুণ। উহাতে আর কালী চাইনে—অমনি লিখিতে হয়।

"সত্যি!" বলিয়া দেবরাজ দেখেন আর হাস্য করেন।

পিতামহ চাহিয়া দেখিয়া কহিলেন, "বরুণ! এগুলোর নাম কি ব'লে? উটোন পেন্‌সিল?"

নারদ। এই সামান্য কথাটা মনে রাখ্‌তে পারেন না? এর নাম উট পেন্সিল।

উপ। ঠাকুরকাকা! তোমারও ত হ'ল না। এর নাম উড্ডেন পেন্সিল। দেখুন না কর্ত্তাজেঠা। ওর মধ্যে সীসা আছে, তাই লেখা যায়।

ব্রহ্মা। তুই থাম্! আমাকে ছেলে ভোলাচ্চেন! সীসে পিটিয়ে সরু ক'রে এমন রঙচঙ্গে কাঠের মধ্যে ঢোকান কি সহজ কথা!

আবার সকলে দ্রুতপদে চলিলেন। যাইতে যাইতে উপ কহিল, "বরুণকাকা! চেয়ে দেখ—বাঁশবনের মধ্যে একটা বাবু লুকিয়ে থেকে ধোপার বাড়ীর দিকে কি চেয়ে চেয়ে দেখ্‌চে।"

ইন্দ্র। সত্যি বরুণ! ও কি দেখচে?

বরুণ। ধোপাদের একটী সুন্দরী বৌ আছে, বাবু তার সঙ্গে—

ইন্দ্র। আরে ছি! ছি! আর জাতি-বিচারও নাই? কলিতে হ'লো কি?

সকলে ষ্টেশনে আসিয়া সে রাত্রে ট্রেন না পাওয়াতে এক স্থানে শয়ন করিলেন এবং ঘুমের পর পিতামহ কহিলেন, "বরুণ! বৰ্দ্ধমানের অপরাপর বিষয় সংক্ষেপে বল।"

বরুণ। বৰ্দ্ধমানের রাজা বাঙ্গালার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান জমিদার। ইঁহার জমিদারী প্রায় ৭০ মাইল দীর্ঘ এবং ৫০ মাইল প্রস্থ। ইনি গবর্ণমেণ্টকে চৌদ্দ লক্ষ টাকা বার্ষিক কর দিয়া থাকেন। রাজার আমলাদিগের বেতনে মাসিক আট হাজার টাকা ব্যয় হয়। ষ্টেশনের পার্শ্বে সৈন্যদিগের তাম্বু ফেলিয়া বাস করিবার স্থান আছে। এখানকার ডাকবাঙ্গালাটী বড় সুন্দর। ঐ ডাকবাঙ্গালায় অনেক পথিক সাহেব আসিয়া বাস করিয়া থাকেন। এই সুন্দর স্থান বাঁকা নদীর তীরে অবস্থিত। নগরের সন্নিকটে দুই শত আশীটী খিলান-বিশিষ্ট একটী সেতু আছে। ঐ সেতু নির্ম্মাণ করিতে প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। বিজ্ঞাপোতা নামক স্থানের কিছু দূরে মানসসরোবর নামে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে; এক্ষণে উহাতে অধিক জল নাই; যাহা আছে তাহাতে পদ্মপুষ্পাদি প্রস্ফুটিত থাকিয়া পুষ্করিণীর অত্যাশ্চর্য্য শোভা সম্পাদন করিয়াছে। বৰ্দ্ধমানের অপর নাম কুসুমপুর। এখানকার ওলা, লালমোহন, সীতাভোগ, খাজা

ব্রহ্মা। এই সকল পল্লীগ্রামের জমীদারেরা কেমন ?

বরুণ। ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মন বড় ক্ষুদ্র। একবার এক জমীদার একগাছি ইক্ষু হস্তে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার একটী শিশুপুত্র ছুটিয়া আসিয়া কহিল "বাবা! আক দে।" এই সময় তাঁহার একটী ভ্রাতুষ্পুত্র ছুটিয়া আসিয়া কহিল "জ্যেঠা মহাশয়! একটু আক দেও ?" বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রকে ফাঁকি দিয়া আকগাছটি পুত্রকে দিবারই ইচ্ছা ছিল; কিন্তু সে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় অগত্যা আকগাছটি দুই খণ্ডে ভাঙ্গিয়া ডগার দিকটে ভ্রাতুষ্পুত্রকে দিতে গেলেন। সে কহিল, "এখানা নয়, ও হাতের খানা।" ইহাতে তিনি প্রতারণা করিবার অভিপ্রায়ে যতবার হাত ফেরফার করেন, সেও ততবার বলে "জ্যেঠামহাশয়! ঐ খানা।" বালকের পিতা বারাণ্ডা হইতে এই ঘটনা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে নামিয়া আসিয়া কহিলেন, "দাদা! চলুন বিষয় ভাগ করিগে।" বাবু কহিলেন "কেন ভাই ?" ভ্রাতা কহিলেন "দাদা! একগাছি আক নিয়ে আমার পুত্রকে প্রতারণা করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, যদি আজ কিংবা কা'ল আমার মৃত্যু হয়, তবে বিষয় লইয়া আমার শিশুটীর সহিত যে কি করিবেন বলিতে পারি না।" বলিয়া সেই দিন হইতে পৃথক হইলেন।

ব্রহ্মা। কলিতে এরূপই হইবে। ভাল বরুণ! ঐ যে একটা রাস্তা দেখা যাইতেছে, ও রাস্তাটা কোথায় গিয়াছে ?

বরুণ। রাস্তাটির নাম গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। ও রাস্তা পল্‌তা নামক স্থান হইতে আরম্ভ হইয়া হুগলি, মগরা, পাণ্ডুয়া, মেমারি, বৈঁচি ও বর্দ্ধমানের নিকট দিয়া রাণীগঞ্জ অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে।

ইন্দ্র। রাস্তাটির নাম কি ?—গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। ইংরাজরাজ্যে কি রাস্তা-ঘাটেরও নাম আছে ?

বরুণ। আছে বৈ কি। যথা—গবর্ণমেণ্ট রোড, ফেরিফণ্ড হইতে উদ্বৃত্ত টাকায় নির্ম্মিত ফেরিফণ্ড রোড, মিউনিসিপাল রোড, এবং সাহায্যকৃত রোড ইত্যাদি।

ইন্দ্র। আমরাও স্বর্গে গিয়া রাস্তার নামকরণ করিব।

আবার ট্রেন ছাড়িল এবং অনতিবিলম্বে উপ পাণ্ডুয়ার মসজিদ দেখিয়া চীৎকার শব্দে কহিল "বরুণকাকা! ওটা কি ?"

বরুণ। পাণ্ডুয়ার ট্রেন এল।

এই সময়ে ট্রেন "ঝাঁ ঝনাৎ" শব্দে ষ্টেশনে থামিল। দেবগণ ট্রেন হইতে নামিয়া দেখেন—চাচারা কলিকাতায় কুঁকড়ো চালান দিবার জন্য এক গণ্ডা, দুই গণ্ডা করিয়া গণে গণে চাঙ্গারি বোঝাই করিতেছে।

নারা। বরুণ! এই কুঁকড়োগুলো কি হবে?

বরুণ। কলিকাতার বাজারে উচ্ছে, আলু, তরকারী প্রভৃতির ন্যায় বিক্রয় হইবে। আহা! সাহেববাড়ীর বাবুর্চ্চিরা পেঁয়াজ ও রসুনের পোঁটলার সহিত যখন এই দুর্ভাগা পাখীগুলোর পা ধরিয়া ঝুলাইয়া লইয়া যায়, দেখিলে চক্ষে জল আইসে। মনে মনে ভাবি "পিতামহ ইহাদিগকে পাখী না করিয়া গাছের ফল করেন নাই কেন?"

ব্রহ্মা। খায় কারা?

বরুণ। সাহেব ও মুসলমানেরা; আর আজ কা'ল প্রায় বার আনা রকম হিন্দু লোকে।

ব্রহ্মা। মনুষ্য কি পাষণ্ড! যে পশু-পক্ষী তাহারা নিজ হস্তে প্রতিপালন করে, যে পশু-পক্ষী তাহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া নেচে খেলে বেড়ায়, যে পশু-পক্ষী অপর পশু-পক্ষী হইতে ভয় পাইলে আত্মরক্ষার জন্য প্রভুর নিকট ছুটিয়া আইসে, ইহারা এমনি নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর যে, সেই পশু-পক্ষীর অর্দ্ধ-ছটাক মাংস আহার করিবার জন্য হত্যা করিতে কাতর হয় না!

নারা। পিতামহ! ইহাদের পাপের কি সাজা হইবে?

ব্রহ্মা। পরজন্মে ঐ মনুষ্যেরা কুঁকড়ো হইবে এবং এই কুঁকড়োরা মনুষ্য হইয়া উহাদিগকে জবাই করিয়া খাইবে।

দেবগণ গেটের টিকিট দিয়া বাহিরে আসিয়া দেখেন—কতকগুলি ময়রার দোকান। দোকানের এক পার্শ্বে কাঁদি কাঁদি কলা টাঙ্গান এবং স্তূপাকার ডাব নারিকেল রহিয়াছে। অপর পার্শ্বে বাসি খাজা, বাসি জিলাপীর উপর মাছি ভ্যান্ ভ্যান্ করিতেছে। মোদক ভায়া উনানে আগুন দিয়া, উবু হইয়া বসিয়া ফুঁ পাড়িতেছে এবং এক একবার দুই হস্তে দুই চক্ষুর জল মুছিতেছে।

এই সময় কতকগুলা গরুর গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। গাড়ীগুলির উপরে ছাপ্পর বাঁধা ও চারিদিক মোটা শতরঞ্চ দ্বারা আচ্ছাদিত। কোন খানির ভিতরে কচি ছেলে কাঁদিতেছে। কোনখানির ভিতর হইতে কর্ত্তার সপাদুকা ঠ্যাং দেখা যাইতেছে; গৃহিণী স্বামীর নিকটে শশুর, শাশুড়ী ও ননন্দার নিন্দা করিয়া কিরূপ কষ্টে দিন কাটাইয়াছেন—মনের সাধে ব্যক্ত করিতেছেন। কোন খানি হইতে অল্পবয়স্কা বৌগুলি শতরঞ্চ অত্যন্ত উঁচু করিয়া স্থানটী দর্শন করিতেছেন।

দেবতারা এখান হইতে বাঁশবনের ভিতর দিয়া পাণ্ডুয়ার মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সকলে সবিস্ময়ে চাহিতে লাগিলেন। পিতামহ কহিলেন, "বরুণ! এত মুসলমান মন্দির দেখিলাম; কিন্তু এ মন্দিরটী হিন্দু মন্দিরের ন্যায় বোধ হইতেছে কেন?"

বরুণ। আজ্ঞে, এই মন্দিরটী প্রায় পাঁচ শত বৎসরেরও অধিক হইবে। পাণ্ডুয়া পূর্ব্বে হিন্দু রাজার অধিকৃত ছিল। তাঁহার নাম পাণ্ডু। সেই পাণ্ডু হইতে বর্ত্তমান পাণ্ডুয়া নাম হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন—ঐ রাজবংশের কোন কন্যা প্রত্যহ গঙ্গাদর্শন করিবার মানসে পিতাকে বলিয়া ইহা নির্ম্মাণ করাইয়া লন। ইহা প্রায় ১২০ ফিট উচ্চ। ইহার উপর হইতে হুগলি পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দির সম্বন্ধে আবার কতকগুলি লোক বলে—মুসলমানেরা গরু-কাটা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তাহার স্মরণ চিহ্নস্বরূপ এই মন্দিরটী নির্ম্মাণ করাইয়াছে। ফলতঃ এই মন্দিরটীর বিষয়ে অনেক ঐতিহাসিক বিবরণ আছে। যদি এখানে হিন্দু রাজাদিগের সময়ে কোন সুকবি বাস করিতেন, তাহা হইলে তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় পাণ্ডুয়ার গোযুদ্ধ লিখিয়া অমরত্ব লাভ করিতেন এবং আমরাও ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিতাম।

ব্রহ্মা। গোযুদ্ধ কি ?

বরুণ। ১২৪০ সালে এখানকার রাজসরকারে এক মুন্সী বাস করিতেন। রাজকার্য্য পারস্তভাষায় তরজমা করিয়া সম্রাটের নিকট পাঠাইবার জন্য ইনি মোগল সরকার হইতে নিযুক্ত হইয়া আইসেন। মুন্সী এক সময় নিজ পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে অতি গোপনে একটা গরু কাটেন এবং পাছে কেহ দেখিতে পায়, এই আশঙ্কায় উহার হাড় ও পাঁজরাগুলা পুঁতিয়া রাখেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ সমস্ত হাড় মাংসলোভী শৃগালগণ কর্ত্তৃক মৃত্তিকা হইতে বহিষ্কৃত হয়। তাহা দেখিয়া হিন্দুরা অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া উঠে এবং কে এই পাপকার্য্য করিয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিতে থাকে। পরিশেষে তাহারা জানিতে পারে—মুন্সী পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে এই গর্হিত কার্য্য করিয়াছে। তখন নগরস্থ যাবতীয় হিন্দু সশস্ত্রে দলে দলে রাজসন্নিধানে যাইয়া কহিল, "মুন্সীর প্রাণদণ্ড করিতে আজ্ঞা হউক, অন্যথা তাহাকে আমাদিগের হস্তে অর্পণ করা হউক।" রাজা ইহাতে সম্মত না হওয়াতে বিদ্রোহিদল রাজপুত্রকে হত্যা করে। রাজা উপস্থিত বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য মোগল সরকারে জানাইলেন, কিন্তু কোন ফল প্রাপ্ত হইলেন না ; অগত্যা তাঁহাকে প্রজাদিগের সহিত যোগ দিতে হইল। মুন্সী গোলযোগ দেখিয়া ইতঃপূর্ব্বে নগর হইতে পলায়ন করে এবং গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে পর্য্যটন করিয়া অসংখ্য মুসলমান সংগ্রহ করিয়া পাণ্ডুয়া নগর আক্রমণ করে। ক্রমে গরুকাটা যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে ক্রমান্বয়ে ৬০ জন রাজা ও অসংখ্য হিন্দুসেনা হতাহত হইলে শেষে মুসলমানেরাই জয়লাভ করিল এবং হিন্দুদিগকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া নিজেরাই বাস করিতে লাগিল। তদবধি পাণ্ডুয়া হিন্দুরাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া মুসলমান-প্রধান স্থান হইয়াছে।

নারা। মন্দিরমধ্যে এক্ষণে আছে কি ?

বরুণ। লোক বলে—মন্দিরের চূড়ায় মুসলমান সাধু সা-সফির ভ্রমণের লৌহ নির্ম্মিত ছড়ি আছে। মুসলমান যাত্রীরা প্রতি বর্ষে পৌষ মাসে ঐ ছড়ি পূজা করিবার জন্য দলে দলে আসিয়া থাকে। সেই সময়ে এই উপলক্ষে একটী করিয়া মেলা হয়।

ইন্দ্র। মন্দিরের ওদিকে ওটা কি ?

বরুণ। গরুকাটা যুদ্ধে মুসলমানদিগের যিনি নেতা ছিলেন, তাঁহারই কবর।

তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া কিছু দিন বিশ্রাম সুখভোগের পর এই স্থানেই মৃত্যু হওয়ায় ঐ কবরে বিশ্রাম করিতেছেন।

ব্রহ্মা। সম্মুখে এটা কি ?

বরুণ। আজ্ঞে, ইহা একটী মসজিদ। ইহা প্রায় দুই শত ফিট লম্বা এবং ইহাতে ৬০টী গম্বুজ আছে। এই মসজিদের প্লাটফরমে সা-সফি সর্ব্বদা উপবেশন করিতেন।

এখান হইতে দেবগণ পীরপুকুর দেখিতে চলিলেন। যে দিকে যান, কেবল বাঁশবন। এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন—একটী প্রাচীনা মুসলমান রমণী ছাগলকে বাঁশপাতা খাওয়াইতেছেন। নিকটে দাঁড়াইয়া একটী বাবু কহিতেছে "হাঁ গা চাচী, এখানে রাঁধা কুঁক্‌ড়োর মাংস বিক্রয় হয় ?"

বৃদ্ধা কহিতেছেন "আমিই মধ্যে মধ্যে বেচি, বেণেদের ছেলে-পিলের ব্যামো হ'লে ঝোল কিনে নিয়ে যায়।"

বাবু। আমি ঝোল খাব না, রাঁধা মাংস খাব। লুচি দিয়ে খেতে সাধ হয়েছে।

বৃদ্ধা। ওমা! তুমি বল কি ? তা হ'লে হিঁদুরা তোমায় ঘরে নেবে কেন ?

বাবু। চাচী! ডুব দিয়ে জল খেলে শিবের বাবাও টের পান না। আর আজকাল কি ওসব বিচার আছে ?

ব্রহ্মা। শ্রীবিষ্ণু! এ কি। এদিকে এমন সভ্যভব্য, কুঁকড়ো খায় ? বরুণ, পেঁড়ো থেকে পালাই চল।

বরুণ দেবগণকে লইয়া পীরপুকুরের পাড়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং কহিলেন "ইহারই নাম পীরপুকুর। পুষ্করিণীটী প্রায় পাঁচশত বৎসরের হইবে। ইহা চল্লিশ ফিট গভীর। পুষ্করিণীর তীরে দেখুন—একটী এমামবাড়ী এবং গোযুদ্ধের মৃত সেনাপতিদিগের কবর রহিয়াছে। এখানে অনেক মুসলমান সাধুর কবর আছে। এমামবাড়ীটি ফতে খাঁ নামক এক ব্যক্তি দ্বারা নির্ম্মিত হয়।

নারদ। বরুণ! ঐ ফকির ব'সে কি করিতেছে ?

বরুণ। উনি এই পীরপুকুরের রাজা। পুকুরের যাবতীয় জলজন্তু উহাঁর আজ্ঞাকারী। এই জলে একটি কুম্ভীর আছে, উনি ডাকিলে ডাঙ্গায় আইসে।

উপ এই কথা শুনিয়া ছুটিয়া গিয়া কহিল. "ওগো, একবার কুমীর ডাক না।"

ফকির কহিল, "কিছু খাইতে না দিলে অসিবে কেন ?" উপ তৎশ্রবণে

একটা পয়সা দিল, ফকীর "ফতে থা!" শব্দে ডাকিতে লাগিল, অমনি কুম্ভীরটি ডাঙ্গায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

বরুণ। পিতামহ! আমাদের যেমন গঙ্গাস্নানে মহাপুণ্য, মুসলমানদিগের তেমনি পীরপুকুরে স্নান করিলে মহাপুণ্য সঞ্চয় হয়; এজন্য তিথি-নক্ষত্রবিশেষে অনেক মুসলমান যাত্রী এখানে স্নান করিতে আইসে।

উপ। বরুণকাকা! এসনা—আমরা পীরপুকুরে স্নান করি।

বরুণ। না, না, ও বাঁশপাতা-পচা জলে স্নান করিলে ম্যালেরিয়া জ্বর হবে।

এই সময়ে দেবগণ দেখেন শ্যামার মা, ক্ষেমার মা, মেন্তার মা বাঁঝা মেয়েদের সঙ্গে করিয়া দূরদেশ হইতে সিন্নি ভাসাইতে আসিতেছে। শ্যামার মা কহিতেছে—"আহা! শ্যামার আমার ছেলে হবার জন্য কত কি করিলাম, কত কবচ ধারণ, হোম, পূজা করা হ'ল, কিছুতেই কিছু হ'ল না। বড় মাসী ব'ল্লেন 'মা এত ক'র্‌চো কেন? পেঁড়োয় গিয়া সিন্নি ভাসিয়ে এস; যদি ভাসে, নিশ্চয় শ্যামার ছেলে হবে।' তাই শুনে ত এলাম, এখন কপালে কি আছে পীরই জানেন।" ক্ষেমার মা কহিল "আমারও ঐ জন্যে আসা; এখন বাবা মাণিকপীর যদি আমার ক্ষেমার কোলে একটি রাঙ্গা খোকা দেন, আবার এসে ভাল ক'রে সিন্নি দেব। সকলে ব'ল্লে—তারকেশ্বরের মোহন্তের কি একটা ভাল ঔষধ আছে, সেই খানে নিয়ে যাও, নিশ্চয় ছেলে হবে। শুনে যাবার উদ্‌যোগ ক'র্‌চি, এমন সময় জামাই যেতে দিলেন না। ব'ল্লেন—মোহন্ত ঘানী টানতে গিয়ে সে চমৎকার ওষুধটা ভুলে এসেছে।"

উপ। কর্ত্তা জ্যেঠা! আবার সেই ফোঁড়াটা টন্ টন্ ক'র্‌চে।

পিতামহ "ভয় নাই: ভয় নাই" "তারকনাথ তোকে ভাল ক'র্‌বেন" বলিয়া চারিটী পয়সা উপ'র কপালে স্পর্শ করাইয়া গেঁটে রাখিলেন এবং সকলে স্ত্রীলোকদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া সিন্নি ভাসান দেখিবার জন্য পুকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন।

পুষ্করিণীর তীরে উপস্থিত হইয়া শ্যামার মা, ক্ষেমার মা, মেন্তার মা উবু হইয়া "ঢিপ" "ঢিপ" শব্দে পীরকে প্রণাম করিল, এবং পোঁটলা হইতে কলার পাতে বাঁধা সিন্নি বাহির করিল। প্রথমে শ্যামার মা জলে সিন্নি দিলেন। দেবামাত্র একটা মৎস্য আসিয়া পাতা-সুদ্ধ সিন্নি লইয়া জলে ডুব দিল; স্ত্রীলোকেরা সবিস্ময়ে কহিতে লাগিলেন "পীর ডুবাইয়াছেন—এখন ভাস্‌লে বাঁচি। তাহা হইলে বাছা আমার ছেলে কোলে পাবে।" কিয়ৎক্ষণ পরে

সুন্ধ পাতা জলের উপরে উঠিল, কিন্তু নিকটে আসিল না ; তখন খ্যামার মা হতাশ্বাস হইয়া মরাকান্না আরম্ভ করিলেন। মেন্তার মা এবার সিন্নি ভাসাইলেন ; তাঁহার সিন্নি ডুবিল। কিন্তু যে মৎস্তটী মুখে করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহার মুখ হইতে অপর একটী মৎস্য কাড়িয়া লইবার উদ্যোগ করাতে কতক পাটালী জলে পড়িল এবং অত্যল্প সিন্নিসহ মৎস্তটী পাতা মুখে করিয়া তীরের দিকে আসিল ; মেন্তার মা অমনি “ঐ ভেসেছে” “ঐ ভেসেছে” বলিয়া লাফাইয়া জলে পড়ায় মৎস্তটী সিন্নির পাতা ফেলিয়া পলাইল। মেন্তার মা সিন্নি হাতে পাইয়া সহর্ষে উলু দিতে দিতে তীরে উঠিলেন। ক্ষেমার মারও ঠিক ঐ দশা ঘটিল। তখন উভয়ে জাঁকাইয়া উলু দিতে লাগিলেন। খ্যামার মা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন “পোড়া-কপালে পীরের আমি যে কি ক’রেছি, ব’ল্‌তে পারিনি। সকলের সিন্নি ফেরত দিলে, কেবল আমার দিলে না! গোল্লায় যান, গোল্লায় যান।”

দেবগণ এই সমস্ত দেখিয়া হাস্য করিতে করিতে নগরের উত্তর দিকে একটী বৃহদাকার পুষ্করিণীর তীরে উপস্থিত হইয়া সবিস্ময়ে চাহিতে লাগিলেন এবং পিতামহ কহিলেন “বরুণ! এ পুষ্করিণীটি কি?”

বরুণ। এই পুষ্করিণীটী প্রায় ১৩২ হাত বিস্তৃত। গোযুদ্ধের পূর্ব্বে পাণ্ডুয়ার হিন্দুদিগের মনে বিশ্বাস ছিল—যুদ্ধে কাহারও প্রাণত্যাগ হইলে ইহার পবিত্র জলে প্রাণদান করিতে পারে। অতএব এই পবিত্র সরোবরটী পাণ্ডুয়ায় থাকিতে কেহ নগর আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করিতে পারিবে না। কিন্তু গোযুদ্ধে যে সমস্ত সৈন্য হত হইয়াছিল, তাহারা প্রাণ পাইল না দেখিয়া কহিল “নিঃসন্দেহে মুসলমানেরা ইহার পবিত্র জলে গোমাংস নিক্ষেপ করিয়া অপবিত্র করিয়া দিয়াছে!”

ব্রহ্মা। গোযুদ্ধ হয় কোথায়?

বরুণ। আজ্ঞে, ঠিক ষ্টেশনের সন্নিকস্থ ময়দানে। রেলওয়ে রাস্তা ও ষ্টেশন নির্ম্মাণ সময়ে বিস্তর কবর ভগ্ন হওয়াতে অনেক মড়ার মাথার খুলি, হাড়, পাঁজর বাহির হইয়াছিল।

দেবগণ আবার একদৃষ্টিতে পবিত্র পুষ্করিণীটার দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন—উহার পাড় প্রকাণ্ড উচ্চ। কোন পাড়ে একটী ভাঙ্গা ঘাট পতিত থাকিয়া ইহার পূর্ব্বের সৌন্দর্য্যের সাক্ষ্য দিতেছে। কোন পাড়ে বহুকালের একটী সামান্য গৃহ বর্ত্তমান রহিয়াছে। জলে অসংখ্য পদ্মফুল, লালফুল ও মধ্যে

মধ্যে পানীফলের গাছ সকল বিরাজ করিতেছে। জলের ধারে কর্দ্দমের উপর দিয়া বকেরা নিঃশব্দে পদ নিক্ষেপ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য ও কীট পতঙ্গ যাহা সম্মুখে পাইতেছে ধরিয়া ধরিয়া খাইতেছে। তীরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অশ্বত্থ ও বট বৃক্ষের উপর মাচরাঙ্গা, শিকৃরে ও অন্যান্য পক্ষী সকল বসিয়া একদৃষ্টিতে জলের প্রতি চাহিতেছে এবং সময়ে সময়ে নক্ষত্রবেগে উড়িয়া আসিয়া জলে ডুব দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য মুখে করিয়া লইয়া গিয়া আহার করিতেছে। তীরে অসংখ্য গরু চরিতেছে। মুসলমান রাখালেরা বৃক্ষতলে বসিয়া জংলা সুরে এবং আড়খেমটা তালে গান করিতেছে—

কানা পীর কি ফ্যারে ফেলালে আজ মোরে।
ও মুই পুকুর পাড়ে হেরিয়ে এলুম মামুরে॥
কেস্তে টোকা দিয়ে মোর হাতে, কোল্‌কি আর পাচুনি লিয়ে,
মামু ঢোকলো কোন্ পথে ; ও মুই ঠেউরে কিছু ট্যার পেলুম না,
মামু ডোব্‌লা বুঝি পোকুরে॥

দেবগণ গান শুনিতে শুনিতে এক স্থানে উপস্থিত হইলে ইন্দ্র কহিলেন "পেঁড়োয় কি পূর্ব্বে নদী ছিল?" সম্মুখে শুষ্ক নদীর মত কি দেখা যাইতেছে?"

বরুণ। ১২০০ সালে পাণ্ডুয়া যখন রাজকীয় স্থান ছিল, তখন নগরের চতুর্দ্দিকে প্রায় পাঁচ মাইল বিস্তৃত অত্যুচ্চ প্রাচীর এবং প্রাচীরের সংলগ্ন সুগভীর পরিখা ছিল। সেই পরিখার বর্ত্তমান চিহ্ন দেখিয়াই তুমি নদী ভাবিতেছ।

উপ। বরুণ-কাকা! দেখা যাচ্চে—ওটা কি?

বরুণ। দেবরাজ! সম্মুখে একটী বৃহদাকার কবর দেখ। ঐ কবরে অনেকগুলি মুসলমান চিরনিদ্রা-সুখ অনুভব করিতেছেন। পিতামহ! এক্ষণে চলুন, মগরার টিকিট লইয়া ত্রিবেণী যাই। ত্রিবেণী বঙ্গদেশের মধ্যে একটী মহাতীর্থস্থান। কারণ, প্রয়াগে গঙ্গা যমুনা সরস্বতী একত্র হন এবং ত্রিবেণীতে আসিয়া উঁহারা তিন দিকে পৃথক্ হইয়া যান। এই নিমিত্ত ত্রিবেণীর অপর নাম মুক্তবেণী এবং এই কারণেই ত্রিবেণী মহাতীর্থ।

ব্রহ্মা। বরুণ! ত্রিবেণীতে যাইলে ত গঙ্গার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে? তুমি আমাকে ত্রিবেণীতেই লইয়া চল।

এই কথায় সম্মত হইয়া সকলে ষ্টেশনের অভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে বরুণ কহিলেন, "এই পল্লীগ্রামে প্রায় তিন হাজার লোকের বাস। তন্মধ্যে তিন ভাগ মুসলমান—একভাগ হিন্দু। পূর্ব্বে এখানে বোম্বেটে

ডাকাইতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। এক্ষণে ব্রিটিশ সুশাসনে ডাকাইত ও চোরের আর কোন ভয় নাই। পাণ্ডুয়ায় বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ চর্চ্চা নাই। অধিবাসীদের মধ্যে আয়মাদারেরাই সঙ্গতিপন্ন। তাহাদের দৌরাত্ম্যে পূর্ব্বে এখানে ঢাক বাজাইয়া হিন্দু দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি পূজা করিবার কাহারও ক্ষমতা ছিল না। পূজা করিলে উহারা দলে দলে আসিয়া প্রতিমা ভাঙ্গিয়া দিত। এক্ষণে এখানকার পোদ্দারেরা অর্থবলে গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত ও মকদ্দমা মামলা করিয়া দুর্গাপূজা করিতেছে এবং বৎসর বৎসর দুই চারি খানি করিয়া প্রতিমার সংখ্যাও বৃদ্ধি হইতেছে। এখানে নারিকেল বৃক্ষ অধিক ; অপর্য্যাপ্ত নারিকেল জন্মিয়া থাকে।” তাঁহারা ষ্টেশনের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখেন, টিকিট দিবার বিলম্ব আছে। ষ্টেশনের দুই একটী ছোটখাট দেবতা একটী গৃহে বসিয়া তবলা বাজাইয়া ঝিঁঝিট খাম্বাজ রাগিণী ও মধ্যমান তালে গান ধরিয়াছেন—

“এমন যে হবে প্রেম যাবে এ কভু মনে ছিল না।
এ চিত নিশ্চিত ছিল পীরিতে বিচ্ছেদ হবে না॥
ভেবেছিলাম নিরন্তর, হয়ে রব একান্তর,
যদি হয় প্রাণান্তর, মনান্তর তায় হবে না॥

গানটী নারায়ণের বড় মিষ্ট লাগিল। তিনি কহিলেন “বরুণ! এ গানের বাঁধনদার কে?”

বরুণ। এই গান যিনি রচনা করেন, তাঁহার নাম রামনিধি গুপ্ত। অনেকে ইহাকে নিধু বাবু বলিয়াই জানে। পাণ্ডুয়ার সন্নিকটস্থ চাঁপ্‌তা নামক গ্রামে নিধু বাবুর পৈতৃক বাস ; ইনি সর্ব্বদাই কলিকাতা কুমারটুলিতে বাস করিতেন। ইঁহারা জাতিতে বৈদ্য। নিধু বাবুর আদিরসঘটিত গীতগুলি বড় রসাল ও সুভাব-পরিপূর্ণ। ঐ সমস্ত গীত নিধু বাবুর টপ্পা নামে বঙ্গদেশে বড় বিখ্যাত! ইনি “সঙ্গীত-রত্নাকর” নামক একখানি গ্রন্থে এই সমস্ত গীত প্রচার করিয়াছেন।

নারায়ণের আরো দুই একটী গান শুনিবার ইচ্ছা ছিল ; কিন্তু এই সময় টিকিট দিবার ঘণ্টা দেওয়ায় দেবগণ তাড়াতাড়ি যাইয়া টিকিট খরিদ করিলেন। ওদিকে ট্রেনও আসিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। তাঁহারা গাড়ীতে উঠিয়া দেখেন—কালান্তক যম পাণ্ডুয়ায় নামিলেন এবং দেবগণকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদের কামরার নিকট আসিয়া পিতামহকে প্রণাম করিয়া কহিলেন,

"বর্দ্ধমানে কাজ শেষ করিয়া পাণ্ডুয়া দেখিতে আসিলাম। সেখানে আপাততঃ আমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা (হাতুড়ে ডাক্তার ও কবিরাজ) রহিলেন। তাঁহাদের দ্বারাই বাকী কাজ শেষ হইবে। আমি অদ্য রাত্রে পাণ্ডুয়া দেখিয়া কল্য প্রত্যূষে কলিকাতায় যাইবার মানস করিয়াছি। তথায় আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা। কলিকাতায় যাইবার আমার অন্য কোন কারণ নাই। কেবল আসিবার সময় কালিন্দী কয়েকটা বাঁধাকপি, কতকগুলো কমলা লেবু এবং ছেলেদের গাত্রে দিবার জন্য কয়েকখানি রেফার খরিদ করিয়া লইয়া যাইতে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছে, সেই জন্যই যাওয়া।"

ব্রহ্মা। যম! তুমি গ্রাম ও নগরগুলি ধ্বংস করিয়া কি ভাল কাজ করিতেছ? অকালে সব জীবহত্যা করা কি তোমার উচিত হইতেছে?

যম। আজ্ঞে, আমি ত স্ব-ইচ্ছায় জীবহত্যা করিতেছি না। তাহাদের দুঃখ দেখিয়া দুঃখ দূর করিতেই অগ্রসর হইয়াছি। আমি দেখিতে পাই, লোকে আর পেট পূরে দুগ্ধ পান করিতে পায় না, দুই সন্ধ্যা তৃপ্তির সহিত অন্ন আহার করিতে পায় না, ভাল বস্ত্রাদি পরিধান করিতে পায় না, হাতে পয়সা নাই অথচ দেশলায়ের কাঠিটা পর্য্যন্ত কিনে সংসারধর্ম্ম করিতে হয়। সেই সমস্ত কষ্ট দূর ক'রবার জন্য চালান দিতেছি। যাহারা আমার আলয়ে যাইবার জন্য হস্ত তুলিয়া ডাকিতেছে, যাহারা আমার নিকট যাইবার ইচ্ছায় জ্বর হইবামাত্র বিলাতী ঔষধ খাইয়া পেটে প্লীহা ও যকৃৎ করিতেছে, যাহারা সমস্ত দিন কোন পরিশ্রম না করিয়া "আমি কখন্ ডাকিব" কেবল তাই ভাবে, তাহাদিগকেই আমি গ্রহণ করি। ঠাকুরদা! যে দুঃখভোগ করিতেছে, তাহার দুঃখ যদি না দূর করি,—যে শোকে তাপে কাঁদে, তাহার কান্না যদি না থামাই,—যে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর, তাহার খাওয়া পরা যদি না ঘুচাই, আমার যে ধর্ম্ম নামে অধর্ম্ম হবে!

নারা। পাণ্ডুয়ায় এলে কেন?

যম। ভাই! আমার অনেক দিন পর্য্যন্ত ইচ্ছা আছে—পীরকে এক রাত্রি অন্ধকারে রাখ্‌বো।

পোঁ শব্দে ট্রেন ছাড়িল এবং কিছু দূরে যাইলে বিপরীত দিক্ হইতে একখানি ট্রেন আসিল। উভয় ট্রেন নক্ষত্রবেগে সাঁৎ সাঁৎ শব্দে বিদ্যুতের ন্যায় অদৃশ্য হইয়া হুপাহুপ্ শব্দে ছুটিতে লাগিল।

ব্রহ্মা। ঐ গাড়ীখানা এ থানার কাছে এলে আমার বড় ভয় হইয়াছিল।

এই সময় আকাশে সোঁ সোঁ শব্দে মেঘ আসিয়া দেখা দিল। "হুড়মুড়" শব্দে মেঘ গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং চতুর্দ্দিক অন্ধকার করিয়া "ঝুপ ঝাপ" শব্দে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ট্রেনও জলে ভিজিতে ভিজিতে খন্যেন ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। ষ্টেশনটী দেখিলে বোধ হয়—যেন প্রান্তর মধ্যে একটী শিবমন্দির; কিন্তু রেলওয়ের সুব্যবস্থায় ইহার মধ্যে যাহা চাও তাহাই পাইবে। গৃহের এক প্রান্তে টেলিগ্রাফ চলিতেছে। এক প্রান্তে টিকিট বিক্রয় হইতেছে এবং একজন চাপরাশীও "খন্যেন" "খন্যেন" বলিয়া চীৎকার করিতে ছাড়িতেছে না। ট্রেন থামিবামাত্র ষ্টেশনমাষ্টার ভিজে বিড়ালের মত গৃহ হইতে বাহির হইয়া ভিজিতে ভিজিতে গার্ডের নিকট আসিলেন।

ব্রহ্মা। বরুণ! বড় চমৎকার কলই ক'রেছে, ঝড় বৃষ্টি—কিছুতেই থেমে থাকে না। যাহা হউক, যত পথ এলাম, প্রত্যেক ষ্টেশনেই কি রাত্রে, কি দিনে, কি সন্ধ্যায়, কি প্রাতঃকালে, কি ঝড়, কি বৃষ্টি, সকল সময়েই দেখিলাম টুপিতে ইংরাজী লেখা এক এক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া "ঘণ্টা মার" না বলিলে গাড়ী চলিতেছে না। ভাল বরুণ! উহারা কে? আমি দেখিতেছি, উহাদের মত দুর্ভাগ্য জীব জগতে আর নাই। অতএব কি পাপে উহারা এরূপ কর্ম্ম ভোগ করিতেছে, আমাকে বিশেষ করিয়া বল।

বরুণ। পিতামহের স্মরণ থাকিতে পারে—এক সময় ভগবান্ অনন্তদেব বামনরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলি রাজাকে সত্যে বদ্ধ করিয়া একটী পণ্ডিত এবং একশত আটটী মূর্খের সৃষ্টি করিলেন এবং রাজাকে কহিলেন "রাজন্! যদি স্বর্গ কামনা কর, এই একশত আট মূর্খকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পার; আর যদি পাতাল কামনা কর, এই পণ্ডিতটিকে সঙ্গে লইতে পার।" বলি তৎশ্রবণে কহিলেন, "ভগবন্! এক আধটা মূর্খ হইলেও আমি সঙ্গে লইয়া স্বর্গে যাইতাম না, অতএব একশত মূর্খের সহিত আমি কি প্রকারে স্বর্গে বাস করিব? আপাততঃ আমাকে ঐ পণ্ডিতটী প্রদান করুন, পাতালেই প্রবেশ করি।" বামন তৎশ্রবণে পণ্ডিতটী প্রদান করিলে বলি রাজা পাতালে প্রবেশ করিলেন। বলি পাতালপ্রবেশ করিলে ঐ একশত আট মূর্খ কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "প্রভো! আমাদিগকে সৃষ্টি করিলেন, এক্ষণে আমরা কি কাজ করিব আজ্ঞা করুন।" তৎশ্রবণে নারায়ণ কহিলেন, "কলির মধ্য সময়ে যখন ইংরাজরাজ ভাগীরথীর চতুঃসীমা বন্ধন করিয়া রেলওয়ে

ট্রেন চালাইবেন, সেই সময়ে তোমরা ষ্টেশন মাষ্টার হইয়া প্রত্যেক ষ্টেশনে বিরাজ করিবে!”

আবার ট্রেন হুপাহুপ্ শব্দে ছুটিতে লাগিল এবং অনতিবিলম্বে মগরা ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখনও বৃষ্টি না থামাতে দেবতারা একটী দোকানঘরে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। বরুণ কহিলেন, “মগরার লৌহ-নির্ম্মিত পোলটী বড় সুন্দর! এই পোলটী কুন্তী নদীর উপর অবস্থিত। ঐ নদী মগরার কিছু দূরে যাইয়া নারিচ নিত্যানন্দপুর নামক গ্রামের নিকট দিয়া বেহুলা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। পরে উভয় নদী নসরায়ের নিকট দিয়া গঙ্গায় গিয়া পড়িয়াছে। একশত বৎসর পূর্ব্বে মগরার খালে বিলক্ষণ স্রোত ছিল। এক্ষণে বালি পড়িয়া বুজিয়া গিয়াছে। মগরার বালি বড় বিখ্যাত। কলিকাতা এবং অন্যান্য স্থানের ধনী লোকেরা অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ-সময়ে এই বালিই সচরাচর লইয়া থাকেন। পূর্ব্বে এখানে অত্যন্ত ডাকাইতের উপদ্রব ছিল।”

এই সময় বৃষ্টি থামিল। আবার রৌদ্র পূর্ব্বাপেক্ষা প্রখর তেজে দেখা দিল। দেবগণ স্ব স্ব ব্যাগ্ হস্তে লইয়া ত্রিবেণী-অভিমুখে চলিলেন। তাঁহারা কিছু দূরে যাইয়া দেখেন—প্রান্তরমধ্যে এক কালীমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। বরুণ কহিলেন, “পিতামহ! এই কালীর নাম ডাকাতে কালী।”

ব্রহ্মা। ডাকাতে কালী কি?

বরুণ। আজ্ঞে, ডাকাতেরা ডাকাতি করিতে যাইবার সময় রজনীতে এই কালীকে পূজা করিয়া থাকে বলিয়া ইহার ডাকাতে কালী নাম হইয়াছে।

দেবগণ এখান হইতে বৃহৎ বৃহৎ ঝাউগাছ ও পথের উভয় পার্শ্বে উত্তম উত্তম বাঁধান পুষ্করিণী ও ফল ফুলের বাগান দেখিতে দেখিতে ত্রিবেণীর বাজারের মধ্য দিয়া মজুমদারদের বাঁধা ঘাটে উপস্থিত হইলেন। সকলে ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখেন—গঙ্গা ঘাট হইতে দূরে গিয়াছেন।

দেবগণ ব্যাগ-হস্তে বালি ভাঙ্গিয়া গঙ্গাভিমুখে চলিলেন। পিতামহ গঙ্গা-দর্শন-লালসায় যত দ্রুতপদে গমন করেন, ততই তাঁহার চটি জুতার মধ্যে বালি প্রবেশ করিয়া পদে পদে গমনের ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেয়।

তাঁহারা অতি কষ্টে জলের নিকট উপস্থিত হইলে পিতামহ ব্যাগ ফেলিয়া হস্তে যজ্ঞোপবীত সংযোগপূর্ব্বক গঙ্গার স্তব আরম্ভ করিলেন :—"মা! এসো মা! একটীবার দেখা দেও মা! আমি সমস্ত পথ তোমাকে কত ডাক্‌চি, কত কাঁদ্‌চি, কেন দেখা দিচ্চ না মা? একটীবার এস, একটীবার দেখা দেও, দেখে চক্ষু সার্থক করি। জননি! যে ব্যক্তি তোমাকে কি প্রাতে, কি সন্ধ্যায় "গঙ্গা" এই বলিয়া ডাকে, তাহার সমস্ত পাপ মুক্ত হয়। ত্রিবেণীর লোকে তোমাকে কি আর ভক্তিভাবে ডাকে না? তাই অভিমানে ঘাট পরিত্যাগ করিয়া দূরে এসেছ? দেবি! তুমি সর্ব্বলোকের জননীস্বরূপা। যে তোমাকে নিকটে পাইয়া স্নানাদি না করে, তাহার মুখ দেখিলে পাপ হয়। মা। পাপীর মুখ দেখে আমার পাপ হওয়াতে কি তুমি আমাকে দেখা দিতেছ না? যদি পাপ হইয়া থাকে, তোমার জলে অবগাহন করিয়া সকল পাপ বিসর্জ্জন দিতেছি, একটীবার দেখা দেও। আহা! আমার মানুষেরা কি কি নির্ব্বোধ! নচেৎ মর্ত্ত্যে এমন স্বর্গের দ্বার থাকিতে নরকে যাইবে কেন? তারা জানে না যে, ভক্তিভাবে গঙ্গাজল স্পর্শ করিলে নরহত্যা-পাপে মুক্ত হওয়া যায়। তারা জানে না যে, গঙ্গাস্নানে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। তারা জানে না যে, মৃত্যুকালে সর্ষপ পরিমাণ গঙ্গাজল স্পর্শ করাইলে পরম পদ লাভ হইয়া থাকে। মা! আমায় দেখা দেও। আমি যে তোমার জন্য তোমায় দেখিবার জন্য সংসারধর্ম্ম ফেলে ক্ষিপ্তের ন্যায় মর্ত্ত্যে এসেছি মা!"

বরুণ। আপনি কি সত্য সত্যই উন্মত্ত হ'লেন?

ব্রহ্মা। কি ক'র্‌তে বল?

বরুণ। আর দুই এক দিন স্থির হয়ে থাকুন, কলিকাতায় যাইয়া দেখা করিয়ে দেব।

দেবগণ স্নান করিয়া পুনরায় বাঁধা ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলে ইন্দ্র কহিলেন, "এ সব ঘাট কাহার কৃত?"

বরুণ। এই চাঁদনী-সংযুক্ত ঘাটটী ত্রিবেণীর হরিমোহন মজুমদার নামক এক ব্যক্তির। ওদিকে ঐ চাঁদনী-বিহীন ঘাটটী মুকুন্দ দেবের কৃত।

ইন্দ্র। মুকুন্দ দেব কে?

বরুণ। ইনি উড়িষ্যার শেষ হিন্দু রাজা। ১৫৫০ সালে ইনি উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন। হিন্দু দেব দেবীর উপর ইঁহার বিশেষ ভক্তি থাকাতে ত্রিবেণীতে একটী বাঁধা ঘাট ও একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। উড়েরা এই মুকুন্দ দেবের নাম উল্লেখ করিয়া অদ্যাপি মধ্যে মধ্যে বলিয়া থাকে—আমাদের রাজ্য এক সময় বাঙ্গালা দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

নারা। মুকুন্দদেবকৃত বহুকালের ঘাটটী অদ্যাপি এমন আছে?

বরুণ। মধ্যে ভাস্তাড়ার চকুলাল সিংহ নামক এক জমিদার উহার মেরামত করিয়া দিয়াছেন। বেহুলা সতী চম্পাইনগর হইতে কদলীভেলায় মৃত পতি সহ ভাসিতে ভাসিতে এই ত্রিবেণীতে আসেন এবং নেতো ধোপানীর গৃহে আশ্রয় লন।

নারা। ত্রিবেণীতে অনেক ভদ্রলোক থাকিতে বেহুলা, ধোপার বাড়ীতে আশ্রয় লন কেন?

বরুণ। বেহুলা ভেলার উপর বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দেখিলেন—ধোপানী যখন কাপড় কাচে, তাহার পঞ্চমবর্ষীয় পুত্র অত্যন্ত বিরক্ত করিতেছিল। অসহ্য হওয়ায় ধোপানী পুত্রকে এক চপেটাঘাতে হত্যা করিয়া এক স্থানে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া শয়ন করাইয়া রাখে এবং কাপড় কাচা শেষ হইলে আবার জীবন দান করিয়া ক্রোড়ে লইয়া বাটী যায়। বেহুলা, ধোপানীর অমানুষিক ক্ষমতা দেখিয়া উপকার লাভের আশায় উহার গৃহে আশ্রয় লন। ঐ মুকুন্দ-দেবের ঘাটের কিঞ্চিৎ উত্তরে অর্থাৎ ত্রিবেণী ও বান্দাপাড়া নামক স্থানের মধ্যে একখানি প্রস্তর আছে। উহাকে নেতো ধোপানীর পাট কহে।

এই সময় দেবগণ শুনিলেন—অতি ক্ষীণকণ্ঠে একটি স্ত্রীলোক বলিতেছে—

"ওরে দই খাঁব না, আর দিঁসনে, বঁড় দাঁত টঁকে গেছে।" দেবগণ চেয়ে দেখেন একটি গৃহে এক বৃদ্ধাকে গঙ্গাযাত্রার জন্য আনিয়াছে। প্রাচীনার কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট। কথা কহিবার ক্ষমতা নাই। অতি কষ্টে দুই একটি কথা বাহির হইতেছে। শীতকাল—কিন্তু তাহাকে অতি প্রত্যূষে তৈল হরিদ্রা মাখাইয়া স্নান করান হইয়াছে। ডাবের জল, দধি, মর্ত্তমান রম্ভা এবং চিনির জল ঘন ঘন খাওয়ান হইতেছে। টক দই খেয়ে খেয়ে রোগীর দাঁত

টকিয়া যাওয়ায় কহিতেছে—ওঁরে আর দঁই দিঁসনে, বড় দাঁত টঁকে গিঁয়েছে। "খাবে বৈ কি" বলিয়া তথাপি তাহার মুখে দধি প্রধান করা হইতেছে।

ব্রহ্মা। বরুণ! ওরা রোগীটাকে নিয়ে কি ক'রচে?

বরুণ। আজ্ঞে, পাট ক'রচে।

ব্রহ্মা। পাট করা কি?

বরুণ। ত্রিবেণীতে অনেক দূরদেশ হইতে মড়া আসিয়া থাকে। তন্মধ্যে অনেকগুলি বাসি মড়া। মৃতকল্প লোকগুলির মধ্যে সময়ে সময়ে এমনও হয় যে, দুই একটি আরোগ্য হইয়াও উঠে। কিন্তু ভাল হইলে কষ্ট করিয়া আনা বিফল হইল; বিশেষতঃ বঙ্গবাসীদিগের মনে এই বিশ্বাস আছে—গঙ্গাযাত্রা করা লোক বাড়ীতে ফিরিলে বিশেষ অমঙ্গল হইয়া থাকে। অতএব এক যাত্রায় যমালয়ে পাঠানই উচিত। এজন্য দধি, কলা, ডাবের জল ইত্যাদি খাওয়াইয়া শীঘ্র শীঘ্র চালান দিবার চেষ্টা করাকে পাট করা বলে।

ব্রহ্মা। "উঃ! কি নিষ্ঠুর! কি পাষণ্ড! যখন মৃত্যুকালে রোগীর মুখে বিন্দুমাত্র গঙ্গা জল দিলে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হয়, তখন তাড়াতাড়ি গঙ্গাযাত্রা করাইবার আবশ্যকতা কি? আর এই প্রকারে হত্যাসাধন করা কি মনুষ্যের উচিত?" দেবগণ এখান হইতে বাজারে প্রবেশ করিয়া দেখেন—লোকে লোকারণ্য। দূরে "ঝাঁ কুড়ু, কুড়ু, কুড়ু, কুড়ু ঝাঁ" শব্দে নহবৎ বাজিতেছে। পিতামহ কহিলেন, "বরুণ! এখানে কি হইতেছে?"

বরুণ। আজ্ঞে, ব্রহ্মাপূজা হইতেছে।

পিতামহ হাস্য করিয়া কহিলেন "আমার উপর লোকের যে এত ভক্তি?"

বরুণ। আজ্ঞে, আপনি অগ্নির দেবতা। আপনি অসন্তুষ্ট হইলে পাছে দোকানঘরে আগুন লাগিয়া সর্ব্বস্ব পুড়ে যায়, এজন্য আপনাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত অনেক গঞ্জ এবং বাজারে বর্ষে বর্ষে আপনার মূর্ত্তিপূজা হইয়া থাকে।

দেবগণ পূজাস্থানে যাইয়া দেখেন—একখানি চালা ঘরে দেবমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। চালার সম্মুখে এক প্রকাণ্ড আটচালা। আটচালাখানি ঝাড়, লণ্ঠন, দেয়ালগিরি ও আয়নায় সুশোভিত। মৃত্তিকার সিংহাসনের উপর হংসোপরি ব্রহ্মা চারিমুখে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার এক পার্শ্বে নারায়ণ, অপর পার্শ্বে মহাদেব বসিয়া আছেন! চালে ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি অনেক প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। প্রতিমূর্ত্তি তিনটাকে এবং চালখানিকে অনেক টাকার রাং দিয়া সুসজ্জিত করা হইয়াছে। দেবগণ ঠাকুর দেখিতে লাগিলেন।

নারায়ণ কহিলেন, "ঠাকুরদার আমাদের মরিবার বয়স. এক্ষণে হাতে বাজু তাবিজ দিয়াছে কেন ?"

এই সময়ে কেব্‌লা তুলে ও নিধিরাম ঘোষ প্রভৃতি পান্তা খেয়ে দলে দলে ঠাকুর দেখিতে আসিতে লাগিল। তাহাদের পরিধানে ময়লা কাপড়। ধোপ চাদর কোমরে বাঁধা। গলে কাঠের মালা, হস্তে বাঁশের লাঠি ; স্কন্ধে ছেলে। সকলেই প্রতিমার সম্মুখে আসিয়া স্কন্ধ হইতে ছেলে নামাইয়া "মা বেম্মা, অগ্নি ভয় থেণে রক্ষে ক'রো" বলিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে লাগিল।

উপ। কর্ত্তা জেঠা ! তোমাকে মা ব'ল্‌চে ? ওদের পুরুষ স্ত্রী জ্ঞান নেই।

বরুণ। উহারা বলে—যিনি প্রসব করেন, তিনিই মা। অতএব ব্রহ্মা যখন এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা, তখন তিনিই মা।

এই সময় পুরোহিত পূজা করিতে আসিলেন। তাঁহার মস্তকের চুল ফেরান। পরিধানে কালাপেড়ে ধুতী। গলে একগোছা ধোপ দেওয়া যজ্ঞোপবীত—মালাকারে রক্ষিত, পায়ে বুট জুতা। হস্তে একখানি পুষ্পপাত্রে কতকগুলি পুষ্প, এবং অর্ঘ্য করিবার জন্য যৎসামান্য আতপতণ্ডুল রহিয়াছে। তিনি উপস্থিত হইয়াই "রামধন !" —"রামধন !" শব্দে ডাকিতে লাগিলেন। শ্রবণমাত্র বাজারের কর্ত্তা দোকানদার এবং বারইয়ারির হেড পাণ্ডা রামধন কুণ্ডু আসিয়া উপস্থিত হইল।

পুরো। পূজার নৈবেদ্যাদি কই ?

রাম। আজ্ঞে, যাত্রার দল আস্‌বে না শুনে সকলেই হতাশ হ'য়ে প'ড়েছে ; কে আর নৈবেদ্য ক'রে দেয় ! আপনি ঐ অর্ঘ্যের চালগুলি ভাগ ক'রে গঙ্গাজল ও পুষ্প দিয়ে পূজা শেষ করুন। প্রতিমা বিসর্জ্জন হ'লে দৈনিক এক সিকার হিসাবে যাহা পাওনা হয়, দেওয়া যাবে।

পুরো। উত্তম মতলব ক'রেছ।

পিতামহ পূজার ভাবভক্তি ও বরাদ্দ শুনিয়া "পাজি বেটা !"—বলিয়া চড় তুলিয়া মারেন আর কি ! অমনি বরুণ গা টিপিয়া নিষেধ করাতে চাপিয়া গেলেন।

পুরো। যাত্রার কি হ'ল ?

রাম। তারা চিঠি লিখেছে—এখানে গাইতে পারবে না। আজ লোক পাঠিয়ে ব'লে দিইচি—যে দল পায়, তাই যেন নিয়ে আসে।

দেবগণ এখান হইতে যাইয়া একটি দোকানঘরে বাসা করিলেন। বরুণ

রন্ধন চাপাইলে পিতামহ কহিলেন, "বরুণ! আজ কাল মর্ত্ত্যের সর্ব্বত্রই কি এইরূপ ভাবের পূজা ও পূজার এইরূপ বরাদ্দ?"

বরুণ। আজ্ঞে, প্রায় সর্ব্বত্রই এইরূপ। তবে স্থলবিশেষে অন্যরূপ দেখা যায়। কেহ কেহ দুই তিন খানি নৈবেদ্য এবং একখানি কুঁচা নৈবেদ্য ও দুই একটী জোড় দিয়াও পূজা করিয়া থাকে।

ইন্দ্র। কুঁচা নৈবেদ্য কি?

বরুণ। একখানি পাত্রে অর্দ্ধপোয়া আন্দাজ চাউল বাহান্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া, তাহাতে আধখানি কলা ও একখানি বাতাসা বাহান্ন খণ্ডে কুঁচাইয়া দেয়। উহাকেই কুঁচা নৈবেদ্য কহে। ঐ নৈবেদ্য—চালে অঙ্কিত ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ প্রভৃতিকে খাইবার জন্য দেওয়া হয়।

ইন্দ্র। আমরা কি পেট ধুয়ে ব'সে আছি? এই মর্ত্ত্যে এসে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাচ্চি—তথাপি কি কোনও দিন কাহারও দ্বারস্থ হইয়াছি?

নারা। বরুণ! পূজায় দুই একটী জোড় দেয় ব'ল্লে। জোড় কি?

বরুণ। যে মূর্ত্তির পূজা করা হয় তাঁহার পরিধানের জন্য এক জোড়া বস্ত্র দেয়। ঐ বস্ত্রের জোড়াটী লম্বায় এক হাত, বহরে আধ হাত। মধ্যে ছিলা দিয়া দুই খানার চিহ্ন দেখান হইয়াছে বলিয়া জোড় কহে। ঐ জোড় শিবের ভাগ্যেই বেশী পড়ে।

নারা। জানে—উনি ভোলা মহেশ্বর, উলঙ্গ হইয়াই থাকেন, পরিবেন না। লোকে দেখ্‌চি আজ কাল দেব দেবীর পূজা করে কেবল রঙ্গ করিবার জন্য।

উপ। কর্ত্তা জেঠা! আশীর্ব্বাদ কর—যে অমন পূজা ক'র্‌বে সে যেন নির্ব্বংশ হয়।

দেবগণ আহারাদি করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর দরফাগাজি দেখিতে চলিলেন। তাঁহারা একটী পোলের উপর উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "এই পোলের নিম্ন দিয়া সরস্বতী নদী প্রবাহিত হইতেছে। চেয়ে দেখুন—যমুনাও পরপারে গঙ্গার নিকট হইতে বিদায় লইয়া ধীরে ধীরে যাইতেছেন।"

ব্রহ্মা। আহা। মা আমার এই স্থানে একা প'ড়ে!

ক্রমে সকলে দরফাগাজিতে উপস্থিত হইয়া দেখেন—একটী প্রস্তরনির্ম্মিত ছাদবিহীন বাড়ী রহিয়াছে। বরুণ কহিলেন, "ঠাকুর দা। প্রাচীরে গাজির কুড়ুল দেখুন। এই কুড়ুল নড়ে চড়ে, খসে না।"

"নড়ে চড়ে খসে না!" বলিয়া, নারায়ণ হাস্য করিতে করিতে কত টানাটানি আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই খুলিতে সমর্থ হইলেন না। দেবরাজ প্রভৃতি সকলেই এক একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলেন; সর্ব্বশেষে উপও অনেক টানাটানি করিল।

ইন্দ্র। বরুণ। দরফাগাজি কি?

বরুণ। দরাফ খাঁ নামক এক মুসলমান গঙ্গাবাসী হইয়া এই স্থানে গঙ্গার আরাধনা করেন। তাঁহারই নাম অনুসারে স্থানটিকে দরফাগাজি কহে।

ব্রহ্মা। বরুণ। দরাফ খাঁ মুসলমান হইয়া কি জন্য গঙ্গাবাসী হইলেন?

বরুণ। কথিত আছে—দরাফ খাঁ একজন ধনাঢ্য মুসলমান ছিলেন। একদিন সন্ধ্যার পর স্থানান্তর হইতে যখন তিনি নিমন্ত্রণ খাইয়া প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে অকস্মাৎ অত্যন্ত বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। তাঁহার সঙ্গিগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কে কোথায় পলায়ন করিল—তিনি কিছুমাত্র স্থির করিতে পারিলেন না। সুতরাং বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার জন্য অগত্যা পথিপার্শ্বস্থ শ্মশানভূমির সন্নিকটে একটী বটবৃক্ষের তলে তিনি আশ্রয় লইলেন এবং বৃক্ষোপরিস্থ ভূত ও প্রেতিনীর কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন। প্রেতিনী কহিতেছে "ভাই! আমার কি বিবাহ হইবে না, চিরদিনই অবিবাহিত থাকিব?" ভূত কহিতেছে "দিদি! অমুক গ্রামে দরাফ খাঁর ভৃত্যকে আগামী কল্য সেই বাড়ীর বুধিয়া গাই শৃঙ্গাঘাতে হত্যা করিবে, সে মরিয়া ভূত হইবে। সেই ভূতের সহিত তোমার বিবাহ দিব।" দরাফখাঁ এই কথা শুনিয়া বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিলেন; কিন্তু কাহারও নিকট কোন কথা প্রকাশ করিলেন না। প্রাতে উঠিয়া ভৃত্যকে একটী গৃহমধ্যে বদ্ধ করিয়া দ্বারে তালা লাগাইয়া কার্য্যবশতঃ স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় তিনি চাবিটী ফেলিয়া গেলেন ও তৎপত্নী তাহা কুড়াইয়া রাখিলেন। এদিকে বুধিয়া দড়া ছিঁড়িয়া অত্যন্ত উপদ্রব আরম্ভ করিল। সে যাহাকে দেখে, "ফোঁস" "ফোঁস" শব্দে ছুটিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। এক একবার নক্ষত্রবেগে বাটীর বাহির হইয়া গঙ্গাতীরে ঘুরিয়া আসিতে লাগিল। দরাফখাঁর পত্নী বেগতিক দেখিয়া গরুটাকে বাঁধিবার জন্য ভৃত্যকে গৃহের বাহির করিয়া দিলেন। হতভাগ্য যেমন বুধিয়াকে বন্ধন করিতে যাইবে, বুধিয়া অমনি ছুটিয়া গিয়া শৃঙ্গাঘাতে তাহাকে হত্যা করিল এবং তার পর শান্ত মূর্ত্তিতে নিজস্থানে যাইয়া দাঁড়াইল।

ইনি রাজপ্রতিনিধি ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আদেশে "বিবাদভঙ্গার্ণবসেতু" নামক একখানি বৃহদাকার হিন্দু ব্যবস্থা-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক পঞ্চশত মুদ্রা বৃত্তি লাভ করেন। সার্ উইলিয়ম জোন্স ইঁহার নিকট সংস্কৃত-ভাষা শিক্ষা করিতেন। ইঁহার জীবদ্দশায় কলিকাতা ও হুগলি হইতে বড় বড় সাহেবেরা ইঁহার নিকট ত্রিবেণীতে পরামর্শ লইতে আসিতেন। ইনি একশত ত্রয়োদশ বৎসর জীবিত থাকিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

দেবগণ বাজারে আসিয়া দেখেন—পাণ্ডারা হরিধ্বনি দিতেছে। কারণ বারইয়ারি তলায় যাত্রার দল উপস্থিত। চাহিয়া দেখেন—গোঁপ-কামান কাল কাল মিন্সেগুলো এবং মস্তকে স্ত্রীলোকের ন্যায় চুলওয়ালা ছেলেগুলো দাঁড়াইয়া আছে। বরুণ কহিলেন, "উহারাই যাত্রার দলের লোক।"

দেবতারা পুনরায় ভাগীরথীতে সন্ধ্যা আহ্নিক করিতে চলিলেন। উপ, দোকানঘরে তাঁহাদের দ্রব্যাদি আগলাইবার জন্য বসিয়া রহিল। চাঁদনীতে উপস্থিত হইয়া বরুণ কহিলেন, "বাম দিকে দেখা যাইতেছে ডাকাইত-প্রধান স্থান ডুমুরদহ। এক সময় ঐ স্থানের বালক বৃদ্ধ সকলেই ডাকাইত ছিল। ঐ গ্রামের লোকেরা বাটীতে অতিথিদিগকে বাসা দিয়া রজনীতে প্রাণ সংহার করিত। দিবসে মৎস্যজীবীরা মৎস্য ধরিত এবং রজনীতে নৌকায় বোম্বেটেগিরি করিত। ফলতঃ সে সময়ে কি জলপথ, কি স্থলপথ, কোন পথেই ডুমুরদহের নিকট দিয়া টাকা কড়ি সহ কেহ যাইলে নিস্তার থাকিত না। প্রায় ৬০ বৎসর অতীত হইল, বিখ্যাত ডাকাইত বিশ্বনাথ বাবু এই স্থানে বাস করিতে । ইঁহার অধীন ডাকাইতেরা নৌকাযোগে যশোহর পর্য্যন্ত ডাকাইতি করিয়া বেড়াইত। পরে মত্ত অবস্থায় বিশ্বনাথ বাবু কতিপয় সঙ্গীর সহিত ধৃত হন ও তাঁহার ফাঁসি হয়। যে বাড়ীতে তিনি বাস করিতেন, উহা গঙ্গাতীরের সন্নিকটস্থ একটি দোতালা কোঠা। ঐ বাড়ীর ছাদ হইতে গঙ্গার বহুদূর পর্য্যন্ত কোথায় কে আছে দেখিতে পাওয়া যাইত।"

নারা। বাবু ডাকাইত ?

বরুণ। হ্যাঁ, ইনি অগ্রে সংবাদ দিয়া শিবিকারোহণে ডাকাইতি করিতে যাইতেন। এক সময়ে আশানন্দ ঢেঁকী এই ডুমুরদহে বড় রঙ্গ করিয়াছিলেন।

ইন্দ্র। আশানন্দ ঢেঁকী কে ?

বরুণ। ইনি অত্যন্ত বলবান্ পুরুষ ছিলেন এবং দুই হস্তে দুইটা ঢেঁকী তুলিয়া অবলীলাক্রমে ঘুরাইতে পারিতেন বলিয়া ঢেঁকী উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি

লেখাপড়া তাদৃশ জানিতেন না। অনেকে বলে—শান্তিপুরে ইঁহার বাড়ী ছিল। কিন্তু গুপ্তিপাড়ায় বিবাহ করাতে সচরাচর শ্বশুরালয়ে বাস করিতেন এবং ঐ স্থানের বৃন্দাবনচন্দ্র নামক বিগ্রহের বাড়ীতে চারি পাঁচ টাকা বেতনে গোমস্তাগিরি কর্ম্ম করিতেন। এক সময়ে আশানন্দ হুগলি হইতে বৃন্দাবনচন্দ্রের কয়েক শত টাকা লইয়া গুপ্তিপাড়ায় প্রত্যাগমনকালে ডুমুরদহের দীঘির ধারে বসিয়া ফলার করিতেছিলেন, পশ্চাতে চাহিয়া দেখেন—দুই জন লাঠিয়াল দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহারা কেন দণ্ডায়মান রহিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে বলে—"ডুমুরদহে কিসের ভয়, তাহা কি তুমি জান না ?" "জানি, দাঁড়া—এই কয়টা খেয়ে নিই" বলিয়া আশানন্দ আহার সমাপনান্তে দীঘির জলে মুখ হাত প্রক্ষালন করিয়া যেমন উপরে উঠিতেছিলেন, ডাকাইতেরা তাঁহাকে ঘন ঘন আঘাত করিতে লাগিল। তখন আশানন্দ তাহাদিগের প্রতি চাহিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক উভয়ের হস্ত হইতে যষ্টি কাড়িয়া লইলেন ও দুই জনকে দুই বগলে করিয়া গুপ্তিপাড়ায় উপস্থিত হইলেন এবং শ্বশুরকে কহিলেন, "কি দুটী জন্তু ধরিয়া আনিয়াছি—প্রদীপ আনিয়া দেখুন।" শ্বশুর প্রদীপ আনিয়া দেখেন—দুটি লোক অচৈতন্য অবস্থায় আছে। তৎপরে আশানন্দ তাহাদের চোখে মুখে জলের ছিটা দিয়া চৈতন্য সম্পাদন করিয়া উত্তমরূপে আহার করিতে দিলেন। কিন্তু বিদায়কালে, পাছে তাহারা পুনরায় মনুষ্যহত্যা করে এই আশঙ্কায়, দুই জনের দুই খানি হস্ত ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন।

ব্রহ্মা। বরুণ! আশানন্দ কি বলবান্ পুরুষই ছিল! আমার বোধ হয়, সে রীতিমত যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিলে কলির ভীম হইতে পারিত।

ইন্দ্র। আর কি তেমন ঢেঁকী জন্মে ?

বরুণ। এক্ষণে বিদ্যার ঢেঁকী বিস্তর পাওয়া যায়, বলের ঢেঁকী বিরল। হয়েছে কি জানেন, আর এখন কেহ কুস্তি কি ব্যায়ামশিক্ষা করে না। আর যদিও কেহ করে, তাহাদের তেমন খোরাক জোটে না। তদ্ভিন্ন পূর্ব্বের ন্যায় নির্জ্জল দুগ্ধ ও খাঁটি ঘৃত কাহারও পেটে পড়ে না; সুতরাং ঢেঁকী জন্মিলেও সাধারণ্যে প্রকাশ পায় না।

দেবগণ সন্ধ্যা আহ্নিক সমাপ্ত করিয়া দোকানঘরে আসিয়া জলযোগ করিলেন এবং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সকলে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্বর্গ হইতে কত টাকা আনিয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত কত খরচ হইয়া,

কত আছে এবং যাহা আছে, তাহাতে আর কত দিন চলিতে পারে, এ বিষয়ে মুখে মুখে একটা হিসাব করিলেন।

ক্রমে বাজারে লোকে লোকারণ্য। বারোইয়ারি-তলায় যাত্রা বসিয়াছে। খুলীরা "ঘা ঘিচা" "ঘা ঘিচা" শব্দে খোল বাজাইতেছে। পিতামহ "উপ! ওঠ্—যাত্রা শুন্তে যাই" বলিয়া উপকে তুলিলেন এবং সকলে আসরে গিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহারা গিয়া বসিবার অব্যবহিত পরেই সাজানো কৃষ্ণ আসিয়া দেখা দিলেন। তাঁহার ম্যালেরিয়া জ্বরে পেটে প্লীহা ও যকৃৎ হওয়ায় পেট্‌টা মোটা হইয়াছিল। গাত্রের বর্ণে প্রকৃতই কৃষ্ণ। পরিধানে ছেঁড়া নেকড়ার পীতধড়া। বক্ষে খড়ি-মাটির ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-চিহ্ন। মস্তকে শোলার চূড়া। হস্তে বাঁশীর স্থলে একগাছি লাল ছড়ি। ছোঁড়াটা আসিয়া দেবগণের সম্মুখে ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার ভঙ্গী দেখিয়া দেবগণ হাস্য করিতে লাগিলেন; নারায়ণ কিছু লজ্জিত হইলেন। এই সময় খুলীরা আবার বাদ্য আরম্ভ করিল—"তাক্ তাক্ তাক্‌তা ঘিনা"—"ঘিচাং ঘিনা তাক্‌তা ঘিনা"—অমনি কৃষ্ণ মুখে হাত দিয়া "আয় আবু আবু ধবলি! মা ননী দে।" শব্দ করিয়া তালে তালে পা ফেলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। পিতামহ নৃত্য দেখিয়া হেসে লুটে পড়িলেন। দেবগণ নারায়ণের কানে কানে কহিলেন "ভাই, পেটের জ্বালা ধ'র্‌লে তুমি কি ঐ বেশে ঐরূপ নৃত্য ক'রে ননী চাহিতে?"

নারা.। বাঃ! তা চাব কেন? বাঙ্গালীদের বড় অন্যায়! আমাকে তাহারা দেবতা ব'লে পূজা ক'র্‌তেও ছাড়ে না, আবার স্থলবিশেষে সং সাজিয়ে বানর-নাচও নাচিয়ে থাকে।

এই সময়ে আটচালার বাহিরে একপাল ছেলে গান ধরিল। ক্রমে দলটা গান করিতে করিতে আসরে আসিয়া দেখা দিল। তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ গোঁপ-কামান স্থূলকায় কৃষ্ণবর্ণ দূতীও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে আসরে আসিয়া এই ভাবে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, যেন রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছে। সাজান কৃষ্ণ উঠিয়া এক প্রান্ত হইতে কহিল—"বিন্দে ও বিন্দে! বলি কথা কও"—"দূতি, দূতি! বলি কথা কও; দুটো কথা কওয়ায় দোষ কি? বিন্দে ও বিন্দে—"

বিন্দে অমনি চক্ষু দুটা ঘুরাইয়া, ডাইনে বাঁয়ে সেই সমস্ত ললিতা বিশাখা প্রভৃতিকে লইয়া লণ্ঠনের দিকে চাহিয়া দুই হস্ত বিস্তার করত দেবগণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অতি মৃদু স্বরে গান ধরিল;—

কৈব কি কথা, নহে কবার কথা ;
কইলে কথা লোকে বলে কত কথা।

(পুনশ্চ ঘাড় হেঁট করিয়া হস্ত নাড়িয়া অতি সজোরে)—

কৈব কি কথা, নহে কবার কথা ;
কইলে কথা লোকে বলে কত কথা।
ক'র্‌লে তোমার নাম, হয় হে দুর্নাম,
সে বদনামে শ্যাম, তোলা যায় না মাথা॥
কইলে কথা যদি কেহ দেখতে পায়,
কিম্বা লোকমুখে যদি শুন্তে পায়,
যে প্রকারে হউক যদি প্রকাশ পায়,
হবে নিরুপায়, সে বড় লজ্জার কথা॥

শ্রোতৃবর্গ এই সময় চতুর্দ্দিক হইতে "হরি হরি বল ভাই" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। নারায়ণ চটিয়া আগুন। তিনি দেবগণকে কহিলেন, "আপনারা যাত্রা শুনুন, আমি চ'ল্লাম। কি ব'ল্‌বো আজ যদি সে মূর্ত্তিতে জীবিত থাকৃতাম তা হ'লে বেটাদের নামে ডিফামেসন অব্ ক্যারেক্টরের দাবিতে নালিশ ক'রে আচ্ছা জব্দ কর্‌তে পার্‌তাম" বলিয়া গাত্রোত্থান করিয়া চলিয়া যাইলেন। দেবগণের ভাগ্যেও আর গান শুনা হইল না, পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

প্রাতে দেবতারা গঙ্গাস্নান করিয়া মগরা অভিমুখে চলিলেন। তাঁহারা বারোয়ারি তলার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখেন—লোকে লোকারণ্য, সকলেই একবাক্যে কহিতেছে—গান বড্ডো জমেছে। তাঁহারা শুনিলেন—আটচালার মধ্যে বালকগণ নাচিতে নাচিতে এই গানটী ধরিয়াছে ;—

আর আমি যাবনা সখি। যমুনার জলে।
নিতান্ত লম্পট কৃষ্ণ কলসী দেয় ফেলে ;
দুতি কাঁকের কলসী দেয় ফেলে॥

নারা। উৎসন্ন যাও।

ব্রহ্মা। বরুণ! অবতার হ'ল বৃন্দাবনে ; এরা এত পেয়ে বস্‌লো কেন?

সকলে ত্রিবেণীর বাহিরে যাইলে বরুণ কহিলেন "এই ত্রিবেণী এক সময় জনাকীর্ণ নগর ছিল। তখন ইহার শোভা-সমৃদ্ধির পরিসীমা ছিল না। সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রণীত প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে লিখিত আছে ;—

"প্রদ্যুম্নস্ত হ্রদাৎ যাম্যে সরস্বত্যাস্তথোত্তরে।
তদ্দক্ষিণঃ প্রয়াগস্তু গঙ্গাতো যমুনা গতা॥
স্নাত্বা তত্রাক্ষয়ং পুণ্যং প্রয়াগ ইব লক্ষ্যতে॥"

এক সময় এখানকার জল-হাওয়া বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল। সেই সময় কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের জমীদারেরা এখানে স্থান-পরিবর্ত্তনের জন্য আসিয়া বাস করিতেন এবং এখান হইতে পানীয় জল লইয়া যাইতেন। এই স্থান যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ভাল ছিল, তাহা অনেক পুস্তকাদিতেও দেখিতে পাওয়া যায়; কারণ ৩৩৫ বৎসর হইল, কবিকঙ্কণ স্বরচিত কাব্যমধ্যে ত্রিবেণীসম্বন্ধে লিখিয়াছেন;—

সপ্তগ্রামের বেণে সব কোথাও না যায়।
ঘরে ব'সে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়॥
তীর্থমধ্যে পুণ্য তীর্থ অতি অনুপম।
সপ্তঋষি-শাসনে বলয়ে সপ্তগ্রাম॥
কাণ্ডারীর বচনে করিয়া অবগতি।
ত্রিবেণীতে স্নান করেন সাধু ধনপতি॥
নায়ে তুলে সদাগর নিল মিঠা পানী।
বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন ফরমানী॥

ব্রহ্মা। কবিকঙ্কণ কে?

বরুণ। ইহার অপর নাম মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী। ইনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী দামুন্যা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হৃদয় মিশ্র; যদিও ইঁহাদের প্রকাশ্য উপাধি মিশ্র—কিন্তু এতদ্দেশে চক্রবর্ত্তী উপাধিতেই বিখ্যাত। ইনি জীবনের প্রথমাবস্থায় বিশেষ কষ্ট পাইয়াছিলেন, শেষাবস্থায় রাজা রঘুনাথ রায়ের দ্বারা প্রতিপালিত হন এবং তাঁহারই আদেশে চণ্ডীকাব্য রচনা করেন। ইনি বাঙ্গালা ভাষায় এক জন প্রধান কবি। সম্রাট্ আকবরের সময় ইনি জীবিত থাকিয়া জাহাঙ্গীরের রাজ্যারম্ভ-কালে প্রাণত্যাগ করেন।

নারা। ত্রিবেণীর অপরাপর বিষয় বল?

বরুণ। সরস্বতী খালে অদ্যাপি মৃত্তিকা খনন করিবার সময় অনেক গুণবৃক্ষ, জীর্ণ নৌকা, ভাঙ্গা তক্তা ও শৃঙ্খলাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রামের কোন কোন অংশে মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে অনেক ইষ্টকাদি ও

অট্টালিকাদির চিহ্ন দৃষ্ট হইয়াছে। ফলতঃ কাল সকল সময়ে সকল স্থানকে এক ভাবে রাখে না। কালের স্রোতে ত্রিবেণী এক্ষণে অরণ্যপূর্ণ ও মনুষ্য-বিহীন হইয়াছে। দুর্দ্দান্ত ম্যালেরিয়া, গ্রামস্থ অপর লোকগুলিকে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এখানকার লোকের চরিত্র সাধারণতঃ মন্দ নহে। মাতাল অপেক্ষা গুলিখোরের সংখ্যা বেশী। ইহাদের আশঙ্কায় স্ত্রীলোকেরা প্রাতে গঙ্গাস্নান বন্ধ করিয়াছে। ত্রিবেণীতে গ্রহণ ও উত্তরায়ণের সময় বিস্তর যাত্রী গঙ্গাস্নানে আসিয়া থাকে! চ'লে আসুন, টিকিটের ঘণ্টা দিয়াছে।

দেবগণ দ্রুতপদে যাইয়া টিকিট লইতে না লইতে ট্রেন আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলে তাড়াতাড়ি টিকিট খরিদ করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। ট্রেন আবার নক্ষত্রবেগে হুপাহুপ্ শব্দে ছুটিতে লাগিল।

উপ। ঠাকুর কাকা! "কলসী দেয় ফেলে"—ও গানটা তোমার মনে আছে?

নারা। আরে জেঠা ছেলে। তুই কি চুপ ক'রে ব'সে থাকৃতে পারিস্ নে?

ক্রমে ট্রেন হুগলিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবগণ গেটে টিকিট দিয়া বাহিরে আসিলেন এবং একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া নগরাভিমুখে চলিলেন।

বরুণ। হুগলী এক সময় অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। ইহার পূর্ব্বের নাম গোলিন ; কিন্তু ক্রমে ক্রমে শেষস্থ নকারের লোপ হইয়া গোলি, তৎপরে হুগলী নাম হইয়াছে।

এই সময় গাড়ী একটী বৃহদাকার বাগানের নিকট উপস্থিত হইলে নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ! এ বাগানটী কাহার?"

বরুণ। এটী জীবন পালের বাগান। বাগানটী আয়তনে অত্যন্ত বৃহৎ। পূর্ব্বে এই বাগানের সন্নিকটে অত্যন্ত দস্যুভয় ছিল।

ইন্দ্র। ওদিকে দেখা যাইতেছে—ও বাড়ীটী কাহার?

বরুণ। জজ সাহেবের বাড়ী। উহার সন্নিকটস্থ ঐ বাড়ীটী রেভারেণ্ড লালবিহারী দের। দূরে দেখ সিঙ্গুরের নব বাবুর বৈঠকখানা। পূর্ব্বে ঐ বৈঠকখানায় হুগলীর নর্ম্মাল স্কুল বসিত। এক্ষণে নর্ম্মাল স্কুল চুঁচুড়ায় বারিকের মধ্যে বসিতেছে।

ব্রহ্মা। বরুণ! তুমি বলিলে, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে। ঐ নামের সমস্তই বাঙ্গালা ; কিন্তু নামের পূর্ব্বে একটী ইংরাজী কথা বসিবার কারণ কি?

বরুণ। আজ্ঞে, ইনি খৃষ্টান হওয়াতে ঐ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি বঙ্গদেশের মধ্যে একজন উপযুক্ত লোক। ইঁহার বিশেষ গুণ এই, সাধারণ প্রজাবর্গের দুঃখে বড় কাতর হন। এবং তাঁহাদের দুঃখ দূর করিতেও সাধ্যমত চেষ্টা করেন।

ব্রহ্মা। লালবিহারী দের জীবনবৃত্তান্ত আমাকে সংক্ষেপে বল।

বরুণ। ইনি ১৮২৬ অব্দে বর্দ্ধমানের সন্নিকটস্থ পলাশী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে ইনি কলিকাতার "জেনেরল এসেম্‌ব্লিজ্‌ ইনষ্টিটিউসন" নামক বিদ্যালয়ে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৪৩ অব্দে ইনি খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং তৎপরে ছয় বৎসর কাল বিজ্ঞানশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৮৫১ অব্দে ইনি ধর্ম্মপ্রচারকের পদ প্রাপ্ত ও ১৮৫৫ অব্দে ধর্ম্মযাজকের পদে বৃত হন। ইহার পর কয়েক বৎসর কালনায় প্রচারক কার্য্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। ১৮৬০ অব্দে হেতুয়ার গির্জ্জায় ধর্ম্মযাজকের পদে নিযুক্ত হন। ইনি

ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধে ইংরাজী ভাষায় অনেকগুলি বক্তৃতা করিয়া ক্রমে তাহা পুস্তকাকারে প্রচার করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় বৈদান্তিক মত সম্বন্ধেও একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন এবং খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার জন্য অরুণোদয় নামক একখানি পত্রের প্রায় দুই বৎসর কাল সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। ১৮৬০ অব্দে কলিকাতায় আসিয়া ইণ্ডিয়ান রিফরমার ও ক্রাইষ্টে রিভিউ নামক দুই খানি সাপ্তাহিক ইংরাজী পত্র প্রচার করেন। ১৮৭৬ অব্দে ইনি বহরমপুর কলেজের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ও ১৮৭২ অব্দে হুগলী কলেজে বদলি হইয়াছেন। ১৮৭৬ অব্দে অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হইয়া শিক্ষাবিভাগের চতুর্থ-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন ; ইনি সাধারণ লোকের শিক্ষা সম্বন্ধে প্রাইমারি এডুকেশন অব্ বেঙ্গল নামক একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। ইঁহার প্রণীত গোবিন্দ সামন্ত নামক একখানি ইংরাজী উপন্যাস-পুস্তকে বাঙ্গালাদেশের প্রজাদিগের অবস্থা অতি সুন্দর ও বিশদরূপে বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থ ইংলণ্ডে অতি সমাদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে। এক্ষণে ইনি বেঙ্গল ম্যাগাজিন নামক একখানি ইংরাজী মাসিক পত্রের সম্পাদক। প্রাচীন বাঙ্গালা উপকথাগুলিকে ইনি ইংরাজী ভাষায় রূপান্তরিত করিয়াছেন।

ক্রমে দেবগণের গাড়ী অরণ্যপূর্ণ অসংখ্য ডোবা ও বন-জঙ্গলের নিকট দিয়া আসিয়া হুগলীর চকের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাঁহারা দেখেন, দোকানে নানা প্রকার দ্রব্যাদি বিক্রয় হইতেছে। কোন দোকানে কাঁদি কাঁদি কলা টাঙ্গান রহিয়াছে। কোন দোকানে শ্লেট, পেন্সিল, বটতলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক এবং কালী ও দুর্গার পট বিক্রয় হইতেছে। কোন দোকানে হালদার মহাশয় কচুরির মধ্যে বুটের ডালবাটা প্রবেশ করাইয়া হস্তে চেপ্টাইয়া উত্তপ্ত ঘৃতে ছাড়িতেছেন। কোন দোকানে বস্ত্রবিক্রেতারা গজে বস্ত্র মাপিয়া কপালে ঘসিয়া চিহ্ন করিয়া সজোরে "ফাঁস ফাঁস" শব্দে ছিন্ন করিতেছে। রাস্তায় স্কুলের ছেলেরা বাহির হইয়াছে, কোন দুষ্ট বালক অপর বালককে প্রহার করাতে সে কাঁদিতেছে এবং স্কুলে যাইয়া মাষ্টারকে বলিয়া দিবে ভয় দেখাইতেছে। ক্রমে দেবগণের গাড়ী হুগলীর কালেক্টরির সন্নিকটে উপস্থিত হইলে তাঁহারা গাড়োয়ানকে বিদায় দিয়া একটী দোকানঘরে যাইয়া উপবেশন করিলেন।

ইন্দ্র। বরুণ! সম্মুখে ঐ গভীর নদীর ন্যায় দেখা যাইতেছে—কি ?

বরুণ। মুসলমান রাজত্বকালে হুগলী নগর সৌন্দর্য্যে প্রায় মুরশিদাবাদের সমকক্ষ ছিল ; সেই সময় এখানে একজন করিয়া ফৌজদার বাস করিতেন।

ঐ ফৌজদারের অধীনে অনেকগুলি করিয়া সৈন্ত থাকিত; তদ্ভিন্ন তাঁহারা এখানে একটী সুদৃঢ় গড় খনন করাইয়াছিলেন। সেই গড়ের সুগভীর খাত অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

দেবগণ বিশ্রামের পর স্নান করিতে চলিলেন। সকলে একটী বাঁধা ঘাটে উপস্থিত হইলে পিতামহ কহিলেন, "বরুণ! এ সুন্দর ঘাটটী নির্ম্মাণ করে কে?"

বরুণ। স্মিথ নামক একজন সাহেবের যত্নে ও উদ্যোগে এই ঘাটটী নির্ম্মিত হয় বলিয়া ইহাকে স্মিথ সাহেবের ঘাট কহে। এই ঘাট প্রস্তুত করিবার সময় হুগলী জেলার যাবতীয় জমিদার সাহায্য করিয়াছিলেন। জমিদারদিগের মধ্যে ভাস্তাড়ার সিংহ বাবুরা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী টাকা চাঁদা দেওয়াতে তাঁহাদের বাড়ীর দ্বারে শান্ত্রী পাহারা থাকিবার হুকুম হয়।

ঘাটে নামিয়া দেবগণ স্নান আহ্নিক সারিলেন এবং বাসায় আসিয়া চাউলে ডাইলে চাপাইয়া দিলেন। পিতামহ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "মর্ত্ত্যে আসিয়া ক্রমেই কালবিলম্ব হইতে চলিল। জানি না, আমার বাড়ীতে কি হইতেছে। গিন্নী মাগী একা, অসুখ হইলে কেইবা ঔষধ দেবে, কেইবা পথ্য দেবে? আবার খন্দ কুটো গুলোর সময় বাড়ী হইতে আসায় বিস্তর ক্ষতিও হইবার সম্ভাবনা। গরুগুলো হয় ত সময়ে ঘাস জল পাবে না, হাঁসগুলোকে হয় ত শিয়ালে মেরে ফেলিবে।"

উপ। আমার শালিক পাখিটীর ও বেঁজির বাচ্চাটীর যে কি হ'চ্চে— ভেবে কিছু ঠিক ক'রতে পাচ্চিনে! বাড়ীতে যে বিড়ালের উপদ্রব, খেয়ে না ফেলে! বাবার যেমন বুদ্ধি—রেলওয়েতে চাকরী ক'র্‌তে পাঠালেন। রেলওয়েতে শত শত শনি বিরাজ ক'চ্চেন—তার খোঁজ রাখেন না।

আহারান্তে দেবগণ কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া জজ সাহেবের কাছারির নিকট আসিয়া দেখেন—ভোলানাথ হালদার, কাশীনাথ সেন এবং মাধব ময়রার নাতী পদ্মনাথ ময়রা জুরি সাজিয়া আসিয়া বটতলাতে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ক্রমে জজ সাহেব আসিলেন, বিচার আরম্ভ হইল। তখন জুরিরা যাইয়া নিজ নিজ স্থান দখল করিয়া বসিলেন। দেবগণ দেখেন—বিচার আরম্ভ হইলে কাশীনাথ সেন নাসিকা ধ্বনি করিয়া নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। কাশীনাথকে নিদ্রা যাইতে দেখিয়া ভোলানাথ হালদার গা ঠেলিয়া কহিলেন, "কাশীনাথ খুড়ো! কর্‌চো কি? সাক্ষীরা কি বলে, না শুন্‌লে এর পর বিচার ক'র্‌বে কেমন

করে ?" কাশীনাথ 'য়্যা !' শব্দে উত্তর দিয়া তুড়ি দিতে দিতে কহিল, "আহারের পর নিদ্রা যাওয়াটা অভ্যাস থাকায় একটু তন্দ্রা আস্‌ছিল। তুমি ভাল ক'রে শোন ; তার পর তুমিও যা ব'ল্‌বে, আমিও তাই ব'ল্‌বো। ঐ কথা দুটো কি ?—একটা "নট্ গিল্‌টি" আর একটা "গিল্‌টি"—কেমন নয় ?"

এখান হইতে বাহিরে আসিয়া দেবগণ দেখেন—আমলা, মোক্তার এবং উকীলের দল একটা বাবুকে লইয়া ব্যঙ্গ করিতেছেন। একজন মোক্তার কহিতেছেন, "মহাশয়েরা এই বাবুটিকে ভাল করিয়া দেখিয়া রাখুন। পারেন ত গোবরের ছাঁচ করিয়া ইঁহার মূর্ত্তি তুলিয়া লউন। ইনি একজন কম লোক নহেন ; লোকে পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে পারে না। কিন্তু ইনি পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া কিঞ্চিৎ ফাজিল হওয়ায় ডিক্রি করিয়া বাপের বাড়ীঘর বিক্রয় করিয়া লইবার জন্য নালিশ করিয়াছেন।"

ব্রহ্মা। বরুণ। কাণ্ডটা কি ?

বরুণ। ঐ বাবুটী এক সময় পিতার সহিত বিবাদ করিয়া বাটী হইতে চলিয়া যান। ইঁহার বাটী হুগলী জেলার অধীন বেণীপুর থানার অন্তর্গত। বাটী হইতে প্রস্থান করার অব্যবহতি পরে উঁহার কমিসরিয়েটে কর্ম্ম হয়। ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া বাবু বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া স্বদেশে আগমন করেন ; কিন্তু পিতার উপর রাগ থাকায় পাছে তাঁহার মুখ দর্শন করিতে হয়, এই আশঙ্কায় আর পিতৃভবনে যাইলেন না। স্বতন্ত্র বাস করিবার জন্য ঐ গ্রামে একটী সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইলেন এবং ক্রমে ক্রমে বাবুর বাগানবাটী, ঠাকুরবাটী, প্রমোদ কানন ও স্কুলবাটী প্রস্তুত হইলে দ্বারে প্রহরী বসাইয়া তাহাকে আজ্ঞা দিলেন, "বাবা যদি কখন কিছু দেখিতে আসে, গলা ধাক্কা দিয়া বিদায় করিয়া দিস্।" পিতা, পুত্রের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া সুখী হইলেন ; কিন্তু তাঁহার বাড়ী ঘর একবার চক্ষে দেখিবার ইচ্ছা হইলেও অপমানের ভয়ে দেখিতে সাহসী হইলেন না। পুত্র, পিতার বাসভবন কিরূপে কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দিবেন, এই চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন। দৈবক্রমে পিতার কোন বিষয়ের জন্য কিছু অর্থের প্রয়োজন হইলে, পুত্র বেনামিতে পিতার বাটী বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ দেন। এক্ষণে সেই টাকা সুদে আসলে আদায় করিয়া লইবার জন্য পিতার নামে নালিশ করিয়াছেন।

ব্রহ্ম। উঃ। কি পাষণ্ড! হতভাগার মুখ দেখ্‌লে পাপ হয়। বরুণ! অন্য স্থানে চল।

উপ। কর্ত্তা জেঠা! একটু দাঁড়াবে?

ব্রহ্মা। কেন?

উপ। আমি গোবর এনে বাবুর একটা ছাঁচ তুলে নিয়ে যাই।

বরুণ। পিতামহ! ও দিকে দেখুন হুগলী ব্রাঞ্চস্কুল। ঐ স্থানে পূর্ব্বে খাঁ জাঁহা নামক একজন ফৌজদারের বাস ছিল।

ইন্দ্র। বরুণ! ওদিকে দেখা যাচ্চে—ওটা কি?

বরুণ। উহার নাম ব্যাণ্ডেল চর্চ্চ। ঐ চর্চ্চটী ১৫৯৯ অব্দে খৃষ্টানদিগের দ্বারা নির্ম্মিত হয়। উহার চূড়া অনেকদূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

এখান হইতে যাইয়া দেবতারা এমামবাড়ীর বাটীতে প্রবেশ করিলেন এবং চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিলেন। দেখেন বাড়ীটী দুই তালা। বাটীর মধ্যস্থলে একটী পুষ্করিণী। ক্রমে সকলে এমামবাড়ীর বিস্তৃত দালানে গিয়া উঠিয়া দেখেন—নানা রঙ্গের ঝাড়, লণ্ঠন, আয়না, দেয়ালগিরি দ্বারা অতি সুন্দররূপে সুসজ্জিত। প্রাচীরে কোরাণের বর্ণিতমত নানা রঙ্গে নানা বিবরণ পারসী অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। দ্বারে গিল্টি করা স্বর্ণাক্ষরে এমামবাড়ীর বিবরণ লেখা আছে।

নারা। বরুণ! প্রাচীরের এদিকে এসব কি লেখা রহিয়াছে?

বরুণ। মহম্মদ মহসীন নামক এক ধনী মুসলমানের দানের বিষয়।

ব্রহ্মা। পাঠ করিয়া আমাকে শুনাও।

বরুণ। মহম্মদ মহসীন লিখিয়াছেন—আমার নাম হাজি মহম্মদ মহসীন। আমার পিতার নাম হাজি ফৈজুল্লা। এই হুগলী নগরে আমার আবাসভূমি; আমি সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ শরীরে স্বেচ্ছামত লিখিয়া দিতেছি যে, যশোহর প্রভৃতি স্থানে আমার যে সমস্ত জমিদারী আছে, এবং হুগলীতে যে বাজার হাট আছে, আমি ঐ সমস্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকারীর অভাবে ঈশ্বরের কার্য্যে নিয়োজিত করিলাম। আমার জীবিতাবস্থায় আমার দ্বারা যে সমস্ত দানকার্য্য নির্ব্বাহ হইত, আমার মৃত্যুর পর ঐ সমস্ত বিষয় হইতে তদ্রূপ হইতে থাকিবে। ঐ সমস্ত দানকার্য্যের পর্য্যবেক্ষণের জন্য আমি দুই জন মাতয়ালি (পর্য্যবেক্ষক) নিযুক্ত করিলাম। ইহারা পরামর্শ করিয়া সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। আমার বিষয়ের আয় হইতে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা নয় অংশে বিভক্ত হইবে। তন্মধ্যে তিন অংশ মহরমের দিবস ও অন্যান্য উৎসব দিবসের জন্য এবং ইমামবাড়ী ও মসজিদ মেরামত

জন্য ব্যয়িত হইবে। দুই অংশ মাতয়ালিদিগের নিজ ব্যয়ার্থ প্রদত্ত হইবে। তিন অংশ হইতে সরকারী লোকজনের বেতন দান এবং অপর অংশ হইতে মাসিক বৃত্তি দান করা হইবে। মাতয়ালিরা লোকজন নিযুক্ত বা পদচ্যুত করিতে পারিবেন, এবং আপনাদিগকে অক্ষম বিবেচনা করিলে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া কার্য্য চালাইতে পারিবেন। এতদর্থে আমি এই দানপত্র লিখিয়া দিলাম। আবশ্যক হইলে ইহা বিচারালয়ে আমার নিদর্শন দলিলস্বরূপ হইবে। লিখিত তারিখ ১৯এ বৈশাখ, ১২২১ হিজিরা ও ১২১৩ সাল।

সকলে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এমামবাড়ীর চতুর্দ্দিকে দেখিয়া যেমন বহির্গত হইলেন, অমিন ঘড়িতে "ঢং" "ঢং" শব্দে দুটা বাজিল।

ইন্দ্র। বরুণ! এমন ঘড়ির শব্দ ত কুত্রাপি শুনি নাই!

বরুণ। হাঁ ভাই. এমামবাড়ীর ঘড়িটী বড় বিখ্যাত। এই ঘড়ির শব্দ লোকে অনেক দূর হইতে শুনিতে পায়। পিতামহ! এই হুগলী নগরেই প্রথমে ছাপাখানার সৃষ্টি হয়। হলহেড ও উইলসন সাহেব সর্ব্বপ্রথমে ঐ প্রেসে বাঙ্গালা ব্যাকরণ মুদ্রিত করেন। ১৮৭৮ অব্দে ঐ মুদ্রাযন্ত্রটী এনড্রুস নামক একজন পুস্তক-বিক্রেতা ক্রয় করিয়াছিলেন।

ইন্দ্র। মুদ্রাযন্ত্র কি পূর্ব্বে ভারতে ছিল না?

বরুণ। ছিল না কে বলিল? রাজপ্রতিনিধি ওয়ারেন্ হেষ্টিংস সাহেবের শাসনকালে বারাণসী জেলার সন্নিকটস্থ একস্থানে মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে একটী মুদ্রাযন্ত্র ও কতকগুলি অক্ষর বাহির হয়। ঐ মুদ্রাযন্ত্রদৃষ্টে স্থির হইয়াছে, প্রায় এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এদেশে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন ছিল; পরে যবনাধিকার-কালে নষ্ট হইয়া যায়। বর্ত্তমান মুদ্রাযন্ত্র সকল ইংরাজেরা এদেশে আনিয়াছেন।

এমামবাড়ী হইতে কিছু দূরে যাইলে উপ চীৎকার করিয়া কহিল. "বরুণ-কাকা! বরুণ-কাকা! এটা কি?"

বরুণ। পিতামহ, হুগলী জেল দেখুন। জেলখানার সন্নিকটে ঐ যে দেখিতেছেন, উহার নাম ঘোল ঘাট। এই ঘাটের সন্নিকটে ১৫৪০ খৃঃ অব্দে পর্ত্তুগীজেরা একটী কেল্লা নির্ম্মাণ করে। কেল্লাটী এক্ষণে ভাঙ্গিয়া গঙ্গাগর্ভে গিয়াছে। এক্ষণেও জাহ্নবীজলে কেল্লাটীর কোন কোন অংশ দেখিতে পাওয়া যায়।

নারা। পরপারে দেখা যাইতেছে—উহা কি?

বরুণ। গরিফা নামক স্থানের চটের কল। ঐ গরিফা একটী বৈদ্য-প্রধান স্থান। ঐ স্থানে দেওয়ান রামকমল সেন জন্মগ্রহণ করেন।

ব্রহ্মা। দেওয়ান রামকমল সেনের জীবনবৃত্তান্ত সংক্ষেপে বল।

বরুণ। ইহার পিতার নাম গোকুলচন্দ্র সেন। ১৭৮৩ অব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। রামকমল সেন প্রথমে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। ১৮০৪ অব্দে এসিয়াটিক সোসাইটিতে ইঁহার বার টাকা বেতনের একটী কেরাণীগিরি কর্ম্ম হয়। ইহার পর ইনি কার্য্যদক্ষতাগুণে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী ও কাউন্সিলের মেম্বার পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে ইনি ইংরাজী ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং কলিকাতার টাকশালে দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন। ইহার পর ইনি বেঙ্গল ব্যাঙ্কেরও দেওয়ান হইয়াছিলেন। ১৮১৭ অব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। ঐ বৎসরেই স্কুলবুক সোসাইটী খোলা হইয়াছিল। রামকমল সেন হিন্দু কলেজের ম্যানেজিং কমিটীর মেম্বর থাকিয়া এই নিয়ম করেন যে, প্রকৃত হিন্দুসন্তান ভিন্ন অপর কেহ এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে পাইবেন না। ১৮৩৪ অব্দে ইঁহার ইংরাজী-বাঙ্গালা অভিধান প্রচারিত হয় এবং ১৮৪৪ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার হরিমোহন, প্যারীমোহন, বংশীধর ও মুরলীধর নামে চার পুত্র হয়। রামকমল সেনের হিন্দুধর্ম্মে বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল। ইনি প্রতি বৎসর বাটীতে দুর্গোৎসব উপলক্ষে স্বজাতীয়দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন, এবং যত্নের সহিত রাখিয়া বস্ত্রাদি প্রদানপূর্ব্বক বিদায় দিতেন। স্বজাতীয়দিগকে সাধ্যমত অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয় দানে পরাঙ্মুখ হইতেন না।

উপ। বরুণ কাকা! জেলখানার প্রাচীরে একটা টিকটিকি হাঁ করিয়া রহিয়াছে দেখ।

বরুণ। ওরে বাবা! জেলখানার মাকড়সাটা পর্য্যন্ত হাঁ করিয়া থাকে।

এই সময় একটী বাবু নৌকা হইতে তীরে উঠিলেন। বাবুটির সঙ্গে তাঁহার ১৮।১৯ বৎসরের পুত্র। তাঁহাদিগকে দেখিয়া দু এক জন ভদ্রলোক ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন, "ঘনশ্যামকে পেলেন কোথায়?" বাবু কহিলেন, "অনেক সন্ধানে দেখি, ও খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া খৃষ্টানদিগের সহিত বসিয়া খানা খাইতেছে। অনেক ভুলাইয়া তবে আনিলাম।" একজন কহিলেন, "উনি খৃষ্টান হইয়াছেন, গৃহে নিলে কোন গোল হবে না?"

বাবু বলিলেন, "গোল হবে কেন? আমি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া কাশী,

কাঞ্চী, তৈলঙ্গ, দ্রাবিড় এবং নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে চৈতনধারী মহাত্মাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিব। তাঁহারা অর্থের প্রলোভনে দীর্ঘ দীর্ঘ বচন সকল উদ্ধৃত করিয়া সমাজে লইবার ব্যবস্থা দিবেন। খানা কে না খায়? কিন্তু কয়জনে জাতিচ্যুত হইয়াছে? তবে ঘনশ্যাম খৃষ্টান হওয়ায় ইংরাজী কাগজওয়ালারা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে—ঐ যা একটা দোষ।”

বাবুটী চলিয়া যাইলে পিতামহ কহিলেন, “বরুণ, আজকাল মর্ত্ত্যে জাতি-বিচার বেশ! গোপনে সবই চলিতেছে, প্রকাশ হইলেই যত গোল। কিন্তু তাহাও আবার পয়সা থাকিলে ঢাকিয়া যায়। য়্যাঁ! তবে দেখিতেছি, জাতি বাক্সের মধ্যে।”

দেবতারা গঙ্গার ধারে ধারে চলিলেন। ভাগীরথী তীরে অসংখ্য সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা দেখিয়া দেবরাজ কত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বরুণ কহিলেন, “১৫৩৭ খৃঃ অব্দে পর্ত্তুগীজেরা এই হুগলী নগর নির্ম্মাণ করে। ১৬২৮ অব্দে এখানে অনেক পর্ত্তুগীজ বাস করিত। তাহাদের একটি সুরক্ষিত কুটীর ছিল। শাজাহান, দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে, একবার হুগলীতে আসিয়া দেখিয়া যান যে, উহারা বলপূর্ব্বক দেশীয়দিগকে খৃষ্টান করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত তিনি অত্যন্ত কুপিত হইয়াছিলেন এবং এই ক্রোধ তাঁহার মনে জাগরূক থাকায় সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া পর্ত্তুগীজদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার আজ্ঞা দেন। তদনুসারে ১৬৩২ অব্দে হুগলী নগর মুসলমানেরা অবরোধ করিয়া প্রায় চারি সহস্র পর্ত্তুগীজকে বন্দী করিয়াছিল ও এই ঘটনার পর পর্ত্তুগীজেরা আর কখনও বাঙ্গালায় প্রভাবশালী হয় নাই। এই সময় হইতেই নগরটি মোগলদিগের হস্তগত হইয়া বাঙ্গালার মধ্যে প্রধান বাণিজ্যস্থান হইয়া উঠে; তদবধি সপ্তগ্রামের অবনতি হইতে আরম্ভ হয়।”

ইন্দ্র। সপ্তগ্রাম কোথায়?

বরুণ। এই হুগলী নগরের কিঞ্চিৎ উত্তরে। পুরাণে ঐ সপ্তগ্রামের বা সাত গাঁয়ের উল্লেখ আছে। সপ্তগ্রাম বাঙ্গালার মধ্যে একটি প্রধান বাণিজ্যস্থান ছিল। উহার প্রস্তরনির্ম্মিত বৃহদাকার স্তম্ভগুলি দেখিতে বড় সুন্দর। ঐ স্তম্ভ নির্ম্মাণকার্য্যে প্রায় ২৫,০০০ টাকা ব্যয় হয়। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ঐ স্থানের নিম্ন দিয়া অনেক বাণিজ্যপোত যাতায়াত করিত। তখন উহার সৌন্দর্য্য ও ধূমধামের সীমা ছিল না। ঐ সপ্তগ্রামে একটি দুর্গ ছিল, উহার ধ্বংসাবশেষ

অদ্যাপি গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের সন্নিকটে দেখিতে পাওয়া যায়। উহারও সন্নিকটে একটী পুরাতন মস্‌জিদের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে। পাণ্ডুয়ার গো-যুদ্ধে যে যে সমস্ত মুসলমান হত হয়, তাহাদের অনেকের কবরও সপ্তগ্রামে আছে।

উপ। বরুণ কাকা! তাহারা কি ভূত হইয়াছে?

বরুণ। ভূত হবে কেন?

উপ। তবে যে লোকে বলে "সাতগেঁয়ের কাছে মাম্‌দো বাজী?"

বরুণ। একশত বৎসর পূর্ব্বে ঐ সপ্তগ্রামে ওলন্দাজদিগের একটী বাগানবাটী ছিল। গ্রীষ্মকালে সেই বাগানে তাহারা ভোজনান্তে বিশ্রামসুখ অনুভব করিত। ১৫৬৬ অব্দে যখন ঐ স্থান একটী বিখ্যাত বাণিজ্যস্থান হইল, তখন প্লিনিদিগের দ্বারা অনেক বাণিজ্যদ্রব্য আমদানী ও রপ্তানি হইত। সপ্তগ্রামের রোমকেরাও বাণিজ্য করিতে আসিত। তাহারা উহাকে গ্যাজেস্‌-রিজিয়া বলিয়া ডাকিত। বঙ্গদেশের রাজারা অধিকাংশ সময় ঐ নগরেই অতিবাহিত করিতেন। ইউরোপীয়েরা প্রথমে এদেশে আসিয়া চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন। এক্ষণে সপ্তগ্রামের আর কিছুই নাই, কালের পরিবর্ত্তনে সপ্তগ্রাম একটী সামান্য জঙ্গলপূর্ণ পল্লীগ্রামের আকার ধারণ করিয়াছে এবং শৃগাল কুকুর প্রভৃতির আবাসভূমি হইয়াছে। অদ্যাপি ঐস্থানে পুষ্করিণী ও কূপাদি খনন করিবার সময় নৌকার মাস্তুল ও ভগ্ন তক্তা প্রভৃতি পাওয়া যায়।

দেবগণ গল্প করিতে করিতে অপরাহ্নে চুঁচুড়ায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা বারিকের নিকটে উপস্থিত হইলে উপ চীৎকার করিয়া কহিল "বরুণ-কাকা! দেখা যাচ্চে—ওটা কি?"

চুঁচুড়া

বরুণ। দেবরাজ, সম্মুখে দেখ চুঁচুড়ার বারিক। পূর্ব্বে এই বারিকে অসংখ্য গোরা থাকিত, এক্ষণে নর্ম্মাল স্কুল হইতেছে।

নারা। এ নগর নির্ম্মাণ করে কে?

বরুণ। ১৬৭৫ খৃঃ অব্দে ওলন্দাজেরা বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া এই নগর নির্ম্মাণ করে। ১৬৮৭ সালে তাহাদের কর্ত্তৃক এখানে একটী দুর্গ নির্ম্মিত হয়! উহারা এই নগরে প্রায় একশত বৎসরের উপর রাজ্য করিয়াছিল। ১৮২৬ অব্দে ইংরাজদিগের নিকট হইতে সুমাত্রা দ্বীপ লইয়া এই নগর পরিত্যাগ করে! হুগলী ও চুঁচুড়া পরস্পর এরূপ ভাবে সংলগ্ন যে, উভয় স্থানকে এক নগর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ব্রহ্মা! বরুণ! সম্মুখের ও বাঁধাঘাট কাহার?

বরুণ! চুঁচুড়ার সোমেদের।

ব্রহ্মা। তুমি তাঁহাদিগের বিষয় আমাকে বল।

বরুণ। চুঁচুড়ার সোমেরা বহুকালের জমীদার। ৬৬৯ বৎসর গত হইল, যখন ঘোরী-বংশীয় রাজারা সম্রাট্ ছিলেন, সেই সময় এই বংশীয় বলভদ্র সোম গৌড় নগরের রাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইনি অত্যন্ত সম্মানের পদে কর্ম্ম করায় তদুপযুক্ত পাত্র গোপীচন্দ্র বসুকে নিজ কন্যা প্রদান করেন। গোপীচন্দ্র ঘোরীবংশীয় রাজসরকারের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। বলভদ্র সোম সাধারণ হিতকর কার্য্যের মধ্যে যশোহর জেলার পুরাতন রাস্তাটী নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই বংশের রামচরণ সোম ডচ্ কোম্পানীর দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্যামরামও পিতার কার্য্য করিতেন। ইনি নবাব সিরাজউদ্দৌলার নিকট "বাবু" উপাধি প্রাপ্ত হন। এই মহাত্মা চুঁচুড়ায় দুইটী স্নানের ঘাট নির্ম্মাণ করেন; তন্মধ্যে একটীতে পুরুষ ও অপরটীতে স্ত্রীলোকেরা স্নান করিয়া থাকে। শ্যামরাম বাবুর পুত্রের নাম ঘনশ্যাম বাবু। ঘনশ্যাম বাবুর আট পুত্র, তন্মধ্যে পঞ্চমের নাম গোকুল বাবু। ইনি কটক জেলা বন্দোবস্তের সময় প্রধান কর্ম্মচারী হন। গোকুল বাবুর পুত্রের নাম বেণীমাধব সোম, ইনি ঢাকায় ছোট আদালতের জজ ছিলেন। বেণীবাবুর সৎকার্য্য দর্শনে গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইয়া রায় বাহাদুর

উপাধি প্রদান করেন। ১৮৭৮ সালে ৬০ বৎসর বয়সে বেণীবাবুর মৃত্যু হয়। ইঁহার রাধিকালাল ও প্রিয়লাল সোম নামক দুই উপযুক্ত পুত্র আছেন।

এই সময় দেবগণ দেখেন—"হুমাহুম" শব্দ করিতে করিতে চারি জন বাহক একখানি শিবিকা বহন করিয়া আনিতেছে। শিবিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর দুই জন বাহক ছুটিয়া আসিতেছে। পাল্কিখানি দেবগণের নিকট উপস্থিত হইলে শিবিকামধ্যস্থ বাবু চীৎকার করিয়া কহিলেন—"মাজি! পা'ল তুলে দে।" পশ্চাদ্ভাগের বাহক ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "হুজুর কি আজ্ঞা ক'র্‌ছেন?

বাবু। পা'ল তুলে দে।

বাহক। আজ্ঞে, এ ত নৌকো নয়!

বাবু। তা হোক ব্যাটা—তবু পা'ল তোল্! নইলে মার খাবি।

পাল্কিখানি চলিয়া যাইলে পিতামহ কহিলেন, "বরুণ! ও কি হ'লো?"

বরুণ। মাতাল মদ্যপানে মাতোয়ারা হইয়া ঐ প্রকার বলিতেছে।

ব্রহ্মা। শ্রীবিষ্ণু! মদ্যপান করিলে সপ্তদশ পুরুষ নরকস্থ হয়—কুলাঙ্গারেরা কি জানে না?

বরুণ। জানে, কিন্তু তাহাতে ভয় করে না। আজ কাল মর্ত্তে স্ত্রী, পুরুষ, মেয়ে, ছেলে, সকলেই মাতাল। কতকগুলি লোক আছে, তাহারা পুত্রগণকে বাল্যকাল হইতেই দুগ্ধে মদ মিশ্রিত করিয়া খাওয়ায়। সে সব কথা যাক্, সন্ধ্যা প্রায় আগত, অতএব এই বারিকের মধ্যে আশ্রয় লইলে ভাল হয় না?

দেবগণ এ কথায় সম্মত হইলে বরুণ বারিকের মধ্যে একটী বাসা স্থির করিলেন এবং কয়জনে সে রাত্রি তথায় অতিবাহিত করিয়া প্রাতে আবার নগর ভ্রমণে বাহির হইলেন। বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! সম্মুখে দেখুন পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বাসা।"

দেবতারা এখান হইতে ডভের স্কুল ও ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ারের আফিস দেখিয়া এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন—একটী বাবু মাতাল হইয়া টলিতে টলিতে রাস্তা দিয়া যাইতেছে।

ইন্দ্র। বরুণ! এ বাবুটীও কি মাতাল?

বরুণ। এই বাবুর বিষয় তোমাকে শোনান উচিত। ইহার মাতা অল্প বয়সে বিধবা হন। তাঁহার ভগ্নীপতি কলিকাতার একজন বড় লোক। সেই দুরাত্মা বিধবা শালীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার গর্ভে এই পুত্র উৎপাদন করে। মিন্সের একান্ত ইচ্ছা ছিল, সমস্ত বিষয়বিভব পুত্রদিগকে না দিয়া ইহাকেই দিয়া

যাইবে ; কিন্তু পুত্রেরা এই সমাচার জ্ঞাত হইয়া পিতাকে হুগলীর বাগানের কাছে—

ব্রহ্মা। আরে ছি! ছি! পৃথিবীতে আর বাচ-বিচার নাই।

উপ। বরুণ-কাকা! কি ব'ল্লে আবার বল না। আমি বাড়ী গিয়ে গল্প ক'রবো।

এখান হইতে এক স্থানে যাইয়া দেবগণ দেখেন—একটী বাবু সাজগোজ করিয়া ব্যাগ হস্তে লইয়া কোথায় যাইতেছেন। একটী প্রাচীনা রমণী কহিতেছেন, "যত টাকা লাগে দিয়া জামাইকে আস্তে চাস্, নইলে বড় কলঙ্ক হবে, লোকের কাছে মুখ দেখান যাবে না।"

উঁহারা চলিয়া যাইলে পিতামহ কহিলেন "ওরা ব'ল্লে—নইলে কলঙ্ক হবে লোকের কাছে মুখ দেখান যাবে না ;—বরুণ! কলঙ্ক হবে কেন ?"

বরুণ। আপনাকে কিছুই গোপন করিবার যো নাই। হয়েছে কি! ঐ বাড়ীর একটী কন্যার কুলীনে বিবাহ হয়। জামাই রাগ করিয়া গিয়া প্রায় চারি পাঁচ বৎসর আসেন নাই। এক্ষণে মেয়েটীর গর্ভাবস্থা। অতএব এই সময়ে জামাইকে টাকা দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া আনিয়া তৎপর দিন গর্ভ প্রচার করিলে তত দোষ হইবে না।

নারা। ভাল, যদি কেহ দিন গণে দেখে ধ'রে ফেলে ?

বরুণ। তখন ছেলেটা সাতাসে কি আটাসে—যাহা হউক ব'ল্লেই হ'লো।

ব্রহ্মা। শ্রীবিষ্ণু! য়্যাঁ। আজ কাল বুঝি এইরূপ ক'রে কলঙ্কের হাত এড়ান হয় ?

বরুণ। এরা তবু ভদ্র। অনেক স্থলে নষ্ট করিয়া ফেলে।

দেবগণ অনেকক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইয়া বেলা আন্দাজ সওয়া দশটার সময় কলেজ কম্পাউণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক দৃষ্টে বাড়ীটীর দিকে চাহিতে লাগিলেন। বরুণ কহিলেন "ইহারই নাম হুগলী-কলেজ। কলেজের উপরে ইহার প্রিন্সিপাল বা কর্ত্তা সাহেবের বাস। ওদিকে দেখুন রসায়ন-বিদ্যালয়। ঐ বিদ্যালয়ে রসায়নশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয়। গৃহমধ্যে শিক্ষোপযোগী অনেক যন্ত্র আছে।"

ইন্দ্র। এই বাড়ীটী বড় চমৎকার!

বরুণ। এই বাড়ীটী প্রাণকৃষ্ণ হালদার নামক একজন জমীদারের বৈঠকখানা ছিল। ঐ প্রাণকৃষ্ণ হালদার নোট জাল করা অপরাধে দ্বীপান্তরিত হন। ইনি

মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া কিছু কাল জীবিত ছিলেন। মনুষ্যের যতদূর সুখভোগ করা সম্ভব, তাহা এই প্রাণকৃষ্ণ করিয়াছিলেন। আবার মনুষ্যের যতদূর দুঃখভোগ করা সম্ভব, তাহাও প্রাণকৃষ্ণের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। যে প্রাণকৃষ্ণ সুখের দশায় পক্ষিরাজসদৃশ ঘোটকসংযুক্ত গাড়ী যুড়ি হাঁকাইতেন, সেই প্রাণকৃষ্ণ দুঃখের দশায় ছ্যাকরা গাড়ী ভাড়া করিতে যাইলে গাড়োয়ানেরা অম্লানবদনে বলিয়াছিল—"বাপের জন্মে কি গাড়ী চেপেছ ?" যে প্রাণকৃষ্ণ রাস্তায় টাকা ছড়াইয়া তাহার উপর দিয়া ভ্রমণ করিতেন, সেই প্রাণকৃষ্ণ দুঃখের অবস্থায় এক পয়সার আফিং ক্রয় করিয়া মূল্য দিতে না পারায় দোকানদার-গৃহিণী হাত হইতে আফিং কাড়িয়া লইতেও ছাড়ে নাই।

ব্রহ্মা। দেখ ভাই! মনুষ্যের অবস্থা চির দিন কখনও এক ভাবে যায় না, বোধ হয় প্রাণকৃষ্ণ বে-চালে চলাতেই বে-চাল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তার উপর প্রাণকৃষ্ণ অধর্ম্ম ক'রে টাকা ক'রেছিলেন। যাহা হউক, আমার মানুষেরা প্রাণকৃষ্ণ হইতে অনেক উপদেশ পাইতে পারে।

উপ। বরুণ কাকা! এ কলেজে এত মুসলমান কেন ?

ইন্দ্র। সত্যি বরুণ! এ কলেজে মুসলমান ছাত্র এত বেশী কেন ?

বরুণ। ইমামবাড়ীর প্রাচীরে আমি যে মহম্মদ মহসীনের দানপত্র পাঠ করিয়াছি, তাহাতে লিখিত আছে—তাঁহার সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের জন্য দুই জন করিয়া মাতয়ালি নিযুক্ত থাকিবে। ঐ লিখনানুরূপ কার্য্য চলিতেছিল; তৎপরে, ১৮১৮ অব্দে বোর্ড অব্ রেভিনিউ মাতয়ালিদিগের হস্ত হইতে কার্য্য-ভার কাড়িয়া লইয়া অপরের হস্তে অর্পণ করেন। মাতয়ালিরা এই কারণে বোর্ডের নামে নালিশ করিলে জজের বিচারে বোর্ডেরই জয়লাভ হইল। মাতয়ালিরা প্রিভিকাউন্সিলে আপীল করিলেন; সেখানেও কোন ফল হইল নাই। এ মকদ্দমা ক্রমান্বয়ে সাত বৎসর চলিয়াছিল। ঐ সাত বৎসরের পর হিসাব করিয়া দেখা হইল, মহসীনের সম্পত্তির মুনাফার টাকা হইতে সমস্ত খরচ পত্র বাদ প্রায় সাত লক্ষ টাকা জমিয়াছে। বোর্ড ঐ টাকা হইতে একটি মাদ্রাসা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করেন। এই বিষয়ের তর্ক বিতর্ক হইতে প্রায় তিন বৎসর অতীত হয় এবং সুদে আসলে আট লক্ষ কয়েক সহস্র টাকা জমে। অনেক বিবেচনার পর গবর্ণমেণ্ট একটী কলেজ স্থাপনের অনুমতি দেন। তদনুসারে ১৮৩৬ অব্দের ১লা আগষ্ট হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ৬,৫৭,৬৬৪ টাকা এই কলেজের ব্যয় জন্য দান স্থির হয়। তদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট

উক্ত মহম্মদ মহসীনের দানের টাকা হইতে একটী অতিথিশালা ও একটী চিকিৎসালয়ও করিয়া দিয়াছেন। এই সমস্ত টাকা মাতয়ালিদিগের ও তাজিয়ার ব্যয়ের টাকা হইতে সংগৃহীত। গবর্ণমেণ্ট মহসীনের টাকায় আর একটী মহৎ কার্য্য সংসাধিত করিয়াছেন, অর্থাৎ কলেজে মুসলমান ছাত্রদিগের বেতন এক টাকার বেশী লওয়া হইবে না ও প্রায় একশত আন্দাজ ছাত্রকে আহার দেওয়া ও উৎকৃষ্ট ছাত্রদিগকে বৃত্তি দেওয়া হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এই সমস্ত কারণে এখানে মুসলমান ছাত্র বেশী।

ব্রহ্মা। সাধু সাধু! যতকাল হুগলী কলেজ থাকিবে, মহম্মদ মহসীনের নাম কেহ বিস্মৃত হইবে না। বরুণ! আমার হিন্দুসন্তানদিগের মধ্যে যদি কেহ নিঃসন্তান থাকেন, এইরূপ অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিতে যত্ন করেন না কেন?

বরুণ। তাঁহারা বলেন—সৎকর্ম্ম করা অপেক্ষা পিতৃপুরুষগণের নাম রক্ষার্থ পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা উচিত এবং এই জন্য অনেকে মৃত্যুকালে একটা, একটার অভাবে তিনটা ও কখন সাতটা পোষ্যপুত্র লইবার অনুমতি করিয়া যান।

ইন্দ্র। সে ছেলেরা করে কি?

বরুণ। যতদিন সে পিতা জীবিত থাকেন, ততদিন তাঁর মরণ কামনা করে—তার পর বয়স হইলেই মদ, গাঁজা ও বেশ্যায় বিষয় উড়ায়। সে মাতা গর্ভধারিণী নহেন, তবে তাঁহার স্বামীর বিষয়; এই জন্য দুই চারি টাকা মাসহারা দিয়া চাকরাণীর মত খাটাইয়া লন। ভগ্নীরাও কিছু সহোদরা নহে, সুতরাং তাহাদের বাপের বাড়ী আসা ঘুচে যায়।

ব্রহ্মা। বরুণ! মহম্মদ মহসীন কে এবং কি উপায়েই বা তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হন, তদ্বিষয় আমাকে বল।

বরুণ। আগা মতাহার নামক একজন ধনী মুসলমান এই হুগলী নগরে বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রীর সহিত তাদৃশ সদ্ভাব না থাকায় মৃত্যুকালে সমস্ত বিষয় একমাত্র কন্যা মন্নুজান খানমকে অর্পণ করিয়া যান। স্বামীর এইরূপ আচরণে মতাহার-পত্নী অসন্তুষ্টা হইয়া হুগলীনিবাসী হাজি ফয়িজুল্লা নামক এক ব্যক্তিকে বিবাহ করেন। এই দম্পতী হইতেই ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ মহসীনের জন্ম হয়। মন্নুজান খানম মিরজা সালা উদ্দীন মহম্মদ নামক এক ব্যক্তিকে বিবাহ করেন। হুগলী নগরে মিরজা-সালের হাট নামক হাটটী ইঁহারই স্থাপিত। মন্নুজান খানম কিছুদিন পরে বিধবা হইলে আর দ্বিতীয় বিবাহ করিলেন না। ইঁহার সন্তান সন্ততিও ছিল না; সুতরাং সমস্ত বিষয় বৈপিতৃক ভ্রাতা মহম্মদ

মহসীনকে দান করিলেন। মহম্মদ মহসীন বিবাহ-প্রথার নিতান্ত বিরোধী ছিলেন। জীবিতকালে ফকিরী অবস্থায় বাস করিয়া যাবতীয় অর্থ দান ধ্যানে ব্যয় করিতেন, এবং মৃত্যুকালেও ঐ উদ্দেশ্যে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। ১৮১২ অব্দের নভেম্বর মাসে ইনি কলেবর পরিত্যাগ করেন।

নারা। বরুণ! কলেজের ওদিকের গৃহে একটী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট একজন সাহেব দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছেন। ঐ পণ্ডিতটী কে?

বরুণ। উঁহার নাম রামগতি ন্যায়রত্ন। উনি এই কলেজের সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক।

ব্রহ্মা। ইঁহার বিষয় আমাকে কিছু বল।

বরুণ। ইনি ১৭৫৩ শকে পাণ্ডুয়ার সন্নিকটস্থ ইলছোবা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺হলধর চূড়ামণি। প্রথমে উনি কোন অধ্যাপকের নিকট কিছুকাল ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়া কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে যাইয়া ভর্ত্তি হন। তথায় ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, স্মৃতি, সাংখ্য, ন্যায় ও যৎসামান্য ইংরাজি শিক্ষা করিয়া ১৮৫৭ অব্দে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন এবং মাসিক ৫০ টাকা বেতনে হুগলী নর্ম্মাল স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ইনি সংস্কৃত কলেজ হইতে ন্যায়রত্ন উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৬২ অব্দে ইনি এক শত টাকা বেতনে বর্দ্ধমান গুরুট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন এবং ১৮৬৫ অব্দে ১৫০ টাকা বেতনে বহরমপুর কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ লাভ করেন, তৎপরে হুগলী কলেজের প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি অন্ধকূপ-হত্যার ইতিহাস ইংরাজী হইতে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করেন। তদ্ভিন্ন ইঁহার প্রণীত অনেকগুলি পুস্তক আছে। যথা—বস্তুবিচার, বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথম ভাগ, রোমাবতী (উপন্যাস), শিশুপাঠ, এবং বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ঋজু-ব্যাখ্যা, দময়ন্তী, মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ, বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। এই শেষোক্ত গ্রন্থখানি ইঁহার প্রধান কীর্ত্তিস্বরূপ। এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও নীতিপথ নামক পুস্তক প্রচার করিয়াছেন।

দেবগণ কলেজ হইতে বহির্গত হইয়া এক দিকে চলিলেন। যাইতে যাইতে একস্থানে উপস্থিত হইলে উপ কহিল, "বরুণ-কাকা, ওটা কি?"

বরুণ। দেবরাজ! সম্মুখে দেখ—ওলন্দাজদিগের গির্জ্জা। ১৭৬৮

খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে এই গির্জ্জাটী নির্ম্মিত হয়। ওলন্দাজদিগের কীর্ত্তির মধ্যে এই গির্জ্জাটী মাত্র অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

এখান হইতে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া বরুণ কহিলেন, "এই স্থানে ওলন্দাজদিগের দুর্গের বারিক ছিল। ঐ বারিকটী ১৮২৭ অব্দে ধ্বংস হইয়াছে। এই বারিকের উত্তর দিকে আরমেনীয়দিগের গির্জ্জা; ঐ গির্জ্জার সন্নিকটে ওলন্দাজদিগের গোরস্থান আছে।"

এখান হইতে এক স্থানে যাইয়া তাঁহারা দেখেন—লোকে লোকারণ্য। এক ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়া "ভেউ ভেউ" শব্দে রোদন করিতেছে। পিতামহ তাঁহার ক্রন্দনে দুঃখিত হইয়া নিকটে যাইয়া বলিলেন, "বাপু! তোমার কি হইয়াছে?" ব্রাহ্মণ কহিল "মহাশয়! আমি নিতান্ত দুঃখী ব্রাহ্মণ। দু-দশটী মন্ত্রশিষ্য থাকায় কোন প্রকারে কায়ক্লেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি। আমার একটী বার তের বৎসরের অবিবাহিতা কন্যা ছিল। মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম, মেয়ে বেচে যথেষ্ট টাকা লাভ করিব। অতএব আর দুই এক বৎসর রাখিয়া যদি বিবাহ দিই, ৭।৮ শত টাকা মূল্য পাইতে পারিব। ঐ লোভে মেয়েটির বিবাহ দিতে বিলম্ব করিতেছি, এমন সময় আমার কাছে 'মন্ত্র লইব' বলিয়া একটী শিষ্যের পুত্র আসিল এবং দশ পনর টাকা দিয়া প্রণাম করিল। আমি তাহাকে নিজ পুত্রের ন্যায় যত্ন করিয়া গৃহে রাখিয়াছিলাম। সেই বেদমায়েস পাষণ্ড জুয়াচোর বেল্লিক বেটা গোপনে গোপনে আমার মেয়ের সঙ্গে সদ্ভাব করে; গত রাত্রিতে আমার মেয়েটাকে ভুলাইয়া লইয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছে। অপরাধের মধ্যে যে ছেলেটীর সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়াছিলাম, সে ছেলেটী তত ভাল নয় ব'লে মেয়েটার তাহাকে বিবাহ করায় তত ইচ্ছা ছিল না।" বলিয়া ব্রাহ্মণ গালে মুখে চড়াইতে লাগিল।

পিতামহ এই কথা শুনিয়া অবাক্! মুখে আর বাক্য নাই; তিনি দ্রুতপদে চলিলেন। দেবগণ কহিলেন "ঠাকুরদা কোথা যান?"

ব্রহ্মা। ভাই যে স্থানে পিতা পয়সার লোভে কন্যাকে অপাত্রে বিক্রয় করে, সে স্থানে এক তিলার্দ্ধ থাকা মহাপাপ। আমি এই মুহূর্ত্তে চুঁচুড়া পরিত্যাগ করিব। য়্যাঁ! ব্যাটা বামুন কি কসাই! পাঁটী বেচে?

দেবগণ এখান হইতে এক স্থানে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! এডুকেশন গেজেট নামক সংবাদপত্র ও ভূদেব বাবুর বাটী দেখুন।"

১৮৫৭ অব্দের জুলাই মাসে এই এডুকেশন গেজেট প্রকাশিত হয়। ওব্রাইন স্মিথ নামক একজন পাদরী প্রথমে ইহার সম্পাদক ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট এই পত্রের সাহায্যার্থ প্রথমে সম্পাদকের মাসিক ৭৫ টাকা, পরে ১৫০ টাকা, তৎপরে ৩০০ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করেন। কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত স্মিথ সাহেব সম্পাদকের কাজ করিয়া বিলাত যাত্রাকালে গবর্ণমেণ্টকে কাগজখানির স্বত্ব দিয়া যান। গবর্ণমেণ্ট ইহার পর বাবু প্যারীচরণ সরকারকে ৩০০ টাকা বৃত্তি সহ এই পত্রের সম্পাদক ও ম্যানেজার পদে নিযুক্ত করেন। ১৮৬৮ অব্দের ৭ই মে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের শ্যামনগর ষ্টেশনে রেল গাড়ীতে যে দুর্ঘটনা ঘটে, সম্পাদক তৎসংক্রান্ত কাগজ পত্র এ পত্রে প্রকাশ করায় গবর্ণমেণ্টের সহিত মনোমালিন্য ঘটে ও তিনি সম্পাদকের কার্য্য পরিত্যাগ করেন। তদনন্তর ডাইরেক্টর এট্‌কিন্‌সন্ সাহেবের এবং ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর মহামান্য গ্রে সাহেবের অনুরোধে শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক হন; ইনি গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী সম্পাদক হন নাই। নিজে এই পত্রের স্বত্বাধিকারী হইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে এই পত্রিকার যাহা কিছু সাহায্য করিতেছেন ইচ্ছা করিলে না করিতে পারেন; কিন্তু কাগজখানির স্বত্ব আর প্রত্যাহরণ করিতে পারেন না। এক্ষণে এই পত্রের গ্রাহকসংখ্যা প্রায় ৬।৭ শত হইবে। ভূদেব বাবুর সম্পাদকতা গ্রহণের পূর্ব্বে ইহার গ্রাহক সংখ্যা দুই তিন শতের অধিক ছিল না।

ব্রহ্মা। বরুণ। তুমি ভূদেব বাবুর জীবনবৃত্তান্ত বল।

বরুণ। ইনি ১৭৪৭ শকে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ৺বিশ্বনাথ তর্কভূষণ। ইহাদিগের আদি বাস খানাকুল কৃষ্ণনগরে, পরে কলিকাতায় মাণিকতলায় ইনি একটী বাটী নির্ম্মাণ করেন। ঐ বাটীতেই ভূদেব বাবুর জন্ম হয়। ভূদেব বাবু প্রথমে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। পঠদ্দশায় ইনি একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন এবং প্রতিবৎসর পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ হইয়া পারিতোষিক লাভ করিতেন। কলেজ পরিত্যাগের কয়েক বৎসর পরে ইনি ৫০ টাকা বেতনে কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ইহার পরে ১৫০ টাকা বেতনে হাবড়া গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেডমাষ্টার হইয়াছিলেন। ইহার দ্বারা উক্ত স্কুলের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। ইহার পর ইনি দক্ষিণ বঙ্গের স্কুলসমূহের ইনস্পেক্টরের পদ পান। ইহার বাঙ্গালা ভাষায় অত্যন্ত অনুরাগ থাকায় সেই সময় "শিক্ষা-বিধায়ক" নামক একখানি পুস্তক মুদ্রিত

করেন। ইঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসও এই সময় লিখিত হয়। ইহার পর হুগলীতে একটী নর্ম্মাল স্কুল স্থাপন করিবার প্রয়োজন হইলে ভূদেব বাবু মাসিক ৩০০ টাকা বেতনে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত বিদ্যালয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হন। ইঁহার সময়ে নর্ম্মাল স্কুলের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। এই সময় ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী পুস্তকের সংখ্যা অধিক না থাকায় ইনি অনেকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ১ম ও ২য় ভাগ, পুরাবৃত্তসার, ইংলণ্ডের ইতিহাস, রোমের ইতিহাস ও ইউক্লিডের তিন অধ্যায় জ্যামিতি মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। ইঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাস এই সময়ে মুদ্রিত হয়। ১৮৬২ অব্দে ইনি ৪০০ টাকা বেতনে প্রতিনিধি ইনস্পেক্টরের সহকারী পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৬৩ অব্দে কর্তৃপক্ষেরা ইহাকে এডিসনাল ইনস্পেক্টরি পদ প্রদান করেন। ১৮৬৪ অব্দে ইনি দুই আনা মূল্যের শিক্ষাদর্পণ নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার করিয়াছিলেন। ঐ পত্র কয়েক বৎসর উত্তমরূপে চলিয়াছিল। ১৮৬৭ অব্দে বার্ষিক ৫০ টাকা বৃদ্ধির নিয়মে ইঁহার বেতন ৫০০ টাকা নির্দ্ধারিত হয়। ১৮৬৯ অব্দে ইনি নর্থ সেণ্ট্রাল নামক নূতন ডিভিসনের ইংরাজী বাঙ্গালা সমস্ত বিদ্যালয়ের পরিদর্শকের ভার পাইয়া ডিভিসনাল ইনস্পেক্টর পদ প্রাপ্ত হন। এই পদটী এতদিন, সাহেবদিগের একচেটিয়া ছিল, ভূদেব বাবু হইতে ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালী মহলে আসিয়াছে। এক্ষণে ভূদেব বাবু কর্ম্মত্যাগ করিয়া পেন্সন ভোগ করিতেছেন।[1]

দেবগণ ইহার পর ষ্টেশন অভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে বরুণ কহিলেন, "১৬৩৯ অব্দে বাউটন নামক একজন ইংরাজ ডাক্তার নবাব সুলতান সুজার অন্তঃপুরস্থ কোন কামিনীর পীড়া আরোগ্য করিলে সুজা ইংরাজদিগকে হুগলী নগরে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার আজ্ঞা দেন। তদনুসারে ১৬৪০ অব্দে ইংরাজেরা এখানে একটী কুঠি নির্ম্মাণ করেন। কলিকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণক সাহেব ঐ কুঠির গবর্ণর ছিলেন। ১৬৮৬ অব্দে ইংরাজদিগের সহিত নবাব-সৈন্যের বিবাদ হওয়ায় ইংরাজেরা হুগলী নগর তোপে উড়াইয়া দিয়া প্রস্থান করেন। ১৭৪২ অব্দে পর্ত্তুগীজেরা এই নগর ধ্বংস করে। ১৭৫৭ অব্দে পুনরায় ইংরাজদিগের দ্বারা হুগলী বাঙ্গালার মধ্যে একটী প্রধান বাণিজ্যের স্থান হয়। ১৭৫৮ অব্দে ইংরাজেরা পুনরায় ইহাতে

[1] ১৩০১ সনে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।—সম্পাদক।

গোলা বর্ষণ করেন। এখানকার মিসি বড় বিখ্যাত। হুগলীর লোকের চরিত্র সাধারণতঃ মন্দ নহে। এখানকার ঘুঁটে-বাজারে অনেক স্থবর্ণবণিক্ বাস করে।

উপ। কর্ত্তা জেঠা! জেঠাই মার জন্য কিছু মিসি কিনে নাও না।

বরুণ। ঐ যা! টিকিট দিবার ঘণ্টা দিয়াছে। ঠাকুরদা চ'লে আস্থন।

দেবগণ তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে যাইয়া চন্দননগরের টিকিট লইয়া প্লাটফরমে যাইয়া দেখেন দূরে হস্তীর শুণ্ডের ন্যায় ধূম দেখা যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে ট্রেন নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া আসিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। দেবতারা দ্রুতপদে গিয়া ট্রেনে উঠিলেন। ট্রেন যাত্রীদিগকে উঠাইয়া লইয়া আবার দৌড়াইতে আরম্ভ করিল এবং অনতিবিলম্বে চন্দননগর ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবগণ গেটে টিকিট দিয়া বাহিরে আসিলে ব্রহ্মা কহিলেন, "কি মজার কলই ক'রেছে! এই কোথায় ছিলাম, আবার চারি পাঁচ মিনিটের মধ্যে কোথায় এলাম।"

দেবগণ একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া নগরাভিমুখে চলিলেন। তাঁহারা নগরের শোভা সন্দর্শনে এত মুগ্ধ হইলেন যে, গাড়োয়ানকে কোন্ স্থানে থামাইতে হইবে বলিতে ভুলিয়া যাইলেন। গাড়োয়ানও বিনা বাক্যব্যয়ে একেবারে তালডাঙ্গার ফটকের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, "বাবু! নেমে ভাড়া দিন।"

ব্রহ্মা। বরুণ! এ কোন্ স্থানে আনিয়া নামাইয়া দিলে?

বরুণ। এই স্থানের নাম তালডাঙ্গার ফটক। এই তালডাঙ্গার ফটক হইতেই ফরাসী রাজ্য আরম্ভ হইয়াছে। এ নগরে ফরাসী গবর্ণমেণ্টরই আধিপত্য বেশী! ইহা ফরাসীদিগের রাজ্য বলিয়া নগরটির অপর নাম ফরাসডাঙ্গা। ফরাসডাঙ্গা কলিকাতা হইতে ২১ মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থানের চতুর্দ্দিকে ইংরাজরাজ্য; মধ্যস্থলে গঙ্গার পশ্চিম কূলে বিন্দুমাত্র চন্দননগর বিরাজ করিতেছে। ১৬৭৩ খৃঃ অব্দে ফরাসীরা এই নগর নির্ম্মাণ করে। এই নগরের একাংশ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত। ফরাসী চন্দননগরে প্রায় এক লক্ষ ২৫ হাজার লোকের বাস।

কিছু দূরে যাইয়া উপ চীৎকার করিয়া কহিল, "বরুণকাকা, ও কি! কতকগুলা লোক কাঠের মধ্যে পা ঢুকিয়ে চিৎ হয়ে প'ড়ে রয়েছে কেন?"

বরুণ। চুপ্ কর্! গোল কর্‌লে তুড়ুম ঠোকাবে।

নারা। তুড়ুম কি?

বরুণ। একখণ্ড কাষ্ঠের ফুটার মধ্যে পা প্রবেশ করাইয়া দিয়া আর একখণ্ড ফুটা কাষ্ঠ তদুপরি রাখিয়া খিল আঁটিয়া চিৎ করিয়া ফেলিয়া রাখার নাম তুড়ুম ঠোকা। যে গৃহে ঐ কাণ্ড হইতেছে উহার নাম কোতোয়ালি। ইংরাজরাজ্যে কোন ব্যক্তি দোষ করিলে হাজতে দেয়। ফরাসী রাজ্যে কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নামে নালিশ করিলে অগ্রেই তুড়ুম ঠোকায়। তৎপরে বিচারে দোষী হইলে সাজা পায় ও নির্দ্দোষী হইলে মুক্তিলাভ করে। ফলতঃ অভিযোগ হইলেই অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী হউক আর নির্দ্দোষ হউক, অগ্রে তুড়ুম ঠুকিতে হয়।

এখান হইতে কিছু দূরে যাইয়া দেবগণ দেখেন—একখানি ভাঙ্গা ঘরের মধ্যে ২০।২৫ জন লোক বসিয়া আছে। তাহাদের অষ্ট অঙ্গের শিরাগুলি দেখা যাইতেছে, প্রত্যেকের চক্ষু যেন ঠিকরাইয়া পড়িবার উদ্যোগ হইয়াছে। সকলেরই সম্মুখে এক একটী কল্‌সীর কাণার উপর একটী ডাবা হুঁকা। নল্‌চের মাথার দিক্ অর্দ্ধেক আন্দাজ কাটা। তদুপরি এক একটী ভাঙ্গা কল্কের বাঁট। হুঁকায় এক একটী এক-হাত দেড়-হাত আন্দাজ নল লাগান। প্রত্যেকে ধূমপান করিতেছে ও এক একবার শোলা চুষিতেছে; কখন কখন পরস্পরে সোহাগ করিয়া নলের মধ্য দিয়া উজান ফুৎকার পাড়িয়া পরস্পরকে গুলি মারিতেছে এবং সকলে নানারূপ গল্প করিতেছে।

একজন কহিল, "একটা ঢোঁড়া সাপ বড় আফিং খেত। কিন্তু আফিং খাইলে দুগ্ধের প্রয়োজন। তজ্জন্য সে প্রত্যহ রজনীতে এক গো-শালায় প্রবেশ করিয়া দুগ্ধবতী গরুর পশ্চাৎভাগের পা দুইখানি নিজ ল্যাজের দ্বারা ছাঁদিয়া স্তন্যপান করিত। কিছুদিন পরে গরুটি মরিয়া যাইল। তখন দুগ্ধ অভাবে সাপটা পেট ফেঁপে মারা যায় আর কি! একদিন গর্ত্ত হইতে মুখ বাহির করিয়া চোঁয়া ঢেকুর তুলিতেছে, এমন সময় দেখে, এক গোয়ালিনী তাহার গর্ত্তের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। গোয়ালিনী তখন অন্তঃস্বত্ত্বা ছিল, এজন্য তাহার স্তনে বেশ দুগ্ধ ছিল। সাপটা গোয়ালিনীকে দেখিয়া আস্তে আস্তে গর্ত্তের বাহির হইয়া ল্যাজ দিয়া তাহার পা ছাঁদিয়া ফেলিল; এবং স্তনে মুখ দিয়া চক্ চক্ শব্দে দুধ খাইতে লাগিল। গোয়ালিনী ভয়ে মূর্চ্ছা গেল!"

আর একজন কহিল, "গুয়োটার সাপ আফিং ছেড়ে গুলি খেতে শিখলে না কেন? দেখ ভাই—সেদিন এইখান দিয়া একটা রাজা গিয়াছিল দেখেছিলে? তার নাম সিং!" তৎশ্রবণে একজন কহিল, "ভাই! সিং নাম হইল কেন?" অপর ব্যক্তি কহিল, "ঐ রাজার বাল্যকালে দুটি সিং হয়। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সেই সিং দুইটি কাটিয়া লইয়া এসিয়াটিক মিউজিয়মে রাখিয়া দিয়া উহার নাম দিয়াছেন সিং।"

ব্রহ্মা। বরুণ, এরা কারা?

বরুণ। গুলির আড্ডার গুলিখোর।

এই সময় গুলিখোরেরা গান ধরিল—

গুলি ছাড়ি কেমনে, বিনা মরণে।
সেয়াকুলের কাঁটা যেন জড়িয়ে ধ'রেছে বসনে॥

একবার মনে করি তোড় জোড় ফেলে দিয়ে,
ব'সে থাকি বোবা হয়ে, (কিন্তু) জাস্থ ভাজি স্বপনে ॥

একজন কহিল, "হায়! হায়! দেখ ভাই, সম্প্রতি চন্দননগরের এক তাঁতি তার স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ ক'রে নটে-শাকের তলায় গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।" আর একজন কহিল, "সত্যি নাকি?" বক্তা কহিল, "আমি কি মিথ্যা কথা কহিতেছি। মাগী, মিন্সের সঙ্গে বিবাদ ক'রে যেমন জল আন্তে গিয়াছে, মিন্সে অম্নি নলি থেকে এক থাই সূতা নিয়ে শাকের ক্ষেতের কাছে ছুটে গিয়ে নিজের গলার সঙ্গে আর নটে গাছের সঙ্গে বেঁধে চুপ ক'রে ব'সে আছে।" একজন কহিল, "কেউ ছাড়িয়ে দিলে না?"

বক্তা। তাঁতি-বৌ জল নিয়ে এসে দেখে সর্ব্বনাশ! স্বামী গলায় দড়ি দিয়ে জিভ্ বাহির ক'রে ব'সে আছে। তখন মাগী তাড়াতাড়ি কাঁকের কলসী ফেলে মিন্সের পিঠে কাঁ্যাৎ কাঁ্যাৎ শব্দে লাথি মারিতে লাগিল। মিন্সে অনেকগুলো লাথি খেয়ে ব'ল্লে, "নাথিই মার, আর যাই কর, কর্ত্তা মরে গেছে।"

একজন কহিল, "বেটা তাঁতি ফরাসী রাজ্য ব'লে বেঁচে গেলেন। ইংরাজ রাজ্য হ'লে বাছাকে শুরকি ভাঙ্গাতো। বাবা! আত্মহত্যা ক'র্‌তে যাওয়া সহজ নয়!"

ব্রহ্মা। বরুণ! তুমি ব'ল্লে "ইহারা গুলির আড্ডার গুলিখোর।" কিন্তু আমি ত কিছু বুঝ্‌তে পারিলাম না।

বরুণ। আজ্ঞে, আপনার সৃষ্ট আফিং মর্ত্ত্যে দুই মূর্ত্তিতে ব্যবহৃত হয়। এক মূর্ত্তি কাঁচা,—অপর মূর্ত্তি পাকা। কাঁচার নাম আফিং, পাকার নাম গুলি। সেইগুলি যাহারা খায়, তাহাদিগকে গুলিখোর কহে।

ইন্দ্র। গুলিখোরদিগের সরঞ্জাম ত বেশ্!

বরুণ। ঐ সমস্ত সরঞ্জামের আবার ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। ঐ যে কলসীর কাণার উপর ডাবা হুঁকা আছে, ঐ হুঁকা এবং নলটীর নাম তোড় জোড়, এবং ঐ ভাঙ্গা কল্কের নাম মেরু।

এই সময় একজন গুলিখোরকে ছিটা অন্বেষণ করিতে দেখিয়া নারায়ণ কহিলেন, "লোকটা কি অমূল্য দ্রব্য হারাইয়াছে!"

বরুণ। অমূল্য দ্রব্য অর্থাৎ চারি কড়া আন্দাজ মূল্যের একটি গুলি। গুলিখোরেরা সর্ব্বস্ব দিতে পারে; কিন্তু প্রাণ ধ'রে একটি ছিটা কাহাকেও দিতে পারে না।

নারা। ছিটা তৈয়ার করে কেমন ক'রে?

বরুণ। পেয়ারা পাতা কুঁচি কুঁচি করিয়া কাটিয়া প্রথমে ভাজনা খোলায় ভাজিয়া লয়। তৎপরে একটি পাত্রে জল দিয়া আফিং গুলিয়া সেই জল অগ্নির উত্তাপে ফুটিলে ভাজা পেয়ারা-পাতা ফেলিয়া দিয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া মুড়কি-মাখা করে, তৎপরে নামাইয়া সেইগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে পাকাইয়া ছিটা প্রস্তুত করে।

উপ। রাজা-কাকা! রাজা-কাকা! একটা গুলিখোর গুলি টেনে আধখানা কলা মুখে দিয়ে কোঁৎ ক'রে গিলে ফেল্লে!!

বরুণ। কলা উহাদের উপাদেয় চাট। গুলির ধূম পেটে প্রবেশ করিলে নেশা হয়; কিন্তু কর্কশ দ্রব্য চিবাইতে হইলে ধূম বাহির হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। এজন্য গুলি টানিয়া কলা চট্‌কাইয়া সেই কলা অতি সতর্কতার সহিত মুখে দিয়া গিলিতে পারিলে কলা-সহিত ধূম পেটের মধ্যে প্রবেশ করে। গুলিখোরেরা পাকা কলা এত ভালবাসে যে, ষ্টেশনে যদি কোন যাত্রী কলা লইয়া আসে, ঐ সামান্য দ্রব্য চাহিলেই পায়, কিন্তু তাহা না করিয়া চুরি করিবার চেষ্টা দেখে। চাটনীর অভাবে ইহারা সময়ে সময়ে শোলা জলে ভিজাইয়া চুষিয়া থাকে। গুলিখোরের অনেকগুলি চিহ্ন আছে। যথা—প্রায়ই চক্ষু বুজাইয়া থাকে,-নেশা ছুটিবার আশঙ্কায় সহজে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখে না। গোলমালে বড় বিরক্ত হয়,—কেহ কথা কহিলে "আস্তে আস্তে" বলিয়া তাহাকে নিষেধ করে। যখন ইহারা চলিয়া যায়, পায়ের গোড়ালি উঁচু হইয়া থাকে। যে রাস্তায় সচরাচর যাতায়াত করে, তাহাতে একটি ঢেলা থাকিতে দেয় না,—পাছে হোঁচট লাগিয়া নেশা ছুটিয়া যায়। যে গৃহে শয়ন করিয়া থাকে, ঐ গৃহের কোন স্থানে ছাতা কিংবা ব্যাগ টাঙ্গাইয়া রাখিতে দেয় না,—পাছে লাফিয়ে এসে ঘাড়ে পড়ে। দুগ্ধে এত লোভ হয় যে, শিশু সন্তানকে রাত্রিতে খাওয়াইবার দুগ্ধ ঢাকা থাকিলে চুরি করিয়া খাইয়া থাকে। গুলিখোর গুলি টানিয়া যে রাস্তা দিয়া বাটী আইসে, ঐ রাস্তার দুই পার্শ্বে দড়া পাকাইবার ভঙ্গিতে যদি দুই জন দাঁড়াইয়া থাকা যায়, প্রাণান্তে সোজা হইয়া আসিবে না,—পাছে দড়ি গলায় লাগিয়া মারা পড়ে, এই শঙ্কায় হেঁট হইয়া আইসে। ইহাদের নজর অতি ক্ষুদ্র হয়। গুলিখোরেরা মাতালকে বড় ভয় করে। মাতাল দেখিলে সে রাস্তায় প্রাণান্তেও অগ্রসর হয় না। এই চন্দননগরে গুলিখোরের সংখ্যা বড় বেশী।

এখান হইতে দেবগণ এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন—কতকগুলি লোক আপনার কান আপনি মলিতেছে। কেহ বা সাত বার উঠা-বসা করিতেছে, কাহারও বা কান ধরিয়া ঘোড়-দৌড় করান হইতেছে।

ইন্দ্র। বরুণ! এখানে কি হইতেছে?

বরুণ। পণ্ডিতের কাছে দোষীদিগের বিচার হইতেছে। ফরাসডাঙ্গায় ফরাসীদিগের একজন দুই শত টাকা বেতনের বিচারক আছেন, তাঁহাকে পণ্ডিত কহে। উঁহার নিকট সামান্য সামান্য দোষের বিচার হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত দোষের সাজা নিজের কান নিজে মলা, উঠা-বসা করা এবং কান ধরিয়া ঘোড়-দৌড় করান।

এখান হইতে তাঁহারা এক স্থানে উপস্থিত হইলেন। নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ! সম্মুখে ঐ বাড়ীটি কি?"

বরুণ। ফরাসীদিগের গবর্ণমেণ্ট হাউস। এই গবর্ণমেণ্ট হাউসের দ্বারে একজন মাত্র পাহারা আছে। এখানকার গবর্ণর পণ্ডিচারীর গবর্ণরের অধীন। এখানকার গবর্ণর পাঁচ শত টাকা বেতন পাইয়া থাকেন। এখানকার মধ্যে যাহারা বড় সাহেব, তাঁহাদিগের প্রাসাদের দ্বারে কেরোসিন তৈলের আলো জ্বলে।

এই সময়ে দেবগণ দেখিলেন "জয় রাধাকৃষ্ণ" বলিয়া এক দল বৈষ্ণব রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইল। পিতামহ তদৃষ্টে কহিলেন "বরুণ! এত বৃন্দাবন নয়, এখানে এত রাধাকৃষ্ণের দল কেন?"

বরুণ। উহারা প্রকৃত বৈষ্ণব নহে। ইংরাজ রাজ্যের ফেরারি আসামীরা গুরুতর অপরাধ করিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে এখানে পলাইয়া আসিয়া বৈষ্ণব বেশে বাস করিয়া থাকে। পিতামহ, ওদিকে দেখুন ফরাসী জেল।

সকলে জেলখানার নিকটে উপস্থিত হইলে উপ চীৎকার করিয়া কহিল "কর্ত্তা-জেঠা চেয়ে দেখ! মিন্সেগুলোর পেছন দিকে এক একগাছি লম্বা শিকল ঝুলান। শিকলগুলোর মাথায় আবার এক একটা গোল গোল লোহা লাগান। উহারা অতি কষ্টে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।"

বরুণ। দেবরাজ! চেয়ে দেখ—দায়মালি কয়েদীরা ফরাসী জেলে কিরূপ দণ্ডভোগ করিতেছে। ঐ যে শৃঙ্খলাগ্রভাগে লৌহের এক একটী গোলা দেখিতেছ, উহা যাহার যত বৎসর মেয়াদ, তাহাকে তদনুরূপ ভারি বহন করিতে দেওয়া হয়।

ব্রহ্মা। বরুণ! ও দিকে ওকি?—একটী ক্ষুদ্র কাষ্ঠ নির্ম্মিত কাটগড়ার

মধ্যে একজন দাঁড়াইয়া সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া চাহিয়া আছে এবং উহার মস্তকের উপর এক গাছি দড়ি ঝুলিতেছে ?

বরুণ। উহা হাফ ফাঁসীর স্থান। লোকের অর্দ্ধ প্রাণদণ্ডের হুকুম হইলে এই স্থানে ঐরূপ সাজা দেওয়া হয়।

ইন্দ্র। হাফ ফাঁসী কি ?

বরুণ। অপরাধীকে সমস্ত দিন ঐ কাটগড়ার মধ্যে অতি সংকীর্ণ অবস্থায় দাঁড়াইয়া সূর্য্যের দিকে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া থাকিতে হয়। সূর্য যখন যে দিকে ফিরিবেন, দোষী ব্যক্তিকেও তখন সেই দিকে ফিরিতে হইবে। এইরূপে সূর্য্য অস্ত যাইলে সে ব্যক্তিকেও ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। এইরূপ দণ্ডকেই হাফ ফাঁসী বা অর্দ্ধ প্রাণদণ্ড কহে। এই চন্দননগরে অনেকগুলি থানা আছে; প্রত্যেক থানাই এক একজন কোতোয়ালের অধীন। ঐ কোতোয়ালেরাই থানার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। এখানে নয়টা রাত্রির পর কাহাকেও রাস্তায় বাহির হইতে দেওয়া হয় না। বিবাহাদি উপলক্ষে কিংবা কোন উৎসবাদি উপলক্ষে রাত্রিতে বেড়াইবার পাশ করিয়া লইতে হয়। বিনা পাশে রাস্তায় বাহির হইলে তুড়ুম ঠোকায়।

দেবগণ এখান হইতে যাইয়া একটী বাসা স্থির করিলেন এবং চারিজনে স্নান করিতে চলিলেন। উপ বাসায় থাকিয়া দ্রব্যাদি আগলাইতে লাগিল। তাঁহারা যাইতে যাইতে এক স্থানে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! ফরাসী-দিগের কেল্লার ধ্বংসাবশেষ দেখুন। এই কেল্লাটী নদীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত।"

সকলে স্নান আহ্নিক সারিয়া বাসায় আসিয়া রন্ধনের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় এক গুলিখোর ব্রাহ্মণ আসিয়া কহিল "বাবা! যদি চাট্টি খেতে দেও তো খাই।" পিতামহ স্বভাবতঃ অতিথি-সৎকার করিতে ভালবাসেন; তিনি ব্রাহ্মণের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ কহিল, "একটু তৈল দেন, স্নান করিয়া আসি।" নারায়ণ তৎশ্রবণে তাহার সম্মুখে তেলের বাটী প্রদান করিলে ব্রাহ্মণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কহিল "হাতে দেও বাবা!" নারায়ণ তৎশ্রবণে তৈল প্রদান করিলে ব্রাহ্মণ তৈল মাখিয়া স্নান করিতে যাইল।

নারা। বরুণ! ব্রাহ্মণকে তৈল দিতে "হাতে দেও বাবা"—কহিল কেন ?

বরুণ। চক্ষু খুলিয়া তৈল মাখিলে পাছে নেশা ছুটিয়া যায়, এই জন্যই হস্তে তৈল চাহিয়াছে।

আহরীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইল, কিন্তু ব্রাহ্মণ আর ফিরিল না। পিতামহ অতিথির জন্য অপেক্ষা করিয়া শেষে দেবগণের উপরোধে তাহার অন্ন ব্যঞ্জনাদি রাখিয়া আহারে বসিলেন। আহার সমাপ্ত হইলে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর পুনরায় নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

এক স্থানে উপস্থিত হইয়া নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ। সম্মুখে এ সুন্দর বাড়ীটি কাহার ?"

বরুণ। কুরুজং সাহেব নামক একজন ইংরাজ জমীদারের। ইহার বিলক্ষণ সঙ্গতি আছে।

এখান হইতে সকলে নদীর তীরে যাইলে বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! সম্মুখে ইটালি-দেশীয় মিশনরিগণের চর্চ্চ দেখুন।" চর্চ্চ দেখিয়া সকলে নদীর ঘাটের প্রতি চাহিয়া দেখেন—তাঁহাদের গুলিখোর অতিথি বসিয়া আছে।

ব্রহ্মা। বরুণ! দেখ—চুপ ক'রে ব'সে আছে, এ পর্য্যন্ত জলে নামে নাই।

বরুণ। গুলিখোরেরা জলকে বাঘের ন্যায় দেখে, তাই কিরূপে জলে নামিবে—বসিয়া ভাবিতেছে।

এখান হইতে যাইয়া দেবগণ একটা কেল্লা দেখিলেন। কেল্লাটীতে সর্ব্বসমেত ৫০।৬০ জন সিপাই আছে। কেল্লা দেখিয়া বাসায় আসিয়া দেখেন তাঁহাদের গুলিখোর অতিথি বসিয়া আছে। তাঁহারা ব্রাহ্মণকে ভাত দিয়া বসিয়া গল্প করিতেছেন, এমন সময় ব্রাহ্মণ চীৎকার শব্দে কাঁদিয়া উঠিল। দেবগণ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে ?"

ব্রাহ্মণ। এমন অতিথি-সৎকার না করিলেই নয় ? আমার কত কষ্টের বাদসাহি পেটটা বাবা কাঁচকলা খাইয়ে জন্মের মত খারাপ ক'রে দিলে।

ব্রহ্মা। বরুণ! বলে কি ?

বরুণ। মাছের ঝোলে কাঁচকলা ছিল, কাঁচকলা খাইলে গুলিখোরদের অত্যন্ত পেট খারাপ হয়। ব্রাহ্মণ ভ্রম বশতঃ খাইয়া কাঁদিতেছে।

ব্রহ্মা। উপ! ওঁর পাতে ঘি ঢেলে দে। বাবা! খুব ঘি খাও, তোমার পেট সেরে যাবে। কাঁচকলায় যে পেট খারাপ করে, তা ত আমরা জানি না, জান্‌লে মাছের ঝোলে কাঁচকলা দিতাম না।

ব্রাহ্মণ। হাজার ঘি খাই—এ বাদসাহী পেট শীঘ্র শোধ্‌রাবে না।

সন্ধ্যা হইলে গুলিখোর চলিয়া যাইল। দেবতারাও সন্ধ্যা আহ্নিক সারিয়া একটু একটু জলযোগ করিলেন। তৎপরে সকলে শয়ন করিয়া গল্প করিতে

লাগিলেন। নারায়ণ কহিলেন, "মর্ত্ত্যে আসিয়া আমি আছি ভাল। যতই নূতন নূতন স্থানে যাইয়া লোকের আচার ব্যবহার দেখিতেছি, ততই আমার নূতন নূতন স্থান দর্শন করিতে ইচ্ছা হইতেছে।" দেবরাজ কহিলেন, "বলিতে কি—আমিও এক প্রকার আছি ভাল। তবে, জয়ন্ত ছেলেমানুষ বলিয়া রাজকার্য্য কিরূপ চলিতেছে, না জানাতেই মনটা সময়ে সময়ে একটু চঞ্চল হয়।" পিতামহ কহিলেন,—"আমার বাড়ীতে যদি একটী সাত বৎসরেরও ছেলে থাকৃত, তোমরা আমাকে যতদিন মর্ত্ত্যে রাখিতে থাকিতাম।" নানা কথায় দেবগণ রজনী অতিবাহিত করিলেন এবং প্রাতে উঠিয়া আবার নগর ভ্রমণে চলিলেন। বাসা হইতে কিছু দূরে যাইয়া দেখেন—এক স্থানে লোকে লোকারণ্য। এক ব্যক্তি চীৎকার শব্দে কহিতেছে, "দোহাই ফরাসী গবর্ণমেণ্টের, দোহাই ফরাসী গবর্ণমেণ্টের। প্রাণ যায়, রক্ষা কর।" তাহার নিকটে এক যুবতী হেট-মুখে দাঁড়াইয়া আছে। যে ব্যক্তি চীৎকার করিতেছে, তাহাকে পথের লোকে জুতা, ঝাটা—যাহা সম্মুখে পাইতেছে, তদ্দ্বারা প্রহার করিতেছে। দেবরাজ ছুটিয়া গিয়া একজনকে কহিলেন, "মহাশয়! ব্যাপারখানা কি?" সে ব্যক্তি কহিল, "হয়েছে কি জানেন—যে ব্যক্তিকে সকলে প্রহার করিতেছে, উনি গুরু। যে বৃদ্ধ ঘন ঘন-প্রহার করিতেছেন, উনি শিষ্য। হেটমুখে দাঁড়াইয়া আছেন শিষ্যকন্যা। গুরু কয়েক দিবস হইল শিষ্যবাড়ী আসিয়া ছিলেন। ইতিমধ্যে উনি শিষ্যের বিধবা কন্যাকে হাত করিয়া গত রজনীতে উহাকে সঙ্গে লইয়া এখানে পলাইয়া আসিয়াছেন। মনে মনে বিশ্বাস আছে, ইংরাজরাজ্যে পাপ করিয়া ফরাসী রাজ্যে আসিয়া নিষ্কৃতি পাইব।"

ব্রহ্মা। য়্যাঁ! শ্রীবিষ্ণু! বরুণ, বলে কি হে? গুরু—শিষ্যকন্যা, য়্যাঁ!!

দেবগণ চাহিয়া দেখেন—পিতামহ নিকটে নাই, দ্রুতপদে এক দিকে ছুটিয়া যাইতেছেন। তখন দেবগণও অগত্যা পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া কহিলেন, "ঠাকুরদা! কোথায় যান?"

ব্রহ্মা। ভাই! যে রাজ্যে গুরু, শিষ্যকন্যা হরণ করিয়া পলায়ে এসে নিষ্কৃতি পায়, সে রাজ্যে তিলার্দ্ধও থাকিতে নাই। থাকিলে মহাপাপ স্পর্শে; অতএব আমি এই মুহূর্ত্তেই চন্দননগর পরিত্যাগ করিলাম।

"তবে চলুন" বলিয়া দেবগণও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তাঁহারা এক স্থানে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "দেবরাজ! ঐ যে স্ত্রীলোকটী ঘেসুড়ে-দিগের নিকট বসিয়া হাস্য পরিহাস করিতেছে, উহার অবস্থা—শুনিবার

উপযুক্ত। উহার পিতা কলিকাতার একজন সম্ভ্রান্ত ও বিষয়ী লোক ছিলেন। তাঁহার পুত্রসন্তান না থাকায় মৃত্যুকালে সমস্ত বিষয় দুই বিধবা কন্যাকে সমান অংশে বিভাগ করিয়া দিয়া যান। উহাদের দুই ভগ্নীরই চরিত্র বড় মন্দ ছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা গৃহে থাকিয়া উপপতি করেন। ইনি বাটীর পুরাতন খানসামাকে লইয়া বাহির হইয়া যান এবং খানসামার বাটীতে তাহার স্ত্রীর সপত্নীর ন্যায় বাস করিতে থাকেন। ক্রমে তথায় ইঁহার এক পুত্র ও দুই কন্যা হয়। খানসামা কৌশলক্রমে টাকা ও গহনাগুলি লইয়া এক্ষণে বাটী হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছে। আপাততঃ ঘেসুড়ে উপপতি করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে।

ব্রহ্মা। আরে ছি! ছি! শ্রীবিষ্ণু! বরুণ, আমাকে কোথায় এনেছিস্?

উপ। বরুণ কাকা! কি হইয়াছিল আর একবার বল না?

ষ্টেশনে যাইয়া সকলে দেখেন—টিকিট দিবার বিলম্ব আছে। তখন পিতামহ কহিলেন, "বরুণ! চন্দননগরের অপরাপর বিষয় সংক্ষেপে বল।"

বরুণ। এই নগরটীতে অন্যূন একলক্ষ চব্বিশ হাজার লোকের বাস। গবর্ণমেন্টের বার্ষিক আয় আড়াই লক্ষ টাকা। এই আয়, ভূমির কর দ্বারা হইয়া থাকে। এখানকার প্রজাদিগকে ভূমির কর ব্যতীত অপর কোন কর দিতে হয় না। কেবল কার্য্যক্ষম ব্যক্তিদিগকে মাসিক আট আনার হিসাবে কর দিতে হয়। ঐ কর দ্বারা প্রতি বৎসর চৌদ্দ পনর হাজার টাকা আদায় হইয়া থাকে এবং তাহাতে মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। এখানকার জমির খাজনা অতি সামান্য, শত বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল, এক্ষণেও তাহাই আছে। জমির মধ্যে অনেক লাখরাজ। চন্দননগরে ফরাসীদিগের একজন গভর্ণর ভিন্ন একজন কালেক্টর ও একজন সবজজ আছেন। ইঁহাদের বেতন অতি সামান্য। রাস্তায় ঘাটে ফরাসী ভাষায় লিখিত সাইনবোর্ড টাঙ্গান আছে। আদালতেও ফরাসীভাষা প্রচলিত। রজনীতে এখানকার রাস্তা কেরোসিন তৈলের লণ্ঠনের দ্বারা আলোকিত করা হয়। এ নগরে মুসলমান প্রায় নাই। অধিবাসীরা সাধারণতঃ অলস ও আমোদপ্রিয়। গুলির আড্ডা বিস্তর আছে। এখানে শিক্ষিত ভদ্রলোকের সংখ্যাও বিস্তর। ১৭৪০ অব্দে এখানে প্রায় চারি হাজার ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ ছিল। সেই সময় কলিকাতায় কুটীর মাত্র দেখা যাইত। ফরাসী গবর্ণর ডিউপ্লে ইহার যাহা কিছু উন্নতি করিয়াছিলেন; তাঁহার পর আর কোন উন্নতি লক্ষিত হয় না। ঐ ডিউপ্লের ইচ্ছা ছিল যে তিনি ভারতে

নেপোলিয়নের ন্যায় কীর্ত্তি সংস্থাপন করিবেন। এক্ষণে ইহাতে যাহা কিছু আছে, পূর্ব্বের সহিত তুলনা করিলে তাহা কিছুই নয়। ১৭০৪ অব্দে ইংরাজেরা এই নগর অধিকার করিয়া পুনরায় ফরাসীদিগকে প্রত্যর্পণ করেন এবং ১৭৫৭ অব্দে এড্‌মিরেল ওয়াট্‌সন সাহেব আর একবার এই নগর আক্রমণ করেছিলেন। চন্দননগর হইতে গোঁদলপাড়া নামক একটী স্থানে যাওয়া যায়। ঐ স্থানের কুকুরে কামড়ানর ঔষধ বড় বিখ্যাত। তৎপরে তেলিনীপাড়া নামক একটী স্থান আছে। তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা বিখ্যাত ধনী জমীদার। ঐ বাবুদের একটী দেবালয় আছে,—সেখানে অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। দেবালয়ে প্রত্যহ শত শত অতিথির সেবা হইয়া থাকে।

এই সময় দেবগণ দেখেন—দুটী বাবু গল্প করিতে করিতে আসিতেছেন। একজন কহিতেছেন "মহাশয় বড় বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছেন!" অপর কহিতেছেন "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার লোকের কাছে মুখ দেখাইতেও লজ্জা করে, আবার না দেখালেও না।"

ব্রহ্মা। বরুণ! বাবুটীর কি হইয়াছে?

বরুণ। হয়েছে কি জানেন—ঐ বাবুরা তিন ভ্রাতা। অপর ভ্রাতৃদ্বয় নাবালক, উঁহারই অন্নে প্রতিপালিত হইতেছে। বাবুর এক সময় বেশ ভাল চাকুরী ছিল; সেই সময় যথেষ্ট টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন এবং ভ্রাতাদিগকে ফাঁকি দিবার অভিপ্রায়ে সমস্ত টাকায় স্ত্রীর নামে বিষয় খরিদ করিয়া রাখিয়াছেন। এক্ষণে বাবুর কর্ম্মটী নাই—বেকার বসিয়া আছেন। বাবুর স্ত্রীর পূর্ব্ব হইতেই একটু চরিত্র দোষ ছিল। সম্প্রতি সে উপপতির পরামর্শে বাবুকে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে। এক্ষণে বাবু কিরূপে স্ত্রীধনে দখল পান, তজ্জন্য কলিকাতায় উকীলদের সহিত পরামর্শ করিতে চলিলেন।"

এই কথা শ্রবণে বৃদ্ধ পিতামহ আর হাসিয়া বাঁচেন না। নারায়ণ কহিলেন, "মাগী উচিত বিচার করিয়াছে।"

এই সময় "টিট্রিং ল্যাটাং—টিট্রিংল্যাটাং" শব্দে টিকিট দিবার ঘণ্টা দিতে লাগিল। দেবগণ বৈদ্যবাটীর টিকিট লইয়া ট্রেনে উঠিলেন। ট্রেন হুপাহুপ্‌ শব্দে দৌড়িতে আরম্ভ করিল।

যে গাড়ীতে তাঁহারা বসিলেন, সেই গাড়ীতে একটী বাবুও বসিয়াছিলেন। ইঁহাকে দেখিলে বোধ হয় বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন লোক হইবেন। বাবুটী একে

সুন্দর পুরুষ, তাহাতে যৌবনকাল। বিশেষতঃ নানারূপ পরিচ্ছদ পরিধান করায় আরও সুন্দর দেখাইতেছিল। তাঁহার মস্তকে সোজা সিঁতি, হস্তে তিন চারিটী অঙ্গুরীয় এবং বক্ষঃস্থলে চেন সহিত ঘড়ি শোভা পাইতেছে। বাবুটী রেলিং ঠেস দিয়া অপর কামরার এক যুবতীর প্রতি চাহিয়া হাসিতেছিলেন। যুবতীর নিকটে তাহার স্বামী অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিল। ইহারও বিষয়বৈভব এক সময় কম ছিল না; কিন্তু এক্ষণে মদে ও বেশ্যায় প্রায় সমস্তই গিয়াছে। বাবুটী দেখিতে অতি কদাকার। স্ত্রী স্বাধীনতা ইনি বড় ভাল বাসেন. এজন্য স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া পশ্চিম ভ্রমণে গিয়াছিলেন। বাবু এক্ষণে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন, তাঁহার স্ত্রী স্বাধীনতা-প্রভাবে অপর পুরুষের সহিত গল্প করিতেছেন।

বাবু। আমি ভাই এইবার নামিব।

স্ত্রী। আহা! বেশ দুজনে গল্প করিতে করিতে যাচ্ছিলাম। তুমি নেমে গেলে কি ক'রে থাক্‌বো?

বাবু। যদি না থাক্‌তে পার—আমার সঙ্গে চল না কেন?

স্ত্রী। তুমি যদি নিয়ে যাও, যাইতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু কি রকমে যাই?

বাবু এই কথা শুনিয়া অতি মৃদু স্বরে কি পরামর্শ দিলেন। উপ নিকটে বসিয়াছিল, কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল। এদিকে ট্রেন আসিয়া ভদ্রেশ্বরে থামিল। পুনরায় যেমন ট্রেন ছাড়িবার উদ্‌যোগ করিতেছে—বাবু অম্নি স্ত্রীলোকটীকে ইঙ্গিত করিয়া নামিয়া পড়িলেন। যুবতীও যেমন নামিতে যাইবে, অমনি উপ চীৎকার করিয়া কহিল "ও ঘুমান বাবু! উঠে দেখ্—তোর বৌ পালাচ্চে।" বাবু "য়্যাঁ য়্যাঁ!" শব্দে যেমন উঠিলেন তাঁহার গৃহিণীও অমনি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। বাবু ক্ষিপ্র হস্তে যেমন স্ত্রীর অঞ্চল ধরিলেন, নীচেকার বাবু ছুটিয়া আসিয়া সপাসপ শব্দে তাঁহার হস্তে অম্নি ছড়ির আঘাত করায় বাবু অঞ্চল ছাড়িয়া দিলেন। পাছে উপরের বাবু লাফাইয়া পড়ে এই আশঙ্কায় নিম্নের বাবু গাড়ীর দ্বার চাপিয়া ধরিয়া কহিতে লাগিলেন, "রাস্কেল! আমার স্ত্রীর অঞ্চল ধ'র্‌লি যে? জানিস্ তোর নামে আমি নালিশ ক'র্‌বো!'

আরোহী বাবু চীৎকার করিয়া কহিল, "পুলিশম্যান! পুলিশম্যান! আটক কর আমার বৌ নিয়ে যায়।" স্ত্রী কহিল মর মিন্সে—তুই আমার স্বামী. না ইনি আমার স্বামী?

এদিকে ট্রেনও পোঁ শব্দে বংশীধ্বনি করিয়া হুপাহুপ শব্দে ছুটীতে লাগিল। বাবু কত চীৎকার করিলেন, কিন্তু সে চীৎকার অরণ্যে রোদন হইল।

বরুণ। পিতামহ! এই ষ্টেশনটীর নাম ভদ্রেশ্বর। এই স্থানটির এক দিকে রেলওয়ে, অপর দিকে গঙ্গা প্রবাহিতা হইতেছেন। এই স্থানে অনেকগুলি মহাজনের গদি আছে। শস্যের আমদানিও ও রপ্তানীর জন্য ভদ্রেশ্বর বড় বিখ্যাত। এখানে ভদ্রেশ্বর নামক একটি শিব আছেন। ঐ শিবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য স্ত্রীলোকেরা চৈত্র মাসে এক লক্ষ বিল্বপত্র দিয়া পূজা দিবার মনন করিয়া থাকেন।

এই সময় পিতামহ বাবুটীকে রোদন করিতে দেখিয়া রেলিংয়ের নিকটে আসিয়া বসিলেন এবং মিষ্ট কথায় বলিতে লাগিলেন—"বাবা, কেঁদো না! নিজের দোষে হারালে, এখন কাঁদলে কি হবে? তোমার অর্থবল নাই, শরীরে বল নাই, স্ত্রীস্বাধীনতা দিতে যাওয়া কেন? অগ্রে সাহেবদের মত বলবান্ হও, সাহসী হও, তৎপরে এ কাজে প্রবৃত্ত হইও। তুমি স্ত্রীস্বাধীনতা দিবে অথচ ভোঁস্ ভোঁস্ ক'রে ঘুমাবে; তাহাতে কি কাজ চলে!"

বাবু। আমি বৈদ্যবাটীতে নামিয়া টেলিগ্রাফ করিয়া আটক করাবো।

বরুণ। তাহারা এতক্ষণে ভদ্রেশ্বর হ'তে ৩২ ক্রোশ রাস্তা দূরে গিয়া পড়িয়াছে। টেলিগ্রাফ ক'রে আর কেন লোক হাসাবে? বাড়ী গিয়ে প্রচার করগে—বৌ মরে গিয়েছে।

বাবু। আমি তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতাম। যাহা হউক, আপনারা এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না।

নারা। আমরা প্রকাশ ক'র্‌বো। না ক'রলে লোকের উপকার হবে হবে কিসে? চৈতন্য হবে কিসে? তোমার মত বোকা বাবুরা যদি তোমার দেখে শিক্ষা পান, সাবধান হন, সে ভাল নয়?

বরুণ। স্ত্রীস্বাধীনতা প্রিয় রামহরি মুখোপাধ্যায়কে ডেভিড হেয়ার সাহেব যেরূপ কান মলে দিয়েছিলেন, আজ তোমায় ঐরূপ দিলে তবে জ্ঞান হইত।

ব্রহ্মা। বরুণ, রামহরির বিষয় বল।

বরুণ। স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রিয় রামহরি বাবু এক দিন সাহেবী পোশাক ক'রে রেলওয়ের ২য় শ্রেণীতে স্ত্রীকে মেম সাজাইয়া বারাকপুরের ক্যাণ্টনমেণ্ট দেখাইতে নিয়ে যাচ্ছিলেন। দমদমা ষ্টেশনে তিন জন গোরা সেই গাড়ীতে উঠিল। তাহারা দেখিল—রামহরি বাবু সাহেব নন, কালা বাঙ্গালী। ক্রমে

পরস্পরে হাস্য পরিহাস করিয়া রামহরির স্ত্রীকে আক্রমণ করিতে যাইল ; বাবু হস্ত দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া প্রাণের দায়ে চীৎকার করিতে লাগিলেন। ট্রেন ক্রমে পর ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে হেয়ার সাহেব সেই গাড়ীতে উঠিলেন ও রামহরির বিপদ দেখিয়া গোরাদিগকে মিষ্ট কথায় নিরস্ত করিবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় ঘুসি ধরিলেন, তৎপরের ষ্টেশনে ট্রেন আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি রামহরিকে সস্ত্রীক নামাইয়া দিয়া রামহরির উত্তমরূপে কান দুটি মলিয়া দিলেন এবং বলিলেন, (When you will be so strong as we are then imitate) যখন তুমি আমাদিগের ন্যায় বলবান্ হইবে, তখন আমাদিগের নকল করিবার চেষ্টা করিও।

ব্রহ্মা। আহা, হেয়ার সাহেবের মতন ভদ্র ও দয়াবান্ আর আছে !

ক্রমে ট্রেন আসিয়া বৈদ্যবাটি ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। দেবগণ গাড়ী হইতে নামিয়া নগরাভিমুখে চলিলেন।

ব্রহ্মা। বরুণ! এ স্থানের নাম বৈদ্যবাটী হইল কেন?

বরুণ। এখানে অনেকগুলি দেশীয় চিকিৎসক বাস করেন বলিয়া ঐ নাম হইয়াছে।

দেবগণ দেখিলেন—নগরে ধূমধামের পরিসীমা নাই। চতুর্দ্দিক্ হইতে অসংখ্য লোক তরিতরকারি এবং নানাপ্রকার দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। স্থানটী লোকে লোকারণ্য।

ব্রহ্মা। বরুণ। এখানে কি কোন মেলা আছে? নচেৎ এত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে আসিতেছে কেন?

বরুণ। আজ্ঞে, এখানে কোন মেলা নাই। ক্রমে আমরা কলিকাতা মহানগরীর অতি নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। কলিকাতার প্রসাদে চতুর্দ্দিকস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানগুলি নগরের আকার ধারণ করিয়াছে। এই বৈদ্য-বাটীর হাট হইতে প্রত্যহ তরিতরকারি কলিকাতার বাজারে যায়; এই জন্য এখানে এত লোক দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করিতে আসিতেছে।

এই সময় কতকগুলি স্ত্রীলোক দলবদ্ধ হইয়া গঙ্গাস্নানে আসিল। তাহারা দূরদেশ হইতে আসিতেছে বলিয়া সঙ্গে চাল চিঁড়ে বাঁধিয়া আনিয়াছিল। উহাদের মধ্যে একটী স্ত্রীলোক কহিল "আহা! তাড়াতাড়িতে রামেশ্বরকে কাঁচকলাগুলো বৈদ্যবাটীতে এনে বেচে যেতে ব'লে আস্‌তে ভুলে এলাম। বড্ডো পেকেছে—আজ ঘরে থাক্‌লেই প'চে যাবে।" এক রমণী কহিল, "পাকা কাঁচকলা কি বিক্রী হ'তো?" প্রথমা কহিল "আহা দিদি। প'ড়তে পেতো না। সাহেবেরা পেলে, খেয়ে বাঁচত!"

ব্রহ্মা। বরুণ, এসব স্ত্রীলোক কোথায় যাচ্চে?

বরুণ। গঙ্গাস্নানে।

"চল, আমরাও অগ্রে গঙ্গাস্নান করিয়া আসি। বলিয়া পিতামহ দেবগণ সমভিব্যাহারে গঙ্গাস্নান করিতে চলিলেন। ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখেন——অসংখ্য লোক জলে স্নান করিতেছে। তীরে অনেকগুলি মহাজনী নৌকা লাগান রহিয়াছে। মুটেরা মাথায় করিয়া বস্তা উঠাইতেছে। কোন নৌকা উপুড় করিয়া ফেলিয়া দুপ দাপ শব্দে মেরামত করা হইতেছে। ঘাটের এক

পার্শ্বে একখানি শুঁটকী মাছের নৌকা লাগিয়াছে, তাহার পার্শ্বে একখানি চামড়া-বোঝাই নৌকা। উভয় নৌকার দুর্গন্ধে তিষ্ঠান ভার। অসংখ্য নৌকা পাইল তুলিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাইতেছে। পাইলে বেশ বাতাস পাওয়ায় দড়ির কড়কড় শব্দ হইতেছে। মাঝি হা'ল ধরিয়া মনের আনন্দে গান ধরিয়াছে ঃ—

মা বাহের ওপর তুমি খাড়াইয়ে কি কর।
তীর দিয়ে ধর্‌চো ঠেসে, সাপ দিয়ে কেমড়ায়ে সারো ॥
পক্ষীর উপর জুহা পায়, বাবুর মতন দেহা যায়,
তার পাশে ঐ ধবলা ছুঁড়ি, রাখ্‌তি পার কি না পার।
তার পাশে ঐ আভা ছোঁড়া বোধ হয় যেন ঝি বৌ চোরা ;
তার পাশে হলদি ছুঁড়ি—

ইন্দ্র। বরুণ! ঐ নৌকা খানায় কি গান গাইতে গাইতে গেল ?

বরুণ। দুর্গা-প্রতিমা বর্ণনা হ'চ্চে।

পিতামহ ভাগীরথীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং কহিলেন "বরুণ! এখানেও কি মা নাই ?"

বরুণ। আজ্ঞে না।

ব্রহ্মা। তুমি গোপন ক'রো না, সত্য বল, মা ত আমার বেঁচে আছেন ?

বরুণ। আজ্ঞে, দেবতাদিগের কি মৃত্যু আছে ? এক্ষণে আপনি এই নিমাইতীর্থের ঘাটে স্নান করুন, মহাপুণ্য সঞ্চয় হইবে।

ব্রহ্মা। নিমাইতীর্থের ঘাট কি ?

বরুণ। এই ঘাটে চৈতন্যদেব তীর্থপর্য্যটন-সময়ে স্নান করিয়া বিশ্রাম করেন। তজ্জন্য ইহার নাম নিমাইতীর্থের ঘাট হইয়াছে।

দেবগণ স্নান আহ্নিক করিয়া উপরে উঠিতেছেন, এমন সময়ে দেখেন— একটি বাবুর সহিত একটী ইতরজাতীয় স্ত্রীলোক যাইতেছে। বাবু কহিতেছেন "তোমাকে খুসি ক'রে বিদায় ক'র্‌ব, কিন্তু যেন প্রসূতির কোন কষ্ট না হয়।" স্ত্রীলোকটী কহিতেছে, "কোন কষ্ট হবে না। আমি ঐ কাজ করিতে করিতে পেকে গেলাম। কিন্তু বাবু, তোমার বাড়ীতে আমার যত দিন দেরী হবে, তত দিনের টাকা ধ'রে নেবো। কল্‌কাতায় ও দেশে আমার নামডাক আছে —তাই প্রত্যহ বিস্তর টাকা রোজগার করি।"

ইন্দ্র। বরুণ! উহারা কারা এবং কি বলে ?

বরুণ। ঐ স্ত্রীলোকটি দাই। উহার কাজ—ঔষধ দ্বারা ভ্রূণহত্যা করা। ঐ বাবুর বিধবা ভগ্নী অন্তঃসত্ত্বা। তাই দাই নিয়ে যাওয়া হ'চ্চে।

ব্রহ্মা। শ্রীবিষ্ণু। য়্যাঁ! ভ্রূণহত্যা করবার জন্য? মাগী ব'ল্লে—আমি বাড়ী ব'সে বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করি। বরুণ। তবে ত বাঙ্গালায় ভ্রূণহত্যার স্রোত বিলক্ষণ প্রবল। তবে সত্বরেই এই পাপে বঙ্গ ডুবিবে!!

তীরে উঠিয়া দেবগণ একটী কালীবাড়ীতে প্রবেশ করিলেন ও দেখিলেন—কালীর সেবা হইতেছে। নৈবেদ্যাদির আয়োজনও মন্দ নহে।

নারা। বরুণ! এ কালী কাহার?

বরুণ। ইনি একজন মহান্তের তত্ত্বাবধানে আছেন। ইঁহার কিছু বিষয় থাকায় সেবার বন্দোবস্তও ভাল।

দেবতারা কালীবাড়ীর বাহিরে আসিয়া দেখেন—এক যুবা একটি মস্তক-বিহীন পাঁটা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কতকগুলি বেশ্যা এই সময় রঙ্গভঙ্গীর সহিত স্নান করিতে আসিতেছিল। দলটা যুবার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। এক বেশ্যা কহিল "ও শালা! পাঁটাটা কি একলা খাবি? আমাদের আধখানা দে না।"

যুবা। স'রে যা ভাই, আমার কাছ থেকে স'রে যা। দাদা, ঠাকুর-বাড়ীর মধ্যে আছেন, দেখ্‌তে পাবেন।

বেশ্যা। তোর দাদাকে তুই ভয় করিস্—আমরা কি ডরাই? আয়লো সকলে জুটে পাঁটাটা কেড়ে নিই।

যুবা। না ভাই, না ভাই, তোদের একটা কিনে দেব। পায়ে পড়ি, স'রে যা, তোদের মাইরি একটা কিনে দেব। এ দেখ্‌ছিস্‌নে কল্‌কাতা হ'তে বাবুরা আস্‌বেন ব'লে এখানে কাটাতে এসেছি। নিজের খাবার জন্যে হ'লে কি এখানে আসি; বাড়ীতেই নিকেশ ক'র্‌তাম।

"দূর গুয়োটা, একটা পাঁটা দিতে পার্‌লিনি?" বলিয়া বেশ্যাগণ হাস্‌তে হাস্‌তে চলিয়া গেল।

ব্রহ্মা। বরুণ, এ কি। পিতা এমন সব ছেলে জন্ম দিয়াছেন যে বেশ্যার বিষ্ঠা খেয়ে মলেন!

উপ। কর্ত্তা-জেঠা! এক আধজন নয়, এই একপাল মাগীর বিষ্ঠা তার মুখে তাংড়াবে কেমন ক'রে?

দেবগণ ইহার পর একটী দোকানে যাইয়া জলযোগ করিতে লাগিলেন।

বরুণ কহিলেন, "এই বৈদ্যবাটীর সন্নিকটে সেওড়াফুলি নামক একটী স্থান আছে। ঐ স্থানে শনি ও মঙ্গলবারে হাট বসে। হাটে দেশের যাবতীয় আলু এবং আম্রের আমদানী হয়। সেওড়াফুলিতে নিস্তারিণী নামে এক কালীমূর্ত্তি আছেন। উঁহার রীতিমত সেবা ও অতিথিসেবা হইয়া থাকে। ঐ দেবীমূর্ত্তি সেওড়াফুলির দশ-আনি মহাশয়দিগের প্রতিষ্ঠিত।"

ব্রহ্মা। সেওড়াফুলির জমীদারদিগের বিষয় বল?

বরুণ। সেওড়াফুলির রায় মহাশয়দের বংশকে অনেকে সেওড়াফুলির রাজাও বলিয়া থাকে। ইঁহারা জাতিতে কায়স্থ। এই বংশের রাজচন্দ্র রায় প্রথমে নবাব সরকার হইতে রায় মহাশয় উপাধি প্রাপ্ত হন। রাজচন্দ্র রায় মহাশয়ই পৈতৃক বিষয় যথেষ্ট বৃদ্ধি করেন এবং অনেক ব্রাহ্মণকে জমি জমা দান করিয়া নিজগ্রামে বাস করান। রাজচন্দ্র রায় মহাশয়ের পুত্রের নাম হরিশ্চন্দ্র রায় মহাশয়। ইনি গ্রামে দেবালয় ও দেবমন্দির স্থাপন, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি অনেক সৎকার্য্য করেন। ইঁহার দুই পুত্র যোগেন্দ্রচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র। প্রথমের এক পুত্র।—নাম গিরীন্দ্রচন্দ্র। পূর্ণচন্দ্র রায় মহাশয় ও গিরিন্দ্রচন্দ্র রায় মহাশয়দিগের যথেষ্ট বিষয় আছে। ইঁহাদিগকে অনেকেই রাজা বলিয়া থাকে। ইহাদিগের রাজার ন্যায় সাধারণ কার্য্যে দান অনেক আছে। ইঁহারা অতিথি সেবা, দেবালয় স্থাপন, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি বিস্তর সৎকার্য্য করিয়া থাকেন।

ইন্দ্র। বরুণ, এ সব মজুর আস্‌ছে কোথা থেকে?

বরুণ। ইহারা চাঁপদানী নামক স্থানের চটের কলে কাজ করে। ঐ কলটী অনেকগুলি দেশীয় দুঃখী লোককে প্রতিপালন করিতেছে। পূর্ব্বে ঐ চাঁপদানীর জঙ্গলে বড় বোম্‌বেটের ভয় ছিল। এই বৈদ্যবাটীর অনতিদূরে আর একটি স্থান আছে, তাহার নাম গরিটী। গরিটী ফরাসীদের একটী বাগান এ চন্দননগরের গবর্ণরের হাউস থাকার জন্য বিখ্যাত। এক সময়ে ঐ স্থানের বড় সমারোহ ছিল। তখন কলিকাতা হইতে লর্ড ক্লাইব, ওয়ারেন হেষ্টিংস্ এবং সার্ উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতি নাটকাভিনয় দর্শন করিতে আসিতেন।

ইন্দ্র। বরুণ! ঐ সব যাত্রী কোথায় যাচ্চে?

বরুণ। তারকেশ্বরে।

ব্রহ্মা। বরুণ! আমাদেরও যে তারকেশ্বরে যেতে হবে; কারণ, উপ'র কল্যাণে পূজা মেনেছি।

বরুণ। চলুন আপনাকে নিয়ে যাব।

দেবগণ একটী দোকানঘরে আহারাদি করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর দশ টাকা দিয়া একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিলেন এবং বেলা আন্দাজ একটার সময়ে তারকেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

গাড়ী এক স্থানে উপস্থিত হইলে নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ! ঐ সব ধ্বংসাবশেষ বাড়ীঘর দেখা যাইতেছে—কাহার ?"

বরুণ। ঐ স্থানের নাম সিঙ্গুর। ঐ যে বাড়ীঘর এবং গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখিতেছ, উহা সিঙ্গুরের বাবুদিগের। ইহাদের এক সময় বিলক্ষণ সঙ্গতি ছিল। ইহাদেরই নব বাবুর একটী বৈঠকখানা হুগলীতে আছে। উহাতে পূর্ব্বে নর্ম্মাল স্কুল হইত। এক্ষণে আর ইহাদের বিষয়বিভব তাদৃশ নাই।

এই সময় সকলে দেখিলেন—একটী আড্ডাতে বসিয়া যাত্রিগণ জলযোগ করিতেছে। দেবগণের গাড়ী এখান হইতে ধীরে ধীরে যাইয়া ঘোলা নামক স্থানের সন্নিকটে উপস্থিত হইলে উপ চীৎকার করিয়া কহিল, "বরুণ-কাকা! দেখা যাচ্চে—ওটা কি ?"

বরুণ। দেখ দেবরাজ! এই স্থানের নাম ঘোলা। ঐ অত্যুচ্চ বাড়িটি সাঙ্কেতিক টেলিগ্রাফের ঘর। উহা সর্ব্বসমেত প্রায় সাত-তালা। টেলিগ্রাফ প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে উহার উপর একজন লোক লাল, কাল প্রভৃতি নানা রঙ্গের নিশান হাতে করিয়া বসিয়া চতুর্দ্দিক দর্শন করিত এবং পথে কোন বিপদ্ আপদ্ দেখিলে হস্তস্থিত নিশান উত্তোলন করিত। নিশানের আকার দৃষ্টে জানা যাইত যে, বিপদ্ সন্নিকট। টেলিগ্রাফ প্রচলিত হইবার পর কিছুদিন এই বাড়ীটি অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়িয়া থাকায় দস্যুরা ইহার মধ্যে আশ্রয় লইয়া পথিকদিগের সর্ব্বনাশ করিতে আরম্ভ করে; সেই নিমিত্ত এক্ষণে উহার দ্বারগুলি পাকা করিয়া গাঁথিয়া প্রবেশপথ এককালে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইহার পর দেবগণের গাড়ী অপর কতকগুলি গাড়ীর সহিত একত্র হইয়া নালিকুলের আড্ডায় আসিয়া থামিল। ঘোড়াগুলি চক্ষু বুজাইয়া ধুঁকিতে লাগিল। কোচ্ম্যানেরা ছুটিয়া গিয়া জঙ্গলের মধ্য হইতে ভাঙ্গা কল্কে বাহির করিয়া গুড়ুক তামাক খাইতে বসিল; দেবতারাও গাড়ী হইতে নামিয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখিলেন—নিকটে আর একটী বাজারে বসিয়া যাত্রিগণ আহার ও জলযোগাদি করিতেছে।

এই সময় বাজারে একটী দোকানঘরে মহাগোলযোগ উপস্থিত হইল। চারিদিক্ হইতে যাত্রিগণ "কি!" "কি!" শব্দ করিতে করিতে সেই দিকে দৌড়িল—দেবগণও দ্রুতপদে দেখিতে চলিলেন। দেখেন —একজন স্ত্রীলোক যাত্রী রোদন করিতেছে। কে তাহার বস্ত্রাদির পোঁটলাটী অপহরণ করিয়াছে। তাহার নিকট আর এমন একটা পয়সা নাই যে, পথখরচ করিয়া বাটী যায়। দেবগণ তাহার ক্রন্দনে দুঃখিত হইয়া তাহাকে একটী টাকা দিলেন।

গাড়োয়ানেরা দেবগণকে ডাকিল, তাঁহারা আবার গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। আবার অশ্বপৃষ্ঠে সপাসপ্ শব্দে কশাঘাতের শব্দ হইতে লাগিল। তাঁহাদের গাড়ী বালগড় নামক স্থানে উপস্থিত হইলে চতুর্দ্দিক্ হইতে নাপিত ও ব্রাহ্মণেরা আসিয়া তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল, এবং গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। ক্রমে দেবগণের গাড়ী যাইয়া তারকেশ্বরে উপস্থিত হইল।

দেবগণ দেখেন—সেদিন কি একটা পর্ব্ব থাকায় গ্রামে লোকে লোকারণ্য ; নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্যের ও অপরাপর দ্রব্যের দোকান বসিয়াছে। যাত্রীদিগের মধ্যে কাহারও কোলে ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দে ছেলে কাঁদিতেছে। কাহারও পায়ের মল খোয়া গিয়াছে। কাহারও অঞ্চল হইতে কে পয়সা খুলিয়া লইয়াছে। অসংখ্য দোকানে অসংখ্য যাত্রী বসিয়া—কেহ জল খাইতেছে, কেহ বিশ্রাম করিতেছে, কেহ চুড়ি পরিতেছে। নিকটে দেব মন্দির দৃষ্ট হইতেছে। ভিক্ষুকেরা খঞ্জনীর তালে গান ধরিয়াছে—

বন্দিনে বনের মধ্যে ক্ষেপা পশুপতি।
চারিদিকে জলা জঙ্গল খাগড়ার বসতি ॥
মধ্যেতে সিংহল দ্বীপ অতি মনোহর।
তার মধ্যে বিরাজ করেন বাবা তারকেশ্বর ॥
কপিলা গাই দিত দুগ্ধ একচিত্ত হয়ে।
দেখিলেন মুকুন্দ ঘোষ কাননে আসিয়ে ॥
কপিলার দুগ্ধে তুষ্ট ভোলা মহেশ্বর।
মুকুন্দ ঘোষেরে বলেন আমি তারকেশ্বর ॥
তারকেশ্বরের শিব আমি কাননেতে বসি।
মোর সেবা কর বাপা হইয়া সন্ন্যাসী ॥—ইত্যাদি।

দেবগণ একটী দোকানে বাসা লইলেন। পিতামহ কহিলেন, "বরুণ! তারকেশ্বরের বিষয় বল।"

বরুণ। যে স্থানে তারকেশ্বরের মন্দির, ঐ স্থানকে পূর্ব্বে সিংহলদ্বীপ কহিত। ইনি ঐ স্থানের জঙ্গলের মধ্যে প্রস্তরের আকারে পড়িয়া ছিলেন। রাখালেরা ঐ প্রস্তরকে সামান্য প্রস্তরবোধে তদুপরি ফলমূলাদি ছেঁচিয়া খাইত। এই কারণে তারকেশ্বরের মস্তকে অদ্যাপি একটী গহ্বর দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জঙ্গলের মধ্যে ইনি সামান্য আকারে পড়িয়া থাকেন ; মুকুন্দ ঘোষ নামক এক ব্যক্তির গাভী যাইয়া প্রত্যহ দুগ্ধ খাওয়াইয়া আসে। মুকুন্দ ঘোষ গাভীর দুগ্ধ হয় না কেন, এই কারণের অনুসন্ধানে যাইয়া এই ঘটনা অবলোকন করিল। ইহারই সহিত তারকেশ্বরের সাক্ষাৎ হয়। শিব নিজ পরিচয় দিয়া মুকুন্দ

ঘোষকে কহেন, "তুমি সন্ন্যাসী হইয়া আমার সেবা কর।" মুকুন্দ ঘোষ তদবধি তারকেশ্বরের আজ্ঞায় সন্ন্যাসী হইয়া সেবা করিতে লাগিল। এ দিকে তারকেশ্বর বর্দ্ধমানের মহারাজকে স্বপ্নে দেখা দিয়া কহিলেন, "আমি অনাবৃত স্থানে থাকিয়া বড় কষ্ট পাইতেছি, আমাকে একটী বাসগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দেও। রাজা স্বপ্নদর্শনে ইঁহার মন্দির ও বিষয়াদি করিয়া দিলেন। তৎপরে ইঁহার নিকট মানসিক করিয়া লোকের উৎকট পীড়াদি আরোগ্য হইলে পূজা দিতে থাকায় ক্রমে ইঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য হইয়াছে এবং মহান্তেরা রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে দেবগণের সে রাত্রি অতিবাহিত হইল। প্রাতঃকালে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া কহিল "আপনারা কত মূল্যের ডালার পূজা দিবেন?"

নারা। দুই আনার।

ব্রাহ্মণ। দুই আনার কি ডালা হয় মহাশয়?

নারা। তবে দশ পয়সার।

ব্রাহ্মণ। আট আনা মূল্যের কম ডালা নাই।

ব্রহ্মা। তাই হবে। এক্ষণে আমাদের অগ্রে কি করা উচিত?

ব্রাহ্মণ। আপনার কি কোন পূজা মানা আছে?

ব্রহ্মা। হাঁ, ঐ ছেলেটীর পীড়া হওয়ায় কিছু পূজা মানিয়াছিলাম।

ব্রাহ্মণ। তবে আপনারা মহান্ত মহারাজের গদীতে আসুন। তাঁহাকে সেই পূজার পয়সা নগদ দিতে হইবে।

নারা। তা দেব কেন? যখন পূজা মেনেছি, পূজার উপকরণ কিনে দেব।

ব্রাহ্মণ। আজ্ঞে, তা হবে না; যা নিয়ম তা ক'র্‌তেই হবে।

উপ। ঠাকুর-কাকা! চল না, তবু চেহারা খানা দেখা হবে। লোকে যে পয়সা খরচ ক'রে কত কি দেখে থাকে!

এই কথায় দেবগণ হাস্য করিয়া ব্রাহ্মণের সহিত মহান্তের গদীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দেখেন—মহান্ত মহারাজ কাছারি ঘর আলো করিয়া বসিয়া আছেন। নিকটে দেওয়ান প্রভৃতি উপবিষ্ট। যাত্রিগণ আসিয়া পূজা মানার টাকা, আধুলি, সোনা, রূপা দেওয়ানের হস্তে দিয়া প্রস্থান করিতেছে। পিতামহ দেওয়ানের নিকটে যাইয়া কহিলেন "পূজা মানার চারিটী পয়সা লউন।" দেওয়ানজী "হো হো" শব্দে হাস্য করিয়া কহিলেন "মহারাজ! এরা চারি পয়সার পূজা দিতে এসেছে।"

মহান্ত। "না না পয়সা ফেলে দেও।" বলিয়া দেবগণের প্রতি চাহিয়া মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন, "বলি-বাবা কি চুল থাবেন ?"

ব্রহ্মা। আমরা পয়সা চিনি না, পয়সার মূল্যও জানি না, এজন্য চারি পয়সার পূজা মানা হইয়াছে।

দেওয়ান। দেখুন মহারাজ! ইহারা বোধ হয় রাঢ়দেশের লোক, সেই জন্যই বলিতেছে "আমরা পয়সাও চিনি না, পয়সার মূল্যও জানি না।" কারণ, রাঢ় অঞ্চলে চাউল ধান্যের বিনিময়ে সকল দ্রব্য পাওয়া যায়। তথায় পয়সা কেহ সহজে বাহির করে না এবং পয়সাকে উপাদেয় জিনিস মনে করে।

উপ। দেওয়ানজী মহাশয় কোন্ দেশের লোক ?

মহান্ত। আচ্ছা, ওদের একটি সিকি দিতে বল।

পিতামহ একটী সিকি প্রদান করিলে মহান্ত উপকে নিকটে ডাকিয়া একটী অঙ্গুলির দ্বারা তাহার কপালে একটী চিহ্ন করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। অমনি একজন নাপিত আসিয়া উহার হাত ধরিয়া এক স্থানে বসাইয়া পিতামহকে কহিল "মাথাকামানোর দক্ষিণা একটী আধুলি দিন দেখি!"

নারা। কেন ? আমরা কি ভুবণোর বাঙ্গাল ? তাই মাথা কামাইতে এক পয়সার স্থানে এক আধুলি দেব ?

নাপিত। আপনি বলেন কি ? এ যে তীর্থস্থান! এখানে মাথা কামানোর দক্ষিণা এক আধুলির কম নাই। কমে চল্‌বে কেমন ক'রে ?—আমাদের মহান্তকে এক মুটো ক'রে টাকা জমা দিতে হয়।

নারা। ভাল—এক পয়সার স্থানে এক আনা লও। ওর বেশী আমরা দেব না, বরং মাথা থেকে একগাছি চুল ছিঁড়ে পূজা দিতে হয়, তাহাও স্বীকার।

"আসুন বাবু" বলিয়া নাপিত উপ'র সম্মুখের চুলগুলি ঠিক নাটুরে মাঝিদের মত কামাইল, চারিদিক্ কামাইল না ; "দেন বাবু পয়সা দেন।"

ইন্দ্র। ও কিরূপ কামান হ'ল ?

নাপিত। মেপে দেখুন, ঠিক চারি পয়সার মত কামিয়ে দিইছি ; আপনাদের যেমন দান, তেমনি দক্ষিণা।

নারা। বেশ কামান হয়েছে। তারকেশ্বরের বাহিরে গিয়ে আট পয়সা দিয়ে কামিয়ে লওয়া হইবে, তথাপি এখানকার নাপিতকে এক আনার বেশী দেব না।

দেবগণ নাপিতকে বিদায় দিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণের সহিত দোকানে ডালায় ফরমাস দিতে চলিলেন। যাইতে যাইতে ব্রাহ্মণ কহিল "আপনার কত মূল্যের ডালা চাই?"

ব্রহ্মা। চারি আনা মূল্যের।

ব্রাহ্মণ। ও হরি! আপনারা কোন্ দেশের লোক মহাশয়? চারি আনা মূল্যের কি ডালা বিক্রয় হয়? আচ্ছা—বাবাকে ত পেট পূরে খেতে দেবেন?

নারা। চারি আনায় ক্ষুধা যাবে না? ভাল—কত মূল্যের ডালা বিক্রয় হয়?

ব্রাহ্মণ। দশ টাকা হইতে পঞ্চাশ টাকা মূল্যের পর্য্যন্ত ডালা আছে।

নারা। কম মূল্যের আছে কিনা?

ব্রাহ্মণ। কম মূল্যের মধ্যে ঐ দশ টাকার।

নারা। এক টাকার মত দেবো। তোমাদের বাবা কি সর্ব্বগ্রাস ক'রতে ব'সেছেন?

উপ। ঠাকুর কি আর খান? যা কিছু খায় মহান্ত।

ব্রাহ্মণ একজন দোকানীকে এক টাকার মত একখানি ডালা সাজাইতে বলিয়া দেবগণকে দুধকুমড়া নামক দীঘিতে স্নান করাইতে লইয়া চলিল। স্নানান্তে সকলে আসিলে দোকানী তাঁহাদিগকে ডালা প্রদান করিল। ডালায় একটী ওলা, একটী কলা, চাট্টি আতপ চাউল ও দুই চারিটী বিল্বপত্র ছিল।

উপ। এই কি এক টাকার ডালা?

দোকানী। বাবু! ওর বেশী আমরা কোথা থেকে দেব? আমাদের মহান্তকে একমুঠো টাকা জমা দিতে হয়, সে টাকা ত এর মধ্য হ'তেই তুল্‌তে হবে!

উপ ডালা লইয়া অগ্রে অগ্রে এবং দেবগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। যাইবার সময় নারায়ণ ব্রাহ্মণকে কহিলেন, "আসুন মহাশয়! পূজা করাবেন না?" ব্রাহ্মণ কহিল, "আপনারা চ'লে যান, মন্দিরে পূজারি ব্রাহ্মণ আছে। পূজা করান আমাদের কাজ নহে।" দেবতারা অদৃশ্য হইলে ব্রাহ্মণ দোকানীকে কহিল, "দোকানী ভাই! আমার অংশের পয়সা দেও।" দোকানী কহিল, "অবশ্য দেব; ডালা প্রতি টাকায় ছয় আনা যেমন চুক্তি আছে, সে পয়সা তোমাকে কেন না দেব?"

এদিকে দেবগণ "জয় তারকনাথ! ব্যোম তারকনাথ!" শব্দ করিতে করিতে ঠাকুরবাড়ীর দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন; কিন্তু পাহারাওয়ালা দ্বার ছাড়িল না।

ব্রহ্মা। বরুণ? এ কি? ধর্ম্মমন্দিরের দ্বার বন্ধ?

বরুণ। আজ্ঞে! কালটী এম্নি প'ড়েছে—কোনও বিষয়েই পয়সা না হ'লে নিষ্কৃতি নাই। এই দ্বারবান্‌কে কিছু না দিলে ভিতরে প্রবেশ ক'র্‌তে দেবে না।

দেবগণ দ্বারবান্‌কে কিছু দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখেন—অসংখ্য লোক নাটমন্দিরে শয়ন করিয়া,—কেহ রোগ ভাল হইবার জন্য, কেহ সন্তান হইবার জন্য হত্যা দিতেছে এবং সম্মুখে এক বৃহদাকার মন্দির। সকলে মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "ঐ যে মন্দিরের মধ্যে একটি গহ্বর দেখিতেছেন, উহারই মধ্যে তারকেশ্বর আছেন। গহ্বরের উপরিভাগটী রৌপ্যনির্ম্মিত ডেকে ঢাকা রহিয়াছে। তারকেশ্বর একটী অনাদি-লিঙ্গ শিব। যাত্রীদিগের মধ্যে যদি কেহ বেশী পয়সা খরচ করে, তাহা হইলে গহ্বরমধ্যে হস্ত দিয়া স্পর্শানুভব করিয়া দেখিতে দেয়।"

সকলে এইরূপ গল্প করিতেছেন, এমন সময় একজন পুরোহিত ছুটিয়া আসিয়া দেবগণের হস্ত হইতে ডালাখানি লইয়া গৃহের এক কোণে ঢালিয়া রাখিল এবং ডালার উপর দুই চারিটি বিল্বপত্র, চারিটি আতপ চাউল এবং যৎসামান্য ওলাভাঙ্গা প্রসাদস্বরূপ দিয়া কহিল, "আপনারা বাহিরে যান।"

ব্রহ্মা। "দেখ্‌ব না?"

পুরোহিত। দেখা কি আর সমস্ত দিনে শেষ হবে না? আপনারা একা দেখ্‌লে অন্যান্য যাত্রীরা দেখ্‌বে কি?

দেবগণ মন্দিরের পার্শ্বে একস্থানে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "এই যে প্রস্তর পড়িয়া রহিয়াছে, লোকে বলে ইনিই মুকুন্দ ঘোষ। ওদিকে ঐ যে কতকগুলি কবর দেখিতেছেন, উহাতে অনেকগুলি মহান্তকে রাখা হইয়াছে। মহান্ত হইতে হইলে সংসারধর্ম্ম এবং পিতা মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হয়।"

উপ। বরুণ-কাকা! আমার মহান্ত হ'লে হয় না?

নারা। দূর হতভাগা ছেলে! তোর বাপ মা বেঁচে থাক্, তুই কি দুঃখে মহান্ত হবি?

এই সময় পাহারাওলা চীৎকার করিয়া কহিল, "যাত্রিগণ বাহিরে যাও—

মহান্ত মহারাজের পূজা আসিতেছে, তোমাদের আর ভিতরে থাকিবার হুকুম নাই।"

ইন্দ্র। বরুণ! মহান্তের পূজার সময় অন্য লোককে থাকিতে দেয় না কেন?

বরুণ। মহান্ত লোকের নিকট এই ভাব প্রকাশ করেন যে, ঐ সময় তাঁহার শিবের সহিত কথা হয়। তিনি শিবকে বিষয়াদি সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া লন। তদ্ভিন্ন শিবকে "এ খাও, ও খাও" বলিয়া হাতে পেঁপে ক্ষীর প্রভৃতি তুলিয়া তুলিয়া দেন। তিনি "আর খেতে পারিনে" ব'ল্লেও ছাড়েন না।

দেবগণ এই কথা শ্রবণে হাস্য করিতে করিতে বাহিরে আসিলেন। ওদিকে শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া মহান্তের পূজা আরম্ভ হইল। পূজা সমাপ্ত হইলে মহান্ত শিবিকারোহণে, অগ্রে পশ্চাতে পাহারায়, দেবালয় হইতে বাহির হইয়া রাজ-প্রাসাদাভিমুখে চলিলেন।

ইন্দ্র। তারকেশ্বর চা'ল কলা খেয়ে মরেন, সুখ দেখ্‌ছি মহান্তের।

বরুণ। সুখ ব'লে সুখ! শিবগঙ্গার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে যে একটী সুন্দর অট্টালিকা দেখিয়াছ, তাহাতেই মহান্ত বাস করেন। ইঁহার এত সুখ যে, রূপার খাটে শয়ন করেন, সোনার থালে ভাত খান। গৃহে কত সোনা ও রূপা বান্ধান হুঁকা এবং ফর্‌সী আছে। বাবুর গৃহে টানা-পাখা টাঙ্গান এবং নিজেই সখ্‌ ক'রে দেওয়ালে বিশ্রী আয়না টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছেন।

ব্রহ্মা। তারকেশ্বরের সেবা কিরূপ হয়?

বরুণ। বেলা একটা দেড়টার সময় ইঁহার মন্নুই-ভোগ অর্থাৎ পায়স রাঁধিয়া ভোগ দেওয়া হয়। বেলা দুইটা আড়াইটার সময় শৃঙ্গার-বেশ হয় অর্থাৎ শিবকে পুষ্পাদি দ্বারা সুশোভিত করিয়া যাত্রীদিগকে দেখান হয়। রজনীতে শিব লুচি ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি আহার করেন। আহারের পর একটী ধুনুচী আকারের কল্কীতে অর্দ্ধপোয়া আন্দাজ গাঁজা সাজিয়া তাহাতে তালের জটার আগুন দিয়া গুড়গুড়িতে বসাইয়া শিবকে ধূমপান করিতে দেওয়া হয়। ঐ সময়ে কোন যাত্রীর মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিবার অনুমতি নাই। তবে বাহিরে দাঁড়াইয়া গুড়গুড়ির শব্দ শুনিবার অধিকার আছে। তদ্ভিন্ন কিছু সময়ের পর কল্কেটা বাহিরে আনিয়া উপুড় করিয়া ঢালিয়া দেখান হয় যে, শিব সমস্ত গাঁজা খেয়ে গুল ক'রে ছেড়ে দিয়েছেন।

ব্রহ্মা। নারায়ণ! দেখ—কে বলে কলিতে দেবতা নাই?

দেবগণের নিকটে একজন কলু দাঁড়াইয়া ছিল, দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়েরা এখানে কি করিতে আসিয়াছেন ?"

নারা। এই ছেলেটীর একটা ফোঁড়া হওয়ায় তারকেশ্বরের পূজা মানা ছিল, সেই পূজা দিতে আসিয়াছি!

কলু। আপনারা এত কষ্ট করে না এসে মহান্তের ঘানির এক ছটাক আন্দাজ তেল কিনে ঐ স্থানে দিলেই ভাল হ'য়ে যেত।

ব্রহ্মা। বরুণ! এ কি বলে ? মহান্তের ঘানি আছে না কি ?

বরুণ। আজ্ঞে না, মহান্তকে চরিত্র-দোষের জন্য ঘানিকলে জুতে তৈল বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছিল, তাহাতেই ও এ কথা বলিতেছে।

ব্রহ্মা। মহান্ত হিন্দু-দেবমন্দিরের একজন অধ্যক্ষ। তাঁহার চরিত্র-দোষ ?

বরুণ। আজ্ঞে, মহান্তই এ প্রদেশের রাজা। সম্পত্তি যথেষ্ট আছে। মহান্ত মাধবগিরি অল্প বয়সে গদি ও অতুল ঐশ্বর্য্য হাতে পাওয়াতেই দিক্-বিদিক্-জ্ঞান শূন্য ঐ রোগাক্রান্ত হন। বিশেষতঃ, উচ্চবংশীয়েরাও বিষয় পাইলে অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন না। কিন্তু যাহাদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান নাই, এমন সব ফকীরই প্রায় মহান্ত হইয়া থাকে। অতএব তাহারা অর্থের সদ্ব্যবহার কিরূপে জানিবে ? কয়েক বৎসর হইল, মহান্ত ও এলোকেশীর যে অভিনয় হয়, তাহা চিরকাল বঙ্গবাসীদিগের চিত্তপটে অঙ্কিত থাকিবে এবং সহজে আর কোন ভদ্রলোক পরিবারকে তীর্থস্থলে পাঠাইবেন না।

ব্রহ্মা। মহান্ত ও এলোকেশীর অভিনয় আমাকে শ্রবণ করাও।

বরুণ। এই তারকেশ্বরের সন্নিকটে কুমরুল নামক একটী পল্লিগ্রাম আছে। ঐ গ্রামে নীলকমল মুখোপাধ্যায় নামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিত। নীলকমলের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম এলোকেশী। এলোকেশীর নবীন নামক এক যুবার সহিত বিবাহ হয়। নবীনের আত্মীয় স্বজন কেহ না থাকায়—স্ত্রীকে তাহার পিত্রালয়ে রাখিত এবং মাস মাস খরচ পাঠাইত। নীলকমলের প্রথমা স্ত্রী গত হইলে দ্বিতীয় পক্ষে যে স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করে, সেই স্ত্রীর সহিত মহান্তের বিশেষ ভালবাসা ছিল। মহান্ত একদিন যুবতী এলোকেশীকে চক্ষে দেখিয়া উন্মত্ত হয় এবং তাহার বিমাতাকে প্রলোভনে বশ করিয়া দূতীর কাজ করিতে বলে। ঐ বিমাতা নিজ পতি নীলকমলকে 'রাজার শ্বশুর হবে, মহান্ত বিষয় করিয়া দেবে' ইত্যাদি প্রলোভনবাক্যে বশীভূত করিয়া মেয়েটীকে মহান্তের করে সমর্পণ করিবার পরামর্শ দেয় এবং স্ত্রীপুরুষের

পরামর্শ স্থির হইলে, মাগী মেয়েকে তারকেশ্বরে ছেলে হইবার ঔষধ খাওয়াইতে লইয়া যায়। মহান্ত প্রথম দিন বালিকা এলোকেশীকে সন্তান হইবার ঔষধ খাওয়ানোর ছলে মাদক দ্রব্য সেবন করাইয়া অচৈতন্য করিয়া সতীত্ব নষ্ট করে। তৎপরে নানারূপ সোনা রূপার গহনা পাইয়া এলোকেশীর মন মহান্তের প্রতি অনুরক্ত হয়। সে সর্ব্বক্ষণ মহান্তের ভবনে থাকিয়া স্ত্রী পুরুষের ন্যায় বাস করিতে থাকে। ক্রমে এই কথা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইল, নবীনেরও কানে কিছু কিছু উঠিল। নবীন সন্দিগ্ধচিত্তে শ্বশুরালয়ে আসিয়া এলোকেশীকে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলে এলোকেশী কোন কথা গোপন না করিয়া সমস্ত বিষয় খুলিয়া বলিল। সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে নবীনের মন হইল না; সে বলিল, "এলোকেশি! তুমি আমাকে যথার্থ কথা বলায় তোমাকে ক্ষমা করিলাম—চল, তোমাকে কলিকাতায় লইয়া যাই।" ইহা বলিয়া পাল্কি বেহারার অনুসন্ধান করিতে যায়। মহান্ত শুনিল,—এলোকেশী হাত ছাড়া হইতেছে। অতএব ছিনাইয়া লইবার জন্য ঘাটিতে ঘাটিতে পাহারা বসাইল। নবীন দেখিল—স্ত্রী পাই না, মহান্ত এতকাল ভোগ দখল করিয়া আবার চায়, অতএব উভয়েই নিরাশ্বাস হই; এই ভাবিয়া স্ত্রীকে আঁষবঁটীতে কাটিয়া পুলিশে গিয়া উপস্থিত হয়। দেশে হুলস্থুল পড়িয়া গেল, রাস্তায় রাস্তায় এই কথা, এই গান, এই সম্বন্ধে কত পুস্তক বাহির হইতে লাগিল। দেশের যত ধনী লোক অর্থ দিয়া নবীনকে খালাস করিবার জন্য মকদ্দমা করিতে লাগিলেন। গোলযোগে মহান্ত ধরা পড়িল। রাজবিচারে ইহার নাকে দড়া দিয়া জেলখানিতে জুতে খাঁটি সরিয়ার তৈল বাহির করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে।*

ইহার পর দেবগণ একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া আবার বৈদ্যবাটীর অভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে বরুণ কহিলেন, "তারকেশ্বরে চৈত্র মাসে গাজন উপলক্ষে এবং শিবরাত্রির সময় বিস্তর যাত্রী আসিয়া থাকে। যাত্রীদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকই অধিক। ঐ রাত্রে অনেক কুচরিত্র পুরুষও উপস্থিত থাকে ও তাহারা সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখিলে তাহাদিগের উপর নানারূপ অত্যাচার করে। এই অত্যাচার নিবারণ জন্য পুলিশ নিযুক্ত থাকে। এখানে সর্ব্বদা উৎকট রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা—কি পাপে ঐ রোগ হইয়াছে এবং কি করিলে

---

* কয়েক বৎসর হইল মহান্ত মাধবগিরির মৃত্যু হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহারই এক শিষ্য মহান্তগিরি করিতেছেন।—সম্পাদক।

আরোগ্য হয়, জানিবার জন্য আসিয়া হত্যা দিয়া থাকে। যাত্রীদিগের নিকট হইতে প্রত্যহ তারকেশ্বরের যথেষ্ট টাকা আয় হয়। মহান্ত কর্ত্তৃক—দেশের যাহাতে প্রকৃত উপকার হয় এমন কোন কাজ হয় নাই। মহান্তদিগের গিরি, পর্ব্বত, বন, অরণ্য, পুরী, ভারতী, নদী, সমুদ্র ইত্যাদি দশটী উপাধি আছে। তন্মধ্যে তারকেশ্বরের মহান্তের উপাধি গিরি এবং বৈদ্যবাটীর কালীর মহান্তের উপাধি ভারতী। কোন মহান্তের মৃত্যু হইলে তাঁহার প্রধান চেলা গদীতে বসিয়া থাকে। গদী প্রাপ্তির দিন উক্ত দশ উপাধিধারী মহান্তেরা একত্র হইয়া তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া থাকেন। তারকেশ্বরে একটী কালীবাড়ী আছে।

নারা। শৈবতীর্থে কালীবাড়ী কেন ?

বরুণ। যদি কাহারও মদের মুখে পাঁটা খাইতে ইচ্ছা হয়, এই অভিপ্রায়েই বোধ হয় কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

ক্রমে দেবগণের গাড়ী বৈদ্যবাটীতে উপস্থিত হইল। এবং তাঁহারা সে রাত্র তথায় অতিবাহিত করিয়া প্রাতে ষ্টেশনে যাইলেন। এবং শ্রীরামপুরের টিকিট লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। যে গাড়ীতে তাঁহারা বসিয়াছিলেন, তাহাতে বর্দ্ধমানের একটী লোক ছিল। দেবগণের সহিত আলাপ হইলে পিতামহ কহিলেন, "আমরা বর্দ্ধমান দেখিয়া আসিলাম সত্য ; কিন্তু তথাপি আপনি বর্দ্ধমানের বিষয় আমাদিগকে বলুন।"

লোক। প্রায় সার্দ্ধ দুই শত বর্ষ কাল পূর্ব্বে আবুরায় ও বাবুরায় নামে পঞ্জাবপ্রদেশস্থ দুইজন সুপ্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় মহাজন বর্দ্ধমানে ব্যবসা করিতে আইসেন; ইঁহারা দুই সহোদরে বঙ্গদেশের নানাস্থানে বস্ত্রাদি বিক্রয় করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং কালক্রমে বর্দ্ধমানে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। বর্দ্ধমানের রাজারা ইঁহাদের বংশধর। সম্পদে ও সম্ভ্রমে বর্দ্ধমানের রাজারা বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বপ্রধান। উঁহাদের নানা প্রকারে সর্ব্বশুদ্ধ বার্ষিক আয় প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ; ইহার মধ্যে ৩২ লক্ষ ৪৯ সহস্র টাকা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে কর দিতে হয়। পাণ্ডিত্য, বীরত্ব, দয়া, দাক্ষিণ্য, দেশহিতৈষিতা, পরোপকারিতা প্রভৃতি বরণীয় গুণপুঞ্জে যে সকল মহানুভব পুরুষ ও রমণীরত্ন এই বংশের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্র, মহারাজা তেজচন্দ্র, মহারাজা তিলকচন্দ্র, মহারাণী বিষণ-কুমারী, মহারাণী শোভাকুমারী, মহারাণী নারায়ণকুমারী, মহারাজা মহাতাপ চাঁদ সর্ব্বপ্রধান। মহারাজা মহাতাপচাঁদ ইংরাজী, বাঙ্গালা, পারস্য এবং সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল

বাহাদুরের ব্যবস্থাপক সভায় ইংরাজী ১৮৬৪ অব্দে ইনিই সর্ব্বপ্রথম দেশীয় সভ্য নির্ব্বাচিত হয়েন। মহাতাপ বাহাদুরের কীর্ত্তিপুঞ্জের মধ্যে গোলাপবাষ, মহাতাপ মঞ্জিল, বালিকা বিদ্যালয়, দেল্‌খোস, ইংরাজী বিদ্যালয়, দেওয়ানী খাস, দাতব্য ঔষধালয়, মতিঝিল, মাদ্রাসা প্রভৃতি প্রধান। অনুমত্যনুসারে এবং প্রভূত ব্যয়ে সংস্কৃত মহাভারত ও রামায়ণ এবং বহুবিধ পারস্য ও প্রধান হিন্দুশাস্ত্র বঙ্গভাষায় অনূদিত হয় এবং তদ্ব্যতীত নানাবিধ সংগীতগ্রন্থ প্রচারিত হইয়া বিনামূল্যে সাধারণ্যে বিতরিত হয়। মহাতাপচাঁদ বাহাদুরের অসংখ্য কীর্ত্তি ও বদান্যতার কথা অল্প সময়ের মধ্যে বিবৃত হওয়া অসম্ভব মহাতাপচাঁদ বাহাদুর ইংরাজী ১৮৭৮ অব্দে ভাগলপুরে কলেবর ত্যাগ করেন, তখন তাঁহার বয়স ৬২ বর্ষ মাত্র। ইঁহার মৃত্যুর পর আফ্‌তাফ্‌চাঁদ বাহাদুর রাজ্যে অভিষিক্ত হন। ইঁহার সময়ে পাব্‌লিক লাইব্রেরি, রাজকলেজ, অন্নসত্র, ছাত্রাশ্রম এবং বহুসংখ্যক দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। আফ্‌তাফ্‌চাঁদ ১৮৮৩ অব্দে প্রায় ২৬ বর্ষ বয়ঃক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই অল্পকাল মধ্যে ইনি বহুবিধ কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার রূপবতী ও গুণবতী সহধর্ম্মিণী (মহারাণী বিনোদেয়ী দেবী) ১২৯৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে পরলোক গমন করিয়াছেন; এরূপ তেজস্বিনী রমণী এদেশে আর কখন জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। আফ্‌তাফ্‌চাঁদের পরে মহারাজা বিজয়চাঁদ মহাতাপচাঁদ বাহাদুরের পোষ্যপুত্ররূপে গৃহীত হইয়া রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। বর্ত্তমান মহারাজা বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের সুযোগ্য সদস্য অনরেবল শ্রীযুক্ত লালা বনবিহারী কর্পূর রায়বাহাদুর মহাশয়ের পুত্র। বনবিহারী বাবু মানকরের নিকট গোঁসাই গ্রামে ১২৫৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণে সুশোভিত এবং তীক্ষ্ণদর্শী ও রাজকার্য্যে সুপটু। বাঙ্গালা সাহিত্যে ইনি বিশেষ অনুরাগী এবং দরিদ্রের দুঃখমোচনে সততই মুক্তহস্ত। ইনি অতীব সামান্য অবস্থা হইতে নিজ ক্ষমতাবলে বিলক্ষণ উন্নতি করিয়াছেন। এরূপ লোক যথার্থই প্রশংসার পাত্র।" এই সময়ে ট্রেন হুপাহুপ্ শব্দে শ্রীরামপুরে আসিয়া পঁহুছিল।

দেবগণ ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিলেন এবং কয়জনে দেখিতে দেখিতে নগরাভিমুখে চলিলেন। তাঁহারা যে দিকে চাহেন, দেখেন—সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা সকল বিরাজ করিতেছে। ঘরে ঘরে কনসার্ট বাজিতেছে। সকলেই সানন্দচিত্ত। পিতামহ কহিলেন, "বরুণ। এ নগর নির্ম্মাণ করে কে?"

শ্রীরামপুর

বরুণ। এই সুন্দর স্থানটীর নাম শ্রীরামপুর। শ্রীরামপুর ব্রিটিশ্ ইণ্ডিয়ার মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট স্থান। এই স্থানে পূর্ব্বে খৃষ্টমিসনরিরা বাস করিতেন; নগরটী ডেন্‌সদিগের দ্বারা নির্ম্মিত হয়। উহারা ইহাতে ১৭৫৫ খৃঃ হইতে ১৮৪৫ খৃঃ পর্য্যন্ত প্রায় ৯০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। তৎপরে অন্যূন ১২০,০০০ টাকা মূল্যে ইংরাজদিগকে বিক্রয় করিয়াছে।

দেবগণ ইহার পর এক স্থানে বাসা করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন তৎপরে ভাগীরথীতে স্নান করিতে চলিলেন। গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া পিতামহ কহিলেন, "আহা! তীরে সুন্দর অট্টালিকা—বিশেষতঃ বাঁধা ঘাট বিরাজ করাতে আমার সুরধুনীর কি আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছে!"

বরুণ। পিতামহ! সম্মুখে দেখুন—ময়দা এবং সুরকীর কল।

ব্রহ্মা। ময়দার কল? কলে ময়দা তৈয়ার হ'চ্চে?

বরুণ। আজ্ঞে, কলে গম ভাঙ্গিয়া অতি উৎকৃষ্ট ময়দা প্রস্তুত করিয়া দিতেছে। যে ময়দা শত শত লোক এক দিনে প্রস্তুত করিতে পারে না, কলে তাহা এক ঘণ্টায় প্রস্তুত করিয়া দেয়।

দেবগণ স্নানান্তে বাসায় আসিয়া আহারাদি করিয়া কলেজ দেখিতে চলিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেবরাজ কহিলেন, "বরুণ। কলেজ বাড়ীটি ত বড় সুন্দর! বিশেষতঃ ইহার চূড়াগুলি দেখিতে বড় সুন্দর! কলেজের সন্নিকটস্থ বাড়ী এবং তাহার সংলগ্ন পুষ্পোদ্যান সকল দেখিয়া আমার যেন অমরাবতী বলিয়া ভ্রম জন্মিতেছে!"

বরুণ। দেবরাজ! এই কলেজ-বাড়ীটি নির্ম্মাণ করিতে প্রায় ১,৫০,০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ইহার ছাদ এবং সিঁড়ি লৌহে নির্ম্মিত!

দেবগণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন—বালকগণ বিদ্যাধ্যয়ন করিতেছে। প্রত্যেকেরই হস্তে এক খানি বাইবেল। তাঁহারা একটী গৃহে প্রবেশ করিয়া যে দিকে চাহেন, দেখেন—উত্তম উত্তম বাঁধান অসংখ্য পুস্তক রহিয়াছে।

উপ। বরুণ কাকা! এ ঘরে যে পুস্তকগুলা রহিয়াছে, বোধ হয় এক দুই ক'রে গণ্‌তে আমার জীবন কেটে যায়।

বরুণ। দেখ দেবরাজ! এইটী কলেজের পুস্তকালয়। এই পুস্তকালয়টীতে বিস্তর উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক আছে।

এখান হইতে সকলে এক স্থানে উপস্থিত হইলে উপ চীৎকার করিয়া কহিল, "বরুণ কাকা! আবার একটা কিসের কল?"

বরুণ। পিতামহ! কাগজের কল দেখুন। শ্রীরামপুরের কাগজ বলে একপ্রকার যে বিখ্যাত কাগজ ছিল, তাহা এই কলেই প্রস্তুত হইত। এক্ষণে কাগজের কল উঠিয়া গিয়া পাটের কল হইয়াছে।

এখান হইতে যাইয়া সকলে শ্রীরামপুরের বাজারে উপস্থিত হইয়া দেখেন—নানা দোকানে নানাপ্রকার দ্রব্যাদি বিক্রয় হইতেছে। কোন দোকানে "রামে রাম" শব্দে কয়ালেরা চাউল ওজন করিতেছে। কোন দোকানে বেণেরা চারি কড়ার তুঁতে, অর্দ্ধ পয়সার সুপারি, দশ কড়ার তেজপাত বিক্রয় করিতে করিতে ক্লান্ত হইতেছে। এক স্থানে বসিয়া মেছনীরা মৎস্য বিক্রয় করিতেছে। অপর স্থানে তরিতরকারী বিক্রয় হইতেছে। দেখিতে দেখিতে একটী চার্চ্চের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "এই চার্চ্চটী ১৮০৫ সালে নির্ম্মিত হয়।"

এখান হইতে সকলে ভাল ভাল অট্টালিকা দেখিতে দেখিতে চলিলেন এবং গোস্বামীদের বাটীর নিকট দিয়া মৃত গোলকচন্দ্র রায়ের বাটীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখেন,—এক ব্যক্তি করযোড়ে দাঁড়াইয়া করুণস্বরে কহিতেছে, "আপনারা শ্রীরামপুরের মস্তকস্বরূপ, অতএব আমার প্রতি কৃপা করিয়া জাতিতে তুলিয়া লউন।"

তৎশ্রবণে এক ব্যক্তি কহিতেছে,—"তা আমরা কেমন ক'রে পারি? তুমি যবনের উচ্ছিষ্ট লইয়া সংসার ধর্ম্ম করিতেছে। তাহার হাতে খাইয়া ধর্ম্মের মাথা খাইতেছ। আমরা কি কারণে তাহার হাতে খাইয়া ইহকাল ও পরকাল খোয়াইব?"

নারা। বরুণ! বিষয়টা কি?

বরুণ। ঐ ব্যক্তির স্ত্রী একজন যবনের সহিত বাটী হইতে পলায়। বাবুটী অত্যন্ত স্ত্রৈণ বলিয়া কেঁদে কেঁদে অস্থির হন ও শেষে অনেক কষ্টে অনেক অর্থব্যয়ে সেই পলান ধনকে গৃহে আনিয়া ঘরকন্না করিতেছে। সমাজ এই অপরাধে উহাকে সমাজচ্যুত করাতে লোকের বাড়ী বাড়ী করযোড়ে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে।

ব্রহ্মা। এ বাড়ীটি কাহার ?

বরুণ। গোলকচন্দ্র রায় নামক এক ব্যক্তির। ইনি অত্যন্ত দানশীল ও ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। ইনি এমন দাতা ছিলেন যে, অদ্যাপি বঙ্গদেশের অনেক লোক দিনটা ভাল যাইবার আশায় প্রাতে উঠিয়াই মহাত্মা গোলক রায়ের নাম স্মরণ করিয়া থাকে।

ব্রহ্মা। এদিকের ও সুন্দর বাড়ী কাহার ?

বরুণ। শ্রীরামপুরের গোঁসাইদিগের।

ব্রহ্মা। তুমি গোঁসাইদিগের বিষয় আমাকে বল।

বরুণ। শ্রীরামপুরের গোস্বামীরা বঙ্গদেশের মধ্যে বহুদিনের সম্ভ্রান্ত ও বিখ্যাত ধনী জমীদার। রামনারায়ণ গোস্বামী প্রথমে তাঁহার পৈতৃক ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া বাণিজ্য আরম্ভ করেন। তিনি শ্রীরামপুরের দিনামার সদাগরদিগকে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং সেই টাকায় বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও পূর্ণিয়া জেলার বিস্তর জমীদারি খরিদ করেন। রামায়ণ গোস্বামীর পুত্রের নাম কমললোচন গোস্বামী। ইনি গবর্ণমেণ্টের অধীনে কমিসেরিয়েটের এজেণ্টের কার্য্য করিয়া যথেষ্ট ধন উপার্জ্জন করিয়া হুগলী জেলায় বিস্তর বিষয় খরিদ করেন। তাঁহার পুত্র ঠাকুরদাস গোস্বামীও ঐ কার্য্য করিয়া বিস্তর অর্থোপার্জ্জন করেন এবং রাণাঘাটের পালচৌধুরীদিগের অবস্থা এই সময় খারাপ হওয়ায় তাঁহাদিগের অনেক বিষয় খরিদ করেন। এক্ষণে গোপীকৃষ্ণ গোস্বামী ও তাঁহার ভ্রাতারা এই অতুল ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারী। শ্রীরামপুরের অনতিদূরে মাহেশ ও বল্লভপুর নামক স্থান আছে। তথাকার রাধাবল্লভ বড় বিখ্যাত। রথের সময় মাহেশে অত্যন্ত সমারোহ হইয়া থাকে।

ব্রহ্মা। তুমি রাধাবল্লভের বিষয় আমাকে বল।

বরুণ। সার্দ্ধদ্বিশত বৎসর পূর্ব্বে বল্লভপুর গ্রাম ছিল না ; তখন ঐ স্থানে অত্যন্ত জঙ্গল ছিল। ঐ সময় রুদ্ররাম পণ্ডিত নামক এক ব্যক্তি শ্রীরামপুরের অনতিদূরে চাতরা নামক গ্রামে মাতুলালয়ে বাস করিতেন। তাঁহার মাতুলগৃহে গৌরাঙ্গদেবের প্রতিমূর্ত্তি ছিল। একদিন রুদ্ররামকে গৌরাঙ্গদেবের পূজা করিতে দেখিয়া তাঁহার মাতুল "তোমার এখনও পূজায় অধিকার হয় নাই" বলিয়া অত্যন্ত তিরস্কার করেন। ইহাতে রুদ্ররামের মনে অত্যন্ত ঘৃণা হয় ও বল্লভপুরের জঙ্গলের মধ্যে যাইয়া তপস্যা আরম্ভ করেন। তাঁহার তপস্যায়

সন্তুষ্ট হইয়া রাধাবল্লভ স্বপ্ন দেন, গৌড়ের নবাববাটীর অন্তঃপুরস্থ গৃহদ্বারের উপরে একখানি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর আছে। প্রস্তরখানি সর্ব্বদাই ঘামিয়া থাকে। তুমি ঐ প্রস্তর আনিয়া তোমার উপাস্য দেবতার মূর্ত্তি সংগঠন করিয়া উপাসনাদি কর—অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।" রুদ্ররাম স্বপ্ন দেখিয়া গৌড় নগরে প্রস্থান করেন এবং নবাবের মন্ত্রী অত্যন্ত হিন্দু ছিলেন—তাঁহাকে সবিশেষ বলেন। মন্ত্রী "যে পাথর ঘামে সে পাথর বাড়ীতে রাখিলে মহা অমঙ্গল ঘটে"—এই কথা নবাবকে বলায়, নবাব পাথরখানি খসাইয়া জলে ফেলিয়া দিবার অনুমতি দেন। পাথর জলে ফেলিয়া দেওয়ায় রুদ্ররাম পণ্ডিত প্রাপ্ত হইলেন না, অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দৈববাণী হইল "তুমি মাহেশ যাও, তথাকার স্নানের ঘাটে ঐ পাথর প্রাপ্ত হইবে।" রুদ্ররাম পণ্ডিত তৎশ্রবণে মাহেশে আসিয়া প্রস্তরখানি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি সুনিপুণ ভাস্কর ডাকাইয়া রাধাবল্লভ-মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইলেন। এমন সুন্দর মূর্ত্তি এদেশে দ্বিতীয় নাই। ঐ প্রস্তরে তিনটী মূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়াছিল—বল্লভপুরের রাধাবল্লভ, খড়দহের শ্যামসুন্দর এবং সাঁইবনের নন্দদুলাল।

মুর্শিদাবাদের নবাবের কোন হিন্দু কর্ম্মচারী আকনা ও মাহেশের মধ্য হইতে কিয়দংশ ভূমি বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া রাধাবল্লভকে প্রদান করেন এবং ঠাকুরের নাম অনুসারে এই স্থানের নাম বল্লভপুর রাখেন। ঐ সময় ঐ স্থানের বার্ষিক রাজস্ব ১৮ টাকা ছিল। ইহার দেড়শত বৎসর পরে রাজা নবকৃষ্ণ গ্রামটীকে ভারজাই তালুক করিয়া দেন। ১৫৯৯ সালে কলিকাতার নয়ানচাঁদ মল্লিক রাধাবল্লভের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন; ঐ মন্দির ভগ্নাবস্থায় ভাগীরথী-তীরে বর্ত্তমান আছে। ১৮৮৫ সালে গৌরচরণ মল্লিক বর্ত্তমান মন্দিরটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন এবং ঠাকুরের সেবার জন্য প্রাত্যহিক ২ টাকা বৃত্তি ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন। ১২৫৭ সালে প্রণামী লইয়া গোল হওয়ায় মাহেশের জগন্নাথ আর রথের সময় রাধাবল্লভের গৃহে আসেন না। কলিকাতার শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বল্লভের রথ ও জগন্নাথ নির্ম্মাণ করেন। রাজা নবকৃষ্ণ সেবার্থ বল্লভপুর দান করেন। কলিকাতা বৌবাজারের শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভগিনী শ্রীমতী আনন্দময়ী ঠাকুরাণী ১২৪৫ সালে বল্লভপুরের ঘাট প্রস্তুত করিয়া দেন। ঘাটের দুই পার্শ্বে দুইটী নহবৎখানা আছে। কলিকাতার মতি মল্লিক রাসমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। রুদ্ররাম পণ্ডিত বিবাহ করেন নাই; তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রতিরাম, ঠাকুরের সেবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। রতিরামের

বংশ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইঁহারা সোনার বেণের দান গ্রহণ করিয়া পতিত হন—এক্ষণে চতুঃসাগরী করিয়া জেতে উঠিয়াছেন।

দেবগণ ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "দেবরাজ! পর পারে যে স্থান দেখিতেছ, উহার নাম বারাকপুর।"

দেবগণ বারাকপুর দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বরুণ একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া সকলকে উঠিতে কহিলেন। সকলে নৌকারোহণ করিলে পিতামহ তীরের দিকে চাহিয়া দেখেন—এক ব্রাহ্মণের গাত্রে নামাবলি, সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ। সে, পাছে কোন অস্পৃশ্য দ্রব্য স্পর্শ করিতে হয় এই আশঙ্কায়, লাফাইয়া লাফাইয়া যাইতেছে। পিতামহ লোকটাকে ধার্ম্মিক মনে করিয়া একদৃষ্টে চাহিতে লাগিলেন; ক্রমে নৌকাও গিয়া পর পারে লাগিল।

দেবগণ নগরে প্রবেশ করিয়া দেখেন—রাস্তার একদিক দিয়া একদল গোরা যাইতেছে। অপর দিক্ দিয়া দুই চারি জন সিপাই চলিয়াছে। পিতামহ কহিলেন, "এ স্থানে আসিয়া আমার বড় ভয় করিতেছে। এ স্থানের নাম কি বরুণ ?"

বরুণ। এ স্থানের নাম বারাকপুর। এখানে গবর্ণমেণ্টের বারিক ইত্যাদি আছে। নগরটীর নাম চাণক্। কলিকাতা-সংস্থাপক জব চার্ণক সাহেব এই স্থানে সর্ব্বদা বাস করিতেন। কথিত আছে চার্ণক সাহেব একটী সুন্দরী হিন্দু বিধবাকে সহমরণে চিতা হইতে রক্ষা করিয়া তাঁহারই পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের উভয়ের এতদূর প্রণয় জন্মে যে, স্ত্রীলোকটীর মৃত্যু হইলে সাহেব শোকে নিতান্ত অধীর হন। তিনি প্রত্যহ ঐ রমণীর কবরের নিকট যাইয়া রোদন করিতেন ও ভালবাসা দেখাইবার জন্য এক একটী কুক্কুট বলি দিতেন। কবরটি অদ্যাপি এখানে বর্ত্তমান আছে।

উপ। বরুণ-কাকা! মাগী বাঙ্গালী, সাহেব ইংরাজ। পরস্পরের কথা কেমন ক'রে বুঝতে পারতো ?

বরুণ। দেখুন পিতামহ! এই বারাকপুরেই সর্ব্বপ্রথমে সিপাহী বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। এই স্থানের সিপাহীরা টোটা কাটিতে প্রথমে অস্বীকার করে।

দেবগণ বারিকের নিকট দিয়া বড়বাজারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া দেখেন—নানা দোকানে নানাপ্রকার দ্রব্যাদি বিক্রয় হইতেছে। কোন দোকানের সম্মুখে বসিয়া চারিজন দোকানী তাস খেলিতেছে এবং উভয় পক্ষের স্বপক্ষ হইয়া আর চারি পাঁচ জন জয় পরাজয় ঘোষণা করিতেছে। খেলোয়াড়দিগের মধ্যে ঐ সময় কাহারও দোকানে খরিদ্দার আসায় সে নিকটস্থ অপর ব্যক্তিকে "দাদা, আমার হয়ে খেল ত ভাই" বলিয়া ছুটিয়া গিয়া খরিদ্দার বিদায় করিতেছে। কোন দোকানে দোকানী খাতায় হিসাব লিখিতেছে এবং এক একবার নিকটে টাঙ্গানো টিয়া পাখীর দিকে চাহিয়া "হরে কৃষ্ণ, হরে—কৃষ্ণ—কৃষ্ণ কৃষ্ণ—রাম রাম, পড় বাবা" বলিয়া চুমকুড়ী দিতেছে। কোন দোকানের দোকানী সুর করিয়া রামায়ণ পাঠ করিতেছে এবং চারিপাঁচ

জন শ্রোতা বসিয়া শুনিতেছে। বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! এ বাজারে সমস্ত দ্রব্যই হার বান্ধিয়া বিক্রয় হয়, নচেৎ দোকানদারেরা গোরাদিগকে মাতাল দেখিলে প্রতারণা করিয়া বেশী মূল্য লইতে পারে।"

এখান হইতে সকলে চিড়িয়াখানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন—শৃগাল, বন্য মহিষ, শূকর, ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, হরিণ ও নানাপ্রকার পশু পক্ষী রহিয়াছে। বরুণ কহিলেন, "চাণকের চিড়িয়াখানা পূর্ব্বে বড় উৎকৃষ্ট ও বিখ্যাত ছিল। এক্ষণে ইহার যাবতীয় জীবজন্তু কলিকাতার জুওলজিকেল গার্ডেনে লইয়া গিয়াছে।"

ইহার পর দেবতারা বারিকের নিকট উপস্থিত হইয়া সবিস্ময়ে চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিলেন। এক্ষণে বেলা অপরাহ্ন, এজন্য ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট্ আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করিয়াছিল। তাঁহারা দেখেন—কোন স্থানে কতকগুলি সিপাই প্যারেড্ শিক্ষা করিতেছে।

দেবগণ এক্‌জিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ারের অফিস, ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের বাটী, মিউনিসিপ্যাল হাসপাতাল এবং গবর্ণর জেনেরলের বাটী দেখিয়া একস্থানে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! ঐ যে দোতলাগুলি দেখিতেছেন, উহারই নাম বারিক। ঐ স্থানে সৈন্যেরা বাস করে। পূর্ব্বে ঐ সমস্ত বারিক মাটির ছিল, এক্ষণে ইষ্টক-নির্ম্মিত হইয়াছে।"

উপ। বরুণ-কাকা! আমাকে কেন সৈন্যের দলে দাও না?

নারা। সত্য বরুণ, উপকে সৈনিকের দলে দিলে হয়!

বরুণ। একে নেবে কেন? এ যে বাঙ্গালী!

ইন্দ্র। বাঙ্গালী হ'লে কি সৈনিকের দলে লয় না।

বরুণ। না।

ব্রহ্মা। বরুণ! লওয়া হয় না কেন?

বরুণ। বাঙ্গালী ভীরু; পাছে বন্দুকের গুলিতে হাত পা ভাঙ্গিয়া ফেলে, এই ভয়। দেখুন পিতামহ! সন্ধ্যা আগত প্রায়, এখানে রাত্রি নয়টার পর ভ্রমণ নিষেধ; অতএব আমাদের এখান হইতে প্রস্থান করাই উচিত।

নারা। এখানে নয়টা রাত্রির পর ভ্রমণ নিষেধ কেন?

বরুণ। পাছে কোন ছদ্মবেশী লোক রজনীতে ক্যাণ্টন্‌মেণ্টের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গোপনে অনুসন্ধান করে, এই জন্যই ঐ নিয়ম করা হইয়াছে।

ব্রহ্মা। আমাদের এখানে থাকিবার কোন আবশ্যকতা নাই। চল অন্য জনীযোগেই আমরা প্রস্থান করি।

বরুণ। এই বারাকপুরের নিকটে মণিরামপুর প্রভৃতি কতকগুলি গণ্ডগ্রাম আছে। এই মণিরামপুরে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে (সন ১২১৭ সালে) দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা গোলোকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একজন প্রধান কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। দুর্গাচরণ দশ বৎসর বয়সে কলিকাতায় আসিয়া হিন্দুকলেজে ভর্ত্তি হন এবং চারি বৎসরের মধ্যে সিনিয়ার ডিপার্টমেন্টে অর্থাৎ বিদ্যালয়ের উচ্চতম বিভাগে উত্থিত হয়েন। পঞ্চদশবর্ষমাত্র বয়ঃক্রমে অসাধারণ ধীশক্তি ও নৈসর্গিক প্রতিভাবলে দুর্গাচরণ প্রভূত সুখ্যাতি ও একটী বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন। এই সময়েই দুর্গাচরণ স্বধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। অর্থের অনটনপ্রযুক্ত কলেজ ছাড়িয়া ইনি প্রথমে লবণের গোলায় চাকরী করেন। ইঁহার বিদ্যোপার্জ্জনের ইচ্ছা এতদূর বলবতী ছিল যে, লবণের গোলায় চাকরী-কালে একদা তিনি তথাকার দেওয়ান সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট নিজ মনোভিলাষ ব্যক্ত করেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর দুর্গাচরণের পিতাকে আহ্বান করিয়া পুত্রকে কলেজে পুনঃ প্রবিষ্ট করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন।

এইরূপে দুর্গাচরণ যদিও হিন্দুকলেজে পুনঃপ্রবিষ্ট হইলেন, কিন্তু তাঁহাকে অধিককাল তথায় বিদ্যাধ্যয়ন করিতে হইল না। বহু পরিবারের ভরণপোষণে পিতাকে অক্ষম দেখিয়া তিনি বৎসরের মধ্যেই পুনরায় কলেজ পরিত্যাগ করেন। ২১ বৎসর বয়ঃক্রমকালে দুর্গাচরণ মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ারের সংস্থাপিত ইংরাজি বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য্য প্রাপ্ত হইলেন। এই সময় ইনি চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে অভিলাষী হন। ইঁহার ডাক্তারি শিখিবার প্রধান কারণ এই,—এক সময় ইঁহার স্ত্রীর পীড়ার সংবাদ ভৃত্যমুখে শুনিয়া তাড়াতাড়ি বাটী যাইলেন এবং চিকিৎসক লইয়া বাটী প্রত্যাগত হইবার পূর্ব্বেই দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। এই ভয়ানক সময়ে সুযোগ্য চিকিৎসকের অভাবে তাঁহার পত্নীকে হাতুড়ের চিকিৎসাধীনে থাকিতে হইয়াছিল। তিনি ইহার বিষময় ফল দেখিয়াই চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিবেন—প্রতিজ্ঞা করেন। ইনি ২৮ বৎসর বয়সে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সময়ে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক্, সার্ এডওয়ার্ড রাইন্, ডেভিড্ হেয়ার প্রভৃতি মহাত্মাগণের যত্নে ও পৃষ্ঠপোষকতায় কলিকাতায় "মেডিকেল কলেজ" সংস্থাপিত হয়। দুর্গাচরণ পিতার অভিমতে মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং প্রত্যহ দুই ঘণ্টা করিয়া সেখানে পড়িতেন। হেয়ারের বিদ্যালয়ে জোন্স নামক এক ব্যক্তি

তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়াই দুর্গাচরণকে অবগত করাইলেন যে, তিনি অতঃপর আর প্রতিদিন দুই ঘণ্টা করিয়া অবকাশ পাইবেন না। ইহাতে দুর্গাচরণ শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়া অনন্যকর্ম্মা ও অনন্যমনা হইয়া কেবল চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়নেই মনঃসংযোগ করিলেন।

তিনি পাঁচ বৎসরকাল মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হওয়াতে কলেজ পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে নিম্নলিখিত ঘটনাটী ঘটে—"মেসার্স জারডিন স্কিনার এণ্ড কোং"র আফিসের মুচ্ছুদ্দি বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন; চিকিৎসকগণ পীড়া সঙ্কটাপন্ন—আরোগ্য হইবার নহে বলেন। অবশেষে দুর্গাচরণকে আনয়ন করা হইল, তিনি ঔষধের ব্যবস্থাপত্র দিয়া প্রস্থান করিলেন। এই সময় জ্যাক্‌সন্ সাহেবকে দেখিতে দেওয়া হয়; ডাক্তার জ্যাক্‌সন্ উহা দেখিয়া বলিলেন "ঠিকই হইয়াছে" এবং ঔষধের গুণে রোগীর বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে। তিনি সাতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং দুর্গাচরণের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহাকে "নেটিভ জ্যাক্‌সন্" উপাধি প্রদান করিলেন। এই ঘটনার পর হইতে দুর্গাচরণের সৌভাগ্যসূর্য্য উদয় হইল,—তাঁহার নাম ও যশ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল।

নীলকমল বাবু সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিলে তাঁহার বন্ধু পণ্ডিতপ্রবর বিদ্যাসাগর মহাশয় ও স্বদেশহিতৈষী বাবু রাজেন্দ্রনাথ দত্ত উভয়েই দুর্গাচরণকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে মাসিক ৮০ টাকা বেতনে খাজাঞ্চির কার্য্য গ্রহণ করিতে এবং প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে চিকিৎসা ব্যবসা অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিলেন। দুর্গাচরণও তাঁহাদিগের পরামর্শমত কিছুকাল কার্য্য করেন। পরে ৩৪ বৎসর বয়সে তিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ের উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিলেন। অত্যল্পকালমধ্যেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসক বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইলেন; তাঁহার বাটী প্রাতে ও বৈকালে সহস্র সহস্র পীড়িত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। অধিক কি তাঁহার উপর সকলেরই একপ্রকার দৃঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস জন্মিল যে, তিনি রোগীর নিকট আসিলেই লোকে মনে করিত, স্বয়ং ধন্বন্তরি আসিয়াছেন—রোগী নিশ্চয়ই আরোগ্যলাভ করিবে। দৃষ্টিমাত্রেই তাঁহার রোগনির্ণয়ের অলৌকিক ক্ষমতা ও চিকিৎসাশাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শিতা দেখিয়া তাঁহাকে সকলে দেবানুগৃহীত বলিয়া স্বীকার করিত। দশ বৎসরের মধ্যেই তিনি ন্যূনাধিক লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিলেন।

যে সকল দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি আরোগ্য হইবার নহে বলিয়া কবিরাজ, হাকিম ও অন্যান্য ডাক্তারগণ রোগীর জীবনের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতেন, দুর্গাচরণ অনেক স্থলে সে সকলও আরাম করিতে সমর্থ হইতেন। কথিত আছে, একদা ভারতবর্ষের কোন গবর্ণর্ জেনারলের সহধর্ম্মিণী কোন সঙ্কটা রোগে আক্রান্ত হইলে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ইংরাজ চিকিৎসকগণ তাঁহার চিকিৎসা করেন; কিন্তু কেহই প্রকৃত রোগ নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়েন নাই। অবশেষে চিকিৎসার জন্য দুর্গাচরণকে আনা হইল। তিনি গবর্ণরের প্রাসাদে যাইয়া দেখিলেন, অনেকগুলি ইংরাজ চিকিৎসক ও ভদ্রলোক তথায় সমবেত— সকলেরই বদনে নিরাশার রেখা অঙ্কিত। সকলেই মনে কম্বিলন যে, রোগ আরোগ্য করা ইংরাজের অসাধ্য। দুর্গাচরণ সেখানে উপস্থিত হইয়া রোগীর রোগবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শুনিলেন ও তাঁহাকে ভালরূপে পরীক্ষা করিলেন। পরে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনারা কয়েক মুহূর্তের জন্য অনুগ্রহ করিয়া রোগীকে আমার নিকট রাখিয়া গৃহান্তরে গমন করুন।" সকলেই গৃহ পরিত্যাগ করিলে তিনি অত্যদ্ভুত ও আশ্চর্য্য কৌশলে সে যাত্রা গবর্ণরপত্নীর প্রাণরক্ষা করিলেন।

ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ দত্ত কলিকাতায় প্রথম হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলে হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক মতাবলম্বীদিগের মধ্যে মহাবিরোধ উপস্থিত হইল। মেডিকেল কলেজে, চিকিৎসাশাস্ত্রের উৎকর্ষ সম্পাদন করিবার জন্য যে সভার অধিবেশন হয়, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সেই সভায় বক্তৃতা দ্বারা হোমিওপ্যাথি, এলোপ্যাথির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রমাণ করেন। বঙ্গদেশে যাহাতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রচলিত হয়, তদ্বিষয়ে দুর্গাচরণ ঐকান্তিক যত্ন পাইয়াছিলেন।

বাঙ্গালার বহুদূরবর্ত্তী স্থান হইতে যে সকল লোক তাঁহার বাটীতে চিকিৎসার্থী হইয়া আগমন করিত তিনি তাহাদিগকে খাইতে ও থাকিতে দিতেন। গভীর নিশীথে কোন দরিদ্র ব্যক্তি, তাহার পীড়িত পুত্রকে দেখিতে যাইবার জন্য দুর্গাচরণকে মিনতি করিলে, তিনি কখনই তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতেন না;—আহারের বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র পারিপাট্য ছিল না। তিনি নারী-জাতিকে মাতার ন্যায় বোধ করিতেন। জাতিভেদ ইনি মানিতেন না এবং পৌত্তলিকতায় ইঁহার আস্থা ছিল না।

অবশেষে সাতিশয় শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল;

এবং তৎপুত্র সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাতে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই, এই সংবাদে তাঁহার হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক আঘাত লাগিল। ১৮৬১ খৃঃ অব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তিনি অকস্মাৎ জ্বররোগে আক্রান্ত হইলেন এবং ছয় দিবস কাল জ্বর ও পরিশেষে কাশরোগ ভোগ করিয়া ২২এ ফেব্রুয়ারি বেলা একটার সময় বাহান্ন বৎসর বয়ঃক্রমকালে প্রিয়তমা পত্নী এবং পাঁচপুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন।

বরুণ সকলকে লইয়া পুনরায় শ্রীরামপুরে আসিলেন এবং ব্যাগ হস্তে গল্প করিতে করিতে ষ্টেশন অভিমুখে চলিলেন। দেবগণ একস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন—এক ব্রাহ্মণ একটী বাড়ীর দ্বারে ধীরে ধীরে আঘাত করিয়া অতি মৃদু স্বরে কহিতেছে—"বামা, দোর খোল্. আমি এসেছি।" পিতামহ জ্যোৎস্নার আলোকে ব্রাহ্মণের মুখ দেখিয়া চিনিলেন, ইনিই তিনি—যিনি অপরাহ্নে খেয়াঘাট হইতে পাছে কোন অস্পৃশ্য দ্রব্য স্পর্শ করিতে হয়, এই আশঙ্কায় লাফাইয়া লাফাইয়া আসিতেছিলেন।

বরুণ। ঠাকুরদা! এই বামুনকে দেখিয়া এক সময় আপনার বড় ভক্তি হইয়াছিল; এক্ষণে ইঁহার কার্য্য দেখুন। এটী বেশ্যাবাড়ী। ঐ বামুনের বামী নামে একটী রক্ষিতা বেশ্যা এই বাড়ীতে বাস করে। ঠাকুর রজনীতে সেই বামীর নিকট এসেছেন।

এই সময় বামী আসিয়া দ্বার খুলিল এবং "পোড়ার মুখো! কাল রাত্রে ছিলি কোথায়? আমি তোর জন্যে রুটী আর বেগুনভাজা ভেজে এক বোতল মদ এনে সমস্ত রাত্রি ব'সে ব'সে কাটিয়েছি" বলিয়া পৃষ্ঠে এক মুষ্ট্যাঘাত করিল এবং হস্ত ধরিয়া বাটীর মধ্যে লইয়া যাইল।

ব্রাহ্মণের কার্য্য দেখিয়া পিতামহ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন। "শ্রীবিষ্ণুঃ! কলিকালে লোক চেনা ভার! এত সাজ গোজ, আচার ব্যবহার, আর এদিকে বেশ্যার বাড়ীতে রুটী বেগুনভাজা মদ খায়!"

উপ। কর্ত্তা-জেঠা! মিন্সে যেন মাথাল ফল।

সকলে ষ্টেশনে যাইয়া দেখেন—রজনীতে ষ্টেশনটী বড় সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছে—চারি দিকে আলোক জ্বলিতেছে। এক স্থানে যাত্রীদিগের মাল দু-ঠেঙ্গো গাড়ী বোঝাই করিয়া ঘড় ঘড় শব্দে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে লইয়া যাইতেছে। তখন ট্রেন আসিবার বিলম্ব থাকাতে দেবগণ এক স্থানে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। নারায়ণ বারাকপুরের বাজার হইতে চুরট

কিনিয়াছিলেন ; এই সময়ে দেশলাই জ্বালিয়া চুরট ধরাইবার উদ্যোগ করিলে পিতামহ রাগান্বিত হইয়া কহিলেন, "দেখ্ কৃষ্ণ! তুই কি মর্ত্ত্যে এসে সাহেব হ'লি ? আমি সব সহ্য ক'রতে পারি—ও শকুনির গায়ের গন্ধের ন্যায় চুরটের গন্ধ সহ্য হয় না। গন্ধে আমার গা বমি বমি করে, মাথা ধরে। ফেলে দে—নইলে গালে মুখে চড়াব।" নারায়ণ তৎশ্রবণে চুরট টানা রহিত করিলেন।

বরুণ। দেখুন পিতামহ! এই শ্রীরামপুরেই বাঙ্গালার মিসনরিরা বাস করিতেন। ইহাদের মধ্যে মেজর ক্যারে, ওয়ার্ক, এবং মার্সম্যান সাহেব বিখ্যাত। এই মহাত্মাদিগের এই স্থানেই মৃত্যু হইয়াছে এবং তাঁহারা এই স্থানের কবরে আছেন। ইঁহারা হিন্দুসন্তানদিগকে খ্রীষ্টান করিবার অভিপ্রায়ে এক সময় ১,০০,০০০ বাইবেল বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত করিয়া বিনা মূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, মিসনরিগণের নিকট বঙ্গভাষা বিশেষ-রূপে ঋণী ; যে হেতু ইঁহাদের যত্নে ১৮০০ অব্দে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হয়। ইঁহারাই প্রথমে মহাভারত ও রামায়ণ গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। তদ্ভিন্ন বাঙ্গালা সংবাদপত্রেরও ইঁহারা সৃষ্টিকর্ত্তা। ১৮১৮ অব্দে মার্স্‌ম্যান সাহেবের যত্নে "দিগ্‌দর্শন" নামক একখানি মাসিকপত্র প্রচারিত হয়। শ্রীরামপুরের মিসনরিরা ঐ অব্দে "সমাচার-দর্পণ" নামে বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র প্রচার করেন। ইঁহাদেরই যত্নে সীসার অক্ষর সবিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই শ্রীরামপুরে প্রথমে মনোহর দাস মিসনরিদিগের উপদেশ ক্রমে সীসার অক্ষর প্রস্তুত করেন। তাঁহার পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র দাস উহার বিলক্ষণ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের পাঁজির বাঙ্গালা অক্ষর বাঙ্গালাদেশে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

শ্রীরামপুরের অতি নিকটে মাহেশ। মাহেশে রথ ও স্নানযাত্রার সময়ে বড় সমারোহ হইয়া থাকে। কলিকাতার অনেক বাবু বেশ্যা সঙ্গে লইয়া বোট ও ভাউলে ভাড়া করিয়া জলে বাচ খেলেন এবং মদ্যপানে মাতোয়ারা হইয়া বেশ্যার হাত ধরিয়া জগন্নাথের সম্মুখে নৃত্য করেন। মাহেশের জগন্নাথ বড় বিখ্যাত। ইনি এক সময় হাতের বালা বন্ধক রাখিয়া ময়রার দোকানে সন্দেশ খাইয়াছিলেন। ঐ মাহেশে ওয়ারেন হেষ্টিং সাহেবের একটী বাগান ছিল। বাগানের দুই একটি গাছ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। মাহেশের পরেই টিটেগড় ; টিটেগড়ে পূর্ব্বে জাহাজ প্রস্তুত হইত।

এই সময় ষ্টেশনে যাত্রীরা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল, তাহাদের কাহারও হস্তে পোঁটলা ও হুঁকা কন্কে, কাহারও হাতে ব্যাগ ও ছড়ি।

কোন বাবু স্ত্রীকে তাহার পিত্রালয় হইতে লইয়া যাইতেছেন। অতএব স্ত্রীও পেটরাদি সঙ্গে ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কোন স্ত্রীলোক বাবুদের মেয়ের তত্ত্ব লইয়া যাইতেছে, ষ্টেশনে আসিয়া মাথার ধামা নামাইল। মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা, এজন্য মেয়ের মা ঐ ধামাতে কয়েকটী কমলালেবু কতকগুলি বিলাতি কুল, চাট্টি সজ্‌নের ফুল, কুলের আচার, চালিতার এবং আমের আচার পাঠাইয়াছেন। একটী হাঁড়িতে কিছু মিষ্টান্নও আছে, হাঁড়ির মুখ এমন শক্ত ক'রে ময়দা দিয়া আঁটা যে, হাঁড়ি ভাঙ্গিবে, তথাপি মুখ খুলিবে না। কোন বাবু স্বয়ং আসিয়া স্ত্রীকে দ্বিরাগমনে লইয়া যাইতেছেন। বালিকা এক গলা ঘোমটা দিয়া ফুঁপ্‌য়ে ফুঁপ্‌য়ে কাঁদিতেছে। বালিকার বাপের বাড়ীর পরিচারিকা বুঝাইতেছে,—"ও মা ছি! তুই এমন শেয়ানা মেয়ে হয়ে কাঁদ্‌ছিস্ কেন? শ্বশুরবাড়ীর লোকে নিন্দে ক'রবে যে!"

ক্রমে টিকিট কিনিবার ঘণ্টা দিল, দেবগণ টিকিট কিনিতে যাইয়া দেখেন, মস্ত ভীড়। ক্ষুদ্র একটী গহ্বরের নিকট উঁকি মারিয়া একজন যাত্রী দাঁড়াইয়া আছে। তাহার উভয় স্কন্ধে প্রায় চৌদ্দটা মাথা ঠেস দিয়া "আমার একখান হাবড়ার, আমার একখান বালির, আমার একখান কোন্নগরের" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। তৎপশ্চাতে প্রায় ২৫।৩০ জন লোক "আমার একখানা রিটর্‌ণ," "আমার একখানা হাপ্‌ টিকিট্ চাই" বলিয়া ঠেলাঠেলি আরম্ভ করিয়াছে। ভিতর হইতে টিকিট বিক্রেতা বাবু হস্ত বাহির করিয়া এক এক জনের পয়সা লইতেছেন এবং "খট্ খট্ খটাস্ খটাস্" শব্দে টিকিট কাটিয়া যাত্রীদিগকে দিতেছেন। যাত্রীদিগের মধ্যে যাহারা পুরা টাকা দিয়াছিল, বাহিরে পয়সা গণে কম হওয়ায় আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে।

ভীড় কমিলে বরুণ যাইয়া পাঁচখানি বালির টিকিট কিনিলেন এবং প্রত্যেকে পোঁটলা পুঁটলি লইয়া প্লাট্‌ফরমে যাইয়া এই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন যে, গাড়ী আসিয়া ফেলিয়া যাইতে না পারে। দেখিতে দেখিতে ট্রেন আসিয়া উপস্থিত হইল, দেবগণও ছুটীয়া গিয়া ট্রেনে উঠিয়া বসিলেন। উঠিয়া দেখেন—গাড়ির প্রত্যেক কামরায় আলো দেওয়াতে রজনীতে গাড়ি যেন নবসাজে সজ্জীভূত হইয়াছে। আরোহিগণ বসিয়া তামাক টানিতেছে এবং নানাপ্রকার গল্প করিতেছে।

আবার ট্রেন ছাড়িল এবং ট্রেন হুপাহুপ্‌ শব্দে কোন্নগরে আসিয়া উপস্থিত হইল। বরুণ কহিলেন, "কোন্নগরের ন্যায় গায় গায় বসতি, কোন স্থানে দৃষ্টিগোচর হয় না।" ট্রেন আবার ছাড়িল এবং অনতিবিলম্বে দেবগণকে বালি ষ্টেশনে নামাইয়া প্রস্থান করিল।

দেবগণ ফটকে টিকিট দিয়া বাহিরে যাইলেন এবং সে রাত্রি একটী দোকানঘরে বাসা লইয়া রাত্রি যাপন করিলেন।

বালি

অতি প্রত্যুষে উঠিয়া দেবতারা নগর ভ্রমণে চলিলেন। তাঁহারা সকলে বালির পোলের উপর গিয়া সবিস্ময়ে চাহিতে লাগিলেন। পিতামহ কহিলেন, "বরুণ! এ ক'রেছে কি—য়্যাঁ! এ পোলটা প্রস্তুত করিতে না জানি কত টাকাই ব্যয় হইয়াছে!"

বরুণ! আজ্ঞে, ইহার নাম বালির পোল। পূর্ব্বে এখানে একটী পোল থাকে, প্রায় দুই হাজার স্তম্ভের উপর ছিল। উহা নির্ম্মাণ করিতে অন্যূন ৬৫০০০ টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু ইংরাজ বাহাদুরের সৈন্যগণ ও কামান প্রভৃতির গমনাগমনের জন্য উহাকে ভাঙ্গিয়া পুনরায় লৌহস্তম্ভ প্রোথিত করিয়া এই দৃঢ়কায় সেতু নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এই সেতু বর্ন্ এণ্ড কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার মিঃ হকেডে এবং ওভর্‌সিয়ার্ বাবু নবীনচন্দ্র রায়ের অধ্যবসায় ও যত্নে আট মাসের মধ্যে অতি সুচারুরূপে প্রস্তুত হয়। পোলটী করিতে ৬০।৬৫০০০ হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। এখানে পূর্ব্বে খেয়াঘাট ছিল, তাহাতে বৎসর প্রায় ৩০০০টাকা আয় হইত।

এখান হইতে দক্ষিণ দিকে যাইয়া এক স্থানে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "পিতামহ। একটী মদের ভাঁটী দেখুন। এই ভাঁটীতে রম্‌নামক একপ্রকার মদ প্রস্তুত হইয়া থাকে। সম্প্রতি মদের ভাঁটীতেই দেশটাকে উৎসন্ন দিলে। ওদিকে দেখুন রেলওয়ে মাল মসলার কারখানা।" দেবগণ ইহার পর একটী ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর পরিষ্কৃত বাড়ী দেখিয়া বারংবার চাহিতে লাগিলেন। নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ! এ বাড়ীটি কাহার?"

বরুণ। অক্ষয়কুমার দত্ত নামক এক ব্যক্তির। ইনি পিতামহের বেদ লইয়া সাত বৎসরকাল তুমুল আন্দোলন করেন এবং অনেক তর্কবিতর্কের পর সাধারণকে বুঝাইয়া দেন যে, বেদ অভ্রান্ত নহে।

ব্রহ্মা। য়্যাঁ। ইহার এমন ক্ষমতা! অতএব বরুণ আমাকে সংক্ষেপে ইহার জীবনবৃত্তান্ত বল।

বরুণ। ইনি নবদ্বীপের সন্নিকটস্থ চুপী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম পীতাম্বর দত্ত। ইনি সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পড়িতে আরম্ভ করিয়া তিন বৎসরের মধ্যে সমস্ত পাঠ শেষ করেন।

একাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি কলিকাতায় আইসেন এবং বাটীতে পার্সী পড়িতেন। কলিকাতায় আসিলে ইঁহার পিতা এবং আত্মীয়েরা ঐ ভাষা শিক্ষা দিতে যত্নবান্ হইলেন। বিবিধ কারণে ইঁহার ইংরাজী পড়িবার ইচ্ছা হওয়ায় পিতা এবং আত্মীয়বর্গের অনভিমতে খিদিরপুরের একটী মিসনরি স্কুলে ভর্ত্তি হন। খ্রীষ্টানি স্কুলে পড়া দূষণীয়, এজন্য ইঁহার আত্মীয়েরা গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে পড়িতে দেন। তখন ইঁহার বয়ঃক্রম ১৬ বৎসর। আড়াই বৎসর আন্দাজ ইংরাজী পড়িলে পর ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়; সুতরাং সমস্ত সংসারভার নিজ স্কন্ধে পড়ায় বিদ্যালয় ছাড়িয়া দেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াও ইনি অধ্যয়নে বিরত ছিলেন না। ইনি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সকল পাঠ করিতে ভালবাসিতেন। ঐ সম্বন্ধের পুস্তকাদিই বেশী পড়িতেন এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনাও করিতেন।

ইনি প্রথমে পদ্য লিখিতে চেষ্টা করেন। প্রভাকর পত্রে সেই সমস্ত পদ্য প্রচারিত হয়। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিলে বাঙ্গালা ভাষায় উত্তমরূপ লিখিতে পারা যাইবে, এই মানসে ইনি বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে সংস্কৃত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ১৭৭২ শকে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় ভূগোল ও পদার্থবিদ্যার শিক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সময় ইনি ভূগোল প্রণয়ন করেন এবং “বিদ্যাদর্শন” নামক একখানি মাসিক পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতে থাকেন। ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা প্রচার হইলে ইনি তাহার সম্পাদকের পদ প্রাপ্ত হন। এই সময়ে ইনি মেডিকেল কলেজে রসায়ন ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যার উপদেশ শুনিতেন। ইনি “বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ” প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ; “চারুপাঠ” প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ; “ধর্ম্মনীতি”; “পদার্থ বিদ্যা” “ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়”; “ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন”; “বাষ্পীয়রথারোহণবিধি” পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইঁহার মতে প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে কার্য্য করাই ধর্ম্ম এবং না করাই অধর্ম্ম ১৭৭৭ শকে কলিকাতায় নর্ম্মাল স্কুল সংস্থাপিত হইলে ইনি তাহার প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। অল্প দিন পরে গুরুতর মস্তিষ্কের পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিপক্ক অবস্থায় ইনি গুরুতর রোগে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন। দেশের হিত উদ্দেশ্যে অতিশয় শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমই এই পীড়ার কারণ।

দেবগণ দেখিতে দেখিতে ক্রমে উত্তরপাড়ায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বরুণ কহিলেন, “এই স্থান পূর্ব্বে বালির উত্তর পাড়া বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

এক্ষণে এখানে অনেক ধনী লোক হওয়ায় তাঁহারা উত্তরপাড়াকে একটি স্বতন্ত্র গ্রাম বলিয়া উল্লেখ করেন।"

ক্রমে সকলে ডাকঘরের নিকট দিয়া স্কুলের নিকট উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "উত্তরপাড়ার স্কুল দেখুন। পল্লীগ্রামে যত স্কুল আছে তন্মধ্যে এই স্কুলটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা হইতে বৎসর বৎসর অনেক ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। উত্তরপাড়ার ধনাঢ্য ও বিখ্যাত জমিদার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের যত্নে ও সাহায্যে এই স্কুলটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি এই বিদ্যালয়ের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ একখানি তালুক দান করিয়াছেন। ঐ তালুকের আয় হইতে ইহার খরচ উত্তমরূপে চলিতে পারে। স্কুলবাড়ীটি দোতালা এবং চতুষ্পার্শ্বে কম্পাউণ্ড। স্কুলের মধ্যে একটি পুস্তকালয় আছে। পুস্তকালয়ে প্রয়োজনীয় যাবতীয় পুস্তকাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

ব্রহ্মা। দেখ বরুণ! কলিতে অন্নদান ও বিদ্যাদান অপেক্ষা পুণ্য নাই। জয়কৃষ্ণ বাবু এই সৎকার্য্য হেতু অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন।

এখান হইতে সকলে একটী দোতালা বাড়ীর নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলে দেবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন "বরুণ! এ বাড়ীটি কি?"

বরুণ। দাতব্য চিকিৎসালয়। এই চিকিৎসালয়টীতেও জয়কৃষ্ণ বাবু যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এখানে প্রতিদিন প্রাতঃকালে বিনা মূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন অনেক রোগীকে চিকিৎসালয়ে রাখিয়া বিনা ব্যয়ে ঔষধ ও পথ্যাদি দিয়া আরোগ্য করা হয়।

দেখিতে দেখিতে সকলে উত্তরপাড়া সাধারণ পুস্তকালয়ে যাইয়া উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "এই বাড়িতে সাধারণ পুস্তকালয় আছে। বাড়িটি কলিকাতার টাউনহলের ফ্যাসানে নির্ম্মিত। পুস্তকালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক এত আছে যে দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তদ্ভিন্ন যাবতীয় সাময়িক পত্রাদিও গ্রহণ করা হইয়া থাকে। পুস্তকালয়টীর খরচের জন্য জয়কৃষ্ণ বাবু একখানি তালুক দান করিয়াছেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সর্ব্বদা ইহার তত্ত্বাবধান লওয়াতে দিন দিন উন্নতিও হইতেছে। পুস্তকালয়ের উপরের গৃহগুলি অতি সুন্দররূপে সাজান। কোন ইংরাজ কিংবা সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী বাসের জন্য প্রার্থনা করিলে বিনা ভাড়ায় দুই এক মাস থাকিতে পান।"

এখান হইতে সকলে বঙ্গবিদ্যালয় দেখিয়া ভাগীরথীতীরে একটী বাঁধা ঘাটের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং তীরে কতকগুলি সুন্দর সুন্দর ঘাট দেখিয়া

দেবতারা আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন। বরুণ কহিলেন "এই ঘাটটি জয়কৃষ্ণ বাবুর এবং ওদিকের ঐ ঘাটটি হরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের।"

দেবতারা হরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ঘাটের নিকট যাইয়া দেখেন—একটী সুন্দর গৃহে রাম ও সীতার প্রতিমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। ঘাটের দুই পার্শ্বে দুটি শিবলিঙ্গ স্থাপিত রহিয়াছে।

নারা। বরুণ! এই স্থানে স্নান করিলে হয় না?

"হানি কি?" বলিয়া সকলে ঘাটে তলপী তালপা নামাইলেন। উপ ছুটিয়া গিয়া তৈল খরিদ করিয়া আনিল। দেবরাজ তৈল মাখিতে মাখিতে কহিলেন "বরুণ! ঘাটের উপর ঐ প্রকাণ্ড ঘরটা কি?"

বরুণ। উহা গুদামঘর। জনাই প্রভৃতি স্থানের মহাজনদের যে সমস্ত মালামাল আমদানী হয়, তাহা বালি ষ্টেশন হইতে আনিয়া এই গুদামে জমা করে, তৎপরে এখান হইতে অবসরক্রমে লইয়া যায়। পূর্ব্বে ষ্টেশনে মাল রাখিবার অসুবিধা থাকায় মহাজনদিগের বিস্তর ক্ষতি হইত। জয়কৃষ্ণবাবু এই গুদামঘরটী করিয়া দিয়া বস্তা প্রতি কিছু কিছু করস্বরূপ গ্রহণ করেন। ইহাতে মহাজনদিগেরও যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে এবং তাঁহারও লাভ হইতেছে।

স্নানান্তে দেবগণ বাজারে যাইয়া জলযোগ করিতে লাগিলেন। বরুণ কহিলেন, "এই বাজারের দোকান ঘরগুলি জয়কৃষ্ণ বাবু পাকা করিয়া দিয়াছেন।"

পিতামহ সন্দেশ গালে দিয়া কহিলেন, "জয়কৃষ্ণ বাবুর এত কীর্ত্তি দেখিতেছি, ইনি-এমন বিপুল ঐশ্বর্য্যের কিরূপে অধিকারী হইলেন?"

বরুণ। ইঁহার পিতার নাম জগন্মোহন মুখোপাধ্যায়। ইঁহারা পিতা পুত্রে সৈনিক বিভাগে কর্ম্ম করিতেন। ভরতপুর আক্রমণের সময়ে কিছু টাকা পান। দেশে আসিয়া ঐ টাকায় বিষয় খরিদ করিতে থাকেন। তৎপরে পিতা ও পুত্রের যত্নে ঐ টাকায় এক্ষণে প্রায় পাঁচ ছয় লক্ষ টাকা আয়ের বিষয় হইয়াছে।"

দেবগণ জলযোগ করিয়া পুনরায় নগর ভ্রমণে চলিলেন। যাইতে যাইতে একস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন,—একটী বাড়ী হইতে কতকগুলি ভিখারিণী ছুটিয়া পলাইয়া আসিতেছে এবং কহিতেছে "না হয় এক মুঠা ভিক্ষা না দেবে, মিন্সে কি ব'লে কুকুর লেলিয়ে দিলে!"

দেবগণ বেড়াইতে বেড়াইতে জয়কৃষ্ণ বাবুর বাটীর নিকট যাইলেন।

বরুণ। এই জয়কৃষ্ণ বাবুর বাটীর পশ্চিম দিকে কাছারি বাটী। ঐ স্থানে গোপালেশ্বর নামক একটি শিব আছেন। জয়কৃষ্ণ বাবুর ন্যায় বিষয়কর্ম্মে এমন উপযুক্ত লোক বাঙ্গালায় দ্বিতীয় নাই; ইহার স্মরণশক্তি অসাধারণ। কোন্ তালুকে কোন্ সনে কত টাকা আনা পাই আদায় হইয়াছে, পর বৎসরে বিনা কাগজ পত্র দৃষ্টে বলিতে পারেন। *

দেবগণ আবার চলিলেন। যাইতে যাইতে বরুণ পিতামহের কানে কানে কি বলিলেন। পিতামহ তৎশ্রবণে "বিষ্ণু! য়্যাঁ! ব্রহ্মত্র!!" বলিয়া নিজ কপালে করাঘাত করিলেন।

তাঁহারা এক স্থানে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "জয়কৃষ্ণ বাবুর মধ্যম ভ্রাতা মৃত রাজকৃষ্ণ বাবুর বাড়ী দেখুন। তাঁহার ভাল আমগাছে বড় সখ ছিল। তিনি ভাল গাছের কলম প্রস্তুত করিয়া লোককে বিতরণ করিতেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিহর বাবু ওদিকে ঐ বড় বাড়ীটি করিয়াছেন। এমন সুন্দর বাড়ী কলিকাতার মধ্যে আছে কি না সন্দেহ। বাড়ীটি ৮।১০ বৎসর অবধি প্রস্তুত হইতেছে; প্রায় ৮।১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। বাড়ীতে গির্জ্জার গম্বুজের ন্যায় ঐ একটি অংশ দেখিতেছেন, উহাতে একটী ঘড়ী চলিতেছে; ঐ ঘড়ীটি হামিল্টন কোম্পানীর দোকান হইতে বাবু সাড়ে চারি হাজার টাকা মূল্যে খরিদ করিয়া আনেন। অত্যুচ্চ গম্বুজের উপর রাখিবার কারণ এই—দূর হইতে লোকে দেখিতে পাইবে।

দেবগণ জয়কৃষ্ণ বাবুর সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের বাড়ী দেখিয়া ষ্টেশন অভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে বরুণ কহিলেন, "এক্ষণে বালি ও উত্তরপাড়ায় বিস্তর জমীদার হইয়াছেন।"

ডাক্তার, উকিল, হাকিম, বি এ, এম্ এ, প্রভৃতিরও ছড়াছড়ি হইয়াছে। আজকাল এখানকার যে মূর্খ সেও ৫০।৬০ টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। এক সময় বালির অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। তখন এখানে সুশিক্ষিত ও সুসভ্য

*জয়কৃষ্ণবাবুর মৃত্যু হইলে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সি. এস. আই. মহোদয় পিতার বিবিধ সদ্গুণের অধিকারী হইয়া সমস্ত পৈতৃক বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। ইঁহার ন্যায় মেধাবী, বিচক্ষণ ব্যক্তি বঙ্গসমাজে বিরল। ইনি কয়েকবার ছোটলাট ও বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিলেন।—সম্পাদক।

লোকের নাম মাত্র ছিল না। এ স্থানের এত উন্নতির মূল সুপ্রসিদ্ধ লর্ড পদ্মলোচন মুখোপাধ্যায়।

ইন্দ্র। পদ্মলোচন মুখোপাধ্যায়ের পূর্ব্বে আবার একটা লর্ড কেন ?

বরুণ। ইনি এমন পরোপকারী ও সত্যবাদী ছিলেন যে, সাহেবেরা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া ঐ উপাধি প্রদান করেন।

ব্রহ্মা। তুমি লর্ডের জীবনবৃত্তান্ত আমাকে শুনাও।

বরুণ। ইনি ১১৮৫ সালে (১৭৭৮ খৃঃ অব্দে) বালিগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, ইঁহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ। পিতার নাম গোকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইনি পাঠশালায় পাঠ শেষ করিয়া জানবাজারের "ফ্রি" স্কুলে ইংরাজী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার কোন সওদাগরের বাড়ীতে সামান্য বেতনের একটী চাকরী করেন। ইহার পর রেভিনিউ অফিসে ১৫ টাকা বেতনে কেরাণী হন। সাহেবেরা তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া ঐ আফিসে একশত টাকা বেতনে রেজিষ্ট্রারের পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। ঐ পদের এই প্রথম সৃষ্টি হয়। পদ্মলোচন বাবু এই সময় বালিতে বিদ্যালয় না থাকায় গ্রামস্থ সকলকে অসভ্য ও মূর্খ দেখিয়া নিজের ব্যয়ে একটী বিদ্যালয় সংস্থাপিত করেন। বিদ্যালয়ের বালকদিগকে বিনা বেতনে পড়ান হইত। এইরূপে ছাত্রেরা অল্প অল্প লিখিতে ও পড়িতে পারিলে তিনি তাহাদিগকে লইয়া গিয়া নিজের আফিসে চাকরী করিয়া দিতেন। সাহেবেরা ইঁহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিবার চেষ্টা করিলে কহিতেন "আমি যাহা প্রাপ্ত হই, তাহাতে আমার একপ্রকার চলিতেছে, অতএব আমার অধীন অল্প বেতনের কেরাণীদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলে ভাল হয়।" সাহেবেরা তাঁহার সত্যবাদিতা ও পরোপকারিতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া লর্ড উপাধি প্রদান করেন। ইনি হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন এবং শেষ বয়সে পেন্সন লইয়া তীর্থ ভ্রমণে যাত্রা করিয়াছিলেন। তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ১২৭৭ সালে (১৮৫০ অব্দে) ৬৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

নারা। বালিতে আর কি আছে ?

বরুণ। উত্তরপাড়ায় "হিতকরী সভা" নামে একটি সভা আছে। এ সভার দ্বারা দেশের যথেষ্ট হিত সাধিত হইয়াছে। বালিতে অনেক ব্রাহ্মণের বাস আছে।

দেবগণ ষ্টেশনে আসিয়া টিকিট ক্রয় করিলেন। যথাসময়ে ট্রেন আসিল এবং সকলে কষ্টে সৃষ্টে স্থান সংকুলান করিয়া লইয়া বসিলেন।

দেখিতে দেখিতে ট্রেন অতি ধীরে ধীরে "ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ" "ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ" শব্দে চলিতে লাগিল। দেবগণ চাহিয়া দেখেন—চতুর্দ্দিকে অসংখ্য রেল রাস্তা। কোন রেল দিয়া একখানি মাল বোঝাই গাড়ী আসিয়া থামিল। কোন রেল দিয়া একখানি গাড়ী আরোহী লইয়া রওনা হইবার উদেষাগ করিতেছে। কোন রেল দিয়া একজন কলচালক বংশীধ্বনি করিতে করিতে একখানি ইঞ্জিন লইয়া ছুটিয়া যাইতেছে। কোন রেলে কতকগুলা গাড়ী থামিয়া রহিয়াছে। কোন স্থানে ভাঙ্গা গাড়ী মেরামত হইতেছে। কোন স্থানে গাড়ীতে রং মাখাইতেছে। স্থানটী ধুমে অন্ধকার। বরুণ কহিলেন "এই হাবড়ায় ট্রেন আসিল।" "হাবড়ার পর পারেই কলিকাতা।" এই সময় ট্রেন "ক্যাঁ কোঁচ ঝনাৎ" শব্দে প্লাটফরমে থামিল। উপ তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিতে যাইয়া দেখে দ্বারে চাবি বন্ধ। দেবগণ সেই রুদ্ধ কামরায় কয়েদী অবস্থায় বসিয়া ষ্টেশন দেখিতে লাগিলেন। দেখেন—ষ্টেশনে ধুমধামের সীমা পরিসীমা নাই। অসংখ্য সাহেব, মেম, বাঙ্গালী বাবু প্লাটফরমে বেড়াইতেছে। কুলিরা দুই ঠ্যাং বিশিষ্ট দুই চাকার গাড়ীতে আরোহীদিগের বাক্স প্যাঁট্‌রা বোঝাই করিয়া ঘড়্ ঘড়্ শব্দে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে টানিয়া লইয়া গিয়া দুম্ দাম্ শব্দে আছড়াইয়া ফেলিতেছে; চতুর্দ্দিক্ হইতে "চাই পান" "চাই জলখাবার" শব্দ হইতেছে। মেথরেরা ঝাঁটা বগলে ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়াছে। কুঁজা হস্তে মুসলমানেরা জল দিতে বাহির হইয়াছে। তাঁহারা গাড়ীর অপর কামরার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখেন—আরোহীরা নিজ নিজ তল্পী তল্পা গুছাইয়া নামিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহাদের কাহারও দুই তিন দিন স্নান আহার না হওয়ায় এক অপূর্ব্ব শ্রী বাহির হইয়াছে, তাহার উপর আবার পাথুরে কয়লার গুঁড়া লাগিয়া বস্ত্র মলিন হওয়ায় যেন প্রেতঘাটার ফেরত বোধ হইতেছে।

এই সময় শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে তদ্‌ভ্রাতা বলভদ্রের ন্যায় একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ আসিয়া আরোহীদিগকে মুক্ত করিবার জন্য "খটাস্ খটাস্" শব্দে গাড়ীর দ্বার খুলিয়া দিল। তখন কারাগার হইতে উদ্ধার হইয়া অসংখ্য ইংরাজ, বাঙ্গালী, মুসলমান, য়িহুদী, কাবুলী যাত্রী গেট অভিমুখে চলিল। দেবগণ কাবুলী যাত্রীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। নারায়ণ কহিলেন "চালাক বটে ইহারা! নিজে মাশুল দিয়ে এসেছে—কিন্তু পৃষ্ঠে করিয়া এক একটা বিরাশী মণ বোঝাই অগ্নি আনিয়াছে।" এই সময় ষ্টেশনে অসংখ্য বস্তা সাজান দেখিয়া

পিতামহ কহিলেন, "বরুণ! ইহাতে কি আছে?"

বরুণ। চাউল, ধান, তিসি ইত্যাদি।

ব্রহ্মা। তবে মল্লুকের শস্যাদি কলের গাড়ী লুঠে এনেছে বল!

দেবগণ যাত্রীদিগের সহিত ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া দেখেন অসংখ্য গাড়ী ঘোড়া রহিয়াছে। যাত্রিগণ আর দর দস্তুর করিতেছে না, সকলেই এক এক খানি গাড়ী মনোনীত করিয়া উঠিবামাত্র কোচম্যানেরা এক এক দিকে লইয়া যাইতেছে। বরুণ কহিলেন, "এখানে গাড়ীর দর ঠিক থাকায় কেমন সুবিধা হইয়াছে দেখ। ঠাকুরদা! হাবড়া দেখ্‌বেন?"

ব্রহ্মা। না ভাই, হাবড়া দেখা এক্ষণে থাক্ অগ্রে আমাকে গঙ্গার সহিত দেখা করিয়ে দেও। দেখ বরুণ! এখানে আসিয়া আমার মনে যেন এক আশ্চর্য্য ভাবের উদয় হইতেছে; চতুর্দ্দিকে যত চাহিয়া দেখিতেছি—আমার বোধ হইতেছে এ যেন আমার সৃষ্টি নহে; আর কাহারও নূতন সৃষ্টি।" পিতামহ সজল নেত্রে দেবগণ সহ গঙ্গার জলের দিকে চাহিয়া দেখেন—জল দেখিবার যো নাই—জাহাজ, ষ্টীমার, পান্সী, ভাউলে, ষ্টীমবোট প্রভৃতিতে জল ঢাকিয়া রাখিয়াছে। কোন ষ্টীমারে ভোঁ ভোঁ শব্দে শঙ্খের শব্দের ন্যায় ভয়ানক শব্দ হইতেছে। ছোট ছোট ষ্টীমবোটগুলি পোঁ পোঁ শব্দে তীরবেগে বহিয়া যাইতেছে। বড় বড় জাহাজের মাস্তলের উপর ইংরাজ নাবিকেরা বসিয়া আছে। তৎপরে তাঁহারা স্নানের ঘাটগুলির দিকে চাহিয়া দেখেন —পিঁপড়ের সারের ন্যায় অসংখ্য লোক স্নান করিতেছে। ইহার পর তাঁহারা কলিকাতার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখেন —কেবল সৌধশ্রেণী—যেন অট্টালিকাশ্রেণীর মালা গাঁথিয়া কলিকাতাকে সাজাইয়া রাখিয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চিমনী দিয়া ধূম উঠিতেছে।

এখান হইতে যাইয়া সকলে ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইলেন। পিতামহ জলের নিকট যাইয়া "গঙ্গা" "গঙ্গা" শব্দে কাঁদিতে লাগিলেন।

বরুণ। এস—আমরা সকলে পিতামহকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকি; নচেৎ এ বড় কদর্য্য দেশ, দেখ্‌তে পেলে লোকে পিতামহকে ঠাট্টা ক'র্‌বে পাগল ব'লে গাত্রে ধুলা ও জলের ছিটা দিবে।

এই সময় পিতামহ নয়ন মুদ্রিত করিয়া গঙ্গার স্তব আরম্ভ করিলেন। "হে গঙ্গে। তুমি সমুদয় সংসারের জননী। মা তুমি মনোহর পুষ্পমালার ন্যায় শঙ্করের শিরে শোভা পাইয়া থাক; আজ মর্ত্ত্যে তোমার এ কিরূপ অবস্থা

দেখিতেছি ? লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি নাই, মল মূত্র ত্যাগ করিতেছে, শ্লেষ্মাদি জলে নিক্ষেপ করিতেছে ; অতএব তুমি কি সুখে আর এখানে রহিয়াছ ? দেবি ! তুমি তরঙ্গিণী অগ্রগণ্য হইয়াও কলিকাতায় যে কিছুই করিতে পার নাই দেখিয়া বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তুমি সমুদয় গুণের আধার ; তজ্জন্যই কি ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছ ? তোমার চরণকমল সংসাররূপ মহাসমুদ্রের তরণীস্বরূপ। তোমার কণামাত্র জলস্পর্শ করিলে দেবলোক অপেক্ষা দুর্লভ স্থান লাভ হয় জানিয়াও লোকে অবমাননা করিতেছে, তখন কি সুখে আর মর্ত্ত্যে আছ ? মা ! আমি তোমার সলিল স্পর্শ করিয়া কাঁদিতেছি, আর কাঁদাইও না। আমি সমস্ত পথ তোমাকে দেখতে না পেয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছি ; যদি দেখা না দাও, আজ তোমার জলে জীবন ত্যাগ করিব। তুমি জান না—আমি কি জন্য এ প্রাচীন বয়সে স্বর্গ ছেড়ে নরকে এসেছি ? ইংরাজরাজ তোমায় এত কি সুখী ক'রেছেন যে, এ বুড়ো বাপকে বিস্মৃত হইবে ? জলে ইংরাজের শত শত তরী ভাসিতেছে, তীরে ইংরাজ রাজধানী কলিকাতা শোভা পাইতেছে ; এই সুখেই কি আমার প্রতি যে স্নেহ মমতা ছিল —বিসর্জ্জন দিয়াছ ? এই সুখেই কি এখানে এত স্থায়িভাবে বিরাজ করিতেছ ?"

এই সময়ে ভাগীরথী তরঙ্গমালাকে কহিলেন "সখিগণ ! চেয়ে দেখ—তীরে দাঁড়াইয়া আমার বৃদ্ধ পিতা কাঁদিতেছেন। চেয়ে দেখ—দেবরাজ, জলাধিপতি এবং যাঁহার চরণ হইতে আমার উৎপত্তি হয়, সেই দেবদেব নারায়ণ আমার তীরে বিষণ্ণভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। উঁহাদের কষ্ট দেখে আজি বড় কষ্ট পেলাম ! যে ভারতের লোকে প্রাতে, মধ্যাহ্নে দেবগণের নামোচ্চারণ না করিয়া কোন কাজ করেন না।—আজ সেই ভারতে দেবগণের এ ভাবে আগমন দেখিয়া আমার যে বুক ফেটে যাচ্চে ! সখি, আমি দুঃখে কষ্টে যে এত অস্থির ; কিন্তু আজ ইঁহাদের কষ্ট দেখিয়া আমার যন্ত্রণা আরও বৃদ্ধি হইতেছে। সখি, ভারতেশ্বরের কোন পুত্র, কি কোন গবর্ণর আজ যদি আসিতেন কি যাইতেন—কি সমারোহ হইত। কলিকাতার যত বড় বড় লোক মহাসমারোহে নামাইতে আসিতেন। স্কুলের ছেলেগুলো নিশান হাতে আসিয়া উপস্থিত হইত। দোকানী পশারীরা দোকান বন্ধ করিয়া দেখিতে আসিত। আর এতক্ষণ গুড়ুম গুড়ুম শব্দে তোপ পড়িবার ধুম লাগিত। যাক্—কলির কুলাঙ্গারেরা যা করে করুক, তোমরা আর অযত্ন করিও না। ত্বরায় তোমরা সকলে পদ প্রক্ষালন করিয়া দাও।

তরঙ্গমালা তৎশ্রবণে "ধড়াস্" "ধড়াস্" শব্দে সকলের পদ প্রক্ষালন করিতে যাইয়া পাদুকা দৃষ্টে প্রত্যাগমন করিল এবং তৎপরে কল্লোলিনী কল কল শব্দে কাঁদিতে কাঁদিতে যাইয়া পিতামহের চরণে প্রণাম করিলেন!

ব্রহ্মা। এস মা আমার, এস আমার মা! হ্যাঁ মা! তোর কি দয়া নেই? আমি সমস্ত পথ কাঁদিতে কাঁদিতে এলাম। আজ তোমার শরীর এমন মলিন, কেশ সকল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন এবং শরীরে গাত্রাভরণ নাই কেন?

গঙ্গা। পিতঃ। আপনি আমাকে দেখিবার জন্য সমস্ত পথ কাঁদিতে কাঁদিতে এসেছেন সত্য; কিন্তু চেয়ে দেখুন—আমাকে কি প্রকার বেঁধেছে। এ বন্ধন ছিন্ন করিয়া কি আমার এক পা চলিবার সামর্থ্য আছে?

পিতামহ তৎশ্রবণে পোলের প্রতি চাহিলেন। বন্ধন দেখিয়া তাঁহার মনে আতঙ্কের উদয় হইল, বুক দুপ্ দুপ্ করিতে লাগিল। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বরুণ। যখন প্রথমে এর পোল প্রস্তুত হয়, আমরা ভাঙ্গিবার জন্য বিধিমত চেষ্টা পাইয়াছিলাম এবং সাইক্লোন-(মহাঝড়)-কেও পাঠান হইয়াছিল; কিন্তু সে অল্প সময় মাত্র যুদ্ধ করিয়া বঙ্গদেশ পাছে ধ্বংস হয়, এই আশঙ্কায় অধিক বল প্রয়োগ করিতে পারে নাই। এই পোলের দ্বারা হাবড়া ও কলিকাতা যোগ করা হইয়াছে। এ প্রকার নদীর উপর ভাসা পোল আর দ্বিতীয় নাই। ইহা নির্ম্মাণ করিতে ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। পোলটি ১৫৩০ ফিট লম্বা ও ৪৮ ফিট চৌড়া। ১৮৭৪ সালের অক্টোবর মাসে এই পোল খোলা হয়।

গঙ্গা। বাবা! তুমি বিধাতা। তোমার কাজ সকলের ভাগ্যে সুখ দুঃখ লেখা; কিন্তু তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমি এত কি অপরাধ ক'রেছি যে, আমার ভাগ্যে এত কষ্ট লিখেছ? দেবকুলে, অসুরকুলে, নরকুলে, এ হত-ভাগিনী—এ চিরদুঃখিনীর মত দুঃখ ভোগ ক'র্‌তে কে আছে? আমার এমনি কপাল যে, রাজা লোকের দুঃখ দূর করেন, তিনি স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া এ অবলার প্রতি অযথা অত্যাচার করিতেছেন। তিনি আমাকে যেখানে সেখানে বাঁধিতেছেন, বাঁদীর মত জাহাজ ও ষ্টীমার বহায়ে বহায়ে কোমর ভেঙ্গে দিতেছেন; এত ক'রেও তাঁহার সাধ মেটে নাই—আবার এক সপত্নী জুটায়ে দিয়েছেন।

ব্রহ্মা। সে কি মা! তোমার আবার সপত্নী!!

গঙ্গা। হাঁ বাবা! কলের গাড়ী আমার সপত্নী হয়েছে। আমি সকল বর্ণ, সকল পাপী ও সকল ধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিকে সন্তোষের সহিত কোলে স্থান দান করিতাম, এক্ষণে সে সেই কাজ করিতেছে। পূর্ব্বে নৌকাদিতে আমার উপর দিয়া বাণিজ্যদ্রব্যাদি আসিত বলিয়া মহাজনেরা সময়ে সময়ে শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত আমার পূজাদি করিত, এক্ষণে সে সেই দ্রব্যাদি বক্ষে বহন করায় আমার সে সুখটুকুও গিয়াছে। আমার জলে জীবন ত্যাগ হইলে লোকের স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, এজন্য যে একটা ভক্তি ছিল, তাহাও দিন দিন যাইতেছে। কারণ, সে জীবগুলোকে সজ্ঞানে বহন ক'রে স্বর্গদ্বার বারাণসী প্রভৃতি স্থানে সত্বই রাখিয়া আসিতেছে। তাহার সুখের দশা দেখে আমার হাঙ্গর কুম্ভীর প্রভৃতিগুলো ষ্টেশনমাষ্টার প্রভৃতি রূপে গিয়া ওখানে বিরাজ করিতেছে। আমার চুনাপুঁটীরাও সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেরাণী রূপে বিরাজ করিতেছে। ধীবরেরা তথায় যাইয়া উচ্চ উচ্চ পদ পাইয়া মধ্যে মধ্যে ক্ষেপলা ফেলে সেই সমস্ত চুনাপুঁটীর প্রাণ লইতেছে। পিতঃ! আমার সকল সুখই গিয়াছে, দুঃখ ভোগের জন্য আর কেন এখানে রেখেছেন? আমি একে মনের দুঃখে কাতর, তাহার উপর আবার বৃদ্ধ পিতা মাতা আসিয়া প্রাণাধিক পুত্রকে বিসর্জ্জন দিয়া আমার তীরে বসিয়া কাঁদিতেছে, পতি আসিয়া পত্নীকে চিতার উপর শয়ন করাইয়া শোকে তাপে কাঁদিতে কাঁদিতে সেই জলন্ত চিতাতে লাফাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছে; স্ত্রী আসিয়া জীবনাধিক স্বামীকে এই স্থানে রাখিয়া কপালে করাঘাত ও ক্রন্দন করিতেছে; বাবা! আমার যখন সবই গিয়াছে, এগুলো আর দেখ্‌তে হয় কেন? আর আজকাল দেশেরই বা এমন দশা কেন? আগে ত বুড়া মা বাপকে ফেলে উপযুক্ত ছেলে পলাত না, আগে ত পতি পত্নীকে অসময়ে অসহায়া ক'রে চ'লে যেত না, আগে ত স্ত্রী পতির প্রতি বিমুখ হয়ে অসময়ে পতিকে এমন কাঁদাত না। বাবা! আজকাল দেশের দশা কেন এমন হ'লো? কালের পরিবর্ত্তনে কি তোমার হাতের লেখাও ফিরে দাঁড়িয়েছে?

ব্রহ্মা। না মা! আমার লেখা ঠিকই আছে। তবে লোকে শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করায় ঐরূপ ঘটিতেছে। যাহা হউক, ভাগীরথি! তোমার কষ্ট শুনে মনে বড় কষ্ট পেলাম। সকলই অদৃষ্ট। তুমি অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া মনের কষ্ট দূর কর।

গঙ্গা। অদৃষ্ট সত্য, কিন্তু আমার মত দুরদৃষ্ট কার? দেখ বাবা! ঐ যে

বেঁধেছে—উহার উপর দিয়া দিন রাত কামাই নেই—অনবরতই গাড়ী ঘোড়া যাচ্চে, আর হাজার লোক পারাপার হ'চ্চে। সকলেরই ভাগ্যে একটু বিশ্রামের সময় আছে, আমার ভাগ্যে চক্ষের পলক ফেলিবার সময় নেই। রজনীতে ব্যথিত শরীরে যদি একটু নিদ্রা যাইবার উদ্যোগ করি, অমনি বুকের উপর দিয়ে ঘড় ঘড় শব্দে গাড়ী গিয়ে ঘুম ভেঙ্গে দেয়। তাহার পর আবার দুই পারে চট, পাট, তেল ও শুরকী প্রভৃতির এত কল বসায়েছে, সেগুলোর শব্দে ও ধোঁয়ায় আমার মৃত্যুযন্ত্রণা উপস্থিত হয়।

ব্রহ্মা। মরি! মরি!

গঙ্গা। দুঃখে কষ্টে যদি আমার পেটে চড়া পড়ে, কেটে খণ্ড খণ্ড করে। আমি কোন দিকে যাব না ব'ল্লে জোর ক'রে কেটে সেই দিকে নিয়ে যায়। এখন ভাবি, হায়! আমার যে বেগ শঙ্কর ভিন্ন অপর কেহ ধারণ করিতে পারিতেন না, যে বেগে সেই দিগ্‌গজ ঐরাবত পর্য্যন্ত ভেসে গিয়েছিল—সেই বেগ নিয়ে ইংরাজেরা কি নাচনই নাচাচ্চে। তার পর শোন—বড় বড় জাহাজ ও ষ্টীমার বয়ে বয়ে আমার কোমর ভেঙ্গে যায়, আমি পারবো না ব'ল্লে হেঁচ্‌ড়ে টেনে নিয়ে যায়। বাবা! কেবল এই নয়—হুগলীর নীচে আবার আমাকে যেরূপ দৃঢ়রূপে বেঁধেছে, তাহাতে বোধ হয় আর আমাকে অধিক দিন বাঁচতে হবে না।

ব্রহ্মা। আ মরি! মরি!

গঙ্গা। বাবা! আমি যেমন নিজ গর্ব্বে ফেটে মর্‌তাম, সপত্নী পতি-বক্ষে পদ দিলেন দেখে মস্তকে উঠে বস্‌লাম, তেমনি ছত্রিশ বর্ণ আমাকে পদে দ'লচে। লোকে বলে—যখন গঙ্গার উপর দিয়া কুকুর শৃগাল পার হবে, তখন মাহাত্ম্য আর থাক্‌বে না! এখন তাই তো হোচ্চে, তবে ত আমার মাহাত্ম্য নাই! যদি মাহাত্ম্য নাই, তবে আমার মরণ হচ্চে না কেন? আমার উপর লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি নাই; দেখে দাঁড়ি মাঝিরা দাঁড়ে ব'সে জলে মল মূত্র পরিত্যাগ ক'রচে, ঐ দেখ লোকে স্নান ক'র্‌তে ক'র্‌তে শ্লেষ্মাদি নিক্ষেপ ক'র্‌চে, ঐ দেখ সাহেবরা আমার পরপার কিরূপে বাঁধ্‌ছে। উঃ মা। পোলের উপর দিয়া এক সঙ্গে ৫০।৬০ খানা গাড়ী গেল। বাবা। মরণ কেন হ'লো না? আমি যে আর কষ্ট সহ্য ক'র্‌তে পারিনে। দেখ বাবা। এমন রাজা কখন চোখে দেখি নাই। আধ হাত জমীর দরকার হ'লে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়। মিণ্ট থেকে বুজয়ে কতদূর এনেছে দেখ? আমার উপর কেউ নৌকা চালালে, কি মাছ ধরিলে, কি মড়া পোড়াইলে কর আদায় করে।

ব্রহ্মা। গঙ্গে! মা। আমি তোমাকে সত্বরেই স্বর্গে লইয়া যাইব। তোমার দুঃখ দূর হইবার আর বেশী বিলম্ব নাই। আমি তোমাকে কি ব'লে বিদায় দিয়াছিলাম, তা কি তোমার স্মরণ নাই? ব'লেছিলাম, "ভাগীরথি। যখন বন নগর ও নগর বন হইবে, যখন তুমি স্থানে স্থানে স্রোতস্বতী ও স্থানে স্থানে শুষ্ক নদীর আকার ধারণ করিবে, যখন লোকের শ্রদ্ধা ও ভক্তি তোমার উপর থাকবে না, সেই সময়ে তুমি স্বর্গে চলিয়া আসিবে।" যেগুলি বলিলাম, তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলগুলিই ঘটেছে, তবে আর দুঃখ কেন? আর দশ পনর বৎসর ধৈর্য্য ধ'রে থাক, আমি তোমাকে শুভদিনে শুভক্ষণে স্বর্গে লইয়া যাইব।

গঙ্গা। বাবা ভুলো না। তা হ'লে আমি আত্মহত্যা ক'র্‌বো। মা কেমন আছেন?

ব্রহ্মা। ভাল আছেন।

গঙ্গা। এখন যাবে কোথায়?

ব্রহ্মা। কলিকাতায় গিয়ে বাসা করিগে ও কুলাঙ্গারদিগের আচার ব্যবহার দেখিগে।

গঙ্গা। এত কুলাঙ্গার আর কোথাও নাই! খুব সাবধানে থেকো ও মধ্যে মধ্যে আমাকে দেখে যেও।

"তবে আমরা এক্ষণে যাই" বলিয়া পিতামহ সজল নেত্রে গঙ্গার প্রতি চাহিতে চাহিতে দেবগণের সহিত পোলের উপর উঠিয়া সবিস্ময়ে চতুর্দ্দিক্‌ দেখিতে লাগিলেন। মনে মনে কহিলেন, "উঃ! কি অদ্ভুত ক্ষমতা, পোল ব'লে চিনিবার যো নাই।"

ইন্দ্র। বরুণ। এ ক'রেছে কি? য়্যাঁ। ইংরাজের ক্ষমতাকে বলিহারি! আচ্ছা—পোলটী ত কাষ্ঠনির্ম্মিত, ভাদ্দ্‌রে টানে কাঠ কয়খানা ভাসায়ে নিয়ে যাওয়া যায় না?

বরুণ। সাধ্য কি! এই সেতু এমনি কৌশলে নির্ম্মাণ ক'রেছে, যতই কেন জল বৃদ্ধি হউক না, উপরে ভাসিতে থাকিবে।

উপ। কর্ত্তা জেঠা! চেয়ে দেখ, ওপারে কত জাহাজ জলে ভাস্‌ছে। এক এক খানার মাস্তল আকাশে ঠেকেছে। সেই মাস্তলের উপর উঠে ইংরাজ নাবিকেরা রসারসি বাঁধ্‌ছে। মিন্সেগুলোকে এখান হ'তে যেন এক একটি বানরের বাচ্ছার মত দেখাচ্চে। আচ্ছা কর্ত্তা জেঠা! ওরা যদি দৈবাৎ প'ড়ে মরে—হাড় পাঁজরাগুলোকে কি আস্ত পাওয়া যায়?

নারা। আচ্ছা বরুণ! এই সমস্ত বৃহদাকার জাহাজ কি উপায়ে পোলের নিম্ন দিয়া যাতায়াত করে?

বরুণ। সপ্তাহের নির্দ্ধারিত দিন আছে। ঐ দিনে পোলের স্থানবিশেষ কৌশলে খুলিয়া জাহাজ বাহির করিয়া দিয়া আবার পথ বন্ধ করে।

দেবগণ দেখেন—জলে নানা আকারের যান সকল ভাসিয়া যাইতেছে ও আসিতেছে এবং কোনখানি তীরে লাগিতেছে। কোনখানিতে মাল বোঝাই, কোনখানিতে আরোহী বোঝাই, কোন কোন খানি কলিকাতায় মাল নামাইয়া দিয়া প্রস্থান করিতেছে। ছোট, বড় ও মধ্যম আকারের ষ্টীমবোটগুলি পোঁ পোঁ শব্দে বংশীধ্বনি করিতে করিতে যাইতেছে ও আসিতেছে। পিতামহ কহিলেন, "সার্থক ইংরাজের বুদ্ধিবল, সার্থক ইংরাজের ক্ষমতা! নচেৎ স্রোতস্বতীকে এমন স্থিরভাবে রাখিয়া তদুপরি সেতু ভাসাইতে কলিকালে এই দেখ্‌লাম, আর সেই দেখেছিলাম ত্রেতাযুগে!"

কলিকাতা

ক্রমে সকলে পরপারে যাইয়া উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! আসুন আমরা গঙ্গাস্নান করিয়া লই। এ সহরে বড় চোরের ভয়, দ্রব্যাদি সাবধান করিয়া তবে স্নান করিতে হইবে।"

ইন্দ্র। বরুণ! বল কি! এ সহরে চোরের ভয়? যে রাজা সমগ্র রাজ্য সুশাসনে রেখেছেন, যাঁহার শাসনগুণে গ্রাম, নগর ও বন প্রভৃতি দস্যুশূন্য হইয়াছে, তাঁহার রাজধানীতে চোরের ভয়? এ যে বড় আশ্চর্য্য কথা!

বরুণ। কথায় বলে—"চুরি, জুচ্চুরি, মিথ্যা কথা,—এই তিন নিয়ে কলিকাতা।"

ব্রহ্মা। বরুণ! মা আমার চঞ্চল; পাছে কলিকাতা মহানগরী উদরসাৎ করেন, এই আশঙ্কায় ইংরাজেরা মাকে বেঁধেছে দেখ।

বরুণ। আজ্ঞে, পোর্ট কমিশনরেরা জাহাজ হইতে মাল নামাইবার ও উঠাইবার সুবিধার জন্য এইরূপ বাঁধাইয়া লইয়াছে। ঐ পোর্ট্ কমিশনরের ভাগীরথীতীরে এক হইতে সাত নম্বর পর্য্যন্ত জেঠী আছে। জেঠীতে বিস্তর ইংরাজ ও বাঙ্গালী চাকর খাটিতেছে।

দেবগণ মীরবহরের ঘাটে যাইয়া দেখেন—অসংখ্য উড়ে ব্রাহ্মণ আয়না, চিরুণী, পুষ্পপাত্র, গঙ্গাজল ও চন্দন লইয়া বসিয়া আছে। তাহারা দেবগণকে ডাকিয়া সাদরে বসিতে দিয়া এক শিশি তৈল দিল ও বলিল, "বাবা! গঙ্গা-মায়ীতে আস্নান কর।" বরুণ দ্রব্যাদি আগলাইতে লাগিলেন এবং দেবগণ জলে নামিয়া স্নান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্নান করিতে করিতে দেখিলেন—একখানি আফিসের কেরাণী বোঝাই নৌকা আসিয়া ঘাটের পাশে লাগিল। কেরাণীর দল আফিসের সাজ পোষাক করিয়া যেমন পাদুকা পরিতেছেন, অমনি এক চাচা পাঁউরুটি ও বিস্কুটের চাঙ্গারি মাথায় করিয়া ছুটিয়া আসিল। বাবুর দল স্ব স্ব অবস্থামত দুই এক পয়সার কিনিয়া গোগ্রাসে গিলিতে বসিলেন, এবং কতক কতক পকেটে রাখিলেন।

নারা। বরুণ! উহারা কারা?

বরুণ। উহারা আফিসের কেরাণী। কলিকাতার সন্নিকটস্থ গ্রাম সকলে

উহাদের বাস। ঐ দলের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ। উহারা কলিকাতার আফিসে কাজকর্ম্ম করিয়া থাকে, এজন্য প্রাতে বাটী হইতে আহার করিয়া দশ পনর জনে ভাগে একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া এখানে আইসে *। কাজকর্ম্ম শেষ হইলে দিবাবসানে বাটী যায়। প্রাতে আহার করায় এক্ষণে জঠরানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাই ঐ রুটি বিস্কুটগুলি আহুতি দিতেছে। বিশেষতঃ আফিসে যাইবার পূর্ব্বে কিছু খেয়ে না নিলে সমস্ত দিনই যা গাধা খাটুনি খাটিতে পার্বে কেন?

ব্রহ্মা। শ্রীবিষ্ণু! য়্যাঁ! ব্রাহ্মণের ছেলে?

উপ। কর্ত্তা জেঠা। কলিকাতায় যদি আমার কাজকর্ম্ম হয়, তা হ'লে ওদের মত পেটপুরে খেয়ে বাঁচি।

ব্রহ্মা। তুমি উৎসন্ন যাও কুলাঙ্গার। ওরা কি খাচ্চে দেখ্‌চো না? বরুণ! ওদের পাপের কি কোন প্রায়শ্চিত্ত আছে?

বরুণ। উহাদের প্রায়শ্চিত্ত প্রতিদিনই হইয়া থাকে। আফিসে যতক্ষণ থাকেন, দেশী ও বিলাতী সাহেবদের কটু কথা ও তিরস্কার শুনেন! যাহার ভাগ্যবল অধিক, তাহার পদাঘাতও লাভ হয়।

ইন্দ্র। সাহেব কি আবার দেশী ও বিলাতী দু-রকম আছে?

বরুণ। আছে বৈ কি! কতকগুলি সাহেব যথার্থ বিলাতজাত, তাঁহারাই বিলাতী; আর কতকগুলি এদেশজাত, তাঁহারাই দেশীয় বা ফিরিঙ্গি। এই ফিরিঙ্গিরা যে আফিসের কর্ত্তা, তথাকার কেরাণীদিগের কষ্টের এক শেষ। ঐ হতভাগারা প্রায়ই প্রভুর নিকট মিষ্ট কথা শুনিতে পায় না। বিলাতীগুলি অনেক ভাল, তাঁহারা কখন কখন কামড়ায় বটে; কিন্তু দেশীগুলোর ন্যায় দিন রাত খেঁউ খেঁউ শব্দে চীৎকার করেন না। দেখুন পিতামহ, আমরা অতঃপর কলিকাতায় এলাম। এখানে বাসা ইত্যাদি স্থির করিতে অনেক বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা। আপনার প্রাচীন শরীর, অসময়ে আহার করিলে বড় কষ্ট হইবে। বাহিরে যে মাগীগুলো লেবু, আক; কলা আতা, পেঁপে ছাড়িয়ে বিক্রয় করিতেছে, উহা লইয়া জলযোগ করিলে হয় না? "গঙ্গাতীরে দোষ কি?" বলিয়া পিতামহ সম্মতি প্রকাশ করিলে দেবগণ জলযোগ করিতে বসিলেন।

* এক্ষণে পোর্ট কমিশনরদের ফেরি ষ্টীমার হওয়ায় এই সকল লোকের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।—সম্পাদক।

নারায়ণ আকের টিক্‌লি মুখে দিয়া কহিলেন, "বরুণ! এ সহরের নাম কলিকাতা হইল কেন?"

উপ। ঠাকুর-কাকা! আমি জানি, ব'ল্‌বো? ঠাকুরমার কাছে গল্প শুনেছি—কলিকাতায় প্রথমে অত্যন্ত জঙ্গল ছিল। সাহেবরা সেই জঙ্গল কেটে এই নগর নির্ম্মাণ করেন। সেই বনকাটা কুলির কাজের তদারকের জন্য নিযুক্ত সাহেব জঙ্গলের মধ্যে একটা কাটা গাছের উপর পা রাখিয়া কুলিদিগকে ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করেন—এ স্থানের নাম কি? কুলিরা তাঁহার কথা বুঝিতে না পারিয়া কি উত্তর দিবে স্থির করিতে পারিল না। হয় ত "এ গাছটা কবে কাটা হইয়াছে, তাই সাহেব জিজ্ঞাসা করিতেছেন" এইরূপ ভাবিয়া একজন কুলি কহিল, "কাল কাটা।" সেই কাল্‌কাটা হইতে বর্ত্তমান নাম কলিকাতা হইয়াছে।

ইন্দ্র। সত্যি বরুণ?

বরুণ। কলিকাতা বহুকালের প্রাচীন স্থান। আইনি আকবরি নামক মুসলমানগ্রন্থে এই স্থানের উল্লেখ আছে। পূর্ব্বকালের লোকেরা ইহাকে কালীক্ষেত্র কহিত। কালীক্ষেত্র হইতে কলিকাতা নাম হইয়াছে। এই স্থানে সতীর মৃতদেহের কোন অংশ পতিত হইয়াছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হুগলীর কুঠীর এজেন্ট জব চার্ণক সাহেব ১৬৯০ অব্দের ২৪এ আগষ্ট বর্ত্তমান নগর নির্ম্মাণ করেন।

জলযোগ শেষ হইলে সকলে স্ব স্ব পৌঁটলা পুঁটলি হস্তে লইয়া বড়-বাজারের অভিমুখে চলিলেন। বরুণ পিতামহের হস্ত ধরিয়া অতি সাবধানে লইয়া চলিলেন এবং দেবগণকে কহিলেন "তোমরা আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস। নচেৎ যদি হারাইয়া যাও, খুঁজিয়া পাওয়া ভার হইবে।"

সকলে বরুণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চতুর্দ্দিকে চাহিতে চাহিতে চলিলেন। তাঁহারা যে দিকে চাহেন, দেখেন অট্টালিকা শ্রেণী ও তন্নিম্নে বিপণি শ্রেণী শোভা পাইতেছে। রাস্তা দিয়া ইংরাজ, বাঙ্গালী, য়িহুদী, মুসলমান; কাফ্রী, মগ, চীনে, কাবুলী প্রভৃতি নানা দেশের লোক চলিতেছে। রাস্তার মধ্য দিয়া চেরেট, টম্‌টম ও বগী গাড়ী প্রভৃতি ছুটিয়া যাইতেছে এবং রাস্তার পার্শ্ব দিয়া কঁ্যা কোঁচ শব্দে গোরুর গাড়ী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিয়াছে। পথ দিয়া অনবরত লোক চলিতেছে। *

---

*দেবতারা যদি এক্ষণে কলিকাতা আসিতেন, তাহা হইলে ইলেক্‌ট্রিক্‌ ট্রাম, মোটরকার গাড়ী প্রভৃতি দেখিয়া আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন।—সম্পাদক।

ব্রহ্মা। বরুণ! এমন সহর ত কখন চক্ষে দেখি নাই।

নারা! এখানকার সকল লোককেই যেন ব্যগ্রতার সহিত রাস্তায় চলিতে দেখিতেছি ইহার কারণ কি?

বরুণ। প্রত্যেক ব্যক্তিই পয়সার অনুসন্ধানে চলিয়াছে। এই কলিকাতা সহরে লক্ষ্মী নানারূপে বিরাজ করিতেছেন। যে সুচতুর, সে পথে ঘাটে যেখানে সেখানে ধন উপার্জন করিতে পারে। আর যে আমাদের উপর মত, তাহার ভাগ্যে এখানে অন্ন মিলে না।

ক্রমে সকলে গল্প করিতে করিতে বড়বাজারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং চারি দিকে চাহিতে লাগিলেন। যে দিকে চাহেন, দেখেন বড় বড় দোকান, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গলি, বৃহদাকার অট্টালিকা সকল বিরাজ করিতেছে। খরিদ্দারের ভিড়, গাড়ী ঘোড়ার ভিড়, মাল আমদানী ও রপ্তানীর ভিড়।

বরুণ বড়বাজারের মধ্যে একটী দোতালা বাসা স্থির করিয়া দেবগণের সহিত উপরে উঠিলেন এবং কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া উপকে সঙ্গে লইয়া বাজার করিতে চলিলেন। দেবগণ বারান্দায় দাঁড়াইয়া যতদূর দৃষ্টি চলে দেখিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে বরুণ ও উপ একজন মুটের সহিত প্রত্যাগমন করিলেন। দেবগণ মুটের মাথা হইতে দ্রব্যাদি নামাইয়া লইয়া অগ্রেই ঘসী দেখে হাস্ত করিতে লাগিলেন। এবং ফুঁ দিয়া উড়াইবার জন্য নারায়ণ বিধিমত প্রকারে চেষ্টা করিলেন।

বাসায় একটি জলের পাইপ ছিল। বরুণ কহিলেন, "তোমরা সকলে ঐ কলের জলে মুখ হাত ধুয়ে লও। জলের কলের নাম শুনিয়া দেবগণ সেই দিকে ছুটিয়া যাইলেন, কিন্তু জল বাহির করিতে না পারিয়া ফাঁপরে পড়িলেন। শেষে বরুণ হাস্‌তে হাস্‌তে যাইয়া দেখাইয়া দিলে দেবগণের আনন্দ দেখে কে। ইনি একবার জল বাহির করেন, উনি একবার জল বাহির করেন, এই প্রকারে অনবরত জল নষ্ট করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ পিতামহ কহিলেন, "বরুণ! এ ক'রেচে কি? য়্যাঁ। কোথা দিয়া যে কেমন ক'রে জল আস্‌ছে, কিছু ঠিক পাইবার যো নাই। ধন্য ইংরাজের বুদ্ধিবল!!"

বরুণ স্বয়ং আহারীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন এবং আর সকলে যোগাড় দিতে লাগিলেন। উপ কখন কখন হাঁ করিয়া পাইপের নিকটে মুখ দিয়া জল পান করিতেছে; কখন হাত দিয়া পাইপের মুখ চাপিয়া ধরিতেছে।

আহারীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইলে সকলে আহার করিলেন এবং অপরাহ্ণে সহর ভ্রমণে বাহির হইলেন। বরুণ কহিলেন, "সকলে খুব সাবধানে চল, বড়বাজারের ভিড়ে না হারাইয়া যাও।"

দেবতারা সাবধানে চলিলেন। এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন—কয়েক জন মাতাল মদ্যপানে মাতোয়ারা হইয়া "যুদ্ধং দেহি" "যুদ্ধং দেহি" শব্দে চীৎকার করিতেছে। দূরে দাঁড়াইয়া একজন গুলিখোর শঙ্কিতভাবে এক দৃষ্টে চাহিতেছে এবং অপর পথিকদিগকে সেই পথে যাইতে নিষেধ করিয়া দিতেছে। সে কহিতেছে, "নচ্ছার বেটারা মদ খেয়ে মরে কেন? এর চেয়ে যদি গুলি ধরে, পথের মাঝে এমন লোক হাসাহাসি কর্'তে হয় না।"

ব্রহ্মা। বরুণ! রাস্তায় গোল করিতেছে এরা কারা? আর পথিকদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছে, ঐ ভদ্র লোকটাই বা কে?

বরুণ। গোল করিতেছে ইহারা মাতাল। আর সাবধান করিয়া দিতেছে গুলিখোর। গুলিখোরেরা মাতালদিগকে বড় ভয় করে।

ইন্দ্র। রাস্তায় মাতালেরা গোল করিতেছে, রাজা যে কিছু বলেন না?

বরুণ। পাহারাওয়ালারা দেখ্‌তে পেলে ধ'রে নিয়ে যাবে; এখান থেকে চ'লে এস।

এখান হইতে সকলে গঙ্গার ধারের রাস্তা দিয়া চলিলেন এবং একস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন—একটী বাড়ীতে বিস্তর গোরা রহিয়াছে; তাহাদিগকে পাহারাওয়ালারা মধ্যে মধ্যে চৌকি দিতেছে।

নারা। বরুণ! ঐ স্থানটী কি? দেখ্‌লে বোধ হয় যেন নরক।

বরুণ। উহার নাম সেলার্‌হোম অর্থাৎ জাহাজের নাবিকদিগের থাকিবার ঘর। বিলাত হইতে কোন জাহাজ এখানে আসিয়া পৌঁছিলে উহার নাবিকগণ এই স্থানে আসিয়া অবস্থিতি করে। এবং মাতাল হইলে পাছে তাহারা বাটীর বাহিরে আসিয়া পথিকদিগের প্লীহা ফাটায়, এই আশঙ্কায় পাহারা দিতে হয়। পূর্ব্বে সেলারহোম বহুবাজারে ছিল। নাবিকেরা উপার্জ্জিত অর্থ মদ্য প্রভৃতিতে ব্যয় করিয়া ফেলে দেখিয়া তাহাদিগকে এই স্থানে রাখা হয় এবং কম খরচে আহারাদি দেওয়া হয়।

ইন্দ্র। বরুণ। ওদিকে পাঁচ সাতটা গোরাকে কতকগুলি পাহারাওয়ালা ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে কেন?

বরুণ। উহারা এই সেলারহোমের সেলার। মন্তপানে মাতাল হওয়ায় পুলিসে ধ'রে নিয়ে যাচ্চে।

ব্রহ্মা। বরুণ! তুমি ব'ল্লে প্লীহা ফাটায়। প্লীহা ফাটানর অর্থ কি?

বরুণ। আজ্ঞে, আপনার সৃষ্ট মনুষ্যমাত্রেরই পেটে প্লীহা আছে। বিলাতী ডাক্তারেরা বলেন—ঐ প্লীহা মধ্যে মধ্যে রং ধরে, ডাঁশায় ও পাকে। তাঁহারা আরও বলেন "মনুষ্যমাত্রেরই প্লীহার সহিত নাসারন্ধ্রের একটী অপূর্ব্ব সংযোগ আছে। এজন্য কেহ কাহারও উপর সোহাগ করিয়া নাকে যদি ঘুসি মারে আর সেই সময় যদি প্লীহাটী পাকা থাকে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ফাটিয়া গিয়া মনুষ্যটী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।" তাহাতে সোহাগকারীর কোনও অপরাধ হয় না।

ব্রহ্মা। বরুণ! আমি সৃষ্টিকর্ত্তা, কিন্তু কখন প্লীহা ফাটার কথা শুনি নাই। আজ কাল মর্ত্ত্যে আসিয়া সকলই নূতন শুনিতেছি ও নূতন দেখিতেছি। তবে প্লীহা যে পাকে, ইহা আমি স্বীকার করি। রুগ্ন অবস্থায় কুপথ্য করিলে কিংবা সুস্থাবস্থায় মত্তাদি পান করিলে সময়ে সময়ে প্লীহা পাকিয়া থাকে এবং তাহাতে অনেকের মৃত্যুও হয়; কিন্তু ফাটে না। যাহা হউক, এস্থান হইতে পলায়ে চল, কি জানি পাছে প্লীহা ফাটিয়ে দেয়!!

দেবগণ দ্রুতপদে চলিলেন। যাইতে যাইতে একস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন—একটী বাড়ীর সন্নিকটে বিস্তর ঘোড়ার গাড়ী রহিয়াছে। কতকগুলি গাড়ী বাবু বোঝাই করিয়া আনিতেছে ও প্রস্থান করিতেছে এবং অসংখ্য লোক ঐ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ ও প্রত্যাগমন করিতেছে। বাড়ীর দরজায় সঙ্গীন ঘাড়ে করিয়া প্রহরী পাহারা দিতেছে।

উপ। বরুণ-কাকা। এ বাড়ীটা কি?

নারা। বরুণ! এ বাড়ীতে এত লোক জন যাতায়াত ক'রচে কেন? বাড়ীটি দেখিতে বড় সুন্দর, ইহার নাম কি?

বরুণ। ইহার নাম বেঙ্গল ব্যাঙ্ক! এই স্থানে লোকে নোটের বিনিময়ে টাকা, ও টাকার বিনিময়ে নোট লয়। বেঙ্গল ব্যাঙ্ক ১৮০৯ সালে এই ৩নং ষ্ট্রাণ্ডরোডে স্থাপিত হয়। কলিকাতায় অনেকগুলি ব্যাঙ্ক আছে। যথা—আগ্রা ব্যাঙ্ক, চার্টার ব্যাঙ্ক, দিল্লী ব্যাঙ্ক, ন্যাসন্যাল্ ব্যাঙ্ক ইত্যাদি।

ইন্দ্র। একবার ভিতরে চল না, দেখে আসি। স্বর্গে যাইয়া টাকার বিনিময়ে কাগজ চালাইবার ইচ্ছা আমার অনেক দিন হইতে হইয়াছে। অতএব বেঙ্গল ব্যাঙ্কের ধরন-ধারণগুলো দেখে লওয়া আবশ্যক।

বরুণ এ কথায় সম্মত হইলেন এবং দেবগণকে ভিতরে লইয়া যাইলেন। তাঁহারা দেখিয়া অবাক্! দেখেন—বাব্বিকের মধ্যে স্তরে স্তরে টাকার তোড়া সাজান রহিয়াছে। সঙ্গিন চড়ান সিপাহিগণ পাহারা দিতেছে। উপ টাকার তোড়া দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল—উহার মধ্য হইতে দুই চারি তোড়া যদি দেয়, তাহা হইলে আর চাকরী করিনে,—ব্যবসা ক'রে খাটাই। দেবগণ দেখেন, ব্যাঙ্কে লোক জনের ভয়ানক জনতা। কেহ নোট ভাঙ্গাইতেছে, কেহ নোট লইতেছে, কেহ কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিতেছে, কেহ সেই কাগজ কিনিতেছে। কাহারও হাতে এক তাড়া নোট, কাহারও হাতে কতকগুলো কোম্পানীর কাগজ এবং কাহারও হাতে কতকগুলি করিয়া চেক রহিয়াছে। কোন ঘরে পাল্লা করিয়া টাকা ওজন করিয়া দিতেছে। কোন ঘরে বসিয়া কতকগুলি কেরাণী লেখা পড়া করিতেছে এবং কোন কোন ঘরে ঝন্ ঝন্ শব্দে টাকা ঢালিতেছে। দেবরাজ নোটবুকে কাগজের আকার ও দীর্ঘ প্রস্থ লিখিয়া লইলেন।

উপ। বরুণ-কাকা। এখান থেকে পলাই চল; টাকার শব্দে কানে তালা লাগিবার সম্ভাবনা হয়েচে।

বরুণ। পরের টাকা কিনা। ভাল উপ, ঐরূপ শব্দ ক'রে যদি তোরে কেউ টাকা দেয়?

উপ। আহা! তাহা হ'লে কানে যেন সুধাবৃষ্টি হয়।

আবার সকলে রাস্তার ধারে ধারে চলিলেন। এক স্থানে উপস্থিত হইয়া পিতামহ কহিলেন, "উঃ! বাবা! দক্ষিণ দিকে একটা গলি গিয়াছে দেখ।" দেবগণ চাহিয়া দেখেন—গলির মধ্যে একটা ত্রিতল বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে নরদামার ধারে একটী লোক বসিয়া আছে। শীতপ্রযুক্ত তাহার গাত্রে একখানা মোটা বস্ত্র, মস্তকে পাতলা চাদরের পাগড়ী বাঁধা। দেবগণ ঐ ব্যক্তি প্রস্রাব করিতেছে ভাবিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলেন; কিন্তু সে আর উঠে না। তখন নারায়ণ দ্রুতপদে সেই দিকে যাইলে লোকটা উঠিয়া এক দিকে পলাইল। নারায়ণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চতুর্দ্দিকে চাহিতে চাহিতে দেখেন—সেই ত্রিতল বাড়ীর উপর হইতে পৈতার সুতায় বাঁধা একটা শালপাতার ঠোঙা নামিতেছে। নারায়ণ তদ্দৃষ্টে সেই লোকটার ন্যায় নরদমার নিকট বসিয়া ঠোঙ্গার প্রতি চাহিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে ঠোঙ্গাটী নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি সুতা হইতে পট্ করিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া দেবগণের নিকট আসিলেন।

দেবগণ ঠোঙ্গা খুলিয়া হাসিতে লাগিলেন। দেখেন ঠোঙ্গাটী নানাবিধ মিষ্টান্নে পরিপূর্ণ। তদ্ভিন্ন কয়েকটী পানের খিলি ও একখানি পত্র ছিল। পত্রখানি স্ত্রীলোকের হাতের লেখা। পত্রে লেখা রহিয়াছে, "ভাই! আজি অবশ্য অবশ্য আসিবে। আজ আসিলে বিফল হইবে না। আজ শনিবার, সকলে বাগানে যাইবে, তুমি অনায়াসে নিশা যাপন করিতে পারিবে।"

"ঠাকুর কাকা! চিঠিখানা দেওনা, প'ড়ে দেখি" বলিয়া, উপ যেমন নারায়ণের হস্ত হইতে পত্র লইতে গিয়াছে, নারায়ণ অমনি ঠাস্ করিয়া তাহার গালে এক চপেটাঘাত করিলেন। রাস্তা দিয়া একটী লোক যাইতেছিল, বলিল, "মহাশয়! ওরূপ করে মার্‌বেন না, "পশুর-প্রতি অত্যাচারনিবারিণী সভা" দেখ্‌তে পেলে বিরক্ত হবেন।"

"উপ, খা" বলিয়া, দেবরাজ সেই মিষ্টান্নপূর্ণ ঠোঙ্গাটী উপর হস্তে প্রদান করিলেন।

দেবগণ রাস্তার ধারে ধারে চলিলেন। বরুণ যত উপকে বলেন, "উপ আমার সঙ্গে সঙ্গে আয়," উপ তত নিজের কার্দ্দানী দেখাইবার জন্য রাস্তার মধ্য দিয়া যায় এবং দেবগণের প্রতি চাহিয়া হাস্য করে। হঠাৎ রাস্তার দুই দিক হইতে দুইখানি গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। আরোহীরা সুদক্ষ এবং শনির ভাগ্যজোর, তাই উপ কাটা পড়িতে পড়িতে সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল। সে রক্ষা পাইয়া যেমন ফুট্‌পাথের দিকে দৌড়িয়া পলাইবে, একখানি গাড়ীর কোচম্যান উপ'র পৃষ্ঠে জোরে চাবুক মারিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া অদৃশ্য হইল।

বরুণ। বেশ্ ক'রেচে! হতভাগা ছেলেকে ব'ল্লে ত শুনবে না।

ইন্দ্র। বরুণ! তুমি অন্যায় ব'ল্‌চো। রাজপথে সকলেরই সমান অধিকার সরকারি রাস্তায় ধনী যে নির্ধনকে প্রহার করিবে, এমন কিছু রাজাজ্ঞা নাই। রাজা সকল প্রজাকেই সমান চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

দেবগণ আবার চলিলেন। উপ এবার শান্তমূর্ত্তিতে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। সকলে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন—একটী বৃহদাকার বাড়ী। বাড়ীর সন্নিকটস্থ উদ্যানে অসংখ্য গাড়ী ঘোড়া রহিয়াছে। দেবগণ সবিস্ময়ে সেই বাড়ীটির আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পিতামহ কহিলেন, "বরুণ? এ বাড়ীটি কি এবং ইহার সন্নিকটস্থ রাস্তায় এত লোক কেন?"

বরুণ। ইহারই নাম হাইকোর্ট বা উচ্চ আদালত। ইংরাজরাজ প্রতিষ্ঠিত নিম্ন আদালতসমূহ ভ্রমক্রমে যদি কাহারও প্রতি অবিচার করেন, এই স্থানে

আপীল করিলে সুক্ষ্ম বিচার হয়। পূর্ব্বে হাইকোর্টের বিচারকার্য্যের যেরূপ সুখ্যাতি ছিল, এখন আর সেরূপ নাই। এখন অনেকে কীল খাইয়া কীল চুরী করে এবং মকদ্দমা করিয়া হাইকোর্ট পর্য্যন্ত আসিতে সর্ব্বস্বান্ত হয়। এই বাড়ী ১৮৭২ সালের মে মাসে নির্ম্মিত হয়, ওয়াল্‌টার গ্রানভিল সাহেব ইহার ডিজাইন করেন। পূর্ব্বে সুপ্রিম কোর্ট ও সদর দেওয়ানী আদালত নামে যে দুইটী বিচারালয় ছিল, উহারা এক্ষণে হাইকোর্টের সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

উপ। বরুণ কাকা। বিচারালয়গুলোরও তবে দাদার দাদা, বাবার বাবা আছে।

দেবগণ বাড়ীটি বেশ করিয়া দেখিলেন। শেষে দেবরাজ কহিলেন, বরুণ! আমি স্বর্গে গিয়া একটী হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা করিবার মানস করিয়াছি, অতএব চল, ভিতরে গিয়া দেখিয়া আসি।"

বরুণ এই কথায় সম্মত হইয়া সকলকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখেন জনতার পরিসীমা নাই; সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া পালে পালে ইংরাজ, বাঙ্গালী, উকীল, মোক্তার, চাপরাশী, উঠিতেছে ও নামিতেছে। তাঁহারা উপরে উঠিয়া দেখেন, অত্যন্ত জনতা। সেই জনতার মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া বরুণ দেবগণকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন, "ঐ যে গাত্রে চাপকান, মাথায় শালের পাগড়ী, উহদের নাম উকীল। ঐ যে গাত্রে চাপকান, মাথায় শাদা চাদরের ফেটি, উহাদের নাম মোক্তার! ঐ যে বাঙ্গালীরা সাহেবী পোষাকে গাউন পরিয়া যাইতেছেন, উহারা বাঙ্গালী-ব্যারিষ্টার।" দেবগণ দেখেন—কোন ঘরে স্তূপাকার কাগজপত্র রহিয়াছে, বাঙ্গালীরা বসিয়া লিখিতেছে। কোন ঘরে দুইজন সাহেব বিচারাসনে বসিয়া বিচার করিতেছেন। বিচারালয়ে লোকের ভিড় ঠেলিয়া প্রবেশ করে, কাহার সাধ্য! মধ্যে মধ্যে দর্শকগণ গোল করিতেছে, সার্জ্জনেরা ঘুসাঘাসা দিয়া গোল থামাইতেছে।

এখান হইতে তাঁহারা এক ঘরে গিয়া দেখেন—বিচারাসনে বসিয়া একজন ইংরাজ ও একজন বাঙ্গালী বিচার করিতেছেন। পিতামহ কহিলেন, "বরুণ, ঐ বাঙ্গালীটীর নাম কি? আর সম্মুখে দাঁড়াইয়া ইংরাজীতে বক্তৃতা করিতেছেন—উনিই বা কে?"

বরুণ ঐ বিচারকের নাম বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র। আর যিনি ইংরাজীতে বক্তৃতা করিতেছেন, উহার নাম বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। হেমবাবু বাঙ্গালার মধ্যে একজন সুকবি।

ব্রহ্মা। আমাকে রমেশবাবু ও হেমবাবুর জীবনবৃত্তান্ত সংক্ষেপে বল।

বরুণ। রমেশচন্দ্র মিত্র দমদমার নিকটবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র গ্রামে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে পিতৃহীন হওয়ায় তিনি কলিকাতায় মাতুলালয়ে পালিত হন। তিনি অতি যোগ্যতার সহিত হিন্দু স্কুলের পাঠ সমাপন করিয়া কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রবিষ্ট হন। তথা হইতে ১৮৬০ সালে বি. এ. ও পরবর্ত্তী বৎসরে ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাইকোর্টে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। অতি অল্প দিবসের মধ্যেই তিনি দেশীয় ব্যবহার জীবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করেন। ১৮৭৪ সালে জষ্টিশ দ্বারকানাথ মিত্রের মৃত্যু হইলে রমেশচন্দ্র তাঁহার স্থানে হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হন। ১৮৮২ সালে প্রধান বিচারপতি সার্ রিচার্ড গার্থ ছুটি লইয়া বিলাতে গমন করেন ; তাঁহার স্থানে কোন্ জজ অস্থায়ী ভাবে প্রধান বিচারপতির কার্য্য করিবেন, এই বিষয় লইয়া শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের মধ্যে মহাআন্দোলন উপস্থিত হয়, কিন্তু শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় বলেন যে, নেটিভে প্রধান বিচারপতির পদ পাইলে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের এ দেশে বাস করা ভার হইয়া উঠিবে ; কিন্তু বড়লাট মহামতি লর্ড রিপণ সাহেব সাহেবদিগের এই অন্যায় যুক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া রমেশচন্দ্রকেই হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করেন। ইতিপূর্ব্বে এদেশীয়ের ভাগ্যে এ পদলাভ ঘটে নাই। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। কিন্তু এবার আর কোন আপত্তি উঠে নাই *। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৪৫ সালে হুগলী জেলার অধীন গুলিট নামক পল্লীগ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহার মাতামহ ইহাকে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। ইনি তথায় একজন উৎকৃষ্ট ছাত্রমধ্যে গণ্য এবং এই স্থানে জুনিয়ার ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হন। ১৮৫৮ অব্দে সিনিয়ার ও প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে এক বৎসর মাত্র তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠ করিয়া কোন আফিসে ৩০ টাকা বেতনে কেরাণীগিরি কর্ম্ম করেন। ঐ কর্ম্মকালে বি. এ. পরীক্ষা দেন এবং পরীক্ষায় দ্বিতীয় হন। বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার অল্পকাল পরে ৫০

* ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার গুণের পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে "সার্" উপাধি প্রদান করেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।—সম্পাদক।

টাকা বেতনে ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহার তিন বৎসরকাল পরে বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীরামপুরের প্রতিনিধি মুন্সেফ হন। ১৮৬৫ অব্দে ইনি হাইকোর্টে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। বাল্যকাল হইতে ইঁহার কবিতাপাঠে বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। ইনি "প্রভাকর" নামক পত্রে মধ্যে মধ্যে কবিতা লিখিতেন। পাঠ্যাবস্থায় ইনি "চিন্তাতরঙ্গিণী" নামক একখানি ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তৎপরে "কবিতাবলি" নামক একখানি পুস্তক মুদ্রিত করেন। বৃত্রসংহার কাব্য প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ইনি প্রচার করিয়াছেন। ইঁহার রচিত কাব্যগুলি উৎকৃষ্ট।*

দেবগণ অপর এক গৃহের দ্বারে যাইয়া দেখেন—আর দুটী জজ বসিয়া বিচার করিতেছেন এবং ঐ গৃহে একটী মুকুট রহিয়াছে। বরুণ কহিলেন "এই ঘরে বসিয়া চিফজষ্টিস্ অর্থাৎ প্রধান জজ বিচার করিয়া থাকেন। ঐ যে একটি মুকুট দেখিতেছেন, উহা ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার। তিনি অনুপস্থিত থাকাতে তদীয় মুকুট প্রতিনিধিরূপে বিরাজ করিতেছে। এখান হইতে সকলে আর একটী গৃহদ্বারে গিয়া দেখেন—আর দুটী জজ বিচার করিতেছেন। এ গৃহেও লোক পরিপূর্ণ। এখানেও সার্জ্জনেরা ধাক্কা মারিয়া গোল থামাইতেছে। জজদিগের নিকট দাঁড়াইয়া একটী সাহেব-বেশধারী বাঙ্গালী বক্তৃতা করিতেছেন।

উপ। বাবা! এখানে যে যোড়া যোড়া বিচারপতি।

বরুণ। এই হাইকোর্টে সর্ব্বসমেত বার জন জজ ছিলেন ; তন্মধ্যে এগারজন ইংরাজ ও একজন বাঙ্গালী। এক এক ঘরে দুইজন জজ বসিয়া বিচার করেন। কোন মকদ্দমায় যদ্যপি দুইজন জজের দুই রায় হয়, তাহা হইলে ফুলবেঞ্চ বসে। ফুলবেঞ্চে দুইজন জজ ও চিফজষ্টীস একত্র বসিয়া বিচার করেন, এখন আবার আর একজন বাঙ্গালী ও একজন ইউরোপীয় জজ হইয়াছেন।*

* ১৩১০ সালে ইহারও মৃত্যু হইয়াছে। শেষ দশায় দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ও অর্থাভাবে ইহাকে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল।—সম্পাদক।

*সম্প্রতি সেক্রেটারি অফ্ ষ্টেট্ মহোদয় হাইকোর্টের জজদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়াছেন।—সম্পাদক।

ইন্দ্র। বরুণ! ঐ যে সাহেব-বেশধারী বাঙ্গালী ইংরাজীতে বক্তৃতা করিতেছেন, ও লোকটি কে?

বরুণ। উঁহার নাম মনোমোহন ঘোষ। ইনি ১৮৪৪ অব্দে বিক্রমপুরের অন্তর্গত বয়রাগাদি নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ৺রামলোচন ঘোষের দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রথম সন্তান। ইঁহার পিতা একজন বিখ্যাত সদরআলা ছিলেন। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে কোন পুত্রসন্তান না হওয়ায় রামলোচন ঘোষ ৫০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। যখন মনোমোহন ঘোষের জন্ম হয়, তখন তিনি পীড়িতাবস্থায় দার্জিলিঙে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ১৮৫০ অব্দে ইনি কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হন। ১৮৫৮ অব্দে ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত কলেজে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় নীলের হাঙ্গামা উপস্থিত হওয়াতে ইনি প্রজার পক্ষ হইয়া সংবাদপত্রে বিস্তর লিখিয়াছিলেন এবং হিন্দুপেট্রিয়ট নামক সংবাদ পত্রের সংবাদদাতা হন। ১৮৬১ অব্দে কৃষ্ণনগর পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আইসেন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে আশ্রয় লন। ১৮৬১ অব্দে উক্ত ঠাকুরের সাহায্যে মিরার নামক একখানি ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করেন। এই সময় ইঁহার বয়ঃক্রম ১৭ বৎসর মাত্র ছিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন এবং বর্ত্তমান মিরার পত্রের সম্পাদক বাবু নরেন্দ্র নাথ সেন ইঁহাকে ঐ কার্য্যের নিমিত্ত যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। ১৮৬২ অব্দে ইনি পিতার মত লইয়া বিলাত গমন করেন। ১৮৬৫ অব্দ পর্য্যন্ত তথায় থাকিয়া সিবিল সার্ব্বিস সম্বন্ধে একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়াছিলেন; সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষকেরা ইঁহার প্রতি অন্যায় করাতে ইনি দুই বার অকৃতকার্য্য হইয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৮৬৬ অব্দে ইনি ব্যারিষ্টার হইবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হন। ইহার কিছু পূর্ব্বে ইঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল। ইংলণ্ডে থাকিয়া ইনি দুইবার ইউরোপ ভ্রমণ করেন। ১৮৬৭ অব্দে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া হাইকোর্টে ব্যবসা আরম্ভ করেন। বাঙ্গালীর মধ্যে ইনিই প্রথম হাইকোর্টে বারিষ্টার হন। স্ত্রীশিক্ষাদান ও স্ত্রী জাতির উন্নতিসাধন বিষয়ে ইঁহার অত্যন্ত অনুরাগ। "অবলাবান্ধব" নামক পত্র বাহির হইলে ঐ পত্রের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৬৩ অব্দে ইনি বেথুন বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক হন। ইনি একজন বিখ্যাত বক্তা। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের প্রতিনিধিস্বরূপে ইনি ইংলণ্ডে গমন পূর্ব্বক ভারতশাসন

সম্বন্ধে অনেকগুলি সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়া অত্রত্য জন-মণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। বিচার ও শাসন বিভাগের পার্থক্য সাধন বিষয়ে ইনি যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন।*

এখান হইতে দেবগণ একটী গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখেন—অনেকগুলি বাঙ্গালী ও ইংরাজ সংবাদপত্র হাতে করিয়া বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। বরুণ কহিলেন, "এইখানে ব্যারিষ্টারেরা বসিয়া বিশ্রাম করেন। এটর্ণিরা ৫০ টাকা দিলে এখানে বসিতে পান।"

ইহার পর সকলে রেজেষ্টরি আফিস দেখিতে চলিলেন। যাইবার সময় সকলে একটী গহ্বর দিয়া নীচের লোক জনের প্রতি চাহিতে লাগিলেন। উপ কহিল, "উঃ! বাবা! এখান হ'তে প'ড়ে গেলে শরীর আর আস্ত থাকে না; ছাতু হয়ে যায়।"

রেজেষ্টরি আফিসে প্রবেশ করিয়া দেখেন, কেহ কাঁদিতে কাঁদিতে জরিমানার টাকা গণিয়া দিতেছে। কেহ বিষণ্ণভাবে জামিনের লেখা পড়া করিতেছে। বরুণ কহিলেন, "এই স্থানে জামিন ও জরিমানার টাকা দিয়া খালাস হইতে হয়!"

এখান হইতে সকলে এক স্থানে যাইয়া দেখেন—তামাক খাবার ধুম লাগিয়াছে। একজন হুঁকা টানিতেছে; ৬০।৭০ জন হুঁকার উমেদার দাঁড়াইয়া আছে। উমেদারদিগের মধ্যে কেহ কেহ অগ্রে পাইবার আশায় হুঁকার গাত্রে হাত দিয়া টানিতেছে।

দেবতারা তামাক খাওয়া দেখিয়া নীচে নামিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। পিতামহ কহিলেন, "বরুণ! ভাই এই স্থানে একটু বোসো। আমার কোমর টন্ টন্ ক'রছে এবং অত্যন্ত হাঁপ ধ'রেছে।"

সকলে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় দেখেন—মকদ্দমা হার ওয়াতে আসামীদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। কয়েদীদিগের মধ্যে কেহ কাঁদিতেছে, কেহ সকরুণ বিলাপ করিতেছে। একজন কহিতেছে "উঃ! মাগো! বাল্যকালে একজন গণক আমার হাত দেখে ব'লেছিল এক সময় আমার অগ্র পশ্চাৎ শাস্ত্রি পাহারা যাবে।'—মা! তুমি ভেবেছিলে, আমি রাজা হব। গণককে খুসি ক'রে বিদায় করেছিলে। কিন্তু মা! এসে দেখে

* ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে একদিন অকস্মাৎ ইহার মৃত্যু হয়।—সম্পাদক।

যাও, আমার কপালে কি ঘটেছে; তোমার পুত্রের অগ্র ও পশ্চাৎ শাস্ত্রি পাহারা যাচ্চে।"

এই সময় টিফিন আরম্ভ হওয়াতে দেবগণ দেখেন—পিল্‌পিল্ ক'রে লোকগুলো বাহির হইয়া যাইতেছে। মস্‌মস্ শব্দে সাহেবগুলো নামিয়া আসিয়া বগী হাঁকাইয়া প্রস্থান করিতেছে।

দেবগণ ইহার পর লর্ড নর্থব্রুকের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া হাইকোর্ট হইতে বাহির হইলেন। বরুণ কহিলেন, "এই হাইকোর্টে দ্বারকানাথ মিত্র নামক এক ব্যক্তি জজ হইয়াছিলেন। দ্বারকানাথের মত সুবিচারক আর জন্মিবে না।"

ব্রহ্মা। বরুণ। আমাকে দ্বারকানাথের মিত্রের জীবনচরিত বল।

বরুণ। ইনি হুগলি জেলার অন্তঃপাতী আগুন্‌সি নামক পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম হরচন্দ্র মিত্র। হরচন্দ্র মিত্র হুগলী আদালতে মোক্তারি করিতেন। ১৮৩৬ সালে দ্বারকানাথের জন্ম হয়। ইনি প্রথমে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে ও তৎপরে হুগলি কলেজে বিদ্যা শিক্ষা করেন। পঠদ্দশায় ইহার পিতৃবিয়োগ হয়। ইহার পর প্রেসিডেন্সি কলেজে ইনি আইন শিক্ষা করেন। ১৮৫৬ সালে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সদর কোর্টে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এই সময় রমাপ্রসাদ রায় ও শম্ভুনাথ পণ্ডিত ঐ স্থানে ওকালতি করিতেন। দ্বারকানাথ ভবানীপুরে বাসা করিয়া অতি সামান্য অবস্থায় বাস করিতে লাগিলেন। ১৮৬২ অব্দে বর্ত্তমান হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে রমাপ্রসাদ রায় জজ হন; কিন্তু অল্পকাল মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে শম্ভুনাথ পণ্ডিত তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন। তখন দ্বারকানাথ প্রধান উকিল হইয়া উঠিয়াছিলেন। নূতন হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ইহারও ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হন। পিকক্ সাহেব ঐ সময় হাইকোর্টের প্রধান জজ ছিলেন। দ্বারকানাথ দরিদ্র ব্যক্তিদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিনা অর্থে মকদ্দমা লইয়া বক্তৃতা করিতেন। ঐ সময় তিনি এত অর্থোপার্জ্জন করিতেন যে, তাঁহাকে একদা এক ব্যক্তি ১৫ শত টাকা দিয়া মফঃস্বলে যাইবার উপরোধ করাতেও তিনি যাইতে সম্মত হন নাই। তিনি তন্ন তন্ন করিয়া না দেখিয়া কোন মকদ্দমা হাতে লইতেন না। যে মকদ্দমা তাঁহার হাতে আসিত, তাহাতে প্রায়ই জয় হইত। তিনি এমনি জোরে বক্তৃতা করিতেন যে, ঘর যেন ফাটিয়া যাইত। বিলক্ষণ ধনশালী হইলে তবে হরিপাল নামক স্থানের কোন সম্ভ্রান্তবংশের

মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে দ্বারকানাথের ভুবনমোহিনী ও সুরেন্দ্র নামক একটি কন্যা ও পুত্র জন্মে। ইনি সঙ্গতির অবস্থায় প্রায় ৫০।৬০ জন আত্মীয় ব্যক্তির পুত্রকে আনিয়া বাসায় স্থান দান করিয়া বিদ্যাশিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতেন। ইঁহার উচ্চাভিলাষ ছিল না। স্কুলের বালকগণের সহিত একত্র বসিয়া সামান্যরূপ আহার করিতেন। ইনি নিজ ব্যয়ে জন্মস্থানে একটী মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। বাটীতে বৎসর বৎসর বিলক্ষণ সমারোহে দুর্গোৎসব করিতেন। এই উপলক্ষে অনেক কুটুম্বকেও স্বভবনে আনিয়া তিন চারি দিন একত্র আমোদ প্রমোদ করিতেন। ১৮৬৬ সালে ইঁহার শরীর অসুস্থ হইলে কিছুদিন মুঙ্গেরে যাইয়া অবস্থিতি করেন। ১৮৬৭ সালের জুন মাসে শম্ভুনাথ পণ্ডিতের মৃত্যু হইলে জুলাই মাসে দ্বারকানাথ মিত্র হাইকোর্টের জজের আসন প্রাপ্ত হইলেন। তিনি এই সংবাদ মাতাকে বিষণ্ণভাবে জানাইলেন, মাতা আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, "বাবা! এমন সুসমাচার বিমর্ষভাবে জানাইলে কেন?" তদুত্তরে দ্বারকানাথ মিত্র কহেন, "মা! বর্ত্তমান পদ বিশেষ গৌরবের বটে; কিন্তু ওকালতীতে আমার বিলক্ষণ অর্থ উপার্জ্জন হইত।" জজ হইবার কিছুদিন পরে ইনি ভবানীপুরে ৫০,০০০ হাজার টাকা মূল্যে একটী বাটী ক্রয় করেন। এই বাটীতে আগমন করিয়া দ্বারকানাথের ভার্য্যা হৃৎপিণ্ড রোগে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মাতার অনুরোধে তিনি বৎসর অতীত হইবার পূর্ব্বেই পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন। একটি পুত্রসন্তান হয়। ১৮৭০ সালে দ্বারকানাথ রাজেন্দ্রনাথ দত্তের পুত্র বাবু উপেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত কন্যার বিবাহ দেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তাঁহার গলদেশে ক্ষত পরিলক্ষিত হইল; তিন মাস কার্য্য হইতে অবসর লইলেন; পীড়িতাবস্থায় তাঁহাকে দেখিবার জন্য হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতিগণ প্রায়ই তাঁহার বাটীতে আসিতেন। ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড নর্থব্রুক তাঁহার এডিকংএর দ্বারকানাথকে আপনার সহানুভূতি জানাইয়াছিলেন।

দ্বারকানাথ পূর্ব্বে বিজাতীয়-আহারপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু ১৮৭৩ সালে উহা সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত হইবার পর তাঁহার সেই রুচির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয় ও সেই সময়ে তিনি একদা তাঁহার কোন বন্ধুর সাক্ষাতে বলেন, "আমাদের দেশে যেরূপ আহারের প্রথা চলিত আছে, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও আমাদিগের স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধায়ক। এদেশীয় চিকিৎসকগণ ইংরাজী চিকিৎসাবিজ্ঞান অধ্যয়ন

করিয়া রোগীর পথ্যাদিবিষয়ে সচরাচর যে সকল প্রথা অবলম্বন করেন, তাহা আমাদিগের পক্ষে অতিশয় অনিষ্টকর।” এই সময়ে সিভিলিয়ান গেডিস সাহেব সস্ত্রীক তাঁহাকে সর্ব্বদা দেখিতে আসিতেন। এক দিন বৈকালে দ্বারকানাথ মিঃ গেডিস্‌কে বলেন, “মানবধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা মহাত্মা মনুর মতে নৈতিক, মানসিক ও শারীরিক উন্নতি ব্যতীত আত্মপর্য্যবেক্ষণ অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। *** আমি যে এতদূর শারীরিক কষ্ট সহ্য করিতেছি, তাহা কেবল সেই নিয়মাবলী উল্লঙ্ঘনের বিষময় ফল। যদি এ যাত্রা রক্ষা পাই, তাহা হইলে আমি হিন্দুজীবন অবলম্বন করিব।”

উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়া পণ্ডিতপ্রবর মোক্ষমূলর ভট্টাচার্য্য, ঐতিহাসিক রহস্যপ্রণেতা মহাত্মা রামদাস সেনকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, দ্বারকানাথ তাহার মর্ম্মার্থ সাহেবকে বিদিত করেন। উক্ত পত্রের স্থূল তাৎপর্য্য এই—

“ইউরোপে যাহা কিছু ভাল আছে গ্রহণ কর, তাই বলিয়া ইউরোপীয় হইও না ; তোমরা—মনুর বংশধর, রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমির সন্তান, সত্যানুসন্ধিৎসু,—সকলেই যে অজ্ঞাত ঈশ্বরের পূজা করে, ন্যায়পরায়ণতা ও সাধুতা সহকারে সকলেই যাঁহার তুষ্টিসাধনে তৎপর, সেই ঈশ্বরের উপাসক—তোমরা যাহা আছ, তাহাই থাক।”

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ১৬ই ফেব্রুয়ারি বেলা ১টার সময় দ্বারকানাথ জন্মভূমি দেখিবার জন্য যাত্রা করেন। মৃত্যুর দুই দিবস পূর্ব্বে তিনি কীর্ত্তন শুনিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন এবং দুই ঘণ্টাকাল অভিনিবিষ্টচিত্তে ও তন্ময়মনে হরিনামামৃতপূর্ণ মধুর গান শ্রবণ করেন। মৃত্যুর দিবস প্রাতঃকালে তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ বলিয়া বোধ হয় এবং সে দিবস তিনি বারান্দায় একবার পদচালনাও করেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ২৫শে ফেব্রুয়ারি বেলা ৪ ঘটিকার সময় দ্বারকানাথ মানবদেহ পরিত্যাগ করেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে ভারতাকাশ হইতে একটি অত্যুজ্জ্বল তারকা খসিল।

দ্বারকানাথ “হিন্দু ফ্যামিলি এনুইটি ফণ্ডের” ট্রাষ্টি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন। মৃত্যুকালে দ্বারকানাথ বৃদ্ধ মাতা, কোমল হৃদয়া প্রণয়িনী ও দুই পুত্র এবং এক কন্যা রাখিয়া যান।

দেবগণ এখান হইতে চলিলেন। যাইতে যাইতে বরুণ কহিলেন, “দেবরাজ। হাইকোর্টের চতুষ্পার্শ্বে উকীলপাড়ায় বিস্তর উকীল বাস করেন।”

নারা। উকীলেরা হাইকোর্টের সন্নিকটে বাস করেন কেন ?

বরুণ। হালদারেরা কালীবাড়ীর সন্নিকটে যে উদ্দেশ্যে বাস করেন, ইঁহাদেরও সেইরূপ উদ্দেশ্য।

ক্রমে সকলে যাইয়া টাউনহলে প্রবেশ করিলেন। উপ কহিল "উঃ। বাবা! এ যে ঘোড়দৌড়ের মাঠ।"

ইন্দ্র। বরুণ! এ স্থানের নাম কি?

বরুণ। এই সুন্দর বাড়ীর নাম টাউনহল। এখানে কলিকাতার বড় বড় লোকের সভা প্রভৃতি হইয়া থাকে। যদি কাহারও এখানে বক্তৃতাদি করিবার ইচ্ছা হয়, ৫০ টাকা ভাড়া দিলে দালান কিছুক্ষণ পাইতে পারেন। ১৮১৮ অব্দে এই হল প্রস্তুত হয়। ইহা নির্ম্মাণ করিতে সাত লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। কলিকাতাবাসীদিগের খরচে ইহা নির্ম্মিত হয়।

নারা। এখানে এ সব প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে কাহাদের?

বরুণ। এটী রাজপ্রতিনিধি কর্ণওয়ালিসের, ওদিকের ঐটি হার্ডিঞ্জের। সকলে হল দেখিতেছেন, এমন সময় শুনিলেন—অন্ত অপরাহ্নে বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় টাউন হলে একটী বক্তৃতা করিবেন।

ইন্দ্র। বরুণ! বক্তৃতা শুনিলে হয় না?

বরুণ। ইংরাজী বক্তৃতা তোমরা ত বুঝিতে পারিবে না, সুরেন্দ্রনাথ অতি সদ্বক্তা এবং ভারতহিতৈষীও বটেন। ইঁহার বক্তৃতা শুনিলে অনেক সৎশিক্ষা পাওয়া যায়।

ব্রহ্মা। বরুণ! সুরেন্দ্রনাথের জীবনচরিত আমাকে বল।

বরুণ। ইনি ১৮১৮ অব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি দুর্গাচরণ ডাক্তারের পুত্র। প্রথমে ডফ্‌টন কলেজের স্কুল বিভাগে ইংরাজী শিক্ষা করেন। যখন যে শ্রেণীতে পাঠ করিয়াছেন, তখন সেই শ্রেণীর উৎকৃষ্ট ছাত্র গণ্য হইয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৮৬৩ অব্দে ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হন। ইনি পরীক্ষাকালে বাঙ্গালা ভাষার পরিবর্ত্তে লাটিন ভাষায় পরীক্ষা দিয়াছিলেন। ১৮৬৫ অব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ, এ, পরীক্ষায় ইনি প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন। ঐ বৎসর ইংরাজী ভাষায় এক প্রবন্ধ লিখিয়া রৌপ্যপদক, ও লাটিন ভাষায় রচনা লিখিয়া কতকগুলি পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৮৬৮ অব্দে ইনি বিলাত যাত্রা করেন। ১৮৬৯ অব্দে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ইঁহার পরীক্ষা দিবার

বয়স অতীত হইয়াছে, এই সন্দেহ করিয়া সিবিল সার্ব্বিস কমিশনরেরা ইঁহাকে সিবিল সার্ব্বিসে অনধিকারী করেন। ইনি কুইন্স বেঞ্চে আপীল করিয়া এই অন্যায় আজ্ঞা রহিত করিয়াছিলেন। ১৮৭১ অব্দে ইনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন এবং শ্রীহট্টের এসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট হয়েন। ১৮৭৩ অব্দে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। অতি অল্প ব্যক্তিই ইঁহার ন্যায় গুরুতর ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীহট্টে ইনি অতি সদ্বিচারক বলিয়া খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ১৮৭৩ অব্দে ইঁহার নামে এই অভিযোগ হয় যে, ইনি নিজের কার্য্যবিবরণে মিথ্যা লিখিয়াছেন। এ বিষয়ের সত্য মিথ্যা অনুসন্ধানার্থ এক কমিশন নিযুক্ত হয়। কমিশনরেরা ইঁহাকে অপরাধী স্থির করেন। সুতরাং ১৮৭৪ অব্দে ইঁহার কর্ম্ম যায়। ইঁহার প্রতি যে অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করা হইয়াছিল, তাহা ইঁহার পক্ষ সমর্থনার্থ যে পুস্তক প্রণীত হইয়াছে, তৎপাঠে অবগত হওয়া যায়; এদেশীয় সংবাদপত্র-সম্পাদকেরা এই অন্যায় বিচারের অনেক প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং ইনি পুনরায় ইংলণ্ডে গমন করিয়া ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট এই বিষয়ে আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। ইনি ব্যারিষ্টার হইবার জন্য পুনরায় অধ্যয়ন করেন। কিন্তু পূর্ব্ব অপরাধে ইঁহাকে সে অধিকারও প্রদান করা হয় নাই। ১৮৭৫ অব্দে পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। সিবিলিয়ানের পদ হইতে চ্যুত হইয়া দেশের মঙ্গলকার্য্যে মনোনিবেশ করেন। ইণ্ডিয়ান লিগ নামক সভা স্থাপনের ইনিই একজন প্রধান উদ্যোগী। ভারতসভা ইঁহার ও ৺আনন্দমোহন বসুর যত্নে ও অর্থসাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। ছাত্রমহলে ইঁহার বিশেষ প্রতিষ্ঠা আছে। ইনি তাহাদের একপ্রকার নেতা বলিলেই হয়। ১৮৭৬ অব্দে ইনি করদাতাদিগের নির্ব্বাচন অনুসারে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কমিশনর নিযুক্ত হয়েন। ইঁহারই প্রস্তাবে সভাপতির বেতন কমান হইয়াছে। বাঙ্গালীর মধ্যে ইনি একজন প্রধান বাগ্মী বলিয়া বিখ্যাত। ইঁহার কয়েকটী বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি রাজনীতিসংক্রান্ত বিষয় সকলের প্রচার করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি ভারতসভার প্রতিনিধি হইয়া সিবিল সার্ব্বিসের বর্ত্তমান পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আন্দোলন করিবার জন্য পঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশে গমন করিয়া সর্ব্বত্রই কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন। ইঁহার বক্তৃতার গুণে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকলেরই মনে একতাবন্ধন ও জাতীয়-ভাবের উদ্দীপনা হইবার সম্ভাবনা

হইয়াছে। ইনি "বেঙ্গলী" নামক একখানি সাপ্তাহিক* সংবাদপত্রের সম্পাদকতাভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। ১৮৮৫ সালে ইনি হাইকোর্টের জজ নরিস সাহেবের বিরুদ্ধে এক পত্র লেখায় ইঁহার তিন মাস কারাদণ্ড হয়। ইনি ন্যাশন্যাল ফণ্ড প্রতিষ্ঠা করিয়া অনেকের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

এখান হইতে সকলে ইডেন গার্ডেনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাগানটীর শোভা দর্শন করিয়া দেবগণ মোহিত হইলেন। ইঁহারা ভ্রমণ করেন, আর পাছে ইংরাজেরা আসিয়া ঘুসি মারে, এই আশঙ্কায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া চান। বেড়াইয়া ক্লান্তিবোধ হইলে সকলে একখানি বেঞ্চে উপবেশন করিলেন। ইন্দ্র বলিলেন "আহা! কি চমৎকার রাস্তা ঘাট এবং বিলাতী বৃক্ষাদি দ্বারা নির্ম্মিত নিকুঞ্জ কানন।"

বরুণ। দেবরাজ! ও দিকে দেখুন কেমন একটী সুন্দর ব্রহ্মদেশীয় মন্দির! ১৮৫৪ সালে ওটীকে ইংরাজেরা আনিয়া এখানে স্থাপন করিয়াছেন। ওদিকে দেখেন ফোয়ারা দিয়া কেমন সুন্দর জল উঠিতেছে।

এই সময় বৈদ্যুতিক আলোগুলি আপনা হইতে জ্বলিয়া উঠায় উপ চীৎকার করিয়া কহিল, "কর্ত্তা-জেঠা! বাজী দেখ—বাজী দেখ। ভেল্কিতে আলো জ্বলে ?'

এই সময় নারায়ণ সবিস্ময়ে কহিলেন, "বরুণ! এ কি আলো? এমন কাণ্ড ত কখন দেখি নাই! আপনা হইতে বিদ্যুতের ন্যায় আলো কিরূপে জ্বলিল ?"

বরুণ। ইংরাজেরা কৌশলে বিদ্যুৎকে ধরিয়া তাহার দ্বারা যেমন তারের খবর আদান প্রদান করিতেছেন, তেমনি আবশ্যক মত জালাইতেছেন।

ব্রহ্মা। উঃ! অদ্ভুত ক্ষমতা। ইংরাজের অসাধ্য কিছুই নাই।

ইন্দ্র। বরুণ। তোমার কথা সত্য, উহার সহিত তুলনায় আমার নন্দনকানন তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। আ!! মরি মরি, যেমন সুন্দর তেমনি পরিষ্কৃত!

নারা। বরুণ! এ বাগানটী কে প্রস্তুত করে এবং ইহার নাম ইডেন গার্ডেন হইবার কারণ কি?

বরুণ। এই বাগানটী গবর্ণর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ডের সময় প্রস্তুত হয়

*—বেঙ্গলী এক্ষণে দৈনিক হইয়াছে।—সম্পাদক

ও তাঁহার ভগিনীর নামানুসারে ইডেনগার্ডেন নাম হইয়াছে। তোমরা বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পদে পদে ভয় পাইতেছ, কিন্তু এ বাগানে সাধারণের প্রবেশ করিবার অনুমতি আছে। সন্ধ্যাকালে সুশীতল সমীরণ সেবন জন্য অনেকেই এখানে ভ্রমণ করিতে আইসেন। সেই সময় এখানে শ্রবণ-তৃপ্তিকর সুমধুর বাদ্য বাজিয়া থাকে এবং অনেক সাহেব বিবি আসিয়া কুঞ্জবনে লুকোচুরি খেলাও করেন।

এই সময় ইডেন গার্ডেনে টাউন ব্যাণ্ড বাজিতে লাগিল। দেবগণ অনেকক্ষণ বসিয়া বাদ্য শুনিলেন। তৎপরে সকলে বাসায় চলিলেন। তাঁহারা বাগানের বাহিরে আসিয়া দেখেন—রাস্তার ধারে ধারে আলোকস্তম্ভে আলো জ্বলিতেছে। সকলে ধীরে ধীরে আলোকস্তম্ভের তলে যাইয়া হাঁ করিয়া চাহিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা। বরুণ! লণ্ঠনের মধ্যে বিনা তৈল শলিতায় ও আবার কি রকম আলো জ্বলিতেছে?

বরুণ। কলে পাথুরে কয়লা হইতে বাষ্প বাহির করিয়া সেই বাষ্পে ঐরূপ আলো জ্বালিয়াছে।

দেবগণ বাসায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং নানা কথায় রজনী প্রভাত হইলে বরুণ কহিলেন, "আমি সত্বর একবার কলিকাতার দক্ষিণ অঞ্চলে বারিবর্ষণ করিয়া আসি। আমার না আসা পর্য্যন্ত তোমরা বাহির হইও না।"

ইন্দ্র। শীতকালে বারিবর্ষণ কেন?

বরুণ। এক্ষণে আমার আর সময় অসময় নাই, সুবিধা পেলেই জল ঢালি। শীতকালে মফঃস্বলের খোদ কর্ত্তারা পল্লীগ্রাম দর্শনে বাহির হইবেন, তাঁহাদের অভ্যর্থনার্থ পচা বিচালির গাদায় জল ঢেলে মাছি, মশা ও অপরাপর ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কীটের জন্ম দিব। ঐ হুজুরেরা বর্ষার সময় পল্লীগ্রামে যাইয়া লোকের রাস্তা ঘাটের কষ্ট দেখেন না। শীতকালে সুখের সময় যাইয়া থাকেন। অতএব আমার সৃষ্ট কীটগুলো যদি চক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখা বন্ধ করে, তাহা হইলেও প্রজার কষ্ট কতকটা অনুভব হইতে পারিবে।

বরুণ প্রস্থান করিলেন। দেবতারা মুখ হাত ধৌত করিলেন এবং নগর ভ্রমণে বহির্গত হইবার জন্য সকাল সকাল আহারের উদ্যোগ করিলেন। তাঁহারা "বরুণ এই আসে এই আসে" করিয়া অধৈর্য্য হইয়া আহারান্তে বাসা হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। বাহিরে আসিয়া নারায়ণ কহিলেন, "এই বড় বাড়ীটি লক্ষ্য করিয়া চল আমরা সোজা দেখিতে দেখিতে যাই। গলি

ঘুঁজিতে প্রবেশ করিব না, তাহা হইলে রাস্তা হারাইয়া ফেলিব।" সকলে নারায়ণের কথায় সম্মত হইয়া দেখিতে দেখিতে চলিলেন।

তাঁহারা অন্যমনস্ক হইয়া যেমন একটি মোড়ের নিকটে দাঁড়াইয়াছেন, অমনি চশমা চক্ষে এক প্রাচীন মুসলমান তাহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। সে পিতামহের নিকট আসিয়া কহিল, "বাবা! তুমি চক্ষে একটু একটু ঝাপ্সা দেখ বটে!"

ব্রহ্মা। কৈ না!

মুস। না বাবা! গোপন ক'রো না। আমি ঐ রোগে বড় কষ্ট পেয়েছি ব'লেই ব'ল্‌ছি।

ব্রহ্মা। কৈ! আমি ত ঝাপ্সা দেখ্‌চিনে।

মুস। না দেখ্‌লেই ভাল। যদি কিছু হয়, এই জন্যই ব'লচি; দুচারিটী পয়সা খরচ ক'র্‌লে ভাল হবার এখনও উপায় আছে।

পিতামহ কিছুক্ষণ ভাবিলেন। পরে দুই চক্ষু রগড়াইলেন। চক্ষু রগড়ানতে জ্বলিয়া উঠিল, একটু জল বাহির হইল। মনে মনে ভাবিলেন, "মর্ত্ত্যে আসিয়া যদি চক্ষু হারাইয়া যাই, প্রাচীন বয়সে বড় কষ্ট পাইতে হইবে, অতএব দুচারিটি পয়সা ব্যয় করিয়া কিঞ্চিৎ ঔষধ লইয়া রাখি", ভাবিয়া কহিলেন, "দাও। আমাকে চারি পয়সার চক্ষের ঔষধ দাও।"

মুসলমান হাসিয়া কহিল "আমি চিকিৎসক নহি, কিংবা পয়সা লইয়া ঔষধ বিক্রয় করা আমার ব্যবসা নহে; তবে আপনার চাউনি দেখে কেমন কেমন বোধ হওয়াতেই চক্ষের পীড়া আছে সন্দেহ করিলাম। যাক্—আমি যে কয়টা মস্‌লা বলি দু চারিটা পয়সা খরচ ক'রে বেণের দোকান থেকে কিনে নিয়ে সব কয়টা বেটে চক্ষে প্রলেপ দিবেন, দুইচারি দিনেই সেরে যাবে"। বলিয়া মুসলমান পকেট হইতে একটু কাগজ ও পেন্সিল বাহির করিয়া লিখিয়া দিল।

নার।. কোন্ দোকানে এ সব দ্রব্য পাওয়া যাবে?

মুস। [illegible]দোকানে ব'ল্‌বেন, সেই দোকানেই পাবেন। তবে কোন বেটা না প্রতারণা[illegible]রে। এই কলিকাতা সহরে, মহাশয়! প্রতারকের অসম্ভাব নাই এখানকা[illegible]পায় সকল বেটাই জুয়াচোর। আপনারা এক কাজ করুন, সম্মুখের ঐ বেণে[illegible]কানটা হ'তে কিনে লউন। ও লোকটা ভদ্রলোক, আর গাছগাছড়া অনেক [illegible]।

দেবগণ এই কথায় সম্মত হইয়া সেই দোকানে প্রবেশ করিয়া ঔষধের নাম কয়েকটি বলিলেন। বেণে কহিল "এক টাকা মূল্য দিতে হবে মহাশয়।"

ইন্দ্র। এক টাকা! যে লোক ব'লে দিলে সে যে চারি পয়সা মূল্য লাগিবে ব'ল্লে!

দোকা। তা হবে না কেন? যে দোকানী বেটারা জুয়াচুরি করে, তাহারাই ঐ মূল্যে দিতে পারে। আমাদের ধর্ম্মভয় আছে, যা তা দিতে পারিনে। সত্যি, আপনাদের নিকট এক টাকা নিয়ে কিছু রাজা হব না, পরকাল ত আছে।

ব্রহ্মা। যাক্ বাবা! বার আনা লও।

"দেন-মহাশয়! বৌনির বেলা আর খদ্দের ফিরাব না" বলিয়া বণিক্ দেবগণকে দ্রব্যাদি প্রদান করিলে তাঁহারা সানন্দচিত্তে বাসায় চলিলেন। তাঁহারা সকলে পথ হারাইয়া বড়বাজারের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময় বরুণ সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "বেশ যাহা হউক, তোমাদিগকে না খুঁজেছি, এমন জায়গা নাই।"

উপ। আমরা পথ ভুলে বাসা পাচ্ছি না।

বরুণ। আমি সকলকে বারংবার নিষেধ ক'রে গেলাম, আমি না আসিলে বাসার বাহির হইও না।

ব্রহ্মা। ভাই! ভাগ্‌গি এসেছিলাম, তাই চক্ষু দুটী বেঁচে গেল। —একটী চক্ষুরোগের চমৎকার ঔষধ পেয়েছি। দাম খুব সস্তা, বার গণ্ডা পয়সা।

বরুণ। কে বুঝি প্রতারণা ক'রেছে! আপনার চোখে কি হয়েছে?

ব্রহ্মা। ঝাপ্সা ঝাপ্সা দেখি।

"দেখি" বলিয়া বরুণ নারায়ণের হস্ত হইতে কাগজের মোড়ক চাহিয়া লইয়া দেখেন—ছাগলের নাদি, কাষ্ঠের গুঁড়া এবং মাকড়সার জাল। দিয়া বার গণ্ডা পয়সা ঠকাইয়া লইয়াছে। তিনি কিয়ৎক্ষণ চা[illegible] চাহিয়া নারায়ণকে কহিলেন, "তোমরা কি সকলেই চোখে ঝা[illegible] ঝাপ্সা দেখ? সকলেই কি পিতামহের সঙ্গে সঙ্গে চক্ষের মাথা খেয়েছ[illegible]

ইন্দ্র। না হে না। দোকানী অতি [illegible]লোক, সে অনেক দিব্বি ক'রে দিয়েছে।

বরুণ। তোমাদের চক্ষু আছে [illegible]গল-নাদি কি না ভাল ক'রে চেয়ে

দেখ। তোমরা জান না—এ সহরে প্রতারকের অপ্রতুল নাই। তোমা-দিগকে নূতন লোক দেখিয়াই ওরূপ কার্য্য করিয়াছে।

ইন্দ্র। ভাল দোকানীই যেন প্রতারণা করিল, মুসলমান মহাত্মার ইহাতে কি স্বার্থ আছে?

বরুণ। "মুসলমান ঐরূপে খরিদদার জুটাইয়া দেয়; তৎপরে দোকানী যাহা লাভ করে, মুসলমানকে তাহার অংশ দিয়া থাকে। তোমরা যখন নগর ভ্রমণে বাহিব হইয়াছ তখন চল একবার বড়বাজারটা দেখাইয়া লইয়া যাই।" বলিয়া বরুণ সকলকে লইয়া রাণী স্বর্ণময়ীর চকের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং বড়বাজারের চতুর্দ্দিকে লইয়া গিয়া নানাপ্রকার সূতা ও পশমের কাপড়, বনাত, কম্বল, গালিচা; পিতল, লোহা, তামা প্রভৃতি ধাতুর দ্রব্য; সোণা, রূপা প্রভৃতি দামী বাসন ও গহনা; হীরা, মুক্তা ও পান্না প্রভৃতির দোকান, ছুরি, কাঁচি, তালা ও চাবি প্রভৃতির দোকান; দড়ী ক্যাম্বিস, ধূনা প্রভৃতি ও জাহাজীয় দ্রব্যের দোকান; বেণের মসলা, ঘৃত, চিনি ও সোরা প্রভৃতির অসংখ্য দোকান দেখাইয়া অপর একটী চকের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ইন্দ্র। বরুণ! এমন বাজার ত কোথাও দেখি নাই। ভাল, এই বাজারের মধ্যে দুটী উৎকৃষ্ট চক দেখিলাম, ও দুটী কাহার?

বরুণ। প্রথমটী মহারাণী স্বর্ণময়ীর; দ্বিতীয়টি মনোহর দাসের। বড়বাজারের মধ্যে এই দুইটি চক বিখ্যাত। এই বাজারের দক্ষিণে আরমাণী গির্জ্জা আছে।

দেবগণ একস্থানে উপস্থিত হইলে পিতামহ কহিলেন, বরুণ। এ বাড়ীটী কাহার?

বরুণ। দেওয়ান কাশীনাথের।

ব্রহ্মা। ইহার বিষয় আমাকে বল।

বরুণ। ইহার পিতা সম্রাট সাজাহানের দেওয়ান ছিলেন। ইহারা জাতিতে ক্ষত্রিয়। আদি বাস লাহোরে। ইহার পিতার নাম মুলুকচাঁদ। ইনিই আসিয়া কলিকাতায় বাস করেন। মুলুকচাঁদের পুত্রের নাম দেওয়ান কাশীনাথ বাবু। ইনি কর্ণেল ক্লাইবের দেওয়ান ছিলেন। দেওয়ান কাশীনাথ অত্যন্ত হিন্দু ছিলেন। ইনি নিজ আবাসবাটীর সন্নিকটে শ্যামলজী নামক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া নূতন চক তাঁহার সেবার্থে দান করিয়াছেন। এই

মহাত্মা লালগড় নাথের মন্দির ও পীর জুমাসার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন ; ইহার পুত্রের নাম দামোদর দাস বর্ম্মণ। ইনি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও বিষয়ী। লোকে ইহাকে রাজা বাবু বলিয়া থাকে। কলিকাতার নূতন চক, কাশীনাথ বাবুর বাজার ইহারই। অনেকে বলে—কালীঘাটের বর্ত্তমান মন্দির এই বংশীয়দিগের প্রতিষ্ঠিত। পিতামহ! সম্মুখে বড়বাজারের মল্লিকদের বাড়ী দেখুন।

ব্রহ্মা ইহাদের বিষয় বল।

বরুণ। ইহারা জাতিতে স্বুবর্ণবণিক্, পূর্ব্ব উপাধি দে। নবাব সরকার হইতে মল্লিক উপাধি প্রাপ্ত হন। বনমালী মল্লিক সম্রাট্ আকবরের সময় বিষয় করেন। ইহাদের কাঁচড়াপাড়ায় আবাদ ছিল। আবাদের নিকট একটি খাল আছে, তাহাকে অদ্যাপি লোকে মল্লিকের খাল কহে। ইহার পুত্রের নাম কৃষ্ণদাস মল্লিক। ইনি বল্লভপুরের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই বংশের নয়ানচাঁদ মল্লিক মাহেশে অনেক মন্দির ও ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এবং বড়বাজারে পাকা রাস্তা করিয়া দিয়াছেন। ইহার পুত্র গৌরচরণ মল্লিক কাঁচড়াপাড়ায় একটী দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

নয়ানচাঁদ মল্লিকের দ্বিতীয় পুত্র নিমাইচরণ মল্লিক বল্লভপুরে একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কাঁচড়াপাড়ায় কৃষ্ণরায়জী নামক বিগ্রহের মন্দির ও তাঁহার সেবার্থ অনেক অর্থ প্রদান করেন। ইনি বাটিতে বিন্ধ্যবাসিনী পূজা করিয়া অনেক দেনদার কয়েদীর দেনার টাকা দিয়া কারাগার হইতে মুক্ত করিতেন। ১৮০৭ সালে ইহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় ইনি ক্রোর টাকা রাখিয়া যান। ইহার পুত্র রামমোহন মল্লিক ব্যবসায় যথেষ্ট বিষয় বৃদ্ধি করেন। ১৮৪৩ সালে ইনি তিন মাস পুরাণ শ্রবণ ও তদুপলক্ষে বিস্তর টাকা ব্যয় করেন। ১৮৫৫ সালে ইনি গঙ্গাতীরে একটি ঘাট প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬৩ সালে ইহার মৃত্যু হয়। ইহার পুত্র প্রেমনাথ মল্লিক শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথের রন্ধনশালা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। বৃন্দাবনের বংশীলাল গোস্বামীর কুঞ্জ খরিদ করেন। এই বংশের মতিলাল মল্লিক বৃন্দাবনে একটী কুঞ্জবাটী নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তথায় রাধাশ্যামজী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পোষ্যপুত্র বাবু যদুলাল মল্লিক। ইনি মাহেশে একটি কুঞ্জবাটী প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন। এবং ১৮৭৪ সালে মাতার তৌল ব্রত উপলক্ষে বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

এখান হইতে যাইয়া সকলে শেঠেদের বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন ;—

"ইঁহারা পলাশীর যুদ্ধের ৫০ বৎসর পূর্ব্বে আসিয়া কলিকাতায় বাস করেন। ইঁহারা অত্যন্ত ধনী ব্যবসায়ী। ইঁহারা আবাসবাটীর নিকটে গোবিন্দজী নামক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইঁহারই পুত্র কন্যাদিগের বিবাহের সুবিধার জন্য বসাকদিগকে আনিয়া কলিকাতায় বাস করান। বসাকেরাও অত্যন্ত ধনী। যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কেল্লা নির্ম্মাণ করেন, তখন শেঠ ও বসাকদিগকে বড়বাজারে জমী বদল দিয়া তাঁহাদের বাসস্থানের জমী লন। ঐ দুর্গ ডেলহাউসী স্কোয়ারের উত্তরপশ্চিম দিকে ছিল। শেঠেরা যখন উঠিয়া আসেন, গোবিন্দজীকেও বড়বাজারে উঠাইয়া আনেন। এই বংশের যাদবেন্দু শেঠ রাধাকান্তজী নামক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। উক্ত ঠাকুর বাঁশতলা ষ্ট্রীটে ৫ নং বাটীতে আছেন।"

দেবগণ এখান হইতে বাসায় চলিলেন। যাইতে যাইতে বরুণ দেবগণের জলযোগের জন্য কিছু মিষ্টান্ন খরিদ করিয়া লইলেন। উপ যাইবার সময় চতুর্দ্দিকে চাহিয়া হাঁ করিয়া যাইতে লাগিল; অন্যূন কুড়ি বাইশ বার হোঁচট পাইল।

দেবগণ বাসায় আসিয়া জলযোগ আরম্ভ করিলেন। নারায়ণ কহিলেন, "মর্ত্ত্যের জল-হাওয়ায় বেশ ক্ষুধা হয়। স্বর্গে আমরা ক্ষুধা তৃষ্ণা কাহাকে বলে জানিতাম না।"

ব্রহ্মা। শরীরে পাপ প্রবেশ ক'চ্ছে কিনা! পাপী ব্যক্তিরাই ক্ষুধা তৃষ্ণায় কষ্ট পায়। জলযোগ করিয়া পুনরায় সকলে একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া নগর ভ্রমণে বাহির হইলেন। তাঁহারা এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন, একটি বাড়ীর গাত্রে বৃহৎ বৃহৎ ইংরাজী অক্ষরে কি লেখা রহিয়াছে। তদ্দৃষ্টে দেবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন "বরুণ। এ বাড়ীটি কি ?"

বরুণ। এ বাড়ীটির নাম বাথ্‌গেট কোম্পানীর দাওয়াইখানা : এটী এই সহরের মধ্যে একখানি প্রধান ঔষধের দোকান। ইঁহারা খারাপ ঔষধ বিক্রয় করেন না। আরো অনেক ঔষধের দোকান আছে; যে ঔষধ নষ্ট হইয়া যায়, তাহারা তাহা সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিয়া নূতন ঔষধের আমদানী করে। ঐ পচা ঔষধ বাজারওয়ালারা সস্তাদরে কিনিয়া লইয়া গিয়া অপরাপর ঔষধালয়ে বিক্রয় করে। বেশী মাত্রায় পল্লীগ্রামে যায়। তথাকার হাতুড়ে ডাক্তারেরা সেই

পচা ঔষধে মনের সাধে জল মিশাইয়া রোগীদিগকে খাইতে দেয়। যে রোগীর অখণ্ড পরমায়ু, তিনিই বেঁচে যান; কিন্তু ঔষধের দাম দিতে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। ঐ খারাপ ঔষধ বেশী পরিমাণে ব্যবহার হওয়াতেই দেশের এত শোচনীয় অবস্থা।

ব্রহ্মা। যাঁহাদের ঐ সব ঔষধালয়, তাঁহারা ত মহাপাপ করেন। পুরাতন ঔষধ বিক্রয় না করিয়া গঙ্গার জলে ফেলিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। তাঁহারা বিক্রয় না করিলে, পচা ঔষধ দেশ-দেশান্তরে যাইত না, দেশেরও এমন দুরবস্থা হইত না।

বরুণ। মানুষের আজও ততদূর বোধ ও নিঃস্বার্থ প্রবৃত্তি জন্মে নাই।

দেবগণ দেখেন—দোকানের বাহিরে দুটো লোক ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই সময় দোকানের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বাহিরে আসিল। উহারা তাহার নিকট যাইয়া কহিল "আপনাকে শিশি ধোয়া জলগুলো দিতেই হবে। দেখুন ঐ জল আমরা দেশে লইয়া বিলক্ষণ দশ টাকা লাভ করিব। আপনি স্বদেশস্থ এবং এই দোকানে কর্ম্ম করেন বলিয়াই আসিয়াছি।"

সে ব্যক্তি "আচ্ছা" বলিয়া দোকানে প্রবেশ করিলে প্রথম দুই ব্যক্তি বসিয়া গল্প আরম্ভ করিল। একজন কহিল—"আমরা ছাইতে না পারি, গোড় চিনি। রোগের ঔষধই উপবাস। তাহাতে রোগ না সারিলে ঔষধ দিই। জল ঔষধে যদি বিকার টেনে আনে, দিন থাকিতে বলি আমার অসাধ্য, ভাল ডাক্তার আন। ভাল ডাক্তারের হাতে মরে, তাহাদের বদনাম হয়। আমরা মাধব কবিরাজের শালার মত জেয়াস্ত মানুষ মারিনে। ছি! ছি! লোকটা ধড় ফর ক'রে মরে গেল।"

২য়। সে কিরূপ?

১ম। জান না?—মাধব কবিরাজের শালা যাহাকে আমরা মামা ব'লে ডাকিতাম।

২য়। চিনেছি, ধড়ফড়য়ে মরে গেল কি?

১ম। এ খবর রাখ না? মামা, তাঁর বোনাই মাধব কবিরাজের বাড়ীতে খেতেন আর ভাগিনেয়দের কোলে পিঠে ক'রতেন। লেখাপড়া জানা দূরে থাক, হাতে-খড়ি পর্য্যন্ত হইয়াছিল কি না সন্দেহ। মাধব কবিরাজের মৃত্যুর পর মামা ব'ল্লেন্ "আমি চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করি, কারণ আমাদের যজমানেরা সুচিকিৎসকের অভাবে কার দ্বারস্থ হইবে?" কিন্তু দুঃখের বিষয়

মামাকে কেউ ডাকে না। হঠাৎ একটা রোগীর আসন্নকাল ঘুনিয়ে এসেছিল, সে মামাকে ডাকিতে আসিল। মামা মহাসন্তুষ্ট হইয়া মাধব কবিরাজের আলমারী খুলিয়া ঔষধ বাছিতে লাগিলেন ; তাঁহার ঔষধ আর মনস্থ হয় না। যে ডাকিতে আসিয়াছিল, তাহাকে কহিলেন, "হাঁরে রোগীর বয়স কত ? জোয়ান না বালক ?" সে কহিল, "জোয়ান, কাল সবে জ্বর হয়েছে।" এই সময় মামা বড় বড় লাল ঔষধ দেখিয়া কহিলেন, "হাঁ হাঁ, তাকে এই মৃত্যুঞ্জয় ঔষধ খাওয়াতে হবে।"

২য়। ঔষধের নাম কি মৃত্যুঞ্জয় আছে ?

১ম। মামা একটা নাম রেখে দিলেন। তার পর শোন না—মামা দশ পনর গণ্ডা সেই ঔষধ নিয়ে রোগী দেখতে চল্লেন। যাইবামাত্র তাহারা একটা টাকা দিল, তখন রোগীটে ব'সে গুড়ুক তামাক খাচ্ছিল। মামার এই প্রথম টাকা উপার্জ্জন ; অতএব টাকাটী নিয়ে মহাসন্তুষ্টচিত্তে কহিলেন, 'অদ্যই জ্বর আরাম ক'রবো, তোমাদের কোন চিন্তা নাই। বলিয়া সেই মৃত্যুঞ্জয় বড়ী একেবারে দ্বাদশটী খেতে দিলেন। রোগী ঔষধ খেয়ে শুয়ে প'ড়লো এবং দুই একবার হাত পা খেঁচে চোখ কপালে তুলে সিঙ্গা ফুঁকলো ! মামা খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া দেখে ব'ল্লেন, "একটু পরেই সেরে যাবে, তোমরা কিছু চাপা দিয়া রাখ, যেন বাতাস না লাগে" বলিয়া দে চম্পট।

২য়। তুমি জান্লে কেমন ক'রে।

১ম। মামা পালিয়ে এসে আমাদের বাড়ীতে লুকয়েছিল। সমস্ত দিন বাটীর বাহির হয় নাই। সন্ধ্যার পর আমাকে চুপে চুপে ব'ল্লে, "দেখে আয় দেখি, সেটাকে বাহির ক'রে নিয়ে গেছে কি ঘরে আছে।" আমি ব'ল্লাম "মামা, রোগীটে যে সকালে গুড়ুক তামাক খাচ্ছিল দেখে এসেছি।" মামা ব'ল্লেন, "ওরে বাবা ! বিকারে নেচে খেলে বেড়ায়। ওতো গুড়ুক তামাক খাচ্ছিল ; তোরা জানিস্ না, ওর ঢোরা বিকার হয়েছিল।" মামার মানুষ মারা দেখে আমার সাহস হ'লো, মনে মনে ভাব্লাম "বা ! এ ব্যবসা ত বড় মজার ! আমি এই ব্যবসা ক'রবো।" সেই থেকে ডাক্তারি আরম্ভ করেছি।

দেবগণ এই সমস্ত কথা শুনে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বরুণ কহিলেন, "ইহারা পাড়াগাঁয়ে হাতুড়ে ডাক্তার। ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি জাতিতে ডোম।"

নারা। ডোমের জল লোকে খায় ?

বরুণ। ঐ যথার্থে লোকে ম্লেচ্ছের জল খাচ্ছে, ডোম ত বাপের ঠাকুর!

এখান হইতে সকলে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন—অনেকগুলি সাহেব একটী বাটী হইতে পোষাকাদি খরিদ করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছেন। বাটীর গায়ে বড় বড় ইংরাজী অক্ষরে কি লেখা রহিয়াছে।

ইন্দ্র। বরুণ! এ বাড়ীটি কি?

বরুণ। ইহার নাম হোয়াইটওয়ে লেড্‌লর আফিস। এই স্থানে সাহেবদিগের যাবতীয় পরিচ্ছদাদি বিক্রয় হয়। অনেক মেম এখানে বস্ত্রাদি খরিদ করিতে আসিয়া থাকেন বলিয়া বিস্তর মেম চাকরাণী আছে। এখানকার দোকানীরা অনেক অংশে ঘটকের কাজ করে; কারণ যে সমস্ত অবিবাহিতা মেম বস্ত্রাদি কিনিতে আসে, তাহাদিগকে অপর কোন অবিবাহিত সাহেবের রূপ গুণের বর্ণনা করিয়া সম্মত করাইয়া বিবাহ দেয় এবং অনেক বিক্রেতা ঐ স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া—

এই সময় দুইজন বাঙ্গাল আসিয়া দেবগণকে কহিল "মোশারা কইতে পারেন, এইটার নাম কি হোয়াটওয়ে লেড্‌লর অকিচ্? আপনারা জানেন—এক একটা হ্যাট ও সাহেবী পোষাক কর্‌তি মূল্য কত লাগ্‌বে?

বরুণ। সাহেবী পোষাকে তোমাদের আবশ্যক কি?

বাঙ্গা। আমরা পচ্ছিম যাইবার মনস্থ ক'রেছি। হ্যাট কোট্ দেখ্‌লি লোকে সাহেব ঠাওরাইয়া ঠ্যাস মার্‌বে না।

নারা। তোমাদের বর্ণ কৃষ্ণ, সাহেব সাজিলে মানাবে কেন?

বাঙ্গা। কৃষ্ণবর্ণের কি সাহেব নেই?

ইন্দ্র। যাক্, তোমরা কি ব'লে আত্মপরিচয় দেবে?

বাঙ্গা। আমরা ডিক্রুজ মিক্রুজ যাহোক একটা কইমু।

নারা। বরুণ! আমাদেরও একটা সাহেবী পোষাক কিন্‌লে হয় না? স্বর্গে প্রত্যাবর্ত্তন-সময়ে সাহেব সেজে গেলে রহস্য মন্দ হবে না।

ইহার পর একস্থানে উপস্থিত লইয়া বরুণ কহিলেন, "ওদিকে দেখুন হারম্যান্ কোম্পানী। উহারা কলিকাতার মধ্যে প্রধান দরজি। ঐ দোকানে অনেকে সাহেব পরিচ্ছদাদি প্রস্তুত করাইয়া লন। অনেক ধনী বাঙ্গালীরও এখানে পোষাকাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। বি. এ; এম. এ; প্রভৃতি উপাধিধারীর পরিচ্ছদ প্রস্তুত করা ইহাদের কন্ট্রাক্ট লওয়া আছে।

নারা। বরুণ! তুমি ব'লে বাঙ্গালীরাও ঐ দোকানে পোষাকাদি প্রস্তুত

করাইয়া লয়, কিন্তু উহাদের পিরাণাদি সেলাই কি দেশীয় দরজিদিগের সেলাই অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয় ?

বরুণ। উৎকৃষ্ট হয় না বটে ; তবে ইহারা জামার পেছন দিক্‌টা বেশ সাহেবী ধরনের কাটিয়া সেলাই করিয়া দেয়।

ইন্দ্র। বরুণ। হাইকোর্টের জজেরা যে সুন্দর পরিচ্ছদ পরিয়া সেসনে বসেন, তাহাও কি এই স্থানে প্রস্তুত হয় ?

বরুণ। হাঁ, কেন ?

ইন্দ্র। আমাকে সেই প্রকার পরিচ্ছদ খরিদ করিয়া দিতে হইবে ; কারণ আমার ঐরূপ বেশে বিচারাসনে বসিয়া বিচার করিবার একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে।

বরুণ। ঐরূপ পোষাক খরিদ করিলে অবিকল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। উহারা কিছু ইতর বিশেষ করিয়া দিবে, যেহেতু অবিকল পোষাক বিক্রয় করিবার উহাদের অধিকার নাই।

এখান হইতে সকলে এক স্থানে উপস্থিত হইলে পিতামহ জিজ্ঞাসা করিলেন "বরুণ ! সম্মুখে দেখা যাইতেছে—ও বাড়ীটি কি ?"

বরুণ। উহার নাম হামিল্টন কোম্পানীর দোকান। ইহারা কলিকাতার মধ্যে প্রধান জহরী। এই দোকানে চ্যেন, ঘড়ি, হীরকাদি এবং স্ত্রীলোকদিগের যাবতীয় উৎকৃষ্ট গহনাদি বিক্রয় হইয়া থাকে।

ইন্দ্র। বরুণ। ভিতরে চল না, একটা চ্যেন ঘড়ি কিনে লই। এখানকার গহনাদির গড়ন যদি ভাল হয়, প্রত্যাগমন-সময়ে মহিষীর জন্য এক প্রস্থ খরিদ করিতে হইবে।

বরুণ এই কথায় সম্মত হইয়া দেবগণকে ভিতরে লইয়া যাইয়া দেখেন —একজন পল্লীগ্রামের জমীদার গহনাদি খরিদ করিয়া বিষম বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন। সাহেবেরা চালানের পৃষ্ঠে তাঁহাকে নাম স্বাক্ষর করিয়া দিবার জন্য জেদ করিতেছে ; কিন্তু বাবুর হাতে-খড়ি না হওয়ায় কি করিয়া নাম স্বাক্ষর করিবেন ভাবিয়া গলদঘর্ম্ম হইতেছেন। লোকটা চালাক, অবশেষে আপনার নামাঙ্কিত মোহরের ছাপ দিয়া কাজ সারিলেন। তৎপরে সাহেবদিগের উপরোধে টেবিলে বসিয়া কি কতকগুলো গিলিতে লাগিলেন।

পিতামহ একদৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "লেখাপড়ায় ত পণ্ডিত খুব। এদিকে দক্ষিণ হাস্তর বিষয়ে দেখ্‌চি পটু। বরুণ! ও পাষণ্ড কে ?"

বরুণ। উনি এক পল্লীগ্রামের মূর্খ জমিদার। লেখাপড়ায় মূর্ত্তিমন্ত—

কিন্তু লোকের নিকট এই ভাব প্রকাশ করেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর একজন সুশিক্ষিত অবতার।

ইন্দ্র। বরুণ। উনবিংশ শতাব্দীর লোকেরা কেমন?

বরুণ। ইহাদের মেজাজ ইংরাজী ধরনের। ইহাদের সভ্যতা ও চাল-চলনও সাহেবী গোছের। অনেকে হিন্দুধর্ম্ম বিশ্বাস করেন না, একমাত্র নিরাকার ঈশ্বর স্বীকার করেন; কিন্তু কাজেও তাহা দেখান না। ধুতি চাদর পরিধান ও মাছের ঝোল ভাত অনেকের ভালো লাগে না। হ্যাট কোট পরিধান করিয়া টেবিলে বসিয়া মদ্য-মাংসাহার বেশী পছন্দ করেন। ইহাদের স্ত্রীই সর্ব্বস্ব। অনেকে মাতাকে মাতা বলিয়া পরিচয় না দিয়া বাপের পরিবার বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এই উনবিংশ শতাব্দীতে পৈতা ফেলা ও ব্রাহ্ম হওয়া লোকের একটা সংক্রামক রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই শতাব্দীতে বাপের গায়ে পা ঠেকিলে "বেগ ইওর পার্ডন" বলিয়া ক্ষমা চায়। নিজে গাড়ী জুড়ী হাঁকান এবং বাপকে বাজার ক'র্‌তে পাঠান। পরিবার রাঁধ্‌লে পাছে অসুখ হয় এই জন্য মাকে দিয়া রাঁধান হয়। স্ত্রী-পুরুষের কথোপকথন পাছে বাপ-মার কানে যায়, এজন্য নীচের অন্ধকার ঘরে তাঁদের শুতে দেন।

ব্রহ্মা। ও যাক্—কলিতে যা যা হবার তা এই উনবিংশ শতাব্দীতে হ'চ্চে, ও আর শুনে কি হবে। বরুণ মূর্খ জমীদারেরা কে—আমাকে বিশেষ করিয়া বল।

বরুণ। আপনার স্মরণ থাকিতে পারে, লক্ষ্মণ শক্তিশেলে প্রাণত্যাগ করিলে হনুমান্ ঔষধান্বেষণে গমন করিলেন। ঔষধ রজনীমধ্যে না আনিতে পারিলে লক্ষ্মণ আর জীবিত হইবেন না শুনিয়া রাবণ নিজ মাতুল কালনেমি নামক এক রাক্ষসকে ডাকিয়া কহিলেন, "মামা! যদ্যপি তুমি কোনরূপে হনুমান্‌কে প্রতারণায় বশীভূত করিয়া রজনী প্রভাত করিতে পার, আমি তোমাকে রাজ্যের অর্দ্ধাংশ তুল্যরূপে প্রদান করিব; তোমার বুদ্ধি অতি প্রখর এবং পরিমার্জ্জিত, তজ্জন্যই এই মহৎ ভার অর্পণ করিতেছি। আমি তোমাকে ভারার্পণ করিয়া নিশ্চয় জানিতেছি যে, তোমারই দ্বারা আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। রাবণমুখে নিজ প্রশংসাবাদ শুনিয়া বিশেষতঃ রাজ্য-প্রাপ্তির লোভে রাক্ষস হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিল এবং হনুমান্‌কে মায়ায় বশীভূত করিয়া এক সরোবরে স্নানার্থ পাঠাইল। স্নানান্তে হনুমানের

প্রত্যাগমন করিতে বিলম্ব হইল দেখিয়া কালনেমি মনে মনে ভাবিল, পুষ্করিণীতে যেরূপ কুম্ভীরের উপদ্রব, বোধ হয় বানরটাকে এতক্ষণ উদরসাৎ করিয়াছে; অতএব আমি রজ্জু পাকাই, নচেৎ কি দিয়া রাবণের অর্দ্ধেক রাজ্য মাপিয়া লইব। কালনেমি দড়ি পাকাইতেছে, এমন সময় হনুমান্ প্রত্যাগমন করিয়া তাহাকে সংহার করিতে উদ্যত হইল। রাক্ষস প্রাণ যায় দেখিয়া রোদন করিতে করিতে কহিল, "হায়! আমার রাজ্যভোগ অদৃষ্টে হইল না, হাতের দড়ি হাতেই রহিল।" হনুমান্ তাহার রোদনে দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "কালনেমি! আমি তোমাকে সংহার করিতেছি বটে, কিন্তু লোভে পড়িয়া এ কাজ করিয়াছ জানিয়া বর দিতেছি, তোমার অদৃষ্টে রাজ্যভোগ ঘটিবে। কলিতে তুমি মূর্খ জমীদাররূপে বিরাজ করিবে, সেই সময় তোমার রাজ্যের জমী তোমার আমলারা ঐ হস্তস্থিত রজ্জু দ্বারা মাপ করিবে।"

উপ। বরুণ-কাকা, বাঁশ দিয়ে ত মাপে?

নারা। বরুণ। এই বোকা জমীদারটা কি ক'রে নিজের বিষয় বুঝে লয়? আমলারা বোকা দেখিয়া ফাঁকা দিয়ে লয় না?

বরুণ। উনি গোমস্তাদিগকে কহেন, "আমি বকেয়া বাকী প্রভৃতি বুঝি না; যে তালুকের যত আয়, আমাকে সেই টাকা রোজ দুই তিন কিস্তিতে দিতে হইবে।"

দেবগণ ইহার পর চোন ঘড়ি খরিদ্ করিয়া টাকা দিলে দোকানের দুই একজন লোক তাঁহাদিগকে জল খাইতে উপরোধ করিল। তাঁহারা ওজর আপত্তি করিয়া পলাইয়া আসিয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করিয়া বলিতে লাগিলেন, "সাহেবটা আমার হাত ধ'রে যেরূপ টানাটানি আরম্ভ করিল, ভাবিলাম বুঝি জাতটা মারলে! খুব ফাঁকী দিয়ে পালিয়ে এসেছি।"

আবার সকলে চলিলেন। নারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বরুণ! দেখা যাইতেছে—ও বাড়ীটি কি?"

বরুণ। উহা টি, টম্‌সন্ কোম্পানীর বাড়ী। এই স্থানে লোহা-লক্কড়ের দ্রব্যাদি বিক্রয় হয়। উহাদের একটী কারখানা আছে। তাহাতে নানাপ্রকার লৌহের দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতেছে।

এখান হইতে সকলে ধর্ম্মতলার বাজারের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইন্দ্র কহিলেন, বরুণ। এ বাজারটী কাহার?

বরুণ। এই বাজারটী পূর্ব্বে হীরালাল শীলের ছিল। মধ্যে মিউনিসিপাল কমিসনর হগ সাহেব মিউনিসিপাল বাজার সংস্থাপনকালে দেখিলেন, ধর্ম্মতলার বাজার থাকিতে তাঁহার বাজারের উন্নতি হইবে না, সুতরাং অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিয়া শেষে প্রচুর অর্থব্যয়ে বাজারটী এককালে খরিদ করিয়া লইয়াছেন। এরূপ করিবার কারণ এই—মিউনিসিপাল বাজার প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে এই ধর্ম্মতলার বাজারে সাহেবদিগের যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইত। ওদিকে শনির মত কে গেল? আপনারা একটু দাঁড়ান, আমি শীঘ্র ক'রে দেখে আসি।

বরুণ প্রস্থান করিলে এক ব্যক্তি একটা কাগজে মোড়ক করা দ্রব্য এক দৃষ্টে দেখিতে দেখিতে নারায়ণের নিকট আসিয়া অতি মৃদুস্বরে কহিল, "মহাশয়! দেখুন—এই সাতনর গাছটি রাস্তায় কুড়িয়ে পেলাম, এটী সোনার ত?"

নারায়ণ দেখিয়া কহিলেন, "হঁা সোনারই বটে। তোমার আজ লাভের কপাল।"

লোকটা তৎশ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া কয়েক পদ প্রস্থান করিল এবং তৎক্ষণাৎ প্রত্যাগমন করিয়া নারায়ণকে পূর্ব্বের ন্যায় মৃদু স্বরে কহিল "দেখুন, কাহাকেও কহিবেন না, এ ছড়াটা আপনি আট দশ টাকা দিয়ে খরিদ ক'রে লউন। আমার নিকট থাকিলে চোর মনে ক'রে পুলিসে ধরে নিয়ে যাবে। যাহারা খোয়া গিয়াছে, অনুসন্ধান পাইলে ফেরত দিতাম; কিন্তু এ সহরে ত লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না, লাভের মধ্যে প্রতারক বেটারা এসে 'আমার' বলিয়া প্রতারণা করিয়া লইবে।"

নারায়ণ কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া মনে মনে কহিলেন, "এমন সুন্দর রং ও গড়ন স্বর্গের স্বর্ণকারেরা করিতে পারে না। যদ্যপি খরিদ্ করিয়া লইয়া গিয়া নারায়ণীকে প্রদান করি, মর্ত্ত্যে আসিয়া কালবিলম্বনিবন্ধন দারুণ অভিমানটা তিরোহিত হইতে পারিবে।" এই ভাবিয়া তিনি দশ টাকা মূল্য দিয়া সাতনর ছড়াটী ক্রয় করিলেন।

ইন্দ্র। আমি ভাই দাম দিচ্চি, ও ছড়াটা আমাকে দেও।

নারা। তা আমি দেব কেন? বলিতে কি, জলের দামে কিনেছি।

এই সময় বরুণ আসিয়া কহিলেন, "শনি নয়, শুনলাম সে সহরের গলিতে গলিতে ফেরে; কিন্তু দেখা পাবার যো নাই দেখা পেলে উপকে হাতে হাতে সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হ'তাম।"

নারা। বরুণ! তুমি গেলে—আমি দশ টাকায় একছড়া বহু মূল্যের সোণার সাতনর কিনেছি।

বরুণ। কোথায়?

নারা। একটা লোক রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়ে আমাকে সস্তাদরে বেচে গেল।

বরুণ। মরেছ? প্রতারকে ঠকাইয়া গিনি সোণা ব'লে বেচে গিয়েছে।

নারা। বল কি? দেবরাজ! কিন্তে চাচ্ছিলে? নেবে? কি আশ্চর্য্য! লোকটা রাস্তায় কুড়িয়ে পেলাম বলায় আমি ব'লেছিলাম—আজ তোমার লাভের কপাল। শেষে লাভটা কি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে ক'রে গেল!

ব্রহ্মা। য়্যাঁ! কেষ্ঠ, ঠকুলি? বলি—সোণা দানা কিনিবার কি আর স্থান ছিল না? স্বর্গে কি সোণার অপ্রতুল আছে?

নারা। এখানকার গড়ন ভাল।

ব্রহ্মা। গড়ন নিয়ে তুই ধুয়ে খা।

দেবগণ আবার চলিলেন এবং যাইয়া চাঁদনীর চকের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা দেখেন, অধিকাংশ দোকানে সাহেবদের কোট, পেণ্টলন বিক্রয় হইতেছে এবং অনেক মনোহারীর দোকান রহিয়াছে। অনেকগুলি দোকানে পিত্তল ও লোহার দ্রব্যাদি বিক্রয় হইতেছে।

উপ কহিল, "কর্ত্তাজেঠা! আমার পায়ে জুতা নাই, ঐ যেশা জুতা বিক্রী হ'চ্চে, এক জোড়া কিনে দেবে?" দেবগণ তৎশ্রবণে জুতার দোকানের নিকট উপস্থিত হইলে চতুর্দ্দিক্ হইতে দোকানদারেরা—"বাবু, এদিকে আসুন, ভাল জুতা" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

তাঁহারা একটি দোকানে প্রবেশ করিলে একজন বাঙ্গাল কহিল, "মশয়েরা এহানে জুতা লইবেন না, এরা ডাহাতি করৃতি পারে। আমি এই জুতা জোড়াটা পায়ে দিয়ে দেখ্‌ছিলাম বলে পাঁচ সিহার জুতার দাম পাঁচ টাকা কৈচে। লব না কইচি তাতে বল্‌চে—যখন পায়ে দিছ লিতেই হবে! দেহবো এরা কেমন কইরে দাম আদায় করে। সত্যি আমি যশুরে বাঙ্গাল নই আমার নিবাস ডাহায়। সেহানেও জুতার দোকান আছে, সেহানেও জলের কল অইচে।"

রাস্তা দিয়া একজন যশোহরের বাঙ্গাল যাইতেছিল, ছুটিয়া আসিয়া

কহিল, "হালা, কি কইচিস্? যশুরে বাঙ্গালরা বাণের জলে ভেসে আইচে, আর তাহার হালারা—!"

দেবগণ বাঙ্গালদ্বয়ের বিবাদ দেখিতে দেখিতে চলিলেন। দোকানী কহিল, "মহাশয়েরা জুতা নেবেন না?" বরুণ কহিলেন, 'না বাবা, যে তোমাদের গুণ শুন্‌ছি!"

দেবগণ চলিয়া যাইলে দোকানী বাঙ্গালকে কহিল, "মহাশয়! উঠে যান—ভাল লোককে জুতা বেচ্‌তে গিইছিলাম, প্রায় পঞ্চাশ ষাট জন খদ্দেরকে "এরা জুয়াচোর" "এরা জুয়াচোর" ব'লে তাড়ালে। আপনি উঠে যান।"

বাঙ্গা। পাঁচ সিকায় হবে না?

দোকা। না।

বাঙ্গাল হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল। ওদিকে বরুণ যাইতে যাইতে কহিলেন, "চাঁদনীর চকের জুতা-বিক্রেতারা বড় দুষ্ট। উহারা পল্লীগ্রামের লোক পাইলে পাঁচ সিকার জুতায় পাঁচ টাকা লয়। প্রকৃতই উহাদের দোকানে জুতা একবার পায়ে দিয়ে, যদি দরে বনিবনাও না হয়, "কেন পায়ে দিলে" বলিয়া গোল করিয়া টাকা আদায় করিয়া লয়।"

এখান হইতে যাইয়া দেবগণ একটী বাটির সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখেন—অনেকগুলি ঘোড়ার গাড়ী থামিয়া রহিয়াছে এবং অসংখ্য বাবু ঘুরে ঘুরে বেড়াইতেছেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই হস্তে এক এক তাড়া কাগজ।

বরুণ। ইহার নাম মিউনিসিপাল আফিস। এই আফিসটি নানা অংশে বিভক্ত। বাড়ীটি সর্ব্বসমেত তিন তালা। প্রথম তালায় ছাপাখানা ও গরুর গাড়ীর এবং দোকান পসারের লাইসেন্স আদায়ের আফিস আছে। দ্বিতীয় তালায় ভাইস্‌চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার ও একাউণ্টেণ্ডের আফিস আছে। ইঞ্জিনিয়ার দুইপ্রকার যথা—জলের কলের ও রাস্তাঘাটের। তদ্ভিন্ন ঐ দোতালায় সেক্রেটারি আফিস ও লাইটিং পুলিস আছে। তেতালায় চেয়ার ম্যান, ড্রাফ্‌টস্‌ম্যান (নক্সা তৈয়ারকারী) প্রভৃতির আফিস আছে।

নারা। কাগজ পত্র হাতে ফির্‌চেন—এঁরা কারা?

বরুণ। ইহারা কলিকাতার যত ধনী লোকের ছেলে। ইহারা প্রায় প্রত্যহই এখানে আসিয়া মিউনিসিপাল কমিশনর হইবার প্রত্যাশায় উমেদারি করিয়া থাকেন। সকলের হস্তে যে কাগজপত্র দেখিতেছ, ওগুলি সুপারিস

চিঠি। উঁহারা মিউনিসিপাল কমিশনর হইবার প্রত্যাশায় দ্বারে দ্বারে ঘুরে ঐ সমস্ত চিঠি সংগ্রহ করিয়াছেন।

ইন্দ্র। মিউনিসিপাল কমিশনরদের বেতন কি?

বরুণ। বেতন!—লোকের ট্যাক্স বৃদ্ধি করিলে গাল খাওয়া! আহা! ঠাকুরদা! ব'লবো কি? একবার এই পদ লাভের জন্য একজন সম্পাদক পর্য্যন্ত লালায়িত হইয়াছিলেন। তিনি পরের বাড়ী নিজের বলিয়া দেখাইয়া পদটি লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু পোড়া কপালে ভোগ হইল না।

নারা। বাড়ী দেখিয়ে বুঝি কমিশনর হ'তে হয়?

বরুণ। হাঁ! কমিশনর হইবার নিয়ম এই, কলিকাতার মধ্যে দুইখানি বাড়ী থাকা চাই।

উপ। আচ্ছা—বরুণ-কাকা! যদি দুখানি ছোট ছোট খোলার বাড়ী থাকে?

ব্রহ্মা। তুই চুপ কর্। বরুণ! সম্পাদক ঐ পদটি লাভ ক'রে ভোগ ক'র্‌তে পেলেন না কেন?

বরুণ। মিউনিসিপাল কমিশনর হগ সাহেব কেমন ক'রে তাঁহার প্রতারণার বিষয় টের পেয়ে, ডাকিয়ে এনে কতকগুলো তিরস্কার করিলেন এবং নাম কাটিয়া বিদায় ক'রে দিলেন।

উপ। সাহেবটার নাম হগ? হগ্ মানে ত শূকর।

এখান হইতে যাইয়া সকলে মিউনিসিপাল বাজারেরই মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পিতামহ কহিলেন, "বরুণ! এ সুন্দর বাজারটি কাহার?"

বরুণ। এই বাজারের নাম মিউনিসিপাল মার্কেট! ১৮৭৪ সালে ধর্ম্মতলার বাজার ভাঙ্গিয়া এই বাজারটী সংস্থাপিত হয়। এই বাজারে সাহেবদের খাদ্যদ্রব্য বেশী বিক্রয় হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এখানে অপর্য্যাপ্ত পচা মৎস্য ও পচা মাংস বিক্রয় হইত, এক্ষণে তাহা বিক্রয় করা রহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ওদিকে দেখুন মিউনিসিপাল আফিস। বাজার ও আফিস বাটী নির্ম্মাণ করিতে ৬,৬৫,০০০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল! ঐ টাকা গবর্ণমেণ্টের নিকট ঋণ করা হয়। টাকার সুদ—দোকানী প্রভৃতির নিকট লাইসেন্স ট্যাক্স আদায় করিয়া প্রদান করা হয়।

উপ এই সময় "কর্ত্তা জেঠা! আমার বড় কোমর ব্যথা ক'র্‌চে, এস না

একটু বসি" বলিয়া তুলসীগাছের বেদিপীড়ি মনে করিয়া মাংস-বিক্রয়ের স্থানে যাইয়া বসিল।

বরুণ। উপ! ক'র্‌লি কি? কোথা গিয়ে ব'সলি?

ব্রহ্মা। কোথায় ব'সেছে?

বরুণ। ঐগুলোর উপর প্রাতে গোমাংস বিক্রয় করে, বৈকালে জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করিয়া রাখে।

ব্রহ্মা। আরে থু থু! উপ! তুই দূর হ, আর আমাদের সঙ্গে আসিস্ নে।

"কর্ত্তা জেঠা তুমি রাগ ক'রো না, আমি হাত পা ধুয়ে আস্‌ছি." বলিয়া উপ ছুটিয়া একটা কলের নিকট যাইল।

ব্রহ্মা। হাত পা ধুলে কি শুদ্ধ হ'তে পার্‌বি? তোকে গোময় মেখে গঙ্গায় গিয়ে স্নান ক'র্‌তে হবে।

"আমি তাই ক'র্‌বো, কর্ত্তা-জেঠা—আমি তাই কর্‌বো।" বলিয়া উপ নিকটে আসিল। দেবগণ আবার চলিলেন। এক স্থানে উপস্থিত হইয়া নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ! এ বাড়ীটি কি?"

বরুণ। রোস্তমজী মাণিকজী নামক পারস্যরাজ-প্রতিনিধির বাসা। ইনি এখানে সদাগরি কার্য্য করেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইনি কলিকাতার সেরিফ হইয়াছিলেন।

ইন্দ্র। সেরিফ কি?

বরুণ। পারস্য সদাগরদিগের মধ্যে ইনি প্রধান বলিয়া ঐ উপাধি এক বৎসরের জন্য প্রাপ্ত হন। পদটী বিলক্ষণ সম্মানের; এত সম্মানের যে, কলিকাতার সেসন বসিবার সময় সেরিফ হাইকোর্টে যাইয়া যে স্থানে জজেরা বসেন, তৎপার্শ্বে বসিবার স্থান প্রাপ্ত হন। সেরিফের একটী আফিস আছে; ঐ আফিসের কাজ এই,—ঋণী ব্যক্তিদিগের বিষয়াদি হাইকোর্টের অনুমত্যানুসারে নিলাম দ্বারা বিক্রয় করিয়া টাকা জমা দেওয়া। ঐ নিলামকে সেরিফ্‌সেল কহে। সেরিফ্‌সেলে কোন বিষয় খরিদ করিয়া দখল করিতে না পারিলে সেরিফ্ তজ্জন্য দায়ী নহেন; এই কারণে সময়ে সময়ে দশ হাজার টাকা মূল্যের বিষয় হাজার টাকায় বিক্রয় হইয়া থাকে। সেরিফ্ খুব মোটা বেতন পান।"

এখান হইতে এক স্থানে যাইয়া নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ। এ বাড়ীটি কি?"

বরুণ। ইহার নাম ফটোগ্রাফিকেল এষ্টাব্লিস্‌মেন্ট। এখানে দুই টাকা মূল্য দিলে চেহারা তুলে দেয়।

ইন্দ্র। বরুণ! আমরা দেবতা হইয়া মর্ত্ত্যে কি বেশে ভ্রমণ করিতেছি, স্বর্গে দেখাইবার জন্য কয়েকখানি চেহারা তুলে নিলে হয়। কি বলেন ঠাকুরদা?

ব্রহ্মা। হানি কি? একত্র সব কয়জনের তুলে দেয়?

বরুণ। দেবে না কেন?

"তবে লও" বলিয়া পিতামহ হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, "নারায়ণ! বংশী হাতে ত্রিভঙ্গবেশে হাটে বাজারে ত বিস্তর বিক্রয় হইতেছ, অতএব তোমারও চেহারা কি তুলে নিতে হবে?

নারা। হংসোপরি চতুর্ম্মুখেরও বাজারে অসদ্ভাব নাই, অতএব তিনি যখন নিচ্চেন, আমি না নেব কেন?

সকলে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দর দস্তুর ঠিক করিলে একজন সাহেব আসিয়া দেবগণকে একটী অন্ধকার ঘরে লইয়া গিয়া বসাইল। পিতামহ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "বরুণ! অন্ধকারে আমার বড় ভয় হ'চ্চে, চেহারা তোলায় কাজ নাই—পলাই চল।" উপ কহিল, "কর্ত্তা-জেঠা! সাহেবটা কি ক'রচে দেখি।" বলিয়া একবার উঠে দাঁড়ায়, একবার ব'সে উঁকি মারে। সাহেব ছুটিয়া আসিয়া উপকে কহিল, "তুমি বড় চঞ্চল বালক, স্থির হয়ে বোসো, নচেৎ চেহারা খারাপ হবে।" সাহেব বহির্গত হইলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে দেবগণ স্ব স্ব চেহারার প্রতি চাহেন আর হাস্য করেন। উপ একবার চেহারা দেখে আর নারায়ণের প্রতি চায়।

নারা। কি দেখ্‌ছিস্?

উপ। এরা ত ঠিক এঁকেছে। বাজারে বেটারা ঠাকুর কাকাকে বাঁদুরে ক'রে আঁকে কেন?

ব্রহ্মা। এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন সুন্দর আঁক্‌লে কেমন ক'রে?

বরুণ। আজ্ঞে—কলে!

ব্রহ্মা। ঠিক! ঠিক! আমি ভুলে গিয়েছিলাম, সাহেবেরা যে কলেই সব ক'র্‌তে পারে।

এই সময় একপাল সাহেব বিবি আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় পিতামহ ভয়ে পলাইতে চাহিলেন। বরুণ কহিলেন, "ভয় নাই, ইহারা নাটুকে সাহেব; ইহাদের নিয়ম আছে, দলের মধ্যে সুন্দরীদিগের চেহারা অঙ্কিত

দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন

করিয়া রাস্তায় রাস্তায় লট্‌কাইয়া দিয়া জানায় যে, অদ্য রজনীতে এই সকল সুন্দরী অমুক নাটকের অভিনয় করিবেন।"

নারা। বরুণ। তুমি ব'ল্লে—এই সকল সুন্দরীরা; কিন্তু ইহাদের মধ্যে সুন্দরী কই?

বরুণ। তুমি ইংরাজ সুন্দরী কাহাকে বলে জান না, সেই জন্যই ও কথা বলিতেছ। ইংরাজদিগের মধ্যে যে স্ত্রীলোকের গলা লম্বা, চক্ষু কটা ও ক্ষুদ্র, চুল তাম্রবর্ণ এবং গায়ের রং লাল, তিনিই সুন্দরী।

এই সময় কৃষ্ণবর্ণ কাক্রিবিশেষ একটী বাঙ্গাল যুবা, সস্ত্রীক চেহারা তুলিতে আসিল। স্ত্রীটি পরমা সুন্দরী; পিতামহ একদৃষ্টে তাহাদের দিকে চাহিয়া দেখিয়া কহিলেন, "বরুণ! এরা কারা?"

বরুণ। ইহারা স্ত্রী-পুরুষে একত্র চেহারা উঠাইতে এসেছে।

ব্রহ্মা। আরে না—বারণ কর। মাগী চেহারা তোলে তুলুক, মিন্সে যেন ও চেহারা আর তোলে না।

নারা। মিন্সের অপরাধ কি? আপনি উহাকে যে চেহারা দিয়েছেন, ও লোক ভাল, তাই দুঃখ না ক'রে হেসে খেলে বেড়াচ্চে এবং মনের আনন্দে প্রতিমূর্ত্তি তুল্‌তে এসেছে। বলি ঠাকুরদা! প্রাণের সখটা ত সকলেরই আছে।

ব্রহ্মা। আমি সে জন্য তুল্‌তে বারণ ক'চ্চি না। একে ঐ চেহারা, তাহাতে আবার তুল্‌তে যদি খারাপ ক'রে ফেলে। মাগী হয়তো চেহারা দেখে অসন্তুষ্ট হয়ে ইংরাজী ধরনের পরিত্যাগ করে ফেল্‌বে। ভারতের যেরূপ অবস্থা দেখ্‌ছি, তাহাতে কিছুই অসম্ভব নহে।

সকলে গল্প করিতে করিতে এখান হইতে চলিলেন। যাইতে যাইতে বরুণ কহিলেন, "সম্মুখে দেখ বাইবেল সোসাইটির ডিপোজিটারি। এই স্থানে ইংরাজদিগের যাবতীয় ধর্ম্মপুস্তক বিক্রয় হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন এখানে কিছু কিছু মাসিক চাঁদা দিলে লোকে প্রত্যহ আসিয়া পুস্তকাদি পাঠ করিতে পায়।"

উপ। কর্ত্তা-জেঠা! বাসায় চল। নচেৎ রাত্রিতে শীতে আমি কি প্রকারে গঙ্গা হইতে স্নান ক'রে আস্‌বো।

দেবতারা চিৎপুর রোড ধরিয়া বাসায় চলিলেন। এই সময়ে দেবগণ দেখেন—আফিসের কেরাণীরা ঝিমাতে ঝিমাতে আফিস হইতে প্রত্যাগমন

করিতেছে। তাহাদের মুখগুলি সমস্ত দিন খেটে শুকিয়ে গিয়াছে। সকলেরই গাত্রে একটি করিয়া চাপকান। কোন কেরাণীর চাপকানে শত তালি ও শেলাই দেখা যাইতেছে। উহাদের মধ্যে কাহারও হস্তে পান, কাহারও হস্তে শালপত্রে করা মিষ্টান্ন। বেলা অপরাহ্ন, রাস্তায় জলের ছিটা দেওয়ায় যেন এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। রাস্তার উভয়পার্শ্বস্থ দ্বিতল ও ত্রিতল অট্টালিকা সকলের বারাণ্ডায় বারাঙ্গনারা বসিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে ফরসীতে ধুমপান করিতেছে ও রাস্তার প্রতি চাহিতেছে। এক যুবতী কেরাণীদিগকে দেখিয়া অপর বারাঙ্গনাকে হাস্য করিতে করিতে কহিল, "কেরাণী মিন্সেগুলোর চলনের ভঙ্গী দেখ।"

এই সময়ে কেরাণীর দল সদর রাস্তার মধ্য দিয়া আসিতেছিল। দুর্ভাগা-দিগের সুখ কোথায়? হঠাৎ একখানা ছাকরা-গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কোচ্ম্যান্ কেরাণীদিগকে দেখিয়া "হটো" "হটো" শব্দে হাস্য করিয়া ঘোড়াকে চাবুক মারিতে লাগিল। কেরাণীর দল সরিয়া, যে বারাণ্ডায় বেশ্যারা হাস্য করিতেছিল, সেই দিকের ফুটপাথে যেমন উঠিলেন, অমনি এক মাগী একটী রসিক বাবুকে দেখিয়া ইঙ্গিত করিয়া তাহার সম্মুখে যেমন পানের পিক ফেলিবে, কেরাণীর দলের মধ্যগত এক ব্যক্তির মস্তকে পড়িল। তিনি সমস্ত দিন খেটে, দুঃখে কষ্টে বাটী যাইতেছেন হঠাৎ পানের পিক মস্তকে লাগায় উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া দেখেন—বেশ্যারা করতালি দিয়া হাস্য করিতেছে। যে সকল কেরাণীর খেটে খেটে অস্থি-মজ্জা চূর্ণ হইয়াছে, তাঁহারা বিনা বাক্যব্যয়ে হন্‌হন্ ক'রে চ'লে গেলেন। দুই এক জন তাজা কেরাণী, যাঁহাদের শোণিত অদ্যাপি উষ্ণ আছে, সহ্য করিতে পারিলেন না। কহিলেন, "জানিস—তোদের জব্দ ক'র্‌তে পারি। আমরা সরকারি পথ দিয়া যাচ্চি—তোরা ওরূপ গমনের ব্যাঘাত করায় অভিযোগ ক'র্‌লে সাজা পাইতে পারিস? মর্‌ছিস বেশ্যাবৃত্তি ক'রে, তোদের এত অহঙ্কার কেন?"

বেশ্যারা এই কথায় খিল্‌খিল্ শব্দে হাসিয়া উঠিল এবং কহিল, "আ মর্ মিন্সে। যাচ্চেন কেরাণীগিরি ক'রে, আবার রাগটুকু আছে। আজিও বাবুদের সখ মেটেনি—গোঁপ রাখা হয়েছে। আমরা বেশ্যা, বেশ্যাবৃত্তি করি বটে, কিন্ত তোদের মত সাত্টা কেরাণীকে পুষতে পারি। এই ত সমস্ত দিন কলম পিষে এলি—কি আন্‌লি? আমরা ঘরে ব'সে ঘণ্টায় আট দশ টাকা উপায় করি। তোর তিন পুরুষে চাকরী ক'রে যা না ক'র্‌তে পারবে, আমরা এক পুরুষে তা

ক'রেছি। কলিকাতায় ঈশ্বর ইচ্ছায় দুই তিন খানা বাড়ীও আছে. আর গায়েও এই দেখ, দুই তিন হাজার টাকার গহনা রয়েছে। তোরা আমাদের চাকর হবি? আফিসে যে মাইনে পাস্—দেব।"

"তবু চৌদ্দ আইন নাই" বসিয়া কেরাণীরা একটা দোকানের নিকট যাইল। এই স্থানে এক জন মেথর রাস্তা ঝাঁট দিতেছিল; কেরাণীদিগকে দেখিয়া নষ্টামী ক'রে সমস্ত ধুলা সেই দিকে ঝাঁট দিয়া ফেলিতে লাগিল। কেরাণীরা বিষণ্ণমুখে অপর দিক দিয়া চলিলেন।

ব্রহ্মা। দেখ বরুণ! আজ আমার কেরাণীদিগের দুরবস্থা দেখিয়া বড় কষ্ট হইল। অর্থব্যয়ে বিদ্যা শিক্ষা করার কি এই ফল? তুমি আমাকে কলিকাতার কেরাণীদিগের অবস্থা সবিশেষ বল।

বরুণ। এই কেরাণীদিগের মধ্যে অনেকে বাড়ী গিয়া দেখিবেন, ঘরে তেল লুণ নাই; কয়লা-অভাবে রন্ধন হইতেছে না। অতএব বিশ্রাম করা দূরে থাক্—ধুলি পায়ে টাকা কর্জ্জ করিতে বাহির হইবেন। কেরাণীদিগের টাকা যেমন আসে, তেম্নি যায়; কারণ, ইহারা সমস্ত মাসে দোকানে উঠ্‌না খাইয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন যে পয়সা উপার্জ্জন করেন, তাহাতে অনেকের তেঁতুল-মাখা ভাত জুটে না; তাহার উপর লৌকিকতা ও আচার-ব্যবহার সকলই আছে। ইহারা আবশ্যক হইলে চারি পয়সা সুদেও টাকা কর্জ্জ করেন; শেষে পরিশোধের সময় দেখেন, এক টাকায় সুদে আসলে তিন টাকা হইয়া আছে। কেরাণীদিগের এম্নি কপাল! পরিবার সদা সর্ব্বদা কহিয়া থাকেন, "লোকে স্ত্রীকে কত সোণা দানা দিচ্চে, কাশী গয়া করিয়ে আন্‌চে। তোমার হাতে পড়িয়া ত সে সব সুখ হ'লো না, হবেও না; এক্ষণে মাসকাবারে ছয় ভরির বালা দেবে কি না বল?" বাবু কহেন, তোমাকে কি আমার দিতে অসাধ? ভাগ্যে জুটে না—কেমন ক'রে দিই বল?" স্ত্রী কহেন, "তা আমি জানি না, দেবে কি না বল? নচেৎ খুনোখুনি হয়ে মর্‌বো।" বাবু কহেন, "ভাল, তা মাস কাবার হ'লে মাইনের টাকাগুলি এনে তোমার হাতে দেব, তুমি সংসার চালিয়ে পার, ক'রে নিও।" স্ত্রী কহেন, "তা নেব কেন? তোমাকে যেখান থেকে হউক এনে দিতে হবে। যার খাবার সংস্থান নাই, সে বে করে কেন?" এইরূপ বিবাদ করিতে করিতে রজনী প্রভাত; তখন বাবুর স্ত্রী শয্যা হইতে উঠিয়া "আর পারি না—রাঁধুনীকে রাঁধুনী—বাঁদীকে বাঁদী, কেবল খেটে খেটে মর, একখানা গয়না কি ভাল কাপড়

সেবার ক্ষমতা নাই—মরণ হ'লে বাঁচি।" বলিয়া রন্ধন চাপাইতে যাইলেন। বাবু শয্যা ত্যাগ করিয়া এক ছিলিম তামাক টানিয়া ছেঁড়া কাপড় সেলাই করিতে বসিলেন। আন্দাজে বেলা ঠিক করিয়া স্নান করিতে বাহির হইয়া দেখেন, বেলা হয়েছে—দুই একজন কেরাণী আফিসে যাইতেছে। অম্নি ছুটে এসে ব্রহ্মতালু কলের জলে ভিজিয়ে নিয়ে কাপড়খানা ছেড়ে ফেলে ব'ল্লেন, "গিন্নি, ভাত দাও—বেলা হয়েছে। তিন দিন বেলা হয়েছিল। আজ হ'লে আর কর্ম্ম থাক্‌বে না।" "তোমার কর্ম্ম থাক্‌লেই বা কি আর গেলেই বা কি!" বলিয়া গিন্নি সধুম ভাত, ডাল, তরকারি ও দুগ্ধ দিয়ে গেলেন। বাবু দেখিলেন সকলই গরম, ঠাণ্ডা ক'রে খাবার সময় নাই; অতএব ভাতের উপর সমস্ত ডাল ও তরকারি ঢেলে ফেলে একটা কাঠি দিয়ে নেড়ে তপ্ত তপ্ত আঃ! উঃ! শব্দে গিলিতে লাগিলেন। এইরূপে অন্নগুলি উদরস্থ করিয়া দুগ্ধ খাইবার সময়ে দেখেন তখনও গরম আছে; অতএব উবু হইয়া কয়েকবার ফুঁ দিয়া যখন কিছু করিতে পারিলেন না, তখন গ্লাসের জল তাহাতে ঢালিয়া দিয়া দুগ্ধ পান করা হইল। কলিকাতার দুধ একে জল, তাহাতে জল ঢালিয়া বাবু যে কি আস্বাদ পাইলেন, তাহা বাবুই জানেন। আহারান্তে একটী পান স্বহস্তে সাজিয়া লইয়া দ্রুতপদে আফিসে বাহির হইলেন। তথায় যাইয়া সমস্ত দিন সাহেবের ঝাঁটা লাথি খান, তৎপরে প্রত্যাগমনের সুখ আপনি স্বচক্ষে দেখ্‌লেন।

ব্রহ্মা। দেখ বরুণ! আমি আমার মনুষ্যগণের অদৃষ্টে সুখ লিখি বটে কিন্তু "এর জীবন সুখে যাবে—ওর জীবন কষ্টে যাবে" তাহা কিছু বিশেষ করিয়া লিখি না। এত লিখিবার আমার সময়ও নাই এবং মনুষ্যের ললাটে তাদৃশ স্থানও নাই। তবে আমার মানুষেরা যে এত কষ্ট পায়, সে কেবল নিজের দোষে। আমি ব'ল্‌ছি,—সত্য ক'রে ব'ল্‌ছি, ওরা কেরাণীগিরি ছেড়ে কৃষিবিদ্যা কি শিল্পবিদ্যা শিখুক, অথবা ব্যবসা আরম্ভ করুক, সুখী হইতে পারিবে। আর কেরাণীগিরি যেন কেহ না করে।

ক্রমে সন্ধ্যা হওয়ায় দেবগণ বাসায় চলিলেন। যাইতে যাইতে নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ! অপরাহ্ণে আহার করা হইয়াছে, এ বেলা আর তাদৃশ ক্ষুধা নাই; অতএব ঐ সম্মুখের দোকানটা হইতে কিছু মিষ্টান্ন খরিদ করিয়া লইলে হয় না? রজনীতে জলযোগ করিয়া কাটান যায়, অনর্থক কষ্ট করিয়া রাঁধিবার আবশ্যকতা কি?"

উপ। দেখ কর্ত্তা-জেঠা, বানরকে লেখাপড়া শেখালে জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট হ'তে পারে। উহাদের যেরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি।

নারা। উহারা যুদ্ধ-বিদ্যায়ও বিলক্ষণ পারদর্শী। মধ্যে মধ্যে বানরী লয়ে যে যুদ্ধ করে, দেখ্‌লে অবাক্ হইতে হয়।

বরুণ। রূপী বানর ও ছাগলের তামাসাও মন্দ নহে। দেখ দেবরাজ! ও দিকে যে বৃহদাকার হাড় দেখিতেছ, উহা হস্তীর। ঐ হস্তীটি তোমার ঐরাবতের দেশ ছিল। এক্ষণে ওরূপ হাতী দেখিতে পাওয়া যায় না।

নারা। বরুণ! ওদিকে ও বৃহদাকার হাড়খানা কিসের?

বরুণ। উহা তিমি নামক একপ্রকার মৎস্যের। হাড়খানি প্রায় ৫১।৫২ ফিট হইবে। আর আর যে সমস্ত হাড় দেখিতেছ, উহা গণ্ডার, জেবরা, ব্যাঘ্র, কুম্ভীর প্রভৃতি পৃথিবীস্থ যাবতীয় জীবজন্তুর। ইহার পর দেবগণ নানাপ্রকার মৃত পশু পক্ষী ও প্রস্তরের নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি দেখিলেন।

এখান হইতে সকলে তেতলায় উঠিয়া একটী আফিস দেখিয়া বরুণকে কহিলেন, "বরুণ! এখানে কি হইতেছে?"

বরুণ। এই আফিসটীর নাম জিওলজিকেল সার্ভে আফিস, অর্থাৎ পৃথিবীর কোন্ স্থানে কোন্ দ্রব্যের খনি আছে, তাহারই আবিষ্ক্রিয়ার জন্য এই আফিসটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এখান হইতে বহির্গত হইয়া সকলে এক স্থানে উপস্থিত হইলে নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ! দেখা যাইতেছে—উহা কি?

বরুণ। ঐ বাড়ীটীর নাম ট্রিগনোমেটরিকেল সার্ভেয়ার্‌স্ আফিস। কখন ঝড় হইবে, কোন্ সময় কিরূপ বায়ু প্রবাহিত হইবে, তাহার নির্ণয় এবং গ্রহ নক্ষত্রাদি নির্ণয় করা এই আফিসের কার্য্য। ইহাদের একটী কারখানা আছে। সেই স্থানে ঐ সব বিষয়ের যে যে যন্ত্র আবশ্যক, তাহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। রজনীতে এই আফিসের দুই এক ব্যক্তি ছাদে বসিয়া দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে নক্ষত্রাদি নির্ণয় করিয়া থাকেন।

এখান হইতে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া, "এ কোথায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম!" বলিয়া দেবগণ চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

ইন্দ্র। বরুণ! এমন সুন্দর স্থান ত কখন দেখি নাই। এ স্থানটীর নাম কি?

বরুণ। এই স্থানের নাম পার্কষ্ট্রিট। এই স্থানই কলিকাতার সাহেবমহল।

এখানে গবর্ণমেণ্টের বড় বড় বেতনের ইংরাজ কর্মচারীরা বাস করেন। সহরের মধ্যে এই স্থানটীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। স্থানটী যে এত সুন্দর ও পরিষ্কৃত, তাহার কারণ মিউনিসিপালিটীর নজর এই দিকে বেশী।

নারা। এদিকে বেশী কেন বরুণ ?

বরুণ। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই বড় বড় ইংরাজ, সুতরাং তাঁহাদিগকে অসন্তুষ্ট করিলে চরকী ঘুরিয়ে দেবার সম্ভাবনা।

এই সময়ে তাঁহারা দেখেন একটী যুবা দুঃখ প্রকাশ করিতে করিতে সাহেবমহল দিয়া আসিতেছে। যুবাটী দেখিতে বেশ সুন্দর ও সুশ্রী। সে মৃদুস্বরে বলিতে বলিতে যাইতেছে "এখন আমার বিষম সঙ্কট উপস্থিত, উপায় কি ?" যুবা চলিয়া যাইলে পিতামহ কহিলেন, "বরুণ! উহার কি হইয়াছে ? ও আপন মনে দুঃখ প্রকাশ করিতে করিতে যাইতেছে কেন ?"

বরুণ। ঐ যুবা ইংরাজী ধরনের কোর্টসিপ করিয়া বিবাহ করিবার অভিলাষে এক গৃহস্থের সুন্দরী মেয়ের নিকট যাতায়াত করিত। বিবাহের পূর্ব্বে মেয়েটার গর্ভ হইয়াছে। যুবার পিতা এ সব ঘটনা জানেন না, তিনি কহিতেছেন, "উহারা কুলীন নহে, অতএব যদ্যপি আমার অমতে ওখানে বিবাহ কর, গুলি ক'রে মার্‌বো।" মেয়েটা যুবাকে কহিতেছে, "আমার যখন এ দশা ক'রেছ, বিবাহ না ক'র্‌লে সগর্ভে জলে ডুবে মর্‌বো।" মেয়ের মা কহিতেছেন, "আমার মেয়ের অমন দশা ক'রে, বিবাহ না ক'র্‌লে বিষ খেয়ে মরব।" যুবা এইরূপ বিষম সঙ্কটে পড়িয়াই দুঃখ করিতে করিতে যাইতেছে।

সাহেব-মহল হইতে দেবগণ জোড়াতালাওয়ে যাইয়া দেখেন—পরীরা গাড়ী পাল্কী ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। দেবগণ এই ঘটনা দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন। পিতামহ দৌড়িয়া পলাইয়া অপার্ সার্কুলার রোডে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। দেবতারা যাইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে কহিলেন, "বরুণ, অমন সর্ব্বনেশে স্থানে নিয়ে যায় ও মাগীগুলো কে।"

বরুণ। উহারা জর্ম্মণী, ইটালী, রুসিয়া প্রভৃতি স্থান সকলের স্ত্রীলোক। উহাদের স্বভাব—ওস্থান দিয়া গাড়ী পাল্কী যাইলে ধরিয়া টানাটানি করিয়া আমোদ করে।

নারা। এ রাস্তাটী কি, এখানে ত ভয় নাই ?

বরুণ। না, এখানে কোন ভয় নাই। এ রাস্তাটীর নাম অপার্ সার্কুলার রোড। এই রাস্তাটাকেই কলিকাতার পূর্ব্ব সীমা বলিলে বলা যাইতে পারে। ওদিকে ঐ যে একটী নয়ানজুলি দেখিতেছ, উহার নাম মহারাষ্ট্রীয় ডিচ্। নবাবী আমলে সীমা নির্দ্ধারণ করিবার জন্যই ঐ নয়ানজুলি খনন করা হইয়াছিল। ঐ নয়ানজুলির পরপারের স্থান সকল কলিকাতার সীমা নহে।

দেবগণ রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থ সাহেববাড়ী সকল ও একটী গির্জ্জা দেখিয়া নাপিতের বাজারে যাইয়া উপস্থিত হইলে দেবরাজ কহিলেন, "বরুণ, এ বাজারটীর নাম কি?"

বরুণ। এক জন নাপিত এই বাজার স্থাপন করায় ইহার নাম নাপিতের বাজার হইয়াছে।

উপ। বরুণ-কাকা! বাজারে মস্ত মস্ত কৈ মাছ বিক্রী হইতেছে, কর্ত্তা জেঠার জন্যে গোটা কতক কিনে নেও না।

নারা। সত্য বরুণ, বিস্তর কৈ মাছ দেখ্‌ছি। এমন বৃহদাকার কৈ মাছ ত কুত্রাপি দেখি নাই!

বরুণ। এই বাজারটী কৈ মাছের জন্য বিখ্যাত। যশোহরের যাবতীয় বড় বড় কৈ এখানে আমদানী হইয়া থাকে।

এখান হইতে যাইয়া সকলে দেখেন—একটী দরগায় মুসলমানেরা ফয়তা দিতেছে। বরুণ কহিলেন, "এই দরগাটির নাম মোওল-আলি দরগা এবং এই স্থানের নাম ইটালি পদ্মপুকুর।"

নারা। পদ্মপুকুর নাম হইবার কারণ কি?

বরুণ। এই স্থানের একটী পুষ্করিণীতে অসংখ্য পদ্মফুল ফুটীয়া থাকিত বলিয়া ঐ নাম হইয়াছে।

ইন্দ্র। বরুণ! পদ্মপুকুরেও দেখ্‌ছি অনেক সাহেবের বাস আছে।

বরুণ। যে সকল সাহেবের অল্প আয়, তাঁহারাই অল্প ব্যয়ে সংসার নির্ব্বাহ করিবার আশায় পদ্মপুকুরে বাস করেন।

এখান হইতে যাইয়া সকলে একটী বৃহদাকার বাটীর নিকট উপস্থিত হইলেন; পিতামহ কহিলেন, "বরুণ এ স্থানটীর নাম কি? এবং এ বাড়ীটি কাহার?"

বরুণ। এ স্থানের নাম জানবাজার। এই সুন্দর বাড়ীটি রাণী রাসমণি

নামক একটী স্ত্রীলোকের। ইনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন। ইহার শ্বশুরের নাম প্রীতিরাম মাড়।

নারা। মাড়—জাতিতে কি?

বরুণ। জাতিতে কৈবর্ত্ত। ঐ প্রীতিরামই এই অতুল ঐশ্বর্য্য করেন। রাণী রাসমণি অল্প বয়সেই বিধবা হন।

ইন্দ্র। ভাল বরুণ! প্রীতিরামের পুত্রবধূ রাণী হইলেন কেন?

বরুণ। শুন নাই? ইংরাজেরা যাকে মনে করেন, তাহাকেই রায়বাহাদুর, রাজা, রাণী, বাদসা ক'রে থাকেন। আমরা যে দিন কলিকাতায় আসি, শুনিলাম কতকগুলো লোক এসে উপাধি নিয়ে গেল।

ব্রহ্মা। প্রীতিরামের বিষয় বল।

বরুণ। ইহারা জাতিতে কৈবর্ত্ত। ইনি ব্যবসায় দ্বারা যথেষ্ট বিষয় করেন। ইংরাজ কোয়ার্টারে ইহার অনেকগুলি ভাড়াটে বাড়ী আছে। প্রীতিরামের পুত্রের নাম রাজচন্দ্র মাড়। ইনি নিমতলায় মরাঘাট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। তদ্ভিন্ন বাবুঘাট ও হাটখোলার ঘাট ইহার প্রতিষ্ঠিত। রাণী রাসমণি বিলক্ষণ ধর্ম্মশীলা, দানশীলা ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। রাসমণির প্রধান কীর্ত্তি দক্ষিণেশ্বরের নবরত্ন ও তৎসংযুক্ত দরিদ্রাশ্রম। ইহার দুই কন্যা বর্ত্তমান—পদ্মমণি ও জগদম্বা দাসী। প্রথমার তিন পুত্র—গণেশচন্দ্র, বলাইচন্দ্র ও সীতানাথ দাস; এবং দ্বিতীয়ার এক পুত্র—ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস।

নারা। বরুণ! ইংরাজরাজ লোককে যেমন রাজা, রাণী করেন, সেই সঙ্গে কি তদ্রূপ বিষয় করিয়া দেন?

বরুণ। বিষয়ী লোক সৎকার্য্য করিলেই রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন; নচেৎ ইংরাজরাজ কি পথের লোককে ডেকে উপাধি বিলান?

উপ। ঠাকুর-কাকা! তুমি যদি দুই শত টাকা দেও, কলিকাতা হইতে আমি 'রায় উপশনি রায় বাহাদুর মহাশয়' উপাধি নিয়ে ঘরে যেতে পারি।

ব্রহ্মা। কেমন, ক'রে? উপাধি কি বিক্রয় হয়?

উপ। কেন, যখন দেখিব কোথাও দুর্ভিক্ষ হয়েছে, অমনি ঐ টাকা হইতে পঞ্চাশ টাকা এক দমে দান করিয়া ফেলিব, ওদিকে খবরের কাগজওয়ালারা লিখিতে থাকিবে, কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি,—

মহাত্মা উপ এত টাকা দান করিয়াছেন। তৎপরে পল্লীগ্রামের ছোট ছোট দুই চারিটী স্কুলে পাঁচ টাকার হিসাবে কুড়ি টাকা দান করিব; তাহারাও সংবাদপত্রে লিখিতে থাকিবে, "সম্পাদক মহাশয়! উপ বাবু আমাদের স্কুল ঘরের সাহায্যার্থে এই টাকা দান করিয়াছেন।" তৎপরে কিছু দিন চুপ ক'রে থেকে একটা লড়াইয়ে এক দমে এক শত টাকা দান করিয়া ফেলিব, তখন গবর্ণমেণ্ট "আপনি ভদ্রলোক আপনি স্বদেশহিতৈষী, আপনার গুণে সন্তুষ্ট হইয়া রায়বাহাদুর উপাধি দিলাম। ঈশ্বর-কৃপায় আপনি সুস্থ শরীরে খোসমেজাজে দীর্ঘজীবী হইয়া ঐ উপাধি ভোগ দখল করিতে থাকুন" বলিয়া সেকহ্যাণ্ড ক'রে বিদায় দিবেন।

ব্রহ্মা। রায়বাহাদুর হবার পর আর তুই দান কর্‌বি নে?

উপ। আবার দান ক'র্‌বো কেন? যে উদ্দেশ্যে দান করা—তা হ'লে আবার কে কোথায় দান ক'রে থাকে? যদি জমিদার হইতাম, প্রজা পীড়ন ক'রে ঐ টাকাটা তুলে লইতাম; আমি ত আর তা নই।

ব্রহ্মা। আজিকালিকার দানটা ঐরূপই হইয়াছে বটে; লোকে নিজের স্বার্থের জন্যই দান করিয়া থাকে, পরোপকারের জন্য নহে। বরুণ! রাসমণি কি উপায়ে রাণী হইলেন বল?

বরুণ। ইনি ইংরাজ-দত্ত কাগজে ভুয়ো উপাধিধারিণী রাণী নহেন। অথচ রাণী উপাধিতেই বিখ্যাত ছিলেন। কে তাঁহাকে রাণী করিল, কিরূপে তিনি রাণী হইলেন, এক সময় এই বিষয়ের আন্দোলন উপস্থিত হইলে রাসমণি বলিয়াছিলেন, "আমি মার বড় আদুরে মেয়ে ছিলাম, তিনি আমাকে আদর করিয়া রাণী রাণী বলিয়া ডাকিতেন, সেই হইতেই রাণী রাসমণি নাম হইয়াছে।"

ব্রহ্মা। বেশ চতুরা স্ত্রীলোক! বরুণ! তুমি রাণীর বিষয় আরো বল?

বরুণ। ইঁহার পুত্রসন্তান ছিল না, কয়েকটী মাত্র কন্যা ছিল। যদুনাথ মাড় ইঁহার বড় দৌহিত্র। যদুনাথের মাতার—রাসমণি বর্ত্তমানে মৃত্যু হওয়ায়, যদুনাথ মাতামহীর বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইতে পারেন নাই। রাসমণি অনেক সৎকীর্ত্তি করিয়াছেন। তাঁহার কীর্ত্তির মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে দ্বাদশটী মন্দির স্থাপন ও নবরত্ন প্রতিষ্ঠাই সর্ব্বপ্রধান। ঐ স্থানে কৃষ্ণ, কালী ও মহাদেবের প্রতিমূর্ত্তি আছে। দেবালয়গুলির তিনি এমন সুবন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন যে, কস্মিন্‌কালে দেবতাদিগের সেবার

কোন অসুবিধা হইবে না। চাঁদপালের ঘাটের দক্ষিণ দিকের বাবুঘাট ইঁহারই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। জানবাজার হইতে ঐ ঘাট পর্য্যন্ত যে একটি রাস্তা গিয়াছে, তাহাও ইঁহার, রাসমণির জীবিতকালে চড়কের বড় সমারোহ হইত। সেই সময়ে সন্ন্যাসীরা ঢাক ঢোল বাজাইয়া ঐ রাস্তা দিয়া যাইয়া স্নান করিয়া আসিত। ঢাকের বাদ্যে শান্তিভঙ্গ হইবে বলিয়া সাহেবেরা অনেক চেষ্টা করিয়াও ঢাক বাজান থামাইতে পারেন নাই।

রাণীরাসমণির বাড়ী দেখিয়া সকলে গড়ের মাঠের অভিমুখে চলিলেন এবং দূর হইতে দুর্গের শোভা দেখিয়া সবিস্ময়ে চাহিতে লাগিলেন। দেবরাজ কহিলেন, "বরুণ। সম্মুখে দেখা যাইতেছে—ওটা কি?"

বরুণ। উহারই নাম কোর্ট উইলিয়ম দুর্গ। ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ উইলিয়মের সময়ে নির্ম্মিত হওয়ায় ঐ নাম হইয়াছে।

ব্রহ্মা। বরুণ! দুর্গটির আধখানা কি মাটির ভিতর আছে?

বরুণ। আজ্ঞে না, আপনার ন্যায় অনেকেরই ঐরূপ ভ্রম জন্মিয়া থাকে; ফলতঃ উহার চতুর্দ্দিকে উন্নত প্রাচীর থাকায় ঐরূপ দেখাইতেছে।

ইন্দ্র। দুর্গটী বড় সুন্দর! এরূপ একটী স্বর্গে থাকিলে আপদ্ বিপদের সময় ক্ষীরোদ সমুদ্রের চরে পলাইয়া লুক্কায়িত থাকিবার আবশ্যক হইত না।

বরুণ। ১৭৭৩ সালে দুই মিলিয়ন ষ্টার্লিং ব্যয়ে এই দুর্গ নির্ম্মাণ হয়। ইহার ছয়টী গেট আছে। যথা—সেণ্ট্ জর্জ্জ গেট, ট্রেজারি গেট, চৌরঙ্গি গেট, পলাশী গেট, কলিকাতা গেট ও ওয়াটার গেট।

নারদ। আচ্ছা, উহার ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয়?

"দেবে না কেন? দিবাভাগে সকলেরই উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিবার অনুমতি আছে" বলিয়া, বরুণ দেবগণকে সঙ্গে লইয়া দুর্গের অভিমুখে চলিলেন যাইতে যাইতে কহিলেন, "এই দুর্গমধ্যে প্রবেশ ও প্রত্যাগমনের দুটী করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দ্বার আছে। তন্মধ্যে দক্ষিণ পশ্চিমের দ্বার দিয়া প্রবেশ ও উত্তর-পূর্ব্বদিকের দ্বার দিয়া বহির্গত হইতে হয়।"

সকলে দুর্গের উচ্চ ভূমি অতিক্রম করিয়া যে দিকে চাহেন, দেখেন, প্রাচীরে অসংখ্য কামান সাজান রহিয়াছে। উপ কহিল, "কর্ত্তা-জেঠা, পলাই চল। কি জানি, কোন্ দিক্ দিয়া যদি একটা কামানের গোলা ফসকে এসে

লাগে, প্রাণটা ত যাইবেই যাইবে ; কিন্তু দেহটা কোন্ মুল্লুকে নিয়ে গিয়ে ফেল্‌বে, কেহ সৎকার কর্‌বার জন্য খুঁজেও পাবে না।"

ব্রহ্মা। বরুণ। উপ্ যা ব'ল্লে সত্য ; চল—আর কেল্লা দেখিয়ে কাজ নাই, পলায়ন করি।

"এত লোক যাচ্চে—কাহারও ভয় হ'চ্ছে না, আপনার এত ভয় হ'ব কেন ? আসুন ভিতরে আসুন" বলিয়া, বরুণ দেবগণকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

সকলে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখেন—অনেকগুলি প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে। অসংখ্য বারিক। বারিকের মধ্যে স্থানে স্থানে পাঁজা সাজান'র ন্যায় গোলা সাজান রহিয়াছে এবং গোরারা বিরাজ করিতেছে। সকলে কোয়ার্টার মাষ্টার ও কম্পাউণ্ডারের বাড়ী দেখিয়া বারিকের মধ্যস্থিত একটী বাজারে প্রবেশ করিলেন। দেবরাজ কহিলেন 'বাহবা কেল্লার মধ্যে যে একটি স্বতন্ত্র সহর দেখিতেছি !!"

বরুণ। পিতামহ! কেল্লার মধ্যে একটী পাতালগৃহ দেখুন। ঐ গৃহে বারুদাদি থাকে ও সৈন্যেরা বাস করে।

নারা। এ কেল্লাটী অনেকাংশে এলাহাবাদের কেল্লার ন্যায় দেখাচ্ছে, নয় বরুণ ?

এলাহাবাদের কেল্লার নকল লইয়াই এই কেল্লা প্রস্তুত হইয়াছে ; ইহার চতুর্দ্দিকে ১১১টী কামান সাজান আছে।

ইন্দ্র। একটা কম কেন ?

বরুণ। প্রস্তুত করিবার সময় কেমন ক'রে ভুল হয়।

সকলে এখান হইতে একস্থানে যাইয়া দেখেন যমদূতাকৃতি গোরা পাহারাওয়ালারা বন্দুক ও খাপ খোলা তরবার হস্তে দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহারা তদ্দৃষ্টে ভীত হইয়া অপর দিকে যাইয়া একটী গির্জ্জার নিকট উপস্থিত হইলে নারায়ণ কহিলেন, "বা! এর মধ্যে ইংরাজদিগের একটী ভজনালয়ও আছে দেখ্‌চি।"

বরুণ। একটা কেন ? অনেকগুলি গির্জ্জা আছে ; তন্মধ্যে একটী প্রোটেষ্টাণ্ট্ গোরাদের, একটী প্রোটেষ্টাণ্ট আফিসারদের, একটী রোমান্ ক্যাথলিক গোরাদের ও একটী রোমান ক্যাথলিক আফিসারদের।

উপ। কর্ত্তাজেঠা! অনেকদিন হইতে তোমাকে জুতা কিনে দিতে ব'লছি, এই কেল্লায় জুতা এক জোড়া কিনে দেও না।

ব্রহ্মা। এ জুতা পায়ে দেওয়া কি তোর সাধ্য? বরুণ! সম্মুখে দেখা যাচ্চে, ও প্রতিমূর্ত্তিটি কাহার।

বরুণ। উহা রাজপ্রতিনিধি লর্ড হেষ্টিং সাহেবের।

ইন্দ্র। ইনি কেমন শাসনকর্ত্তা ছিলেন?

বরুণ। ইনি সুপণ্ডিত, বহুদর্শী ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। ইহার ব্যবহার অমায়িক ও সহৃদয় ছিল। ইনি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং ইহারই শাসনকালে এই বৃহদ্দেশের অধিকাংশ ইংরাজদিগের হস্তগত হয়। আপনার অধীন প্রজাদিগের বিদ্যাশিক্ষা ও অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য এই শাসনকর্ত্তা সাধ্যমত যত্ন করিতেন। ইহারই উৎসাহে কলিকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। এক্ষণে সেই হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইয়াছে। ইনি সাহিত্য প্রচারে ও সাহিত্যের অনুশীলনে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। কারণ ইহারই শাসনসময়ে প্রথমে এদেশে বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রচার হয় এবং ইনিই সংবাদপত্রের সুবিধার জন্য ডাক মাশুল নিতান্ত কম করিয়া দেন।

এখান হইতে সকলে একস্থানে উপস্থিত হইয়া "উঃ! বাবা। এমন উচ্চ ত কখন দেখি নাই।" বলিয়া ঊর্দ্ধে চাহিয়া কহিলেন "বরুণ! এটা কি?"

বরুণ। ইহার নাম অক্টারলনি মনুমেণ্ট। জেনেরল অক্টারলনি সাহেবের স্মরণার্থ ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার উপর হইতে ডায়মণ্ড হারবার পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ঠাকুর দা, উপরে উঠে দেখবেন?

ব্রহ্মা। প্রাচীন হাড়ে কি উঠ্‌তে পারবো?

নারা। কেন পার্‌বেন না? চলুন আপনাকে ধরাধরি ক'রে উপরে তুলি; না হয় আপনি মধ্যে মধ্যে বসিয়া বিশ্রাম করিবেন।

পিতামহ সম্মত হইলে সকলে তাঁহার হাত ধরিয়া উপরে তুলিতে লাগিলেন। তিনি ২।৪ ধাপ উঠেন আর কহেন, "ও বরুণ! আর পারিনে, পা দুটোয় খিল ধ'রেছে, নামিয়ে নিয়ে চল।"

"আর বেশীদূর নাই, আপনি একটু বিশ্রাম করুন" বলিয়া প্রবোধ দিতে দিতে সকলে তাঁহাকে লইয়া অতি কষ্টে উপরে উঠিলেন। পদ্মযোনি ছাদে উঠিয়া কিয়ৎকাল চক্ষু মুদিয়া ধুঁকিতে লাগিলেন। তৎপরে ক্লান্তি দূর হইলে

দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে চাহেন আর হাস্য করিয়া কহেন, "এত বড় কলিকাতাটা যেন শরার মত দেখাইতেছে।"

উপরে উঠিয়া উপ'র মহা আমোদ। সে একবার ছুটিয়া এক দিকে যাইয়া কহে, "উঃ! বাবা! গরুটাকে যেন ছাগল বোধ হ'চ্চে।" অপর দিকে যাইয়া কহে, "উঃ! বাবা! এক মাগি যাচ্চে—যেন বেণে পুতুল!" এই সময় একটি সাহেব ১০।১৫টি পুত্র কন্যা ও মেম সহিত উপরে উঠিলেন। দেবগণ তাঁহার বংশবৃদ্ধি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। নারায়ণ মনে মনে ভাবিলেন "উঃ! যেন রক্তবীজের ঝাড়!!"

উপ'র সাহেবের দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। সে তাঁহার গাত্রে ঠেশ মারিয়া এক দিকে ছুটিয়া গিয়া কহে "উঃ? বাবা! গঙ্গাটাকে যেন শণের দড়ি বোধ হ'চ্চে।" পুনরায় মেমের গাত্রে ঠেশ মারিয়া অপর দিকে ছুটিয়া গিয়া কহে "উঃ! বাবা! গির্জ্জাটাকে যেন দুর্গামণ্ডার মত দেখাচ্চে।"

সাহেবকে উপ বারংবার বিরক্ত করায় সাহেব তাহার হাত দুখানি ধরিয়া কহিলেন, "দাঁড়াও দুষ্ট বালক!—তোমাকে নীচে ফেলে দিই!" উপ তখন চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সাহেব হাস্য করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা। বরুণ! সত্য সত্য ফেলে দেবে না ত?

বরুণ। না না, দেবে না। সাহেবটি অতি ভদ্র। ইংরাজরাজা; এ রাজ্যে কি রাজা, কি প্রজা কাহারও প্রতি কাহারও অত্যাচার করিবার ক্ষমতা নাই।

ব্রহ্মা। ভাই, নেবে চল। যেখানে সাহেব-সুবোর সর্ব্বদা যাতায়াত তথায় এক তিলার্দ্ধ থাকিবার আবশ্যকতা নাই। বিশেষতঃ এই ভারতসাম্রাজ্য, এই মনুমেণ্ট ইংরাজের ভিন্ন দেশীয়ের নহে। অতএব উহারা যদি একটা কথা বলিয়া অপমান করে, সে অপমান গায়ে মাখিবার প্রয়োজন কি?

"তবে চলুন" বলিয়া, বরুণ পিতামহের হাত ধরিয়া নীচে নামাইতে লাগিলেন। যেমন সকলে নীচে নামিয়াছেন, পিতামহ কহিলেন, "ঐ যাঃ! আমার জুতায় বিষ্ঠার মত আঠা আঠা কি লেগে গেল! বরুণ! অত্যন্ত গা ঘিন্ ঘিন্ ক'র্‌চে?"

বরুণ। এখানে বিষ্ঠা কেমন্ ক'রে আস্‌বে?

উপ। সাহেবটা যে কাচ্চা বাচ্চা সঙ্গে ক'রে এনেছে; বোধ হয় উহাদেরই মধ্যে কেহ ত্যাগ ক'রে থাকবে।

ব্রহ্মা। উপ, ঠিক ব'ল্‌ছিস্; ও'কে দেখ্‌তো বাবা।

উপ তৎশ্রবণে উবু হইয়া বসিয়া কহিল "কর্ত্তাজেঠা। সাহেবের বিষ্ঠা।"

নারা। উপ। তুই মরে যা, তুই কি প্রকারে জান্‌লি সাহেবের বিষ্ঠা ?

উপ। তা না হ'লে কি সাহেবপাড়ায় এসে বাঙ্গালীদের এই দ্রব্য ত্যাগ ক'রে যেতে সাহস হয় ?

দেবগণ এখান হইতে চলিলেন। পিতামহ দুই এক পদ গমন করেন আর কহেন, "বরুণ আমার অত্যন্ত গা ঘিন্ ঘিন্ ক'র্‌চে, পা না ধুয়ে যে এক পাও চলিতে পারি নে।"

এই সময়ে তাঁহারা দেখিলেন—মনুমেণ্টের অদূরে একটি পুষ্করিণীর তীরে কতকগুলি গরু চরিতেছে। পিতামহ সরোবর দেখিয়া সেই দিকে চলিলেন এবং কহিলেন, "আঃ। বাঁচিলাম, পা ধৌত ক'রে এসে আপাততঃ বাঁচি, তখন বাসায় গিয়া স্নান করিব। সকলে তীরে উপস্থিত হইলে পদ্মযোনি যেমন তাড়াতাড়ি ঘাটে নামিয়া পদ প্রক্ষালনের উদ্যোগ করিতেছেন, অম্নি একজন পাহারাওয়ালা ছুটিয়া আসিয়া নিষেধ করিল।

ব্রহ্মা। বরুণ। এ কি। যাদের দেশ, যাদের মাটি, যাদের জল, তাদের জলে নামিয়া হস্ত পদ ধৌত করিবারও অধিকার নাই ॥ আহা। তবে আমার ভারতবাসীর সুখ কৈ ? আমার ভারতসন্তান দেখিতেছি ইংরাজাধিকারে সকল বিষয়েই পরাধীন। ইহাদের জলটুকু ব্যবহার করিবার স্বাধীনতা নাই, তবে ইহাদের আর জীবনে সুখ কোথায় ?

"আজ্ঞে, জলে যে-সে নামিলে পানীয় জল নষ্ট হইতে পারে এই আশঙ্কায় পাহারা বসাইয়া জল রক্ষা করা হইয়াছে। সকলেই এখান হইতে পান করিবার জন্য জল লইতে পারে" বলিয়া, বরুণ উপ'র উড়ানীখানা জলে ভিজাইলেন এবং সেই জলে পিতামহের চরণ ধৌত করিয়া দিলেন।

এখান হইতে সকলে একস্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলে উপ চীৎকার করিয়া কহিল, "ওরে বাপরে! দেখা যাচ্চে ওটা কি ?"

বরুণ। উহার নাম প্রেসিডেন্সী জেল। কলিকাতার অধীনস্থ স্থান-সমূহে যত লোক ফৌজদারী মকদ্দমায় কয়েদ হয়, তাহাদিগকে এই জেলে আনিয়া অবরুদ্ধ করিয়া রাখে। ইহাতে প্রায় হাজার কয়েদী আছে। ইহার মধ্যে দেওয়ানী জেলও আছে। দেনার জন্য যাহারা অবরুদ্ধ হয়, তাহারা উহাতে বাস করে। এই জেলখানার দক্ষিণদিকে ফাঁসীর ঘর। জেলের মধ্যে কয়েদী-

দিগের দ্বারা নানাপ্রকার শিল্পকার্য্য ও বৃক্ষাদি রোপণ করান হইতেছে। জেলের সম্মুখে একটি পুষ্করিণী আছে, উহার চতুর্দ্দিক কাঠের দ্বারা বেষ্টিত।

ইন্দ্র। এ রাস্তাটির নাম কি?

বরুণ। ঘোড়-দৌড়ের রাস্তা। ওদিকে ঐ যে একটি ঘর দেখিতেছ —উহাতে বসিয়া সাহেবেরা ঘোড়-দৌড় দেখিয়া থাকে। এ রাস্তাটির পরিমাণ ২।৩ মাইল। রাস্তাটির মধ্যে মধ্যে হাফ (অর্দ্ধ), কোয়ার্টার (সিকি) মাইল ইত্যাদি কাঠের গাত্রে লেখা আছে। ঘোড়-দৌড়ের সময় বাঙ্গালীরাও মনে মনে বাজী রাখিয়া থাকে।

নারা। সে কিরূপ?

বরুণ। মনে কর, চারিটি ঘোড়া ছুটিল দেখিয়া আমরা চারিজনে এখানে দাঁড়াইয়া বাজি রাখিলাম—কালটা আমার, হলদেটা তোমার, সাদাটা উপ'র, রাঙ্গাটা দেবরাজের। উহার মধ্যে যাহারটা প্রথম হইবে, সে পঞ্চাশ কি একশত টাকা বাজী জিতিবে।

ব্রহ্মা। বরুণ! বাসায় চল। আজ আর নগর ভ্রমণে কাজ নাই। আমাকে বাসায় যাইয়া আবার অবগাহন করিতে হইবে।

"তবে চলুন" বলিয়া বরুণ দেবগণকে লইয়া বাসাভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে সকলে দেখেন—দুইজন হিন্দুস্থানী তাঁহাদের নিকট দিয়া যাইতেছে; তন্মধ্যে একজনের শরীর জীর্ণ শীর্ণ রুক্ষ, তাহার পরিধেয় বস্ত্রখানি অত্যন্ত ময়লা। অপরের শরীরটি বেশ নাদুস, নুদুস, জাঁকালো রকমের ভুঁড়ি; ইহার পরিধেয় বস্ত্রখানি পরিষ্কার, গলদেশে কতকগুলি মোহর মালা করিয়া ধারণ করিয়াছে।

প্রথম ব্যক্তি কহিল "আপনি দেশে যাইয়া কি করিবেন?" দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল "আমি যে সংস্থান করিয়া লইয়া যাইতেছি, দেশে যাইয়া সদাগরি করিয়া তদ্দ্বারা এমন সংস্থান করিব যে, আর যেন আমার পুত্র পৌত্রের মধ্যে কাহাকেও বাঙ্গালায় আসিয়া চৌবেগিরি করিতে না হয়। বোকা বাঙ্গালীরা কি সংস্থান করিতে জানে? আমি একটি লোটা ও একগাছি লাঠি সম্বল করিয়া আসিয়া সেই লোটাটি মোহরে পূর্ণ করিয়া চলিলাম।"

প্রথম কহিল "আমিও লোটা সম্বল করিয়া এদেশে আসিয়াছি। এক্ষণে কি উপায়ে সঞ্চয় করিতে হইবে শিখিয়ে দেন।" দ্বিতীয় কহিল, "তুমি একটা পল্লীগ্রামে যাইয়া কোন জমীদারের বাটিতে খোরাক পোষাক ও ৮টাকা আড়াই

টাকা বেতনের একটি চাকরী লওগে। তথায় দুই এক মাস কাজকর্ম্ম করিয়া দু'চার টাকা যাহা পাইবে, তদ্বারা রুগ্ন শুষ্ক একটা গাইগরু খরিদ করিয়া প্রত্যহ নিজ হাতে ঘাস ছুলে খাওয়াবে এবং আর দু এক মাস চাকরী করিয়া যে টাকা হইবে, তাহা বাবুর যত চাষা প্রজাদের কর্জ্জ দিতে থাকিবে; এবং মাস মাস সুদ আদায়ের সময় উহাদের দ্বারে গিয়া আড় হয়ে শুয়ে পড়িবে। খবর্দ্দার! পয়সা না নিয়ে উঠবে না। তাহারা পয়সা দিলে কোঁচার কাপড়ে বেঁধে, কলাটা মূলাটা ছোলাটা মটরটা যা সম্মুখে পাও, এক থাবল তুলে নেবে। সেইগুলো তোমার প্রাতে উঠিয়াই জলখাবার হইবে, যদি বেশী জমে—বেচে ফেল্‌বে। এদিকে তোমার গাই বড় হয়ে দুধ দেবে, তুমি সেই দুধ বিক্রয় ক'রো—তাহা হইলে দশ পনর বৎসরের মধ্যে বেশ সঙ্গতি করিয়া দেশে যাইতে পারিবে।" বলিয়া, উভয়ে অপর রাস্তা দিয়া প্রস্থান করিল।

ইন্দ্র। বরুণ! কি চালাক হিন্দুস্থানীরা! উহাদিগকে অসভ্য দেখে বাঙ্গালীরা সময়ে "গুণটানা" "ছাতুখোর" ইত্যাদি বলিয়া ঠাট্টা করে বটে; কিন্তু বাঙ্গালীরা ইহাদের হইতে অনেক শিক্ষা পাইতে পারে। কি আশ্চর্য্য! লোটা মাত্র সম্বল করিয়া আসিয়া বিলক্ষণ সঙ্গতি করিয়া দেশে চলিল !!

বরুণ। ইহারা ত লোটা হাতে করিয়া আসিয়া সেই লোটা বোঝাই করিয়া লইয়া যায়; কিন্তু ইংরাজেরা শূন্য হাতে আসিয়া যেরূপ সঙ্গতি করিয়া লয়, তা দেখ তো আরো আশ্চর্য্য হবে।

ইন্দ্র। সে কিরূপ?

বরুণ। অনেক সাহেব বিলাত হইতে আসিয়া বিজ্ঞাপন দেন, একটা হৌস খুলিব, এত টাকা অংশের এতজন অংশীদার চাই। অমনি যাঁকে তাঁকে বাঙ্গালী বাবুরা যাইয়া টাকা দিয়া অংশীদার হন। এক ব্যক্তি যথাসর্ব্বস্ব দিয়া মুচ্ছুদ্দি-পদ লন। বলিতে কি, ইঁহারই টাকায় একপ্রকার হৌস চলে, কিন্তু সাহেব তাঁহাকে বেতনভুক্ ভৃত্যের মত খাটাইয়া লন।

নারা। সে কি? উহারই টাকা নিয়ে উহাকেই চাকর করে!

বরুণ। তা না হ'লে মজা কি? বাঙ্গালী এম্নি বোকা জাতি! ঘরের টাকা দিয়ে ব্যবসা করিবে; কিন্তু পরের অধীনে। তথাপি স্বয়ং স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিতে সাহসী হইবে না। যাহা হউক, হৌসের দিব্য আয়, খাসা চল্‌ছে; হঠাৎ শোনা গেল ফেল হয়েচে, অংশীদারগণ ও মুচ্ছুদ্দি মহাশয় গালে হাত দিয়ে কাঁদছেন।

ঐইরূপ গল্প করিতে করিতে তাঁহারা বাসায় যাইয়া উপস্থিত হইলে পিতামহ কহিলেন "উপ! বাবা একতাল গোময় আন, সর্ব্বাঙ্গে মেখে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে তবে ঘরে ঢুকি।" উপ তৎশ্রবণে গোময় আনিয়া দিলে পিতামহ স্বয়ং মাখিয়া স্নান করিয়া এবং বিনামা জোড়াটীকেও স্নান করাইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

দেবগণের বাসার সন্নিকটে কতকগুলো বকাটে ছেলে একত্র হইয়া বাসা করিয়াছিল। তাহারা সমস্ত দিন গান করিত, তাস পাশা খেলিত। তাহাদের গলার "হো হো" শব্দ শুনিয়া উপ ছুটিয়া গেল এবং দু চার মিনিটের মধ্যে তাহাদের সহিত দিব্য সদ্ভাব করিয়া লইল। ঐ বালকগণের সহিত উপর এমন আলাপ হইল যে, দেবগণ অন্যূন পাঁচশত বার ডাকিলেন তথাপি সে উঠিয়া আসিল না। শেষে নারায়ণকে নিজে গিয়া ডাকিয়া আনিতে হইল।

দেবগণের ক্ষুধা ক্রমে মন্দা হইয়া আসিতেছিল, তজ্জন্য রজনীতে কেহ আর অন্ন আহার করেন না, জলযোগ করিয়াই কাটান। বরুণ পিতামহের হস্তে নানাবিধ মিষ্টান্ন দিলেন; কিন্তু তিনি "গঙ্গা খাবে" "গঙ্গা খাবে" বলিয়া অধিকাংশ তুলিয়া রাখিলেন এবং যৎসামান্য গালে দিয়া একটু জল খাইয়া শয়ন করিলেন। শয়নমাত্রেই নাসিকাধ্বনি হইতে লাগিল।

পিতামহ নাসিকাধ্বনি করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহার নিকটে বসিয়া অপর দেবগণ গল্প করিতেছেন। পদ্মযোনির মধ্যে মধ্যে নিদ্রাভঙ্গ হইতেছে, কোন গল্পই শুনিতেছেন না, অথচ 'য়্যাঁ" "উঃ" শব্দে সায় দিতেছেন।

বরুণ। দেবরাজ, এই কলিকাতা সহরে দেখিবার উপযুক্ত অনেক অদ্ভুত লুকোচুরি আছে; কিন্তু সে সব দেখাইলে হয় ত পিতামহ এই দণ্ডেই কলিকাতা পরিত্যাগ করিবেন তুমিও হয় ত ক্রোধান্ধ হইয়া কলিকাতা ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইবে; অতএব সে সব বিষয় না দেখাই ভাল। এই কলিকাতায় অনুসন্ধান করিলে পাপীর চূ[illegible] ডান্ত দেখিতে পাওয়া যায়—এখানে পুণ্যাত্মারও অসম্ভাব নাই।

ইন্দ্র। আমি কলিকাতার ব[illegible] [illegible]হু শোভা দেখিতেছি ভাল! বলিতে কি ইংরাজেরা নানাপ্রকারে ইহাকে সাজা[illegible]ইয়াছে।

দেবগণ গল্প করিতে করিতে নিদ্রা[illegible]ভিভূত হইলেন। অতি প্রত্যুষে যেমন গুড়ুম করিয়া তোপ পড়িল অমনি পিতা[illegible]মহ সকলকে ডাকিয়া তুলিলেন এবং [illegible]রা যখন গঙ্গাস্নানে যান, একজন বস্ত্র বগলে করিয়া গঙ্গাস্নানে [illegible]

মেথর বিষ্ঠার ভার বহন করিয়া দেবগণের নিকট দিয়া চলিয়া যাইল। দেবতারা নাকে কাপড় দিয়া ওয়াক্ ওয়াক্ শব্দে দ্রুতপদে চলিলেন এবং কহিলেন, "নরকযন্ত্রণা ইহারাই ভোগ করে।" তাঁহারা জগন্নাথের ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখেন—ঘাটটী অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। তরঙ্গমালা যেন সমস্ত রজনী নিদ্রিত থাকিয়া প্রাতে সুশীতল প্রাতঃসমীরণ সেবনে আমন্ত্রিত হইয়া আহ্লাদে নৃত্য করিতেছে।

পিতামহ দেখেন—ঘাটে লোকারণ্য; তন্মধ্যে হিন্দুস্থানীর ভাগই অধিক। সকলে জলে দাঁড়াইয়া গঙ্গার স্তব পাঠ করিতেছে। প্রাতঃকালে নৌকার মাঝিরা কড় কড় শব্দে নৌকার পাইল তুলিতে তুলিতে ভাগীরথীর মধ্যস্থলে নৌকা লইয়া যাইতেছে। কোন কোন নৌকা অপর ঘাট হইতে ভিড়ের মধ্য দিয়া রওনা হইয়াছে।

পিতামহ একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জলে নামিলেন এবং পূর্ব্ব রাত্রির সঞ্চিত সেই সমস্ত মিষ্টান্ন ও ফলাদি 'গঙ্গে" "গঙ্গে" বলিয়া জলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

গঙ্গা। বাবা। আমি যে তোমার মিষ্টান্ন নিতে পারছিনে। আমার হাত পা ইংরাজেরা এমনি বেঁধেছে যে, আমার আর কোন দ্রব্য গ্রহণ করিবার ক্ষমতা নাই, আমার আর পাশ ফিরে শয়ন করিবার সামর্থ্য নাই পূর্ব্বে আমি কত গ্রাম ও কত নগর মুখে করে লইয়া গিয়াছি, এক্ষণে দুখানা কচুরি খাইবার শক্তি নাই। বাবা! আমি যে কর্ম্ম সুযায়ি ফল ভোগ করিতেছি, তাহাতে আর ভুল কি? নচেৎ কোন্ স্ত্রীলোক পরম গুরু পতির মস্তকে পদ দিয়া বসে? কোন স্ত্রীলোক পতি ও পিতৃবাক্য লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছামত কাজ করে? আমি ত সবই করেছি, ভগীরথের স্তবে পতি ও পিতৃবাক্য লঙ্ঘন করেছি? এ পাপের ফলভোগ কোথায় যাবে?

ব্রহ্মা। মা! তোমার কি পাশ ফিরিবার যো নাই?

গঙ্গা। তা হলে কি অদ্যাপি কলিকাতা থাকে! মুখে করে নিয়ে যাইতাম। দেখ বাবা! ইংরেজ রাজা দেখিছি, কিন্তু এমন কথন দেখি নাই! ইং..! আমাকে বিনা পেট-ভাতায় বাঁদার মত খাটিয়ে নিচ্চে, যেখানে সেখানে কাটচে পাড়গুলো ইট দিয়ে বাঁধছে; আবার লজ্জার কথা বল্‌বো কি, আমার উপর জ-কর করে পয়সাও রোজগার কর্‌চে। এদের

একটু জমীর দরকার হলেই আমাকে বুজিয়ে জমী বাহির করে লয়। দেখ —আগে আমার সীমা টাকশাল পর্য্যন্ত ছিল; ক্রমে বুজিয়ে কোথায় এনেছে।

ব্রহ্মা। মা তোমার কষ্ট শুনে আমার পেটে ভাত যায় না, চক্ষে নিদ্রা আইসে না, আর কিছুদিন চোক কান বুজে থাক—স্বর্গে নিয়ে যাচ্চি। তোমার জলে যত লোক স্নান ক'চ্ছে সকলেই হিন্দুস্থানী। বাঙ্গালীরা গঙ্গাস্নানে আসে না?

গঙ্গা। তারা কলের জলে বাসায় স্নান করে। বলে, গঙ্গাস্নানে সর্দ্দি হবার সম্ভাবনা।

ব্রহ্মা। হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকদিগের তোমার উপর বেশ ভক্তি দেখচি।

গঙ্গা। ওরা রোজ রোজ স্নান কর্‌তে আসে। ফিরে যাবার সময় হাত নেড়ে আবার কত স্তব পাঠ করে।

জল হইতে উঠিয়া পিতামহ চতুর্দ্দিকে চাহিতে চাহিতে কহিলেন, "বরুণ। এ ঘাটটী কাহার? ঘাটের নাম কি?"

বরুণ। এ ঘাটের নাম জগন্নাথের ঘাট হইয়াছে। বৃন্দাবনে যে লালাবাবুর বিষয় আপনাকে বলিয়াছি, এই জগন্নাথের ঘাট ও দেবমূর্ত্তি তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। লালাবাবু পাকপাড়ার রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন।

দেবগণ বাসায় আসিয়া আহার করিলেন। এই সময় গোলাপ ফুলের রং কুসুমফুলের রং বলিয়া রাস্তা দিয়া হাঁকিয়া যাইল। আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া সকলে নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। তাঁহারা লালদীঘির ধার দিয়া বেন্টিং ষ্ট্রীট দেখিতে দেখিতে একটী মস্‌জিদের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্র কহিলেন, "বরুণ। সম্মুখে দেখা যাইতেছে—ওটা কি?"

বরুণ। ইহার নাম টিপু সুলতানের মসজিদ। এই মসজিদটীর মেজে প্রস্তর নির্ম্মিত। এই মসজিদে অনেক মুসলমান ভজনা করিয়া থাকে।

ইন্দ্র। টিপু সুলতান কে?

বরুণ। ইনি হাইদারাবাদের নবাব হাইদার আলির পুত্র। রাজপ্রতিনিধি লর্ড করণওয়ালিসের সময় ইহার সহিত ইংরাজদিগের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইনি পরাস্ত হইয়া সন্ধি করেন। ঐ সন্ধিতে ইহাকে অর্দ্ধেক রাজ্য, যুদ্ধের খরচ তিন কোটী টাকা এবং দুটি পুত্রকে বন্ধকস্বরূপ রাখিতে হইয়াছিল। ঐ পুত্রেরা ইংরাজের নিকট অবরুদ্ধ থাকিয়া টালিগঞ্জে বাস

করিতেন। এই মসজিদটী তাঁহারাই নির্ম্মাণ করিয়া পিতার নামানুসারে নাম করণ করিয়াছেন।

ইন্দ্র। লর্ড করণওয়ালিস কিরূপ ভারতশাসন করিয়াছিলেন ?

বরুণ। ইনি দৃঢ়তা ও তেজস্বিতার সহিত শাসন করিয়া ভারত সাম্রাজ্যে অনেকটা সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া যান। এই মহাত্মা সরকারী কর্ম্মচারীদিগের কুব্যবহার দূর করিয়াছিলেন। তৎকালে কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের বেতন অল্প ছিল, তাঁহারা উৎকোচ গ্রহণ করিতেন। তদ্ভিন্ন বেনামীতে বাণিজ্য করিয়া অসদুপায়ে অর্থ সঞ্চয় করিতেও ছাড়িতেন না। তিনি যুদ্ধাদিতে জয়লাভ করিয়া যেমন যশোভাজন হইয়াছিলেন, তেমনি রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। এই বন্দোবস্তে জমিদারদিগের বিলক্ষণ সুবিধা ও প্রজার যার পর নাই অসুবিধা হয়। কারণ যখন জমিদারেরা দেখিলেন, গবর্ণমেণ্টকে বৎসর বৎসর নিয়মিত কর প্রদান করিলে তাঁহারা ভূমির অধিকার হইতে বিচ্যুত হইবেন না, তখন তাঁহারা স্ব স্ব জমিদারির উৎকর্ষ সাধনের মানসে প্রজার করবৃদ্ধি ও লাখরাজ ব্রহ্মত্র প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রজারা সকলই সহ্য করিতে লাগিল; কারণ, তাহাদের স্বত্ব রক্ষার্থ কোন উপায় নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই। এই গবর্ণর জেনারেল দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারালয়সমূহেরও সংস্কার সাধন করেন। তৎপূর্ব্বে ভারতবাসীদিগের আচার ব্যবহারের উপযোগী যে সকল নিয়ম পুস্তকাকারে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতে পুলিস কর্ম্মচারীদিগের ক্ষমতার অতিরিক্ত বৃদ্ধি করা হয়। ঐ নিয়ম প্রচলিত থাকিলে প্রজাদিগের উপর পুলিস যথেষ্ট অত্যাচার করিতে পারিত। তদ্ভিন্ন ঐ আইনপুস্তকে দেশীয় দিগের বিচারসংক্রান্ত কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করা হয় নাই; অধিক কি, তাহারা অতি সামান্য সামান্য সরকারি কর্ম্ম ভিন্ন অপর কর্ম্ম পাইবে না, এইরূপ নিয়ম করা হইয়াছিল। মহাত্মা করণওয়ালিস তৎসমস্তের সংশোধন করিয়া কীর্ত্তিস্থাপন করিয়াছেন।

এখান হইতে দেবগণ একস্থানে যাইয়া দেখেন—গাড়ী ঘোড়ার ভয়ানক ধুমধাম। লোকে উত্তম উত্তম গাড়ী ভাড়া করিয়া লইয়া যাইতেছে। সওয়ারেরা অশিক্ষিত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া "টগাবগ টগাবগ" শব্দে রাস্তার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে দৌড় করাইয়া শিক্ষা দিতেছে। কারখানায় অসংখ্য গাড়ী প্রস্তুত হইতেছে ও গাড়ীতে রং মাখাইতেছে। কোন স্থানে গাড়ী

ঘোড়ার নিলাম হইতেছে। দেবগণ রাস্তায় দাঁড়াইয়া যে দিকে চাহেন, দেখেন —কেবল ঘোড়া ও ঘোড়ার গাড়ী।

উপ। বরুণ-কাকা এখানে কি কলে ঘোড়া প্রস্তুত হয়?

নারা। বরুণ! এ দোকানটির নাম কি?

বরুণ। ইহার নাম কুক সাহেবের আড়গড়া। এই স্থানে গাড়ী ঘোড়া বিক্রয় হয় ও ভাড়া পাওয়া যায়। কলিকাতার মধ্যে এই কোম্পানী গাড়ীর প্রধান সদাগর। ইহাদের একটী কারখানা আছে, সেখানে গাড়ী প্রস্তুত হইতেছে। এখানে অষ্ট্রেলিয়া দেশ হইতে ঘোড়ার আমদানী হইয়া থাকে।

এই সময়ে একটা ঘোড়া আড়গড়া হইতে রসি-রসা ছিঁড়িয়া বাহিরে আসিয়া চারি পা তুলিয়া লাফাইতে লাগিল। বরুণ দেখিয়া পিতামহের হাত ধরিয়া "পলায়ে আসুন" বলিয়া একদিকে ছুটিয়া পলাইলেন। উপ তাঁহার কথা না শুনিয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল; শেষে ঘোড়াটা নিকট দিয়া যেমন ছুটিয়া গেল, উপ অমনি ধুলায় পড়িয়া "বাপরে মারে" শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল।

নারায়ণ তাহার উপর দুই চারি ঘা প্রহার করিয়া কহিলেন, "যেমন কথা শুনিস্‌নে—বেশ হয়েছে। ঐ ঘোড়া তোর উপর দিয়া চলিয়া গেলে, কিংবা লাথি মারিলে তুই কি আস্ত থাক্‌তিস?"

ব্রহ্মা। এ স্থানে আর না, বরুণ! পলাই চল।

বরুণ। পলাইবার আবশ্যকতা কি? এখানে কি কেহ আসে না? তবে সাবধান হয়ে চলা উচিত। সাবধানের মার নাই, আহম্মক লোকেরা এখানে আসিলে মারা পড়িতে পারে।

ইন্দ্র। এখান হইতে একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া একদিন সহর ভ্রমণ করিলে হয়।

বরুণ। হানি কি? ১৬ টাকা খরচ করিলে একখানি ফেটিং কিংবা চেরেটে বসিয়া ভ্রমণ করিতে পার। অতিরিক্ত খরচ করিলে চারি ঘোড়ার গাড়ীতে ভ্রমণ করিবার অনুমতি আছে।

ব্রহ্মা। অতিরিক্ত খরচ করিয়া চারি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে, এমন বোকা কি বাঙ্গালীর মধ্যে আছে?

এখান হইতে সকলে বেণ্টিং ষ্ট্রীটে যাইয়া ডিঃ গুপ্তের ঔষধালয়ের নিকট উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন "এই ঔষধালয়টি দ্বারকানাথ গুপ্ত নামক এক

ব্যক্তির। ইঁহার পুরাতন জ্বরের ঔষধ বড় উৎকৃষ্ট। ঐ ঔষধ বিক্রয় দ্বারা ইনি যথেষ্ট টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন। ডিস্পেন্সারির উপরে হোটেল। দেবগণ এই রাস্তার উভয় পার্শ্বে সারি সারি জুতার দোকান দেখিতে দেখিতে চলিলেন। দেবরাজ একটি দোকান হইতে পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়িবার জন্য এক জোড়া রাইডিং বুট খরিদ করিয়া লইলেন এবং উপকে এক জোড়া জুতা কিনিয়া দিলেন। বরুণ কহিলেন, "এখানকার জুতা বিক্রেতারা, বোকা ও চতুর দেখিয়া, জুতার মূল্য কম বেশী করিয়া লইয়া থাকে।"

যেমন সকলে জুতা খরিদ করিয়া দোকানের বাহিরে আসিয়াছেন, উড়ে বেহারারা চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া তাঁহাদিগকে এম্‌টি হাউসে যাইবার জন্য উপরোধ করিতে লাগিল।

ব্রহ্মা। বরুণ! উড়ে পাওারা কি বলে? এখানে কি কোন দেবালয় আছে?

বরুণ। আপনি চলুন, ও দেবালয় আমাদের নহে।

নারা। বরুণ! উহারা কোথায় যাইতে বলে?

বরুণ তৎশ্রবণে নারায়ণের কানে কানে কত কি বলিতে লাগিলেন। নারায়ণ যত শুনেন "য়্যা।" "উঁ!" শব্দে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন ও হাস্য করেন। উপ কিছুই বুঝিতে পারিল না, কেবল এক দৃষ্টে নারায়ণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পিতামহ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "তোমরা কি গল্প কর্‌চো?"

"ও আর আপনার শুনিবার প্রয়োজন করে না" বলিয়া সকলে যাইয়া একটী বৃহদাকার দোতলা বাড়ীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। বাড়ীটির চতুর্দ্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত। যখন সকলে একদৃষ্টে বাড়ী দেখিতেছেন উপ যাইয়া তাড়াতাড়ি প্রস্রাব করিতে বসিল। যেমন সে প্রস্রাব করিয়া উঠিয়াছে, অমনি দুই দিক হইতে দুইজন কনষ্টেবল আসিয়া তাহাকে ধৃত করিয়া লইয়া চলিল।

দেবগণ এ ঘটনা অবগত নহেন, তাঁহারা বাড়ীই দেখিতেছেন এবং বরুণ কহিতেছেন "ইহার নাম লাল বাজার পুলিস।" এই সময়ে উপ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া কহিল, "ঠাকুর কাকা! রাজা কাকা! কর্ত্তাজ্যেঠা! বরুণ কাকা! শীঘ্র আসিয়া আমাকে রক্ষা কর, কোথায় ধরে নিয়ে যাচ্ছে।" উপর ক্রন্দনে সকলে কি! কি! শব্দে ছুটিয়া গিয়া সবিশেষ অবগত হইলেন পাহারাওয়ালাদিগকে তাঁহারা কত বিনয় করিয়া বলিলেন, কত জল খাবার

দিতে চাহিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহারা পরিত্যাগ করিল না, ধরিয়া লইয়া চলিল।

বরুণ। উপ! তোর ভয় নাই; যেখানে নিয়ে যাক্ না, আমরাও তোর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি।

নারা। বরুণ। উপ'র দশা কি হবে?

বরুণ। হবে আর কি—বড় জোর দুই চারি আনা জরিমানা।

দেবগণ এখান হইতে পুলিসের নিকট যাইয়া দেখেন—মহা-ধুমধাম, যেন শ্রাদ্ধবাড়ী। অসংখ্য খঞ্জ, কাণা ফিরিঙ্গি বসিয়া দরখাস্ত লিখিয়া দিয়া পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে। উকীলেরা ঘুরে ঘুরে বেড়াইতেছে।

দেবগণ উপ'র উদ্ধারের জন্য এই স্থানে পয়সা খরচ করিয়া একখানি দরখাস্ত লিখাইয়া লইলেন। তৎপরে সকলেই ভিতরে প্রবেশ করিলে বরুণ কহিলেন "দেখ দেবরাজ! ঐ যে পূর্ব্ব দিকের বাড়ী দেখিতেছ, উহার উপর পূর্ব্বে লক্ হাসপাতাল ছিল।"

ইন্দ্র। লক্ হাসপাতাল কি?

বরুণ। ঐ স্থানে চৌদ্দ আইনের পরীক্ষা লওয়া হইত। যে বেশ্যার রোগ থাকিত, এই স্থানে রাখিয়া আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে চিকিৎসা করা হইত।

নারা। বলিহারি ইংরাজরাজকে! ইঁহাদের দেখ্‌ছি সকল দিকেই দৃষ্টি আছে। ভাল বরুণ! এত রোগ থাকিতে বেশ্যাদিগের ও রোগের প্রতি রাজপুরুষদের চিত্তাকর্ষণ হইল কেন?

বরুণ। গোরারা বেশ্যালয়ে যাইয়া ঐ রোগগ্রস্ত হওয়াতে চৌদ্দ আইন প্রচারিত হয়। যাহা হউক, নারায়ণ! লালবাজার পুলিসটী কেমন দেখিতেছ বল?

নারা। ঠিক যেন দ্বিতীয় কালান্তপুরী।

বরুণ। এই পুলিসে কলিকাতার যত ফৌজদারী মকদ্দমা হইয়া থাকে। এখানে চারি জন্ পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন। তাঁহারা কলিকাতার উত্তর পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম চারি বিভাগের যাবতীয় ফৌজদারী মকদ্দমা করিয়া থাকেন; ইহা ব্যতীত অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়েরাও এখানে আসিয়া বিচার করেন।

দেবগণ একটি গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন—বিচারাসনে একটী বাঙ্গালী

বসিয়া বিচার করিতেছেন। নিকটে বাদী প্রতিবাদীর উকীল মোক্তারগণ দাঁড়াইয়া আছেন। পাহারাওয়ালারা উপকে লইয়া এইখানে প্রবেশ করিল এবং বাগবাজার থানার ইনস্পেক্টর একজন মাতালকে ঝোলায় করিয়া অন্যান্য আসামীর সহিত আনিয়া উপস্থিত করিল। প্রথমেই উহাদের বিচার আরম্ভ হইল। হাকিম মাতালকে কহিলেন, "তুমি অমুক ব্যক্তির গাল কামড়াইয়া দিয়াছ কেন?" মাতাল কহিল, "হুজুর। ও নিজের গাল নিজে কামড়াইয়া আমার নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়া আপনার নিকট অভিযোগ করিয়াছে। আপনি সুবিজ্ঞ হাকিম, বিচার করিয়া দেখুন, উহার গাল কামড়ান'তে আমার কি স্বার্থ আছে।" হাকিম কহিলেন, "তুমি বলিতেছ—ও উহার নিজের গাল নিজে কামড়াইছে; ভাল—তুমি তোমার নিজের গাল নিজে কামড়াইয়া দেখাইতে পার?" মাতাল "পারি" বলিয়া নিজের গাল নিজে কামড়াইবার জন্য নানাপ্রকার মুখভঙ্গী করিয়া অসমর্থ হইলে দেবগন ও অপরাপর লোক হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন মাতালের পক্ষের উকীল দাঁড়াইয়া কহিলেন, "হুজুর, আমার মক্কেল যাহা বলিতেছেন সত্য; এরূপ মকদ্দমা আমি বিস্তর দেখিয়াছি এবং এই বেঞ্চে অনেক হাকিমের নিকট হইয়া গিয়াছে, যাহাতে সুবিজ্ঞ হাকিমেরা আসামীকে বেকসুর খালাস দিয়াছেন।" হাকিম কহিলেন, "তুমি প্রলাপ কহিতেছ, ভবিষ্যতে ওরূপ প্রলাপ কহিলে তোমাকে আদালত হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিব" বলিয়া মাতালের পাঁচ টাকা জরিমানা করিলেন এবং কহিলেন, "পুনরায় এরূপ কাজ করিলে গুরুতর দণ্ডভোগ করিতে হইবে।"

এই মকদ্দমা শেষ হইলে কতকগুলি সাহেববাড়ীর বাবুর্চ্চিকে কতিপয় কনষ্টেবল ধরিয়া আনিল। ইহাদের অপরাধের মধ্যে—কতকগুলি কুঁক্‌ড়োকে গাছের ফলের মত ঠ্যাং ধরিয়া ঝুলাইয়া লইয়া যাইতেছিল। হাকিম কহিলেন, "তোমরা উহাদের প্রাণবধ করিবার পুর্ব্বে অকারণ কষ্ট দিয়াছ, অতএব প্রত্যেকের চারি আনা অর্থ দণ্ড করিলাম। ভবিষ্যতে ওরূপ করিলে গুরুতর দণ্ড ভোগ করিতে হইবে।"

ইহার পর উপ'র মকদ্দমা উপস্থিত হইল। হাকিম পাহারাওয়ালাদিগকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "কলিকাতায় কত লোকে কত লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছে, তোমরা তাহার কোন খোঁজ খবর রাখিতে পার না, অথচ এই বালককে সামান্য দোষে ধরিয়া আনিয়া বিলক্ষণ কষ্ট দিতেছ। তোমাদের

আর কোন ক্ষমতা নাই, কেবল কেউ কোথাও প্রস্রাব ক'র্‌লে ধর্‌বার ক্ষমতা আছে।" বলিয়া তিনি দুই আনা মাত্র জরিমানা করিয়া উপকে ছাড়িয়া দিলেন। দেবগণ সানন্দে যাইয়া উপ'র হাত ধরিলেন এবং গৃহের বাহিরে আসিয়া পিতামহ বরুণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বরুণ, এই সুবিচারকটির নাম কি ?"

বরুণ। বি, এল, গুপ্ত।

ব্রহ্মা। কি ?

বরুণ। বি, এল, গুপ্ত অর্থাৎ বিহারিলাল গুপ্ত। ইঁহারা জাতিতে বৈদ্য। ইনি গৌরিভানিবাসী চন্দ্রশেখর গুপ্তের পুত্র। বিহারিবাবু বাল্যকালে হিন্দু স্কুলে বিদ্যা শিক্ষা করেন। তৎপরে প্রেসিডেন্সি কলেজের বি, এ, ক্লাসে পড়িতে পড়িতে বিলাত যাত্রা করেন। তথায় সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন এবং কিছুকাল কয়েকটি জেলাতে সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়া কলিকাতার পুলিস মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। মহাত্মা হরিমোহন সেন ইঁহার মাতামহ।

নারা। হরিমোহন সেন কে ?

বরুণ। হুগলীতে যে রামকমল সেনের কথা বলিয়াছিলাম, উক্ত রাম কমল সেন মহাশয়ের চারিটী পুত্র ছিলেন, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম হরিমোহন সেন; ইনি ১৮১২ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি হিন্দু কলেজে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। হরিমোহন সেনই বাঙ্গালা ভাষায় পুরাণ তরজমা করেন। ইনি প্রথমে টাঁকশালে, তৎপরে ট্রেজরিতে কার্য্য করিয়া পরিশেষে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান হইয়াছিলেন এবং কলিকাতা ইনষ্টিটিউট, জমিদার সভা, ভারতসভা প্রভৃতির মেম্বর ছিলেন। পরিশেষে জয়পুরের রাজার প্রধান মন্ত্রী হন। ইনি যদুনাথ, মহেন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রনাথ এবং নরেন্দ্রনাথ * নামক চারি পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া প্রাণত্যাগ করেন। বর্ত্তমান বি, এল, গুপ্ত সেই কন্যার গর্ভজাত পুত্র।

* ইনি ইণ্ডিয়ান মিরার নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে—সম্পাদক।

দেবগণ দাঁড়াইয়া অনেক মকদ্দমা দেখিলেন, তন্মধ্যে অধিকাংশ বেশ্যা-সংক্রান্ত ব্যাপার।

আসামীদের অধিকাংশ ভদ্রসন্তান। কোনও বেশ্যা খোরাকীর দাবী দিয়া নালিশ করিয়াছে; কেহ চুরীর দাবী দিয়াছে; কেহ দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্য নালিশ করিয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

দেবগণ অপর গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন—আর একজন ম্যাজিষ্ট্রেট বিচারাসনে বসিয়া বিচার করিতেছেন। নিকটে দাঁড়াইয়া একটী বেশ্যা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতেছে, "হুজুর। আমি কোন অপরাধ করি নাই, তবে কি কারণে পুলিসের লোক যাইয়া আমার হাজার, বার শত টাকা আন্দাজের গহনাপত্র লইয়া গেল এবং অদ্য বেলা দশটার সময় হুজুরের নিকট হাজির হইতে কহিল?"

ম্যাজিষ্ট্রেট তৎশ্রবণে পুলিসকে ডাকিয়া জানিলেন, তাহারা কেহ এ কাজ করে নাই। তখন অনুসন্ধানে স্থির হইল, জুয়াচোরেরা পুলিস সাজিয়া এই কাজ করিয়াছে। বেশ্যা তৎশ্রবণে কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিতা হইল। পরে আদালত হইতে জুয়াচোর ধরিয়া দিবার পুরস্কার ঘোষণা হইলে, বেশ্যা চক্ষু মুছিতে মুছিতে প্রস্থান করিল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, "অনেক ছেলের মাথা খেয়ে গহনাগুলি ক'রেছিলাম, জুয়াচোর বেটারা আমার মাথা খেলে।"

এখান হইতে যাইতে যাইতে ইন্দ্র কহিলেন "বরুণ। ঐ যে সাহেবেরা স্ত্রী পুত্র লইয়া বাস করিতেছে, উহারা কারা?"

বরুণ। উহারা বিলাতী কনেষ্টবল। উহারা এই স্থানে বাস করিয়া থাকে। এই কনেষ্টবলেরা প্রত্যেক ইংরাজপল্লীতে, বিশেষতঃ লালবাজারের মোড়ে, আর ইংরাজপল্লীর মধ্যে যেখানে যেখানে মদের দোকান আছে তথায় ও প্রত্যেক ব্যাঙ্কে এক একজন করিয়া পাহারা দিয়া থাকে।

এখান হইতে দেবগন বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া দেবরাজ আর চলিতে পারেন না, গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। বরুণ দেখিয়া কহিলেন, "ইন্দ্র! অমন ক'রে ব'সলে যে?"

ইন্দ্র। ভাই! আমার চোন সহিত ঘড়িটী কে অপহরণ করিয়াছে?

নারা। য়্যাঁ—সে কি! অমন লালবাজার পুলিসের মধ্যে জুয়াচুরি!

ব্রহ্মা। বেস্ হ'য়েছে, তোদের ব'ল্লে ত শুনবি নে, কলিকাতায় আসিয়া

বাবু সাজা, চোন ঘড়ি ঝুলান তোদের যে রোগ হ'য়েছে—এখন উঠে এস! টাকার শোকে অধীর হ'লে হবে কি?

ইন্দ্র। ঠাকুর দা! আমি অধীর হই নাই, তবে চমৎকৃত হইয়াছি বটে। আমি ভাব্‌ছি—ইহাদের কি চমৎকার হাত বশ। কি চমৎকার অভ্যাস। বলিহারি কলিকাতার জুয়াচোরগণকে—তাহাদের সাহস ও শিক্ষাকে। আহা। ইহারা যে পরিশ্রমে এই জুয়াচুরি শিক্ষা করিয়াছে, সেই পরিশ্রমে যদি অপর কোন ভাল বিষয় শিক্ষা করিত, তাহা হইলে ভারতের অনেক হিতসাধন করিতে পারিত।

এখান হইতে এক স্থানে যাইয়া দেবগণ দেখেন—নিলামে অনেক দ্রব্যাদি বিক্রয় হইতেছে। অনেক লোক দাঁড়াইয়া কিনিতেছে। বরুণ কহিলেন. "ইহার নাম পার্কার কোম্পানীর নীলাম। মেকাঞ্জি লয়েল কোম্পানী কলিকাতার যাবতীয় নীলামের কার্য্য করিতেন ; এমন কি গবর্ণমেণ্টের আফিস পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতেন। এক্ষণে পার্কার সাহেব নীলাম কার্য্যে বিলক্ষণ লাভ দেখিয়া এই আফিসটী খুলিয়াছেন। ইঁহাদের কার্য্য এই, কি খাদ্য সামগ্রী—কি পরিধেয় বস্ত্র, বিলাতে যে সমস্ত দ্রব্য বিক্রয়োপযোগি না হয়, তাহাই নিলাম করিয়া থাকেন। যাহারা নিলামে ক্রয় করে, তাহারা বাজার অপেক্ষা সস্তা দরে পায়। তবে কেহ বা নীলামে খরিদ করিয়া ভাল জিনিস পায়, কেহ বা যাহা কিছু কেনে, একেবারে মাটি।"

"যা থাকে কপালে—নীলামে কিছু কিনে নিই ; না হয় পয়সাগুলো জলে যাবে" বলিয়া নারায়ণ কয়েকটা থান খরিদ করিলেন। দেবরাজ প্রভৃতি কহিলেন, "ভাই! যদি ভাল হয়, আমাদের কিছু কিছু অংশ দিও।"

এখান হইতে যাইয়া সকলে দেখেন—একটী ঔষধালয়ে অসংখ্য ঔষধের শিশি সাজান রহিয়াছে। দেবরাজ কহিলেন, "বরুণ! এ ঔষধালয়টীর নাম কি?"

বরুণ। ইহার নাম স্মিথ ষ্ট্যান্‌ষ্ট্রীট্‌ কোম্পানীর ডাক্তারখানা। ইঁহারাও ব্যাথ্‌গেট্‌, স্কট টম্‌সন্‌ কোম্পানীর ন্যায় ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। ইঁহাদের দোকানে পাকা চুল কাল হইবার অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ আছে।

ইন্দ্র। ঠাকুরদাকে এক শিশি কিনে দিলে হয় না?

ব্রহ্মা। কি?

ইন্দ্র। পাকা চুল কাল হইবার ঔষধ।

ব্রহ্মা। আমার আর চুল কাল ক'রে কি হবে? যাবার সময় হয়েছে। তোদের তবু কতকটা কাঁচা বয়স—কিনে নিয়ে সাধ মেটা।

নারায়ণ ও দেবরাজ বরুণের কানে কানে কহিলেন, "আমাদের দুই এক গাছি করিয়া চুল পাকিতে আরম্ভ হইয়াছে, অতএব এক শিশি কিনিয়া দেও।" বরুণ তৎশ্রবণে তাঁহাদিগকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং দুই জনকে দুই শিশি খরিদ করিয়া দিলেন। পিতামহ তদ্দৃষ্টে হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, "তোদের দেখছি বুড়ো বয়সেও সখ মেটে নাই।"

এখান হইতে এক স্থানে যাইয়া বরুণ কহিলেন, "দেবরাজ! সম্মুখের দোকানের দিকে চেয়ে দেখ।"

নারা। এ দোকানটি কাহার?

বরুণ। রডা কোম্পানীর দোকান। এই দোকানে বন্দুক, তরবার, কামান প্রভৃতি বিক্রয় হইয়া থাকে।

নারা। আমাকে ভাই একটি ডবল ব্যারেল্ বন্দুক খরিদ করিয়া দেও, স্বর্গে লইয়া গিয়া সকলকে দেখাইতে হইবে।

বরুণ তৎশ্রবণে দেবগণকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলে তাঁহারা, বন্দুকাদি দেখিতে লাগিলেন। উপ চঞ্চল স্বভাব প্রযুক্ত একবার এ বন্দুক একবার ও বন্দুক ধরিতে লাগিল। হঠাৎ সে যেমন একটী হাওয়ার বন্দুকে হস্তার্পণ ক'রেছে, অমনি বন্দুকটীর আওয়াজ হইয়া একটী বেল লণ্ঠন ফাটিয়া গেল। উপ তখন ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

নারায়ণ উপকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "তোর ছোঁড়ার কি সকল জিনিসেই হাত না দিলে নয়? তোকে সঙ্গে করিয়া আনা আমাদের অন্যায় হইয়াছে।" বলিয়া সেই ফাটা লণ্ঠনটী ও একটী ডবল ব্যারেল বন্দুক খরিদ করিয়া লইয়া বহির্গত হইলেন। বাহিরে আসিয়া দেবরাজ কহিলেন "বরুণ! এ দোকানটির নাম কি বলিলে—রডা কোম্পানীর বন্দুকের দোকান?"

বরুণ। হ্যাঁ ভাই। পূর্ব্বে এই দোকান উক্ত কোম্পানীর ছিল, অদ্যাপি সেই নামেই চলিতেছে, ফলতঃ এক্ষণে দোকানটী হামিল্টন কোম্পানী খরিদ করিয়া লইয়াছেন।

এখান হইতে সকলে ডেলহাউসি স্কোয়ারের উত্তরাংশের রাস্তার উত্তরদিকে এক স্থানে উপস্থিত হইলে পিতামহ কহিলেন, "বরুণ! সম্মুখের এ বৃহৎ বাড়ীটী কি? এখানে এত ঘোড়া পাল্কি কেন?"

বরুণ। বাড়ীটির নাম রাইটার্স্ বিল্ডিং। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালে এই বৃহদাকার বাড়ীটি প্রস্তুত হয়। এ বাটি প্রস্তুত হইবার কারণ, তখন এ দেশে কেরাণী পাওয়া যাইত না; এজন্য বিলাত হইতে কেরাণী আমদানী করা হইত। সেই সমস্ত কেরাণীর বসবাসের জন্য এই বাটী প্রস্তুত হওয়াতে রাইটার্স্ বিল্ডিং অর্থাৎ কেরাণীখানা নাম হইয়াছে। এক্ষণে এই বাটীতে এক্জিকিউটীভ্ ইঞ্জিনিয়ার, সুপারিন্টেন্ডেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, চিফ ইঞ্জিনিয়ারের আফিস আছে। তদ্ভিন্ন পূর্ব্বে এই বাড়ীতে রেলওয়ে কন্সল্টিং ইঞ্জিনিয়ার, এজেণ্ট আফিস, অডিট আফিস, চিফ্ ষ্টোর্ কিপার আফিস, ষ্টেসনরি আফিস, ক্যাস্ আফিস এবং চিফ পে মাষ্টারের আফিস প্রভৃতি কতগুলি আফিস ছিল। এক্ষণে রেলওয়ে কোম্পানী নিজ বাটী প্রস্তুত করাতে তৎসমুদায় আফিস উঠিয়া গিয়াছে। এখানে বিস্তর কেরাণী কাজ কর্ম্ম করিয়া থাকে। তাহাদিগকে বহন করিয়া আনিবার জন্যই এই সমস্ত গাড়ী পাল্কি রহিয়াছে।

এখান হইতে এক স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "দেবরাজ সম্মুখে দেখ গবর্ণমেণ্টের নূতন বাড়ী। পূর্ব্বে বেঙ্গল সেক্রেটরিয়েট প্রভৃতি কয়েকটী অফিস চৌরঙ্গী রাস্তার ধারে একটী ভাড়াটে বাড়ীতে ছিল। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট রাইটার্স বিল্ডিংয়ের উত্তরাংশে এই তিনটী প্রশস্ত বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া রেভিনিউ বোর্ড্ এবং বেঙ্গল সেক্রেটরিয়েট আফিস উঠাইয়া আনিয়াছেন।

ইন্দ্র। বেঙ্গল সেক্রেটরিয়েট আফিসে কি কাজ হয়?

বরুণ। বাঙ্গালার মধ্যে যত বিচারালয় আছে, এখানে তৎসংক্রান্ত সমস্ত হিসাব পত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখানেও বিস্তর কেরাণী কাজকর্ম্ম করিতেছে। মফঃস্বলের বিধাতা মাজিষ্ট্রেট মহোদয়দিগের বদলি, বাহাল ও বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতির কার্য্যও এই স্থানে হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে ছোট লাটের সহিত এই আফিসের অর্দ্ধেক আন্দাজ দার্জ্জিলিঙে যায়।

নারা। কেন? আফিসগুলোরও কি গরম বোধ হয়?

বরুণ। কাজে কাজেই। আফিসের কর্ত্তা যখন গরমে ছট্ ফট্ করিতে থাকেন, তখন আফিস কিরূপে ঠাণ্ডা থাকে? ফল কথা, আফিস আদালত রাজপুরুষদিগের সঙ্গে সঙ্গে না থাকিলে কাজ চলে না। ইঁহাদের শয়ন ভোজন উপবেশনের ন্যায় আফিসটীও সঙ্গে সঙ্গে থাকা চাই।

ব্রহ্মা। আচ্ছা—দার্‌জিলিং না যাইয়া গ্রীষ্মের কয়েক মাস বিলাত যাইয়া অবস্থিতি করিলে ত রাজপুরুষদিগের শরীর আরও ভাল থাকে।

বরুণ। এখানে না আসিলেও ত হয়!

ব্রহ্মা। তাই ত বটে; ওঁরা যে সেই সংবাদ দেওয়া কলটা হাতে করে যেখানে সেখানে ব'সে রাজ্য ক'র্‌তে পারেন।

এখান হইতে সকলে লায়ন্স রেঞ্জ নামক রাস্তার উত্তর ধারে যাইলে বরুণ কহিলেন 'দেবরাজ! টর্ণর মরিসন্ কোম্পানী নামক একটী বিলাতী সদাগরের অফিস দেখ। ইঁহারাই ১।২।৩ নম্বর চিনি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ইঁহাদের কাশীপুরে একটী চিনির কল আছে। তদ্ভিন্ন ইঁহারা বিলাত হইতে লোহা লক্কড়, মদ প্রভৃতি নানাপ্রকার সদাগরীর দ্রব্য আমদানী করিয়া থাকেন। এই কোম্পানীর ২।৩ থানি নিজের জাহাজ আছে। ইঁহাদের হইতে বিস্তর বাঙ্গালী বড় মানুষ হইয়া গিয়াছে। ইঁহাদের জাহাজ হইতে দ্রব্যাদি আফিসে উঠাইয়া দিবার জন্য অনেক কনট্রাক্টর্ আছে। কন্‌ট্রাক্টরেরা ঐ কাজে বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

এখান হইতে যাইয়া নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ। সম্মুখের এ বাড়ীটি কি?

বরুণ। ইহার নাম পর্ম্মিট—অর্থাৎ যে সকল বাণিজ্যদ্রব্যের আমদানী রপ্তানী হয়, এই স্থান হইতে পাশ অর্থাৎ ছাড়পত্র না লইলে যাইবার ও আসিবার হুকুম নাই। এই কারণে ইহার নাম পর্ম্মিট অর্থাৎ অনুমতিস্থান হইয়াছে। এই পর্ম্মিটে বিস্তর লোক কাজকর্ম্ম করিতেছে। এখানে লোকে ইচ্ছা করিলে প্রতারণাও করিতে পারে।

ইন্দ্র। কি প্রকারে?

বরুণ। মনে কর, যে সমস্ত দ্রব্যের আমদানী হয়, সেই সমস্ত দ্রব্যের মধ্য হইতে যখন একটী বস্তা খুলিয়া পরীক্ষা করা হয়, তখন আর একটী বস্তা বাহির করিয়া লইয়া তৎপরিবর্ত্তে একটী যে-সে দ্রব্যের বস্তা প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

এই সময়ে তীর্থস্থানের পাণ্ডার ন্যায় কতকগুলো লোক ছুটিয়া আসিয়া দেবগণকে চতুর্দ্দিক্ হইতে পরিবেষ্টন করিল এবং কহিল "আপনারা কি দিতে পারেন বলুন, তাহা হইলে ফারম্ পুরণ করিয়া স্বাক্ষর করাইয়া আনিয়া দিয়া যাহাতে আপনাদিগের মালামাল শীঘ্র রওনা হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিয়া দিতেছি।" দেবগণ তৎশ্রবণে কহিলেন, "বাপু! আমরা মহাজন

নহি, এখানে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছি।” দালালেরা চলিয়া গেলে দেবরাজ কহিলেন, “বরুণ। ইহারা কারা?”

বরুণ। ইহারা কতকগুলি মূর্খ লোক। ইহাদের বিদ্যা বুদ্ধি তাদৃশ নাই; সংসার প্রতিপালনের নিমিত্ত এই স্থানে আসিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় এবং এক পয়সা মূল্যের ফারম্ পূরণ করিয়া স্বাক্ষর প্রভৃতি করাইয়া আনিয়া দিয়া পয়সা লয়। অগ্রে ইহারা পয়সা চুক্তি করিয়া থাকে।

নারা। আহা! কলিকাতা সহরে কত লোকেই কত উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে।

এখান হইতে যাইতে যাইতে বরুণ কহিলেন, “নারায়ণ! ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর আফিস দেখ। পূর্ব্বে এই সমস্ত আফিস রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ছিল, এক্ষণে উক্ত কোম্পানী এই বাড়ীটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এখানেও বিস্তর কেরাণী কাজকর্ম্ম করিতেছে।”

ব্রহ্মা। বরুণ! আর কেরাণী না বলিয়া বিস্তর চাকর কাজকর্ম্ম করিতেছে বল। কি আশ্চর্য্য! যাহাকে দেখি, যাহার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করি, সেই কেরাণী। দোকানদার, মহাজন, অধ্যাপক, চিকিৎসক, চামার, কুম্ভকার, কর্ম্মকার আর চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না সকলেই কেরাণী। বরুণ! পরাধীন জাতির পরাধীন থাকিতে এত সাধ? দেশ উৎসন্ন যাইতেছে, দেশের শিল্পশাস্ত্রের বিলোপ হইতেছে, যাহারা দেখিয়াও দেখে না, তাহাদের মত বোকা জাতি কি দুনিয়ায় আছে?

বরুণ। ঠাকুর দা! চাকরী করা বাঙ্গালীজাতির সংক্রামক-রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নচেৎ যে অধ্যাপকের জগৎজুড়ে মানসম্ভ্রম, যাঁহার গৃহে বিদায়ের ঘটী, বাটী, থালা, ঘড়া রাখিবার স্থান হয় না, তিনিও নিজ ব্যবসায়ে ধিক্কার দিয়া পুত্রকে পনের টাকার কেরাণী প্রস্তুত করিতেছেন। যে কবিরাজ ধন্বন্তরি নামে পরিচিত হইয়া অর্জ্জিত ধন বহন করিয়া আনিতে পারিতেন না, তিনিও নিজ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া পুত্রকে ইংরাজী শিখাইয়া কেরাণী প্রস্তুত করিতেছেন। যে কুম্ভকার উত্তম উত্তম ছবি ও পট আঁকিয়া স্বাধীনভাবে ৪০।৫০ টাকা উপার্জ্জন করে, সেও কাদা ছানা অতি জঘন্য ব্যবসায় বলিয়া নিজ পুত্রকে ইংরাজী শিখাইয়া কেরাণী তৈয়ার করিতেছে। এইরূপে ধোপা, নাপিত, মেথর, মুদ্দফরাস সকলেই কেরাণী হইবার জন্য হাত ধুইয়া বসিয়া আছে।

ব্রহ্মা। দেশ উৎসন্ন যাবে! ইহার পর লোকের নাপিতের অভাবে সর্ব্বাঙ্গে চুল, ধোপার অভাবে মলিন বস্ত্র এবং মুদ্দফরাসের অভাবে মরে ঘরে পচিতে হবে।

এখান হইতে যাইতে যাইতে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ! ঐ যে দেখা যাইতেছে, উহার নাম কি?"

বরুণ। ইহার নাম ওরিয়েণ্টেল ব্যাঙ্ক। বাঙ্গালীদের যাবতীয় বেনেতি রোকড়ের কার্য্য এই স্থানে হইয়া থাকে—অর্থাৎ লোকে এখানে টাকা জমা রাখিয়া থাকে। অনেকে কোম্পানীর কাগজপত্র বন্ধক দিয়াও এখান হইতে টাকা লয়। এই ব্যাঙ্কের মূলধন এক্ষণে বেশী হওয়াতে অন্যান্য ব্যাঙ্ক অপেক্ষা ইহারা কম সুদে টাকা রাখিয়া থাকে এবং যে মেয়াদে টাকা রাখা যায়, সেই সময়ে সুদ ও নির্দ্দিষ্ট দিবসে টাকা ফেরত দিয়া থাকে। এখানে 'যখন ইচ্ছা টাকা লইব' এরূপ সর্ত্তে টাকা রাখিলে সুদ পাওয়া যায় না।

এই ব্যাঙ্কের উপর গচ্ছিত টাকা বাড়াইয়া দিবার ভার দিলে ইহারা সস্তার বাজারে কোম্পানীর কাগজ কিংবা ব্যাঙ্কবিল অথবা কোন কোম্পানীর অংশ খরিদ ও বিক্রয় করিয়া থাকে। এখানেও প্রতারণা চলে।

ব্রহ্মা। ওরে ভাই! প্রতারণার কাল প'ড়েছে, তা প্রতারণা চ'ল্‌বে না?

ইন্দ্র। বরুণ! এখানে কি উপায়ে প্রতারণা হয়?

বরুণ। ব্যাঙ্কের লোকের সাহায্যে অনেক প্রতারক অপর লোকের চেকের নম্বর জানিয়া লইতে পারে এবং এক এক খানি জাল চেক প্রস্তুত করিয়া বেহারার দ্বারা ঐ চেক পাঠাইয়া দিয়া এখান হইতে টাকা লইয়া যাইতে পারে।

এখান হইতে যাইয়া দেবগণ এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন, অনেকগুলি আফিস রহিয়াছে এবং কতকগুলি বাঙ্গালী বসিয়া কাজকর্ম্ম করিতেছে। নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ! এই স্থানটির নাম কি? ও আফিসগুলি কাহাদের?"

বরুণ। এই স্থানের নাম নূতন চীনেবাজার, এই আফিসগুলির নাম কাপ্তেনী আফিস।

নারা। কাপ্তেনী আফিস কি?

বরুণ। এক একজন বাঙ্গালীর ৩৪ ঘর বিলাতী সদাগরের সহিত

এইরূপ বন্দোবস্ত আছে যে, তাহাদের যত জাহাজ এখানে আমদানি হইবে, ইহারা সেই সমস্ত জাহাজের যাবতীয় জিনিস পত্রের সরবরাহ করিবে, তৎপরে জাহাজ এখান হইতে প্রস্থান করিবার সময়ে জাহাজের কাপ্তেন ইহাদের নিকট হইতে যে যে দ্রব্যসামগ্রী পাইয়াছেন, তাহার একটা রসিদ দিয়া যাইবেন। পরে ঐ রসিদ অনুসারে এই আফিসের কর্ত্তা সদাগরের নিকট বিল করিলেই শতকরা কমিশন সহ টাকা পাইবেন। এই কমিশনের দ্বারা ইহাদের বিলক্ষণ লাভ হইয়া থাকে। এখানেও বেশ প্রতারণা করা যায়।

ইন্দ্র। কি প্রকারে ?

বরুণ। মনে কর, কাপ্তেনকে পাঁচ টাকার চাউল কিনিয়া দিয়া দশ টাকার রসিদ লইলে, কে ধরিতে পারে? এই আফিসের অধীনে সিপ্‌সরকারেরা কাজ করে। তাহারাও এই কার্য্যে বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিয়া থাকে; এমন কি, অনেকে যথেষ্ট সঙ্গতি করিয়া লয়।

ইন্দ্র। সিপ্‌সরকারের অত উপার্জ্জন কিরূপে হয় ?

বরুণ। সিপ্‌সরকারদের উপার্জ্জনের অনেক পথ আছে। প্রথমতঃ ইহারা জাহাজ চলিয়া যাইবার সময়ে কাপ্তেনের নিকট পুরস্কার পায়; তদ্ভিন্ন তাহারা এই কাপ্তেনী আফিস হইতে মাসিক বেতন পাইয়া থাকে। তৎপরে প্রতিদিন কাপ্তেনকে কোন দ্রব্য কিনিয়া দিয়া, যথা—এক টাকার ছোলা কিনিয়া দিয়া—এই আফিসে আসিয়া পাঁচসিকার কিনিয়া দিয়াছি বলিয়া টাকা লয়। সেই পাঁচসিকার উপর আবার এই সমস্ত আফিসের বাবুরা মনে করিল ১৷৷৹ টাকায় বিল করিয়া টাকা আদায় করিতে পারেন।

এই সময় কতকগুলি লোক আসিয়া দেবগণকে কহিল, "বাবু, কোম্পানীর কাগজ কিনিবেন?" তাঁহারা অস্বীকার করিলে সকলে প্রস্থান করিল। পিতামহ কহিলেন, "বরুণ। এ লোকগুলি কে এবং সম্মুখের ও আফিসগুলি কি ?

বরুণ। উহারা কোম্পানীর কাগজের দালাল। আর ঐ আফিসগুলি কোম্পানীর কাগজের দালালের আফিস। কলিকাতায় যত কোম্পানীর কাগজ খরিদ বিক্রয় হয়, এই সমস্ত আফিসেই হইয়া থাকে। দালালদিগের মধ্যে যাহারা সঙ্গতিশালী, তাহারা কেবল এই দালালির উপর নির্ভর করে না, সময়ে সময়ে যখন কাগজের বাজার সস্তা হয়, খরিদ করিয়া রাখিয়া মহার্ঘ হইলে তাহা বিক্রয় করিয়া থাকে।

নারা। বরুণ! এই বাজারটীর নাম নূতন চীনেবাজার ব'ল্লে নয় ?

বরুণ। হাঁ ভাই! এই বাজারটী কোম্পানীর বাগিকের উত্তর। এই বাজারে অনেকগুলি বড় বড় দোকান আছে। ঐ সকল দোকানে বিবিদিগের পরিধেয় বস্ত্রাদি, কাঁচের গ্লাস ও অন্যান্য দ্রব্যাদি বিক্রয় হইয়া থাকে। বাজারটী বৰ্দ্ধমানের মহারাজের!

এই সময়ে একটি ১২।১৩ বৎসর বয়স্ক বালক থালার উপর কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দধিভাণ্ড লইয়া দেবগণের নিকট উপস্থিত হইল এবং কহিল, "বাবু! দৈ নেবেন ? পয়সা পয়সা ভাঁড়, উত্তম দৈ।" দেবগণ লইতে অসম্মত হইলে ছেলেটা এমনি ভাবে তাঁহাদের গাত্রে ঠেস্ দিয়া চলিয়া গেল যে, তাহার একটী দধিভাণ্ড দধি সহ পড়িয়া গেল। অমনি বালক কাঁদিয়া কহিল, "আপনারা আমার দৈ ফেলিয়া দিলেন, বাবা কত ব'ক্‌বে, মার্‌বে।"

পিতামহ তাহার ক্রন্দনে দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "বাবা কাঁদিস্ নে। একটা পয়সা দাম নে। নিয়ে তোর বাবাকে ব'ল্‌গে বেচে এসেছি।" বলিয়া, পয়সাটি দিবার উদ্যোগ করিলে বরুণ কহিলেন, "করেন কি ? এ বেটা জুয়াচোর, এ ঐরূপ করিয়া ভদ্রলোকের নিকট পয়সা আদায় করে।"

বালক। না বাবু! আমি জুয়াচোর নই, সত্য সত্যই ভাল দৈ।

"আচ্ছা তোর কেমন ভাল দৈ—পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌চি" বলিয়া নারায়ণ একটা ভাণ্ড উঠাইয়া লইয়া কহিলেন, "উপ! খেয়ে দেখ্‌তো।"

বালক। তা দেখুন বাবু, ভাল না হ'লে পয়সা দেবেন না।

"আচ্ছা দেখ্‌চি" বলিয়া উপ মুখে দিয়া কহিল, "ঠাকুরকাকা! চুণের জল।" দেবগণের দৃষ্টি এই সময় উপ'র দিকে ছিল। তাঁহারা "এই বুঝি তোর ভাল দৈ ?" বলিয়া চাহিয়া দেখেন, বালক অদৃশ্য হইয়াছে। তখন পিতামহ কহিলেন, "বরুণ! এ কি ? মর্ত্ত্যের দেখ্‌চি পেটের ছেলেটা পর্য্যন্ত প্রতারক। উঃ! ছেলেটা কি কান্নাই দোরস্ত ক'রেছে ? আমি তাই ভাব্‌ছি, হঠাৎ জল সহিত কান্না আন্‌লে কেমন ক'রে ?"

একস্থানে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন "দেবরাজ! আবুর্থনট কোম্পানীর দোকান দেখ। ইহারা বিলাত হইতে নানাপ্রকার বাণিজ্যদ্রব্য আমদানী করিয়া থাকেন। বাণিজ্যদ্রব্যের মধ্যে লৌহদ্রব্যই অধিক। ইহা ব্যতীত অনেক বড় বড় সাহেব ইঁহাদিগকে এজেণ্ট্ নিযুক্ত করিয়া বিশ্বাস-পূর্ব্বক ইঁহাদের হস্তে প্রচুর পরিমাণে অর্থ জমা রাখিয়া থাকেন। ইঁহারা

তাঁহাদিগের অভিমত দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া পাঠাইয়া দেন এবং ঐ টাকা অন্যান্য কারবারের দ্বারা বৃদ্ধি করিয়া দেন। ইহা ভিন্ন এই কোম্পানী চাউল, ধান, গম, পাট, কাষ্ঠ প্রভৃতি বিলাতে ও অন্যান্য স্থানে চালান দিয়া থাকেন। সময়ে সময়ে দুর্ভিক্ষ হইলে গবর্ণমেণ্ট ইঁহাদিগকে চাউল খরিদ করিবার এজেণ্ট্ নিযুক্ত করেন। গত মাদ্রাজ দুর্ভিক্ষের সময় ইঁহারাই গবর্ণমেণ্টে চাউল সরবরাহ করিয়া যথেষ্ট টাকা লাভ করিয়াছিলেন।

উপ। বরুণ কাকা। তুমি ব'ল্লে, ইঁহারা বিলাতে চাউল ও কাষ্ঠ চালান দেন। ভাল বরুণ কাকা! সাহেবেরা কি ভাত খায় আর ম'লে কি তাহাদিগকে পোড়ায়?

বরুণ। ওরে উপ! সাহেবেরা মাছের ঝোল ভাত খায়, এ কি তুই জানিস নে? দেবরাজ, ওদিকে দেখা যাইতেছে জার্ডিন্স্কিনার কোম্পানী নামক একটী বিলাতী সদাগরের আফিস। ইঁহারাও কলিকাতার মধ্যে প্রধান সদাগর। এই কোম্পানী বিলাতী দ্রব্যাদি আমদানি করিয়া এখানে বিক্রয় করিয়া থাকেন এবং এখান হইতে চাউল, তিসি, গম, তুলা, পাট প্রভৃতি বিলাতে চালান দেন। পূর্ব্বে ইঁহারা একটী ভাড়াটে বাড়ীতে বাস করিতেন, এক্ষণে ৩।৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৺বীরুমল্লিকের জমীতে এই সর্ত্তে বাটী প্রস্তুত করিয়াছেন যে, বিশ বৎসর বিনা ভাড়ায় বাস করিবেন, তৎপরে পাঁচ শত টাকা মাসিক ভাড়া দিবেন। এক্ষণে বাড়ীটি ভাড়া দিলে মাসিক তিন চারি হাজার টাকা আয় হইতে পারে। ঐ বাড়ীটি সর্ব্বসমেত তিন তালা। এখানেও অনেক বাঙ্গালী কাজ কর্ম্ম করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট যেমন পুরাতন কর্ম্মচারীকে পেন্সন দেন, ইঁহারাও সেইরূপ বিশ বৎসর কাজ করিলে পুরাতন ভৃত্যকে বৃত্তি দিয়া থাকেন এবং পূজার সময়ে ভৃত্যদিগকে এক মাসের বেতন অগ্রিম ও দুই মাসের বেতন পুরস্কার দেন।

ব্রহ্মা। ইঁহারা অতি ভদ্রলোক দেখিতেছি। আচ্ছা—উহার ওদিকের বাড়ীটি কি?

বরুণ। ফিন্‌লেমিওর কোম্পানী। চাঁপদানীর চটের কল উঁহাদেরই। ওদিকে দেখা যাইতেছে এণ্ড্রইউল কোম্পানী। উহারা অনেক দ্রব্যাদি বিলাত হইতে আমদানী করেন এবং এখান হইতে নানাপ্রকার দ্রব্যাদি বিলাতে চালান দেন। বাউড়ে-নামক স্থানের সূতার কল উঁহাদেরই।

এখান হইতে সকলে যাইতে যাইতে বরুণ কহিলেন, "দেবরাজ! সম্মুখে

দেখ টম্বাকু কোম্পানী। ইহারা গ্রীসদেশীয় সদাগর। ইহারা বিলাত হইতে দ্রব্যাদি আমদানি করিয়া এখানে বিক্রয় করে এবং এখান হইতে চাউল, পাট, গম, তুলা, প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করিয়া বিলাতে চালান দেয়।"

ব্রহ্মা। পাট চালান দেয় কেন ?

বরণ। সেই সমস্ত পাটে তুলা মিশ্রিত করিয়া সূতা প্রস্তুত হয় এবং সেই সূতার বিলাতী কাপড় এদেশে আসিয়া লোকের লজ্জা নিবারণ করে।

ইন্দ্র। প্রধান খাদ্যদ্রব্য চাউলটা এদেশ হইতে বেশীমাত্রায় চালান যায় শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। বোধ হয় এই কারণে মধ্যে মধ্যে দেশে বড় অন্নকষ্ট হইয়া থাকে।

বরুণ। এদেশে অন্নকষ্টটা প্রায় চিরদিন আছে, মহার্ঘ খেয়ে খেয়ে লোকের একপ্রকার সহ্য হইয়া গিয়াছে। এত সহ্য হইয়াছে যে, লোকে এক্ষণে আর অজন্মা ভাল বুঝিতে পারে না। তবে যে বৎসর বেশী মহার্ঘ হয়, চতুর্দ্দিকে হাহাকার পড়ে, সেই বৎসর অকাল জানিতে পারে। আহা! অদ্যাপি এদেশে যে প্রকার চাউল ধান জন্মে, যদি সমস্তই এদেশে থাকিতে পাইত, চৌদ্দ বৎসর উপর্য্যুপরি বারিবর্ষণ না হইলেও ভারতে অন্নকষ্ট হইত না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে অজন্মার বৎসরেও লোকে এক টাকার চাউল কিনিয়া ঘরে রাখিবার স্থান পাইত না; কিন্তু এক্ষণে সুজন্মার বৎসরে লোকে এক টাকার চাউল কিনিয়া কোঁচার খুঁটে বাঁধিয়া আনিতে পারে; এক্ষণে ক্রমান্বয়ে দুই বৎসর আকাল হইলে বোধ হয় বিলাত পর্য্যন্ত হাহাকার শব্দ উত্থিত হইবে। সাহেবেরা ভাত খাইতে শিখিয়া নিজেরাও মরেছেন, বাঙ্গালীদেরও মেরেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, লোকে আকালের প্রকৃত কারণ বুঝে না, কেবল বলে—দেবতাদিগের কেমন কুদৃষ্টি পড়িয়াছে, ভারতবাসীর আর কিছুতেই সুখ নাই।

নারা। দেবতাদিগের অপরাধ? তাঁহারা কি আসিয়া বাবুদের জন্য স্বহস্তে লাঙ্গল চষিবেন, কাপড় বুনিবেন ?

এখান হইতে তাঁহারা একটী বাজারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন—রাস্তার উভয় পার্শ্বে অসংখ্য দোকানশ্রেণী। কোন কোন দোকানে কাগজ কলম বিক্রয় হইতেছে, কোন কোন দোকানে বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তক সকল বিক্রয় হইতেছে; কোন কোন দোকানে কাচ ও গ্লাসের দ্রব্য, সাহেব ও বিবিদিগের পরিধেয় নানাপ্রকার সূতা রেশম ও পশমের বস্ত্রাদি বিক্রয় হইতেছে; কোন কোন দোকানে খেলনা দ্রব্য, কাষ্ঠের গড়ন, খাট, চেয়ার, বাক্স প্রভৃতি বিক্রয়

হইতেছে ; কোন দোকানে সাহেবদের খাদ্যদ্রব্য ও মদ এবং ছুরি, কাঁচী, বন্দুক ও লোহার দ্রব্যাদি বিক্রয় হইতেছে।

উপ। দোকানী বেটাদের জ্বালায় কোন দিকে চেয়ে দেখবার যো নাই। তাহ'লে "কি চাই কি চাই" শব্দে চীৎকার করে।

নারা। বাজারটীর নাম কি বরুণ ?

বরুণ। এই বাজারের নাম পুরাতন চীনে বাজার। এই বাজারই বড় বাজারের দক্ষিণ ও রাধাবাজারের উত্তর। এ বাজারটী প্রকৃত বাজার নহে ; কেবল রাস্তার উভয় পার্শ্বে দোকান শ্রেণী। বাজারটী একজনের সম্পত্তি নহে, ইহার অনেকগুলি অধিকারী আছে। তন্মধ্যে অধিকাংশেরই ৪।৫ হাত দীর্ঘে প্রস্থে এক একটী ঘর আছে। কিন্তু এখানকার এক একটি ঘরের এত উচ্চ ভাড়া যে, সেই ঘরের অধিকারীর ঐ উপসত্বে স্বন্দররূপে দিনপাত হইয়া থাকে। স্বতরাং দোকানীকেও বিক্রেয় দ্রব্যের উপর ঘরভাড়াটা চাপাইয়া তবে লাভ করিতে হয় ; নচেৎ খরচ পোষায় না। যদিও এ বাজারে দ্রব্যাদি মহার্ঘ দরে বিক্রয় হইয়া থাকে বটে ; তথাপি সাহেবদের দোকান অপেক্ষা অনেক সস্তা পাওয়া যায়, এজন্য বিস্তর খরিদ্দার এখানে আসিয়া থাকে। এখানে অনেক ধনী বাঙ্গালী, সাহেব বিবিদিগের সহিত সদ্ভাব হইবার আকাঙ্ক্ষায় দোকান করিয়া থাকেন।

এই সময়ে তীর্থের পাণ্ডার ন্যায় চতুর্দ্দিক্‌ হইতে দালালগণ আসিয়া দেবগণকে পরিবেষ্টন করিল এবং কহিল—"কম্ সার্ মাই আফিস, চিফ আর্টিকেল, লো রেট।" পিতামহ তাহাদিগকে দেখিয়া সশঙ্কভাবে কহিলেন, "বরুণ ! ইহারা আবার কে ?"

বরুণ। ইহারা চীনাবাজারের দালাল। দালালি ইংরাজিতে আমাদিগকে দ্রব্যাদি কিনিতে অনুরোধ করিতেছে।

উপ। বরুণ-কাকা ! মেলা কেতাবের দোকান, সম্মুখের ঐ দোকানটা হইতে আমাকে কতকগুলো বাঙ্গালা বৈ কিনে দেওনা।

বরুণ তৎশ্রবণে কতকগুলো পুস্তক খরিদ করিয়া দিয়া কহিলেন, "এই দোকানটী পদ্মচন্দ্র নাথের।"

নারায়ণ তৎশ্রবণে মুখে কাপড় দিয়া হাস্য করিতে করিতে কহিলেন "নাথের দোকানে পুস্তক খরিদ হইল—এখন প্রেয়সীর দোকানের কিছু কেন ; নইলে দুঃখিত হবেন। নামটী কি পদ্মচন্দ্র নাথ ?"

উপ। বরুণ-কাকা। এই বৈওয়ালারা সকলেই কি নাথ?

এই সময় একজন প্রাচীন মুসলমান, পিঠে একটী বোচকা—হাতে দুই তিনটী টুপী, দেবগণের নিকট আসিয়া কহিল "বাবু! টুপী নেবেন?"

দেবতারা এখান হইতে বাসাভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে দেখেন—একব্যক্তি জলের কলের নিকট দাঁড়াইয়া ঘন ঘন নাড়া দিতেছে। পিতামহ কহিলেন, "দাঁড়্য়ে কে যম! তুমি সেই পর্য্যন্ত কলিকাতায় আছ?" যম তৎশ্রবণে নিকটে আসিয়া প্রণাম পূর্ব্বক বিনীতভাবে কহিলেন, "আমি হুগলীতে নেবে হালিসহর, কাঁচড়াপাড়া, মদনপুর, চাক্‌দা পর্য্যন্ত গিয়েছিলাম। সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছি। কলিকাতার উপর আমার মায়াটা বেশী বসিয়া গিয়াছে, কিন্তু থাকিতে পারি না।"

নারা। তুমি কলের কাছে দাঁড়াইয়া কি করিতেছ?

যম। কল খারাপ করিবার চেষ্টায় আছি। মধ্যে মধ্যে খারাপও করিয়া থাকি; কিন্তু রাজপুরুষদিগের এমনি ক্ষমতা, কল খারাপ হ'তে না হ'তে মেরামত ক'রে ফেলেন।

ইন্দ্র। রাজপুরুষেরা তোমাকে বড় জব্দ ক'রেছেন?

যম। জব্দ আর কি ক'রেছেন!—বরং সেই রাগে আমি ইঁহাদের রাজ্য ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক একটা পল্লীগ্রাম প্রায় ফতে হ'য়ে গেল। তোমরা বাসা কোথায় ক'রেচ?

ইন্দ্র। বড় বাজারে,—চল না।

ব্রহ্মা। না, সেখানে গিয়ে কাজ নাই। পাশের বাসায় অনেকগুলি ছেলে আছে, তাদের উপর আবার চোক্ প'ড়্বে।

যম। ঠাকুরদা, আপনি কি মনে করেন—যার তার উপর আমার চোক পড়ে? আমারও অরুচি হয়, এমন লোক অনেক আছে। উপ! সে ছেলেগুলো কেমন রে?

নারা। উপ'রই মত বকাটে।

যম। তা হ'ক্—বলি, তাদের মা বাপের আর আছে কি না?

ব্রহ্মা। কেন?

যম। ২,৩টী ছেলে যার, তার তাতে হাত দিইনে, একানে পেলেই নিই।

ব্রহ্মা। তুমি চ'লে যাও, উঃ! কি পাষণ্ড! কি মহাপাপী! তোমার মুখ দেখ্‌লে পাপ হয়।

যম। ঠাকুরদা! আমার প্রতি অমন চোটে উঠ্‌লেন কেন?

ব্রহ্মা। যাও যাও, তোমার সহিত আর কথা কহিতে ইচ্ছা করি না; একানে পেলেই নেন, উঃ! কি পাপী!

যম। আপনি রাগ ক'র্‌চেন কেন? ভেবে দেখুন, অসম্পূর্ণ দ্রব্য থাকিতে সহজে কেহ সম্পূর্ণ দ্রব্যে হাত দেয় না। আপনিই বলুন দেখি, আপনার গৃহে যদি একটী পূর্ণ কলস এবং একটী অর্দ্ধ কলস ঘৃত থাকে এবং ঠানদিদির কিছু ঘৃতের আবশ্যক হয়, তিনি কোন্ কলসের ঘৃত আগে লন।

ব্রহ্মা। যেটাতে অর্দ্ধেক থাকে।

যম। পূর্ণ কলস হইতে ঘৃত লন না কেন?

ব্রহ্মা। অর্দ্ধ কলস থাকিতে কে কোথায় পূর্ণ কলসে হাত দেয়?

যম। তবে ঠাকুরদা! আমার অপরাধ কি? আমি খুচরা থাকিতে একটা পূর্ণ কলসে কেন হাত দেব?

ব্রহ্মা। যমের দেখ্‌চি ধর্ম্মে বেশ জ্ঞান আছে। যা হউক ভাই—ধর্ম্ম ভেবে কাজ ক'রিস্। লোকে যেন "ওরে বিধি তোর মনে এই ছিল" বলিয়া কপাল না চাপড়ায় বা আমাকে গা'ল না দেয়।

যম। এক্ষণে আমি বিদায় হই। আমাকে একবার সন্ধ্যার সময় আলিপুরের জেল দেখে আস্‌তে হবে।

ইন্দ্র। দিনে বুঝি সাহস হয় না?

যম। ভাই! যে খাবার বন্দোবস্ত, দেখ্‌লে মূর্চ্ছা হয়। সেই জন্য অন্ধকারে যাব ভাব্‌চি।

যম চলিয়া যাইলে দেবগণও বাসাভিমুখে চলিলেন। তাঁহারা যাইতে যাইতে দেখেন—বাসার অতি সন্নিকটে একটী বারোয়ারী-তলায় কথকতা হইতেছে। কথকের বক্তৃতায় শ্রোতৃবর্গ কখন হাসিতেছেন, কখন কাঁদিতেছেন। দেবতারা দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ কথকতা শুনিলেন। পিতামহ কথকতা শুনিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন "বরুণ! এই কথকটী কে?"

বরুণ। ইনি সুবিখ্যাত কথক ৺ধরণীধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের একজন শিক্ষিত ছাত্র।

ব্রহ্মা। ধরণীধর তর্কচূড়ামণির বিষয় আমাকে সংক্ষেপে বল।

বরুণ। ইঁহার নিবাস জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত খাটুরা গোবর-

ডাঙ্গায়। ইনি রামধন তর্কবাগীশের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং শ্রীশ বিদ্যারত্নের খুল্লতাতের পুত্র। ইনি আনুমানিক ৬৬।৬৭ বৎসর বয়সে ১৭৯৬ শকে জ্বরবিকারে প্রাণ ত্যাগ করেন। ইঁহার সংস্কৃত বিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শিতা ছিল। চূড়ামণি শ্যামবর্ণের বড় সুন্দর পুরুষ ছিলেন। দেহ স্থূল ছিল, ঠিক মহাদেবের মত। কথিত আছে, যৌবনে চরিত্র বড় ভাল ছিল না। ইনি জ্যেষ্ঠতাত রামধন তর্কবাগীশের নিকট কথকতা শিক্ষা করেন ও অদ্বিতীয় কথক হইয়া উঠেন। কথকতা দ্বারা ইনি বেশ সঙ্গতি করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার এক পুত্র ও একটী কন্যা আছে। ইনি দুই তিন জনকে কথকতা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তাহারাও এক্ষণে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে কথকতা করিয়া বেশ পশার করিয়াছেন। সেই শিক্ষিত ছাত্রদিগের মধ্যে এই কথক একজন।

এই সময় "বরফ বরফ" শব্দে রাস্তায় হাঁকিতে হাঁকিতে একজন লোক যাইল। এখান হইতে সকলে বাসায় যাইয়া হস্তপদ প্রক্ষালন করিলেন। দেবরাজ ও নারায়ণ তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা আহ্নিক সারিয়া চুল কাল হইবার ঔষধের শিশি খুলিয়া মস্তকে দিতে বসিলেন। ঔষধ দেবার ১০।১৫ মিনিট পরে তাঁহাদের শিরঃপীড়া আরম্ভ হইল। তখন তাঁহারা "বাপ্‌রে প্রাণ গেল!" বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিলেন। পিতামহ ও বরুণ অপর গৃহে ছিলেন, তাঁহাদের কাতরোক্তিতে "কি! কি!" শব্দে ছুটিয়া আসিলে নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ। চুল কালর কি ছাই ঔষধ কিনে দিলে—প্রাণ যায়, রক্ষা কর। উঃ। বাবা, রগ দুটো যেন ছিঁড়ে প'ড়চে।"

বরুণ। ভয় কি? ও ঔষধে প্রথমে ঐরূপ হয়; একটু কষ্ট সহ্য ক'রে থাক, এখনি জ্বালা যন্ত্রণা নিবৃত্তি হবে?

ইন্দ্র। না না, প্রাণ যায়, উপ শীঘ্র ক'রে একঘটী জল আন্, মাথাটা ধুয়ে ফেলি। বাপ! কি যন্ত্রণা; তবু যমকে ডেকে আনিনি।

ব্রহ্মা। ভাই, দুঃখ বিনা সুখ হয় না, একটু কষ্ট সহ্য ক'রে থাক তা হ'লে কাল চুলে স্বর্গে যেতে পারবে।

তাঁহারা পিতামহের ব্যঙ্গোক্তিতে বিনা-বাক্যব্যয়ে শয়ন করিয়া রহিলেন। পিতামহ কহিলেন "উপ, কি কতকগুলো কেতাব কিনে এনেছিস, একখানা পড়্ দেখি?" উপ তৎশ্রবণে নীলদর্পণ নাটক পড়িতে আরম্ভ করিল। পিতামহ নাটক শুনেন আর শিউরে শিউরে উঠিয়া বরুণকে কহেন "সত্য সত্য

নাকি? উঃ সাহেবদের মধ্যেও কি এমন চণ্ডাল আছে? কেতাবখানা বড্ডো লিখ্চে! এ লোকটা কে-বরুণ?"

বরুণ। ইঁহার নাম দীনবন্ধু মিত্র। ইনি কৃষ্ণনগরের অন্তঃপাতী চোবেড়ে নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺কালাচাঁদ মিত্র। প্রথমে ইনি হুগলী কলেজে ও তৎপরে হিন্দু কলেজে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করার পর ইনি কিছুদিন হিন্দু কলেজের শিক্ষকতার কার্য্য করেন ও তৎপরে পোষ্ট আফিস সংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত হন। ইনি নীলদর্পণ, লীলাবতী, সধববার একাদশী, বিয়েপাগলা বুড়ো, নবীন তপস্বিনী, সুরধুনী কাব্য, দ্বাদশ কবিতাবলী, জামাইবারিক ও কমলে কামিনী প্রভৃতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ইঁহার বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মা। আহা! ভাল লোকগুলিকেই যম আগে লয়।

এই সময়ে দেবরাজ ও নারায়ণের শিরঃপীড়া কমিয়া যাওয়ায় উঠিয়া বসিলেন। পিতামহ উপকে পুস্তক পাঠ বন্ধ রাখিতে বলিয়া জলযোগের উদ্‌যোগ করিতে আদেশ দিলেন। জলযোগ সমাপ্ত হইলে তাঁহাদের কর্ণে যেন স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনি প্রবেশ করিল। তখন সকলে ছুটিয়া ছাদে আসিয়া দেখেন—তাঁহাদের বাসার পশ্চাদ্ভাগের একটী গলি হইতে একখানি ঘোড়ার গাড়ী বাহিরে আসিতেছে। গাড়ী-খানির দ্বার বন্ধ। ভিতরে একটী স্ত্রীলোক কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতেছে—দাদা! আমাকে চোরের মত ধ'রে কোথায় নিয়ে যাচ্চ? আমার বড় ভয় ক'রুচে, তোমার পায় পড়ি নিয়ে যেও না।

"চুপ কর্, এ বড়বাজার, এখনও অনেক লোক জেগে আছে। গোল ক'র্‌বি কি, কেটে ফেল্‌বো। আমি তোকে বাগানে নিয়ে যাচ্চি।"

"দাদা! বল কি? কৈ কেউ ত কখন বোন্‌কে বাগানে নিয়ে যায় না।"

"দরকার হ'লে সকলেই নিয়ে যায়। তোর পেটের ওটাকে নষ্ট ক'র্‌তে হবে। নচেৎ ছেলে হ'লে কি মুখ দেখাতে পার্‌বি?"

গাড়ীখানি চলিয়া যাইলে পিতামহ কহিলেন, "বরুণ! আমি ত কিছু বুঝিতে পারিলাম না।"

বরুণ। কোন বাবুর বিধবা ভগ্নীর গর্ভ হইয়াছে, সেই জন্য বাগানে ভ্রূণহত্যা করিতে লইয়া যাইতেছেন।

পিতামহ বিনা-বাক্যব্যয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "উপ, সে

ময়লা কাপড়গুলো কোথায় বাবা ?" বরুণ তৎশ্রবণে কহিলেন "কেন ঠাকুরদা ?"

ব্রহ্মা। পালাই। এখানে আর কি থাকিতে আছে! এ সব শুন্‌লে পাপ, দেখ্‌লেও পাপ।

বরুণ। চক্ষের উপর দেখ্‌লে পাপ কি ? আপনি কিংবা আমি কিছু স্বহস্তে ঐরূপ করাচ্ছিনে। যে যে প্রকার কাজ করিতেছে, সে তদ্রূপ ফলভোগ করিবে। সকলেই পূর্ব্বজন্মের পাপ পুণ্যের ফলাফল ভোগ করিয়া থাকে ; নচেৎ এ জগতের এ প্রকার গতি কেন ? কেহ রাজা, কেহ পথের ভিখারী ; কেহ পুত্র লাভ করিয়া আনন্দিত, কেহ পুত্র হারাইয়া নিরানন্দ ; কেহ মুষ্টিভিক্ষার জন্য লালায়িত, কেহ শত শত লোকের আহারীয় দ্রব্য পশু পক্ষীকে খাওয়াইতেছে। দেখুন, এই রজনীতেই কত লোকের কত সর্ব্বনাশ হইতেছে, কত লোকের আজি সুখের নিশা উপস্থিত হইয়াছে। কোন দম্পতী সুখে হাস্য পরিহাস করিতেছে, কোন দম্পতী জন্মের মত পরস্পরের নিকট হইতে চিরবিদায় লইতেছে। কেহ সুস্থিরচিত্তে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছে, কেহ মৃতপুত্র ক্রোড়ে পাগলিনীপ্রায় বসিয়া নিশা যাপন করিতেছে। আমি কে ? বিধাতা কে ? সকলই মনুষ্যের হাত। মনুষ্য সৎপথে থাকিয়া সৎকার্য্য করিলে সুখভোগ এবং অসৎপথে থাকিয়া অধর্ম্মাচরণ করিলেই দুঃখ পায়। দেখুন, একজনের একমাত্র পুত্র, অন্ধের যষ্টি, হৃদয়ের ধন, চক্ষের মাণিক,—কাল হরণ করিল। সকলেই দুঃখিনীর দুঃখ ও সকরুণ বিলাপবাক্য শ্রবণে কহিল, "আহা ঈশ্বর, —তোমার কি বিড়ম্বনা !" কিন্তু তাহারা ভাবিল না যে, ঈশ্বরের এ বিষয়ে কোন দোষ নাই ; ঐ দুঃখিনী নিজকর্ম্মের ফলাফল ভোগ করিল। নচেৎ কালের এমন কি সাধ্য যে, বিনা অপরাধে অকালে তাহার পুত্রকে স্পর্শ করে ? এই জগতে প্রতিনিয়ত কত অধর্ম্মাচরণ ঘটিতেছে। কত লোকে কত লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছে ; সকল সমাচারই কি আমাদের কানে আসে ? না, তৎসমুদায়ের বিচার করিবার সময় থাকে ? অতএব এই স্থানেই লোকে নিজ কর্ম্মানুযায়ী ফলাফল ভোগ করে—স্বর্গ ও নরক এই স্থানেই আছে। মেথর জাতি সেই নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিরা স্বর্গসুখ প্রাপ্ত হইতেছে। আপনার পলাইবার আবশ্যক কি ? আসুন, আমরা মনুষ্য-চরিত্র ভাল করিয়া পরীক্ষা করি। তাহা হইলে পরে স্বর্গে ইহাদের কার্য্যের উচিত বিচার করিতে সমর্থ হইব।

পিতামহকে বুঝাইতে অনেক রজনী হইল, তখন দেবগণ নিদ্রাভিভূত হইলেন। প্রাতে যেমন তোপ পড়িয়াছে, পিতামহ "উপ! ওঠ, গঙ্গাস্নানে যাই" বলিয়া, চাহিয়া দেখেন—দেবরাজ ও নারায়ণ তৎপূর্ব্বে উঠিয়া, আয়না ধরিয়া মুখ দেখিতেছেন এবং পরস্পরে কহিতেছেন, "ভাই, চুলগুলি ত বেশ কাল হ'য়েছে—এখন থাক্‌লে বাঁচি!"

পিতামহ কহিলেন, "আর কি! দুঃখ ঘুচিল—এক্ষণে চল গঙ্গাস্নানে যাই।" নারায়ণ কহিলেন, "জলে ধুয়ে যাবে না ত?"

ব্রহ্মা। জলে ধুয়ে যাবে ব'লে কি স্নান পরিত্যাগ ক'র্‌বি? চল্ গঙ্গাস্নানে যাই।

পদ্মযোনি সকলকে সঙ্গে করিয়া গঙ্গাস্নানে চলিলেন এবং বীরু মল্লিকের ঘাটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি "গঙ্গে গঙ্গে" শব্দে চীৎকার করিয়া কহিলেন "কেমন আছ মা?"

গঙ্গা। সেই একই অবস্থা। বাবা! আর যে দিন যায় না!

ব্রহ্মা। যাবে বৈকি, চিরদিন কি কাহারও সমান যায় মা? দেখ বরুণ, আমরা যেমন মর্ত্ত্যে আসিয়া লোকের পাপকর্ম্ম দেখিয়া পাপে নিমগ্ন হইতেছি, তেমনি গঙ্গাস্নানরূপ তাহার অমোঘ ঔষধও রহিয়াছে। বরুণ, তুমি বোধ হয় গঙ্গার মাহাত্ম্য জান না?—এই গঙ্গাতীরে যে ধর্ম্মকর্ম্ম করে, তাহার অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হয়। যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত এই জল গ্রহণ না করে, তাহার কোটী কোটী পুণ্যরাশি নষ্ট হইয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছে, তাহাকে নিষেধ করিলে শত জন্ম ঘোর নরকে বাস করিতে হয়।

গঙ্গা। দেখ বাবা, আজ কাল অনেকে স্নান করিতে আসিয়া জলে নামিবার উদ্‌যোগ করিতেছে, এমন সময়ে আর কতকগুলো লোক ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে নিষেধ করিয়া বলে, "ওরে নামিসনে! বড় হাঙ্গরের ভয়, চল্ আমরা হেদোয় গিয়ে স্নান করি।"

ব্রহ্মা। আহা মা! সকলে কি তোমার মাহাত্ম্য জানে? দেখ বরুণ, এই জলে কেহ মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ করিলে শতকোটী কল্পেও তাহার পাপের মুক্তি নাই। যে এই জলে শ্লেষ্মা নিক্ষেপ করে, তাহাকে ঘোর নরকে বাস করিতে হয়। এই জলে কেহ কোন উচ্ছিষ্ট বা মল পরিত্যাগ করিলে সে ব্রহ্মহত্যা-পাপের ভাগী হয়। অপরাপর তীর্থস্থানে পাপ করিলে সে পাপের মুক্তি আছে, কিন্তু গঙ্গাতীরে পাপ করিলে সে পাপের মুক্তি নাই। যে দেশে

গঙ্গা নাই, সে দেশ দেশই নহে, শৈলও নহে এবং বনও নহে ; এজন্য শত সহস্র অসুবিধা সত্বেও পণ্ডিতগণ গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিয়া অপর স্থানে যাইতে স্বীকৃত হন না। ভিক্ষান্নে উদারপূর্ত্তি করিয়া গঙ্গাতীরে বাস করা ভাল, তথাপি রাজ্যপদবাঞ্ছা করা উচিত নহে। জাহ্নবীতীরে প্রাণত্যাগ হইলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে উদ্ধার হওয়া যায়, কিন্তু অন্যত্র শত অশ্বমেধ যজ্ঞেও সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে "গঙ্গা গঙ্গা" বলিয়া প্রাণত্যাগ করে, সে অযুত বৎসর স্বর্গে বাস করিতে পায়। যে ব্যক্তির অস্থি যত কাল গঙ্গাগর্ভে থাকে, সে তত কোটী কল্প মহেন্দ্রভবনে বাস করে ; এবং যাহার অস্থি, ভস্ম, নখ ও কেশ গঙ্গাজলে নিমগ্ন হয়, সে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দেখ বরুণ,—মার আমার কত মাহাত্ম্য !

বরুণ। আপনি ভাগীরথীর যে সমস্ত মাহাত্ম্যের ব্যাখ্যা করিলেন, দুঃখের বিষয়, লোকে তাহা না মানিয়া পদে পদে বিপরীত ব্যবহার করিয়া থাকে ! ইহার তীরই মলত্যাগের এবং ইহার গর্ভই এঠো হাঁড়ি ফেলিবার প্রধান স্থান হইয়াছে। ইহার তীরেই এক্ষণে যত পাপকার্য্য হইয়া থাকে। কারণ, জলদস্যুদিগের গঙ্গা প্রধান আড্ডা ও প্রধান সহায়। এই জলে কত লোক কত লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছে, কত ব্রহ্মহত্যা ও গো-হত্যা ঘটিতেছে। আপনি ব'ল্লেন, "যে দেশে গঙ্গা নাই, সে দেশ দেশই নয়, শৈলও নয় এবং বন নয়।" কিন্তু আজি কালি লোকের ধারণা হইয়াছে "যে দেশে রেলওয়ে নাই, সে দেশ দেশই নয়।" অনেকে চাকরীর উপরোধে গঙ্গাগর্ভ ছাড়িয়া, যে দেশে রেলওয়ে আছে, তথায় আসিয়া বাস করিতেছেন।

গঙ্গা। বাবা ! আমার এত মাহাত্ম্য, আমার প্রতি লোকের যত শ্রদ্ধা ভক্তি শুন্‌লে ত ?

ব্রহ্মা। মা ! লোকের যদি শ্রদ্ধা ও ভক্তি থাকিবে, তুমিই বা মর্ত্ত্য হইতে যাইবে কেন ? আমিই বা তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ করিব কেন ? যখন লোকের শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল, তখন ত তুমি ভগীরথের স্তবে তুষ্ট হইয়াই আসিয়াছিলে ; এখন শ্রদ্ধা ভক্তি গিয়াছে, তুমিও দুই চারি বৎসর থাকিয়া স্বর্গে চল। আমরা এক্ষণে বিদায় হই।

গঙ্গা। কি ক'রে থাক্‌তে বলি ? অধিকক্ষণ জলে থাক্‌লে পাছে সর্দ্দি কাসি হয়।

তীরে উঠিয়া পিতামহ কহিলেন, "বা! ঘাটটি ত বড় সুন্দর। এ ঘাটটি কাহার বরুণ?"

বরুণ। কলিকাতার বাঁকু মল্লিক নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তির। তিনি প্রচুর অর্থব্যয়ে এই ঘাট সুন্দররূপে বাঁধাইয়া দিয়াছেন।

এই সময়ে উপ চীৎকার করিয়া কহিল "বা!—আমার রেপার নিয়ে গেল কে? বাহবা! আমার রেপার নিয়ে গেল কে?"

বরুণ। বেশ হ'য়েছে তোকে আমি দশ দিন ব'লেছি, ঘাটে বড় জুয়াচোরের ভয়, উড়েদের কাছে রাখিস্।

উপ। ও বেটারা যে পয়সা লয়।

ব্রহ্মা। যা হ'য়েচে হ'য়েচে; এখন বাসায় আয়।

উপ। আপনারা যান, আমি রেপার আদায় ক'রে বাসায় যাব।

নারা। তুই আয়, তারা বাসায় গিয়ে দিয়ে আস্‌বে।

উপ। আপনারা যান, আমি আদায় ক'র্‌তে পারি কি না দেখি।

দেবগণ কত ডাকিলেন, কিন্তু উপ কিছুতেই বাসায় আসিল না, অগত্যা তাঁহারা বাসাভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে দেবগণ দেখেন—এক স্থানে বসিয়া কতকগুলি লোক গল্প করিতেছে। একজন কহিতেছে "ইংরাজের রাজ্য করা—প্রজার অন্নমারা। দেখ, আমি জাতিতে ভিস্তি, পূর্ব্বে আমরা ৩৬ জনে এক একটা রাস্তায় জল দিতাম; এক্ষণে সেই কাজ দুজনকে দিয়ে করাচ্চে, কি এক একটা কল ক'রে দিয়েছে; দুজন লোকে ফর্‌ ফর্‌ শব্দ ক'রে পাঁচ মিনিটে এক একটা রাস্তাকে কাদা ক'রে দিচ্ছে। ঐ কল হয়ে পর্য্যন্ত আমি বেকার ব'সে আছি।" অপর কহিল "আমার দুঃখও কম নয়, আমি জাতিতে মেথর, পূর্ব্বে মাথা গণে চারি পয়সা নিয়ে প্রত্যেক বাড়ীর ময়লা সাফ ক'র্‌তাম, ইহাতে ৩০।৩১ টাকা উপার্জ্জন হইত; এক্ষণে ইংরাজেরা প্রত্যেক বাড়ীর চারি পাঁচ আনা টেক্স ক'রেছেন ও আমাদের ৫।৬ টাকা মাইনে ক'রে রেখেছেন।" অপর কতকগুলো লোক কহিল "আমাদের দফা ইংরাজেরা একবারে সেরেছে। আমরা উৎকল হইতে আসিয়া কলিকাতায় জলের ভারীর কাজ ক'র্‌তাম। আমাদের গুমর কত ছিল, কেহ ডাক্‌লে কথা কইতাম না; চারি পয়সা ছয় পয়সা নিয়ে তবে গঙ্গা থেকে জল এনে দিতাম। এখন এম্‌নি কল ক'রে দিয়েছে, দোতালায় ব'সে কল নেড়ে জল পাচ্ছে।"

নিকটে একজন কোচম্যান গাড়ীর উপর বসিয়া খরিদ্দারের প্রত্যাশা

করিতেছিল, সে কহিল "আমার কষ্ট দেখ না, পূর্ব্বে এমন ক'রে কি ব'সে থাক্‌তাম? এখন অন্ন মেলা ভার হয়েছে। লক্ষ লক্ষ লোক ট্রাম গাড়ীতে বয়ে নিয়ে যাচ্চে। আর আমাদের রাস্তার মধ্যে দেখ্‌লে ঘন্টার শব্দে তাড়া দিয়ে স'রে যেতে বলে।" অপর কহিল "আমরা তাঁতি, আগে তাঁত বুনে বেশ দশ টাকা পেতাম, কাপড়ের কল হয়ে পর্য্যন্ত আমাদের দফা রফা হ'য়েছে।" নিকটে একজন দাঁড়াইয়াছিল; সে কহিল "আমি পারের মাঝি। ইংরাজেরা ষ্টিমার ও রেলগাড়ী করায় আমার দুঃখ দেখ না, পথে এসে লোক ডাক্‌ছি, তবু কেহ আসছে না।"

এই সময় কতকগুলো বেশ্যা টীয়া পাখী হাতে গঙ্গাস্নানে যাইতেছিল দেখিয়া, মাঝি কহিল, "সুখী এরা; কোম্পানী বাহাদুর কলে কতকগুলো মাগী বানাতে পারেন, তাহ'লে এরা জব্দ হয়।" বেশ্যারা তৎশ্রবণে "তুমি নৌকো ডুবি হয়ে মর—" বলিয়া বাপান্ত করিতে করিতে চলিয়া গেল।

এদিকে উপ ঘাটে ছুটাছুটি করিয়া যে স্নান করিতে আসে, তাহার নিকটে যাইয়া চীৎকার করিয়া কহে "ওগো তোমরা সাবধান হ'য়ে স্নান ক'রো, ঘাটে জুয়াচোরের উপদ্রব হয়েছে।" উপ এইরূপ করিয়া জুয়াচোরদিগের বিস্তর ক্ষতি করিল; কারণ, সকলেই সতর্ক হইয়া স্নান করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা উপকে দ্রব্যাদি রক্ষা করিতে দিয়া জলে নামিল। জুয়াচোরের দল দেখিল, ছেলেটা বিস্তর ক্ষতি করিতেছে, তখন গোপনে ডাকাইয়া কহিল, "তোমার কি হারাইয়াছে বল? আদায় করিয়া দিতেছি।" উপ তৎশ্রবণে রেপার হারাইয়াছে বলায় তাহারা সঙ্গে করিয়া এক স্থানে লইয়া যাইল এবং অপহৃত দ্রব্যের মধ্য হইতে তাহার রেপারখানি বাহির করিয়া দিল। উপ তখন রেপার গাত্রে দিয়া হাসিতে হাসিতে বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল। দেবগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, "উপ! তুই কি ক'রে রেপার পেলি?" তখন উপ যে উপায়ে রেপার আদায় করিয়াছে, সবিশেষ ভাঙ্গিয়া বলিলে তাঁহারা তাহাকে বাহবা দিতে লাগিলেন।

আহারাদি করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর দেবগণ নগরভ্রমণে বাহির হইলেন। এই সময় তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ হাঁকিতে হাঁকিতে যাইল—"ছুরি চাই, কাঁচি চাই" ইত্যাদি। তাঁহারা নগরের রাস্তা ঘাট দেখিতে দেখিতে একটী পুস্তকালয়ের নিকট উপস্থিত হইলে নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ! এ দোকানটী কি?"

বরুণ। ইহার নাম থ্যাকার্ স্পিঙ্ক্ কোম্পানীর পুস্তকের দোকান। ইহাদের একটী ছাপাখানাও আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় পাঠ্যপুস্তক ইহারাই মুদ্রিত করিয়া থাকেন। ইংরাজদিগের যত পুস্তকের দোকান আছে, তন্মধ্যে এই দোকানটিই প্রধান।

ইন্দ্র। এ বাড়ীটি দেখিতে বড় সুন্দর!

বরুণ। হাঁা—এই বাড়ীটি সর্ব্বসমেত তিনতালা। প্রথম ও দ্বিতীয় তালায় পুস্তকের দোকান এবং তৃতীয় তালায় সাহেবেরা বাস করিয়া থাকেন।

দেবগণ ভিতরে যাইয়া দেখেন—কেবল চক্‌চকে বৈ।

এখান হইতে যাইয়া বরুণ কহিলেন, "পিতামহ। সলোমন কোম্পানীর দোকান দেখুন। ইহারা চশমা বিক্রয় করিয়া থাকেন। চক্ষু খারাপ হইলে লোকের যে প্রকার আবশ্যক, ইহাদিগের নিকটে পত্রসহ মূল্য পাঠাইলে পাঠাইয়া দেন। সোনার ডাণ্ডিওয়ালা চশমাগুলি এখানে ১৬ টাকা হইতে ৭৪ টাকা, রূপারগুলি ৮ হইতে ১৬ টাকা, এবং সামান্য ষ্টিলেরগুলি ৮ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। সমস্ত চশমাই প্রায় প্রস্তরনির্ম্মিত; কাচের নহে। এখানে নীল, সবুজ, সাদা, সকল রঙের চশমাই পাওয়া যায়।

ব্রহ্মা। বরুণ! আমাকে আমার চক্ষের উপযুক্ত একজোড়া চশমা খরিদ করিয়া দেও।

বরুণ তৎশ্রবণে দেবগণকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং পিতামহকে ১৬ টাকা মূল্যের রৌপ্যের ডাণ্ডিওলা চশমা খরিদ করিয়া দিলেন। তিনি চশমা লইয়া চক্ষের সহিত মিলাইয়া কহিলেন, "আঃ! প্রাচীন বয়সে আবার চক্ষু পেলাম।" নারায়ণ ও দেবরাজ এক এক জোড়া সবুজ রঙ্গের ৬৪ টাকা মূল্যের চশমা কিনিয়া লইলেন।

চশমা চক্ষে দিয়া সকলে বাহিরে আসিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিতে চাহিতে চলিলেন এবং একটী বৃহদাকার বাড়ী দেখিয়া কহিলেন, "বরুণ! এ বাড়ীটি কি?

বরুণ। লাটসাহেবের আস্তাবল।

ইন্দ্র। য়্যাঁ! আস্তাবল? আস্তাবলটী ত বড় সুন্দর ও নয়নপ্রীতিকর! এখানে কি শুদ্ধ লাটসাহেবের গাড়ী ঘোড়া থাকে?

বরুণ। এখানে লাটসাহেবের গাড়ী, ঘোড়া, খানসামা, কোচম্যান ও আরদালীরা বাস করে, এবং তোষাখানার উপরে ছোট দেওয়ানের বাসগৃহ।

নিম্নতালায় আরদালীরা বাস করে। লাটসাহেবের খানা এই স্থানেই প্রস্তুত হয় এবং ঐ দেওয়ানের জেম্মায় থাকে ; ঘোড়ার খোরাকও ইহার জেম্মায়। দেওয়ান ইচ্ছা করিলে এমন সব দ্রব্য খাইতে পান, যাহা কোন বাঙ্গালী কখন চক্ষে দেখিয়াছেন কি না সন্দেহ।

দেওয়ান এই সময় নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন, কিন্তু দেবগণ তাঁহাকে চিনিতেন না। তিনি দেবগণের কথোপকথন শুনিয়া হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, "মহাশয়দিগের নিবাস ?"

বরুণ। হরিদ্বারের অনতিদূরে।

দেওয়ান। এখানে কি অভিপ্রায়ে আসা হইয়াছে ?

বরুণ। কলিকাতা দেখিতে।

দেওয়ান। আপনারা যাহার কথা বলিতেছেন, আমি ছোট দেওয়ান। আমি হিন্দুসন্তান, এজন্য যে খাদ্যদ্রব্যের কথা কহিলেন ও সমস্ত আমাদের শাস্ত্রে আহার করা নিষেধ। আপনারা কি গবর্ণমেণ্ট ভবন দেখিতে ইচ্ছা করেন ?

বরুণ। আমাদের দেখিবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু কি প্রকারে দেখি ?

"আমার সঙ্গে আসুন" বলিয়া দেওয়ান দেবগণকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন।

দেবগণ ছোট দেওয়ানের সহিত গবর্ণমেণ্ট্ প্যালেস দেখিতে চলিলেন। তাঁহারা প্রথম-দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখেন, সঙ্গীন ঘাড়ে করিয়া সিপাহিগণ পাহারা দিতেছে। পিতামহ তদ্দৃষ্টে অত্যন্ত ভীত হইয়া বরুণকে কহিলেন, "বরুণ ! পলাই চল—রাজভবন দেখিবার আবশ্যক নাই।"

বরুণ। কোন ভয় নাই, আপনি ভিতরে আসুন। এই রাজপ্রাসাদের চারিটী ফটক আছে, প্রত্যেক ফটকেই এইরূপ পাহারা দিতেছে।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া পিতামহ যে দিকে চাহেন, দেখেন, দলে দলে পুলিস কনেষ্টবলগণ ফিরিতেছে। তিনি তদ্দৃষ্টে কহিলেন, "বরুণ ! এখান হইতে পলায়ন বিধেয় ; কারণ, জানি কি—যদি অপমানিত হই।"

বরুণ। আপনার কোন ভয় নাই, যখন ছোট দেওয়ান সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন, তখন ভয় কি ?

ইন্দ্র। বরুণ ! এই যে প্রথম তালা ফ্লোরের উপর রহিয়াছে, ঐ ফ্লোরগুলি কি সুন্দর ! ফ্লোরের সুন্দর সুন্দর দরজা ও জানালা বসাইয়া দেওয়ায় আরো সুন্দর দেখাইতেছে। এই স্থানে কি হয় বরুণ ?

বরুণ। এই স্থানে সেক্রেটারী আফিস, এডিকংদিগের আফিস এবং ছোট দেওয়ানের আফিস আছে।

দেবগণ এক একটী করিয়া আফিস দেখিয়া ঘরগুলি দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখেন—ঘরগুলি নানাবিধ আসবাবে পরিপূর্ণ। এখান হইতে সকলে উপর তালা দেখিতে চলিলেন। সিঁড়ির নিকট যাইয়া সকলে উপরে উঠিবেন কি সারি সারি সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি টাঙ্গান রহিয়াছে, তাহাই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিতে লাগিলেন। বরুণ কহিলেন, "এই সকল প্রতিমূর্ত্তি ভারতের যাবতীয় স্বাধীন রাজার।"

ব্রহ্মা। য়্যাঁ! এগুলি প্রতিমূর্ত্তি! আমার ত প্রকৃত মূর্ত্তি বলিয়া বিস্ময় জন্মিয়াছিল। আহা! কি আঁকাই এঁকেছে। চোক, কান, হাত, পা, কিছুরই কোন ত্রুটী হয় নাই। আবার সাজপোষাকগুলিও কি তেমন আঁকিয়াছে। যেখানকার যে হীরেখানি—যেখানকার যে মুক্তারমালা ছড়াটী—তাহা পর্য্যন্ত অবিকল বসাইয়া দিয়াছে। আবার প্রতিমূর্ত্তি রাখিবার স্থানটিই বা কি মনোহর! আহা! উপযুক্ত স্থানেই স্থাপিত হইয়াছে।

দেবগণ উপরে উঠিয়া দেখেন, গৃহগুলি অতি সুন্দররূপে সুসজ্জিত করা। মেজেগুলিতে যে সমস্ত কার্পেট পাতা রহিয়াছে, তাহাতে গিল্টি এবং এমন কারুকার্য্য করা যে, দেবগণ যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া স্বর্গীয় শিল্পীদিগের নিন্দা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রাচীরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আর নয়ন ফিরাইতে পারেন না। যদিচ তাহাতে নীলকান্ত, অয়স্কান্ত মণিমুক্তাদি নাই; কিন্তু গিল্টির দ্বারা এমনি রং ফলাইয়া দিয়াছে যে, তাহার কাছে মণিমুক্তা তুচ্ছ বোধ হয়। গৃহের কার্ণিশগুলি দেখিয়া দেবগণের প্রথমে স্বর্ণ বলিয়া ভ্রম জন্মে; কিন্তু বরুণ বুঝাইয়া দেন, "সোনা নহে; গিল্টি করা।"

এখান হইতে সকলে একটী দালানে যাইয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কাহারও মুখে বাক্য নাই। পরিশেষে দেবরাজ কহিলেন, "এমন উচ্চ এবং প্রশস্ত দালান ত কখন চক্ষে দেখি নাই! পৃথিবীর মধ্যে সুখী এই লাট সাহেব। ইহার পদের কাছে আমার ইন্দ্রত্ব পদ তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। আহা! না জানি কত কোটী বৎসর তপস্যা করিলে এই পদ লাভ হয়।"

নারা। বরুণ! এ দালানটির নাম কি এবং এখানে কি হয়?

বরুণ। এই দালানটির নাম ষ্টেট্ হল্। এখানে কাউন্সেল ও লেভি অর্থাৎ বড় বড় রাজাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া সভা করা হয়।

ইন্দ্র। দালানটীতে যে সমস্ত চেয়ার রহিয়াছে, যেমন সুন্দর, তেমনি কারুকার্য্যে খচিত! ও বড় চেয়ারখানিতে কি হয়?

বরুণ। ওখানি লাট সাহেবের সিংহাসন। ওখানি কেমন সুন্দর দেখিতেছ? সিংহাসনখানি আমাদের স্বর্ণসিংহাসন অপেক্ষা সুন্দর কি না?

দেবগণ এক এক করিয়া সমস্ত গৃহগুলি দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, কোন গৃহ সৌন্দর্য্যে কম নহে। বরুণ কহিলেন, "এই রাজবাড়ীটি ১৭৯৯ অব্দে নির্ম্মিত হয়।"

ব্রহ্মা। বরুণ। আমাদের রাজদর্শন ঘটিবে না?

বরুণ। এক্ষণে লাটসাহেব চাণকে আছেন, অতএব কি প্রকারে দর্শনলাভ ঘটিবে? তিনি এক্ষণে এখানে না থাকাতেই গৃহগুলির সৌন্দর্য্য কম দেখিতেছেন; তিনি উপস্থিত থাকিলে ধুমধামের সীমা পরিসীমা থাকিত না।

দেবগণ এখান হইতে বহির্গত হইয়া দেওয়ানকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া একদিকে চলিলেন এবং এক স্থানে উপস্থিত হইলে নারায়ণ কহিলেন "বরুণ! সম্মুখের এ বাড়ীটি কি?"

বরুণ। এ বাড়ীটির নাম ট্রেজরি বিল্ডিং। সমস্ত ভারতবর্ষের হিসাবপত্র এই স্থানে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখানে একাউণ্টেণ্ট্ জেনেরল্, ডেপুটী একাউণ্টেণ্ট জেনেরল প্রভৃতি বড় বড় সাহেবেরা কাছারি করেন। বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা, বম্বে, মান্দ্রাজ ও পঞ্জাব প্রভৃতি ভারতের যাবতীয় প্রদেশ হইতে যাবতীয় হিসাবপত্র এই স্থানে আসে এবং সমস্ত হিসাবপত্র দৃষ্টে আয়-ব্যয়ের একটী তালিকা প্রস্তুত হয়। আমাদিগের যেমন কারকুনদিগের আফিস, ইংরাজদিগের এ আফিসটী ঠিক তদ্রূপ। এখানেও বিস্তর মোটা বেতনের বাঙ্গালী কর্ম্মচারী কাজ করিতেছেন। এখানকার সামান্য বেতনের কেরাণীদিগের বেতন ৪০ টাকা। সহজে কেহ এখানে চাকরী পায় না; যিনি পান, তিনি সৌভাগ্য স্বীকার করেন। এল, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ না হইলে এবং ২৫ বৎসরের অধিক বয়স হইলে এখানে লওয়া হয় না।

নারা। বাড়ীটিও বৃহৎ!

বরুণ। বাড়ীটি সর্ব্বসমেত তিন তালা। ঐ তিন তালাই কাগজপত্র ও কেরাণীতে পরিপূর্ণ। রেজিষ্টার সাহেবদিগের এখানে বিলক্ষণ আধিপত্য। তাঁহারা আফিসটীকে যেন একচেটীয়া করিয়া লইয়াছেন। ঐ মহাত্মারা এক্ এক ডিপার্টমেণ্টের বা অংশের হেড্ অর্থাৎ প্রধান। জুডিস্যাল, ফাইন্যানস্যাল প্রভৃতি এখানে নানারূপ বিভাগ আছে। বাড়ীটি দেখিতে বড় সুন্দর। ইহা টাউনহল নামক দালানের ঠিক পূর্ব্ব পার্শ্বে অবস্থিত। কাহারও হাফ্‌নোট খোয়া যাইলে এই আফিসে সংবাদ দিলে এবং তিন মাসের পর অপর হাফ ফেরত দিলে নগদ টাকা পাওয়া যায়।

ইন্দ্র। ওদিকে ও বাড়ীটি কি?

বরুণ। উহার নাম গবর্ণমেণ্ট প্রিন্টিং আফিস। গবর্ণমেণ্টের যাবতীয় কাগজপত্র এই স্থানে ছাপান হয়। পূর্ব্বে এই ছাপাখানাটীর নাম মিলিটারি অরফান্ প্রেস ছিল। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট আপনার অধীনে আনিয়া প্রিন্টিং আফিস নাম দিয়াছেন। এই প্রেসেই এলোকেশীর স্বামী নবীন কাজ করিত।

এখান হইতে তাঁহারা এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন—একটী দোকানে জাহাজের রসারসি, ক্যাম্বিস ও নোঙ্গরাদি বিক্রয় হইতেছে। পিতামহ কহিলেন, "বরণ! এ দোকানটীর নাম কি?"

বরুণ। এই দোকানের নাম আমুটী কোম্পানীর দোকান। ইহারা জাহাজের রসারসি প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহাদের দোকান হইতে গবর্ণমেণ্ট এবং ইংলণ্ডীয় যাবতীয় জাহাজের নাবিক ঐ সমস্ত দ্রব্য খরিদ করিয়া থাকে। এই কোম্পানীর একটী মদের ভাঁটি আছে, তাহাতে রম্ নামক একপ্রকার মদ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐ রম মদ কলিকাতার অনেক বাবু এক্ষণে ব্রাণ্ডির পরিবর্ত্তে পান করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

এখান হইতে সকলে একটী গির্জ্জার নিকট উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "এই গির্জ্জার নাম পাথুরে গির্জ্জা। গৌর নগরের ধ্বংসাবশেষ প্রস্তর আনিয়া নির্ম্মাণ করায় ঐ নাম হইয়াছে। গির্জ্জাটির চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি কবর আছে। চূড়ার উপর যে একটী ঘড়ি দেখিতেছ, ঐ ঘড়িটী কলিকাতার অপরাপর গির্জ্জার ঘড়ি অপেক্ষা বৃহৎ।"

এখান হইতে যাইয়া বরুণ কহিলেন, "সম্মুখে গবর্ণমেণ্টের কালেক্টারী অর্থাৎ খাজনাখানা। কলিকাতার এলেকাধীন যাবতীয় স্থানের কর আদায় হইয়া এই স্থানে আমদানি হয়। এখানে একজন কালেক্টর ও তাঁহার অধীনে

কতকগুলি আমলা আছে। ওদিকে দেখা যাইতেছে, গবর্ণমেণ্টের ষ্টেশনারি আফিস। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের যত আফিস আদালত আছে, তাহাতে যত কাগজ কলম প্রভৃতির আবশ্যক হয়, এই আফিস হইতে প্রদত্ত হইয়া থাকে।"

এই সময়ে দেবগণ দেখেন ২৫।৩০ জন লোক তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিতেছে। তাঁহাদের গাত্রে চাপকান, মাথায় পাগড়ী, কানে একটা একটা লম্বা কলম। তাহাদিগকে দেখিয়া উপ কহিল, "কর্ত্তা-জেঠা! পলাই চল। ঐ লোকগুলো আমাদিগকে ধ'র্‌তে আস্‌ছে।"

ব্রহ্মা। সত্য বরুণ! উহারা আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে কেন? আহা! একটা স্থূলকায় লোক ছুটিতে না পারায় হাঁপাচ্চে দেখ।

বলিতে না বলিতে লোকগুলি ছুটিয়া আসিয়া পিতামহের হাত ধরিয়া হাঁপাইতে লাগিল। পিতামহ ভীত হইয়া যত কহেন, হাত ছাড়, আমরা কি করিয়াছি?' তাঁহারা ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিয়া "বলি" বলিয়া হাঁপাইতে লাগিল। পিতামহ কহিলেন, "আর বলিতে হইবে না—হাত ছেড়ে দেও, আমরা কলিকাতা আসিয়া কাহারও পাতখানি কেটে ভাত খাইনি।" আগন্তুক ব্যক্তি কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম করিয়া কহিল "আমি আগে এসে হাত ধ'রেছি আমাকে মোক্তার নিযুক্ত করুন।" অপর কহিল "আমার সহিত ভাল ভাল উকীলের আলাপ আছে, আমাকে মোক্তারি দেন, জয়লাভ করিতে পারিবেন।" আর একজন কহিল "উকীলদিগের মধ্যে আমার আপনার লোক অনেক আছে; আমাকে মোক্তারি দেন—খুব কম খরচে ভাল কাজ পাবেন।"

ব্রহ্মা। বাবা, আমাদের সাতপুরুষে কখন মামলা মকদ্দমা করে নাই ক'র্‌বেও না। হাত ছাড়, আমরা ভ্রমণকারী, কলিকাতা ভ্রমণ করিতে আসিয়া পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্চি।

মোক্তারেরা তৎশ্রবণে পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করিয়া হাত ছাড়িয়া দিল এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিল—"এত পরিশ্রম, এত ছুটাছুটি দেখিতেছি পণ্ড হইল।"

নারা। যে কাজে ছুটাছুটি করিয়া লোক ধরিয়া পয়সা উপার্জ্জন করিতে হয়, তোমরা এমন উঞ্ছবৃত্তি কর কেন?

মোক্তার। কি করি—নচেৎ পেট চলে না। কাচ্চা-বাচ্চা অনেকগুলি, দিন চলিবার একটা উপায় করা উচিত, লেখা পড়াও তেমন জানিনে।

উপ। কাচ্চা-বাচ্চার গাছ আগে রোপণ না ক'রলেই ত হইত!

মোক্তার। বাবা! আমরা অজ্ঞানকৃত অপরাধে অপরাধী। আমরা স্ব ইচ্ছায় এ গরল ভক্ষণ করি নাই. বাল্যকালে পিতা মাতা গলায় পাথর চাপিয়ে দিয়েছেন। তোমাদের বয়স অল্প; আমাদের দুর্দ্দশা দেখ—সাবধান হও—যেন কার্য্যক্ষম না হইলে ও পাপ ঘরে আনিও না।

ব্রহ্মা। তোমাদের ছুটে আসিয়া লোক ধরিবার তাৎপর্য্য কি?

মোক্তার। আজ্ঞে, আজকাল ডেপুটি মোক্তারের সংখ্যা এত বেশী হইয়াছে যে, এ উপায়ে লোক না ধরিলে মক্কেল পাওয়া যায় না।

মোক্তারেরা চলিয়া যাইলে, দেবরাজ কহিলেন, "বরুণ, ডেপুটি মোক্তার কি?"

বরুণ। এক ব্যক্তি অপরের নামে মিথ্যা অভিযোগ করিলে তাহার যাহাতে জয়লাভ হয় অর্থাৎ সাক্ষীদিগকে শিখান পড়ান, সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য করিয়া সাজাইয়া দিবার জন্য একপ্রকার লোক আছে, তাহাদিগকে মোক্তার কহে। মোক্তারি কাজটী বড় হেয় বলিয়া পূর্ব্বে কেহ সহজে এ কাজে প্রবৃত্ত হইত না। ক্রমে কাজকর্ম্ম সকলের ভাগ্যে জুটিয়া না উঠায়, দুই একজন করিয়া এই কাজে প্রবৃত্ত হয়। পূর্ব্বে এ ব্যবসায়ে বিলক্ষণ লাভ ছিল। তখন যে সে ইচ্ছা করিলে মোক্তারি করিতে পারিত; কিন্তু ক্রমে ক্রমে মোক্তারের সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইতে লাগিল যে, গবর্ণমেণ্ট মোক্তারি পরীক্ষার সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইলেন। মোক্তারি পরীক্ষার সৃষ্টি হইয়া এক দিকে মোক্তারের সংখ্যা হ্রাস হইতে লাগিল অপরদিকে তেমনি ডেপুটি মোক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। কতকগুলি নিরক্ষর লোক মোক্তারদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া ডেপুটী মোক্তারি করিতে আরম্ভ করিল। ইহাদের কাজ ছুটাছুটি করিয়া লোক ধরিয়া আনিয়া দিবে, মোক্তার বা উকীল আসামী অথবা ফরিয়াদীর নিকট হইতে যে টাকা পাইবেন, তাহা হইতে কিছু কিছু অংশ দিবেন। নিম্ন আদালতে ডেপুটী মোক্তারের সংখ্যা অধিক। ইহাদের মধ্যে অনেকেই পাচক ব্রাহ্মণের কাজ করে এবং দশটার সময় তালি লাগান চাপ্‌কান গায়ে দিয়া পাগ্‌ড়ী বাঁধিয়া আদালতের নিকট উপস্থিত হয়। চাষাভুষার মকদ্দমাই ইহাদের অধিক জুটে। ইহারা মকদ্দমায় জয়লাভ করিলে চাষা-মক্কেলের গাত্রের চাদরখানা বক্‌সিসরূপে লইবারও যথেষ্ট প্রয়াস পায়। এই অবতারদিগের গুণে নবদ্বীপ হইতে কৃষ্ণনগরের পথে, চুঁচুড়া হইতে

হুগলীর দিকে বর্দ্ধমানের ষ্টেসন হইতে সহরাভিমুখে পথিকদিগের গমনাগমন করা ভার হইয়াছে। ইহারা ঐ সমস্ত রাস্তার দুই ধারে দলে দলে বসিয়া থাকে এবং পথিকদিগকে ধরিয়া টানাটানি করে। সময়ে সময়ে দুই চারি পয়সা দিলে ইহারা মিথ্যা সাক্ষ্য পর্য্যন্ত দেয়।

নারা। মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে জেরায় মুখে ধরা পড়ে না? এদের বাড়ী কোথায় আর আসামী ফরিয়াদির বাড়ী কোথায়! ইহাদের সাক্ষ্য কি ব'লে গ্রাহ্য হয়?

বরুণ। ইহারা হাকিমকে বলে, আমার বাড়ী থেকে শ্বশুরবাড়ী যাইবার পথে আসামীর বাড়ী। আমি যে দিন আমার বাড়ী যাচ্ছিলাম, দেখি উহাদের ঐরূপ মারপিট হইতেছে। একবার একজন কালা নবদ্বীপ হইতে কৃষ্ণনগরে আসিতেছিল, পথিমধ্যে ডেপুটী মোক্তারেরা বলে "তোমার কি কোন মকদ্দমা আছে?" কালা বধিরতা-প্রকাশভয়ে "হুঁ" বলিয়া উত্তর দেওয়ায় ঐ মোক্তারের দল তাহাকে কাঁধে করিয়া গোয়াড়ী পর্য্যন্ত আনিয়াছিল। আর এক সময় একজন প্রতারক কোন ডেপুটী মোক্তারের বাসায় যাইয়া মকদ্দমা আছে বলায় গুরু-আদরে বাসায় স্থান প্রাপ্ত হয় এবং রজনীযোগে মোক্তারের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইবারও সুযোগ পায়। আর একজন মোক্তার একটী মক্কেল জুটায়। এই মোক্তারের পরিবার ইতিপূর্ব্বে কুলটাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া গৃহ হইতে পলাইয়া যায় এবং এই মক্কেলের সহিত থাকিয়া স্ত্রীর ন্যায় ঘরকন্না করে। কিন্তু মোক্তার এ বিষয় জানিত না, সুতরাং মক্কেল মকদ্দমায় জয়লাভ করিলে তাহার বাসায় পুরস্কার আনিতে যায় এবং "মাঠাকরুণের নিকটেও খুসি হয়ে বিদায় লব" বলিয়া, বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখে সর্ব্বনাশ !!

দেবগণ ক্রমে গল্প করিতে করিতে ছোট আদালতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

ইন্দ্র। বরুণ! এ আদালতের নাম কি?

বরুণ। ইহার নাম কলিকাতার ছোট আদালত।

ব্রহ্মা। ছোট আদালতে কি কাজ হয়?

বরুণ। এই আদালতে কলিকাতার যত সামান্য সামান্য মকদ্দমার বিচার হইয়া থাকে। এখানে সর্ব্বসমেত পাঁচজন জজ আছেন, তন্মধ্যে একজন বাঙ্গালী ও চারিজন ইংরাজ। ৺হরচন্দ্র ঘোষ ও রসময় দত্ত এই স্থানের জজ ছিলেন। মৃত হরচন্দ্র ঘোষের প্রস্তরনির্ম্মিত অর্দ্ধ-প্রতিমূর্ত্তি অদ্যাপি ঐ দেখুন

বর্ত্তমান আছে। হাইকোর্টে পসার করিতে না পারিলে অনেক উকীল এই আদালতে আসিয়া শাক মাছের মকদ্দমা করিতে প্রবৃত্ত হন। এখানে মকদ্দমা এক কথায় ডিক্রি ও এক কথায় ডিস্‌মিস্ হয় এবং ঐ মকদ্দমার আর আপীল হয় না। এই আদালতে বেশ্যাদিগের মকদ্দমাই অধিক। এম্‌টি হাউসের মকদ্দমাও এখানে হয়। এখনকার চাপরাশী প্রভৃতি যথেষ্ট উপার্জ্জন করে। এমন কি—আদালত হইতে বাসায় যাইবার সময় পকেটের ভারে নড়িতে পারে না।

উপ। বরুণ-কাকা! তবে আমাকে একটা চাপরাশিগিরি ক'রে দেওনা।

নারা। বর্ত্তমান কেরাণীগিরি অপেক্ষা চাপরাশিগিরি করা আমার বিবেচনায় ভাল।

বরুণ। চাপরাশিরা মাসে শতাবধি টাকা উপার্জ্জন করে দেখিয়া একবার একটী প্রবেশিকা-পরীক্ষোত্তীর্ণ বালক ঐ পদলাভের জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল, কিন্তু আফিসের আমলারা তাহাকে ঐ কাজ করিতে দিলেন না; কহিলেন, "এক সময়ে এই পদের জন্য অনেক বি, এ; এম, এ, উমেদার জুটিবে সত্য, কিন্তু এক্ষণে চাকুরীর এমন অবস্থা হয় নাই যে, তুমি এণ্ট্রান্স্ পাশ করিয়া এ কাজে প্রবৃত্ত হও। যাহা হউক আর কিছু দিন অপেক্ষা করিয়া থাক, ভবিষ্যতে কোন কাজ কর্ম্ম খালি হইলে যাহাতে তুমি পাও, তৎপক্ষে বিশেষ যত্ন করা যাইবে।"

ইন্দ্র। বরুণ! ছোট আদালতে আর কি হয়?

বরুণ। এখানে দেনদারের নামে পাওনাদারেরা সর্ব্বদা নালিশ করিয়া থাকে এবং সময়ে সময়ে দস্তক করিয়া টাকা আদায় করিতেও ছাড়ে না।

ব্রহ্মা। দস্তক কি?

বরুণ। দেনদার সক্ষম হইয়া টাকা না দিলে পাওনাদার তাহাকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে খোরাকী আমানত করিয়া জেলে দিয়া থাকে।

ইন্দ্র। এমন লোক আছে—ঋণ করিয়া পরিশোধ করে না?

বরুণ। বিস্তর; ঐ মহাত্মারা কেবল নিতেই জানেন, দেওয়া তাঁহাদের কোষ্ঠিতে লিখে নাই।

এই সময়ে দেবগণ দেখেন, একটি বেশ্যা উপপতির নামে নালিশ করিবার অভিপ্রায়ে মোক্তারদিগের সহিত পরামর্শ করিতেছে। বেশ্যা কহিতেছে, "তাহার একজন উপপতি খত লিখিয়া দিয়া দুই তিন মাস যাতায়াত

করিয়াছিল, এক্ষণে সে আর আসে না এবং টাকা দিবার নাম পর্য্যন্তও করে না। এক্ষণে তিন মাস মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়, নালিশ করা যায় কি না ?

ব্রহ্মা। উঃ! কি সর্ব্বনেশে কালই প'ড়েছে !! আজকাল দেখ্‌ছি দেনায় সবই চলে।

দেবগণ ইহার পর সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিয়া জজগুলিকে দর্শন করিলেন ; তাঁহারা দেখিলেন—বারাণ্ডায় শত শত লোক দাঁড়াইয়া আছে এবং পর্ব্বতপ্রমাণ দোকানদারী খাতাপত্রের আমদানী হইয়াছে।

এখান হইতে যাইতে যাইতে নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ, সম্মুখে দেখা যাইতেছে ও বাড়ীটি কি ?"

বরুণ। উহার নাম সিবিল এণ্ড মিলিটারি পে একজামিনের আফিস। যাবতীয় সিবিল এবং মিলিটারি কর্ম্মচারীদিগের বেতন এই স্থান হইতে পাশ হইয়া যাইলে তবে প্রদত্ত হয়। এই আফিসে অনেক বাঙ্গালী এবং ইংরাজ কর্ম্ম করিয়া থাকেন। পে একজামিনারের পদে যিনি নিযুক্ত আছেন, তাঁহাকে পে একজামিনার অর্থাৎ বেতন পাশ করা সাহেব কহে। ইনি একজন উচ্চ বেতনের বড় সাহেব। ও দিকে দেখা যাইতেছে রেভিনিউ বোর্ড। ঐ স্থানে সল্ট বোর্ড ও আফিং নীলাম হইয়া থাকে। দুইজন সেক্রেটারী আছেন, তাঁহারাই সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন। গবর্ণমেণ্টের আয় সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য ঐ স্থানেই সম্পন্ন হয়। বিস্তর বাঙ্গালীও ঐ আফিসে কাজকর্ম্ম করিয়া থাকেন।

দেবগণ এখান হইতে একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া জেনেরল পোষ্ট আফিসের নিকট উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "ইহার নাম জেনেরল পোষ্ট আফিস অর্থাৎ ভারতে যত পোষ্ট আফিস আছে, তাহাদের কর্ত্তা আফিস। এখানে শত শত লোক কর্ম্ম করিতেছে।"

ইন্দ্র। এমন সুন্দর ও বৃহৎ বাড়ী ত কখন চক্ষে দেখি নাই! ইহার চূড়াটা গিয়ে আকাশে ঠেকেছে।

বরুণ দেবগণকে দেখাইতে লাগিলেন—"ঐ ফুটোয় চিঠি দিলে বিলাত চ'লে যায়, ঐ ফুটোয় চিঠি দিলে আমেরিকায় যায় ইত্যাদি। আহা। এই পোষ্ট আফিস যে স্থানে, এই স্থানেই অন্ধকূপ হত্যা-নামক ভয়ানক হত্যা-কাণ্ডের অভিনয় হইয়াছিল।"

ব্রহ্মা। অন্ধকূপ হত্যা কি ?

বরুণ। দুর্দ্দান্ত নবাব সিরাজদ্দৌলা, ইংরাজ বণিকেরা বিশেষ সঙ্গতিশালী লোক শুনিয়া এক দিন গোপনে আসিয়া তাঁহাদের কেল্লা আক্রমণ করেন। অনেক ইংরাজ স্ত্রীসহ পলাইয়াছিলেন। কেবল ১৪৬ জন লোক ধরা পড়ে। উহাদিগকে তাঁহার অনুচরেরা একটী ২২ হাত দীর্ঘ ও ১২ হাত প্রস্থ অন্ধকার ঘরে অবরুদ্ধ করে। ঐ দিন অত্যন্ত গ্রীষ্ম থাকায় বিশেষতঃ ঘরে ছোট ছোট দুটি মাত্র জানালা থাকায় ঐ ১৪৬ জন মারামারি করিয়া এবং এ ওর কাঁধে দাঁড়াইয়া, ও ওর কাঁধে দাঁড়াইয়া জানালার নিকট যাইয়া বাতাস লইবার চেষ্টা পায়। এবং সমস্ত রাত্রি জল জল শব্দে চীৎকার করে। প্রাতে দেখা যায়, ১৪৬ জনের ২৩ জন মাত্র জীবিত আছে। এই ঘরটী ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের একটী সৈনিক জেল ছিল। ১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দের ১০ই জুন এই ঘটনা হইয়াছিল।

ব্রহ্মা। আহা! কি অত্যাচার!

গাড়ী ক্রমে বৌবাজারের মধ্য দিয়া কলেজ ষ্ট্রীটে আসিয়া পহুঁছিল। এবং তথা হইতে গোলদীঘির ধারে যাইল। বরুণ কহিলেন, "এই স্থানের নাম কলেজস্কোয়ার। ঐ যে মনুষ্য অপেক্ষাও উচ্চ লৌহ রেলিং দ্বারা পরিবেষ্টিত স্থান দেখিতেছেন, যাহার দক্ষিণদিকে একটি পুষ্করিণী আছে, ঐ স্থানের উত্তরদিকে হিন্দু স্কুল এবং সংস্কৃত কলেজ। পূর্ব্বে ঐ স্থানেই প্রেসিডেন্সি কলেজ ছিল এক্ষণে নূতন বাড়ী প্রস্তুত হওয়ায় প্রেসিডেন্সি কলেজটি উঠিয়া গিয়াছে। সংস্কৃত কলেজের বাড়ীটি দুই তালা এবং ইহাতে একটি পুস্তকালয় আছে। অপর দুটি বিদ্যালয় একতোলা।

দেবতারা গল্প করিতে করিতে একটি বৃহদাকার অট্টালিকার নিকট যাইয়া সবিস্ময়ে চাহিতে লাগিলেন এবং দেবরাজ কহিলেন, "বরুণ! এ বাড়ীটি কি?"

বরুণ। ইহার নাম ইউনিভার্সিটি বিল্‌ডিং। কলিকাতার মধ্যে ইহা একটী উৎকৃষ্ট বাড়ী। ইহার সদৃশ বৃহদাকার সুন্দর দালান কলিকাতায় দ্বিতীয় নাই। পূর্ব্বে টাউনহলের দালানটীকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলা যাইত। এক্ষণে এই দালানটী সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। বাড়ীটির সম্মুখস্থ থামগুলি কেমন উচ্চ ও স্থূলাকার দেখ। বাড়ীটি নির্ম্মাণ করিতে গবর্ণমেন্টের বিপুল অর্থ ব্যয় হইয়াছে।

এই বাড়ীতে সিণ্ডিকেট বসে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত যাবতীয় সভাদির অধিবেশন হয়, এইজন্যই ইহার নাম ইউনিভার্সিটি বিল্‌ডিং অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় নাম হইয়াছে। পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী বালকগণকে স্থানাভাবে দরিদ্রের বাড়ীতে ব্রাহ্মণ ভোজনের ন্যায় পাত হাতে করিয়া

নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত ; এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট এই বাড়ীটি নির্ম্মাণ করায় সে দুঃখ দূর হইয়াছে।

এখান হইতে সকলে প্রেসিডেন্সি কলেজের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং বরুণ কহিলেন, "পূর্ব্বে হিন্দু কলেজ নামে একটী কলেজ ছিল। ঐ কলেজে হিন্দু ছাত্র ভিন্ন অপর জাতি অধ্যয়ন করিতে পাইত না। সেই সময়ে বিদ্যালয়টিতে কলেজ ও স্কুল দুটী বিভাগ ছিল। স্কুল বিভাগে জুনিয়ার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হইত। এক্ষণে ঐ পরীক্ষাকে এণ্ট্রান্স বা প্রবেশিকা পরীক্ষা কহে। ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে বালকেরা কলেজে পড়িত। সেই সময়ে কেহ বেতন দিয়া কলেজে পড়িবার ইচ্ছা করিলেও লওয়া হইত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে মুসলমান ও অপরজাতীয় ছাত্র-সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইতে লাগিল যে, শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, হিন্দু কলেজ নাম রাখিলে হিন্দু ভিন্ন অপর ছাত্র লওয়া যাইবে না। অতএব কলেজটীকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হউক, তাহা হইলে উভয় জাতিরই পাঠ করিবার অধিকার জন্মিবে। তাঁহারা এইরূপ স্থির করিয়া স্কুলটীর হিন্দু স্কুল নাম রাখিলেন এবং কলেজটির নাম প্রেসিডেন্সি কলেজ রাখিয়া পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন। এক্ষণে কলেজে সকল শ্রেণীর বালকের পাঠানুমতি হইয়াছে ; কেবল হিন্দুস্কুলে হিন্দু ছাত্র ভিন্ন অপর ছাত্র লওয়া হয় না। হিন্দুকলেজ ১৮১৭ অব্দের ২০শে জানুয়ারী গরাণহাটার গোরাচাঁদ বসাকের বাটীতে প্রথম সংস্থাপিত হয়।

ব্রহ্মা। প্রেসিডেন্সি কলেজের সকল শিক্ষকই কি ইংরাজ ?

পূর্ব্বে তাই ছিল বটে, এক্ষণে অধিকাংশ বাঙ্গালী আছেন। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ডাক্তার পি, কে, রায় অর্থাৎ প্রসন্নকুমার রায় প্রধান।*

ব্রহ্মা। তুমি প্রসন্নকুমারের বিষয় বল।

বরুণ। ইনি ১৮৪৯ অব্দে ঢাকা নগরের সন্নিকটস্থ শুভাত্যা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ঢাকা পোগোস স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার কিছু দিন পরে ইনি ঢাকার সঙ্গত সভায় প্রবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করায় সমাজচ্যুত হয়েন। ইহার পর ইনি ঢাকা কলেজ হইতে এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ; তৎপরে গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন ও বৃত্তি লইয়া

* কয়েক বৎসর হইল ডাক্তার পি, কে, রায় পেন্সন লইয়াছে।—সম্পাদক।

বিলাত যাত্রা করেন। ১৮৭১ অব্দে ইনি লণ্ডন ইউনিভারসিটি কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৭৩ অব্দে বি, এস্, সি, পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৭৬ অব্দে এডিনবরা বিদ্যালয় হইতে ও তৎপরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের পরীক্ষা দিয়া ডাক্তার অব্ সায়ান্স উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই পরীক্ষায় বাঙ্গালীর মধ্যে ইনি ও আনন্দমোহন বসু, এই দুই জন মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহাদের যত্নে লণ্ডনে ইণ্ডিয়ান সোসাইটী, ব্রাহ্মসমাজ ও বাঙ্গালা পুস্তকালয় স্থাপিত হয়। ইনি ইণ্ডিয়ান সোসাইটীর সম্পাদকের কাজ করেন। ১৮৭৬ অব্দে ইনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন ও পাটনা কলেজে সহকারী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ইঁহার প্রণীত একখানি ইংরাজী লজিক পুস্তক আছে।

প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী নামক এক ব্যক্তি এখানকার অধ্যাপক ছিলেন। ইঁহার বাড়ী খানাকুল কৃষ্ণনগর। পূর্ব্বে যে রাজকুমার সর্ব্বাধিকারীর কথা বলা হইয়াছে, ইনি তাঁহারই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইঁহারা জাতিতে কায়স্থ। প্রসন্নকুমার প্রথমে হেয়ার স্কুলের শিক্ষকতা করিয়া পরে সংস্কৃত ও বহরমপুর কলেজের প্রিন্সিপাল হন। ১৮৮৩ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ইঁহার পাটীগণিত ও বীজগণিত নামক দুইখানি পুস্তক আছে।

ইন্দ্র। স্কুল হইতে কলেজটী পৃথক্ হইয়াই কি এই বাড়ীতে আইসে?

বরুণ। না, প্রথমে কলেজ স্কোয়ারের উত্তরাংশে একটী ভাড়াটে বাড়ীতে কলেজটী থাকে। তৎপরে গবর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয় গৃহ প্রস্তুত করিবার সময়ে এই বাড়ীটি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। বাড়ীটি তিন তালা। দ্বিতীয় তালায় এফ, এ, ক্লাসের ছাত্রেরা এবং তাহার উপর তালায় তাহার উপর ক্লাসের ছাত্রেরা অধ্যয়ন করে।

ব্রহ্মা। বরুণ! গৃহমধ্যে যত বালক দেখিতেছি, তন্মধ্যে অধিকাংশই বোধ হয় মুসলমান। এ কলেজে হিন্দু বালক খুব কম আছে নয়?

বরুণ। আজ্ঞে না, মুসলমান বালক খুব কম আছে, হিন্দু বালকের সংখ্যা এখানে বেশী।

ব্রহ্মা। কেমন ক'রে? হিন্দু বালকের দাড়ি নাই, মুসলমান বালকগণের দাড়ি আছে, এই হিসাবে দেখ কোন্ বালকের সংখ্যা বেশী হয়?

বরুণ। আপনি ও হিসাবে জাতি নির্ণয় করিতে পারেন না। আজকাল হিন্দু বালকগণের মুসলমানী ধরনে দাড়ি রাখা একটা ফ্যাসান হইয়া পড়িয়াছে

এবং দাড়ি রাখাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের প্রধান চিহ্ন হইয়াছে। অনেকে মনে করে, দাড়ি রাখিলে সম্মান বৃদ্ধি হয় এবং দাড়ি নাড়িয়া ইংরাজী বলিলে সাহেব-সাহেব দেখায়। তাহাদের মনে সংস্কার আছে—দাড়ি থাকিলে, পেটে কিছু থাক্ বা না থাক্, লোকে মনে করে পেটে বিদ্যার জাহাজ পুরিয়াছে এবং তজ্জন্যই মুখে পাইলরূপ দাড়ি বিরাজ করিতেছে।

উপ। দাড়ি রাখিলে এই হয়—নাপিত বেটারা অঙ্গুল মট্‌কে আশীর্ব্বাদ করে এবং বোকা পাঁটারা দলে মিশিবার জন্য অগ্রসর হয়। ভাল বরুণ-কাকা, তুমি ব'ল্লে বিদ্বানেরা আজ কাল কাল দাড়ি রাখে; কিন্তু পেটে বোমা মারিলে কোঁক করে না—এমন সব লোকেরাও ত দাড়ি রাখ্‌ছে।

বরুণ। সে সব দেবতার মানিত দাড়ি রে উপ! বিদ্যার দাড়ি নয়।

ব্রহ্মা। যা হ'ক ছেলেগুলো বাহাদুর যে, দাড়ি না ফেলে কুটকুটুনি সহ্য ক'র্‌চে! আমরা ত এক সপ্তাহ না কামালে অস্থির হই।

ইন্দ্র। বরুণ, বালকগণের চক্ষে চস্‌মা কেন? চালসে ধ'রেচে নাকি?

বরুণ। উহাও একটী ফ্যাসান। আপাততঃ মা বাপ মনে করেন, বাছা আমার রাত দিন প'ড়ে চক্ষু খারাপ ক'রে ফেল্‌চেন, ভাল ক'রে ঘি দুধ খাওয়াই; নচেৎ পাছে অন্ধ হ'য়ে যান। কিন্তু পিতা মাতা জানেন না যে, এই চস্‌মা ধরাতে তাঁহাদেরই সর্ব্বনাশ হবার উদ্যোগ হইতেছে।

ব্রহ্মা। কেন?

বরুণ। ইহারা কার্য্যক্ষম হইলে সাহেবী ধরনে স্ত্রীকে লইয়া ভাস্‌বেন। তখন ইহাদের আমাদের দেশ, আমাদের জাতি এবং পিতা মাতা বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা হইবে। অনেকে পিতা মাতার সেবা শুশ্রূষা করা দূরে থাক, খরচপত্র দিয়াও সাহায্য করিবেন না; অতএব সেই সময় যদি চক্ষু লজ্জা হয়, এজন্য এই সময় হইতে চক্ষে চস্‌মা দিয়া লজ্জার মাথা খাইয়া রাখিতেছেন।

নারা। বরুণ! ছেলেগুলোর মস্তকে স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় সোজা সিঁতি এবং পরিধানে শাড়ী কেন?

বরুণ। উহাও একটি ফ্যাসান।

ব্রহ্মা। না বরুণ, এইবার তোমার ভুল হ'য়েছে।

বরুণ। কেন?

ব্রহ্মা। যখন কলি আমার আজ্ঞায় পৃথিবীতে আগমন করে, তখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "পিতামহ! আমি মর্ত্ত্যে যাইয়া কোন্ সময় কিরূপ বেশে অবস্থিতি

করিব ?” আমি তদুত্তরে বলিয়াছিলাম—কলি ! তুমি পৃথিবীতে যাইয়া প্রথম, মধ্যম ও শেষ এই তিন অবস্থাতে বাস করিবে। তোমার প্রথম অবস্থায় লোকের ধর্ম্মকর্ম্মে অনেকটা মতি থাকিবে এবং পাপপুণ্যের ভয় করিবে। এই সময় জাতিভেদ দেশমধ্যে প্রচলিত থাকিবে এবং স্ত্রীলোকেরা পতিভক্তি করিবে। লোকে শত বৎসর জীবিত থাকিবে। মধ্য অবস্থায় জাতিভেদ বড় একটা থাকিবে না এবং লোকে ধর্ম্মাধর্ম্ম মানিবে না। এই সময় পুরুষে স্ত্রীর পরিচ্ছদ এবং স্ত্রীলোকে পুরুষের পরিচ্ছদ পরিধান করিতে আরম্ভ করিবে, অর্থাৎ পুরুষে স্ত্রীলোকের ন্যায় পাড়ওয়ালা বস্ত্র পরিয়া মস্তকের মধ্যস্থলে সিঁতি কাটিবে এবং স্ত্রীর আজ্ঞা ব্যতীত কোন কাজ করিবে না, সকল কাজেই স্ত্রীর অনুমতি লইবে এবং কথায় কথায় কহিবে “কেমনগো—এ কাজ কি করা যায় ? ও কাজ করিলে কি কোন দোষ আছে ?” এই সময় তাহারা স্ত্রীর অঞ্চল ধরিয়া যশোদার গোপালের ন্যায় নেচেখেলে বেড়াবে এবং অন্ধকারে গৃহের বাহির হইতে স্ত্রীর সাহায্য লইবে।

দেবতারা বাহিরে আসিয়া দেখেন—অসংখ্য চস্‌মার দোকান রহিয়াছে। নারায়ণ চস্‌মার দর জিজ্ঞাসা করিলেন তাহারা কহিল, “এ সকল আপনদিগের ব্যবহারোপযোগী নহে—স্কুলের সৌখীন ছেলেদের জন্যই আনা হইয়াছে।” দেবরাজ এই সময় উপরদিকে চাহিয়া কহিলেন “বাঃ ! বিদ্যালয় গৃহের উপরে গম্বুজের মধ্যে একটি সুন্দর বৃহদাকার ঘড়ি রহিয়াছে দেখ !”

বরুণ। ঐ ঘড়িটী কৃষ্ণনগরের একজন পাল—প্রেসিডেন্সি কলেজকে দান করেন, পাল মহাশয় বোধ হয় আন্তরিক ইচ্ছার সহিত দান করেন নাই।

ইন্দ্র। কেন ?

বরুণ। ঘড়িটে থেকে থেকে বন্ধ হয় ও বৎসরের মধ্যে তিন মাস চুরি করে, অর্থাৎ সকল ঘড়ি অপেক্ষা আধ ঘণ্টা আগে চলে।

এখান হইতে যাইয়া সকলে আর একটী বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রবেশ করিলে নারায়ণ কহিলেন, “বরুণ এ স্কুলটীর নাম কি ?”

বরুণ। হেয়ার স্কুল। ডেভিড হেয়ার সাহেব এই বিদ্যালয়টী সংস্থাপন করায় তাঁহার নামানুসারে হেয়ার স্কুল নাম হইয়াছে। এই বিদ্যালয়টীর সংস্থাপন-সময়ে দেশীয় ধনী লোকেরা বিস্তর সাহায্য করিয়াছিলেন। এক্ষণে যদিও গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়টী চলিতেছে, কিন্তু ইহার আয়, ব্যয় অপেক্ষা বেশী। বাড়ীটি দুই তালা। পূর্ব্বে এই বিদ্যালয়টি একটি ভাড়াটে

বাড়ীতে ছিল, তৎপরে গবর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহ নির্ম্মাণ-সময়ে এ বাড়ীটিও প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। কলিকাতার মধ্যে ইহা একটি প্রধান ও উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়। বাবু প্যারিচরণ সরকার এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার দ্বারা বিদ্যালয়টির বিশেষ উন্নতি হয়। প্যারিবাবুর পর বাবু গিরিশচন্দ্র দেব ইহার প্রধান শিক্ষকের পদ পান ; তাহার পরে বাবু ভোলানাথ পাল ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতার যত বড় লোকের ছেলে এই স্কুলে এবং হিন্দুস্কুলে অধ্যয়ন করিয়া থাকে। এখানে বকাটে ছেলেদেরও অসদ্ভাব নাই। পরীক্ষার্থী ছাত্রসংখ্যা যে বৎসর বেশী হয় ও সকলের স্থান সমাবেশ না হয়, সেই বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়গৃহে ও এই স্কুলে, প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং হিন্দুস্কুল ইত্যাদি স্থানে তাহাদিগের পরীক্ষার স্থান প্রদত্ত হয়। এই বিদ্যালয়টি ১৮৩৪ অব্দে সংস্থাপিত হইয়াছে।

ব্রহ্মা। বরুণ! আমাকে হেয়ার সাহেবের বিষয় বল।

বরুণ। ডেভিড হেয়ারের পিতা লণ্ডনে ঘড়ি প্রস্তুত ও মেরামত করিতেন। স্কটলণ্ডের অন্তঃপাতী এবার্ডিন নগরে ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে ডেভিড হেয়ারের জন্ম হয়। ইনি পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কলিকাতায় আসেন এবং কিছুকাল ঘড়ির কাজ করিয়া অর্থ সঞ্চয়পূর্ব্বক তাঁহার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু গ্রে সাহেবকে আপনার কার্য্যভার সমর্পণ করেন। তিনি এখানে কেবল অর্থ উপার্জ্জনের মানসে আসেন নাই ; এ দেশের অধিবাসীদিগকে আপনার ভ্রাতার ন্যায় দেখিতে লাগিলেন এবং তাহাদের উপকারের জন্য যথাশক্তি পরিশ্রম ও যত্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

হেয়ার সাহেব সম্ভ্রান্ত হিন্দুদিগের বাটিতে যাইতেন এবং যাহাতে পরস্পরের মধ্যে একতা ও সৌহার্দ্দ জন্মে এবং উভয় সম্প্রদায় যাহাতে পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করে, ইহা তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। এই সময়ে কলিকাতায় ইংরাজী অথবা বাঙ্গলা পাঠশালা ছিল না। ছাত্রেরা সামান্যরূপ লেখা পড়া অভ্যাস করিয়াই শিক্ষা সমাপ্ত করিত। পাঠোপযোগী ভাল বাঙ্গলা গ্রন্থও ছিল না। কিসে এদেশের লোক উচ্চতর শিক্ষা পাইয়া বহুদর্শী ও বহু-গুণান্বিত হইয়া উঠে ইহাই তাঁহার চিন্তার বিষয় হইল। সে সময়ে রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতার মধ্যে বিজ্ঞ সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। হেয়ার সাহেব ইঁহাদের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করেন। প্রধান বিচারপতি সার হাইড ইষ্ট

সাহেবের এ দেশের প্রতি বিশেষ যত্ন ছিল ; হেয়ার সাহেব তাঁহার নিকট যাইয়াও একটি প্রধান বিদ্যালয় স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে আমাদের দেশের লোকের কিরূপ মত জানিবার জন্য প্রধান বিচারপতি বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে সকলের নিকট পাঠাইয়া দেন।

বৈদ্যনাথ সমাজের সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট এ বিষয়ের প্রস্তাব করিলে, সকলেই তাহাতে আহ্লাদ সহকারে সম্মতি প্রকাশ করেন। বৈদ্যনাথ প্রধান বিচারপতির নিকট যাইয়া সকলের সম্মতি জানাইলে একটী উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপনের উদযোগ হইতে লাগিল। সমুদয় প্রস্তুত হইয়াছে, এমন সময়ে একটী বিঘ্ন উপস্থিত হইল। রাজা রামমোহন রায় পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করাতে হিন্দু সম্প্রদায় তাঁহার উপর অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন ; এক্ষণে এই রামমোহন রায়, প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের একজন অধ্যক্ষ হইলেন শুনিয়া হিন্দুগণ পূর্ব্ব অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করিতে অসম্মত হইলেন। তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিলেন, যাবৎ বিদ্যালয়ের সহিত রামমোহন রায়ের সম্বন্ধ থাকিবে, তাবৎ তাহারা কোনরূপ আনুকূল্য করিবেন না। ডেভিড হেয়ার কোন কার্য্যই অসম্পন্ন রাখিবার লোক ছিলেন না। উপস্থিত বিষয়ে এইরূপ বিঘ্ন দেখিয়া, তিনি অকুতোভয়ে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। তিনি রামমোহন রায়ের স্বভাব বিলক্ষণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, সুতরাং সাহস-সহকারে তাঁহাকে প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। রামমোহন রায় স্বভাবসিদ্ধ উদারতাগুণে এই অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন। অবিলম্বে প্রচার হইল ; রামমোহন রায় বিদ্যালয়ের সহিত কোনরূপ সংস্রব রাখিবেন না। হিন্দুগণ ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন ; এবং প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদানপূর্ব্বক বিদ্যালয় স্থাপনের অভিপ্রায় জানাইলেন।

অবিলম্বে একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হইল। ব্রাহ্মণ অধ্যাপকগণ পর্য্যন্ত এই সভায় উপস্থিত হইলেন। ইহার পর একটী কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সংগঠিত হয়। ১৮১৬ অব্দের ২৭শে আগষ্ট বিদ্যালয়ের কার্য্যপ্রণালীর নির্দ্ধারণ জন্য এই সভার অধিবেশন হয়। হেয়ার সাহেব এই সভার সভ্য ছিলেন না, তথাপি নিয়মিত সময়ে আসিয়া সৎপরামর্শ দিয়া আপনার কার্য্যতৎপরতা দেখাইতে লাগিলেন। তিনি কেবল এইরূপ পরামর্শ দিয়াই নিরস্ত হইলেন না ; বিদ্যালয়ের জন্য ক্রমে তাঁহার অসাধারণ যত্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি এই উদ্দেশ্যে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

হেয়ার সাহেবের এইরূপ অসামান্য উৎসাহ, যত্ন ও পরিশ্রমে ১৮১৭ খৃঃ অব্দের ২০শে জানুয়ারি কলিকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইল।

স্বতন্ত্র বাটীর অভাবে হিন্দুকলেজ প্রথমে গরাণহাটায় গোরাচাঁদ বসাকের বাটীতে বসে। সাহেব প্রতিদিন এই বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া উহার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতে থাকেন। পটোলডাঙ্গায় তাঁহার কিছু ভূসম্পত্তি ছিল, বিদ্যালয়ের বাটী নির্ম্মাণ জন্য তাহার কিয়দংশ তিনি আহ্লাদ সহকারে দান করিলেন। এই স্থলে সংস্কৃত ও হিন্দু কলেজের বাটী নির্ম্মিত হইল। হিন্দু কলেজ দীর্ঘকাল গরাণহাটায় থাকে নাই। ইহার পরে চিৎপুরে রূপচরণ রায়ের বাটীতে যায়। ঐ স্থান হইতে খৃষ্টান কমল বসুর বাটিতে আইসে। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাক্তার উইলসন সাহেবের যত্নে হিন্দু ও সংস্কৃত কলেজের জন্য নূতন বাটী নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত হয়। ১৮২৪ অব্দের ২৫শে জানুয়ারি নূতন বাটির ভিত্তি স্থাপিত হয়। তৎপরবর্ত্তী বৎসর নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইয়া উঠে। এই নূতন বাটির মধ্যভাগ সংস্কৃত কলেজ এবং দুই পার্শ্বে হিন্দু কালেজের কার্য্য হইতে থাকে।

হেয়ার সাহেব, পরে হিন্দুবিদ্যালয়ের অবৈতনিক কার্য্য-নির্ব্বাহক সভ্যের পদ গ্রহণ করিলেন। যে বৎসর হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই বৎসর হেয়ার সাহেব কলিকাতায় স্কুলবুক সোসাইটি নামে সভা স্থাপন করেন। বিদ্যালয়ের উপযোগী পুস্তক সকল প্রণয়ন পূর্ব্বক অল্প অথবা বিনা মূল্যে প্রচার করাই এই সভার উদ্দেশ্য। এই সভায় যে কয়েকজন সভ্য ছিলেন তাঁহারা নূতন বিদ্যালয় স্থাপন ও বর্ত্তমান পাঠশালাসমূহের সংস্করণ জন্য বিশেষ চেষ্টিত হন। এই উদ্দেশ্যে পরবর্তী বৎসর স্কুল সোসাইটি নামে আর একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। হেয়ার সাহেব ও রাজা রাধাকান্ত দেব এই সভার সম্পাদকের ভার গ্রহণ করেন। সভা তিন শাখায় বিভক্ত হয়। এক শাখা বিদ্যালয় সমূহের সংস্থাপনের ভার, অপর শাখা পাঠশালা-সমূহের পরিদর্শনের ভার এবং তৃতীয় শাখা উচ্চতর শিক্ষা দানের ভার গ্রহণ করেন। প্রস্তাবিত সভার তত্ত্বাবধানে কলিকাতার স্থানে স্থানে কয়েকটি পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল পাঠশালায় মধ্যে আরপুলি লেনের পাঠশালায় এ দেশের বিখ্যাত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে বাঙ্গালা শিক্ষা করেন। পূর্ব্বোক্ত স্কুল সোসাইটির যত্নে এই শেষোক্ত পাঠশালার নিকট এবং পটোলডাঙ্গায় দুটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তাহাদের মধ্যে একটি হেয়ার স্কুল। যে ছাত্র পাঠশালায় থাকিয়া ব্যুৎপত্তিলাভ করিত তাহারা ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ

পূর্ব্বক উচ্চতর শিক্ষায় অভিনিবিষ্ট হইত। হেয়ার সাহেব যথাসময়ে এই সকল বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন।

যাহাতে এদেশের লোকের বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি হয় এবং বাঙ্গালা ভাষা যাহাতে সম্মার্জ্জিত হইয়া উঠে, হেয়ার সাহেবের সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ ও যত্ন ছিল। সমস্ত কলিকাতা চারিখণ্ডে বিভাগ করা হইয়াছিল; এক একজন প্রতিখণ্ডের পাঠশালাগুলির তত্ত্বাবধান করিতেন চারি জন পরিদর্শকের মধ্যে বাবু দুর্গাচরণ দত্ত ৩০টি পাঠশালার তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন। এই সকল পাঠশালায় প্রায় ৯০০ ছাত্র পড়িত। বাবু রামচন্দ্র ঘোষকে ৪৩টি স্কুল দেওয়া হয়, ইহাতে ৮৯৬ জন শিক্ষার্থী ছিল! বাবু উমানন্দ ঠাকুর ৩৬টি পাঠশালা গ্রহণ করেন, ইহাতে প্রায় ৬০০ ছাত্র ছিল। ৫৭টি পাঠশালার পরিদর্শনের ভার রাজা রাধাকান্ত দেবের হস্তে সমর্পিত হয়, ইহাতে ১,১৩৬ জন ছাত্র বিদ্যাভ্যাস করিত।

১৮৩০ খৃঃ অব্দে হিন্দু স্কুল ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সমবেত হইয়া হেয়ার সাহেবকে একখানি অভিনন্দন পত্র সমর্পণ করেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির যত্নে এই কার্য্য সম্পন্ন হয়। বাঙ্গালীগণ যাহাতে ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে তাহার জন্য কোনরূপ শিক্ষালয় স্থাপন করিবার জন্য এক্ষণে বিশেষ আগ্রহান্বিত হইলেন। এই সময়ে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। হেয়ার সাহেব প্রায়ই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন„ প্রস্তাবিত সময়ে এতদ্দেশীয়দিগকে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য একটি কলেজ স্থাপন করিবার প্রস্তাব হয়। বেণ্টিঙ্ক এ দেশের একজন প্রকৃত হিতৈষী ছিলেন; হেয়ার সাহেব তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়া, মেডিকেল কলেজ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এতদ্দেশীয়েরা মৃতদেহ স্পর্শ বা ছেদন করিবে কি না, তদ্বিষয়ে অনেকেই সন্দিহান হইলেন; চিরন্তন ধর্ম্মহানির আশঙ্কা করিয়া কেহ হিন্দুদিগের নিকট এ বিষয়ের প্রস্তাব করিতেও সাহসী হইলেন না। মধুসূদন গুপ্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে হেয়ার সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "মধু! শব ব্যবচ্ছেদ সম্বন্ধে হিন্দুদের কি কোন আপত্তি হইবে?"

মধুসূদন উত্তর করিল, আপত্তি উপস্থিত করিলে পণ্ডিতেরা বিচারে তাঁহাদিগকে পরাজিত করিবেন।

হেয়ারের মুখ প্রসন্ন হইল, কহিলেন, আমি কল্যই লর্ড বেণ্টিঙ্কের নিকট যাইয়া এ বিষয় বলিব।

১৮৩৫ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হইল। মধুসূদন গুপ্ত প্রথমে শব ব্যবচ্ছেদ করিয়া সাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ হইলেন; তাঁহার প্রতিকৃতি মেডিকেল কলেজে অদ্যাপি আছে। হেয়ারের উত্তেজনায় অনেক ছাত্র হিন্দু কালেজ ও তাহার নিজের স্কুল হইতে মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হইল। হেয়ার এই কলেজের কার্য্য-সম্পাদক হইলেন। তিনি প্রতিদিন মেডিকেল কলেজে আসিয়া, ইহার তত্ত্বাবধান করিতেন। এতদ্ব্যতীত চিকিৎসালয়ে যে সমস্ত রোগী থাকিত, যথানিয়মে তাহাদের শুশ্রূষা করিতেন। কিরূপে রোগীরা আরামে থাকিতে পারে, তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। হেয়ার এই সকল কার্য্যে কিছুমাত্র বিচলিত বা অসন্তুষ্ট হইতেন না। তিনি পরের উপকার উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, পরের উপকার সাধিত হইলে তিনি জীবনের সার্থকতা অনুভব করিতেন।

ডেভিড হেয়ার স্বদেশীয় ও বিদেশীয় সকলের শ্রদ্ধাস্পদ হইয়াছিলেন। এই সময়ে আমাদের সমাজের স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতির জন্য বিশেষ যত্ন হইতে থাকে। বাঙ্গালী ও ইংরেজ এ উদ্দেশ্য সাধনার্থ একত্র সম্মিলিত হন। ১৮২০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে কলিকাতায় জুবিনাইল সোসাইটি নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সভা স্ত্রী-শিক্ষার ভার গ্রহণ পূর্ব্বক কলিকাতার শ্যামবাজার, জানবাজার ও ইটিলিতে এক একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। রাজা রাধাকান্ত দেব স্ত্রী-শিক্ষার একজন প্রধান উৎসাহ দাতা ছিলেন। তিনি এই সময়ে স্ত্রী-শিক্ষা-বিধায়ক নামে একখানি পুস্তক রচনা করিয়া, উক্ত সভায় দান করেন। এই পুস্তকে প্রদর্শিত হয় যে, নারীজাতিকে শিক্ষা দেওয়া উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদিগের চিরন্তন ধর্ম্ম। প্রাচীন সময়ে অনেক নারী সুশিক্ষিতা ছিলেন। এক্ষণে স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিলে আমাদের দেশের বিস্তর মঙ্গল হইবে। সভা এই পুস্তক মুদ্রিত করিবার সঙ্কল্প করেন। সভার স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির চেষ্টা নিষ্ফল হয় নাই; ক্রমে এ বিষয়ের উৎকর্ষ হইতে থাকে। হেয়ার সাহেব নিয়মিতরূপে অর্থ দিয়া সভার সাহায্য করিতেন। বালকদিগের শিক্ষাকার্য্যের ন্যায় বালিকাদিগের শিক্ষা-কার্য্যের প্রতিও তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল।

প্রসিদ্ধ মিশনরী কেরি ও মার্শমান সাহেব একটী সভা স্থাপনপূর্ব্বক বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করেন। ডেভিড হেয়ার এই

সভায় নিয়মিতরূপে চাঁদা দিতেন। যাহাতে সাধারণে স্বাধীনভাবে সংবাদপত্রে লিখিতে পারে, তজ্জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করেন। কুলিদিগকে তাহাদের অসম্মতিতেও দূর দেশে পাঠান হইত। এইরূপ অনেকগুলি কুলিকে মরিস্‌স্ দ্বীপে পাঠাইবার জন্য কলিকাতায় আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল; হেয়ার সাহেব এই বিষয় অবগত হইয়া পুলিসের সাহায্যে তাহাদিগকে বিমুক্ত করেন।

হেয়ার প্রতিদিন বেলা দশটার সময় পাল্কিতে স্কুল ও কলেজ দেখিতে আসিতেন। তাঁহার পাল্কিতে একটি ক্ষুদ্র ঔষধালয় ছিল; ইহাতে সমুদয় প্রয়োজনীয় ঔষধ সজ্জিত থাকিত। তিনি স্কুলে আসিয়া প্রথমে উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির বইখানি দেখিতেন। যে যে বালক অনুপস্থিত থাকিত, অবিলম্বে তাহাদের অনুসন্ধানে বহির্গত হইতেন, কেহ বাড়ীতে পীড়িত থাকিলে, যথাযোগ্য ঔষধ দিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেন। যে সকল বালক অর্থাভাবে পড়িতে পারিত না, তিনি তাহাদিগকে অর্থ দিয়া সাহায্য করিতেন। যাহারা গ্রাসচ্ছাদনের সংস্থানে অসমর্থ, তাহাদিগকে অন্ন বস্ত্র দিয়া বিদ্যাভ্যাস করাইতেন। পটোলডাঙ্গায় স্কুল সোসাইটীর স্কুলের ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তকাদির ব্যয় তিনি আপনা হইতে দিতেন। যাহারা সুশিক্ষিত হইয়া বিদ্যালয় হইতে বাহির হইত, তিনি তাহাদিগকে কর্ম্ম দিয়া সংসারী করিয়া তুলিতেন। ১৮৪২ অব্দের ৩১শে মে রাত্রিতে ইঁহার ওলাউঠা রোগে মৃত্যু হয়।

হেয়ারের মৃত্যু-সংবাদে সকলে গ্রে সাহেবের বাটীতে আসিতে লাগিলেন। সকলের মুখই বিবর্ণ, ক্রমে সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হইল। ডেভিড হেয়ারের দেহ স্বাভাবিক বেশে সজ্জিত হইয়া শবাধারে স্থাপিত ছিল। এই দিন আকাশমণ্ডল ঘোরতর মেঘে আচ্ছন্ন ছিল, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল; তথাপি সাধারণে তাঁহার শবের অনুগমন করিতে কিছুমাত্র কাতর হইল না। ১লা জুন সন্ধ্যার প্রাক্কালে হেয়ারের দেহ যথানিয়মে হিন্দুকলেজের সম্মুখে সমাহিত হইল। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা প্রত্যেকে এক একটী টাকা চাঁদা দিয়া, তাঁহার সমাধির উপর একটি সুদৃশ্য স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া দিল। এই টাকা এত অধিক হইয়াছিল যে, শেষে কতক চাঁদা আদায় করা আবশ্যক হইল না।

বাঙ্গালা দেশের কৃতবিদ্যগণ ডেভিড হেয়ারের স্মরণার্থ অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার একটি প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। ঐ দেখুন, সেই প্রতিমূর্ত্তি হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজের মধ্যভাগে অবস্থিত রহিয়াছে।

এই সময়ে একটি সুন্দর ছেলে বাহিরে আসিল। ছেলেটীর বয়স অতি অল্প ; কিন্তু এমন ফিটফাট বাবু সাজিয়াছে, এমন কেতা-সই চুল ফিরাইয়াছে এবং এমন ভঙ্গীর সহিত কালাপেড়ে কোঁচান ধুতির কোঁচা বাম হস্তে ধরিয়া আছে, যে দেবগণ অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। নারায়ণ কহিলেন "বাবু! কোন্ ক্লাশে পড় ?" বালক বলিল, "বাবুজ ক্লাশে পড়ি" বলিয়া, হাস্য করিয়া চলিয়া যাইল।

ইন্দ্র। বাবুজ ক্লাশ কি বরুণ ?

বরুণ। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের এক একটা ক্লাশ বা শ্রেণীতে মধ্যে মধ্যে এত বালক হয় যে, একজন শিক্ষক পড়াইয়া উঠিতে পারেন, না সুতরাং স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া ঐ শ্রেণীকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলা হয়। তাহার নাম হয় প্রথম ও দ্বিতীয় (সেক্সন) বিভাগ। ঐ সময় ভাল ছেলেগুলিকে প্রথম ও বকাটে বাবু ছেলেগুলিকে দ্বিতীয় বিভাগে লওয়া হয়। ঐটি দ্বিতীয় বিভাগের ছাত্র ; ছাত্রদিগকে শিক্ষকেরা সময়ে সময়ে উপহাসচ্ছলে বাবু বলিয়া ডাকেন। সেই হইতেই ক্লাশের নাম বাবুজ ক্লাশ

ব্রহ্মা। আহা! পিতা মাতা বালকগণের বিদ্যাশিক্ষার্থে বিদ্যালয়ে দিয়া যথেষ্ট খরচপত্র করিতেছেন ; কিন্তু ছেলেরা যে অল্প বয়সে বাবু সাজিয়া অধঃপাতে যাইতেছে, তাঁহারা সে বিষয়ের কি সন্ধান রাখেন না ?

বরুণ। ঐ বাবু-ছেলেদের পিতা মাতার টাকার অসদ্ভাব নাই। তাঁহারা অর্থোপার্জ্জন কিংবা জ্ঞানোপার্জ্জন উদ্দেশ্যে বালকগণকে বিদ্যালয়ে পাঠান না। গাড়ী ঘোড়া রাখা, চিড়িয়াখানা করা যেমন বড় লোকের সক, ছেলে সাজাইয়া স্কুলে পাঠান, ইহাও একটি সকের মধ্যে। নচেৎ পিতা মাতা স্বহস্তে বালকগণকে বাবু সাজাইয়া বিদ্যালয়ে পাঠাইবেন কেন ? তাঁহাদের অনেকে মনে করেন, কত তপস্যা ক'রে নীলকান্তমণি কোলে পেয়েছি ; বাছা আমার লেখা পড়া শিখুক, আর না শিখুক, নির্ব্বোধ হয়ে বেঁচে থাকুক।

ইন্দ্র। ছিঃ! ছিঃ! তাহা হইলে সেই সমস্ত পিতা মাতা বড় নির্ব্বোধের ন্যায় কার্য্য করিতেছেন। তাঁহারা কি জানেন না—লক্ষ্মী চিরদিন এক স্থানে থাকেন না, অতএব আজ যদি তিনি তাঁহাদিগকে ছেড়ে পালান—নির্ব্বোধ নীলকান্তমণি নিয়ে কি ক'র্‌বেন ? বিষয়ী হইলে বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে উপেক্ষা করিতে হইবে—এই বা কোন্ কথা ? সকলেই কি অর্থোপার্জ্জন উদ্দেশ্যে

বিদ্যাশিক্ষা করিয়া থাকে? বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানোপার্জ্জন। অতএব পিতা মাতার উচিত, বালকেরা সে বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে; তদ্বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা। বালকগণ যদি বাল্যকাল হইতে সৎশিক্ষা ও সদুপদেশ প্রাপ্ত না হয়, পিতা মাতা সঞ্চয় করিয়া কুবের ভাণ্ডার রাখিয়া যাইলেও তাহারা দুই দিনে উড়াইয়া দিবে।

ব্রহ্মা। বরুণ! আমাকে প্যারীচরণ সরকারের জীবনচরিত বল?

বরুণ। প্যারীচরণ সরকার ১৮২৩ খৃঃঅব্দের ২৩শে জানুয়ারি কলিকাতাস্থ চোরবাগানে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ভৈরবচন্দ্র সরকার ইনি প্রথমে হেয়ার স্কুল, পরে হিন্দু স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করেন। ইনি অত্যন্ত প্রতিভাশালী থাকায় প্রতিবৎসর পারিতোষিক পাইতেন এবং কয়েক বৎসর কলেজের একটী ছাত্রবৃত্তিও ভোগ করিয়াছিলেন। কলেজ পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে হুগলীর ব্রাঞ্চ স্কুল, পরে বারাসত গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রথম শিক্ষকের কাজ করেন তৎপরে হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহার পর প্রেসিডেন্সি কলেজের সাহিত্য-শাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি "চোরবাগান প্রিপারেটারী স্কুল" নামক একটী মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক দুঃখী বালককে স্কুলের বেতন ও পুস্তকাদি দান করিতেন। ইনি নিজ পাড়ায় একটী বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং বেঙ্গল টেম্পারেন্স নামক একটী সুরাপান-নিবারণী সভা করেন। এতদ্ব্যতীত হিতৈষী নামক পত্রিকার ও এডুকেশন গেজেটের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। ইনি বহুমূত্র রোগে ১৮৭৫ খৃঃ অব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর প্রাণত্যাগ করেন। ইঁহার প্রণীত ফার্ষ্ট বুক, সেকেণ্ড বুক প্রভৃতি অনেকগুলি পুস্তক বাঙ্গালীর ছেলেদের ইংরাজী শিক্ষার প্রথম সোপান।

দেবগণ হেয়ার স্কুল হইতে যখন হিন্দু স্কুল দেখিতে যান, এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাদের হস্তে লাল ছাপান কাগজ দিল। তাঁহারা কাগজ পাঠ করিয়া দেখেন লেখা রহিয়াছে—

"বৈকুণ্ঠবাসী" সংবাদপত্র। আগামী চৈত্র মাস হইতে বাহির হইবে। ইহাতে রাজনৈতিক, সামাজিক, সমস্ত বিষয় থাকিবে। কলিকাতার গ্রাহকগণ ১৷৹ ও মফঃস্বলে মাশুলসহ ২ টাকায় পাইবেন। আমরা গ্রাহকগণের নাম নম্বর ডায়ারি করিয়া রাখিতেছি, তাহার কারণ পরে

লটারী হইবে। লটারিতে ৬০ জন লোককে নিম্নলিখিত মত দ্রব্য দেওয়া হইবে। যে প্রথম হইবে, ১২ হাজার টাকা আয়ের এক তালুক। যে দ্বিতীয় হইবে, ১২ মাসে ৬০০ শত টাকার তালুক। যে তৃতীয় হইবে, ৩ শত টাকার তালুক ইত্যাদি। তদ্ভিন্ন লটারিতে দিবার জন্য এই প্রকার দ্রব্যাদি মজুত আছে—৮০০০ টাকার কোম্পানীর কাগজ, ৫০০০ টাকার একটি শ্বেত হস্তী। কলিকাতার ১৫ থানা ভাড়াটে বাড়ী ও এক রাজকন্যা ইত্যাদি।

ব্রহ্মা। এ বোধ হয় জুয়াচোর।

বরুণ। তা আবার একবার ক'রে ব'লতে? এখন নাম দিয়েচে বংশীধর মণ্ডল,—পরে ২০।৩০ হাজার টাকা হাত ক'রে শ্রীদাম ঘোষ হইয়া বাগবাজার হইতে শ্যামবাজারে গিয়া বাস করিবে।

সেই সময় কয়েকজন পথিক যাইতেছিল—কহিল, "মহাশয়, আমি একবার বিজ্ঞাপনে দেখি ৮০০ পাতার ভাল মহাভারত ১॥০ টাকায় দিতেছে। তদ্দৃষ্টে মূল্য পাঠাইলে ॥০ আনা দামের বটতলার এক মহাভারত গিয়া উপস্থিত হইল।"

আর একজন কহিল, 'আমি একবার বিজ্ঞাপনে দেখি, আট থানা দামের অমূল্যনিধি নামক পুস্তক ক্রয় করিলে একটি টাইমপিস্ পাইব। আটআনা দাম পাঠাইলাম—পুস্তক যাইল, টাইমপিসের কৌটার মত একটি কৌটাও যাইল। আহ্লাদে খুলিয়া দেখি, কৌটার মধ্যে পাথরের কুচি পোরা। পোরা। পত্র লেখায় উত্তর দিলে—পোষ্ট আফিসেরা ঐ কাজ করিয়াছে।"

আর একজন কহিল, "আপনি ত যাহা হউক কিছু পেয়েছেন। আমি একবার একখানা পুস্তকের বিজ্ঞাপন দেখে আড়াই টাকা পাঠাই। সে আড়াই টাকা জলে গেল—তার উপরে আট দশ আনার পোষ্ট কার্ড খরচ ক'রে উত্তর চাহিলাম, তাহাও গেল। উত্তর পর্য্যন্ত দিলে না।"

এখান হইতে যাইয়া বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! কলেজ স্কোয়ারের উত্তরাংশে ঐ যে একটি সুন্দর থামওয়ালা একতালা বাড়ী দেখিতেছেন, উহার নাম হিন্দুস্কুল। হিন্দুস্কুলের পূর্ব্ব দিকে ঐ যে দোতালা সুন্দর বাড়ী দেখা যাইতেছে, উহার নাম সংস্কৃত কলেজ। ১৮২৫ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে এই বাটী নির্ম্মিত হয়।

পিতামহ সংস্কৃত কলেজ দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বরুণ তাঁহাদিগকে লইয়া কলেজের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কহিলেন "সুবিখ্যাত পণ্ডিত

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পূর্ব্বে এই কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই কলেজটী ১৮২৩ অব্দে স্থাপিত হয়।"

ব্রহ্মা। সুবিখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কে? আমাকে বল।

বরুণ। ইনি ১৭৪২ শকে অধুনা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পাঠশালায় লেখা পড়া শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং আট বৎসর বয়ঃক্রম কালে কলিকাতায় আইসেন। ১৮২৯ অব্দে ইনি সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। কলেজের মধ্যে ইনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন; পিতার অবস্থা মন্দ থাকায় পাঠাবস্থায় ইঁহাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। ১৮৩৬ অব্দে ইনি দার পরিগ্রহ করেন। ১৮৪১ অব্দে সংস্কৃত কলেজের পাঠ শেষ করিয়া ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ৫০ টাকা বেতনে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৪৬ অব্দে বেতালপঞ্চবিংশতি নামক পুস্তক মুদ্রিত করেন। ঐ অব্দের এপ্রেল মাসে ইনি পূর্ব্বোক্ত বেতনে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ প্রাপ্ত হন। ইহার পর বাঙ্গালার ইতিহাস ইঁহার দ্বারা প্রচারিত হয়। ১৮৪৯ অব্দে ৮০ টাকা বেতনের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান কেরাণীর পদে নিযুক্ত হন। এই সময় জীবনচরিত পুস্তক মুদ্রিত এবং ইহার কিছুদিন পরে বোধোদয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৮৫০ অব্দে ইনি ৯০ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৮৫১ অব্দে ১৫০ টাকা বেতনে ঐ কলেজের অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন। এই সময়ে ইনি উপক্রমণিকা, ব্যাকরণ কৌমুদীর প্রথম ভাগ প্রচার করেন এবং ইহার এক বৎসর পরে উক্ত ব্যাকরণ-কৌমুদীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। ১৮৫৪ অব্দে ইনি বাঙ্গালা ভাষায় অভিজ্ঞান-শকুন্তলা লেখেন এবং বিধবা-বিবাহের প্রথম পুস্তক প্রচার করেন। ১৮৫৫ অব্দে ঐ পুস্তকের দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশিত হয়। ইহার প্রার্থনানুসারে ১৮৫৬ অব্দে গবর্ণমেণ্ট বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক ১৫ আইন প্রবর্ত্তিত করেন। ১৮৬৫ অব্দে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রথম বিধবাবিবাহ করিয়াছিলেন। হিন্দুরা এই সময় বিদ্যাসাগরের উপর চটিয়া উঠেন, কিন্তু ইনি তাহাতে ভীত না হইয়া আরো অনেকগুলি বিধবা-বিবাহ দিয়া ফেলেন। বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিতে গিয়া ইনি গুরুতর ঋণজালে জড়িভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ইঁহাকে বিস্তর অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন; কিন্তু

তথাপি ইঁহার প্রায় ৫০ হাজার টাকা ঋণ থাকে।

১৮৫৫ অব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর এবং নদীয়া জেলার ইনস্পেক্টরের পদ প্রাপ্ত হন। ইহার পর বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা এবং চরিতাবলী প্রচারিত হয়। ১৮৫৭ অব্দে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নিযুক্ত হন এবং তৎপর বৎসর গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। ইহার পর মহাভারতের উপক্রমণিকা বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত হয় এবং ব্যাকরণ-কৌমুদীর চতুর্থ ভাগ ও সীতার বনবাস মুদ্রিত হয়। ১৮৬৩ অব্দে আখ্যানমঞ্জরী প্রচার করেন এবং ইহার দুই চারি বৎসর পরে উক্ত পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগও প্রচারিত হয়। ১৮৬৮ অব্দে মেঘদূতের টীকা মুদ্রিত করেন। ইহার পর ভ্রান্তিবিলাস, টীকা সহিত উত্তর-চরিত এবং অভিজ্ঞানশকুন্তলা প্রকাশিত হয়। ১৮৭১ অব্দে ইনি কুলীন কন্যাদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া বহুবিবাহ নামক গ্রন্থ প্রচার করেন। অনেকগুলি পণ্ডিত এই পুস্তকের বিপক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক লেখায় ইনি তাঁহাদের মত খণ্ডনার্থ বহুবিবাহ গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগও প্রচার করিতে বাধ্য হন। ইনি নিজ গ্রামের উপকারার্থ তথায় একটি বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গ্রামস্থ অনাথদিগকেও মাসিক বৃত্তি দিয়া থাকেন। ইনি দরিদ্র বালকদিগকে স্বয়ং বেতন দিয়া বিদ্যাশিক্ষা করাইয়া থাকেন এবং তাহাদের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে স্বয়ং রাত্রি জাগরণ করিয়া সেবা শুশ্রূষা করেন। ইঁহার প্রধান কীর্ত্তির মধ্যে কলিকাতা মেট্রপলিটন বিদ্যালয়। ইঁহার দ্বারা দেশের যে কতদূর উপকার হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। দেশে শিক্ষা বিস্তারে ইঁহার যত্ন অসাধারণ। গবর্ণমেণ্টও ইঁহার বিবিধ সদ্‌গুণের জন্য ইঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকেন। ইহার সুন্দর পুস্তকালয়ে বিবিধ মূল্যবান্ গ্রন্থ সংগৃহীত আছে। *

ইন্দ্র। পরে বিদ্যাসাগরের পদে কে নিযুক্ত হন ?

বরুণ। মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন। তারানাথ তর্কবাচস্পতি এই কলেজে ব্যাকরণ শিক্ষা দিতেন, এবং ভরতচন্দ্র শিরোমণি এই কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। শিরোমণি একজন উৎকৃষ্ট স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন।

* ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।—সম্পাদক।

ব্রহ্মা। বরুণ! কি নাম ব'ল্লে, মহিষচন্দ্র নাজরত্ন ?

বরুণ। আজ্ঞে না, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন।

ব্রহ্মা। বরুণ! তুমি আমাকে ভরত শিরোমণির বিষয় সংক্ষেপে বল।

বরুণ। ইনি চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী কলিকাতার দক্ষিণ লাঙ্গলবেড়ে নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি দাক্ষিণাত্য বৈদিক। বাল্যকালে চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করেন, তৎপরে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। এই কলেজ হইতে ইনি প্রশংসাপত্র পাইয়া কিছুদিন—কমিটির পণ্ডিত হন, তৎপরে জজপণ্ডিত হইয়া কিছুকাল ছাপরা ও অন্যান্য কয়েকটী জেলায় পরিভ্রমণ করেন। ইহার পর সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। কাম্বেল সাহেবের রাজত্বকালে ইঁহার পেন্সন হয়। অনেকদিন পর্য্যন্ত সেই পেন্সন ভোগ করিয়া ১২৮৫ সালের ২২শে অগ্রহায়ণ কয়েক দিনের সামান্য জ্বরে এবং বক্ষবেদনায় আন্দাজ ৭০।৭৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পুত্র পৌত্র এবং প্রপৌত্র রাখিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। ইঁহার মূর্ত্তি অতি সৌম্য ছিল, বর্ণ গৌর, দেখিলে ঋষি বলিয়া বোধ হইত। স্মৃতিশাস্ত্রে ইঁহার প্রগাঢ় বিদ্যা ছিল। ইনি একজন অদ্বিতীয় স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ছিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্রীয় ব্যবস্থার সন্দেহ হইলে লোকে ইঁহার দ্বারা মীমাংসা করাইয়া লইত। ইনি ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা বিষয়ে প্রমাণস্থল হইয়া উঠিয়াছিলেন। ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কারাদি শাস্ত্রেও ইঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইঁহার সম্ভ্রমের পরিসীমা ছিল না। এমন কি, একপত্নী ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। স্বভাব অতি উত্তম ছিল। ইনি অমায়িক, সরল ও মিষ্টভাষী এবং বঙ্গের একজন প্রাতঃস্মরণীয় লোক ছিলেন। হিন্দু সমাজ ইঁহার নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী। সুপ্রসিদ্ধ সোমপ্রকাশ সম্পাদক ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ এই কলেজে সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকরণ শিক্ষা দিতেন।

ব্রহ্মা। বরুণ! আমাকে দ্বারকানাথের জীবন-চরিত বল।

বরুণ। দ্বারকানাথ চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী চিংড়িপোতা গ্রামে ১৭৪২ শকে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন; ইঁহারা দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইঁহার পিতা স্মৃতিশাস্ত্রে ও ব্যাকরণে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বিষয় বিভব তাদৃশ ছিল না। সামান্যমাত্র ব্রহ্মোত্তর ভূমি ভিন্ন অন্যপ্রকার ভূসম্পত্তি ছিল না। ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বৃত্তিই তাঁহার প্রধান জীবনোপায় ছিল। দ্বারকানাথ ১১ বৎসর পর্য্যন্ত পিতার নিকট ও সর্ব্বানন্দ

সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। ১২ বৎসর বয়সের সময় ইঁহার পিতা ইঁহাকে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। ১১।১২ বৎসর ইনি সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, জ্যোতিষ, ন্যায় ও বেদান্ত অধ্যয়ণ করেন। প্রত্যেক অধ্যক্ষই ইঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। বাল্যকালে ইনি পিতাকে অত্যন্ত ভয় করিতেন, সেই জন্য অসঙ্গত কিংবা অসৎকর্ম্মের আচরণে সাহসী হইত না। ইঁহার অসৎসঙ্গে অর্থাৎ মন্দ লোকের সংসর্গে আজীবন অত্যন্ত ঘৃণা ছিল। এই ঘৃণা তাঁহার জীবদ্দশায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস পায় নাই। ইনি যাহাকে অসৎ বলিয়া জানিতেন তাহার উপর আন্তরিক চটিয়া যাইতেন এবং তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। ইনি যে বৎসর সংস্কৃত কলেজে প্রথম হইয়া প্রথম ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হন, সেই বৎসর উক্ত কলেজে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া প্রচলিত হওয়ায় ইনি আরো এক বৎসর থাকিয়া ইংরাজী শিক্ষা করেন। পরে নিজের পরিশ্রমে ইংরাজী ভাষা উত্তমরূপ শিক্ষা করিয়াছিলেন। কলেজ পরিত্যাগ করিয়া ইনি কিছু দিন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সিবিল সার্ব্বেণ্ট পড়াইতে আরম্ভ করেন। তৎপরে সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের দ্বিতীয় অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ইহার পর হইতে বিদ্যাভূষণ মহাশয় ৩৭ বৎসর পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। মধ্যে কিছুদিন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অবসর গ্রহণ করিলে ইনি তাঁহার কার্য্য করিয়াছিলেন। ১২৮০ সালে ইনি পেন্সন গ্রহণ করেন। ইঁহার অধ্যাপনা সময়ে দুই চারিটি ঘটনা ঘটে, তন্মধ্যে সোমপ্রকাশ প্রকাশ একটি প্রধান ঘটনা। সারদাপ্রসাদ নামক সংস্কৃত কলেজের একটি বধির ছাত্রের ভরণ-পোষণের জন্য বিদ্যাসাগর ও বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রভৃতি পরামর্শ করেন যে, সোমপ্রকাশ নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির করিয়া সারদা-প্রসাদকে ঐ কাগজের সম্পাদক করা হইবে। আমরা সকলে লিখিব, যাহা লাভ হইবে, সারদাপ্রসাদকে প্রদান করিব। এইরূপ প্রস্তাব হইলে সারদা-প্রসাদ বর্দ্ধমানের মহারাজের মহাভারত অনুবাদকের পদ পাইয়া চলিয়া যাইলেন; সুতরাং সোমপ্রকাশ আপাততঃ স্থগিত রহিল। এই সময় বাঙ্গালায় ভাল সংবাদপত্র না থাকায় বিদ্যাসাগর একদিন বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রভৃতিকে ডাকিয়া পুনরায় সোমপ্রকাশ প্রকাশের প্রস্তাব করেন। সকলে লিখিবেন স্বীকার করেন এবং বিদ্যাভূষণ মহাশয় সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। সকলেই কিছু দিন লিখিয়া অবসর গ্রহণ করিলে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের স্কন্ধেই সমস্ত

ভার পড়িল। যখন সোমপ্রকাশ প্রথম প্রচারিত হয়, কলিকাতা চাঁপাতলায় ছাপাখানা ছিল। ১৮৫২ অব্দে মাতলা রেলওয়ে খোলা হইলে তিনি তাঁহার ছাপাখানা নিজবাটী চিংড়িপোতায় লইয়া যান। চিংড়িপোতায় ছাপাখানা লইয়া যাওয়ার উদ্দেশ্য এই,—ইনি দেখিলেন, অনেক বালক কর্ম্মাভাবে অলস ও দুশ্চরিত্র হইতেছে। তিনি ঐ সমস্ত বালককে কিছু কিছু জলপানিস্বরূপ দিয়া ছাপাখানার কাজ শিখাইতে আরম্ভ করেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রসাদে হরিনাভি অঞ্চলে বিস্তর লোক কম্পোজের কাজ করিতেছে এবং কলিকাতায় এমন ছাপাখানা নাই, যেখানে দুই একজন ঐ প্রদেশের কম্পোজিটার নাই। ইঁহার যত্নে মিউনিসিপালিটীর সুবন্দোবস্ত হয় এবং ইনি নিজ ব্যয়ে হরিনাভিতে একটি উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি বিলক্ষণ দাতা ও পরোপকারী ছিলেন; কিন্তু দান ও পরোপকার এমনভাবে করিতেন, সাধারণে তাহা প্রচার হইত না। প্রচার হইলে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। বাঙ্গালা ভাষায় সুপদ্ধতিক্রমে ও সুরুচিসহকারে সংবাদপত্র প্রচার প্রথা ইনি প্রথমে দেখাইয়া দেন। ইনি গ্রীস ও রোম রাজ্যের দুইখানি বিস্তৃত ইতিহাস লিখিয়া মুদ্রিত করেন। তদ্ভিন্ন বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীর পাঠোপযোগী কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন; যথা—নীতিসার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়; বিশ্বেশ্বর বিলাপ, ও উপদেশমালা ১ম ও দ্বিতীয় ভাগ, সাংখ্যদর্শন এবং ভূষণসার ব্যাকরণ। বিদ্যাভূষণ পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সত্যনি', ও মিতব্যয়ী ছিলেন। মিতব্যয়িতাগুণে ইনি নিজের অবস্থা বিলক্ষণ উন্নতি করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইনি বড় তেজস্বী ছিলেন এবং চাটুকারদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। সমাজ সংস্করণ বিষয়ে ইঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। ইনি বৈদিক জাতির কুলপ্রথা অনুসারে বিবাহ দেওয়া রহিত করেন এবং ইঁহার দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া অনেকেই সেই পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইঁহার বহুমূত্র রোগনিবন্ধন স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। স্বাস্থ্যের জন্য জব্বলপুরের অন্তর্গত সাতনা নামক স্থানে যাইয়া বাস করিতেছিলেন। তথায় ১২৯৩ সালের ৮ই ভাদ্র বেলা দুই প্রহরের সময় গলদেশে দুষ্ট ব্রণ হওয়ায় কলেবর পরিত্যাগ করেন। ইনি অত্যন্ত গম্ভীরপ্রকৃতি ছিলেন এবং সর্ব্বদাই বিদ্যার আলোচনা করিতে ভাল বাসিতেন। সোম-প্রকাশে ইঁহার যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত, তাহা পাঠ করিয়া অনেকে বাঙ্গালা শিখিয়াছেন। ইনি কল্পদ্রুম নামক একখানি প্রসিদ্ধ মাসিকপত্র প্রচার করেন।

ব্রহ্মা। ইহার চেহারা তোলা আছে ?

বরুণ। না, ইনি তাহাতে বড় নারাজ ছিলেন। গাম্ভীর্য্য ইহার মনের স্বাভাবিক ভাব ছিল। বৃথা আমোদ প্রমোদে কখন সময় যাপন করিতেন না; গ্রন্থের মধ্যে ইতিহাস, জীবনচরিত, মনোবিজ্ঞান ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি গাম্ভীর্য্যরসপূর্ণ গ্রন্থই পড়িতে ভাল বাসিতেন। হালকা বিষয় পড়িয়া তৃপ্তি পাইতেন না। তাঁহার প্রকৃতি এমন গম্ভীর ছিল যে, বাড়ীর লোক পর্য্যন্ত সহসা তাঁহার সমীপে যাইতে সাহসী হইতেন না। তাঁহার প্রকৃতি রূঢ় বা কর্কশ ছিল না; এমন কি, তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রদিগকেও কখন "তুই" বলিয়া সম্বোধন করিতে শুনা যায় নাই, অথচ কেহ সহসা তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইতেন না। তিনি যখন নির্জ্জনে চিন্তা করিতেন, তখন তাঁহার মাতাও হঠাৎ গিয়া কোন কথা বলিতে সঙ্কুচিত হইতেন। বড় লোকের মা বড় হইয়া থাকে। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মাতা অতিশয় উদার-হৃদয়া রমণী ছিলেন।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের চরিত্রের আর একটী গুণ ছিল—ন্যায়পরতা। নিজে যাহার যাহা প্রাপ্য, তাহা কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া দিতেন। এবং অপরেও তাহাদের দেয় কড়ায় গণ্ডায় দেন এই ইচ্ছা করিতেন এবং সে বিষয়ে ক্রুটী দেখিলে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। যে সকল কর্ম্মচারী স্বীয় কর্ম্মে মনোযোগী, তিনি তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইতেন, এবং যথাসাধ্য তাহাদের উন্নতি করিতেন; কিন্তু যাহারা কর্ত্তব্য পালনে উদাসীন, তাহারা অতি নিকট আত্মীয় হইলেও তাহাদিগকে ক্ষমা করিতেন না ও তাহাদিগকে দেখিতে পারিতেন না। কেহ অপরের প্রতি অন্যায় করিতেছে দেখিলে তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। অনেক সময় দুর্ব্বলের পক্ষ হইয়া অন্যায়কারীর দমন করিবার চেষ্টা করিতেন। একবার তাঁহার প্রতিবেশিনী একজন অনাথা বিধবা স্ত্রীলোকের কিছু জমী কাড়িয়া লইবার জন্য একজন ধনী লোক চেষ্টা করেন। স্ত্রীলোকটীর সহিত বিবাদ হওয়াতে তাহারা কয়েকজনে একদিন তাহাকে প্রহার ও অপমান করিবার জন্য তাহার ঘরে প্রবেশ করে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের আচরণের বিষয় শুনিয়া বিরক্ত হইয়াছিলেন। এক দিন তিনি নিজের ঘরে বসিয়া লিখিতেছেন, এমন সময় ঐ বিধবার পুত্রটি ছুটিয়া আসিয়া বলিল "বড় বাবু! আমার মাকে কয়েক জনে ঘরে ঢুকিয়া মারিতেছে।" বিদ্যাভূষণ মহাশয় শুনিবামাত্র নিজ কনিষ্ঠকে ডাকিয়া লইয়া ঐ বিধবার গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং সেখানে পৌঁছিয়া নিজ সহোদরকে ঐ দুর্বৃত্তদিগকে সমুচিত

প্রহার করিতে অনুমতি দিলেন। তৎপরে বোধ হয় রাজদ্বারেও তাহাদিগকে দণ্ডিত করিয়াছিলেন।

এইরূপ অন্যায়কারীর প্রতি বিরাগ থাকাতে অনেক লোকের সঙ্গে তাঁহার শত্রুতা হইত; কিন্তু তিনি যাহাদিগকে শাস্তি দিতেন, তাহারাও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার ন্যায়পরায়ণতার আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। তিনি ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইয়াছিলেন। ধনীদিগের নিকট ব্রাহ্মণপণ্ডিত যে বৃত্তি পান, তাহা লওয়া তাঁহার পক্ষে অন্যায় বলিয়া মনে করিতেন। এইজন্য সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকদিগের নামে যে সকল বৃত্তি আসিত, তাহাতে তাঁহার যে অংশ থাকিত, তাহা তিনি লইতেন না। এরূপ শুনিয়াছি একবার বর্দ্ধমান রাজবাড়ী হইতে কিংবা অন্য কোন মহাবিভবশালী ব্যক্তির বাড়ী হইতে অনেকগুলি মূল্যবান দ্রব্য ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বৃত্তিরূপে তাঁহার নামে প্রেরিত হইয়াছিল। তাঁহার পরিবারস্থ সকলে সেই সমুদয় মূল্যবান্ বস্তু রাখিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি কোনমতেই রাখিতে দিলেন না, প্রেরয়িতার মর্যাদা রক্ষা করিয়া সেই সমুদয় দ্রব্য ফিরাইয়া দেওয়া হইল। মহারাণী স্বর্ণময়ীর ভূতপূর্ব্ব কার্য্যাধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্ধ রাজীবলোচন রায় মহাশয়ের ইঁহার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি অনেকবার অনেক প্রকারে বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বৃত্তি দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই। তিনি কোন বিপন্ন ব্যক্তির উপকারার্থ রাজীববাবুর নিকট পত্র দিলে তিনি তাহার যথেষ্ট সাহায্য করিতেন; এবং যাহাকে পত্র দেওয়া অনাবশ্যক বোধ করিতেন, স্বয়ং যথাসাধ্য তাহাকে সাহায্য করিয়া বিদায় করিতেন।

তাঁহার আর একটী গুণ ছিল—শ্রমশীলতা। রাত্রি ১১টা। ১২টা বাজিয়া গিয়াছে, পরিবার পরিজন সকলেই নিদ্রিত, তখনও বিদ্যাভূষণ মহাশয় অধ্যয়ন করিতেছেন। আবার প্রাতে ৪টা হইতেই তাঁহার ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে; তিনি উঠিয়া লিখিতেছেন। তিনি যত সুস্থ ও সবল ছিলেন, চারি ঘণ্টার অধিক কাল কখনই নিদ্রা যান নাই। অতি প্রত্যুষে উঠিয়া পরিবারস্থ সকলকেই জাগাইতেন। প্রথমে পুত্রকন্যাদিগকে তুলিতেন, তৎপরে ভ্রাতা ও ভগিনীদিগকে প্রত্যেকের নাম ধরিয়া ডাকিয়া জাগাইতেন। সকলকে না তুলিয়া নীচে নামিয়া আসিতেন না। আলস্য তিনি দেখিতে পারিতেন না—অলস ও অকর্ম্মণ্য লোককে যেরূপ ঘৃণা করিতেন, চোর

ডাকাতকে তত ঘৃণা করিতেন না। সর্ব্বদাই বলিতেন—"উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ—উদ্যোগশীল পুরুষসিংহকেই লক্ষ্মী আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। যাহার উদ্যোগ নাই, সে সংসারে লক্ষ্মীছাড়া হয়।"

এই সকল গুণে বিদ্যাভূষণ মহাশয় সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি—সোমপ্রকাশ। এই সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়া তিনি এদেশে সংবাদপত্রের পুনর্জ্জন্ম দিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে যে দুই একখানি বাঙ্গালা খবরের কাগজ ছিল, তাহাতে কেবল কবিতা ও ছড়া ও লোকের গালাগালি প্রকাশ হইত। তিনি প্রথমে এ দেশের লোককে গম্ভীরভাবে রাজনীতির আলোচনা করিতে শিখাইলেন। ১৫।২০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যখন পরিশ্রমে সমর্থ ছিলেন, তখন সোমপ্রকাশ সর্ব্বাগ্রগণ্য কাগজ ছিল। গবর্ণমেণ্ট ইহার মতামত মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিতেন, লোকেও ইহার মত কি, জানিবার জন্য উৎসুক থাকিত। পরিশেষে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বার্দ্ধক্য ও শরীরের অসুস্থতা নিবন্ধন সোমপ্রকাশের আর সে দশা ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত যেমন বাঙ্গালা ভাষার জন্মদাতা, বিদ্যাভূষণ মহাশয় সেইরূপ বাঙ্গালা সংবাদপত্রের জন্মদাতা। এজন্য এ দেশের লোক চিরদিন ইঁহার নিকট ঋণী থাকিবেন।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আর এক সদ্‌গুণ ছিল। তাঁহার কাপুরুষতা ছিল না। নিজের শ্রম ও চেষ্টাতেই উন্নতি করিব, এই প্রতিজ্ঞা তাঁহার অন্তরে অত্যন্ত প্রবল ছিল। জীবনে কখন কাহারও তোষামোদ করেন নাই। বড় বড় ধনীর শত্রুতা দেখিয়া এক দিনের জন্য ভীত হন নাই; সহস্র প্রতিবন্ধকতাসত্ত্বেও কর্ত্তব্য পালনে এক দিনের জন্য পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহার স্বাধীন-চিত্ততার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। স্বীয় গ্রামে একটি ভাল ইংরাজী স্কুল হয়, এই ইচ্ছাতে তিনি প্রথমে একজন ধনীর সহিত মিলিত হইয়া উক্ত ধনীর তত্ত্বাবধানস্থিত একটি স্কুলের উন্নতি সাধনে নিযুক্ত হন। কিছু দিন পরে দেখিলেন যে, সেখানে স্বাধীনভাবে স্কুলের উন্নতি করা দুষ্কর; সে স্কুলটি ভাল হইবার নহে। তখন নিজে একটি উৎকৃষ্ট দরের ইংরাজী-সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। ইহাতে গ্রামের ধনীদিগের অনেকে তাঁহার প্রতিপক্ষ হইলেন; কিন্তু তিনি সে দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া নিজ ব্যয়ে ও ব্যবস্থার গুণে উক্ত স্কুলটিকে একটি প্রথম শ্রেণীর স্কুল করিয়া তুলিলেন। সে জন্য মাসে মাসে তাঁহাকে অনেক অর্থব্যয় করিতে হইত। ঐ স্কুলটির দ্বারা তাঁহার গ্রামের ও

পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলের যে কত উপকার হইয়াছে, তাহার বর্ণনা হয় না। ইনি সংস্কৃত কলেজে যে বেতন পাইতেন, তাহা প্রায় ঘরে যাইত না, হরিনাভি স্কুলের শিক্ষকগণের বেতন দিতে ফুরাইয়া যাইত। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন "অল্প বেতনভোগী শিক্ষকগণের বেতন ফেলিয়া রাখিলে উঁহাদের বাটির পরিবারবর্গের বিশেষ কষ্ট হইবে।" ইনি স্বাধীন ব্যবসায় বড় ভাল বাসিতেন এবং লোককে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিবার উপদেশ দিতেন।

ইন্দ্র। সংস্কৃত কলেজে কি শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়?

বরুণ। না, কলেজে ইংরাজী শিক্ষাও দেওয়া হইয়া থাকে। এখানে বাঙ্গালী শিক্ষকদিগের দ্বারা বি. এ. পর্য্যন্ত পড়ান হয়। উপরতালায় একটি সুন্দর পুস্তাকালয় আছে, তাহাতে বিস্তর সুন্দর সুন্দর পুস্তক রক্ষিত আছে।

ইন্দ্র। আমি ইংরাজ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলি দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। প্রজাগণকে বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা জ্ঞান দান করা রাজার প্রধান কার্য্য; অতএব ইংরাজরাজ এই কার্য্যের দ্বারা মহৎ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছেন। বরুণ! বাঙ্গালায় কতগুলি ইংরাজ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় আছে, আমাকে বিশেষ করিয়া বল এবং কোন্ সময়েই বা দেশে ইংরাজী বিদ্যালয় সকল প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় জানিতে ইচ্ছা করি।

বরুণ। ১৮১৪ অব্দের জুলাই মাসে চুঁচুড়ায় প্রথম ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মে সাহেব নামক একজন খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক ঐ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। কলিকাতায় সবুবরূণ সাহেব কর্ত্তৃক প্রথমে ইংরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। ইনি একজন ফিরিঙ্গি; সুতরাং ফিরিঙ্গির দ্বারা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রথম সূত্রপাত হয়। বঙ্গদেশে প্রেসিডেন্সি, হুগলী, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর ও সংস্কৃত কলেজ নামক গবর্ণমেণ্টের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি কলেজ আছে। তদ্ভিন্ন ইঁহাদের সাহায্যকৃত কলেজও অনেকগুলি আছে। যথা,—সেণ্ট জেভিয়ার্স, ফ্রিচর্চ্চ, জেনারল এসেমব্লি, ক্যাথিড্রাল মিসন, ডবটন এবং লণ্ডন মিসন কলেজ।*

ইন্দ্র। ছাত্রগণ ভালরূপ পরীক্ষা দিলে তাহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া হয়?

* এক্ষণে ফ্রিচর্চ্চ ও এ জেনালের এসেম্‌ব্লি ইন্‌ষ্টিটিউশন মিলিত হইয়া স্কটিশচর্চ্চেস্ কলেজ হইয়াছে ও ক্যাথিড্রাল মিশন উঠিয়া গিয়াছে।—সম্পাদক।

বরুণ। গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট উৎসাহ দেন; তদ্ভিন্ন প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ নামক একজন পারশিবণিক্ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইলক্ষ টাকা দান করেন। ঐ টাকার সুদ হইতে বার্ষিক ১৮০০ টাকার একটি বৃত্তি প্রদত্ত হয়; তদ্ভিন্ন প্রেসিডিন্সি কলেজের বি, এ উপাধি প্রাপ্ত ছাত্রদিগের গুণানুসারে সাতটি বৃত্তি এক বৎসরের জন্য প্রদত্ত হইয়া থাকে। ঐ সকল বৃত্তির মধ্যে বর্দ্ধমানের ছাত্রবৃত্তি মাসিক ৫০ টাকা, দ্বারকানাথ ঠাকুরের মাসিক ৫০ টাকা, বার্ড্ ৪০ টাকা, রায়েন ৭০ টাকা। হিন্দুকলেজের জন্য তিনটি, প্রত্যেকটি ৪০ টাকা করিয়া দেওয়া হয়। বি. এ পরীক্ষায় প্রথম হইলে ঈশানচন্দ্র বসুর মাসিক ৫০ টাকা ছাত্রবৃত্তি প্রদত্ত হইয়া থাকে। সকল কলেজের ছাত্রেরাই এই বৃত্তি লইতে পারেন।

নারা। মুসলমান বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য কি কোন স্বতন্ত্র বিদ্যালয় আছে?

বরুণ। কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজ নামক একটি বিদ্যালয় আছে। এখান হইতে মুসলমান ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিয়া থাকে। কলিঙ্গা ব্রাঞ্চ নামক ঐ বিদ্যালয়ের একটি শাখা-স্কুল আছে। উভয় বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্টের অনূ্যন ৩৫৪১৫ টাকা ব্যয় হয়। হুগলীতে একটি মাদ্রাসা আছে। উহাতে গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক ৩৬০০ টাকা সাহায্য করিয়া থাকেন। হাজি মহম্মদ মহসীনের প্রদত্ত মূলধনের সুদ হইতে ব্যয়ের অধিকাংশ প্রদত্ত হইয়া থাকে।

ইন্দ্র। গবর্ণমেণ্ট প্রজার হিতার্থ অপর কোন শাস্ত্রের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন?

বরুণ। পূর্ত্তকার্য্যাদি শিক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা দেশে একটি মাত্র কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহার নাম সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। এই কলেজের ব্যয়ার্থ গবর্ণমেণ্টকে ২৭০৯৩ টাকা দান করিতে হয়।

ব্রহ্মা। ইংরাজরাজের শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া দেখিয়া বিশেষ সুখী হইলাম।

এই সময় চাপকান গাত্রে মাষ্টারের দল স্কুল হইতে বাহির হইলেন। পিতামহ কহিলেন, “বরুণ! এঁরা কারা?”

বরুণ। ইহারা স্কুল-মাষ্টার।

ব্রহ্মা। চেহারা ও মুখের ভাবে দেখা যাচ্ছে বড় ভদ্র। আহা! মুখগুলি সব শুক্‌নো শুক্‌নো।

বরুণ। মুখগুশানোর আর অপরাধ কি, দশটার সময় এসেছেন আর এ পর্য্যন্ত কেবল চীৎকার ক'রে পড়াইয়াছেন। শুদ্ধ কি পড়ান? বালকগণের মকদ্দমা মামলা শুন্‌তে শুন্‌তে জালাতন হয়েছেন। বাড়ীতে দেখেছেন ত— চারি পাঁচটা ছেলে থাকলে বাপ মার কত কষ্ট, আর ইঁহাদের একপাল ছেলে আগলাতে হয়, এ কি কম কষ্ট!

নারা। মাষ্টারদের কিছু উপরি আছে?

বরুণ। উপরি—চেয়ারে ঠেশ দিয়ে একটু আধটু ঘুমান, তাও কি ছেলে-গুলোর চ্যাঁ ভ্যাঁতে হবার যো আছে?

ব্রহ্মা। মাষ্টারদের উপরি নাই কেন? ছেলেরা হাতে খড়ি দিলে কি কলাপাত ধ'র্‌লে ত সিদে পান ও দোলে র'থে পার্ব্বণী পান।

বরুণ। সে গুরুমহাশয়েরা, ইঁহারা কেন? ইঁহারা দশটায় আসেন চারটেয় যান। ইঁহারা সব বড় লোক, তিন চারিটা পাশ করা। এক এক জনের মাইনে একশ দেড়শ টাকা।

ব্রহ্মা। হবে; কালে সকলেরই পরিবর্ত্তন দেখচি। নচেৎ তিন চারি টাকার বেশী ত কোন গুরুমহাশয় মাইনে পান নি।

দেবগণ এখান হইতে যাইয়া একটী বাজারের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা দেখেন—নানাপ্রকার ফল মূল, তরিতরকারি ও মৎস্যাদি বিক্রয় হইতেছে। বাজারের চতুর্দ্দিকের দোকানে হাঁড়ি, কলসী, বেণে-মসলা বিক্রয় হইতেছে। নারায়ণ কহিলেন "বরুণ! এ বাজারটীর নাম কি?"

বরুণ। ইহার নাম মাধব বাবুর বাজার। এই বাজারটী ইউনিভারসিটি সিটি বিল্ডিংয়ের ঠিক দক্ষিণে। কলুটোলা-নিবাসী বাবু মাধবচন্দ্র দত্ত এই বাজারটী সংস্থাপন করায় ঐ নাম হইয়াছে। এক্ষণে মৃত গুরুদাস দত্তের পুত্রগণ এই বাজারের অধিকারী।

দেবগণ দেখেন—মেছুনিরা স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া বাজারে বসিয়া মৎস্য বিক্রয় করিতেছে এবং বাজারে যে সমস্ত লোক আসিতেছে, তাহাদিগকে আদর করিয়া ডাকিতেছে—"ও বাবু, ও থ্যাংরাগুঁপো লম্বামুখো বাবু, ভাল মাচ নিয়ে যাও; জিয়ান্ত মাচ, এখনও লাফাচ্ছে।" দেবগণ দেখেন— কতকগুলি লোক মৎস্য দর করিতেছিল, দরে বনিবনাও না হওয়াতে যেমন তাহারা পশ্চাৎ ফিরিয়া প্রস্থান করিবার উদ্‌যোগ করিতেছে, অমনি মেছুনী মাগীরা তাহাদিগের গাত্রে আঁইস-জল ছিটাইয়া দিয়া কহিতেছে,—"একটু আঁস

জল মেখে যাও, মাচ ত কিন্তে পাল্লে না, তবু এই আঁস-গন্ধে যদি ভাত গালে উঠে।"

উপ। কর্ত্তা-জেঠা! আমি একটু আঁস-জল মেখে আস্‌বো?

ব্রহ্মা। কেন?

উপ। অরুচি মত হয়েচে, ঐ আঁস-গন্ধে যদি চাট্টি ভাত গালে উঠে।

নারা। আহা! উপ'র আমাদের দিন দিন সূক্ষ্মবুদ্ধি খুল্‌চে। বরুণ, অপর রাস্তা দিয়া চল। মেছুনী মাগীরা বড় দুষ্ট, ওদিক্ দিয়ে যাইবার আবশ্যকতা নাই। মাগীগুলো অত সোণা পেলে কোথায়?

বরুণ। অনেক বাবু উহাদের সঙ্গে—। এই বাজারটীর আয় যথেষ্ট। এখানে প্রায় সকল প্রকার দ্রব্যাদি পাওয়া যায়।

এই সময়ে এক ব্যক্তি "চানী চুর ভাজি ভুড় কড়াকড়ি বোলে" স্বর করিয়া হাঁকিতে হাঁকিতে চলিয়া যাইল।

দেবগণ মেডিকেল কলেজের নিকট উপস্থিত হইলে পিতামহ কহিলেন, "বরুণ! এ বাড়ীটি কি?"

বরুণ। ইহার নাম মেডিকেল কলেজ বা চিকিৎসাবিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে বালকদিগকে ইংরাজী চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয়। কলেজটী ১৮৩৫ অব্দে সংস্থাপিত হইয়াছে। বাঙ্গালায় একটী মেডিকেল কলেজ ও চারিটী মেডিকেল স্কুল আছে।

ইন্দ্র। ভিতরে প্রবেশাধিকার আছে?

"আছে" বলিয়া জলাধিপতি তাঁহাদিগকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং বাম পার্শ্বের এক স্থানে যাইয়া পিতামহ দেখেন—যম সেই স্থানে উপস্থিত! তাঁহাকে দেখিয়া যম প্রণাম করিলেন।

ব্রহ্মা। যম! তুমি যে এখানে?

যম। আজ্ঞে, সম্মুখে দেখুন আমার মাল বোঝায়ের জন্য গুদামঘর। গুদামে বিস্তর মাল ঠাসা রহিয়াছে; চালান দিলেই হয়। যখন কলিকাতায় আসিয়াছি, তখন গুদাম ঘরটা একবার দেখে না গেলে হয় না। আমার বিস্তর কাজ, এক্ষণে প্রস্থান করি। কারণ শিয়ালদার গুদামে যেতে হবে।

যম অদৃশ্য হইলে পিতামহ চাহিয়া দেখেন, গৃহে বিস্তর রোগীর আমদানী

হইয়াছে। রোগীর মধ্যে কোনটার শ্বাস হইয়াছে। কোনটা গোঙ্গাইতেছে। বিস্তর নূতন নূতন রোগী রহিয়াছে, কাহারও পা ডাক্তারেরা করাত দিয়া কাটিতেছে, কাহারও হাইড্রোসিল্ কাটিবার জন্য ১০।১৫ জন ডাক্তার রোগীটাকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া কি উপায়ে অস্ত্র বসাইবে তাহার মতলব করিতেছে।

উপ। বরুণ-কাকা! ওরা কি তরমুজ হাঁসাচ্চে?

নারা। ভাল বরুণ! রোগীগুলোকে যে অমন ক'রে কাট্‌চে, উহাদের কি যন্ত্রণা বোধ হ'চ্চে না?

বরুণ। কাটিবার অগ্রে ক্লোরোফরম করিয়া অচৈতন্য করিয়া ফেলে, সুতরাং রোগীরা কোন কষ্ট অনুভব করিতে পারে না।

ইন্দ্র। সার্থক অস্ত্র চিকিৎসা! অত বড় জিনিসটা কাট্‌লে দেখ!

বরুণ। দেখুন ঠাকুরদা! এই স্থানের নাম ফিভার হাঁসপাতাল। এখানে নানা রকমের রোগীদিগকে চিকিৎসা করা হয়। কোন নূতন রকমের রোগী পাইলে এখানকার চিকিৎসকগণ যত্নের সহিত চিকিৎসা করিয়া থাকেন। এই মেডিকেল কলেজে অনেকগুলি অধ্যাপক আছেন। তাঁহাদের এক এক জনের উপর এক এক রোগ দেখিবার ভার অর্পিত আছে। ঐ অধ্যাপক-দিগের অধীনে আবার এক একজন করিয়া অ্যাসিষ্টাণ্ট অর্থাৎ বাঙ্গালী সরকারী ডাক্তার আছেন। তাঁহারাই রোগী দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করেন এবং রোগ নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইলে অধ্যাপককে আনিয়া দেখান। অধ্যাপকেরা বেলা ৬টা হইতে ৯টা পর্যন্ত সহকারী ডাক্তারদিগের প্রদত্ত ঔষধের ব্যবস্থাপত্র সকল দেখিয়া ভাল মন্দ বিচার করেন।

নারা। বরুণ! এক একজন ডাক্তারের সঙ্গে ২০।২৫টী করে ছেলে ঘুরে বেড়াচ্চে কেন? এত ছেলে জুটালে কোথা হতে?

বরুণ। ছেলেরা সব এই মেডিকেল কলেজের ছাত্র। এই ছাত্রেরা শিক্ষকের সহিত আসিয়া রোগীদিগকে ঔষধ খাওয়ায়, ক্ষত স্থান ধৌত করিয়া ঔষধ লেপিয়া দেয়। রোগিগণ মনে করে, ইহারাই আমাদের পেটের ছেলে। ফলতঃ ইহারা অসময়ে পুত্রের কাজ করিয়া থাকে। কিন্তু এই সময় হইতেই মানুষ মারা শিক্ষা করে?

উপ। বরুণ-কাকা! তুমি বল্লে অসময়ে পুত্রের কাজ করে তবে কি মুখাগ্নি পর্য্যন্ত করিয়া থাকে ?

নারা। ভাল বরুণ। রোগীগুলো মলে কিঁ করে ?

বরুণ। মলে মৃতদেহ মেডিকেল কলেজের মধ্যে লইয়া যায়। তথায় লইয়া গেলে চামকাটারা যেমন মরা গরু পেলে চতুর্দ্দিকে বসিয়া চামড়াখানা কাটিয়া লয়, তদ্রূপ ছেলেরা ঐ মৃতদেহটাকে পরিবেষ্টন করিয়া দেহের মধ্যে কোথায় কোন শিরা আছে কাটিয়া দেখে। ইহাদের দেখা শেষ হইলে ঐ মৃতদেহ কাম্বেল হাঁসপাতালে প্রেরিত হয়, তথাকার বাঙ্গলা ক্লাসের ছাত্রেরা আবার দেখে। তাহাদের দেখা শেষ হইলে লাস জ্বালাইবার হুকুম দেওয়া হয়। আবার সময়ে সময়ে কলেজের মুর্দ্দাফরাসেরা চুণের জলে দেহ পচাইয়া কঙ্কালগুলি লয় ও যেখানকার যে হাড়—ঠিক করিয়া তারে গাঁথিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে! এই ফিভার হাঁসপাতালের নীচে বাঙ্গালী, উপরে ইংরাজ রোগীরা বাস করে।

এখান হইতে বাহির হইয়া দেবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন "বরুণ! বাহিরে দেখা যাইতেছে ওটা কি ?"

বরুণ। উহার নাম মিডুইফরি ওয়াড অর্থাৎ অসহায় স্ত্রীলোকদিগের প্রসব করাইবার স্থান। ঐ স্থানে কয়েকজন বিবি দাই আছেন। কোন স্ত্রীলোকের প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইলে ঐ বিবি দাইয়েরা প্রসব করাইয়া থাকেন। তাঁহাদের অসাধ্য হইলে প্রথমতঃ ছাত্রগণ, পরে আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন্ এবং তৎপরে অধ্যাপক আসিয়া দেখেন। তাঁহাদের সকলের অসাধ্য হইলে শমন আসিয়া হাত দেন।

এখান হইতে সকলে মেডিকেল কলেজের হলে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন এই দালানটীতে বেথুন সোসাইটী বসিয়া থাকে এবং এই হলে কলেজের এনাটমির লেক্‌চার অর্থাৎ দেহতত্ত্ব সংক্রান্ত বক্তৃতা হয়।

এখান হইতে তাঁহারা অপর গৃহে যাইয়া দেখেন, ছেলেরা টেবিলের উপর আস্ত আস্ত মড়া ফেলিয়া কাটিয়া কাটিয়া দেখিতেছে, অধ্যাপক নিকটে বসিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। পিতামহ কহিলেন "বরুণ! এ স্থান হইতে পালাই চল।"

বরুণ। আজ্ঞে চলুন।

তৎপরে দেবগণ চিত্রশালার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন—কাচের মধ্যে

আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য মৃতদেহ সকল সাজান রহিয়াছে। কাহারও দুই মাথা, কাহারও চারি হস্ত কাহারও দুই অঙ্গ একত্র করা কাহারও বানরের মত আকৃতি ইত্যাদি। ইহার পর তাঁহারা অপর একদিকে গিয়া দেখেন—বড় বড় বোতলের মধ্যে নানাজাতীয় মৃত সর্প স্পিরিটে ডুবান রহিয়াছে। পরে হাঁসপাতালের মধ্যে প্রবেশ করিলে দেবরাজ বাড়ীটির সৌন্দর্য্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন "দেখ বরুণ। কলিকাতার মধ্যে আমি যত ব্যড়ী দেখিয়াছি তন্মধ্যে এইটীকেই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বলিয়া বোধ হইতেছে। ইহার মোটা মোটা থামগুলি তিন তালা পর্য্যন্ত উঠায় এবং চতুর্দ্দিকে বারাণ্ডা থাকায় আরো সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

ব্রহ্মা। বরুণ! মেডিকেল কলেজ হইতে চল। আর মড়া কাটা দেখিবার আবশ্যকতা নাই। হিন্দুরা সহজে এ কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছে দেখিয়া আমি বড় বিস্মিত হইলাম।

বরুণ। প্রথমে কি কেহ জাতি যাইবার ভয়ে সহজে এ কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ডাক্তার মধুসূদন গুপ্ত প্রথমে এই কলেজে ভর্ত্তি হইয়া পথ দেখান। তৎপূর্ব্বে বাঙালীমাত্রেই ইংরাজী চিকিৎসাকে ঘৃণা করিতেন। ইংরাজ ডাক্তারেরা প্রথমে মধুসূদন গুপ্তকে ডাক্তার হইতে দেখিয়া ইংরাজী বাদ্য বাজাইয়া তাঁহার সম্মান করিয়াছিলেন। অদ্যাপি এই মেডিকেল কলেজে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি আছে। এক্ষণে মেডিকেল কলেজের ছাত্রসংখ্যা খুব বেশী হইয়াছে।

বরুণ এখান হইতে দেবগণকে লইয়া চুণাগলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন এই স্থানে ফিরিঙ্গিরা বাস করে। এই স্থানই তাঁহাদিগের হোম অর্থাৎ বিলাত। এই চুণাগলিতে বিস্তর বেশ্যাও বাস করে। এ স্থানটী খালাসীদিগের মদ্যপান ও বেশ্যা লইয়া আমোদ করিবার প্রধান আড্ডা।

দেবগণ দেখেন—রাস্তায় কাল কাল স্থূলকায় পেট মোটা মাগীগুলো ঘাগরা পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেবতারা যেমন তাদের প্রতি চাহেন, অমনি তাহারা এক মুখ দন্ত বাহির করিয়া হাসিয়া কহে কম হিয়ার—

ব্রহ্মা। বরুণ। মাগীগুলো বলে কি?

বরুণ। কে জানে মদ খেয়ে কি বলচে!

নারা। বরুণ। বিস্তর কুৎসিত ও কদাকার চেহারা দেখচি—এমন মূর্ত্তি ত কুত্রাপি দেখি নাই। মাগীগুলো ঐ বেশে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া

থাকিলে পেত্নী বলিয়া ভয় হয়।

এই সময় জাহাজের খালাসিয়া দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইল। মাগী গুলো তাহাদিগের এক একটাকে যেন লুপে নিয়ে অদৃশ্য হইল।

উপ। বরুণ-কাকা! এখান হতে চল ; মাগীগুলো মিন্সে-ধরা।

বরুণ দেবগণকে গলি ঘুজির মধ্যে দিয়া হাড়কাটা গলির মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করিলেন।

ব্রহ্মা। বরুণ! এ বাড়ীটি কাহার ?

বরুণ। বড়ালদের।

ব্রহ্মা। ইংরাজরাজ্যে সকলই অদ্ভুত।

বরুণ। এতে আর অদ্ভুত হলো কি ?

ব্রহ্মা। অদ্ভুত নয়! বেড়ালেরা এমন সুন্দর ও এত বড় বাড়ী করলে এর চেয়ে আর অদ্ভুত কি হতে পারে।

বরুণ। আজ্ঞে বেড়াল নয় বড়াল।

কিছু দূর অগ্রসর হইয়া বরুণ কহিলেন "এই স্থানে যত বাঙ্গালী বেশ্যারা বাস করে। স্থানটি বদমায়েসীর প্রধান আড্ডা। আমাদের সৌভাগ্য যে বেশ্যামাগীরা এক্ষণে ঘুমাইতেছে। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া এই সময়ে মাগীগুলো ঘুমায় আবার সন্ধ্যাকালে সকলে উঠিবে এবং যাহার যেমন সম্বল সাজ গোজ করিয়া এই রাস্তাগুলায় ছুটাছুটি করিয়া তোলপাড় করিবে। ঐ সময়ে ইহারা কি ভদ্র কি ইতর যাহাকে পায় হাত ধরিয়া টানাটানি করে। ঐ সময়ে আবার এই ব্যবসায়ের দালালেরাও রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়।"

ব্রহ্মা। এ স্থানের নাম কি ?

বরুণ। আজ্ঞে এই স্থানে মহিষের শৃঙ্গ প্রভৃতি দ্বারা চিরুণী প্রভৃতি প্রস্তুত হওয়ায় স্থানটীর নাম হাড়কাটা গলি হইয়াছে।

উপ। বরুণ কাকা! এখান থেকে পলায়ে চল—আমার বড় ভয় করচে

বরুণ। তোর ভয় করচে কেন ?

উপ। ভাল ভাল লোকের মুখে শুনেছি এ রাস্তা দিয়ে লোক যাইলে দাঁত কেটে নেয়।

এই সময় দেবগণ দেখেন—একটী বাড়ী হইতে একজন শিখাধারী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পুত্রের সহিত বাহির হইলেন, উহাদিগের হস্তে বস্ত্রে বাঁধা নানাপ্রকার দ্রব্যসামগ্রী। উভয়ে তখন পাণ চিবাইতেছে। বৃদ্ধ কহিল "দেখলে বাবা!

কেমন যজমান করেছি? ইহারা বেশ্যা বটে; কিন্তু দিতে থুতে রাজা রাজড়ার অপেক্ষা ভাল। মেয়ের বাপ কেমন দাতা দেখলি? মাগী যা বল্লে তৎক্ষণাৎ তাই দিলে। ইহাকে পরিবার অপেক্ষাও ভাল বাসেন ও কথা শুনেন। বাবু বড় কম লোক নন, একজন উচ্চ বংশের বংশধর। বাড়ীতে অদ্যাপি দোল-দুর্গোৎসব হয়। উহার দান খয়রাতও যথেষ্ট আছে। এবার পূজায় আমাকে বিদায় দিতে চেয়েছেন। তোমাকে এনে সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিচ্চি, কি জানি কবে আছি কবে নাই। তুমি যদি এই সব যজমানের মন-যোগাইয়া চলিতে পার সুখে কাটাবে। কিন্তু সাবধান! দেশে এ কথা প্রচার করো না, লোকে একঘরে করে আমাদের জাতি মারিবে। আমি এ বৎসর একা একশত ঘর যজমানের বাড়ী কালীপূজা করেছি। তোমাকে শেখাই—বেশ্যা বাড়ীর পূজায় প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে ঘেঁটাইতে নাই, শুদ্ধ নমঃ নমঃ করিয়া ফুল ফেলিয়া যত কাজ সারিতে পার ততই ভাল।"

উহারা চলিয়া যাইলে পিতামহ কহিলেন, "বরুণ! ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কি বলিতেছেন?"

বরুণ। উহারা কোন পল্লীগ্রামের ভাল ব্রাহ্মণ। সংসার নির্ব্বাহার্থ বেশ্যাবাড়ীতে পৌরোহিত্য গ্রহণ করিয়াছে। সম্প্রতি যজমান কন্যার অন্নপ্রাশন উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছে। এবার পুত্রকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া যজমানদিগের সহিত পরিচয় করিয়া দিতেছে এবং কি উপায়ে বেশ্যালয়ে ক্রিয়া কর্ম্ম করিতে হয় তদুপদেশ দিতেছে।

ব্রহ্মা। হুঁ! কলিতে যাহা কিছু ঘটিবার সকলই ঘটিয়াছে আহা! বুড়ো বামুন মরিবার বয়েস এখনও শমনের ভয় নাই! মাথায় ত শিখাটিখা বেশ রেখেছে।

উপ। কর্ত্তা জেঠা! বলত ছুটে গিয়ে ওর শিখাটা ছিঁড়ে আনি।

ইন্দ্র। পাছে বৃদ্ধ বয়সে হঠাৎ মৃত্যু হইলে পুত্র এই সমস্ত যজমান জানিতে না পারে এই আশঙ্কায় পরিচয় দিতে আনিয়াছে।

এই সময় দেবগণ দেখেন—একটি বাড়ীর দরজা তালাবদ্ধ। বাটীর মধ্যে যেন দুই তিনটী স্ত্রীলোক বলাবলি কয়চে আমাদের মৃত্যুই ভাল, মনুষ্যজীবনের কোন সাধই আমাদের ভাগ্যে ঘটিল না। পিতা মাতা কুলীন দেখে বে দিলেন এর চেয়ে যদি জলে ফেলে দিতেন ভাল হত। আমাদের সুখ কি?

স্বামী পাবার যো নাই; সমস্ত রাত্রি তিনি বেশ্যাবাড়ী পড়ে আছেন। সন্তান সন্ততি নাই। সংসারের কাজ? তাই বা কি কাজ—তাঁরা যখন আসেন, কোঁচায় চাল, হাতে মাচ ও তরকারী, বগলে শালপাতা। স্বাধীনতা আমাদের এমন, পাশ দোরে পর্যান্ত তালা দিয়েছে। যে মিন্সেরা নিজে খারাপ তারা পরিবারকেও খারাপ দেখে।

নারা। বরুণ এ কি?

বরুণ। তিন ভ্রাতার তিন পরিবারে দুঃখের কথা কহিতেছে। এই তিন ভাই তিনটি বেশ্যার সখের উপপতি। উহাদের বেশ্যাকে কিছু দিতে হয় না; বরং বেশ্যারা প্রত্যহ একটি করে সিদে দেয়। আর মাস মাস ২০।২৫ টাকা করিয়া মাসহারা দেয়। তদ্ভিন্ন বেটাদের জুতা কাপড় যখন যাহা আবশ্যক, ঐ মাগীরা কিনে দেয়। বড়টাকে ৫০০ টাকা দিয়া তার বেশ্যা কাপড়ের দোকান ক'রে দিয়াছে। মিন্সেগুলোকে যদি দেখ, মাথায় চুল ফিরান, গায়ে পীরাণের উপর চোন ঘড়ী ব্যতীত বাহির হয় না।

নারায়ণ মৃদুস্বরে কহিলেন, "কলিকাতার এ ত বড় কম সুবিধা নয়। যাক্ বেটারা বাড়ী আসে কখন?"

বরুণ। বড়টা আসে রাত্রি ২৷৷০ টার সময়। মেজটা আসে ৩ টার সময় এবং ছোটটা আসে ঊষাকালে। আড়াইটে রাত্রির পর হইতে পাড়ার লোকের ঘুমাবার যো থাকে না। বেটারা এসে দ্বারে ঘন ঘন ঘা মারে, "ওগো দোর খোল" "দোর খোলো" শব্দে চীৎকার করে।

এখান হইতে তাঁহারা বৌবাজারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন—নানা দ্রব্যের দোকান-শ্রেণী। দোকানের মধ্যে মিষ্টান্নের দোকানই অধিক। বরুণ কহিলেন, "এই বাজারের সন্দেশ বড় বিখ্যাত। এখানে অনেক বাঙ্গালী দোকানদার খুচরা দ্রব্যাদি নিলামে ক্রয় করিয়া আনিয়া বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভ করিয়া থাকে। বাজারটীর অধিকারী বাবু মতিলাল শীল।"

এই সময় দেবগণ দেখেন—একটী লোক সন্দেশ কিনিয়া মুটে ভাড়া করিতেছে এবং কহিতেছে, "ওরে মুটে! কিছু মিষ্টদ্রব্য এবং কয়েক থান কাপড় লইয়া ভবানীপুরে আমার মেয়ের বাড়ী যেতে কি নিবি?" মুটে আট আনা চাহিল। লোকটি তাহার সহিত চারি আনা চুক্তি করিয়া সন্দেশ মাথায় তুলিয়া দিয়া বস্ত্র ক্রয় করিয়া দিতে চলিল।

বরুণ। পিতামহ! ডাক্তার সরকারের সায়েন্স সভা দেখুন।

ব্রহ্মা। ডাক্তার সরকার কে ?

বরুণ। ইঁহার নাম মহেন্দ্রলাল সরকার। এমন ডাক্তার কলিকাতায় দ্বিতীয় নাই ; ইনি হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করেন।* ইনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের একজন অত্যুৎকৃষ্ট ছাত্র। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে উক্ত কলেজের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। তদবধি ইনি অতি সুখ্যাতির সহিত এলোপ্যাথি চিকিৎসা করিতে থাকেন। পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্ররোচনায় ও রাজেন্দ্র দত্তের দৃষ্টান্তে ইনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আরম্ভ করেন, ও এ পর্য্যন্ত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিতেছেন। ইঁহার কলেরা পুস্তক হোমিওপ্যাথির একখানি শ্রেষ্ঠ পুস্তক। দেশে বিজ্ঞানচর্চার জন্য ইনি প্রাণপণ যত্ন করিতেছেন। ইঁহারই যত্নে কলিকাতা বিজ্ঞানসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভা বহুবাজারে অবস্থিত। ইহার দ্বারা দেশে বিজ্ঞানচর্চ্চার যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে।

পিতামহ! এই বহুবাজার বিড়ালের বের জন্য বিখ্যাত। কোন বিখ্যাত জমীদার এখানে একটা বেশ্যা রাখেন এবং ঐ বেশ্যার সখের বিড়ালের "বে" তে বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়া, বাটী যাইয়া স্ত্রীকে সগর্ব্বে কহেন. "আমার মত জমীদার কে আছে ? আমি একটা বিড়ালের "বে"তে এত টাকা খরচ করিয়া আসিলাম।" তৎশ্রবণে তাঁহার স্ত্রী কহিলেন, "এমন লোকও আছে যে বানরের "বে"তে তোমার বেড়ালের বের খরচ অপেক্ষা বিশ গুণ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।" বাবু তৎশ্রবণে কহিলেন, "তোমার মিথ্যা কথা, সে লোক কে ?" স্ত্রী শুনিয়া কহিলেন, "কেন আমার শ্বশুর,—তোমার "বে"তে ?

নারা। এখনও কি বিড়ালের পিতা বাবুর বিষয় আছে ?

বরুণ। আছে। বিস্তর টাকার বিষয়—সহজে যাবে না।

এখান হইতে সকলে বৌবাজার বৈঠকখানার মধ্যে যাইয়া প্রবেশ করিলেন এবং অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি দেখিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বরুণ কহিলেন, "প্রাতে ৭ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত এবং অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত এই স্থান সাধারণ দর্শকদিগের নিমিত্ত খোলা থাকে।"

এখান হইতে বহির্গত হইয়া পিতামহ কহিলেন, "বরুণ! বাসায় চল, আজ আর না।" দেবগণ তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া বাসাভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! আর্ট্ স্কুল দেখুন।"

---

* কয়েক বৎসর হইল ডাক্তার সরকারের মৃত্যু হইয়াছে।—সম্পাদক।

ব্রহ্মা। এ স্কুলে কি শিক্ষা দেওয়া হয়?

বরুণ। এখানে কারিগরি শিক্ষা দেয়—অর্থাৎ অঙ্কিত করা, ক্ষোদাই করা, প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি সকল পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নত আকারে অঙ্কিত হইয়া বাজারে বিক্রয় হইতেছে।

ব্রহ্মা। বেশ বেশ—বর্ত্তমান সময়ে চাকরীর যেরূপ অবস্থা, তাহাতে এইরূপ স্কুলের সংখ্যা যত বেশী হয় ততই ভাল। কলিকাতার সূত্রধর ও কর্ম্মকারের বিদ্যা শিক্ষা দিবার কোন স্কুল আছে?

বরুণ। আজ্ঞে না; ঐ স্কুল ঢাকা, রাঁচি, রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানে আছে।

ব্রহ্মা। সেখানে থাক্‌লে কি হবে? কলিকাতার মধ্যে দুই চারিটী থাকা উচিত।

এই সময় দেবগণ একটি বাড়ীর দ্বারের নিকট যাইয়া দেখেন—এক আশী বৎসরের বুড়ো,—চুলগুলি শাদা হইয়াছে, চক্ষে চশমা আছে, কহিতেছেন—"এ-এ-এ-তেওয়ারি! ছোট বাবু কোথায়?"

"আজ্ঞে, আজ শনিবার, তিনি বাগানে গিয়াছেন।"

"এ-এ-এ-মেজো, বড় ও সেজো বাবু?"

"আজ্ঞে, সকলেই বাগানে গিয়াছেন।"

"এ-এ-এ-আমি বুঝি একা বাড়ী থাক্‌বো? একখানা গাড়ী ডাক্‌।"

ইন্দ্র। বরুণ! বাগানে কি?

বরুণ। বাবুরা মোসাহেব ও বেশ্যা লইয়া গিয়া আমোদ করেন। কলিকাতার ধনী বাবুদের মধ্যে যাঁহার বাগান নাই বা যিনি বাগানে যান না, তিনি বাবুই নন। ঐ বাগানে বাবু যান, বাবুর রক্ষিতা বেশ্যা যান ও মোসাহেবরা যান। মোসাহেবদের সেবার জন্য মাছ মাংস ও খাদ্য দ্রব্যের সহিত ২।৪টে ভাড়াটে বেশ্যাও সঙ্গে লইয়া যাওয়া হয় এবং সমস্ত রাত্রি মদ, মাংস, বেশ্যা, পান, তামাক, তাস ও পাশা খেলার শ্রাদ্ধ হয়।

নারা। বুড়ো বেটার মরবার বয়েস, কিন্তু রস ত মরে নাই!

ইন্দ্র। রস মর্‌বে নিমতলার ঘাটে গেলে।

দেবগণ বাসার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখেন—পূর্ব্বপরিচিত সন্দেশ-ক্রেতা বাবু একটি দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উত্তম উত্তম বস্ত্র বাছিয়া স্তূপাকার করিয়া দর দস্তুর করিতেছেন। মুটে সন্দেশের হাঁড়ি কোলে করিয়া

দোকান-ঘরের বারাণ্ডায় বসিয়া আছে। বস্ত্রের দর করা শেষ হইলে বাবু মূটেকে দেখাইয়া কহিলেন, "ঐ আমার চাকর বসিয়া রহিল, আমি একবার চট্ ক'রে বাড়ী থেকে দেখাইয়া আনি" বলিয়া প্রস্থান করিলেন। দেবতারাও বাসায় যাইয়া প্রবেশ করিলেন। হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া গল্প করিতেছেন, এমন সময়ে শুনিলেন দোকানঘরে ভয়ানক গোলমাল। তাঁহারা তৎশ্রবণে বাহিরে আসিয়া দেখেন, লোকে লোকারণ্য। যে ব্যক্তি বস্ত্র খরিদ করিতেছিল, সে জুয়াচোর। মূটেকে ভৃত্য বলিয়া বসাইয়া রাখিয়া যাওয়ায় দোকানীরা যাইতে দিয়াছিল, এক্ষণে লোকটা আর ফিরিল না দেখিয়া মূটেকে ধরিয়া টানাটানি করিতেছে, "তুই বেটা বল্, তোর মনিবের বাড়ী কোথায়?" মূটে অবাক্ হইয়া কহিতেছে, "সে বেটা আমার সাতপুরুষের মনিব নয়। আমি মূটে; মূটেগিরি ক'রে দিন কাটাই; আমাকে চারি আনা দিয়ে ভবানীপুরে পাঠাবে চুক্তি ক'রে ডেকে আনাতেই সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিলাম, তার পর তোমাদের দোকানের মধ্যে গিয়া কি ব'লে কাপড় নিয়ে গেল—সে জানে আর তোমরা জান, আমি কি জানি।" দোকানী কহিল, "শালা জুয়াচোর প্রবঞ্চনা ক'রে প্রায় ৫০৷৬০ টাকা হাতিয়ে নিয়ে গেছে। নে, মূটে বেটার নিকট হইতে সন্দেশের হাঁড়িটে কেড়ে নে; শালা ত সর্ব্বনাশ ক'রেছেই, তবু মিষ্টিমুখ করা যাবে।"

ব্রহ্মা। বরুণ। এ কি? কলিকাতা ইংরাজ রাজধানী না বদমায়েসের আড্ডা!

দেবগণ বাসায় আসিলেন। উপ ইয়ারগণের বাসায় গেল। দেবগণ বসিয়া যখন কলিকাতার জুয়াচোর সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন উপ'র সমবয়স্কেরা এই গীতটি গাহিতেছিল।

এবার আমি বুঝব হরে।
ঐ যে ধ'রবো চরণ লব জোরে॥
পিতা পুত্রে দেখা হ'লে একটী কথা কব তারে।
সে যে পিতা হয়ে মায়ের চরণ হৃদে ধরে কোন্ বিচারে।
ভোলানাথের ভুল ধ'রেছি, বল্‌ব এবার যারে তারে।
ভোলা আপন ভাল চায় যদি সে চরণ ছেড়ে দেক আমারে॥
মায়ের ধন কি পায় না বেটায়, সে ধন নিলে কোন বিচারে।
ভোলা মায়ের চরণ ক'রে হরণ, মিছে মরণ দেখায় কারে॥

প্রসাদ বলে বল্‌বার নয় মা, ব'ল্লে পরে আপন পরে।
মায়ের ধনে পুত্রের দাবী, সে ধন দিলি তোর কোন বাবারে॥

দেবগণ গান শুনিয়া হাস্ত করিতে লাগিলেন। নারায়ণ কহিলেন, "ভোলাদার উপযুক্ত গান হয়েছে।"

ব্রহ্মা। বরুণ। আমাদের উপ'ও গান ক'র্‌চে নয়? ছোঁড়ার গলাটা ত মিষ্ট আছে, ওকে যাত্রার দলে দিলে হয়!

বরুণ। এক্ষণে ব্যবসার মধ্যে যাত্রার ব্যবসাতে একটু লাভ আছে, ও গেলে সে পথও ঘুচে যাবে।

ব্রহ্মা। বরুণ! ছেলেরা যে গানটা গাইলে, ঐ গানের শেষে ব'ল্‌চে—প্রসাদ বলে,—প্রসাদটা কে? এ ব্যক্তি উত্তম সঙ্গীত রচনা ক'রেছেন; ইহার বিষয় আমাকে বিশেষ করিয়া বল।

বরুণ। ইনি আন্দাজ ১৬৪৩ শকে হালিসহর পরগণার অন্তর্গত কুমার-হট্ট নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম রামরাম সেন। ইহারা জাতিতে বৈদ্য। রামপ্রসাদ বাল্যকালে বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পারস্য ও হিন্দি ভাষা সুন্দররূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে ইহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় সমস্ত সংসারের ভার তাঁর নিজ স্কন্ধে পড়ে, সুতরাং কলিকাতার কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়ীতে আসিয়া একটী মুহুরিগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হন। ইনি যে সমস্ত খাতা পত্রে জমীদারি হিসাবাদি লিখিতেন, অবসর পাইলেই ঐ খাতার চারি ধারে যে শাদা স্থান থাকিত, তাহাতে সঙ্গীত লিখিয়া পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতেন। এক দিন ইঁহার প্রভু ঐ খাতা দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হন, অবশেষে পাঠ করিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া রামপ্রসাদকে 'কেন তিনি দাসত্ব স্বীকার করিয়াছেন?' জিজ্ঞাসা করেন। রামপ্রসাদ তদুত্তরে সংসারের কষ্টের বিষয় জ্ঞাত করাইলে তিনি ত্রিশ টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি দিবেন প্রতিশ্রুত হইয়া দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দেন। এই বৃত্তি পাইয়া রামপ্রসাদ বাটী আসিয়া অহোরাত্র কেবল শক্তিবিষয়ক সঙ্গীত, সংকীর্ত্তন ও সাধন ভজনায় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এই সময় কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁহার গুণের কথা শুনিয়া সাক্ষাৎ করেন এবং গুণের পরীক্ষা লইয়া বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করেন। রাজা তাঁহাকে নিজের সভাসদ্‌ করিবার প্রস্তাব করিলে রামপ্রসাদ অসম্মত হন। যাহা হউক, রাজা ইহাতে অসন্তুষ্ট না হইয়া কবিরঞ্জন উপাধি ও এক শত বিঘা নিষ্কর ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন।

রাজদত্তভূমি ও উপাধি প্রাপ্ত হইয়া রামপ্রসাদ কৃতজ্ঞতাস্বরূপ একখানি বিদ্যাসুন্দর পুস্তক লিখিয়া রাজাকে উপহার প্রদান করেন। ইনি কালীকীর্ত্তন নামক একখানি কাব্যগ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন শিবকীর্ত্তন প্রভৃতি আরও কতকগুলি কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। ইঁহার কালীকীর্ত্তন গ্রন্থখানি অধিকতর উৎকৃষ্ট। ইঁহার সৃষ্ট নূতন সুর অতি সহজ অথচ শ্রুতিমধুর ও ভক্তিরসাত্মক। ইনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের প্রিয়পাত্র হইয়া এক সময় তাঁহার সহিত মুরশিদাবাদে যাইতেছিলেন। যখন তিনি ভাগীরথী-বক্ষে নৌকোপরি কালীনাম কীর্তন করিতেছিলেন, ঘটনা-ক্রমে নবাব সিরাজউদ্দৌলা সেই সঙ্গীত শ্রবণে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া গান করিতে আদেশ করেন। রামপ্রসাদ নবাবের প্রিয় হইবার ইচ্ছায় হিন্দিতে মুসলমান ধর্ম্মের গান করিতেছিলেন ; কিন্তু নবাব তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া কহেন, "না না—সেই কালী কালী গান কর।" রামপ্রসাদ তৎশ্রবণে কালীবিষয়ক গান করিলে নবাবের পাষাণ-হৃদয়ও দ্রবীভুত ও বিমুগ্ধ হইয়াছিল। ইঁহার কোন রোগে মৃত্যু হয় নাই, ভাবে মৃত্যু হইয়াছিল। মৃত্যুর দিন এক গলা গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া কয়েকটী শক্তিবিষয়ক গান করেন, সেই স্থলেই তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ হয়।

ব্রহ্মা। আহা! রামপ্রসাদ সাধু লোক ছিলেন।

নারা। উপ বেটা কত বাঙ্গালা পুস্তক জুটায়েছে দেখ! বরুণ, একখানা পাঠ কর শোনা যাক্।

বরুণ তৎশ্রবণে বাসবদত্তা লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। দেবগণ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শুনিয়া কহিলেন, "এ লোকটা একজন সুকবি বটে, ইঁহার জীবনবৃত্তান্ত বল।"

বরুণ। এই কবির নাম ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার। ইনি ১২২২ সালে নদীয়া জেলার অন্তর্গত বিল্বপুষ্করিণী নামক গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামধন চট্টোপাধ্যায়। মদনমোহন সংস্কৃত কলেজে বিদ্যা শিক্ষা করেন। ইনি এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় এক শ্রেণীতে পাঠ করিতেন এবং উভয়েই কলেজের মধ্যে উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। পাঠ্যাবস্থায় ইনি সংস্কৃত রসতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ করেন এবং বাসবদত্তা গ্রন্থখানি পদ্যে রচনা করিয়াছিলেন। ১২৫০ সালে ইনি পাঠ সমাপ্ত করিয়া কলিকাতার একটী বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে ১৫ টাকা বেতনে পণ্ডিত নিযুক্ত হন। ইহার পর ২৫ টাকা বেতনে বারাসতের স্কুলের প্রধান পণ্ডিতের পদ পান! তথায় এক বৎসর

মাত্র থাকিয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ৪০ টাকা বেতনে অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার পর ইনি ৫০ টাকা বেতনে কৃষ্ণনগর কলেজের প্রধান পণ্ডিত হইয়াছিলেন। তথায় এক বৎসর মাত্র কাজ করিয়া সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য-শাস্ত্রাধ্যাপকের পদে ৯০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। ১২৫৭ সালে মদন-মোহন শিশুশিক্ষা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাগ রচনা করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে ইনি মুরশিদাবাদের জজ পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হন। ঐ পদের বেতন ১৫০ টাকা। ছয় বৎসর কাল জজ পণ্ডিতের কাজ করিয়া ঐ স্থানের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন ; এই সময়ে ইনি মুর্শিদাবাদের হিতের জন্য মধ্যে মধ্যে সভা করিয়া বক্তৃতা করিতেন এবং বিধবা ও অনাথ বালকদিগের সাহায্যার্থে একটি দাতব্য সভা সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন ঐ স্থানে একটি অতিথিশালাও স্থাপন করেন। ১৮৬৫ সালে ১৫ আইন পাশ হয়। এই আইনের সার মর্ম্ম বিধবাবিবাহজাত পুত্রগণ পৈতৃক বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবে। এই আইন প্রচলিত হইলে মদনমোহন ঘটক হইয়া শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সহিত এক বিধবার বিবাহ দিয়া ফেলেন। এই দোষের জন্য তর্কালঙ্কারকে দেশে প্রায় ৮।৯ বৎসর পর্য্যন্ত সমাজচ্যুত হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। ইহার পর ইনি কান্দি সবডিবিসনের ভার প্রাপ্ত হন। ইনি কান্দির অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন। তথায় ইঁহার যত্নে একটি বালিকা-বিদ্যালয়, একটি অতিথিশালা, চিকিৎসালয় এবং রাজপথ প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। এ স্থানেই ১২৬৪ সালে ইঁহার বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ হইয়াছিল।

দেবগণ যখন কবি মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সম্বন্ধে কাথাপকথন করিতে-ছিলেন, সেই সময়ে উপ সমবয়স্কদিগের বাসা হইতে কতকগুলো বাঙ্গালা ও ইংরাজী সংবাদপত্র বগলে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। নারায়ণ তাহার প্রতি চাহিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, “উপ যেন আমাদের বৃহস্পতির প্রপৌত্র সেজে এসেছে।”

দেবতারা ইহার পর জলযোগ করিলে ইন্দ্র কহিলেন, “পিতামহ ! মর্ত্ত্যে আসিয়া কেবল পাপকার্য্য দেখা যাইতেছে। লোকের আচার-ব্যবহার দৃষ্টে বোধ হয় এক্ষণে কলির শেষ দশা ; অতএব আপনি কলিমাহাত্ম্য বর্ণন করুন।

ব্রহ্মা। এই কলিকালে সত্য, ধর্ম্ম, পবিত্রতা, ক্ষমা, দয়া, আয়ু, বল এবং স্মৃতি বিনষ্ট হইবে। এই কালে ধনই মনুষ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ হইবে,

এবং ধর্ম্মনির্দ্ধারণ-বিষয়ে ধনই বলবৎ হইবে। এই কলিতে রুচি অনুসারে বিবাহ ক্রয়-বিক্রয় হইবে। এই কালে ব্রাহ্মণদিগের চিহ্ন মধ্যে কেবল যজ্ঞসূত্র গাছটি গলে থাকিবে; আচার বিনয় বিদ্যা প্রভৃতি গুণগুলি তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইবে। কলির পণ্ডিতেরা বহুবাক্য ব্যয় করিবেন এবং অর্থলোভে অন্যায় ব্যবস্থা-পত্র প্রদান করিতেও সঙ্কুচিত হইবেন না। এই সময়ে কেশধারণ কেবল সৌন্দর্য্যের জন্য হইবে। মনুষ্যগণ সর্ব্বদা শীত, বাত, রৌদ্র, বর্ষা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যাধি এবং চিন্তার দ্বারা অতিশয় কষ্ট পাইবে। মনুষ্যদিগের পরমায়ু ৫০ বৎসর স্থির থাকিবে, কিন্তু অধিকাংশ ২২।২৫ বৎসর বয়সেই মানবলীলা শেষ করিবে। এই কালে দেহিদিগের দেহ খর্ব্বাকৃতি ও ক্ষীণ হইবে এবং মনুষ্যদিগের জাতিভেদ ও বর্ণভেদ থাকিবে না। মনুষ্যেরা চৌর্য্যকার্য্যে তৎপর হইবে, মিথ্যা ভিন্ন সত্য ভ্রমেও বলিবে এবং বৃথা হিংসা ইহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ গুণ হইবে। এই কালের গো সকল ছাগবৎ খর্ব্বাকৃতি হইয়া অল্প দুগ্ধ প্রদান করিবে, ঘৃতাদিতে পূর্ব্বের ন্যায় গন্ধ ও মিষ্টতা থাকিবে না এবং বৃক্ষাদিতেও প্রচুর পরিমাণে ফল জন্মাইবে না। লোকে পিতা মাতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইবে, ভ্রাতা ভ্রাতার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিবে। ঔষধ সকলের গুণ ক্ষীণ হইবে, মেঘ হইলে জল হইবে না, কেবল বিদ্যুৎ ও বজ্রপাত হইবে এবং মনুষ্যগণের গর্দ্দভের ন্যায় আচরণ হইবে। কলিতে ছল, মিথ্যা, আলস্য, হিংসা, দুঃখ, শোক, মোহ, ভয় ও দৈন্যদশার প্রাধান্য হইবে। এই সময়ে মনুষ্যগণ ক্ষুদ্রদর্শী, অল্পভোগী ও ধনহীন হইবে। প্রত্যেক গ্রাম ও নগর পাষণ্ড ও দস্যু দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিবে। ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত পেটুক হইবে, নিমন্ত্রণ হইলে জাতিবিচার করিবে না। স্ত্রীলোকেরা খর্ব্বাকৃতি, অধিকভোজী হইবে এবং বহু সন্তান প্রসব করিবে! তাহাদের লজ্জার হ্রাস হইবে। স্বামীরা গুরুর ন্যায় স্ত্রী-সেবা করিবে ও অত্যন্ত স্ত্রৈণ হইবে। শূদ্রেরা ব্রাহ্মণের ন্যায় গুণ প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মচর্চ্চা করিবে এবং ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের ন্যায় তাহাদিগের নিকট ব্যবস্থা লইতে যাইবে। অন্নকষ্ট, অতিবৃষ্টির প্রাদুর্ভাব হইবে এবং লোকের অন্নবস্ত্র, পান-ভোজন-স্থান ও ভূমি থাকিবে না। যৎসামান্য অর্থ লইয়া ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটিবে। লোকে অন্নাভাবে মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা ও পত্নীকে প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইবে না। স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ প্রত্যেককেই পরিশ্রম করিয়া খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতে হইবে। কপট ধর্ম্ম প্রচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে।

দেশে বেদের চর্চ্চা বিলুপ্ত হইয়া মন্ত্র সকলের পাঠবিকৃতি হইবে ও ব্রাহ্মণেরা সেই সকল বিকৃত মন্ত্র পাঠ করিয়া নিজেদের ও যজমানদিগেব সর্ব্বনাশ করিবে।

বরুণ। যাহা বলিলেন, সমস্তই হইয়াছে।

ইন্দ্র। কলিতে যখন পাপীর সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইবে, তখন নরকে স্থান হইবে না।

উপ। কতকগুলো নূতন নরক নির্ম্মাণ ক'র্‌তে হবে।

ব্রহ্মা। এই কালে লোকে দিনান্তে একবারমাত্র হরিনাম উচ্চারণ করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইবে।

ইন্দ্র। কলির শেষ দশাতে কিরূপ দাঁড়াইবে?

ব্রহ্মা। যখন পাপীর সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইবে এবং লোকের জাতি-বিচার ও ধর্ম্ম বিচার থাকিবে না, সেই সময় নারায়ণ সম্বলপুরে বিষ্ণুযশার গৃহে কল্কিরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন এবং দেবদত্ত অশ্বারোহণে পৃথিবী পরিভ্রমণ পূর্ব্বক কোটি কোটি পাবণ্ডকে হস্তস্থিত খড়্গ দ্বারা শমনসদনে পাঠাইবেন। তৎপরে তাঁহার গাত্রের চন্দনগন্ধ বায়ু দ্বারা যে ব্যক্তির গাত্র স্পর্শ করিবে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইবে এবং আবার সত্যযুগ আরম্ভ হইবে। সেই সময়ে চন্দ্র, সূর্য্য, এবং বৃহস্পতি এক রাশিতে মিলিত হইবেন।

অনেক রজনী পর্য্যন্ত সকলে কলিমাহাত্ম্য শুনিয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন এবং প্রাতে উঠিয়া কলের জলে স্নান করিলেন। পিতামহের সর্দ্দিবোধ হওয়ায় অদ্য আর স্নান করিলেন না। ভিজা গামছায় গাত্র মার্জ্জন করিলেন। বরুণ কহিলেন, "ও কাঁচা-পাকা জলে স্নান করিলে ভাল হইত; নচেৎ সর্দ্দি বসিয়া যাইলে বড় কষ্ট পাইবেন।" নারায়ণ কহিলেন, "অপরাহ্নে কতকগুলি গরম জিলাপী খাইবেন, সর্দ্দির পক্ষে উহা আমোঘ ঔষধ।"

অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া সকলে আহারে বসিবার উদ্‌যোগ করিয়া উপ'কে বারংবার ডাকিতে লাগিলেন। উ'প "যাচ্চি" "যাচ্চি" বলিয়া বিলম্ব করিলে নারায়ণ কহিলেন ও কতকগুলো বাঙ্গালা ও ইংরাজী সংবাদপত্র দেখিয়া কি লিখিতেছে। দেবরাজ কহিলেন, "বোধ হয় হাত পাকাচ্চে, শুনেছে—হাতের লেখা ভাল না হ'লে কলিকাতায় চাকরী হয় না।"

উপ'কে অনেক ডাকাডাকি কবার পর আসিয়া আহারে বসিল। আহারান্তে পাণ তামাক খাইয়া দেবগণ বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। পিতামহের

শরীরটা অসুস্থ থাকায় অদ্য অপরাহ্ণেই সকলে নগরভ্রমণে চলিলেন এবং মৃর্জাপুরষ্ট্রীট্ দিয়া এলবার্ট কলেজ, রিপন কলেজ, চাঁপাতলার দীঘি ও কতকগুলো কাষ্ঠের গোলা এবং চাঁপাতলার ডিস্‌পেন্‌সারি দেখিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন।

নারা। বরুণ! এ ষ্টেশনটি বড় সুন্দর। এস্থানের নাম কি?

বরুণ। এই স্থানের নাম শিয়ালদহ। এই শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ে আরম্ভ হইয়া অনেকগুলি ভদ্রপল্লীর মধ্য দিয়া পদ্মানদী-তীরস্থ গোয়ালন্দ নামক স্থান পর্য্যন্ত গিয়াছে। কলিকাতার পর পারে যেমন হাবড়া, এ পারে তেমনি শিয়ালদহ। এই ষ্টেশনের মধ্যে রেলওয়ের এজেন্ট অফিস, ইঞ্জিনিয়ার অফিস, একাউন্টেণ্ট অফিস, অডিট ও ট্রাফিক অফিস এবং লোকোমটিভ অফিস নামে কতকগুলি অফিস আছে।

উপ। এ রেলওয়েতে আমার কর্ম্ম হয় না? এখানেও কি বড়বাবু আছে?

দেবগণ একটি সুন্দর দালানের মধ্যে প্রবেশ করিলে বরুণ কহিলেন "এই দালানে রেলওয়ে যাত্রীরা আসিয়া ট্রেণের জন্য অপেক্ষা করিয়া, থাকে। দালানটি বড় সুন্দর, ইহার উপরিভাগটী দেখ, কেমন নানা বর্ণে চিত্রবিচিত্র করা। ১৮৬২ অব্দ হইতে রেলওয়ের গাড়ী চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। এই রেলওয়ের একটি শাখা চিৎপুর ও বাগবাজারের মধ্য দিয়া আরমানী ঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছে। পূর্ব্বে এই আরমানী ঘাটে, ই, আই, রেলওয়ের কলিকাতা ষ্টেশন ছিল। ভাগীরথীতে পোল হওয়া পর্য্যন্ত ষ্টেশনটি উঠিয়া গিয়াছে। এক্ষণে এই রেলওয়ে কোম্পানী ষ্টেশনটি ক্রয় করিয়া মালগুদাম করায় কলিকাতার মহাজনদিগের যত মালামাল যাইয়া জমিতেছে, তৎপরে ট্রেনে বোম্বাই হইয়া রেলপথে এখানে আসিতেছে। হাটখোলা প্রভৃতির মধ্য দিয়া যখন গাড়ি আইসে, তখন মহাজনেরা মালামাল তুলিয়া দিয়া থাকে।

এখান হইতে বহির্গত হইয়া দেবগণ দেখেন—একটা মাতাল অপরিমিত মদ্য পান করিয়া রাস্তায় পড়িয়া বমি করিতেছে। আর একটা মাতাল নেশায় জ্ঞানশূন্য হইয়া সেই বমিগুলো লইয়া খাইতেছে। দেবগণ তদ্দৃষ্টে "ওয়াক্" "ওয়াক্" শব্দে অন্যদিকে যাইলেন। পিতামহ কহিলেন "শ্রীবিষ্ণু! মাতালদের কাণ্ডগুলো দেখে আমি বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি।"

এখান হইতে সকলে ২৪ পরগণার মুন্সফী আদালত, ছোট আদালত

দেখিয়া ক্যানিং বাজারের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ! এ স্থানটীর নাম কি?"

বরুণ। এই স্থানের নাম ক্যানিং বাজার। রাজপ্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং এই বাজারটী প্রতিষ্ঠা করায় তাঁহার নামানুসারে ইহার নাম ক্যানিং বাজার হইয়াছে। পূর্ব্বে এই স্থানে নাপিতের বাজার ভিন্ন অন্য বাজার না থাকায় ইংরাজ অধিবাসীদিগের কষ্ট হওয়ায় বাজারটী প্রস্তত করা হয়। কিন্তু লোকসান হওয়ায় বাজারটী উঠিয়া গিয়াছে।

ব্রহ্মা। এক্ষণে কি হয়?

বরুণ। এক্ষণে এখানে ক্যাম্বেল হাঁসপাতাল ও ক্যাম্বেল স্কুল বসিতেছে। ক্যাম্বেল স্কুলে বাঙ্গালা ভাষায় ইংরাজী চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয়। এই স্কুলের ছাত্রেরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে কম্পাউণ্ডার উপাধি* পাইয়া গবর্ণমেণ্টের অধীনে ২৫ টাকা বেতনের চাকরী পায়। স্কুলটী প্রতিষ্ঠা করিবার প্রধান উদ্দেশ্য—গবর্ণমেণ্ট হাঁসপাতাল মাত্রেই একজন করিয়া কম্পাউণ্ডার আবশ্যক, কিন্তু ঐ কাজ অশিক্ষিত লোকের হস্তে দিলে কি ঔষধ দিতে কি দিয়া বিপদ ঘটাইতে পারে; এজন্য এই বিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে ঐ পদে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। তাহাতে চিকিৎসা করা ও ঔষধ দেওয়া উভয় কাজই সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়। মেডিকেল কলেজের যত পচা মড়া সর্ব্বশেষে এই স্কুলের ছেলেদের জন্য আসিয়া থাকে।

ইন্দ্র। বরুণ। ভিতরে চল না।

ব্রহ্মা। ভিতরে গিয়া কি হবে? পচা মড়ার গন্ধ শুঁকতে বুঝি বড় সাধ হয়েছে?

বরুণ তৎশ্রবণে ক্যাম্বেল হাঁসপাতাল না দেখাইয়া দেবগণকে লইয়া বৌবাজারের অক্রুর দত্তের বাড়ীর সম্মুখে জলের কলের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, "পিতামহ! জলের কল দেখুন। পলতা, টালা ওয়েলিংটন স্কয়ার এই তিন স্থানে তিনটী জলের কল আছে। কলের দ্বারা জল আনিয়া এই স্থানে প্রথমে সংশোধন করা হয়, তৎপরে পাইপের দ্বারা লোকের বাড়ী বাড়ী ও রাস্তা ঘাটে বিতরণ করা হইয়া থাকে।*

---

* এক্ষণে ক্যাম্বেল স্কুলের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা হস্‌পিট্যাল এসিষ্ট্যাণ্ট উপাধি পাইয়া থাকেন।—সম্পাদক।

* সম্প্রতি টালায় এক প্রকাণ্ড Overhead reservoir নির্ম্মিত হইয়াছে। তথা হইতে সমস্ত সহরে জল সরবরাহ করা হইয়া থাকে।—সম্পাদক।

ইন্দ্র। এখানে জল আনিয়া কোথায় সঞ্চিত হইতেছে ?

বরুণ। এই স্থানে পূর্ব্বে ওয়েলিংটন স্কয়ার নামক একটী পুষ্করিণী ছিল। এক্ষণে সেই পুষ্করিণীটার জল শুষ্ক করিয়া গজগিরি করিয়া বাঁধান হইয়াছে। ঐ পুষ্করিণীর উপরটী খিলান করা এবং ভিতরটী উত্তমরূপ চূণকাম করিয়া তাহাতে বালি প্রভৃতি যাহাতে জল বিশুদ্ধ হয় এমন সব দ্রব্য পরিপূর্ণ করা হইয়াছে।

উপ। ভিতরে মেলা মড়ার হাড় আছে না ?

বরুণ। মড়ার হাড় থাক্‌বে কেন ?

উপ। তা না হ'লে জল পরিষ্কার হ'বে কেন ? গঙ্গার জল যে এত পরিষ্কার শুদ্ধ কেবল মড়ার হাড় থাকাতে।

বরুণ। তুই থাম্। সেই পুষ্করিণীর উপর যে খিলান আছে, তদুপরি মাটি চাপা দিয়া স্থানে স্থানে ঝাঁজরি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ দেখুন দেখা যাইতেছে। যখন আবশ্যক হয়, ঝাঁজরি খুলিয়া জল পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়া থাকে। ঐ স্থানের মধ্যস্থলে দেখুন, একটী ফোয়ারা রহিয়াছে। ঐ ফোয়ারা দিয়া জল উঠাইয়া পরিষ্কার হইয়াছে কি না দেখা গিয়া থাকে, তৎপরে উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ঐ সমস্ত স্তূপাকার প্রস্তরের উপর জল পতিত হওয়ায় ময়লা পরিষ্কার হয়, আবার ভিতরে প্রবেশ করে, এবং পাইপের মধ্য দিয়া লোকের বাড়ী বাড়ী যায়। প্রথমে কলের জল কলিকাতার লোকে পান করে নাই; কিন্তু যখন সোমপ্রকাশ-সম্পাদক ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সোমপ্রকাশে বুঝাইয়া দেন—কলের জলে কোন দোষ নাই, তখন সকলে পান করে।

ব্রহ্মা। বুদ্ধিবলে ইংরাজেরা জলকেও বশ করিয়াছে।

বরুণ। ঐ দুঃখে আমি আমার জলাধিপতিত্বের কাজ একপ্রকার পরিত্যাগ করিয়াছি। তবে অনেককালের চাকরী, এজন্য মায়াটা পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া সময়ে অসময়ে এক আধ্ বার বারিবর্ষণ করিয়া থাকি। ফলে আমার আর কাজকর্ম্মে কোন সুখ নাই। এই গলীর মধ্যে অক্রুর দত্তের বাড়ী। ঐ বাড়ীতে সাবিত্রী লাইব্রেরি নামে একটী সুন্দর পুস্তকালয় আছে। প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বাবু রাজেন্দ্র দত্ত এই পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

ব্রহ্মা। আমাকে তাঁহার বিষয় বল।

বরুণ। রাজেন্দ্র দত্ত ১৮১৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বিবিধ সদ্গুণের জন্য লোকে তাঁহাকে রাজা বাবু বলিয়া ডাকিত। তিনি শৈশবাবস্থায়

পিতৃহীন হইয়াছিলেন। কিছুকাল অন্যত্র অধ্যয়ন করিয়া তিনি হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন। যথাসময়ে কলেজের পাঠ সমাপ্ত করিয়া কয়েক বৎসর মেডিকেল কলেজের অতিরিক্ত ছাত্ররূপে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সেই সময় হইতেই চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ জন্মে। চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া দীন দরিদ্রের কষ্ট মোচন করিব, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার বন্ধু ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত মিলিত হইয়া নিজ বাটীতে একটী ঔষধালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ঔষধালয় হইতে দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে বিনা মূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হইত। এই সময় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাপ্রণালীর প্রতি তাঁহার অনুরাগ জন্মে। ডাক্তার টনার নামক একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সেই সময়ে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। রাজেন্দ্র বাবু তাঁহাকে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সূত্রে তাঁহার চেষ্টায় কলিকাতায় একটি হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল স্থাপিত হয়। পরে যখন ডাক্তার বেরিনি কলিকাতায় আসেন, তখনও রাজা বাবু তাঁহার প্রধান সহায় হন। এই বারে তিনি এ দেশে হোমিওপ্যাথির প্রচারে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। এ দেশীয়দিগের মধ্যে তিনিই প্রথম হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। তাঁহার সহৃদয়তা বড়ই প্রশংসনীয়। রোগীকে বাঁচাইবার জন্য তিনি যেরূপ নিঃস্বার্থভাবে চেষ্টা করিতেন, সেরূপ অধুনা প্রায় দেখা যায় না [১৮৮৯ সালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।]

এখান হইতে সকলে লালবাজারের মধ্যে প্রবেশ করিলে দেবরাজ কহিলেন, "বরুণ! এ বাজারটীর নাম কি? বাজারের মধ্যে অনেক কাঠ কাঠরার দোকান দেখিতেছি।"

বরুণ। এই বাজারটীর নাম লালবাজার। এই বাজারে অনেকগুলি বাঙ্গালীর কাঠ কাঠরার দোকান আছে। ল্যাজরস কোম্পানী নামক ইংরাজ সদাগরের দোকানে সুন্দর সুন্দর কৌচ প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। বাঙ্গালীর দোকানে ইংরাজ দোকানদারের অপেক্ষা সস্তা দরে পাওয়া যায় বলিয়া অনেক ইংরাজেও এখানে দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া থাকে। এই বাজারে বিস্তর মদের দোকান আছে, এবং হিন্দুস্থানী মুচীর দোকানও বিস্তর। এক সময়ে লালবাজারের জুতা বড় বিখ্যাত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এক্ষণে লোকের রুচির এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, চীনেম্যানের বাড়ীও দূরে থাক—সাহেব বাড়ীর জুতা না হইলে পছন্দ হয় না।

উপ। বরুণ কাকা! সাহেবদের কেমন জুতা, সেটা বল?

ব্রহ্মা। বরুণ! ওদিকে দেখা যাইতেছে কি?

বরুণ। উহার নাম লালবাজার হোটেল। অনেক ইংরাজ খালাসী এই হোটেলে বাস করে। যদিচ গবর্ণমেণ্ট খালাসীদিগের জন্য সেলর হোম নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তথাপি এখানেও অনেক সেলর বাস করিয়া থাকে। এই খালাসীরা পরস্পরে কেবল দাঙ্গা মারামারি লইয়াই থাকে। এক বোতল মদের জন্য ইহারা জীবন পর্য্যন্ত দিতে পারে। এই জন্যই পুলিস সর্ব্বদা ইহাদিগকে সতর্কভাবে রক্ষা করিতেছে।

দেবগণ দেখেন—একটী ঘরে কতকগুলি কাপড় রহিয়াছে। একজন ঘণ্টা বাজাইতেছে এবং একজন ৬ আনা ৬ আনা শব্দে চীৎকার করিতেছে। বাহিরে ১০।১৫ জন লোক ৬॥০ আনা ৭ আনা শব্দে দর দিতেছে এবং খরিদ করিয়া বলিতেছে ৭ আনায় এত বড় থানটা মন্দ কি? নারায়ণ ছুটে গিয়ে একটা থানের উপর ৭ আনা দর দিলে তাঁহার নামে বীট হইল। তিনি থানটা লইয়া পয়সা দিবার সময় নীলামবিক্রেতা কহিল, "আর কৈ?"

নারা। আর কি?

নীলামবিক্রেতা। ৩ টাকা ৭ আনা যে।

নারা। তা ত বল নাই, কেবল ৭ আনা ব'ল্‌ছিলে।

বাহিরের লোকগুলো কহিল "৩ টাকা ৭ আনাই ত ব'ল্‌ছিল বাবু!" নারায়ণের সহিত এই সম্বন্ধে বচসা আরম্ভ হইল। দেবগণ কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন—নারায়ণ ঠকিয়াছেন, প্রতারকেরা প্রতারণা করিয়াছে। বরুণ তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া টাকা দিলেন এবং সকলে অগ্রসর হইলেন।

ব্রহ্মা। সদর রাস্তার উপর ঘণ্টা বাজায়ে এ কিরূপ জুয়াচুরি?

বরুণ। এ একপ্রকার জুয়াচুরি। এই জুয়াচুরিতে বিস্তর লোক প্রতারিত হইতেছে। বাহিরের যে লোকগুলো কহিল, "৩ টাকা ৭ আনাই ত ব'লেছিল বাবু" উহারা ঐ জুয়াচোরের দল। প্রতারকেরা একমাস এক স্থানে থাকে না। কখন মুরগীহাটা, কখন চিৎপুর রোড, কখন ধর্ম্মতলা, এইরূপ স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। ইহারা গবর্ণমেণ্টকে লাইসেন্স দিয়া সিদ্ধ হইয়া বসিয়াছে। ইহাদের প্রতারণা ধরিয়া প্রমাণ করা কঠিন। কারণ,

বিদেশী লোক কলিকাতায় আসিয়া ঠকিল সত্য ; কিন্তু সাক্ষী সাবুদ পাবে কোথায় ? প্রতারকদের সাক্ষীর অভাব নাই। প্রায় এক লক্ষ গুণ্ডা ইহাদের দলভুক্ত।

এখান হইতে কিছু দূর যাইয়া দেবগণ দেখেন—একটা লোক হায় হায় করিয়া বুক চাপড়াইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলে কহিল, "মহাশয়, আমি সোমড়ার মুস্তফী বাবুদের একগাড়ী জিনিষ পত্র নৌকা হইতে তুলিয়া গাড়ী ভাড়া করিয়া তাঁহাদের বাসায় নিয়ে যাচ্ছিলাম। গাড়োয়ান বেটা এই ৫৬ খানা গাড়ীর গোলে মিশিয়া কোন্ গলি দিয়া পালাইয়াছে খুঁজিয়া পাচ্চি না।"

এখান হইতে যাইয়া সকলে চিৎপুর রোডের দক্ষিণ অংশে উপস্থিত হইয়া একটি বাজারের মধ্যে প্রবেশ করিলে নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ! এ বাজারটীর নাম কি ?"

বরুণ। এই বাজারটীর নাম টিরেটা বাজার। মৃত টিরেটা সাহেব কর্ত্তৃক এই বাজার সংস্থাপিত হওয়ায় ইহার নাম টিরেটার বাজার হইয়াছে। উক্ত সাহেবের মৃত্যুর পর লটারির দ্বারা বাজারটী হস্তান্তরিত হইয়া এক্ষণে বর্দ্ধমানের মহারাজার সম্পত্তি হইয়াছে।

ইন্দ্র। বাজারটী বড় সুন্দর।

বরুণ। এই বাজারে বাঙ্গালী ও ইংরাজ প্রভৃতির নানাজাতীয় খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় হইয়া থাকে। কাজলা, কোকিল, কাকাতুয়া, ময়না, ময়ূর প্রভৃতি পক্ষী এই বাজার ভিন্ন অন্য বাজারে বিক্রয় হয় না।

উপ। বরুণ কাকা। একটা ময়না কিনে নিলে হয়।

নারা। বরুণ! বাজারের দোকানগুলির উপরের ঘরে কি হয় ?

বরুণ। ইহাতে ভাড়াটেরা বাস করে। ভাড়াটেদিগের মধ্যে ইহুদী-দিগের সংখ্যাই বেশী। এই টিরেটার জুতা বড় বিখ্যাত। এখানকার নাকচাঁদী, তোতা এবং লালচাঁদ প্রভৃতির দোকানের জুতা বড় মজবুদ। ইহাদের দোকানে জুতা ফরমাজ দিলে নির্দ্দিষ্ট দিনে পাওয়া যায়। জুতাগুলি এক বৎসর পর্য্যন্ত টেঁকিয়া থাকে। কলিকাতার অধিকাংশ বড় লোক এই স্থান হইতে জুতা খরিদ করেন। এখানে ৬০।৬৫ টাকা মূল্যেরও জুতা পাওয়া যায়। প্রত্যেক জুতার দোকানে অর্ডার লইবার জন্য একজন করিয়া কেরাণী আছে।

এখান হইতে যাইতে যাইতে বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! ফৌজদারী বালাখানা দেখুন। পূর্ব্বে কলিকাতার যাবতীয় ফৌজদারী মকদ্দমা এই স্থানে হইত বলিয়া ঐ নাম হইয়াছে। এক্ষণে একজন ধনী মুসলমান এই বাড়ী খরিদ করিয়াছেন।"

এখান হইতে সকলে মাধব দত্তের বাড়ী দেখিয়া হীরালাল শীলের বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলে দেবরাজ কহিলেন, "বরুণ! ওদিকের ঐ গলির মধ্যের বাড়ীতে কি হয়?"

বরুণ। ঐ গলির ভিতরে বঙ্গবাসী নামক একখানি সংবাদপত্র বাহির হয় *। বঙ্গবাসী আধুনিক বাঙ্গালা সংবাদপত্রের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন।

ব্রহ্মা। সম্মুখে এ বাড়ীটি কাহার?

বরুণ। হীরালাল শীলের। ইনি সুপ্রসিদ্ধ মতিলাল শীলের পুত্র।

ব্রহ্মা। মতিলাল শীলের বিষয় আমাকে বল।

বরুণ। ইনি ১১৯৮ সাল (১৭৯১ খৃঃ অব্দে) কলিকাতার কলুটোলায় জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম চৈতন্যচরণ শীল। ইঁহারা জাতিতে স্বর্ণবণিক্। চৈতন্যচরণ শীল মধ্যবিত্ত লোক ছিলেন। তিনি বস্ত্রব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। মতিশীলের পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পিতৃবিয়োগ হয়। ইনি বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইঁহার বিবাহ হয় এবং শ্বশুরের সমভিব্যাহারে বৃন্দাবন, জয়পুর প্রভৃতি তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া ১২২২ সালে (১৮১৫ খ্রীঃ অব্দে) কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। কলিকাতার গড়ে প্রথমে ইঁহার একটী সামান্য কর্ম্ম হয়। এই কর্ম্ম করিতে করিতে ব্যবসা করিবার সূত্রপাত করেন এবং ১২২৬ সালে (১৮১৯ খ্রীঃ অব্দে) বোতল ও কর্কের ব্যবসা আরম্ভ করেন। ইনি বোতলের কর্ক বিক্রয় দ্বারা যথেষ্ট লাভ করেন এবং সেই লাভেই ইঁহার লক্ষ্মীশ্রী হয়। ইহার পর কেল্লার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কাপ্তেনদিগের মুচ্ছুদ্দিগিরি কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করেন। বিলাত হইতে যে সকল দ্রব্যাদি আসিত, বিক্রয় করিয়া দিতেন এবং এদেশ হইতে যে সকল দ্রব্যাদি বিলাতে যাইত, ক্রয় করিয়া দিতেন। নয় বৎসর এই কাজ করিয়া বিলক্ষণ ধনবান্ হন। ১২৩৫ সালে ইনি তিনটী

* বঙ্গবাসী অফিস এক্ষণে ভবানীচরণ দত্তের গলিতে উঠিয়া গিয়াছে। এক্ষণে কলুটোলায় হিতবাদী অফিস আছে।—সম্পাদক।

ইউরোপীয় হাউসের মুচ্ছুদ্দি পদে নিযুক্ত হন। এইরূপে মতিলাল শীল বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন লোক হইয়া উঠেন। ১২৪৯ সালে (১৮৪২ খ্রীঃ অব্দে) ইনি একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ের নাম শীল্‌স্ ফ্রি কলেজ। এই বিদ্যালয়টীকে এক্ষণে শীল্‌স্ ফ্রী স্কুল বলিয়া থাকে। ইহাতে বালকগণকে বিনা বেতনে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হয়। ইনি বেলঘরিয়া নামক স্থানে একটী অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ঐ অতিথিশালায় অদ্যাপি প্রায় ৪।৫ শত লোক প্রত্যহ আহার করিয়া থাকে। ১২৬১ সালে (১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দে) ইঁহার মৃত্যু হয়, মৃত্যুকালে ইহার বয়ঃক্রম ৬০ বৎসর মাত্র হইয়াছিল।

কলিকাতার মধ্যে সোণার বেণেরাই বড়মানুষ। বেণে পাঁচ প্রকার, তন্মধ্যে সোণার বেণে ও গন্ধবেণে বিখ্যাত। গন্ধবেণের জল অনেকে খায়, কিন্তু সোণার বেণের জল স্পর্শ করে না। তবে আজ কাল. বিশেষতঃ কলিকাতায়, সে সমস্ত বিচার কেহ করে না। এখন কলিতে সব একাকার।

ব্রহ্মা। কেন, সোণার বেণেরা এত নীচ হইবার কারণ কি ?

বরুণ। বৈদ্যবংশীয় রাজা বল্লালসেন ইঁহাদিগকে নীচ করেন।

ব্রহ্মা। বল্লালসেন কে ?

বরুণ। রাজা বল্লালসেন কুলীন ও মৌলিক শ্রেণী বদ্ধ করেন। তিনি ঢাকার অন্তর্গত রামপাল নামক স্থানে বাস করিতেন। অদ্যাপি ঐ স্থানে একটী প্রশস্ত পরিখা-বেষ্টিত তাঁহার প্রকাণ্ড বাড়ী ভগ্নাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়।

ইন্দ্র। বেণেরা বড় লোভী, ঠাকুরের গহনার সোণাও চুরি করে।

বরুণ। উহারা পরিবারের গহনার সোণা চুরি করে ঠাকুর ত মাথায় থাক।

ইন্দ্র। সম্মুখে দেখা যাচ্চে ওটা কি ?

বরুণ। ওটী আস্তাবল। ইঁহাদের আস্তাবল বড় বিখ্যাত। অবিকল কুক সাহেবের আড়গড়ার ন্যায়। বাটীর সম্মুখের বাগানে ওটী বৈঠকখানা।

তাঁহারা একস্থানে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! ওরিয়্যাণ্টাল গ্যাস রিফাইন করিবার স্থান দেখুন।"

ব্রহ্মা। এখানে কি হয় ?

বরুণ। যেমন বৌবাজারের জলের কলে জল পরিষ্কার হইয়া লোকের বাড়ী বাড়ী যায়, তেমনি এই স্থানে গ্যাস পরিষ্কার হইয়া লোকের বাড়ী

বাড়ী ও রাস্তাঘাটে চালিত হয়। এই গ্যাস্ নারিকেলডাঙ্গা নামক স্থানে পাথুরে কয়লা হইতে প্রস্তুত হইয়া এই স্থানে আইসে; তৎপরে কলের দ্বারা পরিষ্কার হয়।

ব্রহ্মা। ইংরাজ-ক্ষমতাকে শত শত ধন্যবাদ। যে জাতি জল ও বাষ্পকে ক্ষমতামত চালাইতে পারে, তাহার অসাধ্য কাজ কিছুই নাই।

এখান হইতে একস্থানে যাইয়া দেখেন—আস্ত আস্ত গরু টাঙ্গান রহিয়াছে। বরুণ কহিলেন "এই স্থানের নাম, খলাসীটোলা। মেছুয়াবাজার রোড এই স্থান হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মুসলমান ও কাফ্রি প্রভৃতি দুর্ব্বৃত্ত খালাসীরা এই স্থানে বাস করায় নাম খালাসীটোলা হইয়াছে। সন্ধ্যার সময় এখান দিয়া গমনাগমন করা দুঃসাধ্য।"

এখান হইতে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া বরুণ নারায়ণ ও দেবরাজকে গোপনে কহিলেন, "এই স্থানের নাম সিন্দুরেপটী। ইহা চিৎপুর রোডের একটী শাখা মাত্র। এখানে ২।৪ পয়সা মূল্যের সস্তা বেশ্যারা বাস করে। সন্ধ্যার সময় এই পাপিষ্ঠারা দলবদ্ধ হইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া থাকে এবং কোন ব্যক্তি রাস্তা দিয়া যাইলে "ও মানুষ" "ও মানুষ" শব্দে চীৎকার করিয়া ডাকে। ভদ্র লোকেরা মান সম্ভ্রমের ভয়ে পলায়, নষ্ট লোকেরা হাস্য করিয়া নিকটে যায় এবং যখন দেখে, মাগীগুলো ছুটিয়া আসিয়া "আমার বাড়ী চল" "আমার বাড়ী চল" বলিয়া টানাটানি আরম্ভ করে, সেই সময় হাস্তে হাস্তে জিজ্ঞাসা করে, "বলি, রামভদ্রখুড়ো তোমার ঘরে নাই ত?" অমনি মাগীগুলো তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া যা মুখে আসে তাই বলিয়া গালি দেয়।"

নারা। এর কারণ কি?

বরুণ। এই স্থানের বেশ্যাদিগের মধ্যে একজনের, রামভদ্রখুড়োর নাম করায় পসার হয় নাই বলিয়া কোন বেশ্যা ঐ নাম উচ্চারণ কিংবা শ্রবণ করে না।

ব্রহ্মা। বরুণ! বাসায় চল; সন্ধ্যাও প্রায় হ'ল এবং আমার শরীরটাও ভাল নহে, আজ আর নগর ভ্রমণে আবশ্যক নাই।

বরুণ তৎশ্রবণে পিতামহকে একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া উপকে সঙ্গে দিয়া কহিলেন, "আপনি বাসায় যান, আমরা ৪।৫ মিনিট পরে যাইতেছি।" পিতামহ চলিয়া যাইলে তিন জনে মেছুয়াবাজারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া

দেখেন—অদ্ভুত বাপার! রাস্তার দুই ধারে বেশ্যালয়। বেশ্যাগণ নানা বেশে বিভূষিত হইয়া বারাণ্ডায় বসিয়া ফরসীতে তামাক খাইতেছে, নিম্নে মালীরা নানাপ্রকার সুগন্ধি পুষ্পের মালা, গুড়গুড়ি, আড়ানি, পাখা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছে। রাস্তার ধারে ধারে আতর, গোলাপ, ফুলল তৈল বিক্রয় হইতেছে। মধ্যে মধ্যে মদের দোকানের সম্মুখের ফুলরি, চিঙ্গড়ি, তপ্সী, ইলিশ মাচ ভাজা, পাঁঠা ও হাঁসের ডিম সিদ্ধ, আলুর দম, পেঁয়াজ দিয়ে তেলে ভাজা ছোলা সাজান রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দুই একখানি মিঠায়ের দোকানও আছে। লম্পটেরা কোন বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং কোন বাড়ী হইতে প্রত্যাগমন করিতেছে। বেশ্যাগণ বারাণ্ডায় বসিয়া লোক ডাকিতেছে—না যাইলে গালি দিতেছে এবং সুবিধা পাইলে থুতু দিতে ছাড়িতেছে না। কতকগুলো বালক মাথায় ফেটী বাঁধিয়া দুই একটা বাটীতে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছে; কিন্তু নূতন বলিয়া সাহস হইতেছে না, আবার ফিরিয়া আসিতেছে।

নারা। বরুণ। ঐ ছেলেগুলো কি মাগীদের ছেলে?

বরুণ। না, না, উহারা ফেরারী বালক। এক্ষণে উৎসন্ন যাইবার পথে পদার্পণ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

এই সময় সন্ধ্যা হওয়ায় স্থানটীর শ্রী ফিরিয়া গেল। এখানকার লোকগুলো আর যেন নিরানন্দ কাহাকে বলে জানে না। স্বর্গ ও নরক আছে কি না, তাহাও তাহাদের স্মরণ নাই। পাপ পুণ্য কাহাকে বলে, সে বোধ দূরে পলাইল। সকলেই বেশ্যা ও মদে মজিল।

নারা। বরুণ! ঐ সমস্ত মাছভাজা, পাঁঠা, হাঁসের ডিম খায় কারা?

বরুণ। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র; যে বেশ্যা-বাড়ী যায় সেই খায়। মদের মুখে ঐ সমস্ত দ্রব্যই উপাদেয়। বেশ্যাসক্ত ব্যক্তিদিগকে মদ্যপান ও সৎসঙ্গে জাতি, মান, বিষয়, বিভব সকলই বিসর্জ্জন করিতে হয়।

এই সময় প্রত্যেক বেশ্যা-বাড়ীতে তবলার চাঁটি সহ সঙ্গীত আরম্ভ হইল। কোন বেশ্যা গান ধরিল :—

ঐ আস্‌ছে বেদিনী রূপসী।
আড়নয়নে মুচ্‌কে হাসি প্রাণ করে খুসী,
তাহে দাঁতেতে মিশি ॥

অপর বাড়ীতে গান ধরিল :—

আবার কি বসন্ত এল ! অসময়ে ফুট্‌লো কুসুম,
সৌরভে প্রাণ, (যাদু আমার) সৌরভে প্রাণ আকুল হ'ল ॥

কোন স্থানে গান ধ'রেছে :—

আমি রাজবালা, কি ছার বিচার ক'রে সন্ন্যাসিনী হব ।
তুমি দেখায়েছ যারে, আমি লো বরিব তারে,
যদ্যপি না মিলাও তারে, প্রাণে মরিব ।

দেবগণ দেখেন—চতুর্দ্দিক্ হইতে ধনী লম্পটদিগের ফেটিং, জুড়ি আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। গাড়ীস্থিত বাবুদিগকে দেখিয়া দুই একটী লম্পট এমন ভাবে লুকাইতেছে যেন কোন রাজা ওমরাহের নাতি, কলিকাতার সকলেই ইহাদের চেনে, গাড়ীস্থিত বাবুরা দেখিলে লজ্জা পাইতে হইবে—যেহেতু ইহারা পদব্রজে এসেছে ।

ইন্দ্র । বরুণ ! এগুলোর লুকাইবার ঢং দেখ ! এরা কারা ?

বরুণ । ইহারা ৮ টাকা বেতনের কেরাণীর দল । ইহারা পোষাক ভাড়া করিয়া এমন বাবু সাজিয়া আসে যে, দেখিলে বোধ হয় কোন বড় লোকের সন্তান । ইহাদের বাড়ীর অবস্থা এমনি যে, মা কাট্‌না না কাট্‌লে হাঁড়ি ঠন্ ঠন্ করে । কিন্তু ইহাদের এমনি গুণ, মাতার নিকট কাট্‌না কাটা পয়সা নিয়ে ভাঁড় হাতে ক'রে তেল কিনে প্রত্যাগমনসময়ে সম্মুখে যদি কোন বেশ্যাকে দেখে, তৎক্ষণাৎ দূরে ফেলিয়া দেয় ; কারণ পাছে ঐ বেশ্যা বলে "তুমি তেজচন্দ্র রাহাদুরের নাতি হয়ে তেল কিন্তে এসেছ ।" শেষে হতভাগ্যেরা বাটী গিয়া মাতার নিকট বকুনী খেয়ে মরে ।

এই সময় দেবগণ দেখেন—চারি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান আসিল এবং গাড়ী ধীরে ধীরে চালাইয়া কোন্ বাড়ীতে প্রবেশ করিবে দেখিতে লাগিল ।

নারা । বরুণ ! বেশ্যারা কি জাতি-বিচার করে না ?

বরুণ । বেশ্যাদের আবার জাতি ! ওদের রুধির নিয়েই কথা, জাতি-বিচারের কোন প্রয়োজন হয় না ।

নারা । বরুণ ! ওদিকের ও বাড়ীতে নহবৎ বাজিতেছে, বারেণ্ডায় আলো জ্বলিতেছে, নিশান উড়িতেছে ও বিস্তর গাড়ী পাল্কি আসিতেছে কেন ?

বরুণ । উহা একটী খোট্টা বেশ্যার বাড়ী । কোন বেটা বুঝি ভর্ত্তি হইল, তাই সমারোহ হইতেছে ।

ইন্দ্র। বেশ্যাবাড়ী আবার ভর্ত্তি কি ?

বরুণ। খোট্টা বেশ্যাদিগের নিয়ম—একটি উপপতি ছাড়িয়া যাইলে বিস্তর বাবু উপপতি হইবার জন্য উমেদারি করে। উহারা সেই সময়ে একটা ফর্দ্দ দিয়া কহে, "এত টাকা যিনি প্রথমে খরচ করিবেন, তাঁহাকে উপপতিত্বে গ্রহণ করা হইবে।" এই সময় পাঁচ সাত শত টাকার ফর্দ্দ দেখিয়া অনেকে পলায়। যে সেই খরচ বহন করিতে পারে, তাহাকেই গ্রহণ করে এইরূপ করার মানে—বেশ্যা—এই উপলক্ষেই বাবু দাতা কি কৃপণ হইবে পরীক্ষা করিয়া লয় এবং বাবুকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া নিজের উদর পূর্ণ করে।

দেবগণ দেখেন—যত অন্ধকার হইতেছে, স্থানটা ততই গুল্‌জার হইতেছে। কোন দোকানী সুর করিয়া হাঁকিতেছে—"চানাচুর কড়াকেদার, কড়া কোড়ি বোলে।" কেহ বলিতেছে—"মজাদার নকোলদানা, এই বেলা নে আর পাবি না।" মধ্যে মধ্যে শব্দ হইতেছে—ক্ষীরের ছাঁচ, ক্ষীরের মাচ, ক্ষীরের আঁচ, ক্ষীরপুলি চাই।" দূরে শব্দ হইতেছে "বরফ"—"চাই বেল ফুল।"

এ দিকে রামকৃষ্ণ শুঁড়ির দোকানের কাছে দাঁড়াইয়া একটা বেশ্যা মদ দিতে কহিতেছে। রামকৃষ্ণ একটা ছেলের হাতে বোতল দিয়া বেশ্যার সহিত পাঠাইয়া দিতেছে। সম্মুখের দোকানী বেশ্যাকে লক্ষ্য করিয়া চীৎকার করিতেছে "তপ্সী মাছ" "ইলিশ মাছ।" কোন দোকানে মদের বোতল বগলে করিয়া একজন লম্পট শালপাতার ঠোঙ্গায় মাছভাজা, ফুলুরি, ডিম সিদ্ধ কিনিতেছে। দূরে হাঁকিতেছে "গোলাপী খিলি।" বরুণ কহিলেন, "এস্থানের বাইওয়ালির মধ্যে ইলাহি জান্ এবং খেমটা-ওয়ালীর মধ্যে হরিদাসী ও কামিনী বিখ্যাত।"

দেবগণ এখান হইতে বাসায় চলিলেন। যাইতে যাইতে দেখেন—একটী ঘরে কতকগুলো ছেলে দাঁড়াইয়া আছে। নারায়ণ কহিলেন, "আমাদের উপ'র মত কে দাঁড়াইয়া ?"

বরুণ। উপ'ই বটে, এটা ফুলবাবু সাজিবার আড্ডা। উপ বোধ হয় এয়ারদের সঙ্গে ফুলবাবু সাজিতে আসিয়াছে।

ইন্দ্র। ফুলবাবু সাজিবার আড্ডা কি ?

বরুণ। এই স্থানে দুটী করিয়া পয়সা দিলে বেশ ক'রে ব্রস দিয়া চুল ফিরাইয়া দেয় এবং মাথায় একটু গন্ধদ্রব্য দিয়া গোঁপে ও ভ্রূতে আতর মাখাইয়া দেয় ও বিদায়কালে হাতে একটী গোলাপী খিলী ও পকেটে একটী গোলাপ ফুল গুঁজিয়া দেয়।

"হতভাগা ছেলে মরেছে!" বলিয়া নারায়ণ "উপ" "উপ" শব্দে ডাকিতে লাগিলেন। উপ'র এই সময় ফুলবাবু সাজা শেষ হইয়াছিল। "যাই" বলিয়া, বাহিরে আসিয়া কহিল, "আমি স্ব-ইচ্ছায় আসিনি, ওরা আমাকে জেদ ক'রে এনেছিল।"

ইন্দ্র। "বেশ সেজেছিস, এখন বাসায় চল্" বলিয়া দেবগণ উপ'কে সঙ্গে লইয়া বাসায় গিয়া সকলে দেখেন, পিতামহ শয়ন করিয়া আছেন। জিজ্ঞাসা করিলে কহিলেন, "দুইখানা গরম জিলেপী খেয়ে একটু ভাল আছি।"

দেবগণ হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া বসিয়া গল্প করিতেছেন, এমন সময় সঙ্গীত-ধ্বনি তাঁহাদের কর্ণে আসিল। দেবরাজ কহিলেন, "নিকটে কোথায় গান হইতেছে?"

বরুণ। বোধ হয় বারইয়ারিতলায় বারইয়ারি পূজা আরম্ভ হওয়ায় পাঁচালি হইতেছে।

নারা। বারইয়ারিতলা এখান হইতে কত দূর?

বরুণ। কেন, সেই যে, সে দিন কথকতা শুনে এসেছ।

ব্রহ্মা। সে স্থান ত নিকট। বরুণ। আমি কখনও পাঁচালি শুনি নাই—নিয়ে চল না।

এই সময় দেবগণ দেখেন, একটী বাবু দিব্য সাজ পোষাক করিয়া রাস্তা দিয়া কোথায় যাইতেছে। তাহাকে দেখিয়া একপাল বাবু নিকটে আসিয়া কহিল, "তুমি ভাই কোথায় যাচ্ছ?" বাবু কহিলেন, "আমি নিমন্ত্রণ খেতে যাচ্চি, যাবে?" হানি কি বলিয়া সেই সমস্ত বাবুর দল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

নারা। বরুণ! এ কি! এক জনের নিমন্ত্রণে এরা যে সকলেই চলিল?

বরুণ। ইহারা সকলেই পাড়াগেঁয়ে, অল্প বেতনের কেরাণী। এখানে কর্ম্ম করে, একখানি সামান্য খোলার ঘরে আট দশ আনা ভাড়া দিয়া বাসা লয়। প্রত্যহ নিজে নিজে হাত না পোড়াইয়া এক দিন রেঁধে তিন দিন খায়। যে বেতন পায়, পরিবার নিকটে রাখিলে চলে না, এজন্য মাসে দুই একবার বাড়ী যায় ও প্রত্যাগমন সময় বিশমুণে ব্যাগে কাঁচকলা কচু ও লাউ বোঝাই করিয়া আনিয়া সেই গুলো বেশ খায়। প্রত্যহ হাত পোড়াইয়া খেয়ে খেয়ে ক্লান্ত ও অরুচি হইবার উপক্রম হইলে যদি কোন স্থানে দেখে ৫০।৬০ জন লোক খাইতেছে, বিনা নিমন্ত্রণে যাইয়া পাত পাতিয়া বসে।

ইন্দ্র। গৃহস্বামী বিদায় ক'রে দেয় না ?

বরুণ। ভদ্রলোক, খাসা গোঁপ, গলায় ঘড়ীর চেন, সুতরাং বিদায় করিতে চক্ষুলজ্জা হয়। ফলতঃ এই কর্ত্তাদের গুণে সহরে খাওয়ান-দাওয়ান সত্বরেই লোপ হইবে। কারণ, সময়ে অসময়ে এমন ঘটনাও ঘটেছে, কোন মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক পুত্রের অন্নপ্রাশন কিংবা উপনয়ন উপলক্ষে একশত বা দেড়শত লোকের নিমন্ত্রণ করিয়া এই শ্রেণীর ১০।১২ শত ভদ্র কাঙ্গালী না খাওয়াইয়া নিস্তার পান না। কি করেন, পরিবারের গহনা বিক্রয় করিয়া দায় হইতে উদ্ধার হন।

নারা। হঠাৎ এত লোকের আয়োজন হয় ?

বরুণ। কলিকাতা সহরে পয়সা দিলে এক ঘণ্টায় এক হাজার লোকের খাওয়ান'র জোগাড় হয়। যাহা হউক, একবার দুটী বাবু বিনা নিমন্ত্রণে যাইয়া বড় জব্দ হইয়াছিলেন।

ইন্দ্র। সে কিরূপ ?

বরুণ। ঐ বাবুদের এক বন্ধু ছিলেন, তিনি কলুর বামুন; কিন্তু তাহা তাঁহারা জানিতেন না। এক দিন কলুর বামুন বাবু, যজমানের বাড়ীতে বিবাহের নিমন্ত্রণ খাইতে যাইতেছেন, এমন সময়ে ঐ বাবু দুটী তাঁহার পেছু নিলেন। সকলে মজলিসে যাইয়া স্থান নিলে বাবুরা কলুর বামুন বাবুকে কহিলেন, "যেমন ব'লে আস নাই, কেমন গোপনে গোপনে এসে ধ'রেছি!" কলুর বামুন মনে মনে ভাবিলেন—অভাগার বেটারা মরেছে, এ কলুর বাড়ী তা ত জান না। এই সময় বাড়ীর কর্ত্তা কলু একবাটী সর্ষের তৈল লইয়া বাবুদের নিকট আসিয়া কহিল, "মহাশয়েরা পায়ের মোজা খুলুন—তৈল দিয়ে দিই।" বাবুরা তৎশ্রবণে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি ?" কলু কহিল, "আজ্ঞে, কলুর বাড়ীতে ব্রাহ্মণ আসিলে পায়ে তেল দিয়ে দেয়, একি আপনারা জানেন না ? নচেৎ এত তেল সস্তা কাদের ঘরে ?" বাবুরা তৎশ্রবণে পায়ের ষ্টকিং খুলিয়া তৈল মাখাইয়া লইয়া, ছল করিয়া একে একে সরিয়া পড়িলেন। সেই অবধি নাকে কানে খত দিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—চির দিন হাত পুড়িয়ে খেয়ে অরুচি জন্মে সেও ভাল, তথাপি আর বিনা নিমন্ত্রণে মুখ বদলাইতে যাইব না।

সকলকে লইয়া বরুণ বারইয়ারিতলার অভিমুখে চলিলেন। দেবগণ উপস্থিত হইয়া দেখেন, লোকে লোকারণ্য। একখানি গৃহে বিন্ধ্যবাসিনী

মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। আটচালাখানিকে ঝাড়লণ্ঠন দিয়া চমৎকার করিয়া সাজাইয়াছে। ঝাড়লণ্ঠনের উপর শোলার সালিক ও বুলবুলি পাখীগুলি বসিয়া আছে। থামগুলিতে নানাপ্রকার আয়না ও দেয়ালগিরি দেওয়ায় অতি আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছে। আটচালাখানির ভিতরটা রেল দিয়া বেষ্টন করা। রেলিঙের মধ্যে শ্রোতৃবর্গ গায় গায় হইয়া বসিয়া আছে। আটচালার চতুষ্পার্শ্বে লোকগুলো কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছে। দেবগণ এক স্থানে দাঁড়াইলেন। তাঁহারা দেখেন, কয়েকটী লোক ঢোল তবলা লইয়া বসিয়া আছে। এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া ছড়া কাটাইতেছে :—

"পুলকে গোলোকেশ্বর, নিক্ষেপ করিবেন শর, লঙ্কেশ্বর দেখে প্রাণ যায়।
বসন গলে নয়ন জলে, পতিত হইয়া বলে, পতিতপাবন রামের পায়॥
ওহে বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ধন, করি নাই ওপদ সাধন, জ্ঞানধন মোর লয়েছিলে
হরি।"
তোমাকে ভেবে বৈরঙ্গ, হলো দুঃখের তরঙ্গ, আজি নিদ্রাভঙ্গ হ'ল হরি॥
এত ব'লে দশানন কি বলিতেছেন ;—

এই সময় দোয়ারেরা যন্ত্রের তার ঠিক করিয়া বসিয়াছিল—ই ই শব্দে সুর দিয়া গান ধরিল :—

"দিন গত কিন্তু নয় হে রাম তোমার চরণে এ দীন গত।
আমার গত অপরাধ কত, প্রাণ নির্গত সময়ে দেও হে চরণ,
হ'লাম চরণে শরণাগত॥
সৎসঙ্গে হয়ে স্বতন্ত্র, করি অসৎ ক্রিয়া সদত, তোমায় শত শত
মন্দ বল্লাম রামচন্দ্র না ভাবিয়া ভবিষ্যত॥
ওহে গুণধাম স্বগুণ প্রকাশ, গুণহীন জ্ঞানহীন দোষ নাশ,
স্বগুণে তরিলে কি পৌরুষ, সে ত স্বগুণে পাবে সুপথ।
জননী-জঠরে কঠিন যন্ত্রণা আর দিবে রাম কত,
ওহে দশরথাত্মজ দাশরথি, ঘুচাও দাশরথির গতাগত॥

দেবগণ পাঁচালী শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। পিতামহ কহিলেন, "বরুণ! প্রত্যেক গানের শেষ চরণে দাশরথি নাম রহিয়াছে, দাশরথি কে আমাকে বল।"

বরুণ। ৺দাশরথি রায় ১৭২৬ শকে (১৮০৪ খৃষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৺দেবীপ্রসাদ রায়। ইহাঁরা রাঢ়ী শ্রেণী ব্রাহ্মণ—জেলা

বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী কাটোয়ার অতি সন্নিকটস্থ বাঁদমুড়া নামক গ্রামে ইঁহার পৈতৃক বাস। দাশরথি বাল্যকালে পীলা নামক গ্রামে মাতুলালয়ে বাস করিতেন। তিনি যৎসামান্য ইংরাজী ও বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়া প্রথমে একটী নীলকুঠিতে কেরাণীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হন। তৎপরে কিছুদিন কবির দলে গান বাঁধিয়া দিতে দিতে নিজে একটি পাঁচালীর দল করিয়াছিলেন। সেই পাঁচালী হইতেই দাশুরায়ের নাম দেশব্যাপী হইয়া পড়ে। ইনি যে সমস্ত পালা ও গীত বাঁধিয়াছিলেন, তৎসমস্ত পাঁচ খণ্ড পাঁচালী নাম দিয়া বটতলা হইতে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। ঐ পাঁচ খণ্ড পাঁচালী ভিন্ন ইনি মৃত্যুর পূর্ব্বে আরো অনেক পালা ও গান বাঁধিয়াছিলেন, তাহা নিজেও গাইতে পারেন নাই। ১৬৭৯ শকে (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে) ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার পুত্র-সন্তান ছিল না, একটী মাত্র কন্যা ছিল। দাশুরায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিনকড়ি রায় কিছুকাল দল রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে সকলেই গত হওয়ায় ঐ বংশে দল রাখিবার কেহ নাই। দাশুরায়ের প্রণীত ছড়া ও গীতে কবিত্বের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। মধ্যে মধ্যে করুণ ও হাস্যরসের ছড়া যথেষ্ট আছে। এক সময় এই পাঁচালী লোকের দ্বারে দ্বারে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। অদ্যাপি বঙ্গদেশে দাশুরায়ের কোন না কোন গান জানে না এমন লোক বিরল। রামপ্রসাদী সুরের ন্যায় দাশুরায়ের সুর সরল ও সুমিষ্ট। এজন্য অনেকেই উহা সখ্ করিয়া গাইয়া থাকে। কি ইতর কি ভদ্র, সকলেই এই গানের পক্ষপাতী। ইঁহার প্রণীত ছড়াগুলীতে পয়ারের ন্যায় অক্ষর স্থির নাই। ইঁহার প্রণীত খেউড় সকল অতি জঘন্য ও অশ্লীল ; উহা পাঠ করিলে দাশুরায়ের প্রতি অভক্তি হয়।

দেবগণ পাঁচালী শুনিয়া বাসায় যাইয়া শয়ন করিলেন এবং অধিক রাত্রি জাগরণ হওয়ায় সকলে অকাতরে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন।

অনেক রাত্রি জাগরণ করায় দেবগণের উঠিতে কিছু বিলম্ব হইল। তাঁহারা উঠিয়া মুখ হাত ধৌত করিলে বরুণ কহিলেন, "ঠাকুরদা, কাল সমস্ত রাত্রি থক্ থক্ করিয়া কাসিয়াছেন, আজও স্নান বন্ধ থাক।" দেবরাজ কহিলেন, "না—কাঁচা পাকা জলে স্নান করান যাক। তাহাতে কেমন থাকেন দেখিয়া রজনীতে তেজপাত কল্কেয় সাজিয়া খাইতে দেওয়া যাইবে।"

ব্রহ্মা। ভাই! আমার শরীরে যখন ব্যাধি দেখা দিতেছে, তখন নিঃসন্দেহ পাপ প্রবেশ করিয়াছে। আমার মতে আর মর্ত্ত্যে থাকিবার

আবশ্যকতা নাই, সত্বর স্বর্গে চল।

নারা। আর দুই চারি দিন দেখি, যদি নিতান্ত বাড়াবাড়ি দেখি, স্বর্গেই যাইতে হইবে। সত্য সত্য আমরা মর্ত্ত্যে কিছু জীবন দিতে আসি নাই।

ব্রহ্মা। উপ! থাক্‌বি, না আমাদের সঙ্গে যাবি? তুই কতকগুলো ছাপার কাগজ খুলে দেখে দেখে কি লিখ্‌চিস্?

উপ। কর্ত্তাজেঠা! আমি দেখ্‌লাম চাকুরীতে সুখ নাই, সহজেও হইবে না। ব্যবসা তাহাতেও মূলধন চাই। তদপেক্ষা একটী সহজ কাজ আছে, অর্দ্ধ আনা মূল্যের সংবাদপত্রের সম্পাদক হওয়া; আজ কাল অনেকেই ঐ কাজে প্রবৃত্ত হইতেছেন দেখিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছি, স্বর্গে যাইয়া সংবাদপত্র চালাইব। স্বর্গে কোন সংবাদপত্র না থাকাতে আমার যথেষ্ট লাভও হইতে পারিবে এবং প্রজার দুঃখ রাজার কানে তুলিয়া দেওয়ায় সাধারণের যথেষ্ট উপকার করা হইবে। এই সব মনে ভাবিয়া সংবাদ পত্র কি উপায়ে লিখিতে হয়, মোটামুটি টুকিয়া লইতেছি।

নারা। কিরূপ লিখ্‌লি পড়ে শোনা দেখি?

উপ। আমি অবিকল পাঠ করিয়া যাইতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন—

বরুণোদয় পত্রিকা

সংবাদপত্রের তুল্য কিবা আছে আর।
শোনাতে রাজায় প্রজার দুঃখ সমাচার॥

১ খণ্ড।	১২৮৯ সাল। ৫ই শ্রাবণ বুধবার।	অগ্রিম বার্ষিকমূল্য ২ টাকা
২ সংখ্যা।	ইংরাজী ১৮০২ সাল। ২০এ জুলাই	টাউনে ১৷৹ টাকা

বিজ্ঞাপন

"আবার আমি" নাটক—মূল্য দুই টাকা—ডাক মাশুল ২ আনা। যম এণ্ড কোং লাইব্রেরি এবং রবিরাজের দোকানে প্রাপ্তব্য।

সোণার চাঁদ (ঐতিহাসিক উপন্যাস।)

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ঠাকুর প্রণীত। মূল্য এক টাকা। রবিরাজের দোকানে প্রাপ্তব্য।

সংবাদপত্রের অভিপ্রায়

এই পুস্তকের তুল্য সুরলোকে অদ্যাপি কোন উপন্যাস বাহির হয় নাই।

—বরুণোদয়।

এই পুস্তকের প্রতি ছত্রে মধু ঢালা।—শনিপ্রকাশ।

কার্ত্তিক বাবু যে সুলেখক, তাহা আমরা বিশেষ জানি।—বুধোদয়।

এই পুস্তকখানি পাঠে আমরা অতীব সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছি।

—অরুণোদয়।

"খুন না জবাই।" অত্যাশ্চর্য্য ডিটেকটিভ্ উপন্যাস, শ্রীপদ্মলোচন চন্দ্র প্রণীত। মূল্য ৩ টাকা ১৪ আনা (আগাগোড়া ছবিতে ভরা।)

বিবিধ সংবাদ

পূর্ব্বস্বর্গের দুর্ভিক্ষ অদ্যাপি নরম পড়ে নাই। শুনিতেছি, গবর্ণমেণ্ট প্রজার সাহায্যার্থ দশ জাহাজ ধান্য প্রদান করিবেন। যদি প্রদান করিতে হয়, সত্বরে করাই উচিত, গরীব প্রজারা মারা যাইলে তাঁহার ধান খাবে কে?

শূন্য প্রদেশে এক মুসলমানের একটী পুত্র জন্মিয়াছে, তাহার চারি মুখ, আট চক্ষু। ছেলেটি বাঁচিয়া থাকিলে আমাদের পিতামহ ব্রহ্মা বলিয়া ভ্রম হইবে।

দক্ষিণ স্বর্গে একপ্রকার বৃক্ষ আছে, তাহারা মানুষ খায়। অনেক পথিক রৌদ্রে ক্লান্ত হইয়া সেই বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইলে শাখাগুলি নামিয়া আসিয়া মানুষটীকে গ্রাস করিয়া ফেলে এবং পূর্ব্বের ন্যায় বৃক্ষে উঠিয়া বসিয়া থাকে। আমাদিগের ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের উচিত, এক দিন স্বয়ং যাইয়া শয়ন করিয়া পরীক্ষা লওয়া।

শনিপ্রকাশ বলেন, এ বৎসর কৈলাসে অত্যন্ত সর্পভয় হইয়াছে। এমন কি ৫।৭টী লোক ঘাল হইয়াছে। এ কথা যদি সত্য হয়, সদাশিবের উচিত, সাপ গুলোকে স্কন্ধ হইতে না নামান।

একখানি ইংরাজী পত্রে দেখা গেল, বৈকুণ্ঠে একটি সাত হাত দীর্ঘ আট হাত প্রস্থ ব্যাঘ্র আসিয়াছে। ব্যাঘ্র গর্জ্জনে মহারাজ্ঞী শচী দেবীর কয়েক দিবসাবধি সুনিদ্রা হইতেছে না। শচীনাথ ব্যাঘ্র মারিবার বিশেষ বন্দোবস্ত করিতেছেন। নারায়ণ ২৩এ জানুয়ারি যমালয় দর্শনে গমন করিবেন এবং নরকাদি দর্শনের পর ২৫এ তারিখে পশ্চিম-আসমানে উপস্থিত হইবেন।

গত সোমবার পদ্মযোনির একটি পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে। এত বুড়ো বয়সে যে পুত্র হয়, ইহাই বড় আশ্চার্য্যের কথা।

৫ই জ্যৈষ্ঠ যে সপ্তাহ শেষ হয়, তাহাতে বৈকুণ্ঠের ১০৮ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

আমাদের একজন সংবাদদাতা বলেন, তাঁহাদের গ্রামের একজন গোয়ালার একটী গরু আছে। এক সময় ঐ গরুর মাথায় ঘা হয় এবং ক্ষত স্থানে একটী অশ্বত্থ ফল প্রবেশ করে। এক্ষণে ঐ বীজে একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ জন্মিয়াছে। গাড়োয়ান কোন স্থানে ভাড়ায় গেলে আর রৌদ্রে কষ্ট পায় না। সে সময়ে সময়ে মাঠের মধ্যে গাড়ী থামাইয়া বৃক্ষ হইতে হাঁড়ি নামাইয়া রন্ধন করিয়া খায় এবং বৃক্ষতলে নিদ্রা যায়। ভগবানের কি আশ্চর্য্য মহিমা!

ধূমকেতু প্রদেশের এক স্থানে পুষ্করিণী খনন করিতে করিতে ঘৃত উঠিয়াছে। এইবার ঘৃত বিক্রেতাদিগের সর্ব্বনাশ উপস্থিত।

গত সোমবার শূন্য প্রদেশে আবার সাইক্লোন হইয়া গিয়াছে। আহা! শূন্য প্রদেশটী আর থাকে না।

এ বৎসর পোয়াতে প্রদেশ হইতে ১০০৮ টন স্বর্ণ পাওয়া গিয়াছে।

সম্পাদকীয় উক্তি

আমাদিগের আশা ছিল, সংবাদপত্র ও মাসিক পত্র হইতে দেবভাষার সমূহ উন্নতি সাধিত হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় দিন দিন কতকগুলো অশিক্ষিত এবং চরিত্রহীন সম্পাদক সেই গুরুভার বহন করিতে গিয়া আমাদের আশার বাসা ভাঙ্গিয়া দিতেছে। অনেকে সুলভ মূল্যের প্রলোভন দেখান, কেহ কেহ বিনা মূল্যের লোভ দেখাইয়া অগ্রে কিঞ্চিৎ ডাকমাশুল বলিয়া গ্রহণ করিয়া ২।১ খানি কাগজ দিয়া অদৃশ্য হন, পাঠকগণের লোভে পড়িয়া একুল ওকুল দুকুল যায়। যাঁহারাও রীতিমত বাহির করেন, কি যে লেখেন মাথা মুণ্ড বোঝা যায় না। পত্রের চারি পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন পূর্ণ, প্রবন্ধাদির জন্য অত্যল্পমাত্র স্থান থাকে। আমাদের দেশের মাসিক পত্রগুলির অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর। অনেকগুলি সম্পাদকের এরূপ বিদ্যা নাই যে, পত্রের লেখা ভাল মন্দ বিচার করিয়া পত্রস্থ করেন। অথচ সম্পাদকের পদ লইতেও ছাড়েন না— লাভের মধ্যে থিয়েটারের টিকিট পান। আমাদিগের দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায় যত দিন না এই গুরুভার হস্তে লইতেছেন, ততদিন কোন উপকার হইতেছে না। ভরসা করি সকলে এই কার্য্যে ব্রতী হইবেন।

১৮৮০ অব্দের জেল রিপোর্ট

মহামান্য কালান্তক বাহাদুর অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের এক এক কাপি জেল রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন, তৎপাঠে অবগত হওয়া গেল—যমালয়ে প্রতি বৎসর কয়েদীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। ঐ কয়েদীদিগের মধ্যে জাতিচ্যুত ও

বাপ-মা-প্রহারকের সংখ্যা বেশী। সুখের বিষয়, চৌর্য্য-অপরাধীর সংখ্যার পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অনেক হ্রাস দেখা যাইতেছে। প্রতারকের সংখ্যা এ বৎসর অতিরিক্ত বৃদ্ধি হইয়াছে।

এক্ষণে দেবগবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কি ?

ইংরাজরাজ দিন দিন মর্ত্ত্যে যেরূপ স্বাধিকার বিস্তার করিতেছেন, তাহাতে অনেকের মনে বিশ্বাস, সত্বরেই স্বর্গ রাজ্য ইংরাজরাজের করতলগত হইবে। আমাদিগেরও অনেক কারণে এ বিষয় যথার্থ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বৃদ্ধ মন্ত্রী বৃহস্পতি এ বিষয় বিশ্বাস করেন না। ১৮ই জুলাই মহেন্দ্রভবনে যে পার্লামেণ্ট সভার অধিবেশন হয়, তাহাকে সচিবশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি বলিয়াছেন, কয়েকটী কারণে ইংরাজদিগের প্রতি আমার আশঙ্কা হইতেছে না। প্রথমতঃ স্বর্গে আসিবার কোন রাস্তা ঘাট নাই। দ্বিতীয়তঃ স্বর্গের সন্নিকটে এত শীত যে, পানীয় জল পর্য্যন্ত জমিয়া যাইবে। আমরা এ কথার প্রত্যুত্তরে ইহাই বলি —যদি ইংরাজরাজ আসেন, রাস্তা ঘাট না করিয়াই কি আসিবেন ? জল জমিলে আগুন করিয়া গলাইয়া লইতে পারিবেন না ?

মফঃস্বলে খোদকর্ত্তা

পাঠকগণ ! তারকপুরের মাজিষ্ট্রেট শনৈশ্চরের বিষয় অনেকে শুনিয়াছেন, সম্প্রতি ইনি আর একটী লীলা খেলা দেখাইয়াছেন। তাঁহার বাড়ী মেরামতের জন্য কতকগুলি কুলি নিযুক্ত হয়। উহারা সম্ভবমত ইষ্টক ও প্রস্তরাদি মস্তকে করিয়া বহন করিয়া আনিতেছিল, কিন্তু কর্ত্তা দেখিলেন, ওরূপ করিলে তাঁহার ১০,১৫ টাকা মজুরিতেই যাইবে, অতএব স্বহস্তে কুলির মাথায় বোঝা চাপাইয়া দিতে লাগিলেন, সে পারি না বলিয়া চীৎকার করিলেও ছাড়িলেন না। শেষে বোঝাই দিতে দিতে লোকটার মাথার খুলি ফাটিয়া যাওয়ায় মৃত্যু হইল। বিচারে স্থির হইয়াছে, ইহার মাথাটা ঘুণে ধরা ছিল।

ইঁদুরের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব

আমাদিগের যন্ত্রালয়ের সন্নিকটস্থ রামলাল বণিকের গুদাম ঘরে অত্যন্ত ইঁদুরের উপদ্রব। একদিন একটী সাপ একটী ইঁদুরকে তাড়া করিয়া গিয়া যেমন ধরে ধরে হইয়াছে, অমনি ২০।২৫টি ইঁদুর ছুটিয়া আসিয়া উহার ল্যাজে দংশন করিতে আরম্ভ করিল। সাপটি দংশন-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া যেমন তাহাদিগকে তাড়া করিয়াছে, অমনি এক একটী এক এক দিকে নিরাপদে পলায়ন করিল।

পুস্তক সমালোচনা

এমন সুখের মুখে ছাই। নাটক।

শ্রীগণেশচন্দ্র ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত। গণেশ বাবু অতি সুলেখক। ঠাকুর মহাশয়ের লেখার পরিচয় নূতন করিয়া কি দিব। এ প্রকার পুস্তকের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হয়, দেবলোকের ততই উপকার। গণেশ-প্রণীত পুস্তকের প্রতি ছত্রে প্রতি পত্রে মধু ঢালা। পাঠকগণের দৃষ্ট্যর্থে নিম্নে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

১৫ পৃষ্ঠায় ভোমা সুন্দরী কাষ্ঠ ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে বলিতেছেন ;—

খর্জ্জুরের মাসতুতো ভাই ,রস কস কিছু নাই আঁটি আর চামড়া।

কোন গুণ নাই তোর ওরে বেটা আমড়া॥

গ্রন্থকারের কি ক্ষমতা! ইনি খর্জ্জুর ও আমড়া খাইয়া দোষ গুণ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া লেখনী দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। যিনি এরূপ পুরাতনকে নূতন করিয়া না বলিতে পারেন, তিনি যেন কলম ধরেন না। ঠাকুর গুষ্ঠী দীর্ঘজীবী হইয়া কেবল পুস্তক লিখিতে থাকুন, অন্যান্য গ্রন্থকারগুলো মরে যাক্।

গবর্ণমেণ্ট নিয়োগ।

এ, জি, চন্দ্র তিন মাসের বিদায় লইলেন। আর, জি, শনি তৎপদে নিযুক্ত হইলেন।

এম্, সি, কার্ত্তিক হাজার টাকা বেতনে মিলিটারি ডিপার্টমেণ্টের আসিষ্ট্যাণ্ট জেনরেল নিযুক্ত হইলেন এবং বি, সি, আই, গণেশকে তৎসহকারী নিযুক্ত করা হইল।

এম, এ, ভট্টাচার্য্য বুধ সাত শত টাকা বেতনে অমরাবতী কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইলেন।

এম, ডি, ধন্বন্তরি ১৮ শত টাকা বেতনে মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের পদ পাইলেন।

তারের সমাচার

২রা মে আরবিনট নামক দেবজাহাজ ক্ষীরোদ সমুদ্র পরিত্যাগ করিয়া দধিউপকূলে উপস্থিত হইলে বানচাল হইয়া ১০৮ জনের প্রাণত্যাগ হইয়াছে।

১০ই মে প্রধান মন্ত্রী বৃহস্পতি শীকারে যাইয়া একটি ব্যাঘ্র মারিয়াছেন।

১১ই মে পার্লামেণ্ট সভায় মহারাজ শচীনাথ বলিয়াছেন, আশমান প্রদেশটী তোপে উড়াইয়া দিবেন।

১২ই মে উক্ত সভায় খাসমহল সম্বন্ধে ঘোরতর আন্দোলন হইয়া গিয়াছে।

প্রেরিত পত্র

(সম্পাদক পত্রপ্রেরকদিগের মতামতের জন্য দায়ী নহেন)

বৃথা ক্রন্দন

সম্পাদক মহাশয়! আমার প্রেরিত পত্র খানি আপনার জগদ্বিখ্যাত পত্রে স্থান দান করিয়া বাধিত করিবেন। আহা! ভেকগণ কি নিষ্ঠুর জাতি! ইহারা সন্তান প্রসব করিয়া পলায়ণ করে। সন্তানগণ মৎস্য বালকের ন্যায় জলে সাঁতার খেলে, ক্রীড়া করে, শেষে ল্যাঙটি খসিয়া চারিটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ বাহির হইলে পিতা মাতার অনুসন্ধানে জল হইতে ডাঙ্গায় উঠিয়া থাকে। কিন্তু পিতা মাতা এমনি নিষ্ঠুর—সন্তান বিসর্জ্জন দিয়া পাছে তাঁহারা খুঁজিয়া লয়, এই আশঙ্কায় গর্ত্তের মধ্যে লুক্কায়িত হয়, সহজে বাহিরে আসে না। তবে বর্ষা বাদলের দিনে গর্ত্তে জল প্রবেশ করিলে পল্লীগ্রামের রাস্তায় বসিয়া অন্ধকার রজনীতে দল বল সহ ক্যাঁ কোঁ শব্দ করিতে থাকে।

বিষম সন্দেহ

সম্পাদক মহাশয়! রামায়ণে বলে দশাননের দশটী বদন ছিল। কিন্তু ঐ মুখশ্রেণী এক লাইনে ছিল, কি দেহের চতুষ্পার্শ্বে ছিল, তাহা কেহ খুলিয়া বলেন নাই। এক লাইনে থাকিলে তিনি কি প্রকারে শয়ন করিতেন এবং দেহের চতুর্দ্দিকে থাকিলে কি প্রকারেই বা দক্ষিণ হস্তে ভোজনগ্রাস পশ্চাতের মুখে তুলিতেন ?

নদীতটে!

কল্লোলিনী কল কল বহিতেছে ধারা রে।
শুনিতে মধুর বড়, মরি কিবা মনোহর
জলে বুঝি জলদেবী বাজায় সেতারা রে॥
নৌ'পরি নাবিকগণ, আঘাতিছে ঘন ঘন,
মীনগণে প্রাণভয়ে জাল মধ্যে যায় রে।
সেতারের সঙ্গে বুঝি ঢোল বাদ্য হয় রে॥
কোন স্থানে জাল ঝাড়ি, ফেলিছে ঝপ ঝপ করি,
আহা কিবা বুদ্ধিবলে জাল দড়া বোনে রে।
বাঙ্গালীর তরকারি যাহা দিয়া ধরে রে॥

উত্তম উত্তম। লেখক অক্ষর ঠিক রাখিতে পারিলে একজন সুকবি হইতে পারিবেন। ব—স।

পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি

শ্রীঃ স্বাক্ষরিত বাবু! আপনার পুরা নাম না পাইলে পত্রস্থ করিতে পারি না।

সিংহ! আপনি যাহা লিখিয়াছেন, ও বিষয়ের অনেক আন্দোলন হইয়া গিয়াছে।

শ্রীনবীনচন্দ্র ঘোষ। আপনার পত্রখানি বারান্তরে প্রকাশিত হইবে।

শ্রী বি, বে, সেন! আপনার পত্র প্রকাশ করিবার যোগ্য নহে।

বিজ্ঞাপনের নিয়ম

প্রত্যেক পংক্তি প্রথম তিনবার তিন আনা। তৎপরে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবে।

অর্দ্ধ আনা মূল্যের ডাক টিকিট ভিন্ন আমরা মূল্য গ্রহণ করিব না। গ্রাহকগণ টিকিট প্রেরণ কালে অর্দ্ধ আনার হিসাবে বেশী টিকিট পাঠাইবেন। কারণ আমাদিগকে কমিশন দিয়া টিকিট বেচিতে হয়।

গ্রাহকগণ রীতিমত সময়ে পত্র না পাইলে খামখানি পাঠাইয়া দিবেন।

কেহ রীতিমত সময়ে মূল্য না দিলে কাগজ দেওয়া বন্ধ করিব।

আমরা বেয়ারিং পত্র গ্রহণ করিব না।

এই যন্ত্রালয়ে যবওয়ার্কের কার্য্য অতি সত্বরে ও সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। আমরা প্রুফ সংশোধনেরও ভার লইয়া থাকি।

শ্রীমিথ্যাবাদী দেব
ম্যানেজার

বিজ্ঞাপন

তারকপুরের বঙ্গ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ খালি হইয়াছে। মাসিক বেতন পাঁচ টাকা। যিনি নির্ম্মাল স্কুলের তৃতীয় বাৎসরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন শিক্ষকতা কার্য্য করিয়াছেন এবং যাঁহার উত্তমরূপ সংস্কৃত জানা আছে, তাঁহারই আবেদন সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয় হইবে। আবেদনকারী জাতিতে ব্রাহ্মণ হওয়া চাই। ইহার দশকর্ম্ম জানা থাকিলে বাসা খরচ চলিতে পারে। শ্রীপোয়াতে তারা সম্পাদক।

শ্রীরামচন্দ্র সেনের গণোরিয়া মিক্‌স্‌চার। প্রতি শিশি এক টাকা।

কলিকাতা

আমি এই মিকস্‌চার্‌ সেবনে বহু কালের গণোরিয়া রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছি। শ্রীগণেশচন্দ্র দেব

কৈলাস

কালনিদ্রা তৈল। মূল্য বার আনা।

আমি এই তৈল সেবন পর্য্যন্ত সন্ধ্যার সময় শয়ন করিয়া বেলা ১১৷৷টার সময় নিদ্রা হইতে উঠি। শ্রীভোলানাথ

কুন্তলেশ্বর তৈল। মূল্য এক টাকা।

এমন মনমুগ্ধকর হৃদয়বিদ্ধকর তৈল এজগতে আর নাই। ইহার সৌগন্ধ এমন যে, এ গ্রামে একটু ব্যবহার করিলে ও গ্রামের লোকেরা গন্ধে উন্মাদ হইয়া যাইবে। শুধু তাই নয়—গন্ধ দীর্ঘকালস্থায়ী—অন্ততঃ দুই বৎসর আর গন্ধদ্রব্য মাখিতে হইবে না। যাঁহাদের মাথায় টাক আছে, ইহা ব্যবহারমাত্র তাঁহাদের মস্তক ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশে বিমণ্ডিত হইবে।

এই তৈল মাখিলে গাত্রের কাল রং ঘুচিয়া শাদা হয়! যদি কাহারও ফর্‌সা হইবার ইচ্ছা থাকে, এক এক শিশি খরিদ করিয়া পরীক্ষা করুন।

প্রশংসা পত্র দেখুন—

ছ্যাছড়া গ্রামের মহারাজাধিরাজ প্রবলপ্রতাপান্বিত শ্রীযুক্ত লম্বাচওড়া রাম বিটকেলোপাধ্যায় বাহাদুর কুন্তলেশ্বর তৈল সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"আপনার কুন্তলেশ্বর তৈলের গুণ একমুখে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। যে সমস্ত গুণের কথা আপনি বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কড়ায় গণ্ডায় মিলাইয়া পাইলাম। টেকোর চুল উঠিবে ইহাতে আর বিচিত্র কি? সে দিন আমার ছোট কাকা আমার টেবিলের উপর খানিকটা তেল ঢালিয়া ফেলিয়াছিল। পর দিন দেখি, টেবিলের উপরটায় ঝাঁক্‌ড়া ঝাঁক্‌ড়া চুল গজাইয়াছে। আশ্চর্য্য ব্যাপার! আর এক শিশি পাঠাইবেন।"

এই পত্রিকা প্রতি শনিবারে বরুণোদয় কার্য্যালয় হইতে শাখাশনি কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মা। লিখেছে মন্দ নয়।

ইহার পর দেবগণ আহারাদির উদ্যোগ করিলেন এবং আহারান্তে বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্নে নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

তাঁহারা চোরবাগানের মধ্যে কিছু দূরে যাইয়া দেখেন, দক্ষিণে একটী সুন্দর অট্টালিকা শোভা পাইতেছে। বাড়ীটির দরজায় সঙ্গীন ঘাড়ে

শান্তিপাহারা। বাড়ীটির সম্মুখ লৌহ রেলিং দ্বারা পরিবেষ্টন করা। তন্মধ্যে নানাপ্রকার বৃক্ষ এবং অসংখ্য টবে পুষ্পবৃক্ষসকল শোভা পাইতেছে। দেবগণ ফটক দিয়া উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন, স্থানে স্থানে নানা প্রকার পশু পক্ষী বিচরণ করিতেছে।

ইন্দ্র। বরুণ! এ বাড়ীটি কাহার? বাড়ীটি কলিকাতার মধ্যে সুন্দর বলিয়া বোধ হইতেছে।

বরুণ। বাড়ীটি রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিকের। ইহার বাড়ীর প্রতি অত্যন্ত সখ্ থাকায় বৎসর বৎসর মেরামত ও নূতন নূতন ফ্যাসানে সুসজ্জিত করেন।

ইন্দ্র। বাটীর ভিতরে প্রবেশানুমতি আছে?

"চল না" বলিয়া বরুণ সকলকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ভিতরে যাইয়া দেখেন—বাড়ীটি বড়ই সুন্দর। উঠানটী মার্ব্বেল প্রস্তর দ্বারা বাঁধান। মধ্যস্থলে নৃত্য গীতের স্থান। নিম্নে ও উপরে সুন্দর বারাণ্ডা সকল বিরাজ করিতেছে। নীচের বারাণ্ডার এক স্থানে কতকগুলো ছবি রহিয়াছে। দেবগণ পূজার দালানটী দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; দালানটী অতি বৃহৎ অথচ এক ফুকুরে। ঐ ফুকুরের উপরিস্থ খিলানটী এত বৃহৎ যে সাত ফোকর তন্মধ্য দিয়া গমনাগমন করিতে পারে। এখান হইতে সকলে বৈঠকখানা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। বৈঠকখানাটী এমন সুন্দর সাজান যে, দেবগণ কহিলেন, "আমরা এরূপ কখন চক্ষে দেখি নাই।" গৃহটী বহুমূল্য দ্রব্যাদির দ্বারা পরিপূর্ণ করা রহিয়াছে এবং সোণা, রূপা হীরার বৃক্ষসকল বিরাজ করিতেছে। বরুণ কহিলেন "ইনি দুর্ভিক্ষের সময় দীন দুঃখীদিগকে অকাতরে অন্ন দান করায় রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎপরে মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষে কয়েক লক্ষ টাকা সাহায্য করায় রাজা বাহাদুর উপাধি পাইয়াছেন, তদবধি দ্বারে শান্তি পাহারা বসিয়াছে। অদ্যাবধি ইহার বাটীতে প্রত্যহ সহস্র কাঙ্গালীকে অন্ন দেওয়া হইয়া থাকে।

ব্রহ্মা। বরুণ, এই বংশের বিষয় বল।

বরুণ। ইহারা কলিকাতার বহুদিনের অধিবাসী। জাতিতে সুবর্ণবণিক্। এই বংশের যাদবচন্দ্র শীল নবাব সরকার হইতে মল্লিক উপাধি প্রাপ্ত হন। এবং জয়রাম মল্লিক প্রথম আসিয়া কলিকাতায় বাস করেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিক এই বংশোদ্ভব। ১৮১৯ সালে ইহার

জন্ম হয়। ১৮৬৭ সালে ইনি গবর্ণমেণ্ট হইতে রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। ঐ সালের দুর্ভিক্ষে ইনি যথেষ্ট ব্যয় করায় ১৮৭৭ সালে কলিকাতার দরবারে উচ্চতর উপাধি প্রাপ্ত হন। ইঁহার বৈঠকখানা ও চিড়িয়াখানা বড় সুন্দর। কলিকাতার জিওলজিকেল গার্ডেনে ইনি নিজ ব্যয়ে একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অনেক মূল্যবান্ জন্তু প্রদান করিয়াছেন। ঐ গৃহে লেখা আছে "মল্লিকের ঘর।" ইঁহার বাগানে অনেক সুন্দর সুন্দর গাছ আছে। রাজার দুই পুত্র, কুমার গিরীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

দেবগণ এখান হইতে মেছুয়াবাজারের রাস্তায় আসিলেন। তৎপরে সকলে একটী তেতালা বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখেন, অনেকগুলি লোক দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছে। পিতামহ বরুণকে কহিলেন "বরুণ। এ বাড়ীটি কি?"

বরুণ। ইহার নাম আদি ব্রহ্মসমাজ। এই সমাজে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা হইয়া থাকে। এখানকার ব্রাহ্মদিগের পৈতা ফেলা অথবা স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া উপাসনা করার পদ্ধতি নাই।

পিতামহ হাস্য করিয়া কহিলেন, "য়্যাঁ।' এটী ব্রাহ্মমন্দির! বরুণ! ভিতরে চল না।"

বরুণ। এখন ভিতরে দেখিবার কিছু নাই। রজনীতে যখন আলো জ্বালিয়া সভ্যগণ স্তব স্তোত্র এবং সঙ্গীতাদি করেন, সেই সময় সমাজগৃহে উপস্থিত থাকিলে মনোমধ্যে ধর্ম্মভাবের উদয় হয়।

ব্রহ্মা। চল, না হয় শূন্য গৃহটাই দেখিয়া যাই।

বরুণ তৎশ্রবণে দেবগণকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া উপরে উঠিলেন, এবং সমাজ-গৃহ দেখিয়া হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বরুণ কহিলেন, "১৭৫০ শকে জোড়াসাঁকোর কমলবসুর বাটীতে প্রকাশ্যরূপে ব্রহ্মোপাসনার জন্য প্রথমে এই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। পর বৎসর এই আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহটী নির্ম্মিত হইলে সমাজ এখানে উঠিয়া আসিয়াছে। প্রথম প্রথম এই ব্রাহ্মসমাজের বিপক্ষে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর প্রভৃতি অনেক হিন্দু দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম্মসভা নামে একটী সভাও সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের কিছুমাত্র ক্ষতি করিতে পারেন নাই। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপক রাজা রামমোহন রায় বিলাত যাত্রা করিলে সভার বিশেষ ক্ষতি ও দুরবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই ধর্ম্মে যোগদান করা পর্য্যন্ত ইহার বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছে। এই সভা হইতে তত্ত্ববোধিনী নামক একখানি পত্রিকা বাহির হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধারণের বিশেষরূপে বিদিত হইয়া পড়ে। পরিশেষে বাবু কেশবচন্দ্র সেন এই ধর্ম্মে যোগদান করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরবের বিশেষ বৃদ্ধি হয়। এই ব্রাহ্মসমাজ হইতে দেশের অনেক উপকার সাধিত হইয়াছে। বিশেষতঃ এই ধর্ম্ম হিন্দু সন্তানকে খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পথ হইতে একপ্রকার ফিরাইয়া আনিয়াছে।"

ব্রহ্মা। এ ধর্ম্মকে আমি মন্দ বলি না; তবে পৈতা ফেলা প্রভৃতি বাড়াবাড়িগুলো শুনিলে ঘৃণার উদ্রেক হইয়া থাকে।

ইন্দ্র। বরুণ! ও প্রতিমূর্ত্তি কাহার?

বরুণ। রাজা রামমোহন রায়ের।

ব্রহ্মা। আমাকে সংক্ষেপে রাজা রামমোহন রায়ের জীবনবৃত্তান্ত বল।

বরুণ। ইনি ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান হুগলী জেলার অন্তঃপাতী রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ৺রাধাকান্ত রায়। ইনি প্রথমে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়া পাটনায় যাইয়া আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষা করেন। সেখান হইতে বারাণসীতে যাইয়া সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। প্রত্যাগমন করিয়া "হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রণালী" নামক একখানি পুস্তক লেখেন। তাঁহার পিতা ইহাতে তাঁহাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে তিনি ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন এবং অবশেষে তিব্বত দেশে যাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ দেন। তৎপরে চারি বৎসর দেশ ভ্রমণ করিয়া বাড়ীতে প্রত্যাগত হন। ইনি ২২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইংরাজী অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং অচিরাৎ ঐ ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ইহার পর সংসারভার নিজ স্কন্ধে পড়ায় ইনি রঙ্গপুরের কালেক্টরিতে একটী কর্ম্মে নিযুক্ত হন এবং সত্বরেই সেরেস্তাদারি পদ প্রাপ্ত হন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুরশীদাবাদে গমন করেন এবং তথায় "পৌত্তলিকতা সকল ধর্ম্মের বিরুদ্ধ" নামক একখানি পুস্তক পারস্য ভাষায় প্রণয়ন করেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে তথা হইতে কলিকাতায় আসেন এবং এই স্থানে সর্ব্বদা ব্রাহ্মধর্ম্মেরই আলোচনা করিতে থাকেন। এই সময় অনেকগুলি বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ লোক আসিয়া তাঁহার দলভুক্ত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি চেষ্টা করেন। এই সময় অর্থাৎ ১২৩৪ সালে (১৮২৭ খৃষ্টাব্দে) কলিকাতায় কমল বাবুর বাটীতে একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। রামমোহন রায় সহমরণ প্রথা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করায়

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে রাজপ্রতিনিধি লর্ড বেণ্টিঙ্ক দ্বারা তাহা রহিত হয়। ১২৩৭ সালে (১৮৩০ অব্দে) দিল্লীর সম্রাট্ ইঁহাকে রাজা উপাধি প্রদান করিয়া নিজের কোন কার্যোপলক্ষে বিলাতে পাঠান।

তথায় যাইয়া ইঁহার অনেক বড় বড় সাহেবের সহিত আলাপ হয় এবং তিনি যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেন। সেখান হইতে তিনি ফ্রান্সে যাত্রা করেন এবং তথা হইতে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া ব্রিষ্টল দর্শনে গমন করিলে ঐ স্থানে তাঁহার পীড়া হওয়ায় ১৮৩১ অব্দের ২৭এ সেপ্টেম্বর প্রাণত্যাগ করেন। ১২৫০ সালে (১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে) দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাত যাত্রা করিয়া রামমোহন রায়ের কবরের উপর একটী সুন্দর স্মরণস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

ইনি প্রায় ৭।৮ প্রকার ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে কয়েকটী ভাষাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের কয়েকখানি পুস্তকও রচনা করেন। ইঁহার দ্বারা বাঙ্গালা গদ্য লিখনারম্ভ হয়। ১৮১৪ সালে ইনি সাধারণের বোধ জন্য সংস্কৃত বেদান্তের অনুবাদ করেন এবং সংক্ষেপে বেদের সার মর্ম্ম উদ্ধৃত করিয়া মুদ্রিত ও বিনামূল্যে বিতরণ করেন। ১৮১৬ অব্দে ইনি সংক্ষিপ্তরূপে বেদ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন এবং শ্রীরামপুর হইতে মার্সম্যান সাহেব তাঁহার প্রতিকূলে কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ইনি নিজ ব্যয়ে কলিকাতায় একটী বিদ্যালয় ও মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। ইনি জাতিভেদ কিংবা বর্ণভেদ বিচার করিতেন না, ইংরাজদিগের সহিত এক টেবিলে বসিয়া আহার করিতেন এবং সময়ে সময়ে নিজ বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া ভোজ দিতেন। ইঁহার প্রণীত ব্রাহ্মসঙ্গীতগুলি বড় শ্রুতিমধুর এবং উদারভাবপূর্ণ ভক্তিরসাত্মক। রামমোহন রায় কর্ত্তৃক আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এখান হইতে সকলে যাইতে যাইতে দেখেন, এক স্থানে অনেকগুলি লোক জমা হইয়াছে। একটী লোক হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার নিকট দাঁড়াইয়া পুলিসের ২।১ জন জিজ্ঞাসা করিতেছে—সে লোকটার আকার কি প্রকার, বয়স কত, দেখ্তে কেমন, তোমার ব্যাগে কি কি দ্রব্যাদি আছে?

দেবগণ কারণ অনুসন্ধানে জানিলেন, এই লোকটী পল্লীগ্রামের। নূতন কলিকাতায় আসিয়াছে। সহরের রাস্তা ঘাট না জানায় একজনকে জিজ্ঞাসা করে, "মহাশয়, গোপাল রায়ের বাসা কোথায়?" যাহাকে জিজ্ঞাসা করে, সে একজন প্রতারক। অতএব সুবিধা দেখিয়া "আমার সঙ্গে আসুন" বলিয়া একটা ভয়ানক গলির মধ্যে লইয়া যায় এবং ইহার দুই চক্ষে কতকগুলো

ধূলি নিক্ষেপ করে। যখন এ ব্যক্তি চক্ষে ধূলা যাওয়ায় ব্যাগ নামাইয়া চক্ষু রগড়াইতেছিল, সেই সময় সে ব্যাগটা লইয়া অদৃশ্য হইয়াছে। এ ব্যক্তি পেটে না খেয়ে ২।৩ শত টাকা সংস্থান করিয়াছিল এবং সম্প্রতি দেশে একটী কাপড়ের দোকান করিবার অভিপ্রায়ে কলিকাতায় বস্ত্র খরিদ করিতে আসিয়াছিল।

ব্রহ্মা। কলিকাতা কি সর্ব্বনেশে স্থান! এখানে অসাবধান লোকের পদে পদে বিপদ্ ঘটিতে পারে। এ লোকটার ভাগ্য ভাল যে, প্রাণ না নিয়ে ব্যাগটা নিয়ে গিয়েছে। আহা! কষ্টের ধন একজন বিনা কষ্টে গ্রহণ করিয়াছে।

এখান হইতে যাইয়া তাঁহারা একটি বহুদূর বিস্তৃত তেতালা সুন্দর বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলে নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ! এ স্থানের নাম কি এবং এ সুন্দর বাড়ীটি কাহার?"

বরুণ। এই স্থানের নাম জোড়াসাঁকো। বাড়ীটি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের।

ব্রহ্মা। মহর্ষি? বরুণ, তুমি আমাকে মহর্ষির বিষয় বল।

বরুণ। ইনি সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র। ১৭৯৩ শকে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমতঃ রাজা রামমোহন রায়ের স্কুলে এবং তৎপরে হিন্দু কলেজে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। কলেজ পরিত্যাগের পর ইঁহার পিতা ইঁহাকে নিজ প্রতিষ্ঠিত "কার ঠাকুর এণ্ড কোম্পানী" এবং "ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক" প্রভৃতি বাণিজ্য কার্য্যালয়ে কার্য্য শিক্ষার নিমিত্ত নিযুক্ত করেন। এই সময়ে ইনি সঙ্গীত ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে এবং বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিতে আরম্ভ করেন এবং কিছুদিন পরে বাঙ্গালা ভাষায় এক সংস্কৃত ব্যাকরণ লেখেন। ১৭৬১ শকে ইঁহার দ্বারায় রামচন্দ্র বিদ্যা বাগীশের সাহায্যে তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপিত হয়। তত্ত্বজ্ঞান ও ঈশ্বরভজনা এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য। বালকদিগকে বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ধর্ম্মশিক্ষা দিবার নিমিত্ত ইঁহা কর্ত্তৃক ১৭৬২ শকে তত্ত্ববোধিনী সভান্তর্গত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপিত হয়। ১৭৬৩ শকে ইনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন এবং ১৭৬৫ শকে ইঁহার যত্ন ও ব্যয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারিত হয় এবং ঐ শকে ইনি চারিজন পণ্ডিতকে বেদাধ্যয়ন জন্য কাশীধামে প্রেরণ করেন। তাঁহারা কাশী হইতে প্রত্যাগমন করিলে ইনি বেদের প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে যাইয়া দেখেন, বেদ দ্বৈতবাদে পরিপূর্ণ। ইনি অক্ষয়কুমার দত্তের যত্নে বেদকে পরিত্যাগ করেন এবং ব্রাহ্মসমাজ হইতে বৈদিক ধর্ম্মকে বিদায় দেন। বেদ বিদায় হইলে ১৭৭২ অব্দে ইনি

ব্রাহ্মধর্ম্মের কয়েকটী বীজমন্ত্র সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রচার করেন এবং ১৭৭৮ শকে যোগসাধনের জন্ম হিমালয়ে যান। ১৭৮৪ অব্দে কেশবচন্দ্র সেন আসিয়া ইঁহার সহিত যোগদান করেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি করিতে প্রবৃত্ত হন। ইনি নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া এক উপাসনা-প্রণালী সংগঠন করেন এবং তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

১৮৮২ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিংহল যাত্রা করেন। ১৭৮৩ শকে ইঁহার অর্থসাহায্যে বাবু মনোমোহন ঘোষ কর্ত্তৃক মিরার পত্র প্রচারিত হয়। মনোমোহন বাবু বিলাত যাত্রা করিলে বাবু কেশবচন্দ্র সেন ঐ পত্রের সম্পাদক হন। ১৭৮৪ শকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজ দ্বিতীয় পুত্রকে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার জন্য বিলাতে প্রেরণ করেন। ১৭৮৫ শকে "ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান" নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ বাহির হইলে ইনি উপবীত ত্যাগ করেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মমতে নিজ কন্যার বিবাহ দেন। এই সময় ইনি কেশবচন্দ্র সেনকে ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক এবং প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ১৭৮৬ শকে উপবীত পরিত্যাগ লইয়া ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিবাদ হয় এবং কেশব বাবু ভাঙ্গিয়া গিয়া একটী দল করেন। মিরার পত্রখানি এই সময় তাঁহার সঙ্গে যাওয়ায় ন্যাসন্যাল পেপার নামক একখানি ইংরাজীপত্রের জন্ম হয়। বাবু নবগোপাল মিত্রের উপর ঐ পত্রের সম্পাদকীয় ভার অর্পিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ পত্রের ব্যয়ভার স্বয়ং বহন করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নামক সভা সংস্থাপিত হইলে ইনিই প্রথমতঃ তাহার সম্পাদক নিযুক্ত হন; কিন্তু অল্প দিন পরেই ঐ পদ পরিত্যাগ করেন। এই সভায় থাকিলে ইনি এতদিন রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইতে পারিতেন। কিন্তু ইঁহার ধর্ম্মের দিকে বেশী মন থাকায় রাজা না হইয়া মহর্ষি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এখান হইতে যাইতে যাইতে একস্থানে উপস্থিত হইয়া পিতামহ কহিলেন, "আহা! একখানি কালী দেখ, ঘটে শুকনো ডাব, মার হাত ভাঙ্গা, চক্ষু নাই, ভাঙ্গাঘরে রয়েছেন। সম্মুখে একটী পাঁটা টাঙ্গান, হালদাররমণী মল পায় দিয়া বসিয়া আছেন। উপ, শীঘ্র প্রণাম কর্? বরুণ! এ ঠাকুর কাহার এবং ঠাকুরের নাম কি?"

বরুণ। ঠাকুর হ'চ্চে বেশ্যা ও লম্পটের, নাম কসাই কালী।

ব্রহ্মা। কি?

বরুণ। কলিকাতার অনেকে বৃথা মাংস খান না। এ জন্য অনেক লম্পট নিজের এবং বেশ্যার ভরণ পোষণ জন্য কলিকাতার স্থানে স্থানে ঐরূপ এক এক কালী মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া প্রত্যহ ৫।৭টা পাঁটা জবাই করিয়া মাংস বিক্রয় করে।

ব্রহ্মা। পাপিষ্ঠদের বংশ থাকে ?

বরুণ। উহাদের বংশের মধ্যে মৃত্যুকালে বংশলোচন এবং বংশাবলীর মধ্যে কন্যা হ'চ্চে মাগী ও পুত্র হ'চ্চে মিন্সে।

এখান হইতে যাইয়া একস্থানে উপস্থিত হইলে নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ! এ সুন্দর বাড়ীটি কাহার ?"

বরুণ। এটা শ্যাম মল্লিকের বাড়ী। বাড়ীটি অতি সুন্দর এবং দরজায় সিপাই পাহারা আছে। বাড়ীর পার্শ্বে ইহার ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ মল্লিকের বাড়ী। সম্মুখস্থ ঐ বাড়ীটি সাণ্ডেল বাবুদিগের। সাণ্ডেল বাবুরা ঐ বাড়ীটি বর্ণ্ কোম্পানীকে বিক্রয় করেন; তৎপরে আশুতোষ মল্লিক বর্ণ্ কোম্পানীর নিকট হইতে খরিদ করিয়া লইয়া ঐ প্রকাণ্ড বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বাটী নির্ম্মাণসময়ে তাঁহার উৎকট পীড়া হওয়ায় স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য পশ্চিমে যান, তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। নূতন বাড়ীতে বাস করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই।

ব্রহ্মা। আহা! সখ্ ক'রে কোন বস্তু প্রস্তুত করিয়া ভোগ করিতে না পাওয়া বড়ই দুঃখের বিষয়। তুমি এই মল্লিকদিগের বিষয় বল।

বরুণ। ইহারা জাতিতে সুবর্ণবণিক্। আদি বাস সপ্তগ্রাম। জয়রাম মল্লিক বর্গীদিগের ভয়ে প্রথমে আসিয়া কলিকাতায় বাস করেন। ইহার পুত্রদের নাম পদ্মলোচন। পদ্মলোচনের পৌত্রের নাম শ্যামসুন্দর মল্লিক। ইহার দুই পুত্র—রামকৃষ্ণ ও গঙ্গাবিষ্ণু মল্লিক। ইহারা ব্যবসা করিতেন। বাঙ্গালা, বেহার, সিঙ্গাপুর, চীন প্রভৃতি দেশে ইহাদের বাণিজ্যাগার ছিল। ইহারা অত্যন্ত দাতাও ছিলেন। ধর্ম্মশালা স্থাপন করিয়া শত শত অতিথিকে আহার দিতেন। এবং স্বজাতীয় দীন দুঃখীকে ভরণ পোষণ করিতেন। রোগীদিগকে ঔষধ বিতরণ করিতেন। ১৭৭০ সালের মন্বন্তরের সময় ইহারা আটটী অন্নছত্র খুলিয়া অকাতরে দরিদ্রদিগকে অন্নদান করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে ইহাদের একটী ছত্র আছে।

১৭৪৪ সালে গঙ্গাবিষ্ণু মল্লিকের মৃত্যু হয়। ইহার পুত্রের নাম নীলমণি

মল্লিক। রামকৃষ্ণ মল্লিকের ১৮০৩ সালে মৃত্যু হয়। ইহার দুই পুত্র, বৈষ্ণবদাস মল্লিক ও সনাতন মল্লিক।

নীলমণি মল্লিক অত্যন্ত ধার্ম্মিক ও দাতা ছিলেন। ইনি চোরবাগানের জগন্নাথজীউর ঠাকুরবাড়ী অতিথিশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। রথের সময় বিস্তর টাকা ব্যয় করিতেন। ইনি পুরীর যাত্রীদিগকে পথে জলবৃষ্টিতে কষ্ট পাইতে দেখিয়া রাস্তার মধ্যে মধ্যে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং ঐ যাত্রীদিগকে আঠার নালার পারাণীর পয়সা যাহাতে না দিতে হয়, তজ্জন্য বিস্তর টাকা কালেক্টরিতে প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি শ্রীক্ষেত্রে একটী নাটমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন এবং কলিকাতার গঙ্গায় নীলমণি মল্লিকের ঘাট নামক একটী ঘাট প্রতিষ্ঠা করেন।

বৈষ্ণবদাস মল্লিকের অনেক সৎকার্য্য ছিল। ইনি সদাব্রত স্থাপন করেন, বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং সমারোহে বাটীতে দুর্গোৎসব করিতেন। এই উপলক্ষে ১৫ দিন নাচ তামাসা হইত। বিস্তর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় পাইত। ইনিই ফুল আখড়ায়ের সৃষ্টি করেন—যাহা হইতে এক্ষণে হাফ আখড়াই হইয়াছে। ১৮২১ সালে ইহার মৃত্যু হয়। রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিক ইহার পোষ্যপুত্র।

এই বংশের ব্রজবন্ধু মল্লিক অত্যন্ত দয়ালু ও ধার্ম্মিক ছিলেন। ইনিই ক্লাইব রো নামক রাস্তার জমী দান করেন এবং ঐ রাস্তার পার্শ্বে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। ১৮৫৯ সালে ইহার মৃত্যু হয়। আশুতোষ মল্লিক প্রভৃতি ইহার পুত্র।

ব্রহ্মা। সাণ্ডেল বাবুদিগের বিষয় বল।

বরুণ। ইহারা প্রথমে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন এবং হাটখোলার দত্তদিগের সহিত ব্যবসা করিয়া বিষয়ী হন। বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহাদের ২৫টী নীলের কুঠী ছিল—যাহা হইতে বাৎসরিক ৬০ লক্ষ টাকা আয় ছিল; তদ্ভিন্ন যথেষ্ট জমীদারীর আয় ছিল। ইহার দুই পুত্র—মধুসূদন ও কালিদাস সাণ্ডেল। মধুসূদন চিৎপুর রোডের ধারে দুই প্রকাণ্ড বাড়ী নির্ম্মাণ করান। বাড়ী দুইটিকে লোকে ইণ্ডিয়ান প্যালেস বলিত। বাড়ী দুইটী এক্ষণে আশুতোষ মল্লিক খরিদ করিয়াছেন।

এখান হইতে যাইয়া নূতন বাজারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন, দোকানগুলিতে হাঁড়ী, কলসী, ফল, মূল, মৎস্য, তরকারী, খেলনা দ্রব্য এবং বস্ত্রাদি বিক্রয় হইতেছে। ছানার জলে বাজারের মধ্যে যেন বান এসেছে।

ব্রহ্মা। বরুণ! এ বাজারটীর নাম কি?

বরুণ। এই বাজারটীর নাম নূতন বাজার। রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিক, বাজারটী নূতন স্থাপিত করাতে ইহার নাম নূতন বাজার হইয়াছে। কলিকাতার মধ্যে এই বাজার ভিন্ন অন্য বাজারে ছানা বিক্রয় হয় না।

এখান হইতে বাহিরে আসিয়া দেবগণ দেখেন, কতকগুলো লোক হাস্য করিয়া কহিতেছে—"চাল কলা খেগো বামুন পেয়ে জুয়াচোর বেটা আচ্ছা ঠকান ঠকিয়েছে—ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আর স্থান হলো না—বাটীর বাহিরে আসিয়া কানে পৈতে গুঁজে যেমন প্রস্রাবে বসেছেন, এক বেটা জুয়াচোর এসে কহিল, "ঠাকুর মহাশয়! আপনার ধন্য সাহস, তাই গাড়ু নিয়ে রাস্তার ধারে প্রস্রাব ক'চ্চেন। এই কতক্ষণ হাতিবাগানে দেখে এলেম, ঠিক আপনার মত বসে এক টুলো পণ্ডিত প্রস্রাব কচ্ছিল; এমন সময় একবেটা জুয়াচোর এসে, দেখুন, এমনি ক'রে গাড়ু নিয়ে পালাল।" ব'লে জুয়াচোর বেটা ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে চক্ষুদান দিয়েছেন।"

দেবগণ যখন রাস্তা দিয়া যান, এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাদের হাতে কতকগুলো রাঙ্গা ছাপান কাগজ দিয়া যাইল। তাঁহারা পাঠ করিয়া দেখেন, লেখা রহিয়াছে—নূতন পুস্তক, নূতন পুস্তক, নূতন পুস্তক, "সংসার সহচরী" মূল্য ৩ টাকা—পৌষ মাস মধ্যে লইলে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি তৎসহ উপহার দেওয়া যাইবে। গোলকধাম ১ টাকা, রাধা বাই ॥০, মুক্তিতত্ত্ব ২ আনা, হারানিধি ১ টাকা ৪ আনা, মহাভারতের সারসংগ্রহ ১৪ আনা, রামায়ণী কীর্ত্তি ১ টাকা ২ আনা, সৌভদ্রাহরণ ১ টাকা ৪ আনা, বিষ্টি পড়ে অবিরত ৪ আনা ২ পয়সা, এক কলসী মধু ২ পয়সা, শাদা মেঘে জল ৮ আনা, আমারই চিন্তা ১ টাকা ১২ আনা, প্রভাসমিলন ২ টাকা ৪ আনা, আশালতা ১ টাকা, হৈমন্তিক ধান্য ২ টাকা ৪ আনা, চোরা গরু ৮ আনা, কম্পোজ শিক্ষা ১২ আনা আরো ৩৬ খানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

নারা। মণিঅর্ডার নিয়ে কলা দেখাবে বুঝি?

বরুণ। না, পুস্তক দেবে; কিন্তু যে নেবে, হাতে পেয়ে কেঁদে মরবে। উপহারের পুস্তকগুলি একপাতা—কোন খানি দুপাতা। মলাটে বিজ্ঞাপনে লেখামত মূল্য ফেলা থাকিবে এবং দুই পয়সা ডাকমাশুলে গ্রাহকের নিকট পঁহুছিবে।

ব্রহ্মা। বরুণ! সম্মুখে ও সুন্দর বাড়ীটি কাহার?

বরুণ মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের। ইনি কলিকাতার একজন প্রধান লোক।

ব্রহ্মা। এই বংশের বিষয় বল।

বরুণ। ইহারা ভট্টনারায়ণের বংশোদ্ভব। বৈদ্যবংশীয় রাজা আদিশূর কনোজ হইতে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আনয়ন করেন, ভট্টনারায়ণ তন্মধ্যে একজন। ইঁহার প্রণীত মুক্তি বিচার, প্রয়োগরত্ন, বেণীসংহার নাটক প্রভৃতি কতকগুলি পুস্তক আছে। এই বংশে হলায়ুধ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাজা লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহার পুত্রের নাম বিভূ। বিভুর দুই পুত্র, মহেন্দ্র ও জ্ঞানেন্দ্র। মহেন্দ্রেব পঞ্চম পুরুষ পরে রাজারাম জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শ্রুতিসিদ্ধান্ত পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইঁহার পর জগন্নাথ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রসগঙ্গাধর, ভামিনীবিলাস এবং রেখা গণিত প্রণয়ন করেন। ইঁহার পুত্রের নাম পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ। ইনি প্রয়োগরত্নমালা, মুক্তিচিন্তামণি, বিষ্ণুভক্তি কল্পলতা প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইনিই প্রথমে পিরালী নামে খ্যাত হন। কেহ কেহ বলে—পিরালী নামক একজন মুসলমান আমিনের খাদ্য দ্রব্যের আঘ্রাণ লওয়ায় ঐ উপাধি হয়। আবার কেহ কেহ বলে—ইনি যাঁহাকে জামাতা করেন, সেই ব্যক্তি উক্ত আমিনের খাদ্য দ্রব্য লইয়া খাওয়ায় ঐ উপাধি হয়। পুরুষোত্তমের পুত্রের নাম বলরাম। ইনি প্রবোধপ্রকাশ নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইঁহার ৬ষ্ঠ পুরুষ পরে পঞ্চানন জন্ম গ্রহণ করেন এবং ইনিই কলিকাতায় আসিয়া ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের নিকট বাস করেন এবং ঠাকুর উপাধিতে বিখ্যাত হন। ইংরাজেরাও তাঁহাকে ঠাকুর বলিয়া ডাকিত। ইঁহার পুত্রের নাম জয়রাম। ইঁহার সময় ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহার বাসস্থান লওয়ায় পাথুরেঘাটায় আসিয়া বাস করেন। ইঁহার দ্বিতীয় পুত্রের নাম দর্পনারায়ণ। ইনি বাণিজ্য করিয়া ও ফরাসী গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করিয়া যথেষ্ট বিষয় করেন। ইঁহার দুই পরিবার। প্রথমার গর্ভে রাধামোহন, গোপীমোহন, কৃষ্ণমোহন, হরিমোহন, প্যারীমোহন পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয়ার গর্ভে লাদলিমোহন ও মোহিনীমোহন জন্মগ্রহণ করেন। গোপীমোহনের পাঁচ পুত্র, তন্মধ্যে হরকুমার ও প্রসন্নকুমার বিখ্যাত। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রাজা সৌরেন্দ্রমোহন ঠাকুর হরকুমার ঠাকুরের পুত্র।

গোপীমোহন ঠাকুর বাড়ীতে সমারোহের সহিত দুর্গোৎসব করিতেন

এবং লাট সাহেব পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণে আসিতেন। ইনি কুস্তিওয়ালা রাধা গোয়ালা, লক্ষ্মীকান্ত বেহালাদার ও কালোয়াত কালী মির্জ্জাকে বেতন দিয়া রাখিয়াছিলেন। এই মহাত্মা কর্ম্মচারীদিগের প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন। এমন কি ইঁহার দেওয়ান গোঁদলপাড়ার রামমোহন মুখোপাধ্যায়কে এক খানি উচ্চ আয়ের জমীদারী প্রদান করেন—যাহা উক্ত মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র গোপালচন্দ্র অদ্যাপি ভোগ করিতেছেন। গোপীমোহন ঠাকুর মূলাযোড়ে দ্বাদশশিবমন্দির ও এক কালীমূর্ত্তি স্থাপন করেন। ইঁহার পাঁচ পুত্র—সূর্য্যকুমার, চন্দ্রকুমার, নন্দকুমার, কালীকুমার, হরকুমার এবং প্রসন্নকুমার। হরকুমার ঠাকুর অত্যন্ত সংস্কৃতজ্ঞ ও হিন্দু ছিলেন। ইনি দাক্ষিণাত্য পর্য্যটন, হরতত্ত্বদীধিতী, পুরশ্চরণ পদ্ধতি প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ১৮৫৮ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রাজা সৌরেন্দ্রমোহন ঠাকুর নামক দুই পুত্র রাখিয়া যান।

ব্রহ্মা। আমাকে তুমি যতীন্দ্রমোহনের জীবন বৃত্তান্ত বল।

বরুণ। ইনি ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺হরকুমার ঠাকুর। ইনি প্রথমে হিন্দু কলেজে বিদ্যাভ্যাস করেন ও ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হন। কলেজ পরিত্যাগের পর ইনি প্রায় তিন বৎসর কাল ডি, এল, রিচার্ডসন সাহেবের নিকট ইংরাজী সাহিত্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইঁহার বাল্যকাল হইতেই ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষা রচনা করিবার ক্ষমতা ছিল। বাল্যকালে ইনি অনেক কবিতা লিখিয়া প্রভাকরে প্রকাশ করিয়াছিলেন। পঠদ্দশাতে ইনি সংস্কৃত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। পরে বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর অনেক দিন ঐ ভাষার চর্চ্চা করিয়াছিলেন। সঙ্গীত শাস্ত্রেও ইঁহার বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। বেলগেছিয়ার বাগানে প্রথমে রত্নাবলী নাটকের অভিনয় কালে ইঁহা কর্ত্তৃক দেশীয় কন্‌সার্ট বাদ্যের প্রচলন হয় এবং ইনি নূতন রীতি বাহির করেন। ইনি ১৭।১৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে জমীদারি শাসনের কতক ভার পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। তৎপরে ২৩।২৪ বৎসরে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় সমস্ত বিষয়ভার নিজ হস্তে আসে। বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে “স্বভাববর্ণন” নামক একখানি কবিতাগ্রন্থ প্রচার করেন। তদ্ভিন্ন ইঁহার প্রণীত আরও অনেক পুস্তক আছে। যথা:—বিদ্যাসুন্দর নাটক, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, বুঝিলে কি না, উভয় সঙ্কট। সংস্কৃত মালতীমাধব নাটক ইনিই বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদ করেন। গীতাভিনয়

প্রথমে ইঁহার দ্বারা প্রচলিত হয়। শকুন্তলা গীতাভিনয় ইনিই প্রথমে প্রণয়ন করিয়া ঐ পথ দেখান। পিতৃব্য ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অনুরোধে ভারতবর্ষীয় সভার অবৈতনিক সম্পাদকতা পদ গ্রহণ করেন। ইনি পাব্‌লিক লাইব্রেরির মেম্বর, মিউজিয়মের ট্রষ্টী এবং জষ্টিস্ অব্ দি পিস ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন এবং সার উইলিয়ম গ্রে সাহেবের সময় বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদ প্রাপ্ত হন। তিনিই ইঁহাকে রাজা উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল সাহেবের সময় পুনরায় ইনি উক্ত ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নিযুক্ত হন। ১৮৬৬ অব্দের দুর্ভিক্ষে ইনি প্রজাদিগকে ৭০ হাজার টাকা দান করায় গবর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন। অন্যান্য শুভ কার্য্যেও ইনি যোগদান করিয়া থাকেন। যথা :—কেশবচন্দ্র সেনের আলবার্ট হল, ডাক্তার সাহেবের বিজ্ঞান সভার ইনি ট্রষ্টি এবং নেটিভ হাসপাতালের গবর্ণরি পদে নিযুক্ত আছেন। দিল্লীর দরবারে ইনি মহারাজা উপাধি লাভ করেন। *

ইন্দ্র। রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বিষয়ও বল।

বরুণ। ইনি ১৮৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ সালে ইঁহার প্রণীত ভূগোল ও ইতিহাস ঘটিত বৃত্তান্ত ছাপা হয়। ইঁহার যখন ১৫ বৎসর বয়ঃক্রম, তখন মুক্তাবলী নাটক প্রকাশ করেন। সৌরীন্দ্রমোহন অত্যন্ত পক্ষী ভাল বাসেন। ইনি ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর নিকট বেহালা শিক্ষা করেন ও কালিদাসের মালবিকাগ্নি মিত্র নাটক বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করেন। এই মহাত্মা সঙ্গীত সম্বন্ধীয় পুস্তক নানা দেশ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন—যাহা হইতে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সঙ্গীতসার নামক পুস্তক প্রচার হইয়াছে। সৌরীন্দ্র-মোহন বিপুল অর্থ ব্যয়ে চিৎপুর রোডে একটী সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। ১৮৮০ সালে ইনি রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন।

ইন্দ্র। বরুণ! ও দিকের বাড়ীটি কাহার?

বরুণ। দেওয়ান রামলোচন ঘোষের। ইনি লেডি হেষ্টিংসের দেওয়ান ছিলেন। ঐ কর্ম্ম করিয়া বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করেন। রামলোচন ঘোষের

---

* ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ইনি স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র মহারাজ প্রদ্যোতকুমার ঠাকুরকে পোষ্যপুত্র রূপে গ্রহণ করেন। ইনিই এক্ষণে যতীন্দ্রমোহনের সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন।—সম্পাদক।

তিন পুত্র। শিবনারায়ণ, দেবনারায়ণ ও আনন্দনারায়ণ। দেবনারায়ণের পুত্রের নাম খেলচন্দ্র ঘোষ। ইনি দয়া, দাক্ষিণ্য ও দানের জন্য বিখ্যাত। ইঁহার পুত্রের নাম আনন্দনারায়ণ। ধর্ম্মতলার আনন্দ বাজারের ইনিই মালিক।

এখান হইতে যাইয়া দেবরাজ কহিলেন, "বরুণ! এ বাড়ীটি কাহার?"

বরুণ। রাজা সুখময়ের।

ইন্দ্র। ইঁহার বিষয় বল।

বরুণ। রাজা সুখময় পরম হিন্দু ও দাতা ছিলেন। ইনি শ্রীক্ষেত্রের যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয়ে কটক রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ইনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ও দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার তৃতীয় পুত্রের নাম রাজা বৈদ্যনাথ। ইঁহাকে লর্ড আমহার্ষ্ট রাজা বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। ইনিও অত্যন্ত ধার্ম্মিক ও দাতা ছিলেন। ইনি হিন্দু কলেজে ৫০ হাজার টাকা, কাশীপুর গন্ ফাউণ্ডারিতে ৪০ হাজার টাকা, নেটিভ ফিমেল এডুকেশন ফণ্ডে ২০ হাজার টাকা, কর্ম্মনাশা নদীর উপর ব্রিজ নির্ম্মাণার্থ ৮ হাজার টাকা, লণ্ডন জিওলজিকেল সোসাইটীতে ৬ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। ইঁহার পুত্র কুমার কালীকৃষ্ণ রায় বাহাদুর চিৎপুর হাঁসপাতালে এককালীন দুই হাজার পাঁচ শত টাকা ও মাসিক একশত টাকা চাঁদা দিয়া থাকেন।

এখান হইতে দেবগণ কিয়ৎ দূরে যাইয়া দেখেন একটা লোক অতি দ্রুতবেগে আসিতেছে। তাহার পরিচ্ছদাদি নিতান্ত মন্দ নহে, মস্তকে একটু সিঁথিও আছে। লোকটা দেবগণের নিকট আসিয়া একবার ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিল, এবং কহিল, "সর্ব্বনাশ! আহারান্তে একটু শয়ন করিয়া নিদ্রা যাওয়ায় বেলাটা একেবারে শেষ করিয়া ফেলিয়াছি।"

ঐ ব্যক্তি চলিয়া যাইলে দেবরাজ কহিলেন, "বরুণ। ও লোকটা কে?"

বরুণ। উনি একজন মোসাহেব।

ইন্দ্র। মোসাহেব কি? এবং ইহাদের কাজই বা কি, বিশেষ করিয়া বল।

বরুণ। মোসাহেব শব্দের প্রকৃত অর্থ স্তাবক। ইহাদের কাজ ধনী লোকের স্তব করা ও মিষ্ট কথায় তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখা। ইহারা বাবু ন্যায় অন্যায় যাহা বলেন, তাহার ভাল মন্দ বিচার না করিয়া "আজ্ঞে" "যে আজ্ঞে" শব্দে সায় দেয়। এই "আজ্ঞে" "যে আজ্ঞে" কথা দুটী মোসাহেবেরা সর্ব্বদা

ব্যবহার করে এবং ভালরূপ অভ্যস্ত করিয়া রাখে। মোসাহেবদের কার্য্য প্রত্যহ বাবুর শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে এবং অপরাহ্নে তাঁহার বৈঠকখানায় আসিবার অগ্রে যাইয়া আসর সরগরম করিয়া বসিয়া থাকা এবং বাবু আসিলে গাত্রোত্থান করিয়া অভ্যর্থনা করা; মোসাহেবেরা বাবু হাঁচ্‌লে "জীব" বলে এবং হাই তুলিলে তুড়ি দেয়। বাবু চলিতে পাছে কষ্ট পান, এজন্য প্রস্রাব করিতে যাইবার সময় "আপনি বসুন, আমি আপনার হয়ে যাচ্চি" ব'লে মন যোগাইয়া থাকে এবং তামাক চাহিলে পাছে তাঁহার তামাক চাহিতে গলা ভাঙ্গে এই আশঙ্কায় তাহারা চতুর্দ্দিক্‌ হইতে "তামাক দেরে" বলিয়া নিজের গলা ভাঙ্গিয়া ফেলে। ইহারা ধনী লোকের বাস্তু ঘুঘু। যে বাড়ীতে ইহাদের যাতায়াত হয়, সেখানে ঘুঘু না চরায়ে ছাড়ে না। বাবুর স্ত্রীলোক আবশ্যক হইলে তাহাও আনিয়া দেয়।

এখান হইতে যাইয়া প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলে পিতামহ কহিলেন, "বরুণ! এ বাড়ীটি কাহার?"

বরুণ। এ বাড়ীটি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের। বাড়ীর সম্মুখে তাঁহার বৈঠকখানা বাড়ী। ঐ বৈঠকখানায় জমীদারী সংক্রান্ত কাজ কর্ম্ম হইয়া থাকে। তিনি মৃত্যুকালে যাবতীয় বিষয় নিজ পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহনকে না দিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে দান করিয়া যান।

ইন্দ্র। পুত্রকে বিষয়ের উত্তরাধিকারী না করিবার কারণ কি?

বরুণ। কারণ জ্ঞানেন্দ্রমোহন পিতার অনভিমতে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী কৃষ্ণবন্দ্যোর কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কারণে পিতা পুত্রের উপর এতদূর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে জ্ঞানেন্দ্রমোহন আসিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ জানাইলে তিনি আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। পিতৃবিয়োগের পর পৈতৃক বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবার জন্য জ্ঞানেন্দ্রমোহন অনেক মকদ্দমা করেন, শেষে হাইকোর্টের বিচারে স্থির হয় যে, যতীন্দ্রমোহনের অবর্ত্তমানে জ্ঞানেন্দ্রমোহন পৈতৃক বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবেন।

এখান হইতে যাইয়া সকলে বীডন গার্ডেনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একখানি বেঞ্চে উপবেশন করিলেন, এবং পরস্পরে গল্প করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবরাজ কহিলেন, "কলিকাতায় দেখিতেছি, অনেকগুলি নন্দনবন আছে। এ বাগানটীর নাম কি বরুণ?"

বরুণ। ইহার নাম বীডন গার্ডেন। ছোট লাট বীডন সাহেবের সময়ে

এই বাগানটী নির্ম্মিত হওয়াতে তাঁহার নামানুসারে ইহার নাম হইয়াছে। এখানে সন্ধ্যার প্রাক্কালে কলিকাতার অনেক বড় বড় লোক ভ্রমণ করিতে আসিয়া থাকেন। মধ্যে মধ্যে বাবু কেশবচন্দ্র সেন, কালী খ্রীষ্টান এবং পাদরি ম্যাকডনাল্ড সাহেব এখানে আসিয়া বক্তৃতা করিয়া থাকেন।

বাগান হইতে বাহির হইয়া সকলে বাসার অভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে বরুণ কহিলেন, "সম্মুখে দেখুন ছাতু বাবুর বাটী। ইঁহার পিতা রামদুলাল সরকার চিরস্মরণীয় লোক ছিলেন।"

"রামদুলাল সরকার বিষয় করিয়া যান, কিন্তু তাঁহার পুত্র ছাতু বাবু, বাবুগিরি দ্বারা সেই সমস্ত বিষয় নষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতা লাটু বাবু বিষয়কার্য্যে বড় দক্ষ ছিলেন। জ্যেষ্ঠের ন্যায় তাঁহার বাবুগিরি ছিল না। তিনি উভয় ভ্রাতার বিষয় রক্ষার বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু সম্যক্‌রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তবে তাঁহার জ্যেষ্ঠের সম্পত্তি যেরূপ নষ্ট হইয়াছে, তাঁহার নিজ অংশের সম্পত্তি সেরূপ নষ্ট হয় নাই।"

ব্রহ্মা। সংক্ষেপে আমাকে রামদুলাল সরকারের জীবনচরিত বল।

বরুণ। দমদমার অনতিদূরস্থ রেকজানি গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম বলরাম সরকার। বাল্যকালে ইঁহার পিতৃমাতৃবিয়োগ হওয়ায় কলিকাতায় মাতামহীর নিকট বাস করিতেন। ইঁহার মাতামহী কলিকাতায় মদন দত্তের বাড়ীতে পাচিকা ছিলেন। রামদুলাল ঐ বাড়ীতে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করেন এবং বুদ্ধিবলে অচিরাৎ একজন সুলেখক ও মুহুরি হইয়া উঠেন। প্রথমে রামদুলাল পাঁচ টাকা বেতনে উক্ত মদন দত্তের অধীনে একটী বিলসরকারের কর্ম্ম পান; কিন্তু তাঁহার কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া উক্ত মদন দত্ত তাঁহাকে একটী শিপসরকারের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। এই কর্ম্ম করিতে করিতে এক সময় রামদুলাল টাল্ কোম্পানীর বাড়ী হইতে চৌদ্দ হাজার টাকা মূল্যে মদনমোহন দত্তের নামে একখানি জলমগ্ন জাহাজ নীলামে খরিদ করেন। ঐ জাহাজের মালিক পরিশেষে চৌদ্দ হাজার টাকার উপর এক লক্ষ টাকা দিয়া নিজ জাহাজ ফিরাইয়া লন। এই জাহাজ রামদুলাল নিজ প্রভুর অনভিমতে খরিদ করেন; কিন্তু সমস্ত টাকা লইয়া গিয়া প্রভুর চরণে অর্পিত করিয়াছিলেন। মদনমোহন ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া সমস্ত টাকা রামদুলালকে দিলেন। ঐ লক্ষ টাকাই ইঁহার সৌভাগ্যের মূল। ঐ টাকায় ব্যবসা করিয়া এত বৃদ্ধি করেন যে, মৃত্যুকালে এক কোটী, তেইশ লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন।

ইনি বিলক্ষণ দাতা ছিলেন। মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষে এক লক্ষ, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা কালে তিন হাজার এবং প্রত্যহ প্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানে ৭০ টাকা করিয়া ব্যয় করিতেন; তদ্ভিন্ন চারি শত আন্দাজ দরিদ্র প্রতিবেশীকে প্রত্যহ আহার দিতেন। ইনি দরিদ্র ব্যক্তিদিগের যথেষ্ট সাহায্য করিতেন; এমন কি তাহাদের কাহার কি কষ্ট আছে, তাহার অনুসন্ধান জন্য চাকর পর্য্যন্ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত বেলগাছিয়ার অতিথিশালায় অদ্যাপি সহস্র সহস্র লোক অন্ন পাইতেছে। ইনি ২২২০০০ দুই লক্ষ বাইশ হাজার টাকা ব্যয়ে কাশীতে ত্রয়োদশটী শিবমন্দির স্থাপন করিয়া দিয়াছেন। ১২১৩ সালে ৭৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে ইনি দুই পুত্র এবং পাঁচ কন্যা রাখিয়া যান। ইঁহার শ্রাদ্ধে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

ইন্দ্র। বরুণ, সম্মুখে হাতীর আস্তাবলের মত ও দুটা কি দেখা যাইতেছে?

বরুণ। ও দুটি নাটকাভিনয়ের ঘর।

ইন্দ্র। বাঙ্গালার নাটক কিরূপ? নাটকাভিনয় দ্বারা বোধ হয় দেশের যথেষ্ট উপকার সাধিত হইতেছে?

বরুণ। প্রথমে লোক ভাবিয়াছিল, ইহা দ্বারা যথেষ্ট উপকার হইবে। কিন্তু, এক্ষণে দেখা যাইতেছে, উপকার না হইয়া বরং দিন দিন বিষময় ফল ফলিতেছে। পূর্ব্বে শিক্ষিত লোক নাটক প্রণয়ন করিতেন, এক্ষণে কতকগুলি অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তি দুই পয়সা উপার্জ্জনের আশায় ছাই ভস্ম লিখিতেছে। *. তাহাদের গ্রন্থে নাটকীয় কোন গুণই লক্ষিত হয় না; আছে কেবল কদর্য্য গান ও কুৎসিত এয়ারকি। অপরিণতবুদ্ধি যুবকেরা এই সকল নাটকের অভিনয় দর্শনে উৎসন্ন যাইতেছে। দুই একটি সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবক এই থিয়েটারের নেশায় একেবারে নষ্ট হইয়াছে। আজ দেখিতেছি, মেঘনাদ-বধের অভিনয় হইবে। অতএব সন্ধ্যার পর তোমাদিগকে অভিনয় দেখিতে লইয়া আসিব।

বাসায় যাইয়া দেবতারা পদপ্রক্ষালন ও সন্ধ্যা আহ্নিক সারিয়া অভিনয় দেখিতে চলিলেন। তাঁহারা রঙ্গভূমে প্রবেশ করিয়া দেখেন, দর্শকে স্থান

* সুখের বিষয় আজকাল বাবু দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের ন্যায় দুই একজন শিক্ষিত ব্যক্তি নাটক লিখিতেছেন। বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অমৃতলাল বসুর দ্বারা বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে—সম্পাদক।

পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ২।১টি দর্শক মদ্যপান করিয়া আসিয়া মুখের দুর্গন্ধ ঢাকিবার জন্য ছোট এলাচ চিবাইতেছে। বরুণ কহিলেন, "সম্মুখে ঐ যে পরদা টাঙ্গান রহিয়াছে, উহা তুলিলেই ভিতরে সুন্দর অট্টালিকা, দেবমন্দির, পুষ্পোদ্যান প্রভৃতি দেখিতে পাইবেন।"

উপ। বরুণ কাকা, ঐ পরদাটা তুল্লেই বাগান, পুকুর হবে। কেমন ক'রে ক'র্‌বে?

অভিনয়ের বিলম্ব দেখিয়া দর্শকগণ গল্প আরম্ভ করিয়াছেন। একজন অপরের কানে কানে কি বলিতেছেন, শ্রোতা তৎশ্রবণে দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছেন। কোন সৌখীন বাবু গ্রীষ্ম বোধ হওয়াতে তালবৃন্তে বাতাস খাইতেছেন, এবং ছোট ছোট যে ছেলে মেয়েগুলিকে সঙ্গে আনিয়াছেন "ঘুম পাবে না ত?" বলিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, অভিনেতাদের মধ্যে ২।১ জন প্যান্টুলান চাপকান গাত্রে এবং টুপি মাথায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। উপ কহিল, "ঠাকুর কাকা, ঐ লোকগুলো কি নকিব সাজিবে?"

এই সময় ঐক্যতান বাদন আরম্ভ হইল। লোকগুলো নিস্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। তৎপরে সোঁত করিয়া যেমন পরদা উঠিয়াছে, দেবগণ আশ্চর্য্যের সহিত দেখেন, সভামধ্যে লঙ্কাধিপতি রাবণ পাত্রমিত্র-পরিবেষ্টিত হইয়া বীরবাহুর শোকে বিলাপ করিতেছেন—তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া দরদরিত ধারা বহিতেছে। যেমন পর্দ্দা উঠিল, সেই সঙ্গে উপও উঠিয়া দাঁড়াইল।

ব্রহ্মা। আহা! যেমন সাজ, তেমনি কথাবার্ত্তা।

উপ। কর্ত্তা জেঠা, ওরা কি চোখে লঙ্কা দিয়ে জল বার ক'র্‌ছে?

এই সময় বীরবাহুজননী আলুলায়িত কেশে পাগলিনীর মত আসিয়া "নাথ! আমার বীরবাহু, প্রাণাধিক বীরবাহু কই?" বলিয়া কপালে করাঘাত ও বিলাপ করিতে করিতে বমি করিয়া ফেলিলেন। তখন রাবণ কহিলেন, "মন্ত্রিগণ, প্রেয়সীকে গৃহে লইয়া যাও, উনি শোকে বড় বমি ক'রেছেন।"

এই সময়ে পরদা পড়িয়া গেল এবং পুনরায় ঐক্যতান বাদন আরম্ভ হইল।

ইন্দ্র। বরুণ! রাণী চমৎকার অভিনয় করিতেছিলেন, হঠাৎ এমন হ'লেন কেন?

বরুণ। উনি যে সুধা পান করিয়া আসিয়া সুধাসম অভিনয় করিতেছিলেন, সেই সুধা উদর মধ্যে রাখিতে না পারিয়া বাহির করিয়া ফেলিলেন।

দেবগণ আদ্যোপান্ত অভিনয় দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। রাবণের খেদোক্তিতে তাঁহাদের চক্ষু হইতে অশ্রু পতিত হইতে লাগিল। পিতামহ বলিলেন, "এই পুস্তক রচয়িতা একজন সুকবি বটে। বরুণ, ইঁহার নাম কি?"

বরুণ। ইঁহার নাম মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

ব্রহ্মা। মাইকেল। তুমি তাঁর বিষয় আমাকে বল।

বরুণ। ইনি ১৮২৮ খ্রীঃ অব্দে যশোহরের অন্তঃপাতী সাগরদাঁড়ী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত। ইনি হিন্দু কলেজে বিদ্যাশিক্ষা করেন এবং ১৬।১৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে খ্রীষ্টান হন। তজ্জন্য মাইকেল নাম হইয়াছে। খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর ইনি বিশপ্স কলেজে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা করিয়া মান্দ্রাজ যাত্রা করেন। তথায় যাইয়া মান্দ্রাজ কলেজের প্রধান শিক্ষকের কন্যাকে বিবাহ করেন। ২৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি ইংরাজী ভাষায় একখানি পদ্য গ্রন্থ প্রচার করেন এবং ঐ স্থানের "এথিনিয়ম" নামক একখানি ইংরাজী সংবাদপত্রের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। ইনি কিছু দিন মান্দ্রাজ কলেজে শিক্ষকতা কার্য্য করিয়া সস্ত্রীক বাঙ্গলাদেশে প্রত্যাগত হন এবং কলিকাতায় একটী কেরাণীগিরি কর্ম্ম করেন। ১৮৫৮ সালে ইনি রত্নাবলী নাটকের ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। তৎপরে শর্ম্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী নাটক, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, কৃষ্ণকুমারী নাটক এবং বীরাঙ্গনা কাব্য প্রণয়ন করেন। ১৮৬২ সালে ইনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যত্নে বিলাতে আইন শিক্ষা করিতে যান। তথায় ইনি চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী রচনা করেন। ইনি জীবনের শেষ দশাতে হেক্টর বধ নামক একখানি গদ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে মধুসূদনের মৃত্যু হইয়াছে। অর্থাভাবে ইঁহার আলিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে মৃত্যু হয়।

কথা কহিতে কহিতে দেবগণ বাসায় আসিয়া শয়ন করিলেন। তৎপর দিন উঠিতে তাঁহাদিগের কিছু বিলম্ব হইল। যখন সকলে উঠিয়া মুখ হাত ধৌত করিতেছেন, তখন পিতামহ কহিলেন, "বরুণ! ঢোলকের বাদ্য বাজে কোথায়?"

বরুণ। বারোইয়ারিতলায় বোধ হয় যাত্রা হইতেছে, শুনিতে যাইবেন?

ব্রহ্মা। হানি কি? মর্ত্ত্যে আর কিছু থাক্, না থা'ক রং তামাসা বিলক্ষণ আছে। নারায়ণ চল, গান শুনে আসি।

নারা। আমি আর যাব না, আপনারা যান।

ইন্দ্র। তুমি যাবে না কেন ?

নারা। গিয়ে কি ক'র্‌বো ? হয়ত গিয়ে দেখ্‌বো কতকগুলো ছেলেকে কৃষ্ণ রাধিকা সাজাইয়ে ননী মাখন চুরী করাইতেছে।

বরুণ। না—না—আধুনিক দলে ওসব নাই।

নারা। যে দলটার গান হ'চ্ছে, আধুনিক কি সাবেক—তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে ?

বরুণ। সাবেক হইলে ঢোলের শব্দের পরিবর্ত্তে খোল করতালের খচামচ শব্দ হইত।

নারা। তবে চল।

সকলে যাত্রা শুনিতে যাইয়া দেখেন—আসরটা যাত্রার দলেই পরিপূর্ণ। সকলের সাজ পোষাকও চমৎকার। এই সময় বালক "অভিমন্যু" সপ্তরথী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া বিলক্ষণ বীরত্ব প্রকাশ ও তৎসহ খেদ উক্তি করিতেছিলেন।

ইন্দ্র। বরুণ! এ যাত্রার দলটী ত মন্দ নহে। ইহারা থিয়েটারের ন্যায় সুন্দর অভিনয় করিতেছে। তদ্ভিন্ন থিয়েটারে পয়সা খরচ ব্যতীত কেহ দেখিতে কিংবা শুনিতে পায় না, ইহাদের অবারিত দ্বার। ইহাদিগের দ্বারা বোধ হয় বঙ্গভাষারও সমূহ উন্নতি হইতেছে। কারণ, ইতর শ্রেণীর মধ্যেও ইহা দ্বারা ক্রমে সাধুভাষা প্রচলিত হওয়া সম্ভব।

যতক্ষণ না যাত্রা ভাঙ্গিল, দেবগণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিলেন। অভিনেতাদিগের মূর্চ্ছা যাওয়া দেখিয়া সকলে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। নারায়ণ কহিলেন, "ইহাদের আমি এই আশ্চর্য্য দেখিতেছি, দাঁড়াইয়া সটাং মূর্চ্ছা যাইতেছে, অথচ আঘাত পাইতেছে না।"

ব্রহ্মা। বরুণ! এ প্রকার যাত্রার দল কতগুলি আছে এবং দলটির অধিকারী কে ?

বরুণ। এ প্রকার যাত্রার দল সম্প্রতি অনেক হইয়াছে; অনেক ভদ্রলোক চাকরীর শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া যাত্রার দল করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তন্মধ্যে ব্রজমোহন রায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গণেশচন্দ্র উকীল, মতিলাল রায়, বৌ-কুণ্ডু এবং যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকগুলি দল শ্রেষ্ঠ। যে দলটির গান শুনিলেন, ইহার অধিকারীর নাম ৺ব্রজমোহন

রায়। ইঁহার নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত বলাগড় থানার সন্নিকটস্থ চাদড়া নামক একটি পল্লীগ্রামে। ইঁহার প্রথমে একটী পাঁচালীর দল ছিল, কিন্তু অপর দলের সহিত লড়াই হইলে তাঁহারা অত্যন্ত পিতৃ মাতৃ উচ্চারণ করিয়া গালি দিত বলিয়া ব্রজরায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপীরায়ের পরামর্শে এই দলটী করেন। ইঁহার নূতন সুরে গান বাঁধিবার ক্ষমতা ছিল, তাঁহার মৃত্যুর পর অবধি গোপীমোহন রায় দল চালাইতেছেন।

এখন হইতে যাইয়া সকলে সিমলার বাজারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন, নানা প্রকার ফল মূল এবং দোকানে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি বিক্রয় হইতেছে। বরুণ কহিলেন, "সিমলার ধুতি বড় বিখ্যাত, সে ধুতি এই বাজারেই পাওয়া যায়।"

সিমলার বাজার দেখিয়া সকলে একটী গির্জ্জার সন্নিকটে উপস্থিত হইলে নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ! এ গির্জ্জাটী কাহার?"

বরুণ। ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

ইন্দ্র। বন্দ্যোপাধ্যায়ের গির্জ্জা? বরুণ! কৃষ্ণবন্দ্যোর জীবনচরিত বল।

বরুণ। ১৮১৩ অব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন; ইঁহার পিতার নাম জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি হেয়ার স্কুলে পাঠ করিয়াছিলেন। তৎপরে ১৮২৪ অব্দে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৮২৯ অব্দে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতার কার্য্য করেন। এই সময় ইনি এনকোয়ারার নামক একখানি সংবাদপত্রের সম্পাদক হন। ১৮৩২ অব্দে ইনি খৃষ্টধর্ম্মের দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৮৩৭ অব্দে ধর্ম্মযাজকের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৩২ অব্দে ইনি গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে সর্ব্বার্থসংগ্রহ নামক গ্রন্থপ্রচার করেন। ১৮৫৩ অব্দে ইনি বিশপ কলেজের অধ্যাপক হন এবং ১৮৬৮ অব্দে কর্ম্ম হইতে অবসর লন। ১৮৬১ অব্দে ইনি ষড়দর্শন সংগ্রহ এবং ১৮৬৫ অব্দে এরিয়ান উইটনেস্ নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইনি সংস্কৃত রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, ভট্টিকাব্য এবং ঋগ্বেদ সংহিতার টীকা করিয়া মূলের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক গ্রন্থ আছে। বাঙ্গালীর মধ্যে ইনি একজন উৎকৃষ্ট ইংরাজী লেখক। ইনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার একজন সভ্য ছিলেন। ১৮৫১ অব্দে বেথুন সভা স্থাপিত হইলে ইনি প্রথমে তাঁহার সভ্য এবং তৎপরে সহকারী সভাপতির পদে নিযুক্ত হন। হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ যখন যে সভা হইয়াছিল, ইনি প্রত্যেক সভাতেই

যোগদান করিয়াছিলেন। ১৮৫৮ অব্দে ইনি বিশ্ববিত্যালয় সভার সভাপতি ছিলেন। ১৮৭৬ অব্দে কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয় হইতে ডাক্তার ইন্ ল উপাধি প্রাপ্ত হন। এই বৎসর ইনি কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর একজন সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি ১৫।১৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বিবাহ করেন। খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পর স্ত্রীকে সুন্দররূপে লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন। এক্ষণে ইঁহার কয়েকটী কন্যা বালিকাবিত্যালয়ের পরিদর্শিকা পদে নিযুক্তা আছেন।

ব্রহ্মা। বরুণ, সম্মুখে যে চক্ষুরোগের চিকিৎসালয় দেখা যাইতেছে, ঐ স্থানে আমাকে নিয়ে চল না।

বরুণ। কেন?

ব্রহ্মা। একবার চক্ষু দুইটী দেখাইব; কলিকাতায় আসিয়া পর্য্যন্ত যেন বেশী বেশী ঝাপ্‌সা বোধ হইতেছে। ও ডাক্তারটী কেমন এবং উঁহার নাম কি?

বরুণ। উঁহার নাম কৃষ্ণহরি ভট্টাচার্য্য। বাড়ী সুরো নামক স্থানে। ইনি পাথুরিয়া ঘাটার জমীদার গিরিশ্রচন্দ্র ঘোষ ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিত্যাসাগর মহাশয়ের অনুগ্রহে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে সম্মান ও বৃত্তি সহকারে উচ্চ শিক্ষা সমাপন করিয়া চারি বৎসর কাল মেডিকেল কলেজের চক্ষু হাঁসপাতালে কেরাণীগিরি কর্ম্ম করেন। এই সময় হইতেই ইনি ডাক্তার কেলি সাহেবের অনুগ্রহে লোকের বাটীতে চিকিৎসা করিয়া থাকেন। ইঁহার প্রণীত কয়েকখানি ডাক্তারি পুস্তক আছে—তন্মধ্যে চক্ষু চিকিৎসা পুস্তকখানি নেটিভ ডাক্তারদিগের পাঠ্য। কলিকাতায় বাঙ্গালী চক্ষু চিকিৎসকদিগের মধ্যে নীলমাধব হালদার, লালমাধব মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণহরি ভট্টাচার্য্য বিখ্যাত।

পদ্মযোনি উপ'র হস্তস্থিত একখানি পুস্তকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "ও পুস্তকখানার নাম কি?"

বরুণ। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত "আলালের ঘরের দুলাল।" টেকচাঁদ ঠাকুরের প্রকৃত নাম প্যারীচাঁদ মিত্র।

ব্রহ্মা। আমাকে প্যারীচাঁদ মিত্রের জীবন চরিত বল।

বরুণ। ১৮১৪ খৃঃ অব্দে ২২ জুলাই কলিকাতায় ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে বাঙ্গালা ও পারসী শিক্ষা করিয়া ১৮২৯ খৃঃ অব্দে হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন। যখন ইনি কলেজের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন, তখন ১৬ টাকা

করিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন। ইনি পঠদ্দশায় স্যার জন পিটার গ্রান্ট প্রদত্ত পুরস্কার লাভ করেন। ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে ইনি কলেজ পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা পবলিক লাইব্রেরির ডেপুটী লাইব্রেরিয়ান হন। এই লাইব্রেরি পূর্ব্বে এসপ্লানেড রোডে ডাক্তার ষ্ট্রংগর বাটীতে ছিল। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাদাতা সার চার্লস মেটকাফ যখন সাধারণের চাঁদাতে গঙ্গাতীরে মেটকাফ হল প্রতিষ্ঠা করেন, তখন সেইস্থানে উঠিয়া যায়। প্যারীচাঁদ ক্রমে এই লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান, সেক্রেটারি ও কিউরেটার পর্য্যন্ত হন। ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে ইনি প্রসিদ্ধ বাগ্মী জর্জ্জ টমশনের সহিত মিলিয়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটী নামে সভা স্থাপন করেন। ইঁহারই চেষ্টায় বেথুন সাহেব কর্ত্তৃক বেথুন স্কুল স্থাপিত হয়। ইনি রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সহিত মিলিয়া "জ্ঞানান্বেষণ" ও রামগোপাল ঘোষ এবং রসিককৃষ্ণ মল্লিকের সাহায্যে "বেঙ্গল স্পেক্টেটর" পত্র বাহির করেন। মাসিক পত্র নামে প্রথম বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের ইনিই জন্মদাতা। গবর্ণর সার উইলিয়ম গ্রে ইঁহাকে বেঙ্গল কাউন্সিলের মেম্বর করেন। ইঁহারই যত্নে ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণ জন্য আইন পাশ হয়। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন 'ফেলো'—একজন পুরাতন জষ্টিস্ অব্ দি পিস্ ও অনরারি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ইনি একেশ্বরবাদী। ১০৮২ খৃঃ অব্দে প্যারীচাঁদ কর্ণেল অল্কট্ ভারতবর্ষে আসিলে থিয়সভিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত হন। ১৮৮৩ অব্দের ২৬শে নবেম্বর ইঁহার উদরী রোগে মৃত্যু হয়। "আলালের ঘরের দুলাল" নামক পুস্তক, "অভেদী," "কৃষিপাঠ," "যৎকিঞ্চিৎ," "মদ খাওয়া একি দায়, জাত থাকে না কি উপায়," "বামাতোষিণী," "রামরঞ্জিকা," "আধ্যাত্মিক" এবং রামকমল সেন ও কোলস্‌ওয়ার্দিগ্রান্ট সাহেবের জীবনচরিত লেখেন। সঙ্গীতশাস্ত্রে ইঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইঁহার স্মরণার্থে মেটকাফ হলে একখানি অয়েল পেন্টিং ও টাউন হলে এক প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে।

দেবগণ মেছুয়াবাজার রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় বীণা থিয়েটারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ইন্দ্র। বরুণ! এ থিয়েটার কাহার ?

বরুণ। থিয়েটারটী পূর্ব্বে কবিবর শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের ছিল। ইঁহার "অবসর সরোজিনী" প্রভৃতি কতকগুলি ভাল ভাল কবিতা পুস্তক আছে।

ব্রহ্মা। ভাল বরুণ, রাজকৃষ্ণ বাবু একজন উচ্চদরের কবি হইয়া আবার থিয়েটার করিলেন কেন ?

বরুণ। আজ্ঞে, ইনি বেঙ্গল থিয়েটারে প্রহ্লাদচরিত্র প্রভৃতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়া দিয়া তাহাদের যেমন গৌরব বৃদ্ধি করেন, তাহারা তাঁহার তাদৃশ সম্মান রক্ষা না করায় বীণা থিয়েটারের জন্ম হয়।

ব্রহ্মা। রাজকৃষ্ণ রায়ের বিষয় বল ?

বরুণ। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত রামচন্দ্রপুর নামক একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম রামদাস রায়। জাতিতে তিলি। তিনি নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। রাজকৃষ্ণ অতি শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হন। ইঁহার আত্মীয় স্বজন কেহই ছিল না; সুতরাং শৈশবেই অত্যন্ত দুঃখে পতিত হন এবং পরের অনুগ্রহে সামান্য মাত্র লেখা পড়া শিক্ষা করেন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার কবিতা লেখা অভ্যাস থাকায় অনেকগুলি সংবাদপত্রে কবিতা লিখিতেন, শেষে ১২ টাকা বেতনে কলিকাতার একটী ছাপাখানায় ইঁহার কর্ম্ম হয়। ঐ টাকা হইতে কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া স্বয়ং প্রেস করেন এবং অবসর সরোজিনী প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, নিশীথ চিন্তা, হিরণ্ময়ী কিরণ্ময়ী প্রভৃতি উপন্যাস ও পদ্যানুবাদ রামায়ণ ও মহাভারত এবং তারকসংহার, হরধনুভঙ্গ, তরণীসেন বধ, প্রহ্লাদচরিত্র প্রভৃতি নাটক লেখেন। ১৩০০ সালের ২৮ ফাল্গুন রবিবার ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

দেবগণ একস্থানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, “বা ! বেশ কীর্ত্তন গাইছে।” নারায়ণ কহিলেন, “অনেকগুলো মাগীর গলা, বোধ হয় সম্মুখের এই বাড়ীটেতে শ্রাদ্ধ আছে।” বলিয়া, সকলে উপরে উঠিয়া দেখেন, মধ্যস্থলে বেদীর উপর এক ব্যক্তি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার দুই পার্শ্বের বেঞ্চিতে কতকগুলি স্ত্রীলোক এবং সম্মুখের বেঞ্চিগুলিতে পুরুষেরা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া আছে। রবিবার সুতরাং বিস্তর কলেজের ছেলে স্ত্রীলোকদিগের বেঞ্চির নিকট গিয়া বসিয়াছে। তাহাদের চক্ষু মুদ্রিত নহে, কেবল এক দৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছে ও মধ্যে মধ্যে চিমটি কাটিতেছে ; কেহ কেহ ভাবিতেছে—ব্রাহ্ম হ'লে হয়।

ইন্দ্র। বরুণ ! এ ত শ্রাদ্ধবাড়ী নয় ? এ স্থানের নাম কি ?

বরুণ। এ স্থানের নাম সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ। কেশবচন্দ্র সেন কুচবেহারে মেয়ের বে দেওয়াতে কতকগুলি ব্রাহ্ম তাঁহার সমাজ পরিত্যাগ

করিয়া আসিয়া এই সমাজ নির্ম্মাণ করে। এ সমাজটী কেশবসেনের ভাঙ্গা দল।

ব্রহ্মা। কেশব সেন রাজজামাতা করায় কি ব্রাহ্মেরা হিংসাতে তাঁর দল ছেড়ে এলো?

বরুণ। আজ্ঞে না—ব্রাহ্মেরা কুচবেহারে বিবাহ দিতে নিষেধ করে, কেশববাবু সে কথা শোনেন নাই, এই সূত্রে মনোমালিন্য হওয়ায় অনেকে চ'টে চ'লে আসেন।

ইন্দ্র। আচ্ছা—কুচবেহারের রাজা হ'চ্চেন কোঁচ, তাঁহার কলিকাতার একটী বৈদ্যের মেয়ে বে কর্‌বার ইচ্ছা হ'ল কেন?

বরুণ। সুশ্রী ও দেখতে শুন্‌তে ভাল, সভ্য ভব্য, লেখা পড়া জানা স্ত্রী কার না ইচ্ছা হয়?

ব্রহ্মা। ও সব যাক্—বরুণ, কেশব সেনের সমাজ ও এ সমাজে প্রভেদ কি?

বরুণ। প্রভেদ বড় বেশী। এ সমাজে বাঙ্গালের ভাগ বেশী আর স্ত্রী পুরুষ একত্র উপাসনা করে। স্ত্রীলোকদিগের প্রকাশ্য স্থানে বসিয়া উপাসনা করার প্রথা উকীল দুর্গামোহন দাস প্রচলিত করেন।

ব্রহ্মা। দুর্গামোহন দাসের বিষয় বল।

বরুণ। ১২৪৮ সালে ইনি বিক্রমপুরের অন্তর্গত তেলিরবাগ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১২৬৪ সালে ১৬ বৎসর বয়সে প্রদর্শনী বৃত্তি লইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন। ১২৬৭ সালে ইনি ব্যবস্থাপক শাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। ইহার পর ইনি গবর্ণমেন্টের উকীল হইয়া বরিশাল যান ও তথায় বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করেন। ১২৭১ সালে ইঁহার যত্নে বরিশালে দুইটী কায়স্থ বিধবার বিবাহ হয়। এই বিবাহের কিছু পূর্ব্বে কলিকাতায় ইঁহার বিমাতারও বিবাহ হইয়া যায়। বরিশালে ইঁহার যত্নে একটি ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হয়। ১২৭৬ সালে ইনি কলিকাতায় আসিয়া হাইকোর্টে ওকালতি করেন। ইনি অত্যন্ত দাতা এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রতি ইঁহার বিশেষ যত্ন। ইনি ভারতসভার একজন প্রধান সাহায্যকারী।

ব্রহ্মা। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে ভাল ভাল লোক কে আছে?

বরুণ। শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ইত্যাদি। শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্মস্থান, মজিলপুর, পিতার নাম হারানন্দ ভট্টাচার্য্য। শিবনাথ সংস্কৃত কলেজের

এম, এ,—ইনি সুখ ঐশ্বর্য্য যাহা কিছু ব্রাহ্মসমাজে দিয়াছেন এবং ব্রাহ্মসমাজ নিয়াই ব্যতিব্যস্ত আছেন। ইনি অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছেন, যথা—নির্ব্বাসিতের বিলাপ, পুষ্পমালা, গৃহস্থধর্ম্ম, হিমাদ্রিকুসুম ও মেজো বৌ। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী শান্তিপুরের আতাবুনে- গোঁসাইদের ছেলে। ইনি একজন গোঁড়া ব্রাহ্ম, পৈতা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন।

দেবগণ সমাজগৃহ হইতে বাহির হইলে বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! ব্রাহ্ম পাড়া দেখুন, এই গলির মধ্যে যত ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকারা বাস করে।"

ব্রহ্মা। সম্মুখের বাড়ীটি কি?

বরুণ। ব্রাহ্ম ব্যারাক। উহার বহির্ব্বাটীতে একটী ব্রাহ্মমিশন প্রেস ও অবিবাহিত বা স্ত্রীহীন ব্রাহ্মেরা বাস করেন এবং ভিতর বাটীতে বিবাহিতা, অবিবাহিতা বা স্বামিহীনা ব্রাহ্মিকারা বাস করেন।

ব্রহ্মা। বরুণ! ব্রাহ্ম স্ত্রীলোকেরা বিধবা হলেই আবার নাকি বিবাহ করে?

বরুণ। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে বটে—কিন্তু তা বলে আশী বছরের বুড়ী মাগী কি আবার বিবাহ করে? তবে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে স্ত্রী স্বাধীনতা খুব বেশী। ইহাদের চালচলন ঠিক ইংরাজদের মতন। সাহেব মেমেদের মত স্বামী স্ত্রী হাত ধরাধরি ক'রে—কিংবা খোলা গাড়ীতে বেড়াতে যায়। সাহেবদের মতন উপাসনা-মন্দিরে স্ত্রীপুরুষে সকলে, একসঙ্গে, ব'সে চক্ষু মুদে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করে—হারমোনিয়ম বাজিয়ে ব্রহ্মসঙ্গীত করে।

ইন্দ্র। ব্রাহ্মেরা কি পূজা আহ্নিক তপ জপ কিছুই করে না?

বরুণ। রাধামাধব! পুতুল পূজা মহাপাতক ব'লে সে সমস্ত ওদের নিষেধ। ব্রাহ্মণ পৈতাগাছটী একেবারে অগ্নিদেবকে সমর্পণ ক'রে তবে ব্রাহ্ম সমাজে নাম লেখাতে পারেন। তবে "নববিধান" সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মেরা অনেকটা হিন্দুয়ানি মানেন।

ব্রাহ্মসমাজ দেখিয়া দেবগণ লাদের বাড়ী দেখিলেন; বরুণ বলিলেন, "এই বাড়ীটী রাজা দুর্গাচরণ লার। বাড়ীটি গোরাচাঁদ দত্তের ছিল। গোরাচাঁদ দত্ত বাবুগিরিতেই বিষয় নষ্ট করেন। এত বড় বাড়ী কলিকাতার মধ্যে কাহারও নাই। বাটীর ভিতর বাগান পুকুর প্রভৃতি আছে। আর একটু সোজা যাইলে ঠনঠনেতে যাওয়া যায়।"

ব্রহ্মা। বরুণ। আমাকে দুর্গাচরণ লার বিষয় বল।

বরুণ। ইঁহার পিতার নাম প্রাণকৃষ্ণ লা। ইঁহাদের আদি বাস চুঁচুড়ায়। প্রাণকৃষ্ণ লা একজন বিখ্যাত সদাগর ও সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। দুর্গাচরণ লা ১৮২৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি হিন্দুকলেজে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। বিদ্যালয় ছাড়িয়া ইনি বাণিজ্য ব্যবসা আরম্ভ করেন। এক্ষণে ব্যবসার দ্বারায় যথেষ্ট সম্ভ্রম ও বিষয় করিয়াছেন। কলিকাতার এমন ইংরাজ বাণিজ্যাগার নাই, যাহার ইনি বেনিয়ান নহেন। বাঙ্গালির মধ্যে একমাত্র ইনি পোর্ট কমিসনারের পদ পাইয়াছেন। ইনি 'জস্টিস্ অব্ দি পিস্, ফেলো অব্ দি ইউনিভারসিটি,' মেওহাঁসপাতালের গবর্ণর এবং বেঙ্গল নেটিভ কাউন্সেলের মেম্বর। ইঁহার ভ্রাতার নাম শ্যামাচরণ লা। দুর্গাচরণ লা কলিকাতা ইউনিভারসিটিকে ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ইনি গবর্ণমেণ্ট দর্ত্তৃক মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

নারা। ঠনঠনে কিসের জন্য বিখ্যাত?

বরুণ। পুস্তক ও চটিজুতার দোকান এবং অমুক ঘোষের জন্য বিখ্যাত।

এখান হইতে মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট দিয়া রাজা দিগম্বর মিত্রের বাটীর নিকট উপস্থিত হইলে পিতামহ কহিলেন, "এ বাড়ীটি কাহার?"

বরুণ। রাজা দিগম্বর মিত্রের।

ইন্দ্র। তুমি আমাদিগকে এই রাজার বিষয় সংক্ষেপে বল।

বরুণ। ইনি ১২১৩ সালে কোন্নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম শিবচন্দ্র মিত্র। ইনি ৮।৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ইনি প্রথমে হেয়ার স্কুলে, পরে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ১৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি মুরশীদাবাদ নিজামত কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হন। তৎপরে রাজসাহীর কালেক্টরির প্রধান কেরাণী হইয়া যান। ইহার কিছু দিন পরে মুরশীদাবাদের খাসমহল বন্দোবস্তের ভার প্রাপ্ত হন। ইহার পর কাশীমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ রায়ের বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উক্ত রাজা ইঁহাকে কতকগুলি টাকা দেন। ঐ টাকায় ইনি নিজের উপার্জ্জিত টাকা যোগ করিয়া মুরশীদাবাদে একটি রেসমের ও কোয়ার কারবার খুলেন। এই ব্যবসায়ে ইনি বিলক্ষণ লাভবান্ হইয়া তিনটী রেসমের কুঠি চালাইতে থাকেন। ইহার পর ইনি ছাপ্রা জেলায় দুটী নীলের কুঠি ক্রয় করিয়াছিলেন। এইরূপে বাণিজ্য

দ্বারা ইনি যথেষ্ট সঙ্গতি করিয়া জমীদারি খরিদ করেন এবং কলিকাতায় বাস করেন। ১৮৫১ অব্দে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন সভা সংস্থাপিত হইলে প্রথমে ইনি ঐ সভার সভ্য এবং পরে অবৈতনিক সহকারী সম্পাদকের পদ প্রাপ্ত হন। ইহার পর ইনি এই সভার সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৬৪ অব্দে ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ অনুসন্ধানার্থ যে কমিসন নিযুক্ত হয়, ইনি সেই সভার সভ্য ছিলেন। ১৮৬৫ অব্দে ইনি বাঙ্গালা ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত হন। ইনি এ প্রদেশীয় দাতব্য সভার সভ্য ছিলেন। ইনি বাটীতে ৫০।৬০ জন দরিদ্র ছাত্রকে রাখিয়া প্রতিপালন করিতেন। এই উপলক্ষে মাসিক প্রায় ২।৩ শত টাকা ইঁহার ব্যয় হইত। ১৮৪৬ অব্দে গবর্ণমেণ্ট হইতে ইঁহাকে সি, এস্, আই এবং দিল্লীর দরবারে রাজা উপাধি দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু ইঁহাকে রাজা উপাধি বেশীদিন ভোগ করিতে হয় নাই।

ব্রহ্মা। সকলই অদৃষ্ট!

এখান হইতে যাইয়া তাঁহারা একটী সমাজগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পিতামহ কহিলেন, "এ স্থানের নাম কি বরুণ?"

বরুণ। ইহার নাম ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের মতের বিরোধ হইলে, তিনি ঐ দল হইতে স্বতন্ত্র হইয়া ১৭৮৮ শকে এই সমাজটী সংস্থাপন করেন। ১৭৯১ শকে এই সমাজ মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১২৭৭ সালে ব্রাহ্মমন্দিরের প্রকাশ্য স্থানে ব্রাহ্মিকাদিগকে বসিবার আসন প্রদান করা হয়।

ইন্দ্র। আদি ব্রাহ্মসমাজ এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে প্রভেদ কি?

বরুণ। এ সমাজে পৈতাফেলা ও দাড়ি রাখা ব্রাহ্ম না হইলে প্রবেশানুমতি নাই। দাড়ি দেখেই সেনের দল চিনিতে পারা পারা যায়। তদ্ভিন্ন ইঁহারা হরিনাম সংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

নারা। এ সমাজটী ত বেস্।

ইন্দ্র। বেস না হবে কেন, এঁরা যে দুকুল রাখ্‌চেন।

বরুণ। দুকুল নয়, এঁরা আজকাল বেদ, কোরাণ, বাইবেল, সকল কুলই রাখ্‌চেন। শেষকালে যে কুলে গিয়ে কিনারা হয়।

ব্রহ্মা। বরুণ! কেশবচন্দ্র সেনের জীবনচরিত বল।

বরুণ। ইনি ১৮৩৮ অব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রামকমল সেনের পৌত্র এবং প্যারীমোহন সেনের পুত্র। ইঁহার অল্প বয়সে

পিতৃবিয়োগ হওয়ায় বিধবা মাতার সহিত বাল্যকাল হইতে নিরামিষ খেয়ে খেয়ে ইঁহার আমিষ ভোজনের প্রতি বিদ্বেষ জন্মিয়া গিয়াছে। ইনি বাল্যকাল হইতে হিন্দু কলেজে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮৫৫ অব্দে ইনি কলুটোলায় একটি নাইট্ স্কুল স্থাপিত করিয়া নিজে তাহার সম্পাদক হন। ইহার পর ইনি গুড্ উইল ফ্রাটার্নিটি নামক এক সভা স্থাপনা করেন। এই সময় হইতে ইঁহার বক্তৃতা করা অভ্যাস হইতে থাকে। ইনি কলেজ পরিত্যাগের পর ২৫ টাকা বেতনে টাঁকশালে একটী কেরাণীগিরি কর্ম্ম পাইয়াছিলেন। এই সময় হইতে ইঁহার ধর্ম্মতৃষ্ণা প্রবল হয় এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত যাইয়া আলাপ করেন। ১৮৫৯ অব্দে ইনি উক্ত ঠাকুরের সহিত সিংহল যাত্রা করেন এবং তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ২৫ টাকা বেতনে বেঙ্গল ব্যাঙ্কে একটী কেরাণীগিরি কর্ম্ম লন। কিন্তু হস্তাক্ষর সুন্দর থাকায় অল্প দিন মধ্যে পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। এই সময় ইনি ইয়ং বেঙ্গল নামে একখানি পুস্তক প্রচার করেন। ইহার পর ইনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য বোম্বাই ও মাদ্রাজ যাত্রা করিয়াছিলেন। ইনি জাতিভেদ স্বীকার করেন না। বিধবা ও অসবর্ণ বিবাহ প্রচলন, ব্রাহ্মিকা সভা সংস্থাপন প্রভৃতি অনেকগুলি নূতন নূতন কাজ করিয়াছেন। ১৮৬১ অব্দে ইনি ধর্ম্ম প্রচার ব্রতে ব্রতী হইয়া ব্যাঙ্কের কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। এই সময় ব্রাহ্মদলের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইয়া গৃহবিচ্ছেদের সূত্রপাত হয়। ১৭৮৬ শকে ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকা প্রচার হইতে আরম্ভ হয়। এই সময় ইনি ইণ্ডিয়ান মিরারের সম্পাদক হইয়াছিলেন। ১৭৮৮ শকে সাধারণ ব্রাহ্মদিগের এক প্রকাশ্য সভা করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করেন এবং ইহার কিছুদিন পরে সশিষ্য সিমলা যান। সিমলায় লর্ড লরেন্স ইঁহাকে সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। এই স্থানে ইনি বিধবা বিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব করেন। সিমলা হইতে প্রত্যাগমন সময় মুঙ্গেরে আসিয়া কিছু দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ঐ স্থানের ব্রাহ্মেরা ইঁহাকে অসঙ্গত ভক্তি দেখায় এবং ইনিও তাহাতে বাধা না দেওয়ায় অনেকের মনে সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, কেশব বাবু অবতার হইবার চেষ্টা করিতেছেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার গৃহে হইত, তৎপরে ১৭৯১ শকে এই ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা হইলে উঠিয়া আইসে। ঐ সালে কেশব বাবু বিলাতে যাত্রা করেন। বিলাতে ইনি যথেষ্ট সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তথাকার লোকে ইঁহার

বক্তৃতায় যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইনি তথায় ভারতবর্ষীয়ের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য বিষয় একটী চমৎকার বক্তৃতা করেন। ঐ বক্তৃতায় সেখানকার অনেক ইংরাজ রাজপুরুষ চটিয়াছিলেন। কুমারী কলেট নামক এক রমণী ইঁহার ইংলণ্ডের বক্তৃতা সকল পুস্তকাকারে প্রচার করিয়াছিলেন। ইনি বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ভারতসংস্কারক সভা সংস্থাপিত করেন। এই সময় এক পয়সা মূল্যের সুলভ সমাচার প্রচার হয়। ঐ পত্র এই সভার অধীনে আছে। এই সময় ইণ্ডিয়ানমিরার দৈনিক আকারে হয়। ইনি আলবার্ট হল নামক একটি দালান প্রস্তুত করিয়া কলিকাতার বাঙ্গালীদিগের বিশেষ অভাব মোচন করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় ইঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। ইনি বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধিকারীদিগের একজন অগ্রগণ্য। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইনি কুচবেহারের বালক মহারাজের সহিত নিজ কন্যাব বিবাহ দেন। ঐ বিবাহের পর হইতে ইনি বড় অন্যায় করিতেছিলেন—কখন বলেন "ঈশ্বর শিওরে বসিয়া আদেশ দিলেন।" কখন বলেন "মক্কা হইতে মহম্মদ দেখা করিতে আসিয়াছিলেন এবং যিশুখৃষ্ট পত্র লিখিয়াছেন," তদ্ভিন্ন প্রতি বাৎসরিক উৎসবে একটী নূতন কাণ্ড দেখাইতেছেন এবং ক্রমে ক্রমে সমাজগৃহে যোগ, যাগ, হোম আরতিও আরম্ভ হইয়াছে। কখন ইনি "হরি হরি হরি" বলিলে মূর্চ্ছা যান এবং কখন কখন "সখী" সেজে নৃত্য করেন। সম্প্রতি বেদ, কোরাণ, বাইবেলের সারাংশ লইয়া নববিধানের সৃষ্টি করিয়াছেন।"*

ব্রহ্মা। লোকে সাকার ভজে নিরাকার পায়, কেশব দেখছি নিরাকার ভজে শেষে সাকার লাভ করিলেন; এ দলে কতগুলি ব্রাহ্ম আছেন?

বরুণ। বেশী নাই। যে কয়েকজন আছেন, তন্মধ্যে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ভাই উমানাথ গুপ্ত, ভাই অমৃতলাল বসু, ভাই ত্রৈলক্যনাথ মিত্র এবং ভাই প্রসন্নকুমার সেন বিখ্যাত।

ইন্দ্র। বরুণ! তুমি প্রত্যেক নামের পূর্বে এক একটি "ভাই" শব্দ যোগ করিলে কেন?

বরুণ ইঁহারা রেভারেণ্ড ভাই নামক একটী "ভাই" উপাধির সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পরস্পর পরস্পরকে ডাকিবার সময় ঐ উপাধিতেই ডাকিয়া থাকেন।

* ১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দের ৮ই জানুয়ারি ইনি কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন।

উপ। বরুণ কাকা! বাপ বেটায় যদি ব্রাহ্ম হয়, তাহা হইলেও কি ভাই ব'লে ডাক্‌বে?

এখান হইতে তাঁহারা কিছু দূরে যাইয়া কেশব বাবুর লিলিকটেজ দেখিলেন।

ব্রহ্মা। লিলিকটেজ কি?

বরুণ। পদ্মকুটীর। এই পদ্মকুটীরে অনেক ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকারা বাস করেন।

এখান হইতে কিছু দূরে যাইলে পিতামহ কহিলেন, "বরুণ! ও দিকে দেখা যাইতেছে ও বাড়ীটি কাহার?

বরুণ। মহারাণী স্বর্ণময়ীর বাগান বাটী।

ব্রহ্মা। কোন্ স্বর্ণময়ী, সেই মস্ত দানশীল রাণী? এ বাড়ীতে তাঁহার কি হয়? বাড়ীটিও বৃহৎ! বরুণ, বাটীর ভিতর কি আছে?

বরুণ। ভিতরে ঐ যে বড় বাড়ীটি দেখা যাইতেছে, উহাতে রাণী যখন কলিকাতায় ছিলেন, বাস করিতেন। বাগান বাটীর মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ চারিটী পুষ্করিণী আছে এবং নানাপ্রকার ফুলের গাছ আছে।

ব্রহ্মা। রাণীর এ বাড়ীতে কি হয়?

বরুণ। ইহার মধ্যে তাঁহার কাছারি হয়। অনেক দরিদ্র বালককে রাণী আহারাদি ও বিদ্যালয়ের বেতন দিয়া লেখা পড়া শেখান।

ইন্দ্র। রাণীর দেব দেবীতে ভক্তি কেমন?

বরুণ। খুব, বিশেষ নারায়ণের প্রতি। তিনি নারায়ণকে লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্ত্তিতে স্থাপন করিয়া সেবা করিতেছেন এবং রাধাগোবিন্দজী রূপে স্থাপন করিয়া মনের মত ভোগ খাওয়াইতেছেন। আবার গঙ্গারধারে নিজ স্ত্রীধন দ্বারায় বহুমূল্য ও সুদৃশ্য হর্ম্ম্য প্রস্তুত করিয়া শালগ্রাম মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এখানে অষ্টপ্রহর নহবৎ ও কাঁসর ঘণ্টা বাজে এবং অকাতরে অতিথি সেবা হয়। দেবরাজ ব'ল্‌বো কি? রাণীর জন্য মুর্‌শিদাবাদে দীন দুঃখী নাই।

ব্রহ্মা। হবে না? রাণী যে কলির অন্নপূর্ণা। আহা! বরুণ, রাণীর কতকগুলো মোটামোটী দানের কথা বল।

বরুণ। এই রাণী ১৮৭৯ সালে মৃত রমানাথ কবিরাজের ঋণ পরিশোধার্থ ফণ্ডে ৫০০ টাকা, ব্রিটিশ এসোসিয়েসনদের বার্ষিক চাঁদা ৫০০ টাকা, কলিকাতার স্কুল বালকদিগের থাকিবার জন্য যে হিন্দু হোটেল প্রস্তুত হয়,

তাহার সাহায্যার্থ চারি হাজার টাকা, রাজকুমারী আলিসের স্মরণ চিহ্ন নির্ম্মাণ জন্য দুই হাজার টাকা এবং ডাক্তার টি. ই. চার্লস, এম, ডি ফণ্ডে রোগীদিগের ফ্লোর করিবার জন্য দুই হাজার টাকা এককালীন দান করেন। ইনি ১৮৮০ সালে আইরিস্ ফ্যামিন্ রিলিফ্ ফণ্ডে দশ হাজার টাকা, পেট্রিয়টিক ফণ্ডে পাঁচ হাজার টাকা দান করেন। ১৮৮১ সালে আমেরিকান ফ্যামিন রিলিফ ফণ্ডে হাজার টাকা, সেন্ট জেমস্ স্কুল বাড়ী নির্ম্মাণার্থ পাঁচ শত টাকা, সংস্কৃত কলেজের চারি শাস্ত্রে যে চারি জন বালক সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, তাহাদিগকে বৃত্তি দিবার জন্য আট হাজার পঞ্চাশ টাকা গবর্ণমেণ্টে জমা দেন, জেনারেল এসেম্‌ব্লি নামক কলেজের যে বালক সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, তাহাকে এক বৎসরের জন্য মাসিক পঞ্চাশ টাকা হিসাবে ছয়শত টাকা দান করেন। ১৮৮২ সালে রেভারেণ্ড লাফোর্ড সাহেবের ভগ্নীকে পাঁচ শত টাকা, মোক্ষমূলারের সম্বন্ধে হেয়ার যে লেকচার দেন, তাহা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করিবার জন্য বি, এম, মালাবারিকে হাজার টাকা, ইডেন মেমেরিয়েল ফণ্ডে পাঁচ শত টাকা, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের বাড়ী নির্ম্মাণফণ্ডে দুই হাজার টাকা, দেশীয় স্ত্রীলোক-দিগের উচ্চ শিক্ষার্থে তিন শত টাকা দান করেন। ১৮৮৪ সালে সিমলা রিপণ হাঁসপাতাল নির্ম্মাণার্থে দুই হাজার টাকা, হাবড়ার টাউনহল বিল্ডিংফণ্ডে হাজার টাকা, বেঙ্গল টেনান্সি বিলফণ্ডে দুই হাজার পাঁচ শত টাকা, হুগলি মিউনিসিপলিটীকে পাঁচশত টাকা দান করেন। ১৮৮৪ সালে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন ফণ্ডে হাজার টাকা দান করেন। ১৮৮৫ সালে কলিকাতার মেডিকেল কলেজের স্ত্রীলোক ছাত্রীদিগের জন্য যে হোটেল নির্ম্মাণ হয়, তাহার সাহায্যার্থে এককালীন এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা, টেনান্সি বিলের বিপক্ষে আন্দোলন করিবার জন্য পাঁচ শত টাকা, মাহাত্মা লালমোহন ঘোষের নির্ব্বাচন ফণ্ডে হাজার টাকা, কাউণ্টেস্ ডফরিণ ফণ্ডের সাহায্যার্থ আট হাজার টাকা, কুষ্ঠ রোগীদিগের গৃহে রুগ্না হিন্দু রমণীদিগের গৃহ নির্ম্মাণ জন্য আট হাজার টাকা, ১৮৮৬ সালে যে লণ্ডন একজিবিসন হয়, তাহাতে হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের আবরণ রক্ষা জন্য তিন হাজার টাকা, রোভার স্কুলের সাহায্যার্থে পাঁচ শত টাকা, কেশব একাডেমীতে পাঁচ শত টাকা, লর্ড ইউলিক ব্রাউনের মেমোরিয়েল ফণ্ডে পাঁচ শত টাকা, দান করেন। ১৮৮৭ সালে কলিকাতা মেডিকেল ইন্‌ষ্টিটিউসনের সাহায্যার্থে পাঁচ শত টাকা, কাউণ্টেস্ ডফরিণ ফণ্ডের সাহায্যার্থে পুনরায় সাত শত সত্তর টাকা,

লণ্ডনের ইম্পিরিএল জুবিলি ইন্‌ষ্টিটিউসন উপলক্ষ্যে পাঁচ হাজার টাকা, বালী রিপণ হলের সাহায্যার্থে হাজার টাকা দান করেন। ১৮৮৮ সালে কেশব একাডেমির সাহায্যার্থে পাঁচ শত টাকা, ডফরিণ মেমোরিয়েল ফণ্ডে তিন হাজার টাকা, দার্জ্জিলিং স্বাস্থ্যনিবাস নির্ম্মাণ জন্য আট হাজার টাকা দান করেন। এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়াছেন। এবং দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমনের সাহায্যার্থে একশত টাকা দান করিয়াছেন।

উপ। ওমা। দেবগণের বেলায় এত কম?

ইন্দ্র। তুই থাম্—ভাল পিতামহ। এমন ধর্ম্মশীলা রাণী পতিপুত্রবিহীনা কেন?

ব্রহ্মা। ভাই, ওসব জঞ্জাল থাক্‌লে কি রাণীর ধর্ম্মকর্ম্মে এরূপ মতি থাকিত, না ভবিষ্যতের জন্য অক্ষয় পুণ্য সঞ্চিত হইত?

এখান হইতে একটী গলির মধ্য দিয়া সকলে লং সাহেবের গির্জ্জার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন বরুণ কহিলেন, "এইটী লং সাহেবের গির্জ্জা। ইনি একজন বঙ্গবন্ধু ছিলেন। নীলদর্পন নাটক প্রচার হইলে ইনি নীলকরগণ কিরূপ প্রজাপীড়ন করে তাহা রাজপুরুষদিগের গোচর করাইবার অভিপ্রায়ে উক্ত পুস্তক ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া প্রচার করেন। ইহাতে ইংলিসম্যান সম্পাদক আপনাদিগের খ্যাতিলোপকর পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছে বলিয়া মুদ্রাকরের বিরুদ্ধে কলিকাতা সুপ্রীমকোর্টে অভিযোগ করেন। ইহাতে ১৮৬১ অব্দের জুলাই মাসে মহাত্মা লং সাহেবের এক মাস কারাবাস এবং হাজার টাকা অর্থদণ্ড হয়। ঐ টাকা ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় তৎক্ষণাৎ দিয়াছিলেন, লং সাহেবকে দিতে হয় নাই। লং সাহেবের কারাবাস হইলে বাঙ্গালীমাত্রেই দুঃখিত হইয়াছিলেন।"

"দেবরাজ। ও দিকে দেখ মিউনিসিপাল হাঁসপাতাল। কলিকাতায় যত পাহারাওয়ালা আছে এবং মিউনিসিপালিটির সামান্য সামান্য কর্ম্মচারী আছে, পীড়িত হইলে এই স্থানে চিকিৎসা করা হয়।"

এখান হইতে কিছুদূর যাইলে নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ। ওদিকের ওটা কি?"

বরুণ। উহার নাম পপার এসাইলম বা আম্‌হাউস। এই স্থানে গরীব দুঃখী সাহেব—যাহাদিগের ভরণ পোষণের কোন উপায় নাই—নাম লেখাইয়া বাস করে। গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে আহার দিয়া নানাপ্রকার কাজকর্ম্ম করাইয়া

লন। উহার ও দিকে ঐ যে বড় বাড়ী দেখা যাইতেছে, ঐখানে লেপার এসাইলম ছিল। মহাব্যাধি-রোগগ্রস্ত লোকদিগকে ঐ স্থানে রাখিয়া চিকিৎসা করা এবং পথ্যাদি দেওয়া হইত। ঐ এসাইলমটি সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুরের অর্থে সংস্থাপিত হইয়াছিল।

ব্রহ্মা। দীনদুঃখীকে ঔষধ ও পথ্য প্রদান ত সহজ পুণ্য নহে। বরুণ, তুমি আমাকে দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনচরিত বল।

বরুণ। ইনি ১২০১ সালে জন্মগ্রহণ করেন ; ইনি ইঁহার পিতৃব্য রামলোচন ঠাকুরের পোষ্যপুত্র। সিরবোরণ সাহেবের স্কুলে সামান্য ইংরাজী শিক্ষা করিয়া শেষে নিজের বুদ্ধিবলে শাস্ত্রাদির আলোচনা করিয়া যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন। প্রথমে ইনি একজন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। পরিশেষে রামমোহন রায়ের সহিত আলাপ হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইনিও প্রথমে ওকালতী, তৎপরে নিমকির কালেক্টরির সেরস্তাদার হন। এই কার্য্য করিতে করিতে ক্রমে বোর্ডের দেওয়ান হন। অনেক দিন এই কার্য্য করিয়া শেষে কর্ম্মত্যাগ করিয়া বাণিজ্য ব্যবসা আরম্ভ করেন। ইনি প্রথমে এই স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ করায় গবর্ণর লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিং একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার পর ইনি কয়েকজন বাঙ্গালী ও সাহেবের সহিত একত্র হইয়া একটি ব্যাঙ্ক খুলেন এবং নীল, রেশম, চিনির কয়েকটি কুঠি স্থাপন করেন। এই সময় ইনি অনেকগুলি জমীদারী খরিদ করিয়াছিলেন। ইনি অত্যন্ত পরোপকারী ও দাতা ছিলেন। ২৪ পরগণার দাতব্য চিকিৎসালয়ে লক্ষ টাকা দান করেন। কলিকাতার জমীদার সভা ইঁহারই যত্নে ১২৬৫ সালে স্থাপিত হয়। ঐ সভাকে এক্ষণে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা কহে। ১২৪৯ সালে বিলাত যাত্রা করিলে মহারাণী ভারতেশ্বরী যথেষ্ট সমাদর করিয়াছিলেন। ইহার পর ইনি ইউরোপের অপরাপর দেশ দেখিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হন। ১২৫১ সালে পুনরায় ইনি বিলাতযাত্রা করেন এবং নিজ ব্যয়ে বিলাত হইতে ডাক্তারি শিখিয়া আসিবার জন্য ভোলানাথ বসু ও সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তীকে (গুডিব চক্রবর্ত্তী) সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। ১২৫৩ সালে ৫২ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বেলফাষ্ট নগরে ইঁহার মৃত্যু হয়। কেন্সালগ্রীন নামক স্থানে ইঁহার সমাধি হইয়াছে। সমাধিস্তম্ভে রজতফলকে লেখা আছে "১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট কলিকাতার জমীদার দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু হইল।" দ্বারকানাথ ঠাকুরের বেলগেছিয়ার বাগান বড় বিখ্যাত।

নারা। এ দিকে এ গলির ভিতর কি আছে?

বরুণ। মেট্রপলিটান ইনিষ্টিটিউসন। ঐ বিদ্যালয়টি প্রথমে বিদ্যাসাগর ও ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কয়েক জন সম্ভ্রান্ত লোকের যত্নে ট্রেণিং স্কুল নাম দিয়া সংস্থাপিত হয়। ক্রমে ম্যানেজারদিগের মতের অনৈক্য হওয়ায় বিদ্যালয়টী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এক ভাগের নাম মেট্রপলিটন ইন্‌ষ্টিউসন—ইহার তত্ত্বাবধান ভার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর ছিল। অপর ভাগের নাম ট্রেণিং একাডেমি—ঐ অংশের ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী তত্ত্বাবধান করিতেন।

এই সময়ে কুঁকড়ো ডাকার শব্দ শুনিয়া পিতামহ কহিলেন, "কলিকাতার মুসলমান পাড়ায় এলাম নাকি?"

বরুণ। আজ্ঞে না, রমাপ্রসাদ রায়ের বাটীর নিকট আসিয়াছি। রমাপ্রসাদ রায়ের পুত্র হরিমোহন রায় বড় ব্যবসাদার লোক; কুঁকড়োগুলোর বেশী বাচ্ছা হয়, এজন্য কুঁকড়ো পুষিলে লাভ হইবার আশায় তিনি অসংখ্য কুঁকড়ো পুষিয়াছেন। এই দেখুন বাবুর কসাই কালী, তাহার পর রয়াল হোটেলে একজন চাচা কুঁকড়ো জবাই করিতেছে। তাহার পর সঙ্গীন পাহারা বাবুর বাটী। ও দিকে দেখুন, বাবু দোকান ঘরে বসিয়া সটকায় তামাক খাইতেছেন।

নারা। বাবুর আশে পাশে বিস্তর ঝাঁকড়া চুলো ছেলে ব'সে, উহারা কারা?

বরুণ। বাবুর একটী যাত্রার দল আছে, ছেলেগুলো সেই দলের বালক।

এখান হইতে দেবগণ একখানি ছেকড়া গাড়ী ভাড়া করিয়া একেবারে নিমতলায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

ইন্দ্র। বরুণ! এ স্থানের নাম কি?

বরুণ। এ স্থানের নাম নিমতলা। ও দিকের ঐ সামান্য বাটীতে আনন্দময়ী নামে কালীমূর্ত্তি আছেন। ঐ গৃহে দুটী কুঠারি আছে, কুঠারিদ্বয়ের মধ্য দিয়া একটী নিমগাছ উঠায় এ স্থানের নাম নিমতলা হইয়াছে। ঐ দেবীমূর্ত্তি শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির। দেবালয়টি একখানি তালুক বিশেষ।

ব্রহ্মা। বরুণ! এই বংশের বিষয় বল।

বরুণ। দেওয়ান রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদি বাস কাদিহাটি।

ইনি গবর্ণমেণ্টের পাটনার আফিংয়ের কুঠির দেওয়ান ছিলেন। ঐ কর্ম্ম করিয়া রাধামাধব যথেষ্ট বিষয় করেন। ইনি নিমতলার স্নানের ঘাট ও আনন্দময়ীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ইঁহার পাঁচ পুত্র—নবকৃষ্ণ, গোপালকৃষ্ণ, শিবকৃষ্ণ ও তারাকৃষ্ণ। শিবকৃষ্ণ কলিকাতার মধ্যে একজন প্রতাপান্বিত জমীদার ছিলেন। ইনি বেশ ইংরাজী জানিতেন। যখন রাস্তা দিয়া বগী হাঁকাইয়া যাইতেন, যে সম্মুখে পড়িত চাবুক মারিতেন। ইনি শেষে জালিয়াৎ মকদ্দমায় ১৪ বৎসরের জন্য দ্বীপান্তরিত হন। যখন খালাস হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন, পথিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কিছুদূর যাইয়া তাঁহারা একটী বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বরুণ। পিতামহ! নিমতলার মথুরমোহন সেনের বাড়ী দেখুন। ইঁহারা জাতিতে স্বর্ণবণিক্। ইঁহার পিতার নাম জয়মণি সেন। ইনি কলিকাতার মধ্যে বিখ্যাত পোদ্দার ছিলেন! ইনি প্রকাণ্ড বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া গবর্ণমেণ্টের বাড়ীর ন্যায় চারিটি গেট প্রস্তুত করান। এক্ষণে এই বাটীর ধ্বংসাবস্থা। বাটীর সংলগ্ন ঠাকুরবাটী ও ফুলবাগান অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে—যাহাকে মথুর সেনের ফুলবাগান কহে। মৃত্যুকালে ইনি অল্পমাত্র বিষয় রাখিয়া যান।

এখান হইতে দেবগণ একটি ঘাটে যাইয়া উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "এই ঘাটের নাম নিমতলার ঘাট। ঘাটের এক দিকে স্ত্রী, অপর দিকে পুরুষেরা স্নান করে, মধ্যস্থল দিয়া ড্রেনে ময়লা নির্গত হয়। দক্ষিণ দিকে দেখুন, নিমতলার মড়াঘাট। এক সময় এই ঘাটে কলে মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করিয়াছিল; কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ রামগোপাল ঘোষের বক্তৃতার চোটে হইতে পায় নাই।

ব্রহ্মা। কলে মড়া পোড়ান প্রচলিত হইলে বড় অন্যায় হইত। রাম-গোপাল ঘোষের বক্তৃতা-শক্তিকে ধন্যবাদ করি। তুমি আমাকে তাঁহার বিষয় কিছু শ্রবণ করাও।

বরুণ। ইনি জাতিতে কায়স্থ। ১২২১ সালে কলিকাতায় ইঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ। প্রথমে ইনি সিরবোরণ সাহেবের স্কুলে, পরে হিন্দুস্কুলে বিদ্যা শিক্ষা করেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর একজন ইংরাজ সদাগরের কুঠিতে কর্ম্মে নিযুক্ত হন এবং ক্রমে ক্রমে ঐ সদাগরের মুচ্ছুদ্দি পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। এই সময় ইনি স্থানে স্থানে বক্তৃতা করিয়া সুবক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ হন এবং সংবাদপত্রে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের

আন্দোলন করিতে থাকেন। ইনি ইংরাজ বণিক্‌দিগকে সন্তুষ্ট করিয়া শেষে অংশীদার হন এবং নিজ নামে কুঠি করেন। ১২৫২ সালে ইনি বণিক্-সভার সভ্য হইয়াছিলেন। ইঁহার দানও যথেষ্ট ছিল। ইনি একবার নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণকে হাজার টাকার পারিতোষিক দিয়াছিলেন এবং মার্সমান সাহেবের ভারতবর্ষের ইতিহাস এক শত খণ্ড ক্রয় করিয়া বালকদিগকে বিতরণ করিয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন হিন্দু কলেজে ছাত্রদিগকে বৎসর বৎসর বহু-সংখ্যক সোণা রূপার পদক দিতেন। ইঁহাকে কলিকাতার ছোট আদালতের জজের পদ দিবার প্রস্তাব হইলে অস্বীকার করেন। ১২৫৫ সালে ইনি কলিকাতার ডিষ্ট্রিক্ট দাতব্য চিকিৎসালয়ের মেম্বর হইয়াছিলেন। ১২৭৫ সালে ইঁহার মৃত্যুকালে ইনি তিন লক্ষ টাকার বিষয় রাখিয়া যান, তন্মধ্যে বিশ হাজার টাকা ডিষ্ট্রীক্ট দাতব্য চিকিৎসালয়ে এবং চল্লিশ হাজার বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেন। বন্ধুগণের নিকট ইঁহার যে চল্লিশ হাজার টাকা পাওনা ছিল—তাহা এককালে ছাড়িয়া দেন।

ব্রহ্মা। আহা! ইনি যথার্থ দাতা ছিলেন।

গঙ্গার ধারে গিয়া দেবগণ একটী ঘাটে উপস্থিত হইলে পিতামহ কহিলেন, “এ ঘাটটী বড় সুন্দর। এ ঘাট কাহার বরুণ?”

বরুণ। এ ঘাটটী প্রসন্নকুমার ঠাকুরের। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক সুন্দর করিয়া মেরামত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বরুণ ইহার পর দেবগণকে লইয়া গবর্ণমেণ্ট ডাক্তারখানার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, “পূর্ব্বে এই ডাক্তারখানাটি চাঁদনিতে ছিল, তখন বেলি সাহেব ইহার ডাক্তার ছিলেন। তৎপরে প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতির যত্নে চাঁদা দ্বারা এই বাড়ীটি নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।” এখান হইতে দেবতারা পাটের গাঁটকসা কল দেখিলেন।

বরুণ। পিতামহ। কবির গান হ'চ্চে—শুন্‌তে যাবেন?

ব্রহ্মা। হানি কি, চল না।

বরুণ তৎশ্রবণে দেবগণকে লইয়া বারোইয়ারিতলায় উপস্থিত হইলেন; দেখেন, লোকের ভিড়ে যাতায়াত করা সুকঠিন। তাঁহারা অতি কষ্টে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, অন্ত আর্কফলা-মস্তক ব্রাহ্মণপণ্ডিত শ্রোতার সংখ্যাই বেশী। এই সময় কবিওয়ালারা ঢোলের বাদ্যের সহিত তালে তালে নাচিতেছে। দেবতারা উঁহাদিগের আহ্লাদের অঙ্গভঙ্গীর সহিত নৃত্য দেখিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন।

এই সময় এক ব্যক্তি একখানি ঘেরাটোপ-ঢাকা বৃহৎ খাঁচা হস্তে চুমকুড়ী দিতে দিতে দেবগণের নিকট দাঁড়াইল এবং এ-দিক ও-দিক্ চাহিয়া দেখিয়া "পড় বাবা আত্মারাম" বলিয়া চলিয়া যাইল। বরুণ কহিলেন, "ঐ লোকটা জুয়াচোর। খালি খাঁচা আনিয়াছে, এক খাঁচা জুতা বোঝাই ক'রে নিয়ে যাবে।"

দেবগণ কবি শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। যতক্ষণ না ভাঙ্গিল, বাসায় যাইলেন না। পিতামহ কহিলেন, "দেখ বরুণ, যাত্রা ও থিয়েটার দেখা অপেক্ষা কবি আমার বড় ভাল লাগিল। গানগুলি কেমন সুরসাল ও কবিত্বে পরিপূর্ণ।"

বরুণ। আজ্ঞে এক সময় এই কবির দলের যথেষ্ট সমাদর ছিল। সেই সময় অনেকগুলি সুপ্রসিদ্ধ কবিওয়ালা জন্মগ্রহণ করেন।

ব্রহ্মা। তুমি বিখ্যাত কবিওয়ালাদিগের নাম উল্লেখ কর।

বরুণ। ঐ কবিওয়ালাদিগের মধ্যে রাম বসু একজন বিখ্যাত। ইনি জাতিতে কায়স্থ। কলিকাতার পশ্চিম পারস্থ শালিখায় জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে যোড়াসাঁকোস্থ ৺বারাণসী ঘোষের বাটীতে ইনি ইঁহার পিতার নিকট বাস করেন। ইনি জন্মকবি ছিলেন। কারণ পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকাল হইতেই কবিতা রচনা করিতেন। ভবানী বেণে নামক একজন কবিওয়ালা ইঁহার নিকট হইতে গান বাঁধিয়া লইতেন। ইনি যৎসামান্য ইংরাজী শিক্ষা করিয়া প্রথমে কেরাণীগিরি কর্ম্ম করেন, তৎপরে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কবির দলে গান বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে থাকেন। ভবানী বেণে, নীলুঠাকুর, মোহন সরকার, ঠাকুরদাস সিংহের দলেও ইনি গান দিতেন। পরিশেষে স্বয়ং একটী দল করেন। তাঁহার নিজের দল হইলে বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই লোকে সমাদরের সহিত ডাকিতে লাগিল। ১২৩৫ সালে ৩২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইঁহার মৃত্যু হয়। হরুঠাকুর কলিকাতা সিমলায় ১১৭৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ বলিয়া ঠাকুর উপাধি হয়। ইনি প্রথমে গান বাঁধিলে রঘুনাথ দাস সংশোধন করিয়া দিতেন। ৭০ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। নৃত্যানন্দ বৈরাগ্য চন্দননগরে জন্মগ্রহণ করেন। ৬০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইঁহার মৃত্যু হয়। ভবানী বেণে কলিকাতা যোড়াসাঁকোয় জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭০ বৎসর বয়সে মারা যান। বলরাম,—ইঁহার বাড়ী চন্দননগরে ছিল। নীলু এবং রামপ্রসাদ ইঁহারা দুই ভ্রাতা। ইঁহাদিগের কলিকাতায় জন্ম হয়। ইঁহাদিগের

উপাধি চক্রবর্ত্তী। নীলুর ৬০ এবং রামপ্রসাদের ৮০ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। ভোলা ময়রা কলিকাতা সিমলায় জন্মগ্রহণ করেন। ৭২।৭৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইঁহার মৃত্যু হয়। এক্ষণে ইঁহার উত্তরাধিকারিগণ দল চালাইতেছেন। রামচরণ বসু কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জয়নারায়ণ বসুর প্রথম পুত্র। রামসুন্দর স্বর্ণকার,—ইনি পূর্ব্বে কেরাণীগিরি কর্ম্ম করিতেন, ৮৩ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। এই সময় এণ্টনি সাহেব প্রভৃতি আরও কয়েক ব্যক্তির কবির দল ছিল।

এই সময় কবি ভাঙ্গিল। ও দিকে "মার, মার" শব্দ আরম্ভ হইলে লোকগুলো সেইদিকে ছুটিতে লাগিল। দেবতারাও "কি কি!" শব্দে যাইয়া শুনিলেন—জুতাচোর এক খাঁচা জুতা চুরি করিয়া ধরা পড়িয়া মার খাইতেছে।

দেবগণ বাসায় আসিয়া দেখেন, উপ একখানি ইংরাজী পত্র খুলিয়া বাঙ্গালা ভাষায় তরজমা করিতেছে। দেবতারা উপবেশন করিয়া কহিলেন, "উপ'র যে আজ লেখা পড়ায় বড় যত্ন! এক মনে বসিয়া কি লিখিতেছে। ও কাগজখানার নাম কি?"

উপ। হিন্দুপেট্রিয়ট।

ব্রহ্মা। কি?

বরুণ। হিন্দুপেট্রিয়ট। সুপ্রসিদ্ধ বাবু কৃষ্ণদাস পাল ইহার সম্পাদক।

ব্রহ্মা। বাঙ্গালীতে এত বড় খবরের কাগজখানা পরভাষায় লেখেন—ইনি ত কম লোক নন।

বরুণ। আজ্ঞে এক্ষণে অনেক বাঙ্গালী ইংরাজী সংবাদপত্র লিখিতেছেন; বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন প্রাত্যহিক "মিরার" পত্র ও শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "বেঙ্গলী" বাহির করিয়াছেন। পেট্রিয়ট কাগজখানি বহুদিনের। প্রথমে ইহা ৺হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা সম্পাদিত হয়; তৎপরে বাবু কৃষ্ণদাস পাল ইহার সম্পাদকতা ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। পেট্রিয়ট দ্বারা দেশের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে, ইহাতে রাজনৈতিক বিষয় সকলেরই বিশেষ আন্দোলন করা হয়।

ব্রহ্মা। তুমি আমাকে কৃষ্ণদাসের জীবনচরিত বল।

বরুণ। ইনি ১৮৩৮ অব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর বাঙ্গালা পাঠশালায় লেখা পড়া শিখেন। ১৮৪৮ অব্দে পাঠশালার পরীক্ষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়া এক রৌপ্য পদক প্রাপ্ত হন এবং ঐ বৎসরেই ঐ বিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগে পড়িতে আরম্ভ করেন। ১৮৫২ অব্দে

ইনি ফ্রি ডিবেটিং ক্লবের সভ্যপদ প্রাপ্ত হন। ইহাতে ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা জন্মে। ইহার পর ইনি মিল নামক একজন পাদরি সাহেবের নিকট বাইবেল পাঠ করেন। ১৮৫৫ অব্দে মেট্রপলিটন কলেজ সংস্থাপিত হইলে ইনি ঐ কলেজে ভর্ত্তি হন এবং ১৮৫৬ অব্দ হইতে ইনি ইংরাজী পত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৮৫৭ অব্দে কলেজ পরিত্যাগ করেন এবং ঐ বৎসরেই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সহকারী সম্পাদক এবং ইহার কিছুদিন পরে হিন্দুপেট্রিয়টের লেখক হন। ১৮৬০ অব্দে ঐ কাগজের সম্পাদক হইয়াছিলেন। ১৮৬৩ অব্দে ইনি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও ১৮৭৬ অব্দে মিউনিসিপ্যাল কমিসনার এবং ১৮৭৭ অব্দে বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নিযুক্ত হন। ইনি একজন সদ্বক্তা, ১৮৬৭ অব্দের দুর্ভিক্ষসম্বন্ধে ইঁহার বক্তৃতা, ১৮৭০ অব্দের ইনকম ট্যাক্সের বিরুদ্ধে বক্তৃতা এবং বাঙ্গালা ব্যবস্থাপক সভার কতকগুলি বক্তৃতা বিশেষ উৎকৃষ্ট ও গণনীয়। ইনি অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। ১৮৬৬ অব্দে ইনি নব্য বাঙ্গালীদিগের পক্ষসমর্থন করিয়া যে প্রস্তাব লেখেন, তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৫৯ অব্দে ইনি "বিদ্রোহ ও প্রজামণ্ডলী" নাম দিয়া একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ পুস্তকে, এদেশীয়েরা যে রাজভক্তিবিহীন নহে, তাহা সুন্দররূপে দেখান হইয়াছে। ১৮৬০ অব্দে ইনি নীলের চাষ এবং ১৮৬৫ অব্দে জলের কল সম্বন্ধে ২।১ টা প্রবন্ধ লিখিয়া প্রকাশ করেন। ১৮৭৩ অব্দে ইঁহাকে ১৫৪০ শত টাকা বেতনে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর সহকারী সভাপতি পদ প্রদানের প্রস্তাব হইলে ইনি ঐ পদ গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলেন "কোন বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া অপেক্ষা আমি প্রকৃত স্বদেশানুরাগীর ন্যায় দেশের সাধারণ হিতকর কার্য্যে আজীবন নিযুক্ত থাকিতে ইচ্ছা করি।" ইঁহার মৃত্যুতে দেশের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

ব্রহ্মা। সাধু! সাধু!

ইন্দ্র। দেখ বরুণ! এপ্রকার মহাত্মাদিগের জীবনচরিত শুনিলে মনে বড় আহ্লাদ হয়, তুমি হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়েরও জীবনচরিত বল।

বরুণ। ইনি ১২৩১ সালে ইংরাজী ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কুলীন ব্রাহ্মণের পুত্র। এজন্য মাতুলালয়ে ইঁহার জন্ম হয় এবং সেই স্থানেই প্রতিপালিত হন। বাল্যকালে ভবানীপুরের একটী ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর কোন আফিসে আট

টাকা বেতনে একটী কর্ম্ম পান এবং কার্য্যদক্ষতাগুণে এক বৎসর পরে ঐ আফিসে এক শত টাকা বেতন বৃদ্ধি হয়। ক্রমে ইনি মিলিটারি অডিটের সম্মানসূচক পদ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। "হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রে ইনি রীতিমত লিখিতেন। কিন্তু সম্পাদকের সহিত বিবিধ কারণে বিবাদ হওয়ায় ঐ পত্রে লেখা বন্ধ করেন। ইহার পর পেট্রিয়ট পত্রের সৃষ্টি হইলে তাহাতে লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু সম্পাদকের ক্ষতি হওয়ায় তিনি কাগজের সত্ব হরিশ বাবুকে বিক্রয় করিয়াছিলেন। হরিশবাবুর যত্নে এই কাগজের যথেষ্ট আয় হয় এবং ইহা দেশবিখ্যাত হইয়া উঠে। সিপাহী বিদ্রোহের সময় যখন রাজপুরুষেরা সন্দেহ করেন যে, বাঙ্গালীরাও রাজবিদ্রোহী হইয়াছে, তখন শুদ্ধ এই হরিশ বাবুর লেখায় তাঁহারা জানিতে পারেন যে, বাঙ্গালীর ন্যায় রাজভক্ত জাতি দ্বিতীয় নাই। ইনি ভবানীপুরে একটী সভা করিয়াছিলেন। ঐ সভায় কঠিন শাস্ত্র সকলের আন্দোলন হইত। নীলকর সাহেবদিগের অত্যাচার হরিশ বাবুই নিজ পত্রে লিখিয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর করেন এবং এই উপলক্ষে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার ও অর্থ ব্যয় করেন। ইনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার একজন সভ্য ছিলেন। ইনিই ঐ সভা স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী। ভারতবাসীর দুঃখ ইংলণ্ডীয় মহাসভার গোচর করা এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য। ১৩৬৪ সালের ১১ই আষাঢ় ইঁহার মৃত্যু হয়।

নারায়ণ এই সময় কহিলেন, "দেখ বরুণ, আমার শরীর এমন পাণ্ডুবর্ণ হইল কেন? মুখ দিয়ে অনবরত জল উঠিতেছে, ইহার কারণ কি?"

বরুণ। তোমার লোণা লাগিয়াছে।

লোণা লাগার কথা শুনিয়া দেবগণ শঙ্কিত হইয়া বরুণের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। পিতামহ কহিলেন "য়্যাঁ! লোণা লেগেছে? লোণা লাগা কি? লোণা লাগাতে প্রাণহানি হয় না ত?"

বরুণ। না—উহাতে কোন ভয় নাই, স্বর্গ মিঠে দেশ এবং কলিকাতা লোণা দেশ, এজন্যই লোণা লাগিয়াছে।

ইন্দ্র। আমারও লোণা লেগেচে, এক্ষণে ইহার ঔষধ কি?

বরুণ। ঔষধ—শীঘ্র পলায়ন কর, নচেৎ যত গ্রীষ্ম বাড়িবে, লোণা লাগাও তত বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।

ব্রহ্মা। বরুণ! তুমি যত সত্বর পার, কলিকাতা দেখাইয়া আমাদিগকে স্বর্গে লইয়া চল।

আহারান্তে নারায়ণ ও দেবরাজ বিমর্ষভাবে শয়ন করিলেন দেখিয়া পিতামহ কহিলেন "তোমরা উদ্বিগ্ন হইও না, কোন পীড়া হইলে চিন্তা করিলে রোগের শান্তি না হইয়া বৃদ্ধি হইবারই সম্ভাবনা। তোমাদের ভয় কি? স্বর্গে যাইলে ধন্বন্তরি দুই দিনে ভাল করিয়া দিবেন। উপ। তু একখানি বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ কর্ শোনা যাক্।" উপ তৎশ্রবণে পদ্মিনীর উপাখ্যান পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে, পিতামহ কহিলেন, "এ কেতাবখানা লিখ্‌ছে ভাল, বরুণ এ গ্রন্থকারের নাম কি?"

বরুণ। ইঁহার নাম রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ১৮৪৮ অব্দে কালনার সন্নিহিত বাকুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রঙ্গলাল বাল্যাবস্থায় মিসনারি স্কুলে বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়া হুগলী কলেজে কিছুদিন ইংরাজী শিক্ষা করেন। শারীরিক পীড়া নিবন্ধন বিদ্যালয়ে অধিক পড়াশুনা করিতে পারেন নাই। বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর নিজের যত্নে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন। বাল্যকালাবধি ইঁহার কবিতা রচনায় অনুরাগ ছিল এবং মধ্যে মধ্যে কবিতা লিখিয়া "প্রভাকরে" প্রকাশ করিতেন। ১৮২৫ অব্দে এডুকেশন গেজেট প্রচারিত হইলে ইনি তাহার সহকারী সম্পাদক হন। ১৮৫৮ অব্দে এই পদ্মিনী উপাখ্যান প্রচার করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে প্রথমে ইনি ইনকম ট্যাক্সের আসেসর, তৎপরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৬২ অব্দে ইঁহার প্রণীত কর্ম্মদেবী এবং ১৮৬৮ অব্দে সুরসুন্দরী নামক কাব্য প্রচারিত হয়। ইঁহার কাব্যগুলি ইতিহাসমূলক। এই সকল গ্রন্থ ভিন্ন ইনি "বাঙ্গালা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ" ও "শরীরসাধিনী বিদ্যার গুণকীর্ত্তন" নামক আর দুইখানি পদ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সংস্কৃত কুমারসম্ভব কাব্যের বাঙ্গালা অনুবাদও ইঁহার দ্বারা হইয়াছে।

উপ। "কর্ত্তাজ্যেঠা। এই বইখানায় মাতৃস্নেহ কেমন লিখ্‌চে শোন" বলিয়া পাঠ করিতে লাগিল।

পিতামহ তৎশ্রবণে কহিলেন, "এ লেখকও মন্দ নহে। বরুণ, এ পুস্তকের এবং লেখকের নাম কি?"

বরুণ। পুস্তকের নাম "সুধীরঞ্জন।" ইহার প্রণেতা ৺দ্বারকানাথ অধিকারী। ইনি নদীয়া জেলার অন্তর্গত গোঁসাই দুর্গাপুর নামক গ্রামে অধিকারী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। প্রভাকর পত্রে প্রায়ই পদ্যে গদ্যে প্রবন্ধ

লিখিতেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর ইনি কৃষ্ণনগরে একটী বিদ্যালয়ে মাষ্টারি করিতেন! ১২৬৪ সালে অতি অল্প বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়, সুতরাং "সুধীরঞ্জন" ব্যতীত আর পুস্তক লিখিতে পারেন নাই।

অপরাহ্নে দেবগণ নগর ভ্রমণে বাহির হইবার সময় উপকে ডাকিলেন। উপ কহিল "আপনারা যান—আমি আজ যাব না, বড় হাত পা কামড়াচ্চে।" পিতামহ তৎশ্রবণে তাহাকে যাইতে নিষেধ করিয়া সকলে হাটখোলায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা এই স্থানে উপস্থিত হইয়া যে দিকে চাহেন, দেখেন কোন গদীতে চাউলের যেন পাহাড় সাজান রহিয়াছে। কোন গদীতে গম ও অন্যান্য শস্য সকল স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে। কোন কোন গদীতে ঘৃত, চিনি, লবণ, পাট ঠাসা রহিয়াছে। ছোট ছোট দোকানও বিস্তর রহিয়াছে। বরুণ কহিলেন "এই স্থানের নাম হাটখোলা। এখানে চাউল, ধান, গম, তুলা, ঘৃত, চিনি, লবণ, পাট, পেঁয়াজ, রশুন, লঙ্কা হলুদ প্রভৃতির বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকান আছে। এই স্থানে অনেক ধনী মহাজনের উক্ত দ্রব্য সকলের আড়ত ও গদী আছে। উক্ত মহাজনদিগের মধ্যে অধিকাংশই পূর্ব্বদেশী বাঙ্গাল। কোন দ্রব্যাদি এখানে চালান দিলে আড়তদারেরা ক্রয় করিয়া তৎক্ষণাৎ টাকা দেয়।

এখান হইতে দেবগণ হাটখোলার দত্তবাড়ী দেখিতে যান এবং তথায় উপস্থিত হইয়া পিতামহ কহিলেন, "বরুণ। দত্তদিগের বিষয় বল।"

বরুণ। ইঁহাদের আদি বাস বালীতে। দিল্লীর সম্রাটের নিকট কলিকাতায় জায়গীর প্রাপ্ত হওয়ায় ইঁহারা এই স্থানে আসিয়া বাস করেন। এই বংশে মদনমোহন দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ জমীদার ও সওদাগর ছিলেন; ইঁহারই দ্বারায় রামদুলাল দে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হন মদনমোহন অত্যন্ত দয়ালু দাতা ও ধার্ম্মিক ছিলেন। ইনি বিপুল অর্থ ব্যয়ে গয়ার প্রেতশিলায় উঠিবার সিঁড়ি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। জগৎরাম দত্ত নামক এই বংশের অপর এক ব্যক্তি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পাটনার কুটীর দেওয়ান ছিলেন। ইনি পাটনায় পাটনেশ্বরী দেবীর মন্দির ও অনেক বিষয় করিয়া দিয়াছেন। এই বংশের অপর কোন মহাত্মা কোন্নগর ও পানীহাটিতে গঙ্গাতীরে দ্বাদশ শিব মন্দির ও বাঁধা ঘাট প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

এখান হইতে দেবগণ এক দিকে যাইতেছিলেন, লঙ্কা মরিচের ঝাঁজে খক্ খক্ করিয়া কাসিতে কাসিতে মুখে কাপড় দিয়া অপর দিক্ দিয়া দর্মাহাটার

মধ্যে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বরুণ কহিলেন, "এই স্থানের নাম দরমাহাটা, এখানেও বিস্তর মহাজনের গদী আছে।" এখান হইতে শোভাবাজারে যাইয়া একটী বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলে দেবরাজ কহিলেন, "বরুণ। এ সুন্দর বাড়ীটি কাহার?"

বরুণ। ইহারই নাম শোভাবাজারের রাজবাড়ী। মহারাজ নবকৃষ্ণ এবং রাজা রাধাকান্ত দেবের এই বাড়ী।

ব্রহ্মা। বরুণ। তুমি আমাকে মহারাজ নবকৃষ্ণের জীবনচরিত বল।

বরুণ। মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর ১১৩৯ সালে (১৭৩৩ খ্রীঃ অব্দে) গোবিন্দপুর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম দেওয়ান রামচরণ দেব। ইঁহারা জাতিতে কায়স্থ। নবকৃষ্ণ বাহাদুরের বাল্যকালে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় এবং ভদ্রাসন বাটী ভাগীরথীতীরে ভাঙ্গিয়া পড়ায় ইঁহার মাতা পুত্রকন্যাগণকে লইয়া শোভাবাজারে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইনি মাতার যত্নে ও নিজের মেধাবলে অল্পবয়সে পারস্য ভাষায় বিলক্ষন ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ইহা ব্যতীত বাঙ্গালা, উর্দ্দু, আর্ব্বি ও ইংরাজী ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি কলিকাতার নূতন বাজারে নকুড় ধরের নিকট চাকরীর উমেদারী করিতে থাকেন এবং তাঁহার দ্বারা ইংরাজদিগের সহিত পরিচয় করিয়া লন। ইনি ওয়ারেণ হেষ্টিং সাহেবকে পারস্য ভাষা শিখাইবার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত হন। উক্ত সাহেব এই সময় কোম্পানীর একজন কেরাণী ছিলেন। ইনি নবকৃষ্ণকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। ১৭৫৩ অব্দে হেষ্টিং সাহেব মুরশীদাবাদের অন্তর্গত কাশিমবাজারের কুঠিতে প্রেরিত হইলে নবকৃষ্ণকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। ইহার পর তিনি ৬০ টাকা বেতনে নবকৃষ্ণকে কোম্পানীর মুন্সীগিরি কাজ করিয়া দেন। তজ্জন্য প্রথমে ইঁহার নবু মুন্সী নাম হয়। ইনি মুন্সীগিরি কার্য্যে এমন পারদর্শিতা লাভ করেন যে, সময়ে সময়ে ক্লাইভ সাহেব ইঁহাকে দুরূহ দৌত্যকার্য্যেরও ভার দিতেন। যে সময়ে সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণেচ্ছায় আসিয়া হালসীবাগানে উমিচাঁদের উদ্যানে শিবির সংস্থাপন করেন, মুন্সী নবকৃষ্ণ সন্ধি-স্থাপনের বাসনায় উপঢৌকন সহ যাইয়া দূতের কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনিই আসিয়া নবাবের সৈন্যসংখ্যা কম বলায় ক্লাইব তৎপর দিন প্রত্যুষে আক্রমণ করেন। লর্ড ক্লাইবের এই বীরত্ব দর্শনে ভীত হইয়া নবাব সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌলা পলাশী সংগ্রামে পরাজিত হইলে তাঁহার

ধনাগার লুণ্ঠন করা হয়, তাহাতে দুই কোটি টাকার অধিক ছিল না। ঐ টাকা ক্লাইব প্রভৃতি বিভাগ করিয়া লন; কিন্তু সিরাজের অন্তঃপুরে আর একটি যে গুপ্ত ধনাগার ছিল, তাহাতে স্বর্ণ ও রৌপ্যাদিতে প্রায় আট কোটি টাকার সম্পত্তি ছিল। ঐ টাকা মীরজাফর, আমীর বেগ খাঁ, রামচাঁদ ও নবকৃষ্ণ বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপে নবকৃষ্ণ এক কালে প্রায় ক্রোর টাকা প্রাপ্ত হন। লর্ড ক্লাইব দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে আসিয়া নবকৃষ্ণের উপর মহারাজ বলবন্ত সিংহের সহিত কাশীর এবং সিতাব রায়ের সহিত বেহারের বন্দোবস্ত করিবার ভারার্পণ করিলে তিনি তাহাও অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইহাতে ক্লাইব সন্তুষ্ট হইয়া দিল্লির সম্রাটের নিকট হইতে প্রথমে নবকৃষ্ণের "রাজা বাহাদুর" ও তৎপরে "মহারাজ বাহাদুর" উপাধি সনন্দ আনিয়া দেন এবং কোম্পানীর বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানীর রাজনৈতিক মুৎসুদ্দি পদে অভিষিক্ত করেন। রাজা বাহাদুর উপাধির সনন্দ প্রদান সময় লাট সাহেব কলিকাতায় একটি দরবার করেন এবং কলিকাতাস্থ যাবতীয় ইংরাজকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া নবকৃষ্ণকে একটী স্বর্ণপদক, মূল্যবান্ পরিচ্ছদ, তরবারি এবং বহুমূল্য রত্ন প্রদান করিয়াছিলেন। নবকৃষ্ণের উপর মুন্সীর দপ্তর ব্যতীত আরজবেগী দপ্তর, জাতিমালা কাছারি, ধনাগার, ২৪ পরগণার লাল আদালত ও তহশীল দপ্তরের ভার ছিল। নবকৃষ্ণের ধন ও মানসম্ভ্রম বৃদ্ধি দেখিয়া তাঁহার কতিপয় শত্রু ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নামে উৎকোচ গ্রহণের মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করে, কিন্তু বিচারে ইনি নির্দ্দোষী সপ্রমাণ হওয়ায় শত্রুদিগের দণ্ড হয়। ১৭৭৮ অব্দে হেষ্টিং সাহেব নবকৃষ্ণকে নপাড়া প্রভৃতি গ্রামের বিনিময়ে সুতানুটীর তালুকদারী প্রদান করেন।

ইন্দ্র। ঐ স্থানের নাম সুতানুটী হয় কেন?

বরুণ। বড়বাজারের শেঠ ও বসাকেরা কলিকাতার আদি অধিবাসী। ইহারা হোগলাবন কর্ত্তন করিয়া বাস করায় ইহাদিগকে জঙ্গলকাটা বাসিন্দা কহে। ইহারা জাতিতে তন্তুবায়; ইহাদের সুতার নুটী হাটখোলা প্রভৃতি স্থানে রৌদ্রে শুকাইত, এজন্য ঐ স্থানের নাম সুতানুটী হয়।

ব্রহ্মা। তার পর—নবকৃষ্ণের বিষয় বল।

বরুণ। ১৭৭০ অব্দে নবকৃষ্ণ বর্দ্ধমানের নাবালক রাজা কুমার তেজচন্দ্র বাহাদুরের অছি নিযুক্ত হন। নবকৃষ্ণ গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। তিনি বৎসর বৎসর বাটীতে দুর্গোৎসব করিয়া দীন দুঃখীকে অকাতরে অন্ন

বস্ত্র দান করিতেন। তদ্ভিন্ন নগরস্থ হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ, য়িহুদি প্রভৃতিকেও নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া ভোজ দিতেন। এই উৎসব উপলক্ষে লাট সাহেব ও প্রধান প্রধান রাজপুরুষেরা ইহার বাটীতে আসিতেন। ইনি স্বভবনে গোপীনাথ ও গোবিন্দজী নামক দুইটি দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইনি দোলযাত্রা, জন্মাষ্টমী ও চড়কের সময়েও বিস্তর অর্থ ব্যয় করিতেন। এই সমস্ত কার্য্য তাঁহার উত্তরাধিকারীরাও অদ্যাপি করিয়া থাকেন। ইঁহার পুত্র না হওয়ায় অগ্রজের তৃতীয় পুত্র গোপীমোহনকে দত্তক গ্রহণ করেন। নবকৃষ্ণ মাতৃশ্রাদ্ধে অতি সমারোহ করিয়াছিলেন। এমন কি বাঙ্গালীদিগের জন্য বাজারে চাউল, গাছে পাতা এবং ক্ষেত্রে তরকারি ছিল না এবং কুমারটুলিতে হাঁড়ি কলসী পর্য্যন্ত পাইবার যো ছিল না। এই উপলক্ষে তাঁহার নয় লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। অনেকে বলেন, শ্রাদ্ধোপলক্ষে নানা দেশ হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও কাঙ্গালীগণ আগমন করাতে স্থানটির চমৎকার শোভা হয়। তাহাতেই শোভাবাজার নাম হইয়াছে। ১৭৮২ অব্দে নবকৃষ্ণের চতুর্থ স্ত্রীর গর্ভে একটি পুত্র জন্মে। তাঁহার নাম রাজকৃষ্ণ বাহাদুর। পুত্র হইলে নবকৃষ্ণের আহ্লাদের পরিসীমা ছিল না। তিনি এতদুপলক্ষে প্রজাদিগের বাকী খাজানা রহিত করেন। ইহার দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৮৩ অব্দে নবকৃষ্ণের দত্তক পুত্র গোপীমোহনের এক পুত্রসন্তান জন্মে; ইনিই মহাত্মা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর। সুবিখ্যাত "শব্দকল্পদ্রুম" লিখিয়া ইনি চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

১৭৯৪ অব্দের নবেম্বর মাসে ৬১ বৎসর বয়ঃক্রম কালে নবকৃষ্ণের মৃত্যু হয়। পুত্রাভিলাষে ইনি সাত বিবাহ করেন; তন্মধ্যে প্রথম স্ত্রীর গর্ভে এক কন্যা এবং চতুর্থ স্ত্রীর গর্ভে এক পুত্র ও দুই কন্যার জন্ম হয়। ইনি বেহালা হইতে কুল্পী পর্য্যন্ত ১৬ ক্রোশ দীর্ঘ "রাজার জাঙ্গাল" নামে একটি রাস্তা করিয়া দেন। শুনিতে পাওয়া যায়, হেষ্টিং সাহেব তিন লক্ষ টাকা ইহার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করেন, তাহা আর পরিশোধ করেন নাই; ইনিও ঐ টাকা লইবার অভিলাষ জানান নাই। কলিকাতা চিৎপুর রোড হইতে অপার সারকুলার রোড পর্য্যন্ত একটি রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়া নিজের নামানুসারে উহার নাম রাজা নবকৃষ্ণের লেন রাখেন। এক্ষণে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইয়াছে। ইনি বাগবাজার ও কুমারটুলির লোকের স্নানের জন্য দুটি ইষ্টকনির্ম্মিত ঘাট প্রস্তুত করিয়া দেন এবং শেষোক্ত স্থানে ইহার প্রথমা স্ত্রী গঙ্গাযাত্রীদিগের বাসার্থ

একটি অট্টালিকা প্রস্তুত করান। পোর্ট কমিশনারের অনুগ্রহে এই বাড়ী এক্ষণে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

ব্রহ্মা। বরুণ! তুমি রাজা রাধাকান্ত দেবের জীবনচরিত বল।

বরুণ। ইনি ১১৯১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম গোপীমোহন দেব। এই গোপীমোহন দেবের সঙ্গীতে বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। ইঁহারই যত্নে হাফ্ আখড়াই সৃষ্টি হয়। ইনিও একজন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। যখন সতীদাহ নিবারণ বিষয়ে রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি চেষ্টা করেন, তখন ইনি ধর্ম্মসভার অধ্যক্ষ হইয়া অনেক প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ১২৪০ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়। রাধাকান্ত দেব বাটীতে সংস্কৃত পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। ইনি একজন উৎকৃষ্ট রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। এই মহাত্মা নানা বিদ্যায় বিভূষিত হইয়াও সাহেব সাজেন নাই; হিন্দুধর্ম্মে ইঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং এই ধর্ম্মেরই আলোচনা করিতে ভাল বাসিতেন। ইঁহার পরামর্শে হিন্দুরা মেডিকেল কলেজে পুত্রগণকে পড়িতে দেন; তৎপূর্ব্বে সকলের মনে বিশ্বাস ছিল, ছেলেরা খ্রীষ্টানী পুস্তক পড়িয়া খ্রীষ্টান হইয়া যাইবে। রাধাকান্ত দেব প্রথমে ইংরাজী পুস্তকের অনুকরণে বাঙ্গালা বর্ণপরিচয় ও নীতিকথা নামে ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ১২২৯ সালে সুবিখ্যাত শব্দকল্পদ্রুম প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। ইনি স্ত্রীশিক্ষারও যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিতেন। ১২৪২ সালে ইনি গবর্ণমেণ্ট হইতে কলিকাতার জষ্টিস্ অব্ দি পিস্ এবং অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। ইনি স্কুলবুক সোসাইটী নামক সভার সেক্রেটরি ছিলেন। কৃষি ও উদ্যান কার্য্যের উন্নতি করিবার জন্য যে রাজকীয় সভা আছে, তাহার ইনি সভাপতি ছিলেন। তদ্ভিন্ন ইনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভাপতি থাকেন এবং লাখরাজ বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া এক সভা করেন। ১২৭৩ সালে ইনি ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট হইতে ভারতনক্ষত্র (ষ্টার অব ইণ্ডিয়া) উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি শেষ দশায় বৃন্দাবনে যাইয়া বাস করেন। ঐ স্থানে ১২৭৪ সালে ৮৫ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়।

দেবগণ এখান হইতে যাইয়া বাগবাজারে সিদ্ধেশ্বরী ও মদনমোহন দর্শন করিলেন। বরুণ কহিলেন "এই ঠাকুর পূর্ব্বে বিষ্ণুপুরের রাজার ছিল।"

এখান হইতে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া বরুণ কহিলেন, "পিতামহ, রাজা রাজবল্লভের বাড়ী দেখুন।"

ব্রহ্মা। ইহার বিষয় বল।

বরুণ। মহারাজ রাজবল্লভ রায়রাঁইয়া বাহাদুর জাতিতে কায়স্থ। ইনি সুবেদারের বকসী ছিলেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইহাকে রায়রাঁইয়া উপাধি প্রদান করেন। পলাশীর যুদ্ধের পর সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনচ্যুত হইলে মহারাজ রাজবল্লভ কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। ইনি কিছু সময়ের জন্য ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাউন্সেলের অনারারি মেম্বর হইয়াছিলেন। ইনি কলিকাতার গঙ্গাতীরে রাজা রাজবল্লভের ঘাট নামক একটী স্নানের ঘাট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

এখান হইতে সকলে একস্থানে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! দেওয়ান দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের বাটী দেখুন। ইনি পাটনার আফিংয়ের কুটীর দেওয়ান ছিলেন এবং ঐ কর্ম্ম করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কলিকাতার গঙ্গাতীরে দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের ঘাট নামক একটী স্নানের ঘাট প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইনি অত্যন্ত হিন্দু ছিলেন।"

এখান হইতে সকলে গুহদিগের বাটী দেখিতে যান এবং উপস্থিত হইয়া বরুণ কহেন ;—

"রামকান্ত গুহ হুগলী জেলার সিংহটী নামক স্থানের প্রসিদ্ধ জমীদার। ইহারা জাতিতে কায়স্থ, মুসলমান নবাব কর্ত্তৃক সরকার উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহাদিগের প্রতিষ্ঠিত সিংহটীতে সিংহবাহিনী মূর্ত্তি আছে। রামকান্ত গুহের পাঁচ পুত্র ; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম গঙ্গানারায়ণ সরকার। তাঁহার পুত্রের নাম শম্ভুচন্দ্র সরকার। ইনি গোকুল মিত্রের বিষয়ের ম্যানেজার ছিলেন।

ব্রহ্মা। গোকুল মিত্রের বিষয় বল।

বরুণ। ইহার পিতার নাম সীতারাম মিত্র। আদি বাস বালীতে। সীতারাম প্রথমে কলিকাতায় আসিয়া বাগবাজারে বাস করেন। ইনি যৎসামান্য বিষয় রাখিয়া যান। গোকুল মিত্র লবণের ব্যবসা করিয়া বিষয় বৃদ্ধি করেন। এবং বিষ্ণুপুরের রাজা দামোদর সিংহকে এক লক্ষ টাকা দিয়া তাঁহার গৃহলক্ষ্মী মদনমোহন বিগ্রহকে ক্রয় করেন। ঐ ঠাকুর আসা পর্য্যন্ত গোকুল মিত্র লক্ষ্মীবন্ত ও বিষ্ণুপুরের রাজা লক্ষ্মীছাড়া হন। গোকুল মিত্র চিৎপুর রোডের ধারে মদনমোহনের বৃহৎ মন্দির ও রাসমঞ্চ তৈয়ারি করিয়া দিয়াছেন।

এখান হইতে যাইতে যাইতে বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! নিধুরাম বোসের বাড়ী দেখুন। ইনি ইংরাজদিগের রাজ্য বিস্তারের পূর্ব্বে আসিয়া কলিকাতায় বাস করেন। এই বংশের মোহনচাঁদ বসু বেশ হাফ আথড়ায়ের গান বাঁধিতে পারিতেন।"

এখান হইতে যাইতে যাইতে ব্রহ্মা কহিলেন, "বরুণ! সম্মুখের বাড়ীটি কাহার?"

বরুণ। দেওয়ান হরিঘোষের বাড়ী। হরিঘোষ মুঙ্গের কেল্লার দেওয়ান ছিলেন। ইনি যথেষ্ট উপার্জ্জন করেন। কিন্তু দান ধ্যানেই অধিকাংশ ব্যয় করিয়া ফেলেন। ইনি বিস্তর নিরাশ্রয় এবং জ্ঞাতি ও বন্ধু বান্ধবদিগকে নিজ বাটীতে রাখিয়া ভরণ পোষণ করিতেন, এজন্য লোকে অদ্যাপি 'হরি-ঘোষের গোয়াল' বলিয়া থাকে। ইঁহার সমস্ত বিষয় ইঁহার কোন বন্ধু বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ফাঁকি দিয়া লইয়াছিল। শেষ দশায় ইঁহার অর্থাভাবে অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং কাশীতে যাইয়া বাস করেন।

এখান হইতে দেবতারা কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে পিতামহ কহিলেন, "বরুণ! এ সুন্দর বাড়ীটি কাহার?"

বরুণ। ইহা কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ী। বাড়ীর সম্মুখে ইঁহার কাছারী বাড়ী। ইনি কলিকাতার মধ্যে একজন বিখ্যাত ধনী ও দাতা। ইনি সৎকার্য্যে বিস্তর দান করিয়া থাকেন।

এখান হইতে যাইতে যাইতে বরুণ কহিলেন, "সম্মুখে বীরুমল্লিকের বাড়ী। বাড়ীর সম্মুখে আস্তাবল। আস্তাবলের উপর উহার বৈঠকখানা এবং উহার পার্শ্বে প্রমোদকানন নামে একটী উদ্যান। ঐ উদ্যানের মধ্যে নানাপ্রকার পুষ্পবৃক্ষ শোভা করিতেছে। ওদিকে দেখা যাইতেছে, রমানাথ ঠাকুরের বাড়ী। রমানাথ ঠাকুর একজন প্রকৃত স্বদেশহিতৈষী লোক ছিলেন।"

ব্রহ্মা। তুমি রমানাথ ঠাকুরের জীবনচরিত বল।

বরুণ। ইনি ১৮০০ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ সময় কলিকাতায় বিদ্যাশিক্ষোপযোগী কোন বিদ্যালয় না থাকায় ইনি সারবরণ সাহেবের স্কুলে সামান্যমাত্র বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু ঘরে শিক্ষক রাখিয়া নিজের মেধাবলে বাঙ্গালা, ইংরাজী ও সংস্কৃত বিদ্যায় যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন। ইনি কিছু দিন ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের দেওয়ান হন। রাজা রামমোহন রায়ের বিলাত যাত্রার পর ইনি ব্রাহ্ম সমাজের একজন ট্রষ্টি নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ইনি প্রজার পক্ষ হইয়া গবর্ণমেণ্টের সহিত বাদানুবাদ করিতেন এবং ভূম্যধিকারীদিগের সভার একজন সভ্য ছিলেন। সভা উঠিয়া যাইলে ইঁহার উৎসাহে ও উদ্যোগে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা সংস্থাপিত হয়। রমানাথ ঠাকুর প্রথমে এই সভার সহকারী সম্পাদক এবং তৎপরে সম্পাদকের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি স্বদেশীয়দিগের বিদ্যাশিক্ষার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। ইনি হিন্দুস্কুলের সম্পাদক ও শিক্ষাবিভাগের সদস্য ছিলেন। রমানাথ ঠাকুর কলিকাতার প্রত্যেক সভার এবং মিউনিসিপালিটির প্রত্যেক অধিবেশনে যোগদান করিয়া সাধারণের উন্নতি পক্ষে যত্ন করিতেন। ১৮৫৯ অব্দে রেণ্টবিল সম্বন্ধে যে আন্দোলন হয়, ইনি তৎসম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচার করিয়া ঐ বিলের দোষ দেখাইয়াছিলেন। ইনি বাঙ্গালা লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সেলে উপস্থিত হইয়া প্রধান প্রধান বিষয় লইয়া তর্ক করিতেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভায় ইঁহারই পরামর্শ মত কার্য করা হইত। ইনি অতি সদ্বক্তা ছিলেন, প্রত্যেক বিষয়েই বক্তৃতা দ্বারা নিজ মত বাহাল রাখিতেন। সাধারণ হিতকর কার্য্যে দান করা ইঁহার যেন ব্রতস্বরূপ ছিল। ইনি দেশের লোকের অভাব ও দুঃখ সুন্দররূপে বুঝিতে পারিতেন এবং দুঃখ দূর করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন। রমানাথ ঠাকুর রাজা প্রজায় কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, তাহাও বিলক্ষণ জানিতেন। লর্ড নর্থব্রুক ইঁহাকে রাজা ও ষ্টার অফ ইণ্ডিয়া উপাধি প্রদান করেন এবং দিল্লীর দরবারে লর্ড লিটন ইঁহাকে মহারাজা উপাধি দেন। ইঁহার ন্যায় সম্মান লাভ কোন বাঙ্গালীর ভাগ্যে ঘটে নাই। এই মহাত্মা ১৮৭৭ অব্দের জুন মাসে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন।

এখান হইতে যাইয়া বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! সম্মুখে শিবকৃষ্ণ দাঁর বাড়ী দেখুন। ইনি দুর্গোৎসবের সময় অতি সমারোহের সহিত পূজা করিয়া থাকেন। প্রতিমার সাজ জর্ম্মণী হইতে আমদানী করা হয় এবং তাহাতে প্রায় তিন হাজার টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।"

নারা। ওদিকের ও বাড়ীটি কাহার ?

বরুণ। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের। ইনি কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম নন্দলাল সিংহ। ইনি সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সংস্কৃত বিক্রমোর্ব্বশী নাটক বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইঁহার হুতোম পেঁচার নক্সা রচনা করিয়া বঙ্গভাষায় এক নূতন রকমের রচনা

দেখান। ইনি দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে সংস্কৃত মূল মহাভারত উৎকৃষ্ট গৌড়ীয় সাধুভাষায় অনুবাদ করিয়া বিনা মূল্যে বিতরণ করেন। মহাভারত ইঁহার একটী দৃঢ়তর কীর্ত্তিস্তম্ভ। ১৮৭০ সালে ২৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইঁহার মৃত্যু হয়। অপরিমিত মদ্যপানই ইঁহার অকালমৃত্যুর কারণ। ইঁহার পত্নী ৺বলাইচাঁদ সিংহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত বিজয় সিংহকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

ইন্দ্র। বরুণ! সম্মুখে ও বাড়ীটি কাহার?

বরুণ। ছোট আদালতের জজ ৺হরচন্দ্র ঘোষের।

ইন্দ্র। তুমি ইঁহার বিষয় আমাকে বল।

বরুণ। ইনি জাতিতে কায়স্থ। ১৮০৮ সালের জুলাই মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺অভয়চরণ ঘোষ। হরচন্দ্র ঘোষ হিন্দু কলেজে বিদ্যাশিক্ষা করেন। ১৮৩২ সালে ইনি বাঁকুড়ায় মুন্সেফ নিযুক্ত হন এবং ১৮৪১ সালে ২৪ পরগণার আমিনের পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৫৪ সালে ইনি কলিকাতা ছোট আদালতের জজের পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৬৮ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি বাঁকুড়া ও বেহালায় বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন। ইঁহার চারি পুত্র তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ কলিকাতায় সব্‌রেজিষ্ট্রার। ইঁহার প্রণীত ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত কয়েকখানি পুস্তক আছে।

এখান হইতে যাইয়া তাঁহারা কাঁসারিপটীতে প্রবেশ করিলে বরুণ কহিলেন, "গুরুচরণ প্রামাণিকের পুত্র তারক প্রামাণিকের বাড়ী দেখুন। গুরুচরণ প্রামাণিক ব্যবসায় দ্বারা বিষয় করেন। ইঁহাদিগের অনেকগুলি ভক আছে। ইনি অত্যন্ত দাতা ছিলেন। কালী সিংহের পিতা এক সময় গুরুচরণ প্রামাণিককে নামাবলি গাত্রে দিয়া স্নান করিতে যাইতে দেখিয়া উপহাস করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ৪০।৫০ হাজার টাকার বনাৎ কিনিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন। তাঁহার পুত্র তারক প্রামাণিকও একজন বিখ্যাত দাতা ছিলেন।

ব্রহ্মা। তুমি তারক প্রামাণিকের বিষয় বল।

বরুণ। ইনি ১২২৩ সালের ৫ই আশ্বিন জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পৈতৃক বিষয় হইতে বড়বাজারে বাসনের দোকান ও অন্যান্য অনেক দোকানের অংশীদার হইয়া বিস্তর আয় বৃদ্ধি করেন। ইনি ধনী হইয়া মনে মনে ভাবিতেন,

জগদীশ্বর ধন দিয়াছেন পরোপকারের জন্য ; অতএব তিনি ক্রিয়া কর্ম্ম উপলক্ষে হাজার হাজার গরীবকে দান করিতেন। এমন দিন ছিল না যে, হাজার হাজার দরিদ্র এই দ্বারে বসিয়া অন্ন প্রাপ্ত না হইয়াছে। ইনি একজন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। ইনি যাহা দান করিতেন, অতি গোপনে করিতেন। ইনি গরীব ছাত্রদিগের বেতন দিবার জন্য মাসে ১৫০ টাকা ব্যয় করিতেন। কিন্তু গোপনে দান করিলেও ইঁহার সর্ব্বত্র সুখ্যাতি ছিল। এমন কি ১৮৭৭ সালে দিল্লী দরবারে রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন বাহাদুর ইঁহার দানের সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। ইনি মৃত্যুর ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বেই বিষয়কর্ম্ম হইতে অবসর লন এবং দিবারাত্রি কেবল আহ্নিক, পূজা, শাস্ত্রপাঠ, হরিসংকীর্ত্তন করিয়া কাটান। ১২৯১ সালের ৭ই চৈত্র ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

ওদিকে দেখুন কৃষ্ণদাস পালের বাটী। তাহার ওদিকে ঐ যে বাড়ী দেখা যাইতেছে, যাহাতে হিতৈষী প্রেস লেখা আছে, উহা গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটী। গোপাল বাবু নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। উঁহার জন্মস্থান হালিসহর নামক স্থানে। গোপাল বাবুর অনেকগুলি পুস্তক আছে ; যথা—পাটীগণিত, পাটীগণিত-প্রবেশিকা, মানসাঙ্ক ১ম হইতে ষষ্ঠ পর্য্যন্ত ; তদ্ভিন্ন ইংরাজী বাঙ্গালাতে আরও ৭।৮ খানি পুস্তক হইবে। ইনি এক্ষণে মৃত।

এখান হইতে সকলে পালেদের বাড়ীর নিকটে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন :—

"ইঁহারা জাতিতে তেলি। কালীচরণ পাল বিষয় করেন। তাঁহার পুত্র রাধাচরণ পাল অত্যন্ত ধার্ম্মিক ও পরোপকারী ছিলেন। তাঁহার পুত্র রাম-গোবিন্দ পাল ২৫ হাজার টাকা ব্যয়ে কালীঘাটের মন্দিরের সন্নিকটস্থ রাস্তা পাথরের করিয়া দেন। এই মহাত্মা ২৪ হাজার টাকা ব্যয়ে খড়দায় স্নানের ঘাট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।

বরুণ কহিলেন, "ওদিকে দেখা যাইতেছে শ্রীশ বিদ্যারত্নের বাড়ী। ইনি বিখ্যাত কথক রামধন শিরোমণির পুত্র। ইঁহার জন্মভূমি খাঁটুরা গ্রামে। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। বিদ্যাসাগর যখন বিধবাবিবাহ দিবার জন্য উদ্যোগী হন, সেই সময় শ্রীশ বিদ্যারত্নের স্ত্রী মরিয়া যাওয়ায় বালিকা বিবাহ করা অপেক্ষা যুবতী দেখিয়া একটী বিধবা বিবাহ করিয়া ফেলিলেন।

ইহার বিবাহে বেশ সমারোহ হইয়াছিল; অনেক অধ্যাপক নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন বঙ্গদেশের ছোট লাট পর্য্যন্ত বিবাহসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ১০ হাজার টাকা এই বিবাহে ব্যয় করেন। শ্রীশ সংস্কৃত কলেজ পরিত্যাগের পর কিছু দিন জজ-পণ্ডিতের কাজ করিলে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের পদ পান। তিনি ৩০ বৎসর ঐ কাজ করিয়া পেন্সন লন। পেন্সন লওয়ার অল্পকাল পরে তাঁহার পক্ষাঘাত রোগ হয় ও তাহাতেই মৃত্যু হয়।

এখান হইতে সকলে শ্যামবাজারের অভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে বরুণ বলিলেন, "পিতামহ, হোগলকুঁড়ের গুহদের বাড়ী দেখুন।"

ব্রহ্মা। ইঁহাদের বিষয় বল।

বরুণ। ইঁহারা জাতিতে কায়স্থ। প্রায় ১২৫ বৎসর হইল কলিকাতায় বাস করিতেছেন। শিবচন্দ্র গুহ হইতে এই বংশ উজ্জ্বল হইয়াছে। ইনি ১৭৯৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ব্রজনাথ গুহ। পিতার অবস্থা নিতান্ত ভাল না থাকায় শিবচন্দ্র ১৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে একটী ইংরাজ সদাগরের আফিসে কেরাণীগিরি কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করেন। ইহার পর ইনি বেনিয়ানের কাজ করেন। তৎপরে স্বয়ং ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং ব্যবসা দ্বারায় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হন। ইনি অত্যন্ত হিন্দু ছিলেন। বাটীতে ইনি ১২ মাসে ১৩ পার্ব্বণ করিতেন এবং একবার তৈল পার্ব্বণ করিয়া অনেক টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। ইনি বৃন্দাবন বসুর লেনে এক শিব ও নিস্তারিণী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৪ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার পুত্রের নাম অভয়চরণ গুহ ও তারাচাঁদ গুহ। দুই ভ্রাতাই বেনিয়ানের কাজ করিতেন। ইঁহারা পৈতৃক বিষয় যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

এখান হইতে যাইয়া সকলে দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসুর বাটীর নিকট উপস্থিত হইলে পিতামহ কহিলেন, "বরুণ, এই বংশের বিষয় বল।"

বরুণ। ইনি ১৬৫৫ সালের পৌষ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম দয়ারাম বসু। কৃষ্ণরাম কলিকাতায় আসিয়া পিতার সামান্য সম্পত্তি দ্বারায় ব্যবসা আরম্ভ করেন। ব্যবসার দ্বারায় মূলধন বৃদ্ধি করিয়া একেবারে লবণ একচেটে করিয়া লন এবং ৫।৭ দিনের মধ্যে উহা বিক্রয় করিয়া চল্লিশ হাজার টাকা লাভ করেন। ঐ টাকায় ব্যবসা করিয়া বিপুল ধন উপার্জ্জন করিলে চাকরী করিতে ইচ্ছা হয় এবং দুই হাজার টাকা বেতনে ইষ্টইণ্ডিয়া

কোম্পানীর হুগলীর দেওয়ান নিযুক্ত হন। কয়েক বৎসর কর্ম্ম করিয়া কলিকাতায় আসিয়া শ্যামবাজারের এই বাটী নির্ম্মাণ করান। ইনি এক সময় ব্যবসার জন্য একলক্ষ টাকার চাউল খরিদ করিয়াছিলেন; কিন্তু বিক্রয় করিবার পূর্ব্বে দুর্ভিক্ষ হওয়াতে অন্নসত্র খুলিয়া সমস্তই বিতরণ করেন। প্রতি বৎসর বাটিতে সমারোহে দুর্গোৎসব করিতেন। প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া বাটিতে প্রত্যাগমনসময় যত লোক তাঁহাকে পূর্ণকুম্ভ (এক কলসী করিয়া জল) দেখাইত, তাহাদের সকলকে এক টাকা করিয়া দান করিতেন। ঐ দিন ১৫।১৬ হাজার লোক গঙ্গার তীর হইতে তাঁহার বাটির দরজা পর্য্যন্ত পূর্ণকুম্ভ লইয়া বসিয়া থাকিত। ইনি ধর্ম্মসম্বন্ধে যথেষ্ট ব্যয় করিতেন। যশোহরের মদনগোপালজী এবং বীরভূমের রাধাবল্লভজী ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত। ইনি কাশীতে অনেক মন্দির ও শিব স্থাপন করেন, গয়ায় রামশিলার পাহাড়ে উঠিবার সিঁড়ি প্রস্তুত করিয়া দেন। এই মহাত্মা শ্রীক্ষেত্রের যাত্রীদিগকে রৌদ্রে কষ্টভোগ করিতে ও পিপাসায় কাতর হইতে দেখিয়া কটক হইতে পুরী পর্য্যন্ত বিশ ক্রোশ রাস্তার উভয় পার্শ্বে আম্রবৃক্ষ রোপণ করিয়া দিয়াছেন। যাত্রীরা উহার তলে বসিয়া আম্র খাইয়া পিপাসা নিবারণ করিয়া থাকে। ইনি পুরীর জগন্নাথের মন্দিরের প্রবেশপথের নিকট প্রকাণ্ড সরোবর খনন করিয়া দিয়াছেন। ৭৪ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে মদনগোপাল ও গুরুপ্রসাদ বসু নামক দুই পুত্র রাখিয়া যান।

দেবগণ এখান হইতে গোবিন্দরাম মিত্রের বাড়ী দেখিতে যাইলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মা কহিলেন, "বরুণ! গোবিন্দরাম মিত্রের বিষয় আমাকে বল।"

বরুণ। ইঁহার পিতার নাম রত্নেশ্বর মিত্র। ইঁহারা ১৬৮৬ সালে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। গবর্ণর জব চার্ণক গোবিন্দরামকে ইংরাজী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী দেখিয়া ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কর্ম্ম দেন। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে পলাশী যুদ্ধের পর গোবিন্দরাম ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে ডেপুটী ফৌজদারীপদ প্রাপ্ত হন। সার গবর্ণর হলওয়েল্ সাহেব অন্ধকূপহত্যার পর হইতে ইঁহাকে "ব্ল্যাক ডেপুটী" বলিয়া ডাকিতেন। ইনি অত্যন্ত হিন্দু ছিলেন। চিৎপুর রোডের ধারে ইঁহার প্রতিষ্ঠিত নবরত্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। গোবিন্দরামের রাস্তা বড় বিখ্যাত। অদ্যাপি চলিত কথায় লোকে বলিয়া থাকে :—

গোবিন্দরামের ছেড়ি। (১)
বনমালী সরকারের বাড়ী। (২)
ওমিচাঁদের দাড়ী। (৩)
জগৎশেঠের কড়ি। (৪)

১৭৬৬ সালে গোবিন্দরামের মৃত্যু হয়। ইঁহার পুত্রের নাম রঘুনাথ মিত্র। ইনি অত্যন্ত দাতা ও ধার্ম্মিক ছিলেন। বাটীতে দোল দুর্গোৎসবে অনেক টাকা ব্যয় করিতেন। ইনি ঢাকার কালেক্টরির দেওয়ান ছিলেন। ইঁহার পুত্র রামচন্দ্র মিত্রের বিবাহের সময় গবর্ণর লর্ড কর্ণওয়ালিস্ কুমারটুলিতে কামানের শব্দ করিবার হুকুম দিয়াছিলেন এবং কেল্লা হইতেও কয়েকটী কামান দাগা হইয়াছিল। এই বংশীয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ নন্দনবাগানে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন।

এখান হইতে সকলে বনমালী সরকারের বাটী দেখিতে যান এবং উপস্থিত হইয়া বরুণ বলিলেন।—

"ইঁহারা জাতিতে সদ্গোপ। আদি বাস ভদ্রেশ্বর। আত্মারাম সরকার প্রথমে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। বনমালী পাটনা রেসিডেন্সির দেওয়ান ছিলেন। পরে ইনি ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলিকাতার ডেপুটী ট্রেডারের পদ প্রাপ্ত হন। বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ইনি কলিকাতা, হুগলী প্রভৃতি স্থানে বিষয় খরিদ করেন। ইঁহার বাটি কুমারটুলির মধ্যে বৃহৎ। ইনি শ্যামসুন্দর ও শিব প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের অন্য কেহ নাই। সমস্ত বিষয় বিগ্রহের সেবার্থ দান করিয়া গিয়াছেন।"

এখান হইতে যাইয়া একস্থানে উপস্থিত হইলে পিতামহ কহিলেন, "বরুণ, এ বাড়ী কাহার?"

বরুণ। বেণীমাধব মিত্রের।

ব্রহ্মা। বেণীমাধব মিত্রের বিষয় বল।

বরুণ। ইঁহাদের বাস চাকদার নিকট গোঁড়পাড়া। বেণীমাধবের পিতামহ নিধিরাম মিত্র প্রথমে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। ইনি কুমারটুলির বোসেদের বাড়ী বিবাহ করেন এবং ঐ সূত্রেই কলিকাতায় বাস

---

(১) রাস্তা। (২) বৃহৎ বাড়ী ছিল। (৩) প্রকাণ্ড দাড়ী ছিল। (৪) অত্যন্ত ধনী ছিলেন।

হয়। বেণীমাধব ফার্গুসন্ কোম্পানীর বাড়ী চাকরী করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য করেন। ইহার পুত্রের নাম বাবু বরদাচরণ মিত্র বি. এ। ইহার কন্যাকে কলিকাতার রেজিষ্ট্রার বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ বিবাহ করিয়াছেন।

ক্রমে একস্থানে যাইয়া দেবগণ দেখেন, শত শত রোগী ঔষধ লইয়া বাহির হইতেছে। তদ্দৃষ্টে পিতামহ কহিলেন, "এটি কবিরাজ-বাড়ী বলিয়া বোধ হইতেছে। বরুণ, এই কবিরাজ-বংশের বিষয় বল।"

বরুণ। ইহারা পূর্ব্ববঙ্গের বৈদ্য কবিরাজ। এই বংশের সুবিখ্যাত কবিরাজ নীলাম্বর সেন প্রথমে কলিকাতার কুমারটুলিতে আসিয়া বাস করেন। ইনি সুচিকিৎসা-গুণে ধন্বন্তরি নামে প্রসিদ্ধ হন। ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গঙ্গাপ্রসাদও কলিকাতার মধ্যে একজন বিখ্যাত কবিরাজ। ইনি প্রত্যহ শত শত রোগীকে বিনামূল্যে মহামূল্য ঔষধ দান, বিস্তর ছাত্রকে আহার ও বিদ্যা দান করিতেন। ১৮৭৭ সালের কলিকাতা দরবারে ইনি গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্গাপ্রসাদ সেন ও অন্নদাপ্রসাদ সেনও বিদ্বান্ সুচিকিৎসক। অন্নদাপ্রসাদ হোগলকুঁড়েয় থাকিয়া চিকিৎসা করেন। এই বংশের কালীপ্রসন্ন সেন "চক্রদত্ত" প্রভৃতি পুস্তক বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইহাদের ঢাকা জেলায় জমীদারী ও কলিকাতায় অনেকগুলি ভাড়াটে বাড়ী আছে।

সন্ধ্যা হইতেই দেবগণ বাসায় আসিলেন এবং পরদিন প্রাতে উঠিয়া কালীঘাট দর্শনে চলিলেন এবং সকলে যাইয়া ধর্ম্মতলায় ট্রামগাড়ীতে উঠিলেন। ট্রামগাড়ী ভবানীপুরে উপস্থিত হইলে বরুণ বলিলেন, "পিতামহ, এই ভবানীপুরে হাইকোর্টের জজ শম্ভুনাথ পণ্ডিত বাস করিতেন।"

ব্রহ্মা। বরুণ, আমাকে শম্ভুনাথ পণ্ডিতের বিষয় বল।

বরুণ। ইনি ১২২৬ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম শিবনারায়ণ পণ্ডিত। শম্ভুনাথ প্রথমে গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে পাঠ করেন। অল্প দিনের মধ্যে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া ২০ টাকা বেতনে সহকারী মহাফেজের কর্ম্মে নিযুক্ত হন। ১২৫১ সালে ডিক্রীজারীর মোহরার নিযুক্ত হন। এই সময় ইনি ডিক্রীজারীর আইন সম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লেখেন। ঐ পুস্তক কার্য্যোপযোগী হওয়ায় গবর্ণমেণ্টের পরিচিত হন। ১২৫৩ সালে ওকালতী সনন্দ লইয়া ঐ ব্যবসা আরম্ভ করেন। তাঁহার

কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া বিচারপতি জে, আর্, কলভীন্ সাহেব তাঁহাকে ১২৬০ সালে জুনিয়ার উকীল পদ প্রদান করেন। ১২৬৯ সালে গবর্ণমেণ্টের সিনিয়ার অর্থাৎ প্রধান উকীলের পদ প্রদান করেন। ১২৬৯ সালে হাইকোর্ট সংস্থাপিত হইলে রাজা রমাপ্রসাদ রায়কে একজন দেশীয় বিচারপতিপদে নিযুক্ত করিতে গবর্ণমেণ্ট অভিপ্রায় প্রকাশ করেন; কিন্তু বিচারাসনে উপবেশনের পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় শম্ভুনাথ পণ্ডিত ঐ পদ প্রাপ্ত হন। ইনি অতি সম্মান ও সদ্বিচারের সহিত ঐ পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। ১২৭৪ সালে সামান্য জ্বরে ও একটী বিস্ফোটকে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম ছিলেন।

ব্রহ্মা। ভবানীপুরে আর কি আছে?

বরুণ। এখানে হাইকোর্টের দেশীয় জজেরাই বাস করিয়া থাকেন। জজ অনুকূল মুখোপাধ্যায়েরও এখানে বাড়ী আছে।

ব্রহ্মা। অনুকূলের বিষয় বল।

বরুণ। ইঁহার পিতার নাম লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। ইঁহারা কলিকাতার মধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত লোক। অনুকূল হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর ইঁহার হাবড়ার মাজিষ্ট্রেটের আফিসে নাজিরি কর্ম্ম হয়। ঐ নাজিরি করিতে করিতে ইনি ১৮৭৬ অব্দে কমিটি একজামিন দিয়া হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। ইঁহার হাইকোর্টে ক্রমে এমন পশার হয় যে, মক্কেল একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন। ইঁহার গুণের কথা গবর্ণমেণ্টের কানে উঠিলে প্রথমে ইনি জুনিয়ার উকীল ও তৎপরে কৃষ্ণকিশোর ঘোষ পদত্যাগ করিলে সিনিয়র উকীল হন। ১৮৭৯ অব্দে ইনি বাঙ্গালা লেজিস্লেটিভ্ কাউন্সেলের মেম্বর হইয়াছিলেন। ইহার পর ইনি হাইকোর্টের প্রতিনিধি জজের পদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু ঐ কাজ করিতে করিতে ১৮৭১ সালের আগষ্ট মাসে ইঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে বয়ঃক্রম ৪১ বৎসর মাত্র হইয়াছিল।

দেবগণ ট্রামগাড়ি হইতে নামিলে কতকগুলি লোক নিকটে আসিয়া কহিল, "মহাশয়েরা কি কালীমাকে দর্শন করিবেন?"

ইন্দ্র। কেন, সে খোজে তোমাদের আবশ্যক কি?

লোক। আজ্ঞে, আমরা হালদার মহাশয়দের বাড়ী কাজ কর্ম্ম করি। সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে ভাল ক'রে দর্শন করাব।

বরুণ। তীর্থস্থানে তোমাদের মিথ্যা বলিবার আবশ্যক কি? এসেছ দালালি ক'র্‌তে যাত্রীদিগের নিকট হ'তে ফাঁকি দিয়ে পূজার পয়সা গ্রহণ ক'র্‌তে; হালদারদের বাড়ী কাজ করি ব'লে কেন নরকে যেতে ব'সেছ? তোমাদের এই জন্মে এই দশা, পেটের জন্য রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া লোক ধরিতেছ, একবার পরজন্মের ভাবনা ভাব।

লোকগুলো চলিয়া যাইলে বরুণ দেবগণকে লইয়া বন জঙ্গলের মধ্য দিয়া কালীবাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা যাইয়া দেখেন, মহাসমারোহ ব্যাপার! সারি সারি সন্দেশের দোকান, ফলের দোকান, খেলানার দোকান। বিস্তর যাত্রী আসিতেছে; কেহ রাস্তায়, কেহ দোকানে, কেহ কালীবাড়ীর দ্বারে ও গঙ্গাস্নানের পথে দাঁড়াইয়া আছে। দোকানদারেরা সার্থক জন্মিয়াছে, দ্রব্যাদি বেচিয়া বিস্তর লাভ করিতেছে। যাত্রীদিগের পূজার দ্রব্য কম করিয়া দিয়া ঠকাইতেছে। আহা! হতভাগারা জানে না যে, এ ঠকান—যাত্রীদিগকে হইতেছে না, কালী মাকেই হইতেছে!

দেবগণ বাটীর মধ্যে যাইয়া নাটমন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলে পিতামহ কহিলেন, "মার এ দরজা এখনও খোলা হয় নাই কেন ?"

বরুণ। তাহা হইলে শিকার ফস্‌কাবে অর্থাৎ সকলে এক স্থান হইতে মাকে দেখিয়া পাণ্ডাদিগকে কলা দেখাইবে—এই আশঙ্কায় এ দ্বারটী সহজে খোলে না। মন্দিরের ওধারে একটী ক্ষুদ্র দ্বার আছে, তাহার রক্ষক ৮।১০ জন যমদূতের ন্যায় ষণ্ডা ষণ্ডা ব্রাহ্মণ্; তাহাদিগকে টিকিট দিবার ন্যায় এক একটী পয়সা দিয়া তবে মন্দির মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক মাকে দেখিতে হয়।

ব্রহ্মা। উঃ! কলিতে দেখছি সকল বিষয়েই দোকানদারী। এক্ষণে পৃথিবীর ধ্বংস হওয়াই ভাল। আহা! দরিদ্র ব্যক্তিরা যে মাকে দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইবে, তাহারও উপায় নাই। যাহোক্, তাহারা মনে মনে মাকে দর্শন করিয়া—পয়সা দিয়া দর্শন করা অপেক্ষা অধিক পুণ্যলাভ করিতে পারে।

দেবগণ মন্দিরের পশ্চাৎ ভাগ দিয়া কালীমার গুপ্তদ্বারের নিকটস্থ রোয়াকে উঠিয়া দেখেন, একটী অলঙ্কারবিভূষিতা যুবতী বসিয়া আছে, এবং বক্ষের কাপড় খুলিয়া বালিকাকে স্তনপান করাইতেছে। যাত্রিগণ সেই দিকে চাহিয়া আছে। নারায়ণও আড়চক্ষে সেই দিকে চাহিতে লাগিলেন। পিতামহ কহিলেন, "মা, বাড়ীর ভিতর যাও, তুমি ভদ্রলোকের বাড়ীর কুলবধূ, তুমি এখানে কেন ?"

স্ত্রী। আমার কি যাবার যো আছে, আমি ব'সে ব'সে পাহারা দিচ্ছি, নইলে ঐ দোরের মিন্সেরা দর্শনীর পয়সা চুরি ক'র্‌বে।

ব্রহ্মা। এ কাজ তোমার স্বামীর ক'র্‌লে ভাল হয় না ?

স্ত্রী। আহা! মিন্সের কি মজার কথা! স্বামী বাজার কর্‌তে যাবে না ?

পিতামহ স্ত্রীলোকটীকে মুখরা দেখিয়া আর কোন কথা না বলিয়া বরুণকে কহিলেন, "বরুণ, কালীঘাটের উৎপত্তি বল।"

বরুণ। দক্ষযজ্ঞে সতী প্রাণত্যাগ করিলে নারায়ণ যখন চক্রদ্বারা তাঁহার মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করেন, তখন দেবীর দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ এই কালীঘাটে পড়ায় এই কালী ও নকুলেশ্বর শিবের উৎপত্তি হয়। এই ঠাকুর বাঁড়িবার সাবর্ণ

চৌধুরীদিগের ছিল। পূর্ব্বে ইহার কিছুই আয় না থাকায় চৌধুরী মহাশয়েরা কালীর পূজারি হালদারদিগকে দান করেন। এক্ষণে ইহার যথেষ্ট আয় হইয়াছে। এত আয় যে, হালদারদিগের রাবণবংশ সুখস্বচ্ছন্দে ও বাবুগিরির সহিত কাটাইতেছে এবং প্রত্যহ হাজার লোক ইহার দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে। ১২১৬ সালে কালীঘাটের এই মন্দির নির্ম্মিত হয়।

ইন্দ্র। হালদারদের কি উপায়ে লাভ হয়?

বরুণ। এক্ষণে হালদারদিগের বংশ বৃদ্ধি হওয়ায় দেবী সাধারণের ভাগে পড়িয়াছেন। কাহারও ভাগে একদিন, কাহারও ভাগে এক বেলা। এখানে প্রত্যহ শত শত রাজা, জমিদার, মায়ের পূজা দিতে আসে, এবং কেহ স্বর্ণের হাত, কেহ মুণ্ডমালা, কেহ মুকুট প্রভৃতি দিয়া পূজা দেয়। যাঁহার পালার সময় এই সমস্ত পূজা হয়, তিনিই উহা প্রাপ্ত হন।

দেবগণ দ্বারে পয়সা দিয়া অতি কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া মার নিকট যাইয়া দেখেন, তিনি কাঁদিতেছেন। ব্রহ্মা তদ্দৃষ্টে কহিলেন, "মা! তুমি কাঁদচো?"

কালী। বাবা, আমার কান্না বৈ আর কি আছে? আমায় যে চুষে চুষে রক্ত খাচ্চে।

ব্রহ্মা। কে মা?

কালী। ছারপোকার বংশ। যখন প্রথম বাহির হই, তখন একটী ছারপোকা ছিল, এখন পঙ্গপাল! দেখ বাবা, এমন বংশবৃদ্ধি কখন দেখি নাই।

ব্রহ্মা। হালদারেরা তোমার সহিত কেমন ব্যবহার করেন?

কালী। আমি হইয়াছি তাঁদের পয়সা উপার্জ্জনের পুতুল। যেমন লোকে একটা গরুর পাঁচটা সিং, একজন মানুষের পাঁচখানা হাত দেখিয়ে পয়সা নেয়, এরা তেমি আমার দ্বারায় পয়সা রোজগার ক'রচে। শীতে কেঁপে মরছি দেখে যদি কেহ আমার গাত্রে একখানি ভাল কাপড় দেয়, "আমার পালা" "আমার পালা" ব'লে, খুলে নিয়ে পালায়। আমার হাত নাই দেখে যদি কেহ চারিখানি সোণার হাত বা মাথায় মুকুট গড়িয়ে দেয়, তৎক্ষণাৎ খুলে নিয়ে গিয়ে পরিবারের গহনা গড়ায়।

নারা। এখানে বিস্তর পূজা আসে নয়?

কালী। আসে সত্য; কিন্তু আমি কখনও চক্ষে দেখ্‌তে পাইনি। বিস্তর জুয়াচোর জুটেছে, তাহারা হালদারদের লোক ব'লে ধর্ম্মতলা থেকে লোক-

ধ'রে আনে, এবং এখানে একটা জাল হালদার তৈয়ের ক'রে তাহার নিকট হাজির করে। তার পরে ফাঁকি দিয়ে তাহার নিকট হইতে পূজার টাকাগুলি হাত ক'রে নিয়ে এক পয়সার কলা ও একটু চিনি খরিদ ক'রে আমার মন্দিরে আনে। পূজা করা দূরে থাক, আমার সিঁদূরগুলো মুচে নিয়ে গিয়ে তাদের হাতে দেয়। বেচারারা কিছু জানে না, প্রসাদ নিয়ে ঘরে যায়।

ব্রহ্মা। ও সব লোকের বংশ থাকে ত?

কালী। একদল নির্ব্বংশ হ'লে আর একদল আসে। তারাও পেটের জ্বালায় আসে, আমিও পেটের জ্বালায় তাদের খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করি। হতভাগারা মনে করে, লোকে যেন ওদেরই পূজা দিতে এসেছে।

উপ। কালী পিসী! তুমি খুব পাঁটা খেতে পাও?

কালী। কৈ পাই বাবা? পূজাও করে না, উৎসর্গও করে না, যেখানে সেখানে কাটে, আর মেচুনী মাগীর ভাগা দিয়ে বেচে।

ব্রহ্মা। তোমার প্রসাদে মা, অনেকে প্রতিপালন হ'চ্চে।

কালী। তাতে ত আমি সুখী হই। প্রতারণা করে কেন? সন্দেশ ওয়ালারা ভাল সন্দেশ ব'লে চিনির সন্দেশ বেচে; আর পৈতে, ভাব, সুপারি, শাঁখা ও পূজার জোড় গুলো বারবার আমার ঘরে ও দোকানে যাতায়াত করে।

ব্রহ্মা। সে কেমন?

কালী। পূজা হ'চ্চে আর দোকানে গিয়ে বেচে আসছে। আবার যাত্রীরা তাই কিনে পূজা দিচ্চে, আবার দোকানে যাচ্চে ইত্যাদি।

ইন্দ্র। হালদার বাড়ীর মেয়েরা তোমাকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করেন?

কালী। ভক্তি ক'রবে কেন? আমি কে? তাহাদের দেহ হিংসায় পরিপূর্ণ—"ওদের পালায় এত পেলে, আমার পালায় কম হ'ল" এই দুঃখেই মরে।

ব্রহ্মা। মিন্সেগুলো?

কালী। মিন্সেরা সর্ব্বদাই পালা কিনচে, পালা বেচ্চে, যেন বাপ পিতামহের জমীদারী। দেখ বাবা! দেবতা অপেক্ষা মানুষ ভাল, মলো না চুকে গেল; আর আমি দেবতা, আমার দুঃখ দেখ! দক্ষযজ্ঞে ম'রে কালী হয়ে নিস্তার নাই। কালীঘাটে কারারুদ্ধ হয়ে আছি। ঠাকুরপো, তোমরা আমাকে নিতে এসেছ?

নারা। আমরা কলিকাতা দেখ্‌তে এসেছি।

কালী। নিতে আসনি? তা আস্‌বে কেন? আমার কি তেমন কপাল?

নারা। দাদার বিনা মতে কি নিয়ে যেতে পারি? তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে নিয়ে যাব।

কালী। তিনিও এখানে আছেন, তাঁহার অবস্থা আমা অপেক্ষাও খারাপ। সমস্ত দিন দুধ গঙ্গাজল খেয়ে কাটাতে হয়।

এই সময় কপালে সিঁদুর, গলায় মালা, একপাল বাঙ্গাল ঠেলাঠেলি করিয়া কালীমন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করায় ব্রহ্মা কহিলেন, "মা! পালালাম, নিশ্চিন্ত হয়ে থাক; কলিতে তোমাদের কাহাকেও মর্ত্ত্যে রাখিব না।"

দেবগণ অতি কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন এই সময় একটী বালিকা আসিয়া নারায়ণের গলায় মালা দিলে নারায়ণ সবিস্ময়ে বলিলেন, "আহা! কি করলে আমি বুড়ো মানুষ আমার কি বে করবার সময়?" বালিকা অবাক্ হইয়া নারায়ণের প্রতি চাহিতে লাগিল। এই সময় আর একটী বালিকা আসিয়া মালা দিল। নারায়ণ কহিলেন, "তোমরা কি কুলীনের মেয়ে তাই পাত্রাভাবে আমাকে বরমাল্য দিতেছ?" সেও তৎশ্রবণে অবাক হইয়া দাঁড়াইল। এই সময় দলে দলে আসিয়া মালা দিতে লাগিল। নারায়ণ তদ্দৃষ্টে কহিলেন বড় দা সর্ব্বনাশ। এখানেও আমার ষোড়শ গোপিনী জুটিল।

উপ। "ঠাকুর কাকা! মন্দ কি হইল? এই খুড়িমা ঘর নিকাবেন এই খুড়িমা রাঁধবেন, এই খুড়িমা কুটনো কুটবেন" বলিয়া আঙ্গুল দিয়া দেখাইতে লাগিল।

ব্রহ্মা। বৌ মা। তোমরা বড় মুস্কিলে ফেল্লে। বাসায় সবে একটী ঘর, তোমাদের নিয়ে গিয়ে রাখি কোথায়?

মেয়েগুলো এই সময় ব্রহ্মার গলায় মালা দিতে আরম্ভ করিল। তখন পিতামহ কহিলেন, "ছি। ছি! কি করলে আমি যে তোমাদের ভাশুর, তোমরা কি কলির দ্রৌপদী হলে?"

মেয়েগুলো এই সময় দেবগণের কোঁচা ধরিয়া "পয়সা" "পয়সা" শব্দে টানিতে লাগিল। টানাটানিতে পিতামহের পরিধেয় বস্ত্র খুলিয়া গেল, নারায়ণের কাপড়খানি ছিঁড়িয়া যাইল। তিনি রাগিয়া কহিলেন, "যা

তোরা দুগ্রহ! এমন স্ত্রীতে আমার দরকার নেই, তোদের কালীঘাটে বনবাস দিলাম।"

দেবগণ যেমন সবোষে বাহিরে আসিলেন, কতকগুলো লোক ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাদের কপালে সিন্দুর লেপিতে লাগিল। উপ কহিল "শালার দেশে সবই উল্টা, খুড়িমারা ওদিকে আছেন, তাঁদের কপালে সিন্দুর দিগে না?"

সকলে বাহিরে আসিয়া দেখেন, ছোট ছোট পাঁটাগুলোকে এমন ভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছে যেন গাছের ফল। পিতামহ কহিলেন, "হায় রে পশুর প্রতি অত্যাচারনিবারিণী সভা! একবার কালীঘাটে এসে দেখে যাও এখানে কি অত্যাচার! বরুণ! শীঘ্র গাড়ী ভাড়া কর, এই দণ্ডেই কালীঘাট পরিত্যাগ করিব।" বরুণ তৎশ্রবণে একখানি গাড়ী ভাড়া করিলে দেবগণ তাহাতে উঠিয়া আলিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা জজ আদালত প্রভৃতি দেখিয়া স্কুল ও কাছারির নিকট উপস্থিত হইয়া দেখেন, একটী ঘরের ভিতর এজলাসে বসিয়া হাকিম বিচার করিতেছেন।

দেবতারা বাহিরে আসিলে পিতামহ কহিলেন, "বরুণ! দেশী হাকিমদের উৎপত্তির কারণ বল।"

বরুণ। এক সময় যমালয়ে কয়েদীদিগের আহারাদির কষ্ট দেওয়ায় তাহারা বিদ্রোহী হয় এবং যম মফঃস্বল ভ্রমণে যাইলে জেল ভাঙ্গিয়া বাহিরে আসে। কয়েদীগণ তাহাদের মধ্যে একজনকে রাজা করে। যম প্রত্যাগমন করিয়া সিংহাসন না পাওয়ায় কাঁদিতে কাঁদিতে বৈকুণ্ঠে যাইয়া নারায়ণের নিকট দরখাস্ত করিলেন। নারায়ণ যমালয়ে আসিয়া মিষ্ট কথায় তাহাদিগকে তুষ্ট করিয়া মর্ত্ত্যে পাঠান, এবং কহেন, "তোমরা যমের ন্যায় তথায় গিয়া বিচারাসনে বসিয়া বিচার করিবে।"

এখান হইতে সকলে যাইয়া জুওলজিকেল গার্ডেনের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। অমনি ব্যাঘ্রগণ "হালুম" হালুম শব্দে বানরগণ "উপ আপ" শব্দে ও বনমানুষেরা "উকু উকু" শব্দে চীৎকার আরম্ভ করিল।

তাঁহারা প্রথমে যাইয়া ব্যাঘ্র ভল্লুক দেখিলেন। ব্যাঘ্র ও ভল্লুকগণ তাঁহাদিগকে দেখিয়া চঞ্চল চরণে রেলিংয়ের বাহিরে আসিয়া তাহাদের চরণে আছাড়িয়া পড়িবার প্রয়াস পাইতে লাগিল, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইল। তৎপরে উট, গণ্ডার, শূকর প্রভৃতি দেখিয়া বানরগণের ঘরে আসিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বানরগণ

করযোড় করিতে লাগিল। মনের ভাব "দেবগণ! আমরা স্বাধীনতা সত্ত্বেও পরাধীন হইয়া কষ্ট পাইতেছি, উদ্ধার কর।" বড় বড় বানরগণ রেলিং নাড়িয়া নিজ প্রতাপ দেখাইতে লাগিল। মনের ভাব "আমাদের এত বল, কিন্তু ইংরাজবলের নিকট পরাজিত হইয়াছি।" বনমানুষ "উকু উকু" শব্দে এদিক্ হইতে ওদিকে যাইতে লাগিল এবং দোল খাইতে লাগিল। মনের ভাব, "আমি ভাল মানুষ, নিরপরাধ ব্যক্তি; আমার এ দশা কেন?" জুওলজিকেল গার্ডেন হইতে বাহির হইলে বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! এই যে দুইটী অশ্বত্থ বৃক্ষ দেখিতেছেন, ইহারই তলে হেষ্টিংসের সহিত ফ্রান্সিসের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইয়াছিল।"

দেবগণ ইহার পর ছোট লাটের বাড়ী দেখিতে যাইলেন। বরুণ কহিলেন, "এই আলিপুরের বেলভেডিয়ার বাগান। এই স্থানে বঙ্গেশ্বর বাস করেন। ইহারই পশ্চাৎ ভাগে হেষ্টিংসের বাগানবাটী ছিল। আলিপুরের আরারুট বাগানের নিকট হেষ্টিংস হাউস নামক একটী প্রশস্ত বাগানবাটী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।"

এখান হইতে তাঁহারা বালকগণের চরিত্রসংশোধিনী জেল, সেণ্ট্রাল জেল কলাবাগান (এই স্থানে লক হস্পিটেল ছিল) গোরস্থান (সৈন্যদিগের কবর) গোরে যে পাথর বসান হয় তাহা বিক্রয়ের স্থান, কুলি চালানের ডিপো, ইংরাজ পাগলা গারদ ও বাঙ্গালী পাগলা গারদ, জেনেরল হস্পিটাল (নামে জেনেরল কিন্তু কেবল ইংরাজেরা থাকে, আর্মি হস্পিটাল) সৈন্যেরা থাকে, হরিণ বাড়ী, দেখিয়া ধর্ম্মতলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এই সময় এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাদের হাতে লাল কাগজে ছাপান কতকগুলো বিজ্ঞাপন দিয়া যাইল। দেবগণ দেখেন লেখা রহিয়াছে—"ইলেকট্রিক ক্যামিকেল গোল্ড রিং। মূল্য পাঁচ টাকা। এক ডজন খরিদ করিলে একটি ভাল ওয়াচ ও একসেট বোতাম এবং ৩টা খরিদ করিলে একটী উত্তম টাইমপিস ঘড়ি ও একগাছি কুকুরমুখো ছড়ি উপহার দেওয়া যায়।

'এই আংটী ব্যবহারে কি হয়?—এই আংটী হস্তে থাকিলে অন্ধের চক্ষু হয়, খোঁড়ার পা হয়, বোবার বোল ফোটে, নির্ধনী ধনী হয়, আইবুড়ো ছেলের বে হয়, গোরু হারালে গোরু মেলে। স্ত্রীলোকেরা যদি ধারণ করেন, তাহা হইলে বন্ধ্যা পুত্রবতী হয়, কুরূপার রূপ হয়, স্বামী বশে থাকেন, সর্ব্বাঙ্গে সোণা হয়, বৃদ্ধার যৌবন হয়। বৃদ্ধের পক্ষেও এ আংটী বিশেষ উপকারী, কারণ পাকা

চুল কাল হয়, নড়া দাঁত শক্ত হয় এবং নবযৌবন ফিরে আসে। সাধারণের পক্ষে আংটীর কেমন গুণ দেখুন। যাহার হাতে থাকে, তাহার সপ্তদশ পুরুষের রোগ, শোক ও সর্পভয় থাকে না, সে বংশের কেহ জলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না, অস্ত্রাঘাতে মরে না, অধিক কি গয়ায় গিয়া পিণ্ড দিবারও আবশ্যক হয় না। আমরা নিজে নিজে পরীক্ষা করিয়া তবে এই আংটি সাধারণে প্রচার করিয়াছি।

দত্ত, সেন, দাস, মল্লিক, মুখো, মিত্র, চট্টো, গড়গড়ি,
সাধুখাঁ এণ্ড ব্যানার্জ্জী ব্রাদারস্, মজাপুর ষ্ট্রীট।

দেবগণ এখান হইতে বাসায় যাইয়া আহারাদি করিয়া স্বর্গে যাইবার জন্য মোট মাটারি গুছাইতে লাগিলেন এবং পরদিন প্রাতে মুটের মাথায় মোট দিয়া সকলে যাইয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা ষ্টেশনে যাইয়া দেখেন টিকিট দিবার ১ ঘণ্টা বিলম্ব আছে। তখন সকলে একটি পাথরের বেঞ্চের উপর বসিলেন এবং পিতামহ কহিলেন "বরুণ! কলিকাতার ইতিহাস বল।"

বরুণ। দুই শত বৎসর পূর্বে এই কলিকাতার অবস্থা স্বতন্ত্র ছিল, তখন এ সকল কিছুই ছিল না। এক্ষণে দিন দিন ইহার অবস্থা ফিরিতেছে এবং অধিবাসীদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতা ক্রমেই বাড়িতেছে।

ইন্দ্র। কলিকাতা সহর কত দিনের?

বরুণ। বর্ত্তমান সহর যদিও বেশী দিনের নয়; কিন্তু এস্থানের নাম বহুদিন পর্য্যন্ত আছে। আইন-আকবরিতে এই স্থানের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণে, কলিকাতা যে স্থানে, এই স্থানকে কালীক্ষেত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। কালীক্ষেত্র একটি বিখ্যাত পীঠস্থান। এই স্থান বায়ান্ন পীঠের মধ্যে একটি মহাপীঠ। প্রাচীন পীঠের উপর কালীমন্দির নির্ম্মিত হয় নাই। কালীক্ষেত্র বহুলা নামক স্থান হইতে দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে, বহুলোকে এক্ষণে বেহালা কহে এবং দক্ষিণেশ্বর অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইংরাজ অধিকারের সূচনা হইতে কালীক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইয়া এক্ষণে কালীঘাট নাম হইয়াছে। বল্লাল সেনের জীবনী পাঠেও এই স্থানের উল্লেখ দেখা যায়। আকবর বাদসার সময় কলিকাতার উল্লেখ আছে। কারণ তোড়রমল্ল যে "ওয়াশিল তুমার জমা" নামে একটি রাজস্ব হিসাব প্রস্তুত করেন, তাহাতে কলিকাতার নাম আছে। এই আকবরের সময় ১৫৮৬ অব্দে বেলা তিন ঘটিকার সময় ভয়ানক ঝড় ও সমুদ্রের জল উথলিয়া উঠিয়া দক্ষিণ দিক্ নষ্ট হইয়া যায় ও প্রায় দুই লক্ষ প্রাণীর প্রাণ নষ্ট হয়। ঐ দক্ষিণ ভাগকে এক্ষণে সুন্দর বন কহে।

কলিকাতার উন্নতি ইংরাজ হইতে হয়। এই ইংরাজেরা ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি নাম ধরিয়া ১৬৫১ অব্দে বাণিজ্য করিতে আসেন। ১৬৮৬ অব্দের ২০এ ডিসেম্বর জব্ চার্ণক্ সাহেবের সহিত হুগলির ফৌজদারের বিবাদ হওয়ায়

সাহেব দলবলসহ সুতানুটী অর্থাৎ বর্ত্তমান কলিকাতায় পলাইয়া আসেন। ১৬৯০ অব্দে তিনি সুতানুটিতে একটি কুঠি স্থাপন করেন। এই হইতেই কলিকাতা নগরের সূত্রপাত হয়। চার্ণক্ অত্যন্ত সাহসী ও যোদ্ধা ছিলেন। তিনি যে স্থানে বাঙ্গালা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন, ঐ স্থানকে বারাকপুর কহে, ১৬৯২ অব্দে চার্ণকের মৃত্যু হয়। এক্ষণে যে স্থানকে বৈঠকখানা কহে, ঐ স্থানে একটী প্রকাণ্ড বটগাছ ছিল। বণিকেরা নানা স্থান হইতে আসিয়া উহার তলে বিশ্রাম করিত। তাহারা আমোদ করিয়া ঐ বৃক্ষতলকে বৈঠকখানা বলিত, তাহা হইতেই বৈঠকখানা নাম হইয়াছে। বৃক্ষটি ১৮৭০ অব্দ পর্য্যন্ত ছিল। ১৬৯৮ অব্দে ইংরাজেরা ফোর্ট উইলিয়ম নামক এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে নবাবের নিকট অনুমতি পান। প্রায় ঐ সময়েই তাঁহারা সম্রাট্ আজিম ওসমানের নিকট সুতানুটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা ক্রয় করিয়া লন। ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ বর্ত্তমান দুর্গ হইতে স্বতন্ত্র স্থানে ছিল। ঐ স্থানে অর্থাৎ ফেয়ারলি প্লেসে এক্ষণে বর্ত্তমান কাষ্টম্ হাউস্ প্রভৃতি অবস্থিত আছে। ১৭১৬ অব্দে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের পশ্চিমে ইংরাজেরা প্রথম গির্জ্জা নির্ম্মাণ করেন। উহার চূড়া ১৭৩৭ সালের ঝড় ও ভূমিকম্পে ভাঙ্গিয়া যায়। তৎপরে সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করিয়া উহাকে একেবারে ভূমিসাৎ করেন। এই সময় চাঁদপালের ঘাটের দক্ষিণে অত্যন্ত বন ছিল, এক্ষণে সেই স্থানে চৌরঙ্গী শোভা করিতেছে। ১৭২৭ অব্দের অক্টোবর মাসে ঝড়ে ও ভূমিকম্পে সেণ্ট্ জন্স চর্চ্চের চূড়া ভাঙ্গে ও কলিকাতার প্রায় দুই শত গৃহ নষ্ট হয় এবং প্রায় ২০,০০০ ডিঙ্গা, নৌকা ও জাহাজ স্থান-ভ্রষ্ট হয়। ইংরাজদিগের নয় খানি জাহাজের মধ্যে আট খানি নষ্ট হয়। এই ঝড়ে ও ভূমিকম্পে প্রায় ৩০,০০০ লোক মারা যায়। ১৭৪০ সালে বঙ্গদেশে "বর্গীর হাঙ্গামা" হয়। ১৭৫৬ অব্দে বিখ্যাত অন্ধকূপহত্যা ঘটে ও কলিকাতা ইংরাজদিগের হাত ছাড়া হয়। ১৭৫৭ অব্দের ২রা জানুয়ারী তাঁহারা কলিকাতা পুনরধিকার করেন। অন্ধকূপহত্যার স্মরণার্থ হল্ ওয়েল্ সাহেব ৫ ফুট উচ্চ একটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ স্তম্ভ লালদিঘীর উত্তর-পশ্চিম কোণে ছিল, ১৮৪০ অব্দে মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস্ সাহেবের আদেশে ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। ১৭৫৭ অব্দে ইংরাজেরা পলাশী যুদ্ধে জয় লাভ করেন এবং সিরাজউদ্দৌলাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া মিরজাফরকে নবাব করেন। ঐ অব্দের ১৭ই আগষ্ট ইংরাজরাজনামাঙ্কিত প্রথম মুদ্রা প্রচার হয়। এই অব্দ হইতেই কলিকাতার

শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ হয়। কারণ সিরাজের আদেশে একপ্রকার এই স্থান নষ্ট হইয়াছিল, বড়বাজার অঞ্চলের সমস্ত গৃহ তাঁহার সৈন্যেরা অগ্নিদ্বারা নষ্ট করিয়াছিল। লর্ড ক্লাইভ ১৭৫৮ অব্দে বঙ্গদেশীয় কুঠিসমূহের গবর্ণর হন। এই সময় কোম্পানী মিরজাফরের নিকট হইতে কলিকাতার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগের স্বত্ব লাভ করেন। উহাকেই ২৪ পরগণা কহে। ১৭৬৫ অব্দের ১২ই আগষ্ট ইংরাজেরা সম্রাট সাহ আলমের নিকট বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি প্রাপ্ত হন। ১৭৬৭ অব্দে ক্লাইব স্বদেশে প্রস্থান করেন। বাঙ্গালায় ১১৭৬ সালে একটী ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ও মহামারী হইয়া বঙ্গদেশ ছারখার হয়। ইহারই নাম "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।" ইহাতে কলিকাতায় ১৫ই জুলাই হইতে ১০ই সেপ্টেম্বর মধ্যে ৭৬,০০০ লোক মারা যায়। ইহার উপর অগ্নিকাণ্ডও ঘটিয়াছিল। টাকায় চারিসের চাউল বিক্রয় হইয়াছিল। ১৭৭২ সালে হেষ্টিংস সাহেব গবর্ণর হন। ইহার সময় বাঙ্গালা ও বেহার দেশ ১৮ জেলায় বিভক্ত হয়। কলিকাতায় রেভিনিউ বোর্ড স্থাপিত হয় এবং রোহিলা যুদ্ধ ঘটে। এই সময় মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসী হয়। বারাণসীর রাজা চৈতসিংহের সর্ব্বনাশ হয়, প্রথম ও দ্বিতীয় মহারাষ্ট্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

ইন্দ্র। বরুণ! নন্দকুমারের জীবনচরিত বল।

বরুণ। রাজা নন্দকুমার রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ১৭৪৫ খৃঃ অব্দে মুরশীদাবাদের অন্তঃপাতী ভদ্রপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দে ইনি হুগলীর ফৌজদার হন। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে নবাব মীরকাসিমের দেওয়ান হন। ইনি মন্‌সন্‌ প্রভৃতির পক্ষ হইয়া গবর্ণর হেষ্টিংসের দোষ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলে, হেষ্টিংস মোহনপ্রসাদ নামক একজন ব্যবসায়ীকে উপলক্ষ করিয়া মিথ্যা জাল করা অপরাধে ইহাকে সুপ্রীমকোর্টে উপস্থিত করেন। হেষ্টিংসের যত্নে প্রধান বিচারপতি সার ইলাইজা ইম্পি নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন।

ব্রহ্মা। যাক্, কলিকাতার বিষয় আরও বল!

বরুণ। চাঁদপালের ঘাট এই সময় বর্ত্তমান ছিল। খিদিরপুরের উত্তরস্থিত টালিগঞ্জের খাল ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে কর্ণেল টলি কর্ত্তৃক খনন করা হয়। ১৭৭৫ অব্দে কর্ণেল হেন্‌রি ওয়াট্‌সন্‌ সাহেব খিদিরপুরের ডক্ প্রস্তুত করিয়া জাহাজের কাজ আরম্ভ করেন এবং ইহাতে দশ লক্ষ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হন।

১৭৮৩ অব্দে সার উইলিয়ম্ জোন্স্ সুপ্রীমকোর্টের জজ হইয়া কলিকাতায় আসেন। এখানে আসিয়া তিনি "এসিয়াটিক সোসাইটী অব্ বেঙ্গল" নামক সভা স্থাপন করেন এবং সংস্কৃত উত্তমরূপ শিক্ষা করেন। ১৭৮৯ অব্দে কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলা ইঁহার দ্বারা ইংরাজীতে অনুবাদিত হয় এবং ১৭৯৪ খ্রীঃ অব্দে ইঁহার অনুবাদিত মনুসংহিতা প্রচার হয়। ১৭৯৪ খ্রীঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

ব্রহ্মা। সোসাইটী কোথায়?

বরুণ! পার্কষ্ট্রীটের উত্তর পশ্চিম কোণে এই সভা আছে। প্রথমে এই সভায় একটী চিত্রশালা ছিল, উহা ১৭৬৫ অব্দে গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করেন। এক্ষণে সভার হস্তে প্রাচীন মুদ্রা, তাম্রশাসনমূর্ত্তি ও পুস্তকালয় মাত্র আছে। পুস্তকালয়ে অন্যূন ১৫,০০০ গ্রন্থ আছে, তাহার মধ্যে ৫০০ সংস্কৃত, বক্রী অপরাপর ভাষার।

১৭৮৪ অব্দে সেণ্ট্‌জনের গির্জ্জার ভিত্তি স্থাপিত হয়। ইহা পাথুরে গির্জ্জা নামে প্রসিদ্ধ। ১৭৪৬ অব্দে গবর্ণর লর্ড করণ্‌ওয়ালিসের সময় শিবপুরের বোটানিকেল গার্ডেন্ স্থাপিত হয় ও তাহার কিছু উত্তরে বিসপ্‌কলেজ স্থাপিত হয়। ১৭৮৮ অব্দে তিরেত্তা (টেরিটির) বাজার স্থাপিত হয়। করণ্‌ওয়ালিসের পর সার্ জন্ সোর গবর্ণর হন।

ইনি সার্ উইলিয়ম্ জোন্সের জীবনচরিত লেখেন। ১৭৯৪ খ্রীঃ অব্দে ধর্ম্মতলার বাজার স্থাপিত হয়। পূর্ব্বে ইহাকে সেক্ষপীরের বাজার বলিত। ইঁহার সময় আর কোন ঘটনা হয় নাই।

ইহার পর মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লি গবর্ণর হন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয় এবং ১৭৯৯ অব্দে ৫ই ফেব্রুয়ারি গবর্ণমেণ্ট হাউসের ভিত্তি স্থাপিত হইয়া ১৮০৪ অঃ নির্ম্মাণ সমাপ্ত হয়। ইহা নির্ম্মাণ করিতে ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ইহার ছাদের নিম্নভাগ গবর্ণমেণ্টের শিল্প বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এচ্ এচ্ লক্ সাহেবের ডিজাইন্ অনুসারে সজ্জিত করা। এই বাড়ীতে মহারাণী ভিক্টোরিয়া, তৃতীয় জর্জ্জ ও তাঁহার রাজ্ঞী, ক্লাইব, হেষ্টিংস, টিনমৌথ, করণ্‌ওয়ালিস, ওয়েলেস্‌লি, মিণ্টো প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি আছে। ইঁহারই শাসনকালে এসিয়াটিক্ রিসার্চেস্ বাহির হইতে আরম্ভ হয় এবং ১৮০০ খৃঃ অঃ ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজ স্থাপিত হয়। এই সময় হইতে বাঙ্গালাভাষার চর্চ্চা বর্দ্ধিত হয়। ১৮০৪ অব্দে বর্ত্তমান টাউন হল ৭ লক্ষ

টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। এই স্থানে ওয়ারেণ হেষ্টিংস, কর্ণ্ওয়ালিস্, মহারাণী ভিক্টোরিয়া, লর্ড গফ্, সার্ চর্লস্ মেটকাফ্ ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রতিমূর্ত্তি আছে। ১৮১৪ খৃঃ অব্দে লর্ড ময়রা গবর্ণর হন। ইঁহার সময় নেপাল যুদ্ধে সার ডেবিড্ অকৃটরলোনী বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইঁহার স্মরণার্থ গড়ের মাঠে অকটরলোনী মনুমেণ্ট স্থাপিত হয়। ইহা ১৬৫ ফুট উচ্চ। ১৮৫১ অব্দে সেণ্ট আনড্রুর চার্চ্চ্ নির্ম্মিত হয়, ইহাকে লাট সাহেবের গির্জ্জা কহে। ১৮৮২ অব্দে কাষ্টম্ হৌস্ নির্ম্মিত হয়। ইহার দুই বৎসর পরে বিসপ কলেজ স্থাপিত হয় এবং এই বৎসরেই এগ্রিকল্চারের ও হর্টিকল্চারেল সমিতি কেরী সাহেব কর্ত্তৃক স্থাপিত হয় এবং “সমাচার দর্পণ” নামক প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রচার আরম্ভ হয়।

নারা। কেরী সাহেবের জীবনচরিত বল।

বরুণ। ইনি প্রথমে সামান্য লেখা পড়া শিখিয়া জুতা সেলাই করিতে শিক্ষা করেন এবং এই ব্যবসা কবিতে করিতে ইংরাজী ও ল্যাটিন শিক্ষা করেন। ইনি ১৭৯২ অঃ কলিকাতায় আসেন এবং মালদহের নীলকুঠির অধ্যক্ষ হন। এদেশে আসিয়া সংস্কৃত ও বাঙ্গালা শিক্ষা করেন। প্রথমতঃ ইনি “নিউটেষ্ট্মেণ্ট” বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া মুদ্রিত করেন। এবং মার্স্ম্যান্ প্রভৃতির সহিত মিলিয়া শ্রীরামপুরে যাইয়া ধর্ম্মপ্রচার করেন। ১৮০১ অঃ ইনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙ্গালা অধ্যাপক হন। এই সময় ইঁহার ব্যাকরণ ও কথাবলী প্রচার হয়। মিণ্টোর শাসন সময়ে ইনি রামায়ণ ইংরাজীতে অনুবাদ করেন ও সমাচারদর্পণ নামক একখানি সংবাদপত্র বাহির করেন। ইহার পর ইনি বাঙ্গালায় একখানি অভিধান সঙ্কলন করেন। ১৮০৪ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয় এবং শ্রীরামপুরের গির্জ্জায় ইঁহার সমাধি হয়।

১৮২৩ খৃঃ অঃ লর্ড আম্হার্ষ্ট গবর্ণর হইয়া আসেন। ইহার সময় বর্ত্তমান টাকশাল নির্ম্মিত হয়, সংস্কৃত কলেজ ও বেঙ্গল ক্লব স্থাপিত হয়। এই সময় কলিকাতার উন্নতির দশা। কারণ এই সময় অনেকগুলি বিখ্যাত লোক আবির্ভূত হন। যথা,—রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাম-গোপাল ঘোষ প্রভৃতি। ১৮২৮ অঃ লর্ড বেন্টিঙ্ক্ ভারতবর্ষের গবর্ণর হন। ইঁহার সময় রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থাপন করেন। ১৮৩০ অঃ ডিষ্ট্রীক্ট চারিটেব্ল্ সোসাইটি স্থাপিত হয়। ১৮৩৮ অঃ দ্বারকানাথ ঠাকুর দরিদ্র-

অন্ধদিগের সাহায্যার্থে এই সভাতে অনেক টাকা দেন। ১৮৩০ অঃ কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদপত্র "প্রভাকর" বাহির হয়। ১৮৩৮ অঃ মহাত্মা ডফ্ কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৩০ অঃ জোড়াসাঁকোতে ব্রাহ্মসমাজ প্রথমে স্থাপিত হয়। ইঁহারই নাম বর্ত্তমান আদি ব্রাহ্মসমাজ এবং এই সালেই রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের যত্নে "সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী" সভা সংস্থাপিত হয় এবং সতীদাহ নিবারণ আইন বন্ধ করিবার জন্য বিলাতে আপীল হয়। আপীলে কোন ফল হয় নাই। ১৮৭৫ খৃঃ সার চার্লস্ মেটকাফ এদেশের গবর্ণর হন। ১৮৩৫ অঃ মুদ্রণ স্বাধীনতা আইন বিধিবদ্ধ হয়। ১৮৪০ অঃ মেটকাফের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য ভাগীরথীতীরে "মেটকাফ" হল প্রস্তুত হয়। ১৮৩৬ অব্দে কলিকাতায় সাধারণ পুস্তকাগার স্থাপিত হয়। ইঁহার শাসন সময়ে ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যত্নে তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপিত হয় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাত যাত্রা করেন। ১৮৪২ অব্দের ৩রা জুন কলিকাতায় একটি ভয়ানক ঝড় হয়। এই বৎসরে মতিলাল শীলের দাতব্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সময় অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রের সম্পাদক হন। এই সময় দ্বারকানাথ ঠাকুর দ্বিতীয়বার বিলাত যান। ১৮৪২ অব্দে গবর্ণর লর্ড অক্লাণ্ডের ভগিনী মিস্ ইডেন, ইডেন গার্ডেন নামক উদ্যান স্থাপনা করেন। ১৮৪৬ অব্দে বিলাতে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়। এই সময় কলিকাতায় গোয়ালিয়র মনুমেণ্ট নির্ম্মিত হয় এবং মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৮৫৫ অব্দে ইডেন গার্ডেনে ব্রহ্মদেশীয় প্যাগোডা আনিয়া স্থাপিত করা হয়। এই সময় মহাত্মা ক্যানিং গবর্ণর হইয়া কলিকাতায় আসেন। ইঁহার সময় পাথুরেঘাটায় রাজপরিবারে প্রথম ঐক্যতান বাদন সৃষ্টি হয়। ১৮৫৭ অব্দে সিমুলিয়ায় আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু) মহাশয়ের বাটীতে শকুন্তলা নাটক অভিনয় হয়। তৎপরে কলুটোলায় কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে বিধবাবিবাহ নাটক অভিনীত হয়। ক্যানিং সাহেবের সময় সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ১৮৫৮ অঃ কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে "সোমপ্রকাশ" প্রকাশ আরম্ভ হয়। ইহার পর লর্ড ডেল্ হাউসি গবর্ণর জেনেরল হন। তিনি উড়িষ্যার খন্দ জাতির মধ্যে যে নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল তাহা উঠাইয়া দেন। ১৮৪২ অঃ ওয়াকোপ সাহেব বাঙ্গালার

ডাকাইত কমিশন হন এবং ডাকাইত দলকে উৎসন্ন দেন। ১৮৫১ অঃ রেলওয়ে কার্য্য আরম্ভ হয় এবং তৎপর বৎসর ডাক্তার ওসান্সি সাহেব টেলিগ্রাম প্রবর্ত্তিত করেন। ইঁহার সময় ডাকের জন্য স্বতন্ত্র কার্য্যবিভাগ স্থাপিত হয় এবং ডাক বিভাগের কার্য্যাধ্যক্ষ ওজন বুঝিয়া মাশুল গ্রহণ পূর্ব্বক পত্রাদি চালাইবার বন্দোবস্ত করেন। ইঁহার সময় সাধারণের গমনাগমন জন্য প্রশস্ত রাজপথ প্রস্তুত হয়। ইনি শিক্ষা বিভাগের সুবন্দোবস্ত করেন। ইঁহার সময় মধ্যশ্রেণী, নিম্নশ্রেণী ও মডেল স্কুল স্থাপিত হয়। বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য মহাত্মা বীটন সাহেব কলিকাতায় বীটন স্কুল স্থাপন করেন। গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়সমূহের সাহায্যার্থে "এড" দিবার নিয়ম করেন। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে এক একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং "ডাইরেক্টর" ও "ইনস্পেক্টর" পদের সৃষ্টি হয়। ১৮৫৩ অঃ বঙ্গদেশে একজন লেফটেনেণ্ট গবর্ণর হইবে। ইংলণ্ডে যাইয়া সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে সিবিলিয়ান এবং ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় ছয় জন সদস্যের স্থলে বার জন হইবে স্থির হয়। ১৮৫৬ অঃ লর্ড ক্যানিং গবর্ণর হন। ইঁহার সময় সিপাহী যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ১৮৫৮ অঃ মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে ভারত সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৮৫৯ অঃ ষ্টার অব ইণ্ডিয়া উপাধির সৃষ্টি হয়। ইঁহার সময় ইন্‌কম্ ট্যাক্স (আয় কর) প্রচলিত হয়। ১৮৬২ অঃ লর্ড এলগিন্ গবর্ণর হন।

ইঁহার সময় সদর আদালত ও সুপ্রীমকোর্ট একত্র হইয়া হাইকোর্ট স্থাপিত হয়। ১৮৬৪ অঃ লর্ড লরেন্স গবর্ণর হন। ইঁহার সময় ১৮৬৬ অঃ উড়িষ্যায় ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হয় ও বহু সংখ্যক লোক প্রাণত্যাগ করে। ইঁহার সময় বীডন সাহেব বাঙ্গালার লেফটেনেণ্ট গবর্ণর ছিলেন। ১৮৬৯ অঃ লর্ড মেয়ো গবর্ণর হন। ইঁহার সময় ১৮৭০ অঃ মহারাণীর দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অব এডিনবরা ভারতবর্ষ দর্শনে আসেন। ইঁহার দ্বারা কৃষিবিভাগ স্থাপন ও ষ্টেট রেলওয়ে স্থাপনের সূত্রপাত হয়। ১৮৭২ অঃ ফেব্রুয়ারী মাসে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত পোর্টব্লেয়ারে শের আলী নামক এক মুসলমান ইঁহাকে হত্যা করে। ১৮৭২ অঃ লর্ড নর্থব্রুক গবর্ণর জেনেরেল হন। ১৮৭৪ অঃ বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ হয়। ইঁহার সময় বরদার গাইকবাড় রাজ্যচ্যুত হন। ১৮৭৬ অঃ ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র (স্বর্গগত ভারত সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড) ভারতবর্ষে আসেন। ১৮৭৬ অঃ লর্ড লিটন ভারতবর্ষের গবর্ণর হন। ১৮৭৭ অঃ ইনি এদেশের সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে ৯ আইন বিধিবদ্ধ করেন। ১৮৭৭ অঃ ইঁহা

কর্ত্তৃক দিল্লীতে একটী দরবার হয় এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী উপাধি গ্রহণ করেন। ইঁহার সময় দক্ষিণ ভারতবর্ষে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হইয়া ১০ লক্ষ লোক প্রাণত্যাগ করে। ১৮৭৮ অঃ লর্ড রিপন গবর্ণর জেনেরল হন। ইঁহা কর্ত্তৃক ৯ আইন উচ্ছেদ ও আত্মশাসন প্রণালীর সূত্রপাত হয়। ১৮৮১ অঃ তুলাজাত দ্রব্যের আমদানী শুল্ক রহিত হয় এবং ইল্‌বার্ট বিল লইয়া মহা গণ্ডগোল বাধে। ইনি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি গার্থ ছুটি লইলে শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র মিত্রকে ঐ পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইঁহার সময় নূতন রাইটর্স বিল্ডিং স্থাপিত হয়। ইডেন হাঁসপাতাল স্থাপিত হয় এবং ট্রামওয়ে গাড়ী চলে ও এক পয়সা মূল্যের পোষ্টকার্ড প্রচলিত হয়। ১৮৮৪ খৃঃ অঃ লর্ড ডফরিণ গবর্ণর জেনারল হন। ইঁহার সময় ব্রহ্মদেশ ইংরাজরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ব্রহ্মাধিপতি থিবো ভারতবর্ষে বন্দী অবস্থায় আনীত হন। ১৮৮৭ অঃ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পঞ্চাশ বৎসর রাজত্বের "জুবিলী" উৎসব হয়।

কলিকাতায় অনেকগুলি সভা আছে। যথা মৃজাপুর ষ্ট্রীটে ভারতসংস্কার সভা। এই সভা ১৮৬১ অব্দে স্থাপিত হয়। ইহার চারিটী বিভাগ আছে যথা—স্ত্রীশিক্ষা ও জাতীয় উন্নতি, সুলভ সাহিত্য বিভাগ, দাতব্য বিভাগ এবং সুরাপান নিবারিণী সভা। জাতীয় সভা,—এই সভার তত্ত্বাবধানে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে একটী করিয়া মেলা হয়। বিজ্ঞান সভা,—১৮৭৬ অব্দে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। বৈজ্ঞানিক সভার আলোচনা ও অনুসন্ধান এই সভার উদ্দেশ্য। কলিকাতা কৃষিসমাজ—১৮২০ অব্দে স্থাপিত হয়। কৃষিতত্ত্ব এই সভার কার্য্য। সাহিত্য সভা—১৮৫৭ অব্দে স্থাপিত হয়। সাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনা ও বক্তৃতাদি এই সভার কাজ। রাজনৈতিক সভা—১৮৩৮ অব্দে সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হয়। এই সভা এক্ষণে আর নাই। ১৮৫১ অব্দে রাজা রাধাকান্ত দেব ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতির যত্নে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন সভা স্থাপিত হয়। ১৮৫৭ অব্দে ইণ্ডিয়ান লিগ সভা প্রতিষ্ঠিত। ভারতসভা আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যত্নে ১৮৮৬ অব্দে সংস্থাপিত হয়।

এই সময় টিকিট দিবার ঘণ্টা দেওয়ায় দেবগণ যাইয়া দার্জ্জিলিংয়ের টিকিট কিনিয়া আনিলেন এবং সকলে ভিতরে যাইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন।

দেবরাজ কহিলেন, "বরুণ ওদিকে কতকগুলো গাড়ী দেখা যাইতেছে। যাহা ছাড়িবার উপক্রম করিতেছে ও গাড়ীগুলো কোথায় যাইবে?"

বরুণ। ওগুলো মাতলা লাইনের গাড়ী। ঐ মাতলা রেল কলিকাতার দক্ষিণ দেশ দিয়া গিয়াছে। মাতলা রেলের ধারে, সোণারপুর চাঙ্গড়িপোতা মল্লিকপুর প্রভৃতি অনেকগুলি ভদ্রগ্রাম আছে। সোণারপুর বা চাঙ্গড়িপোতায় নামিয়া রাজপুর হরিনাভি নামক স্থানে যাওয়া যায়। রাজপুরে বিস্তর বৈদিক ব্রাহ্মণের বাস। বৈদিক ব্রাহ্মণ নাটুকে রামনারায়ণ তর্করত্ন হরিনাভি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

ব্রহ্মা। নাটুকে কি? তুমি আমায় রামনারায়ণের জীবনচরিত বল।

বরুণ। ইঁহার পিতার নাম ৺রামধন শিরোমণি। ১৭৪৪ শকে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং পাঠ সমাপ্ত করিয়া ঐ কলেজে একটী শিক্ষকতা পদ পান। ১৮৫২ অব্দে ইনি পতিব্রতোপাখ্যান এবং ১৮৫৪ অব্দে কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক লেখেন। ইহার পর রত্নাবলী, বেণীসংহার, শকুন্তলা, নবনাটক, মালতীমাধব ও রুক্মিণী হরণ নাটক নামক ৬ খানি নাটক রচনা করেন।

এই সময়ে ট্রেণ ছাড়িতে ইঙ্গিত করায় ট্রেন হুপাহুপ শব্দে দমদমা, বেলঘরিয়া, সোদপুর, খড়দহ, (বারাকপুর), শ্যামনগর, অতিক্রম করিয়া নৈহাটিতে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "নৈহাটী, ভাটপাড়া, কাঁঠালপাড়া নামক তিনটী ভদ্রগ্রাম সারি সারি আছে। ভাটপাড়ার গুরুগুষ্ঠীরা বড় বিখ্যাত। ঐ স্থানে অনেকগুলি টোল আছে। পণ্ডিতদিগের পাণ্ডিত্যের মধ্যে, টাকা দিলে সকল বিষয়ের বিধান প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন। কাঁঠালপাড়ায় রাধাবল্লভজী নামে একটী বিগ্রহ আছেন। বিগ্রহটী উক্তস্থানের চাটুর্য্যে মহাশয়দিগের, ঠাকুরের বেস সেবা করা হয় এবং অনেক অতিথিসেবা হইয়া থাকে। বিগ্রহের কৃপায় চাটুর্য্যেরা ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করিয়াছেন। ঐ বাড়ীর প্রায় সকলেই ডেপুটিমাজিষ্ট্রেট। উপন্যাস লেখক সুবিখ্যাত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঐ বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন।"

ব্রহ্মা। আমাকে বঙ্কিমের জীবনচরিত বল।

বরুণ। ইনি যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র। যাদব বাবু লর্ড হার্ডিঞ্জের সময় একজন সুপ্রসিদ্ধ ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট ছিলেন। বঙ্কিমের স্মরণশক্তি এত তীক্ষ্ণ যে, যে দিন হাতেখড়ী হয়, সেই দিনই প্রহ্লাদের ন্যায় ৩৪ অক্ষর শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি পিতার নিকট থাকিয়া প্রথমে মেদিনীপুর স্কুলে পড়েন। তথায় ইনি বৎসরে দুই ক্লাশ করিয়া উঠিতেন। ১৮৫১ সালে ইঁহার পিতা

২৪ পরগণায় বদলী হইয়া আসিলে বঙ্কিম হুগলী কলেজে ভর্ত্তি হন। হুগলী কলেজে দ্বারকানাথ মিত্র ও বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় প্রতিভাশালী ছাত্র আর কখন আসে নাই। হুগলী কলেজ হইতে ইনি সিনিয়ার স্কলারশিপ লইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন। ইহার পর ইনি এফ এ ও বি এ পরীক্ষা দেন। বি এ পরীক্ষা ইনি শিক্ষকের সাহায্য ব্যতিরেকে তিন মাস মাত্র ঘরে পাঠ করিয়া দিয়াছিলেন। ১০ বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই ইনি ও হিন্দু কলেজের ছাত্র ৺দীনবন্ধু মিত্র ও কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র ৺দ্বারকানাথ অধিকারী তিনজনে ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাকরে কবিতা লিখিতেন। ১২৫৩ সালে ইনি একজন অধ্যাপকের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন এবং এক বৎসরের মধ্যে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, রঘুবংশ, ভট্টিকাব্য, মেঘদূত, উদ্ধবদূত প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইনি বি, এ পাশ করিলে, লেপ্টনেণ্ট গভর্ণর হালিডে সাহেব উপযাচক হইয়া ইঁহাকে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট করেন। ২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইয়া ইনি বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৫৮ সালে ইনি যশোহরে বদলি হন এই স্থানে ইঁহার প্রিয় সুহৃদ দীনবন্ধুর সহিত প্রথম সাক্ষাত হয়। ইহার পর বঙ্কিম খুলনায় বদলি হইয়া নীলকরদিগের দমন করিয়া প্রজা রক্ষা করিয়াছিলেন এবং সুন্দরবনের ডাকাত নির্ম্মূল করিয়াছিলেন। এই স্থানেই ইঁহার প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী লিখনারম্ভ হয়। ইহার পর ইনি বারুইপুরে বদলি হন। এই স্থানে অবস্থিতি কালে ইঁহার দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী এই তিনখানি উপন্যাস বাহির হয়। ১২৭৯ সালে ইঁহার বঙ্গদর্শন বাহির হয়। ইহার পর ইনি বহরমপুর, বারাশত, মালদহ প্রভৃতি অনেক স্থানে কর্ম্ম করিয়া ১৮৯২ সালে পেন্সন লন। বঙ্গদর্শন বাহির হইবার পর ইনি অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়াছেন। যথা—

১২৭৯ সালে বিষবৃক্ষ ও ইন্দিরা ; ১২৮০ সালে চন্দ্রশেখর ও যুগলাঙ্গুরীয় ; ১২৮১ সালে রজনী ; ১২৮২ সালে কমলাকান্তের দপ্তর ; ১২৮৪ সালে কৃষ্ণকান্তের উইল ; ১২৮৫ সালে রাজসিংহ ; ১২৮৬ সালে আনন্দমঠ ; ১২৮৭ সালে মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত ; ১২৮৮ সালে দেবীচৌধুরাণী ; ১২৮৯ সালে কৃষ্ণচরিত ; ১২৯০ সালে ধর্ম্মতত্ত্ব ; ১২৯১ সালে সীতারাম প্রকাশিত হয়। ইনি গবর্ণমেণ্ট হইতে রায়বাহাদুর ও সি, আই, ই উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৩০০ সালের চৈত্র মাসে ইঁহার মৃত্যু হয়।

ট্রেণ পুনরায় ছাড়িল এবং ধূম উদগার করিতে করিতে কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশনে যাইয়া উপস্থিত হইল।

বরুণ। এই স্থানের নাম কাঁচড়াপাড়া। যে স্থানে ষ্টেশন দেখিতেছেন, ইহা পূর্ব্বে মাঠ ছিল; কিন্তু রেলওয়ে কোম্পানীর প্রসাদে এক্ষণে এখানেও জামালপুরের ন্যায় কলকারখানা প্রস্তুত হইতেছে ও বিস্তর কেরাণী খাটিতেছে। ষ্টেশন হইতে এক ক্রোশ দূরে কাঁচড়াপাড়া গ্রাম। গ্রামটী এক সময় বড় সুন্দর ও বিস্তর লোকের বাস ছিল, এক্ষণে কেবল বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ কাঁচড়াপাড়ায় কৃষ্ণরায়জী নামক একটী বিগ্রহ আছে, রথে তাঁহার বেস সমারোহ হয়। কাঁচড়াপাড়ার চাঁপা বড় বিখ্যাত। এই স্থানে সুবিখ্যাত কবি ঈশ্বর গুপ্তের বাড়ী ছিল।

ব্রহ্মা। তুমি ঈশ্বর গুপ্তের বিষয় আমাকে বল।

বরুণ। ইনি ১৭১৩ শকে এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরিনারায়ণ গুপ্ত। ইঁহারা জাতিতে বৈদ্য। ইনি বাল্যকালে কেবল বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া খ্যাতি প্রতিপত্তি কিছুই লাভ করেন নাই; কিন্তু কবিত্বশক্তি থাকায় জনসমাজে অধিকতর আদৃত হন। ১৮৩০ সালে ইঁহার "সংবাদ প্রভাকর" বাহির হয়। এই পত্র প্রথমে সাপ্তাহিক, পরে ত্র্যাহিক, তৎপরে প্রাত্যহিক হইয়া বাহির হইয়াছিল। ইহাতে গদ্য পদ্য উভয়ই থাকিত, তন্মধ্যে পদ্যের ভাগ বেশী। সাধুরঞ্জন ও পাষণ্ডপীড়ন নামক ইনি আর দুইখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করিয়াছিলেন, এই শেষোক্ত পত্রের সহিত ৺গৌরীশঙ্কর (গুড়গুড়ে) ভট্টাচার্য্যের রসরাজ নামক সাপ্তাহিক পত্রের সর্ব্বদা বিবাদ হইত। ঈশ্বর গুপ্ত শেষাবস্থায় প্রবোধ প্রভাকর, হিত প্রভাকর, বোধেন্দুবিকাশ এবং কলি নাটক নামক চারিখানি পুস্তক রচনা করেন। তন্মধ্যে কলি নাটক সমাপ্ত হয় নাই। ১৭৮০ শকে (১৮৮৫ খৃঃ অব্দে) ইঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়স ৪৯ বৎসর হইয়াছিল।

এই স্থান হইতে ঘোষপাড়ায় যাওয়া যায়। ঐ ঘোষপাড়া কর্ত্তাভজার জন্য বিখ্যাত।

ব্রহ্মা। কর্ত্তা ভজা ধর্ম্ম কে প্রচার করে?

বরুণ। ঘোষপাড়ার রামশরণ পাল এই ধর্ম্মপ্রচার করেন, কিন্তু ইহার প্রবর্ত্তক আউলচাঁদ নামক এক উদাসীন।

ব্রহ্মা। আউলচাঁদের বিষয় আমাকে বল।

বরুণ। উলার মহাদেব বারুই ১৬১৬ শকের ফাল্গুন মাসে তাহার আকের খেতে ৮ বৎসরের একটী বালক পায়। বালকটী ১২ বৎসর বারুই গৃহে থাকিয়া কোথায় চলিয়া যায় এবং নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া ২৭ বৎসর বয়সে বেজরা গ্রামে উপস্থিত হয়। ইঁহারই নাম আউলচাঁদ। তথায় হটু ঘোষ প্রভৃতি ২২ জন তাঁহার অনুগত ও সমভিব্যাহারী হন এবং তৎপরে রামশরণ পাল তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করেন। এই সময় একটা গান উঠে—

এ ভবের মানুষ কোথা হতি এলো।
এনার নাইকো রোষ, সদাই তোষ, মুখে বলে সত্য বল।
এনার সঙ্গে বাইশ জন, সবার একটী মন, জয় কর্ত্তা বলি,
বাহু তুলি, কল্লে প্রেমের টলাটল।
এ যে হারা দেওয়ায়, মরা বাঁচায়, এর হুকুমে গঙ্গা শুকুলো॥

ইতর লোকেরাই প্রথমে কর্ত্তাভজা হয়। ১৬১৯ শকে বোয়ালে গ্রামে আউলচাঁদের মৃত্যু হয়।

ব্রহ্মা। এত নাম থাকৃতে ইহার নাম আউলচাঁদ হয় কেন?

বরুণ। হিন্দু ও মুসলমান সকলকেই ইনি সমান ভাবিতেন ও সকলেরই অন্ন খাইতেন। মুসলমানেরা ইঁহার নাম আউলচাঁদ রাখে। কর্ত্তাভজারা ইঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া থাকে। তাহারা কহে, কৃষ্ণচন্দ্র, গৌরচন্দ্র আর আউলচন্দ্র তিনে এক, একে তিন। ইহারা আরো কহে, মহাপ্রভু পুরুষোত্তমে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া আউল মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হন। শ্রীকৃষ্ণের সহস্র নামের ন্যায় ইঁহারও সহস্র নাম আছে। যথা;—আউলচাঁদ, আউল ব্রহ্মচারী, আউলে মহাপ্রভু, ফকির ঠাকুর ইত্যাদি। কর্ত্তাভজারা কহে, ইনি অনেক অলৌকিক ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। যথা—অন্ধকে চক্ষু, খঞ্জকে পা, রোগীকে সুস্থ, মৃতকে সজীব ও দরিদ্রকে ধনী করিয়াছেন। ইনি খড়ম পায়ে গঙ্গার জলের উপর দিয়ে চ'লে যেতেন। কর্ত্তাভজাদিগের বিজ্ঞ লোকেরা কহে "এক বিশ্বকর্ত্তাকে ভজনা করাই আমাদের ধর্ম্ম।" কর্ত্তাভজার গুরুদিগের নাম মহাশয় ও শিষ্যদিগের নাম বরাতি। গুরু শিষ্যকে প্রথমে "গুরুসত্য" এই এক আনা মন্ত্র প্রদান করেন, তৎপরে জ্ঞান পরিপক্ব হইলে ষোল আনা মন্ত্র দেন।

ব্রহ্মা। ষোল আনা মন্ত্র কি ?

বরুণ। ষোল আনা মন্ত্র হচ্চে—"কর্ত্তা আউলে মহাপ্রভু, আমি তোমার সুখে চলি ফিরি, তিলার্দ্ধ তোমা ছাড়া নহি, আমি তোমার সঙ্গে আছি, দোহাই মহাপ্রভু।"

আউলচাঁদ ইন্দ্রিয় দোষের ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়াছেন। যথা—"মেয়ে হিজড়ে, পুরুষ খোজা, তবে হয় কর্ত্তাভজা।" কর্ত্তাভজারা জাতিভেদ স্বীকার, উচ্ছিষ্ট বিচার করে না ; কিন্তু কাঁচড়াপাড়ার বৈদ্য কর্ত্তাভজারা জাতিভেদ স্বীকার করে। কর্ত্তাভজারা মন্ত্রজপ ও প্রেমানুষ্ঠান দ্বারা ক্রমে ক্রমে সিদ্ধিলাভ করিতেছে। ইহারা মধ্যে মধ্যে বৈঠক করিয়া নানা আমোদে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করে। শোনা যায়, বস্ত্রহরণ পর্য্যন্ত বাকী থাকে না। কর্ত্তাভজার মহাশয়েরা কহে—মন্ত্রদাতা, জগৎপ্রভু আউলচাঁদের স্বরূপ।

ঐ ঘোষপাড়ার পালদিগের বাটীতে এক গদি আছে ; যে তাহার উত্তরাধিকারী হয়, তাহাকে ঠাকুর বলে এবং কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি কর্ত্তাভজারা যাইয়া সেই ঘোষ ঠাকুরকে প্রণাম করে ও পদধূলি লইয়া পরে পাতের প্রসাদ খাইয়া পবিত্র হয়। আউলচাঁদের প্রসাদে পালেদের সুখ সৌভাগ্যের সীমা নাই। উহাদের বিস্তর সম্পত্তি হইয়াছে। মহাশয়েরা পালেদের গোমস্তা স্বরূপ। তাহারা শিষ্য সংগ্রহ, ধর্ম্মোপদেশ ও দান গ্রহণাদি করে এবং শিষ্যদিগের নিকট কর আদায় করিয়া পাল কর্ত্তাকে দিয়া আসে। মহাশয়দের লাভ এই, শিষ্যবাড়ী জামাই আদরে খেতে পায়, ভাল ভাল কাপড় পায়, আরো কত কি পায়। ঘোষপাড়ায় বৎসর বৎসর দুটী করিয়া উৎসব হয় ; যথা দোল ও রাস। দোলে সমারোহের সীমা পরিসীমা থাকে না ; বিস্তর স্ত্রী ও পুরুষ, নেড়া ও নেড়ী আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং এক পাতে ১২টী স্ত্রী ও ৮ জন পুরুষ একত্র ব'সে আহার করে। গান বাদ্য আমোদ প্রমোদ ঘোষপাড়া মাতাইয়া তুলে। এই উপলক্ষে এত যাত্রী জুটে যে, বাগান ও মাঠে তিলার্দ্ধ স্থান থাকে না। পালকর্ত্তাদের বাড়ীতে পর্ব্বতাকার ভাত রান্না হয়। মহাশয়েরা দলে দলে শিষ্য সঙ্গে আসিয়া ঝমাঝম্ শব্দে পাল কর্ত্তাকে টাকা দিয়া প্রণাম করে। এই সময় অনেক বন্ধ্যা নারী ও শত শত রোগী আসিয়া পালদিগের বাটীর দাড়িমতলায় হত্যা দেয়। অনেক রোগী কর্ত্তাদের হিমসাগর নামক পুকুরে স্নান করিয়া পাপ স্বীকার করে।

মহোৎসবের সময় গ্রামের মাঠে ঘাটে চতুর্দ্দিকে নানারূপ গান হয় ; যথা—

ও কে ডাঙ্গায় তরি যায় বেয়ে।
কোন রসিক লেয়ে।
আছে দাঁড়ি মাঝি দশ জনা, ছয় জনা তার গুণ টানা,
সে কে জেনেও জানে না।
আনন্দেতে যাচ্চে বেয়ে, যত অনুরাগী সারি গেয়ে,
এ কোন রসিক লেয়ে।

অপর স্থানে—

ক্ষ্যাপা এই বেলা তোর মনের মানুষ চিনে ভজন কর।
যখন পালাবে সে রসের মানুষ পড়ে রবে শূন্য ঘর ॥

এই সময় ট্রেন হ্যাচকা টান দিয়া হুপাহুপ শব্দ করিয়া চাকদহ যাইয়া উপস্থিত হইল।

ব্রহ্মা। বরুণ! এ স্থানের নাম কি ?

বরুণ। এই স্থানের নাম 'চাকদা'। ভগীরথ যখন গঙ্গাকে সগরবংশ উদ্ধার জন্য লইয়া যান, এই স্থানে তাঁহার রথের চাকা বসিয়া যাওয়ায় চাকদা নাম হইয়াছে। এই চাকদার সন্নিকটে সুখসাগর। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে সুখসাগর বড় সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। তখন অট্টালিকাদিতে এই স্থান পরিপূর্ণ ছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিস গ্রীষ্মকালে এই স্থানে আসিয়া বাস করিতেন। এখন যেমন গবর্ণরেরা সিমলা পাহাড়ে যান, তখন গ্রীষ্মকালে সুখসাগরে আসিতেন। রেভিনিউ বোর্ড মুরশীদাবাদ হইতে উঠিয়া আসিয়া এই স্থানেই সংস্থাপিত হয়। সুখসাগরের সমস্তই এক্ষণে গঙ্গায় ভাঙ্গিয়া লইয়াছে। ১৮২৩ সালের বন্যায় সুখসাগরের বাজার ধ্বংস হইয়াছে।

এই সময় আর একখানি ট্রেণ আসিবে বলিয়া চাকদায় এ ট্রেণ খানি বিলম্ব করিতে লাগিল। বরুণ কহিলেন—

"চাকদার পরপারে অনেকগুলি ভদ্র স্থান আছে। যথা—জিরেট বলাগড় ; এই স্থানে বিস্তর কুলীন বামুনের বাস। জিরেটে গোপীনাথ নামক একটী বিগ্রহ আছেন, তাঁহার বেশ সেবা হয়। ইঁহার প্রসাদে গোসাঁই মহাশয়েরাও বেশ সুখ স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতেছেন। বলাগড়ের পর শ্রীপুর। শ্রীপুরে অনেকগুলি মুস্তফী-উপাধি কায়স্থ বাস করেন।

এক সময় ইঁহাদের বেশ বিষয় বিভব ছিল, এক্ষণে অবস্থা অতি হীন হইয়া পড়িয়াছে। তৎপরে সুখড়িয়া সোমড়া। সুখড়িয়ার মুস্তফী-উপাধি কায়স্থেরা বেশ সঙ্গতিশালী লোক। বড় মানুষের সমস্ত চিহ্ন আছে, অর্থাৎ দেবালয় প্রভৃতি আছে এবং প্রায় একশত আন্দাজ শিব গ্রামে বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে শুধ গঙ্গাজল খাইয়াই দিন কাটাইতে হয় এবং বর্ষাকালে জলে ভিজিয়া মরেন, কারণ মন্দিরগুলি মৈরামত হয় কিনা সন্দেহ। তদ্ভিন্ন হরসুন্দরী, আনন্দময়ী প্রভৃতি বড় বড় কালীমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে, সম্মুখে একটী করিয়া নাটমন্দিরও আছে, কিন্তু প্রতিমাগুলির আহারাভাবে আর সৌন্দর্য্য প্রভৃতি নাই। সুখড়িয়ার দেবদেবীদিগের মধ্যে নিস্তারিণী দেবী সুখে আছেন। ইঁহার প্রতিষ্ঠাতার নাম ৺কাশীগতি মুস্তফী! কাশীগতি শেষ দশাতে এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া দিবারাত্রি ইঁহার হোম যাগে মগ্ন থাকিতেন। দেবীর নামে যথেষ্ট বিষয় দিয়াছেন। বিষয়ের আয় হইতে অদ্যাপি অতিথিসেবা ও ব্রাহ্মণভোজনাদি হইয়া থাকে। ইঁহার পুত্রেরাও বাপের কীর্ত্তি বজায় রাখিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ করিয়া থাকেন।

সুখড়িয়ার পশ্চিমে সোমড়া। ইহা অতি প্রাচীন গ্রাম। বহুদিন হইতে এই গ্রামে বৈদ্যের বাস আছে; ইহা বৈদ্যপ্রধান স্থান বলিয়া খ্যাত। এই গ্রামস্থ বৈদ্যগণ মোগল সাম্রাটের অধিকারকালে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, মুরশীদাবাদ, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে রাজকার্য্যে উচ্চপদারূঢ় হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে রায় রামশঙ্কর ঢাকার নবাবের নায়েব দেওয়ান ছিলেন। তিনি এই গ্রামে ১৬৭৭ শকে নবরত্নশোভিত মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া তন্মধ্যে "মহাবিদ্যা" নামে জগদ্ধাত্রীমূর্ত্তি স্থাপিত করেন। অদ্যাপি উক্ত মন্দির ও প্রতিমা বর্ত্তমান আছে। রামশঙ্করের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজকিশোর মহীশূর রাজ্যের দেওয়ানী করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তি আছে।

এই স্থানের রায়রায়ান্ রামচন্দ্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সূক্ষ্মদর্শী বিদ্বান্ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ইঁহার পিতা কৃষ্ণরামকে কারারুদ্ধ করিলে, প্রতিশোধ লইবার জন্য ইনি দিল্লী যাত্রা করেন এবং সম্রাট আহম্মদসাকে সন্তুষ্ট করিয়া "রায়রায়ান্" উপাধি সহ এক সহস্র সৈন্য রাখিবার অনুমতি প্রাপ্ত ও মুরশীদাবাদের নবাব আলিবর্দ্দি সহ পরিচিত হয়েন এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে মুরশীদাবাদে কারারুদ্ধ করিয়া নদীয়া রাজ্য শাসন করেন! রাজার কারামুক্তি

সংবাদে সোমড়ায় আসিয়া বাস করেন। অদ্যাপি তদ্বংশীয়েরা বর্ত্তমান আছেন। রামচন্দ্রের সহিত মহারাজা নন্দকুমারের বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। নন্দকুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইলে ইনি প্রাণপণে তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কর্ণেল মনসন্, জেনারেল ক্লেভারিং ও ফ্রান্সিস্ ফিলিপ্ প্রভৃতি রাজপুরুষদিগের সহিত ইঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ পদচ্যুত হইলে ইনি নায়েব দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় দশশালার বন্দোবস্তে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও দিনাজপুর বন্দোবস্তের ভার স্বয়ং লইয়াছিলেন। তাঁহার স্বাক্ষরিত লাখরাজের ছাড় এখনও পূর্ব্ববঙ্গে অনেকের গৃহে আছে। তিনি এই সময় শালগ্রাম শিলা লক্ষ্মীনারায়ণ জীউকে প্রাপ্ত হয়েন। অদ্যাপি ঐ শিলা বর্ত্তমান আছেন।

এই গ্রামের বলরাম রায় আরাকানের নবাবের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজরাজেশ্বরীমূর্ত্তি বর্ত্তমান আছেন।

বৈদ্য ভিন্ন এই স্থানে অন্যান্য জাতির মধ্যে অনেক শিক্ষিত লব্ধপ্রতিষ্ঠ লোক ছিলেন। অধুনা গ্রামে অত্যন্ত বানরের উপদ্রব, নর-বানরেরও অসদ্ভাব নাই।

এই সময় ওদিকের গাড়ীখানা অতিক্রম করিয়া যাওয়ায় কলিকাতার ট্রেণ সাঁ সোঁৎ সাঁ সোঁৎ শব্দে যাইয়া ঝঁ। ঝনাৎ শব্দে রাণাঘাটে যাইয়া উপস্থিত হইল।

বরুণ। এই স্থানের নাম রাণাঘাট। স্থানটী চুর্ণী নামক নদীর উপর অবস্থিতি করিতেছে। পূর্ব্বে এখানে অত্যন্ত বন ছিল এবং অনেক দস্যু বাস করিত। রাণা নামক একজন দস্যু উহাদের সর্দ্দার ছিল, ঐ রাণার নাম হইতেই রাণাঘাট নাম হইয়াছে। এখানে সিদ্ধেশ্বরী নামে এক কালী আছেন, ঐ কালী রাণা দস্যুর কালী। রাণাঘাট পাল্চিদিগের জন্য বিখ্যাত। এই পাল্চিদিগের আদিপুরুষ কৃষ্ণ পাল্চিই বিষয় করেন, কৃষ্ণ পাল্চি অতি সদাশয় ও মহৎ লোক ছিলেন।

ব্রহ্মা। কৃষ্ণ পাল্চির বিষয় আমাকে বল।

বরুণ। ইনি ১৭৪৯ খ্রীঃ ১১৫৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন, ইঁহারা জাতিতে তিলি। ইঁহার পিতার নাম সহস্ররাম পাল্চি। সহস্ররাম পান বিক্রয় করায় পাল্চি উপাধি হয়। কৃষ্ণ পাল্চি বাল্যকালে রাণাঘাটের তিন ক্রোশ

পূর্ব্বে গাংনাপুর নামক স্থানের হাট হইতে দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া আনিয়া বিক্রয় করিতেন এবং তাহাতে যৎসামান্য মূলধন হইলে কয়েকটী বলদ খরিদ করেন এবং আড়ুলে কায়েতপাড়ার তিলিদের নিকট হইতে চাউল ধান ক্রয় করিয়া বিক্রয় করেন। ১৮৮৬ সালে কলিকাতায় ছোলা দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় একজন মহাজন এই দিকে ছোলা কিনিতে আসিলে রাণাঘাটের ঘাটে কৃষ্ণ-পান্তির সহিত আলাপ হয়। কৃষ্ণপান্তি 'চুক্তিপত্র লিখিয়া দিলে ছোলা কিনিয়া দিতে পারি' বলায় মহাজন সম্মত হইয়া চুক্তিপত্র লিখিয়া দেন। এই সময় আড়ংঘাটার মহান্ত গোলার তাবৎ ছোলায় পোকা ধরিয়াছে, অতএব তিনি কর্ম্মচারীকে কহেন—"খরিদদার পাইলে ছোলাগুলো সস্তা দরে ছাড়িয়া দিও।" কৃষ্ণপান্তির অদৃষ্টলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন—তিনি এই ঘটনার পর মহান্তের নিকট যাইয়া সুবিধা দরে সমস্ত ছোলা খরিদ করেন এবং মাল নৌকায় তুলিয়া টাকা দিবার বন্দোবস্ত হয়। ছোলার দুইপ্রকার মূল্য স্থির হইল, ভাল বার আনা ও পোকা ধরা দুই আনা মণ। কৃষ্ণপান্তি মহাজনের নিকট মূল্য ধার্য্য করিলেন, ভাল ২ দুই টাকা; মধ্যম দেড় টাকা এবং পোকা ধরা ছয় আনা। এই ছোলা বিক্রয় করিয়া তিনি ৭,৭৫০ টাকা লাভ করেন এবং এই টাকায় লবণের ব্যবসা করেন। ইহাতে তিন হাজার টাকা লাভ পান। তৎপরে নীলামে দ্রব্য খরিদ করিতে আরম্ভ করেন, এই সময় তিনি কলিকাতায় হাটখোলার কর্ত্তাবাবু নামে সকলের নিকট পরিচিত হন। ইহার পর ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রের পরামর্শে তালুক খরিদ করেন। ১২০৬ সালে রাণাঘাট খরিদ করেন এবং আবাসবাটী উদ্যানবাটী, গোলাবাটী, অশ্বশালা, বাঁধাঘাট প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া নগরের শোভা সম্পাদন করিতে থাকেন। এক্ষণে সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরি যে বাটীতে বাস করিতেছেন, ঐ বাটীতে রাস, দোল ও দুর্গোৎসব প্রভৃতি হইত। মহোৎসব বাটিতে উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরির পুত্রেরা এবং বসত বাটীতে ব্রজনাথ পাল চোধুরি বাস করিতেছেন। কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণপান্তির উন্নতি দেখিয়া চৌধুরী এবং গবর্ণর জেনেরল লর্ড ময়রা পাল উপাধি প্রদান করেন। কৃষ্ণপান্তির টাকায় অনেকে বড় মানুষ হইয়াছে। রাণাঘাটে যত কোটা বাড়ী আছে, তাহার বার আনা কৃষ্ণপান্তির কৃপায় হইয়াছে। ইনি কখনও মিথ্যা কথা কহিতেন না এবং সকল কার্য্যেই আর্থিক লাভ অনুসন্ধান করিতেন। ইনি সাধারণের উপকারার্থে রাণাঘাটে একটি পুষ্করিণী ও মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষে তিন লক্ষ টাকার চাউল বিতরণ করেন। ১৮০৯ অব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

ইন্দ্র। ট্রেণ এত বিলম্ব ক'র্‌তেছে কেন ?

বরুণ। কল খারাপ হইয়াছে।

ব্রহ্মা। তুমি রাণাঘাটের কাছে আর যে যে ভাল স্থান আছে, তাহাদের বিবরণ বল।

বরুণ। রাণাঘাটের তিন চারি ক্রোশ দূরে শান্তিপুর। এখানে নামিয়া ঘোড়ার গাড়িতে শান্তিপুর যাইতে হয়। শান্তিপুরে ধনপতি সদাগরের পুত্র শ্রীমন্ত বাণিজ্য করিতে আসিতেন। চৈতন্যদেবের প্রিয় শিষ্য অদ্বৈত ঐ স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। শান্তিপুর বহুসংখ্যক লোকপরিপূর্ণ একটী বাণিজ্য স্থান। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এই স্থানে বাণিজ্যাগার ছিল। মারকুইস ওয়েলেসলি মধ্যে মধ্যে এই স্থানে আসিয়া বাস করিতেন। শান্তিপুরের কাপড় বড় বিখ্যাত। ঐ স্থানে ১০।১২ হাজার তাঁতি বাস করে। শান্তিপুরে অনেক গোঁসাই আছেন। তাঁহারা অদ্বৈতের বংশ। গোঁসাইদের একটী বিগ্রহ আছেন, তাঁহার নাম শ্যামসুন্দর। শান্তিপুরের প্রায় তিন ভাগ লোক বৈষ্ণব। শান্তিপুরের স্ত্রীলোকেরা বড় লজ্জাহীনা। শান্তিপুরের পরপারে গুপ্তিপাড়া। গুপ্তিপাড়ার লোকেরা স্বাভাবিক বেশ চালাক! পূর্ব্বে এই স্থানে বেশ রহস্য আলাপ হইত। মাতালেরা মদ খাইয়া এক্ষণে ঐরূপ করিয়া থাকে। গ্রামটী বানরের জন্য বিখ্যাত, বানরেরা বড় উপদ্রব করে, এমন কি স্ত্রীলোকের কক্ষ হইতে জলের কলসী লইয়া ভাঙ্গিয়া দেয়। কোন লোককে "তুমি কি গুপ্তিপাড়া হইতে আসিতেছ?" বলিলে বানর বলা হয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র একবার গুপ্তিপাড়া হইতে একটি বানর লইয়া গিয়া অতি সমারোহে তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। ঐ বানরের বিবাহে তিনি প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করেন এবং নবদ্বীপ, শান্তিপুর, উলা, গুপ্তিপাড়া প্রভৃতি হইতে বিস্তর ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন। গুপ্তিপাড়ায় কয়েকটী দেবালয় আছে, তন্মধ্যে বৃন্দাবনচন্দ্র নামক বিগ্রহ বড় জাগ্রত। কেহ ইহার জমী, কি বাগান ও পুষ্করিণী ফাঁকি দিয়া লইয়া ভোগ করিলে নির্ব্বংশ হয়। বৃন্দাবনচন্দ্রের রথে বড় সমারোহ হইয়া থাকে। এই গুপ্তিপাড়ায় বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামদেব তর্কবাগীশ। ইনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ ছিলেন। রাজা কলিকাতায় শোভাবাজারে বিদ্যালঙ্কারকে একটি বাড়ী কিনিয়া দেন। ইনি কলিকাতায় বসাক বাড়ী শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে যাওয়ায় রাজা কিছু অভক্তি প্রকাশ করেন, ইহাতে বাণেশ্বর কৃষ্ণনগর পরিত্যাগ করিয়া

বর্দ্ধমানে যান এবং তথাকার রাজা চিত্রসেন ইঁহাকে সাদরে নিজ সভার প্রধান পণ্ডিত করেন। গুপ্তিপাড়ার পর কাল্না। কাল্না শান্তিপুরের অপেক্ষা ছোট, কিন্তু বাজার হাট বেশ পরিষ্কার। কালনায় বর্দ্ধমানের রাজার অনেক কীর্ত্তি আছে। যথা—রাজার চক, রাজবাটী, সমাজবাটী ইত্যাদি। সমাজবাটীতে—রাজা, কি রাণীর মৃত্যু হইলে অস্থি আনিয়া রক্ষা করা হয়। রাজা জীবদ্দশায় যেরূপ বাবুগিরি করিতেন, তদ্রূপ সেবা ও খাট পালঙ্ক প্রভৃতি রাখা হয়। কালনায় বর্দ্ধমানের রাজার অনেক দেবালয় আছে, তন্মধ্যে লালজী নামক বিগ্রহ অতি প্রসিদ্ধ। ইঁহার রাস ও ঝুলানে বেশ সমারোহ হয় এবং প্রত্যহ অনেক অতিথিসেবা হইয়া থাকে। চৈতন্যদেব সংসার পরিত্যাগ করিয়া দেশ পর্য্যটনে যাইবার সময় কাল্নায় আসিয়া যে তেঁতুলতলায় বিশ্রাম করেন, সেই তেঁতুলগাছ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে এবং তাহার তলায় মহাপ্রভুর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে।

এই সময় অপর এঞ্জিন ছুটিয়া আসিয়া গপাৎ শব্দে ট্রেণখানাকে লইয়া হুপাহুপ শব্দে ছুটিয়া আড়ংঘাটায় উপস্থিত হইল।

বরুণ। এই স্থানের নাম আড়ংঘাটা। আড়ংঘাটা চূর্ণী নামক নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে একটী বিগ্রহ আছেন, ইঁহার নাম যুগলকিশোর। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইঁহাকে অনেক বিষয় করিয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণেও দেবালয়ে অনেক নাগা সন্ন্যাসী বাস করিয়া প্রতিপালিত হইতেছে। যুগলকিশোর এক জন মহান্তের তত্ত্বাবধানে আছেন। মহান্ত তেজারতি করিয়া ঠাকুরের বিষয় অনেক বাড়াইয়াছেন। এই মহান্তের নিকট হইতেই কৃষ্ণপান্তি ছোলা খরিদ করিয়া বড়মানুষ হন। জ্যৈষ্ঠ মাসে যুগলরূপ দেখিলে স্ত্রীলোকেরা পরজন্মে বিধবা হইবে না, বর্ত্তমান মহান্ত এইরূপ স্বপ্ন দেখায় ঐ সময় ডাব অত্যন্ত মহার্ঘ্য হয়। আড়ংঘাটার কিছু দূরে উলা নামক একটী বৃহৎ গ্রাম আছে। ধনপতি সওদাগরের পুত্র শ্রীমন্ত সদাগর সিংহল যাত্রাকালে ঐ স্থানে নামিয়া মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করেন। সেই চণ্ডী উলুই চণ্ডীনামে বিখ্যাত হইয়া অদ্যাপি বিরাজ করিতেছেন। ইঁহার নিকট বৎসর বৎসর সমারোহে একটী করিয়া জাত হইয়া থাকে। জাতের দিন কত যে পাঁটা ও মহিষের প্রাণ নষ্ট হয় বলা যায় না। উলার অপর নাম বীরনগর। বীরনগরের মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরা অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত জমীদার, উলার জমীদারদিগের মধ্যে বামনদাস বাবু বিখ্যাত। বামনদাস বাবুর পিতামহকে কৃষ্ণপান্তি

একখানি তালুক খরিদ করিয়া দেন। ঐ তালুক হইতেই ইঁহারা বিখ্যাত জমীদার হইয়াছেন। উলার মহামারী বড় বিখ্যাত। ঐ মহামারীতেই গ্রামটি এক প্রকার ধ্বংস হইয়াছে।

এই সময় ট্রেণ আড়ংঘাটা অতিক্রম করিয়া বগুলায় যাইয়া উপস্থিত হইল। বরুণ কহিলেন, "এই স্থান নামিয়া ঘোড়ার গাড়ীতে কৃষ্ণনগর যাইতে হয়। কৃষ্ণনগর বগুলা হইতে ৫।৭ ক্রোশ দূর হইবে।"

ব্রহ্মা। কৃষ্ণনগরের বিষয় বল।

বরুণ। কৃষ্ণনগর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জন্য বিখ্যাত। ঐ রাজার প্রপিতামহ রাজা রুদ্রনারায়ণ ঢাকা হইতে আলাল দস্ত নামক একজন প্রসিদ্ধ স্থপতিকে আনাইয়া রাজবাটী ও চক নির্ম্মাণ করেন এবং তাঁহার দ্বারায় ঐ স্থানের গাঁড়ালেরা ঐ বিদ্যা শিক্ষা করে। গাঁড়ালেরা এমন সুন্দর ঐ কাজ শিক্ষা করিয়াছিল যে, রাজার পূজার দালান তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ১৫০ বৎসরের দালানে এ পর্য্যন্ত মেরামত আবশ্যক হয় নাই। ঐ স্থানের কুম্ভকারেরা বেশ প্রতিমা নির্ম্মাণ, পট চিত্র ও ছবি গড়ায় নিপুণ। কৃষ্ণনগর হইতেই জগদ্ধাত্রী ও অন্নপূর্ণা প্রথম প্রচারিত হয়। কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে পাঁচটি কামান আছে। ঐ কামানগুলি পলাশী যুদ্ধের পর ক্লাইব সাহেব রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে উপহার দেন। নবাব মীরকাশিম রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে তৎপুত্র শিবচন্দ্র সহ মুঙ্গেরে লইয়া গিয়া তাঁহাদের বধার্থে ধরিয়া আনিতে লোক পাঠাইবার সময় পিতা পুত্রে যে ভাবে বসিয়া ইষ্টদেবতার স্মরণ করিয়াছিলেন, সেই প্রতিমূর্ত্তি আছে।

ব্রহ্মা। তুমি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবনচরিত বল।

বরুণ। ইনি ১৭০৫ খৃঃ অব্দে নবাব মুরশিদ কুলি খাঁর সময়ে কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাজা রঘুরাম রায়ের পুত্র। কৃষ্ণচন্দ্র অসাধারণ মেধাপ্রভাবে সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও পার্সী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার সভায় ভারতচন্দ্র রায়, রামপ্রসাদ সেন, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, রামশরণ তর্কালঙ্কার এবং অনুকূল বাচস্পতি প্রভৃতি সভাসদ্ ছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অগ্নিহোত্র, বাজপেয় প্রভৃতি অনেকগুলি যজ্ঞ করিয়াছিলেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিবার জন্য যে সভা হয়, সেই সভার ইনি একজন সভ্য ছিলেন। ১১৯৭ সালে (১৭৯৭ খৃঃ) ইঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্র রাজা হন।

নারা। এ রাজা কেমন ছিলেন?

বরুণ। রাজা শিবচন্দ্র, কৃষ্ণনগরে আনন্দময়ী নামে এক কালী, আনন্দময় নামে এক শিব স্থাপনা করেন। শিবচন্দ্রের পর ঈশ্বরচন্দ্র রাজা হন। ইঁহার সময় রাজবাটিতে বিষ্ণুমহল, বারদ্বারী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাজা অঞ্জনা নামক নদীতীরে এক সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম শ্রীবন রাখেন। ইনি স্বপ্নে দেখিয়া ভাগীরথীতীরে বালুকা মধ্যে এক গোপালমূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। ঐ গোপাল নবদ্বীপনাথ নামে নবদ্বীপে আছেন। নবদ্বীপের ভবতারিণী কালী ও ভবতারণ শিব ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত।

১৮১৬ খৃঃ অব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ সাহেব কৃষ্ণনগরে একটি কলেজ স্থাপন করেন। ১৮৪৪ অব্দে ঐ স্থানে একটি ব্রাহ্মসমাজ হয়।

নারা। বরুণ! তুমি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্‌দিগের বিষয় বল।

বরুণ। মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়। ইঁহার বাড়ী উলায়। ইনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ ছিলেন। সকল কথায় বেশ সরস উত্তর দিতে পারিতেন। একদিন রাজা কহিলেন—"মুখুয্যে, আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, তুমি বিষ্ঠার হ্রদে ও আমি পায়সের হ্রদে পড়িয়া গিয়াছি।" মুক্তারাম কহিলেন—"আমিও ঐ স্বপ্ন দেখিয়াছি, তবে প্রভেদ এই—দুজনে হ্রদ হইতে উঠিয়া গা চাটাচাটি করিতেছি।"

গোপাল ভাঁড় নামক এক নাপিত কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ ছিলেন। ইঁহার বাটি শান্তিপুর। ইনি বেশ রসিক ছিলেন। গোপালের একটি সুন্দর পুত্রকে দেখিয়া একদিন রাজা কহেন—"গোপাল, তোমার ছেলেটি যেন রাজপুত্র।" গোপাল তৎশ্রবণে ছেলেটিকে কোলে লইয়া কহেন—"ব্যবা, বেঁচে থাক, তোমা হইতে আজ আমি রাজপুত্রের বাবা হইয়াছি।"

এক সময় গোপাল ভাঁড় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত মুরশীদাবাদের নবাববাড়ী যান। ঐ সময় অনেক রাজা আসায় বেগমেরা গবাক্ষ দিয়া দেখিতেছিলেন, গোপালভাঁড় বেগমদিগের প্রতি চাহে আর চক্ষু ঠারে। সভাভঙ্গের পর নবাব বাটির মধ্যে যাইয়া এ বিষয় শুনেন এবং গোপাল ভাঁড়কে জীবন্ত কবর দিবার জন্য ধরিয়া আনেন। গোপাল্ আসিয়া প্রথমে নবাবের দিকে, তৎপরে সভাসদ্‌দিগের প্রতি চক্ষু ঠারায় নবাব উহার চোখ ঠারা রোগ আছে ভাবিয়া ছাড়িয়া দেন। কৃষ্ণনগর হইতে দুই ক্রোশ দূরে নবদ্বীপ। নবদ্বীপ চৈতন্যদেবের জন্য বিখ্যাত।

ব্রহ্মা। চৈতন্যদেবের জীবনচরিত বল।

বরুণ। ইনি ১৪৮৪ খ্রীঃ নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র এবং মাতার নাম শচী দেবী। চৈতন্যের বাল্য বয়সের অনেক গল্প আছে। যথা—এক দিবস তিনি মৃত্তিকা খাইলে মাতা তিরস্কার করায় কহেন "কেন মা! আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাদ্য ত মৃত্তিকার রূপান্তর মাত্র।" আর এক সময় তিনি কোন অপরাধ করিলে জননী যখন মারিতে যান, আস্তাকুড়ে পলাইয়াছিলেন; মাতা স্নান করিতে বলায় কহেন, "মা! ভাঙ্গা হাঁড়িকুড়ি অপবিত্র নয়; যাহাতে মানুষকে অপবিত্র করে, তাহা ত মানুষের দেহেই থাকে।" চৈতন্য গঙ্গাদাসের নিকট বিদ্যাভ্যাস করেন। ভাগবত গ্রন্থই ইঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। ইঁহার প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মীর সর্পাঘাতে মৃত্যু হইলে বিষ্ণুপ্রিয়ার পাণিগ্রহণ করেন। ১৫০৯ খৃঃ চৈতন্যদেব কালনায় যাইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই ঘটনায় তাঁহার মাতা অত্যন্ত দুঃখিত হন। কারণ তিনি মায়ের একমাত্র ভরসাস্থল ছিলেন। চৈতন্যের আট ভগিনী শৈশবে মারা যান, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ ইতিপূর্ব্বে সন্ন্যাসী হন। পাছে চৈতন্যদেব ফেলিয়া পলান, এজন্য মাতা তাঁহাকে নয়নান্তর করিতেন না। যে রাত্রিতে চৈতন্য কালনায় যাইয়া সন্ন্যাসী হন, সেই রাত্রে শচী তাঁহাকে শিশুর ন্যায় কোলে লইয়া শয়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সহচরেরা বংশী বাজাইয়া সঙ্কেত করায় তিনি নিদ্রিত মাতার ক্রোড় হইতে সতর্ক ভাবে উঠিয়া পলায়ন করেন। এই কারণে অদ্যাপি যে মাতার এক পুত্র, তিনি রজনীতে বংশীরব শুনিলে আহার করেন না। চৈতন্যের বক্তৃতা শ্রবণে ডাবির ও খ্যাশ নামক দুই যবন ভ্রাতা বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া রূপ ও সনাতন নামে বিখ্যাত হন। চৈতন্যদেব সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণের পর একবার শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের বাটিতে মাতাকে আনাইয়া সাক্ষাৎ করেন এবং তৎপরে জগন্নাথ দেবের দর্শনার্থে নীলাচলে যান এবং পথিমধ্যে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে নিজ দলভুক্ত করেন। নীলাচল হইতে ইনি দণ্ডকারণ্য, শ্রীরঙ্গপত্তন ও কাবেরী দর্শন করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বরে যান। এই সময়ে বুদ্ধাচার্য্য বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইহার পর বৃন্দাবন যাত্রা করেন, তথায় কয়েকজন পাঠান ইঁহার নিকট বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করে এবং এই জন্যই উত্তর ভারতে ইনি পাঠান-গোঁসাই নামে বিখ্যাত। এখান হইতে ইনি নীলাচলে আসিয়া বাস করেন এবং ঐ স্থানেই মৃত্যু হয়। কৃষ্ণদাস লিখিয়াছেন, এক দিন চন্দ্রের জ্যোতিঃ চিল্‌কা হ্রদের মধ্যে পড়িয়াছিল এবং সেই সময় অত্যন্ত বাতাসে জল তরঙ্গায়িত হওয়ায় বোধ হইতেছিল যেন দ্রবীভূত স্বর্ণ জলমধ্যে

হিল্লোল করিতেছে। চৈতন্য তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করিতেছেন জ্ঞান করিয়া আলিঙ্গনার্থ লম্ফ দিয়া পড়েন, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। চৈতন্যের শিষ্যগণ তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া স্বীকার করেন। রূপ গোস্বামী ইঁহার শিষ্য ছিলেন। তাঁহার প্রণীত বার-তের খানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। ইঁহার সনাতন গোস্বামী, জীবগোস্বামী, গোপাল ভট্ট প্রভৃতি আরও অনেক শিষ্য ছিলেন। ইঁহারই সময় বঙ্গদেশে গ্রন্থ প্রণয়নের আদি কাল।

নবদ্বীপ সংস্কৃত বিদ্যার জন্য বিখ্যাত। চৈতন্য-ভাগবতে বর্ণিত আছে, নবদ্বীপ অপেক্ষা স্থান পৃথিবীতে নাই। কারণ এই স্থানে চৈতন্যের জন্ম হয়। ঐ স্থানে বিস্তর টোল আছে। পুরাতন নবদ্বীপ এক্ষণে জঙ্গলে পরিপূর্ণ। নূতন নবদ্বীপের দুই দিকে ভাগীরথী ও জলঙ্গী আসিয়া মিলিত হইয়াছে। বর্ষাকালে স্থানটি দ্বীপের আকার ধারণ করে। বিল্বগ্রাম ও ধাত্রীগ্রাম পূর্ব্ব নবদ্বীপের একটি পল্লী ছিল। পূর্ব্বে নবদ্বীপ জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, কাশীনাথ নামক রাজা সঙ্গিগণসহ ভ্রমণ করিতে আসিয়া স্থানটি দেখিয়া মোহিত হন এবং নিজের রাজধানী করেন। তিনি আসিবার সময় তিন ঘর ব্রাহ্মণ ও নয় ঘর চাষা সঙ্গে করিয়া আনেন। এই নবদ্বীপই বৈদ্যবংশের শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী ছিল। এই লক্ষ্মণ সেনের সময় কুতুব উদ্দীনের প্রধান সেনাপতি বক্তিয়ার খিলিজী আসিয়া নবদ্বীপ অধিকার করেন। চৈতন্যের প্রধান শিষ্য রামানন্দ তন্ত্র শাস্ত্র হইতে সতীদাহ প্রথা প্রথমে নবদ্বীপে প্রচার করেন। চৈতন্য দেব এই সতীদাহ দেখিয়া দুঃখিত হন এবং পথে পথে খোল করতাল বাজাইয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার ও বৈষ্ণবীবিবাহ-প্রথা প্রচলিত করেন। মনু মনুষ্যদেহ দাহ করিয়া জলে ফেলিয়া দিবার প্রথা প্রচার করেন। চৈতন্যদেব গোর দিবার ব্যবস্থা করেন। চৈতন্য যে স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, উহা এক্ষণে গঙ্গাগর্ভে গিয়াছে। চৈতন্যের ভক্তেরা তাঁহাকে অবতার বলিয়া বর্ণনা করেন। নবদ্বীপের একটি মন্দিরে চৈতন্যের পারিষদ নিত্যানন্দের মূর্ত্তি আছে, বৈষ্ণবেরা ঐ মূর্ত্তি পূজা করিয়া থাকে। চৈতন্যের ভক্তেরা বৈরাগী। নবদ্বীপে বিস্তর বৈরাগী আছে। বৈরাগীদিগের সহিত ব্রাহ্মণদিগের সদ্ভাব নাই, উভয়ে উভয়কে ঠাট্টা করে। চৈতন্যের ধর্ম্ম অনুসারে কায়েত বেণেতে পাঁচ সিকা খরচ করিয়া বিবাহ করিতেছে। নবদ্বীপে আগমবাগীশের কালীমূর্ত্তি আছেন। ঐ ব্যক্তিই প্রথমে এই মূর্ত্তি বঙ্গদেশে প্রচার করেন। আগমবাগীশের বাসস্থান এক্ষণে গঙ্গাগর্ভে গিয়াছে। নবদ্বীপ

যে বহুকালের গ্রাম, ইহা পোড়া মা নামক দেবীকে দেখিলেই জানিতে পারা যায়। এই মূর্ত্তি পুরাতন নবদ্বীপের জঙ্গলের মধ্যে ছিলেন। কাশীনাথের লোকেরা যখন জঙ্গল দগ্ধ করে, তখন ইনি দগ্ধ হন। সেই জন্যই পোড়া মা কহে। ইনি প্রায় একশত বৎসরের একটি ডম্বুর বৃক্ষের তলায় আছেন। ইঁহার সন্নিকটে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের এক বৃহৎ আকারের কালী মন্দিরমধ্যে বিরাজ করিতেছেন। নবদ্বীপের কাঁসারিরা অত্যন্ত ধনী, প্রায় সর্ব্বত্রই ইহাদিগের দোকান আছে। কাঁসারিদিগের মধ্যে গুরুদাস কাঁসারি বিখ্যাত লোক ছিলেন, ইঁহার গৃহে একটি কামধেনু ছিল। গুরুদাস বাবুও নাই, তাঁহার সে কামধেনুও নাই। তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে বিষয় বিভবও নাই। নবদ্বীপ ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনার জন্য প্রসিদ্ধ। এখানকার পঞ্জিকা বড় বিখ্যাত। নবদ্বীপের পশ্চিমে জান্নগর। ঐ স্থানে জহ্নুমুনির মন্দির আছে, ঐ স্থানে কৃষ্ণনগরের রাজাকে মুরশীদাবাদের নবাব পিপীলিকার ঘরে কারারুদ্ধ করেন। একটি দুর্গামূর্ত্তি আছে। পূর্ব্বে ঐ দুর্গার নিকট নরবলি দেওয়া হইত। দুর্গা যে স্থানে আছেন, সেই স্থানকে ব্রাহ্মণতলা কহে। অদ্যাপি বৎসর বৎসর ঐ স্থানে একটি করিয়া মেলা হয়। ঐ মেলাকে ঝাপান কহে।

নবদ্বীপ হইতে অগ্রদ্বীপে যাওয়া যায়। অগ্রদ্বীপ যাইতে হইলে মিরতলা নামক স্থান দিয়া যাইতে হয়। ঐ মিরতলায় অত্যন্ত ডাকাইতের ভয় ছিল। অগ্রদ্বীপ গঙ্গার তীরে অবস্থিত। অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ অত্যন্ত বিখ্যাত। ইনি বৎসর বৎসর ঘোষ ঠাকুরের শ্রাদ্ধ করেন। ঘোষ ঠাকুর চৈতন্যের এক জন শিষ্য, তিনিই গোপীনাথমূর্ত্তি স্থাপন করেন। ১৭৬৩ অব্দে এই স্থানের নিকট মীরকাসিমের সৈন্যগণ ইংরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হয়।

ব্রহ্মা। ঘোষ ঠাকুরের বিষয় বল।

বরুণ। ঘোষ ঠাকুর জাতিতে কায়স্থ। চৈতন্যের শিষ্য ছিলেন। ইনি এক দিন চৈতন্যদেবের মুখশুদ্ধির জন্য একটি হরীতকী ভিক্ষা করিয়া আনিয়া অর্দ্ধেক প্রদান করেন ও অর্দ্ধেক পর দিনের জন্য রাখেন। ইহাতে চৈতন্যদেব "অদ্যাপি তোমার সঞ্চয়ের ইচ্ছা আছে, অতএব আমার নিকট হইতে প্রস্থান কর" বলিয়া বিদায় দেন। ইহাতে ঘোষ ঠাকুর কহেন, "আমি আপনাকে পুত্র অপেক্ষা ভালবাসি, অতএব ছাড়িয়া গিয়া কিরূপে থাকিব ?" চৈতন্যদেব তৎশ্রবণে কহেন, "তুমি যাইয়া এক কৃষ্ণমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া আমার ন্যায় তাঁহার প্রতি বাৎসল্য প্রকাশ করিও।" তৎশ্রবণে ঘোষ ঠাকুর অগ্রদ্বীপে যাইয়া গোপীনাথ

নামক বিগ্রহ স্থাপন করেন। ঘোষ ঠাকুর গোপীনাথকে অপত্যনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন বলিয়া অদ্যাপি প্রতি বৎসর বারুণীর পূর্ব্বে চৈত্র মাসের কৃষ্ণ একাদশীতে গোপীনাথ কর্ত্তৃক ঘোষ ঠাকুরের শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। এই সময় অগ্রদ্বীপের মেলা হয়। অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ থাকায় ঐ স্থান হিন্দুদিগের একটি তীর্থস্থান হইয়াছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় রাজা নবকৃষ্ণ ঐ ঠাকুর অপহরণ করিয়া কলিকাতায় আনেন। কৃষ্ণচন্দ্র গবর্ণরের নিকট আবেদন করিলে ঠাকুর প্রত্যর্পণ করিবার আদেশ হয়। ইহাতে নবকৃষ্ণ অবিকল আর একটি প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া চিনিয়া লইতে কহেন। ঠাকুরের একজন পরিচারক মূর্ত্তি দেখিয়া চিনিয়া লয়। অদ্যাপি নবকৃষ্ণের প্রদত্ত বহুমূল্য আভরণাদি ঠাকুরের গাত্রে আছে। এই দেবমূর্ত্তি পূর্ব্বে পাটুলির জমীদারদিগের ছিল। এক সময় মেলায় ৫।৬ জন লোক খুন হওয়ায় তাঁহারা ঠাকুরটীকে নিজের বলিয়া অস্বীকার করায় কৃষ্ণনগরের রাজা নিজের বলিয়া পরিচয় দেন এবং তদবধি তাঁহারই হয়। রাজা ঠাকুরের সেবার্থ কুষ্টিয়া প্রভৃতি কতকগুলি গ্রাম দান করিয়াছেন।

অগ্রদ্বীপের পর কাটোয়া; এই স্থানে নবাব মুরশীদ কুলি খাঁর সৈন্য থাকিত এবং একটী দুর্গও ছিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা এই স্থানে অত্যন্ত উপদ্রব করিত। কাটোয়ায় চৈতন্যদেব সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করেন। এজন্য এখানে চৈতন্য ও নিত্যানন্দের প্রতিমূর্ত্তি আছে। কাটোয়ার সন্নিকটে ভারতলক্ষ্মী ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই স্থানের ১৬ মাইল দূরে বিখ্যাত পলাশীর মাঠ। পলাশীর যে স্থানে যুদ্ধ হয়, সেই স্থান এক্ষণে গঙ্গাগর্ভে লীন হইয়াছে। পলাশীর মাঠে লক্ষ-বাগ নামে একটী বাগান আছে। ঐ বাগানে এক লক্ষ ভাল ভাল আম্র গাছ ছিল। ঐ বাগানেই নবাবের সৈন্যাধ্যক্ষকে কবর দেওয়া হয় এবং ইংরাজেরা এই বাগানেই শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এই বাগানে বিস্তর চোর ডাকাইত বাস করিত। পলাশীর সন্নিকটে বিশ্রামতলা নামক একটি স্থান আছে। ঐ স্থানের বটতলায় বসিয়া চৈতন্যদেব বিশ্রাম করেন ও মস্তক মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাসী হন। অদ্যাপি বৃক্ষটী বর্ত্তমান আছে।

বগুলায় ট্রেণ অনেকক্ষণ থাকে, কারণ এই স্থানে এঞ্জিন বদল হয় ও কলে জল পুরিয়া লয়। এই কাজ শেষ হইলে ট্রেণ হুপাহুপ্ শব্দে ছুটিতে ছুটিতে কৃষ্ণগঞ্জ ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। বরুণ কহিলেন, "এই ষ্টেশনে

নামিয়া শিবনিবাস নামক একটি স্থানে যাইতে হয়। মহারাষ্ট্রীয়দের উপদ্রব-সময় নিরাপদে বাস করিতে পারা যাইবে ভাবিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ঐ নগরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। এখানে অদ্যাপি রাজবাটী প্রভৃতি ও তৎপ্রতিষ্ঠিত রাজরাজেশ্বরী, রাজ্ঞীশ্বর এবং রামচন্দ্র এই তিন দেবমূর্ত্তি বর্ত্তমান আছে। রাজরাজেশ্বরের মন্দিরের ন্যায় উচ্চ মন্দির এ প্রদেশে আর নাই। শিবনিবাসেব দক্ষিণ কৃষ্ণপুর নামক একটী গ্রামে অনেক গোয়ালার বাস। এই কৃষ্ণগঞ্জ, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র স্থাপন করেন। এখান হইতে ট্রেণ ছাড়িয়া চুয়াডাঙ্গায় থামিলে বরুণ কহিলেন, এই ষ্টেশন হইতে ৭।৮ ক্রোশ দূরে মেহেরপুর নামক একটী স্থান আছে। ঐ স্থানের মল্লিক ও মুখোপাধ্যায় জমীদারেরা বিখ্যাত। মেহেরপুর বেশ ভদ্র গ্রাম। ইহা একটী মহকুমা, সুতরাং এখানে দুই একটী ছোট ছোট আফিস আদালত আছে। মেহেরপুরে বলরাম ভজা নামক কর্ত্তাভজার ন্যায় একটী দল আছে। বলা হাড়ি নামক একব্যক্তি ঐ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। বলরাম মেহেরপুরের মল্লিকদের ঠাকুর বাড়ীর চৌকিদার ছিল। এক সময়ে চোরে ঠাকুরের গহনাপত্র চুরী করায় বাবুরা বলরামকে অত্যন্ত প্রহার করেন। প্রহারের পর বলরাম মনের দুঃখে গ্রাম হইতে চলিয়া যায় এবং কিছুদিন পরে বিস্তর শিষ্য সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসে।

পুনরায় ট্রেণ ছাড়িল এবং ট্রেণ রামনগর, জয়রামপুর, চুয়াডাঙ্গা, মুন্সীগঞ্জ, আলমডাঙ্গা, হাল্‌সা, পোড়াদহ, মিরপুর অতিক্রম করিয়া দামুকিয়া ঘাটে উপস্থিত হইল।

দেবগণ ট্রেণ হইতে নামিয়া সম্মুখে দেখেন, ভয়ঙ্করী পদ্মা বিরাজ করিতেছেন। দেবগণ পদ্মাকে দেখিয়া তীরে যাইলেন এবং পিতামহ কহিলেন "মা কেমন আছ?"

পদ্মা। আছি একরূপ মন্দ নয়? বাবা, আপনি কেমন আছেন? স্বর্গের কুশল ত? কলিতে আপনাদের মর্ত্ত্যে আগমনের কারণ কি?

ব্রহ্মা। গঙ্গাকে যেখানে সেখানে বাঁধ্‌ছে, অত্যন্ত কষ্ট দিচ্চে, তাই মেয়েটীকে দেখ্‌তে এসেছিলাম। মনে ক'রেছি শীঘ্র নিয়ে যাব।

পদ্মা। ওরা নরমের বাঘ। গঙ্গা শান্ত মেয়ে ব'লে অত কষ্ট সহ্য ক'রছে। কৈ আমার কাছে ইংরাজ আসুক দেখি? *

* 'সারা'য় সেতু হওয়ায় পদ্মার এ অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছে।

নারা। তোমাকে পারে না কেন ?

পদ্মা। কি ক'রে পার্‌বে—চোরাবালী, ঘূর্ণিপাক প্রভৃতি যে সকল সঙ্গী আছে; তাহারা থাক্‌তে কাহাকেও ভয় করি না।

ইন্দ্র। তুমি বড় ভেঙ্গে চুরে দিয়ে গ্রামগুলিকে নষ্ট কর।

পদ্মা। আমার তীরস্থ গ্রামগুলিও তেম্নি ধু ধু ক'র্‌ছে। তাহার উপর খোদা বক্স্, রহিম উল্লা প্রভৃতি পাঁচঘর প্রজা ইলিশ মাছের ব্যবসা কর্‌চে।

উপ। পদ্মা পিসি, তোমার গর্ভে খুব ইলিশ মাচ হয় নয় ?

পদ্মা। হ্যাঁ। এ ছেলেটি কে ?

ব্রহ্মা। শনির ছেলে।

ইন্দ্র। পদ্মা, তুমি যে এক্ষণে বেশ শান্তভাবে আছ ?

পদ্মা। আমার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ভাদ্র আশ্বিন মাসে হয়। সেই সময় অনেক লোক পূজায় বাড়ী যায় কিনা।

এই সময় ষ্টিমার খোলার উদ্যোগ করায় দেবগণ পদ্মার নিকট বিদায় লইয়া উপরে উঠিলেন। এবং যথাসময়ে সারাঘাটে পৌছিলেন।

দেবগণ পিতামহের হাত ধরিয়া ট্রেণে তুলিলেন। পিতামহ কহিলেন, "অতগুলি গাড়ী বাদ দিয়া পশ্চাতের গাড়ীখানিতে উঠলে কেন ?"

বরুণ। ও গুলো ধুবড়ী লাইনের গাড়ী। ও গুলোকে পার্ব্বতীপুরে রাখিয়া ট্রেণ দার্জিলিং যাইবে এবং আর একখানি কল ঐ গাড়ীগুলোকে জুতে নিয়ে ধুবড়ী অভিমুখে প্রস্থান করিবে। ধুবড়ী লাইনের পথে পুঁটে ও রংপুর নামক দুটি স্থান আছে। পুঁটে রাণী শরৎসুন্দরীর জন্য বিখ্যাত। রংপুর একটি জেলা। রংপুর জেলায় অনেকগুলি জমীদার আছেন, তন্মধ্যে তাজহাটের গোবিন্দলাল রায়, কাকিনীয়ার রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী ও তুষভাণ্ডারের রায় রমণীমোহন রায় বিখ্যাত। ইঁহাদের মধ্যে রাজা মহিমারঞ্জন দাতা, বদান্য, মিষ্টভাষী, বিদ্যোৎসাহী ও প্রজাবৎসল। ইঁহার রাজধানী কাকিনীয়ায় দেবালয়, অতিথিশালা, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় প্রভৃতি বিস্তর আছে। ঐস্থান হইতে রাজার সাহায্যে "রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ" নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির হইয়া থাকে।

এই সময় ট্রেণ হুপাহুপ শব্দে ছুটিতে লাগিল। দেবতারা বেঞ্চিতে শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন। তাঁহারা ভোরে উঠিয়া দেখেন, ট্রেণ জলপাইগুড়িতে উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা সকলে উঠিয়া গল্প আরম্ভ

করিলেন। পিতামহ কহিলেন, "ইঁহারা দেখ্‌ছি, ভারতের আষ্ঠে পৃষ্ঠে ললাটে রেল চালাইয়াছে। আশ্চর্য্য ক্ষমতা!" এই সময় ট্রেণ আসিয়া সিলিগুড়ি ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। দেবগণ ট্রেণ হইতে নামিলে বরুণ কহিলেন "তোমরা দুই তিনটা করিয়া জামা গায় দাও, এইবার দার্জ্জিলিং উঠিতে হইবে। ঐ যে ট্রামগাড়ীগুলি দেখিতেছ, উহাতে উঠিয়া আমরা দার্জ্জিলিং যাইব।"

দেবগণ তৎশ্রবণে গাত্রবস্ত্র গায়ে দিলেন এবং ট্রামগাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী যথাসময়ে দার্জ্জিলিং অভিমুখে চলিল এবং শালবন ও চা-ক্ষেতের মধ্য দিয়া যাইয়া পাহাড়ের নীচে উপস্থিত হইল।

বরুণ। পিতামহ! এই প্রকাণ্ড পাহাড়ের উপর দার্জ্জিলিং।

ব্রহ্মা। য়্যাঁ! অত উঁচুতে উঠবে কেমন করে?

এই সময় ট্রামগাড়ী শালবনের মধ্য দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটা ফাঁকা স্থানে উপস্থিত হইল। বরুণ কহিলেন, "ঠাকুরদা! নীচের দিকে দেখুন, আমরা কত দূরে উঠিয়াছি।"

পিতামহ তৎশ্রবণে নীচেয় তাকায়ে দেখেন, গাড়ী অনেক উচ্চে উঠিয়াছে। নীচে খাল, জঙ্গল দেখা যাইতেছে। তিনি তদ্দৃষ্টে কহিলেন, "আহা! ধন্য ইংরাজের বুদ্ধি ও ক্ষমতা! দেবরাজ, ভাল ক'রে গড় ঝালাই করগে, নচেৎ স্বর্গরাজ্য কখনই রক্ষা করিতে পারিবে না।"

ক্রমে ট্রামগাড়ী সাপের ন্যায় অল্প অল্প করিয়া উঠিয়া গয়াবাড়ী, কার্সিয়ং, সোণাদহ ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া ঘুম ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। পুনরায় ট্রেণ ছাড়িলে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল, গাড়ী যেন মেঘ ভেদ করিয়া চলিতে লাগিল। দেবতারা দেখেন, উপরে মেঘ ও জল; নীচে রৌদ্র। নারায়ণ কহিলেন "আহা! কি সুন্দর দৃশ্য।"

এই সময় গাড়ী দার্জ্জিলিংয়ের নিকট উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "পিতামহ। দার্জ্জিলিং দেখুন।"

ব্রহ্মা। চমৎকার সহর! বরুণ, দার্জ্জিলিংয়ের বাড়ীগুলি ওভাবে রহিয়াছে কেন? একটা নীচে, একটা উপরে আর একটা তাহার উপরে? যাহা হউক, বাড়ীগুলি ওরূপ স্তরে স্তরে থাকায় বড় সুন্দর দেখাইতেছে এবং খড়খড়ি গুলিতে রৌদ্র লাগায় ঝলমল করিতেছে।

বরুণ। দার্জ্জিলিং পাহাড়ের উপর অবস্থিত। পাহাড়ে সমতলভূমি না থাকায় ঐ ভাবে গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। রজনীতে দার্জ্জিলিং বড় সুন্দর

দেখায়। লোকের বাড়ী বাড়ী আলো জ্বলে, দেখ্‌লে, বোধ হয় পর্ব্বতগাত্রে যেন আলোর ফুল ফুটিয়াছে।

এই সময় গাড়ী ষ্টেশনে আসিয়া পঁহুছিলে দেবতারা নগরের মধ্যে যাইয়া বাসা লইলেন এবং আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, দেবরাজ কহিলেন, "বরুণ, এ স্থানের নাম দার্জ্জিলিং হইল কেন ?"

বরুণ। পূর্ব্বে দুর্জ্জয় নামে এক রাজা এই স্থানে বাস করিতেন। তাঁহার লিং অর্থাৎ দেশ। এই নাম হইতেই দার্জ্জিলিং নাম হইয়াছে। ইহার আদি নাম "দর জেলামা।"

ব্রহ্মা। বরুণ, ইংরাজের পাহাড়ের উপর আসিয়া রাজ্য স্থাপন করিবার অভিপ্রায় কি ? তাঁহারা কি স্বর্গের পথ ঘাট চিনিবার জন্যই এখানে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করিয়াছেন ?

বরুণ। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজেরা বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যা প্রাপ্ত হন। তখন হিমালয় প্রদেশ তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হয় নাই। রংপুর ও পুর্ণিয়া বিভাগের উত্তর পর্য্যন্ত তাঁহাদের সীমা ছিল। ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে গুর্খাজাতিরা নেপাল-রাজকে রাজ্যভ্রষ্ট করিলে তিনি ইংরাজের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইংরাজেরা সাহায্যার্থ সৈন্য পাঠাইলে তাহারা অকৃতকার্য্য হয়।

১৭৮৭ খৃঃ নেপাল ও সিকিমে যুদ্ধ হয়। ইহাতে ইংরাজেরা সিকিমের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধে সার ডেভিড অক্টরলোনী সেনাপতি ছিলেন। দুইবার যুদ্ধের পর ১৮১৬ অব্দে নেপালরাজের সহিত সন্ধি হয়। তাহাতে সিকিমপতি নিজ সিংহাসন প্রাপ্ত হন এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত মিত্রতা করেন। এই ঘটনার কিছুকাল পরে লেপচা ও নেপালীদিগের সীমা লইয়া বিবাদ হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট মধ্যস্থ হন এবং ইংরাজের পক্ষ হইতে সৈন্য সামন্ত প্রেরিত হয়। তাঁহারা বিবাদ অপনয়ন করিয়া দিয়া প্রত্যাগমন করেন এবং গবর্ণর জেনারল লর্ড বেণ্টিঙ্কের নিকট দার্জ্জিলিংয়ের অত্যুৎকৃষ্ট জল হাওয়ার বিষয় বর্ণন করেন। ইহাতে গবর্ণর জেনারল সিকিমরাজকে মূল্য প্রদানে বা তাঁহার নিকট বিনিময়ে দার্জ্জিলিং প্রার্থনা করেন। ১৮৩৪ অব্দে পুনরায় সীমা ঘটিত বিবাদ হওয়ার পর সিকিম ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত হয় এবং গবর্ণমেন্ট সিকিমরাজকে প্রথমে বাৎসরিক ৩০০০ টাকা ও পরে ছয় হাজার টাকা প্রদানে স্বীকৃত এবং ডাক্তার কাম্বেল সাহেব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন। মেজর

লয়েড ইহার পর শিলিগুড়ি হইতে পাংখাবাড়ী ও দার্জ্জিলিং যাতায়াতের রাস্তা নির্ম্মাণ করেন। ১৮৩৫ অব্দে দার্জ্জিলিং ইংরাজদিগের সম্পূর্ণ করায়ত্ত হয়। ১৮৫০ অব্দে পুনরায় ইংরাজদিগের সহিত সিকিমরাজের বিবাদ হওয়ায় ৬০০০ হাজার টাকা বৃত্তি প্রদান বন্ধ করা হয়। ১৮৫৪ অব্দে দার্জ্জিলিংয়ে হর্ম্ম্যাদি, বিদ্যালয়, বিচারালয় প্রভৃতি স্থাপিত হয়। ১৮৫৬ অব্দে দার্জ্জিলিংয়ে চা ব্যবসা আরম্ভ হয় এবং বিস্তর ইংরাজ আসিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। এই সময়ে রেল রাস্তা ও টেলিগ্রাফের সৃষ্টি হয়। ক্রমে ক্রমে এখানে ক্রীড়া বাটী, নাট্যশালা, মৃগয়া ও তূর্য্যবিদ্যার আলোচনা-স্থান প্রভৃতি বহু অর্থব্যয়ে প্রস্তুত হইয়াছে। ১৮৬০ অব্দে সিকিমরাজ এই আদেশ প্রচার করেন, কোন ইউরোপীয় সিকিমের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন না, ইহাতে ইংরাজদিগের সহিত সিকিমরাজের পুনরায় বিবাদ হয় এবং ১৮৬১ অব্দে তিনি পুনরায় এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। ১৮৬৩ অব্দে ভুটিয়ারা বিদ্রোহী হইলে পুনরায় যুদ্ধ ঘোষণা হয় এবং ১৮৬৫ অব্দে পুনরায় সিকিমরাজের সহিত এক সন্ধি হয়, তাহাতে বার্ষিক ৩০০০ হাজার টাকা গবর্ণমেণ্ট সিকিমরাজকে দিবেন বলিয়া স্বীকৃত হন।

দার্জ্জিলিংয়ের ইতিহাস শুনিতে শুনিতে দেবগণ নিদ্রাভিভূত হইলেন। প্রাতে উঠিয়া সকলে মুখ হাত ধৌত করিয়া নগর ভ্রমণে বাহির হইলেন। উপ কহিল, "বরুণ কাকা! ও বরুণ কাকা! এখানকার মানুষগুলো এমন কেন? ইহাদের মধ্যে কোন্‌টা মেয়ে, কোন্‌টা পুরুষ? উঃ বাবা! একটা কিসের ঠ্যাং কাঁচা খাচ্চে।"

বরুণ। দেবরাজ! দার্জ্জিলিংয়ের অধিবাসী দেখ। এখানে লেপচা, ভুটীয়া ও পাহাড়িয়া এই তিন জাতি বাস করে। এখানকার অধিবাসীরা বলিষ্ঠ, গৌরবর্ণ, খাঁদা ও মুখ চ্যাপ্‌টা।

ব্রহ্মা। উপ যা ব'লে মিথ্যা নয়, উহাদের মধ্যে মেয়ে ও পুরুষ কোন্‌টা?

বরুণ। মেয়ে ও পুরুষ অনেক সময়ে চেনা যায় না। উভয়েরই চেহারা মোটা, পরিধেয় বস্ত্র ঢিলে এবং উভয়েরই চুল লম্বা। তবে প্রভেদ এই, পুরুষের মাথায় একটা বিনুনি ও স্ত্রীলোকের মাথায় দুটো বিনুনি। লামাদের মাথায় চুল নাই।

ইন্দ্র। ইহাদের বিবাহ হয়, না যে যার কাছে ইচ্ছা গমন করে?

বরুণ। মেয়েরা ১৬ হইতে ২৫।৩০ বৎসর ও পুরুষেরা ২০ বৎসর বয়সের

পূর্ব্বে বিবাহ করে না। বিবাহ বাপ মায়ে ঠিক করে, বর ও কন্যা সম্মত হইলে বিবাহ হয়। ইহাদের বর্ণভেদ নাই। কাহারও ছোঁয়া বা কোন মাংস খাওয়া ইহাদের নিষিদ্ধ নহে। ইহারা সময়ে সময়ে কাঁচা মাংস খায়। ঐ দেখ খাচ্চে।

ইন্দ্র। মাগীগুলো ফুল তুলে মাথায় দিচ্চে কেন?

বরুণ। ফুল পরা এদের বড় শখ। ইহারা চুলগুলি বেশ পরিষ্কার রাখে। গাত্রে অত্যন্ত ময়লা, তাহার কারণ স্নান করে না। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, গায়ে ময়লা থাকিলে শীত কম হয়—গাত্রবস্ত্রের আবশ্যক হয় না।

দেবগণ মল রোডের উত্তরে যাইয়া গবর্ণমেণ্ট হাউস দেখিলেন। বরুণ কহিলেন, "এই বাড়ীটি পূর্ব্বে কুচবিহারের মহারাজের ছিল। রাজা অতি সামান্য মূল্যে গবর্ণমেণ্টকে বিক্রয় করিয়াছেন। ইহাতে এক্ষণে ছোট লাট বাস করেন। বাটীর চতুর্দ্দিক্ প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত এবং চাল পাইন নামক কাষ্ঠের তক্তা দ্বারা আবৃত। এই বাটীর পশ্চিমে লাটসাহেবের ক্রীড়াভূমি।

এখান হইতে যাইয়া সকলে বোটানিকেল গার্ডেন ও হট হাউস দেখিলেন। হট হাউসের ভিতরে অনেক লতা গুল্ম আছে।

উপ। কর্ত্তা জেঠা দেখ! দেখ। দুটো বাঙ্গালী মাগী কেমন ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে।

নারা। এ এক নূতন দৃশ্য বটে। বরুণ এরা কি পাহাড়ে মেয়ে?

বরুণ। বাঙ্গালীর মেয়ে কিন্তু পাহাড়ে এসে পাহাড়ে হয়েছে।

এই সময় মাগীরা ঘোড়া ছুটাইয়া যাওয়ায় উপ ঐ পড়লো পড়লো শব্দে চেঁচাইতে লাগিল।

ইন্দ্র। সাড়ী পড়া, ঘোড়ায় চড়া দেখতে বেশ।

বরুণ। মাগীরে ঐ বেশে ঘোড়ায় চড়ে দেখিয়া—সাহেবরা হাস্য করিয়া বলেন, "Damn the nation."

নারা। বরুণ! মাগীরে মেমেদের মত একপেশে হয়ে ঘোড়ায় বসে না কেন?

বরুণ। সে অভ্যাস হ'তে বিলম্ব আছে।

দেবতারা ইহার পর মল রোডের বিপরীত দিকে চলিলেন এবং জঙ্গলের মধ্যে নানারূপ গাছ দেখিলেন। কোন গাছের সর্ব্বাঙ্গে সেওলা ধরা, কোন গাছের আপাদ মস্তক লতা পাতায় জড়ান। বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলেন, চারিজন লোক চক্ষু বুজে বসে আছে।

নারা। এরা কে? ঠিক মুনি ঋষির মত চক্ষু বুজে বসে আছে।

বরুণ। ব্রাহ্ম।

ইন্দ্র। ব্রাহ্মেরা দেখচি সর্ব্বত্রেই আছে।

এখান হইতে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেবতারা দেখেন, ভয়ানক জলোচ্ছাস ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া সহস্রধারায় একখানি পাথরের উপর পড়িতেছে। নিকটে রেলিং দেওয়া একটি রাস্তা আছে। দেবগণ রেলিংয়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। পিতামহ কহিলেন, আহা কি সুন্দর দৃশ্য! বরুণ, এ ঝরণাটীর নাম কি?

বরুণ। ইহার নাম ভিক্টোরিয়া ওয়াটার ফল্‌স। দার্জ্জিলিংয়ের মধ্যে ইহা একটি প্রধান ঝরণা এখানকার লোকে ইহাকে কাক-ঝোরা বলে।

উপ। বরুণ কাকা, দেখ যেখানে জল পড়ছে সেখানকার পাথরখানা খয়ে খয়ে ঠিক একটি ব্যাঙের মত হয়েছে।

ইহার পর দেবগণ এংলো হিন্দী মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয়, ভুটিয়া বোর্ডিং স্কুল কমিশনর সাহেবের গ্রীষ্মবাটিকা দেখিয়া একটি পাহাড়ে উঠিতে লাগিলেন। পিতামহ কহিলেন, "বরুণ আমরা কি স্বর্গে উঠিতেছি। যাহা হউক ভাই, একটু বোস আমার বড় হাঁপ ধরেছে।"

বরুণ। "আর বেশী দুর নাই, একটু উপরে উঠিয়া সকলে বিশ্রাম করিব" বলিয়া পিতামহের হাত ধরিয়া অব্জারভেটারি হিলের উপর সকলে উঠিলেন এবং বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

এখান হইতে দেবগণ একটি কুটিরের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন কুটীরখানি পাতা দ্বারা ঘেরা।

বরুণ। পিতামহ দুর্জ্জয়লিং নামক শিব দেখুন। এই শিবের নাম হইতে দার্জ্জিলিং নাম হইয়াছে। শিবের নিকট ভুটিয়ারা ছাগ বলি দেয়।

ইন্দ্র। এ গহ্বরটী কি?

বরুণ। লোকে বলে—দুর্জ্জয় লিং যবন ভয়ে এই পথ দিয়া তিব্বতে পলাইয়াছিলেন। গুহাটী যে কত দূর বিস্তৃত অদ্যাপি তাহার নিরাকরণ হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, সিকিম পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে।

এখান হইতে যাইয়া দেবগণ একস্থানে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "পিতামহ ভুটিয়াদিগের বস্তি দেখুন। এইস্থানে ভুটিয়ারা বাস করে। ওদিকে ভুটিয়াদিগের গুম্ফা দেখা যাইতেছে।"

ব্রহ্মা। গুম্ফা কি ?

বরুণ। ভুটিয়াদিগের দেবমন্দির। বাড়ীটি দোতালা, নীচে গুম্ফা থাকে ; উপরে পুরোহিতেরা বাস করেন।

ইন্দ্র। দেবগৃহের দ্বারে ঢোলকের মত ওগুটো কি ?

বরুণ। চক্র। চক্রে মন্ত্র লেখা আছে। চক্র যত ঘোরে তত পাপ ক্ষয় হয়। চেয়ে দেখ—গৃহ মধ্যে মাটিতে মহাকাল ও মহাকালীর মূর্ত্তি রহিয়াছে। পূজার সময় বাজনা বাজে। পুরোহিতকে লামা কহে। লামারা বিবাহ করে না, কিন্তু মদ ও মাংস খায়। ভুটিয়ারা নিজে পূজা দিতে আসে না, পূজার টাকা লামাকে দেয়, লামা কিনে বেচে পূজা করে।

উপ। বরুণ কাকা, লামারা বে করে না, তবে খোকা লামা জন্মায় কেমন করে ?

ইহার পর দেবগণ বোটানিকেল গার্ডেন দেখিলেন। এই স্থানে তিনটী কাঁচের ঘর আছে। ঘরগুলি ফুল ফলে সুশোভিত। একটি ঘরে একটি ফোয়ারা আছে।

ইন্দ্র। বরুণ! দেখ এস্থানে তুই একটি কাক দেখা যাইতেছে।

উপ। রাজা কাকা! ওদিকে দেখ, একটা শেয়াল রোদে শুয়ে গা শুকাচ্চে।

বরুণ। বর্দ্ধমানের রাজা সহর জমকাইবার জন্য এখানে কাক ও শৃগাল আনিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

নারা। ওদিকে দেখা যাইতেছে ও সুন্দর বাড়ীটি কাহার ?

বরুণ। বর্দ্ধমানের রাজার।

ব্রহ্মা। আহা এই স্থানের কি সুন্দর দৃশ্য। পর্ব্বতগাত্র বরফে শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়াছে এবং সেই শ্বেতবর্ণের উপর সূর্য্যরশ্মি পড়িয়া ঝক্ঝক্ করিতেছে। ঐ পর্ব্বতের কোলে কোলে রক্তবর্ণ মেঘ দেখা দেওয়ায় আহা! কি সুন্দর শোভাই হইয়াছে। আরও দেখ, ও দিকে পাহাড়ের কোলে মেঘ নাই রৌদ্র দেখা দিতেছে—কেমন মেঘ ও রৌদ্র লুকাচুরি খেলিতেছে।

বরুণ। পিতামহ সিঞ্চলে যাইবেন ? এখান হইতে হাজার ফিট উচ্চে সিঞ্চল আছে।

ব্রহ্মা। আর আমার সাধ্য নাই যে এক পা গমন করি। এক্ষণে নীচে নামিব কেমন করে ভাবিতেছি।

বরুণ। চলুন আমরা ডাণ্ডি আরোহণে সিঞ্চলে যাই।

ইন্দ্র। ডাণ্ডি কি?

বরুণ। রাজতক্তানামা।

এই সময়ে কয়েক জন ডাণ্ডিওয়ালা ডাণ্ডি ঘাড়ে করিয়া সেইস্থান দিয়া যাইতেছিল দেখিয়া বরুণ ডাকিলেন, "ও ডাণ্ডিওয়ালা! এদিকে আয় আমরা সিঞ্চলে যাইব।"

ডাণ্ডি দেখিয়া দেবতারা হাস্য করিতে লাগিলেন। পিতামহ কহিলেন, "রাজতক্তানামাই বটে। খোলা চৌকীর মধ্য দিয়া এক প্রকাণ্ড ডাণ্ডি চালান। যাহা হউক উঠা যাক।" বলিয়া দেবতারা একে একে উঠিয়া বসিলে ডাণ্ডি ওয়ালা ডাণ্ডি ঘাড়ে করিয়া চলিল এবং এক এক বার পাল্লা দিবার জন্য ছুটিতে লাগিল। পিতামহ সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

সিঞ্চলে যাইয়া দেবতারা আহারাদি করিয়া একটু বিশ্রাম করিলেন এবং তৎপরে ভ্রমণে বাহির হইলে দেবরাজ কহিলেন, "বরুণ সম্মুখে দেখা যাইতেছে কি?"

বরুণ। ঐ স্থানে পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের সেনানিবাস ছিল। কিন্তু এখান কার শীত সৈন্যদিগের সহ্য না হওয়ায় এক্ষণে জলাপাহাড়ে বারিক হইয়াছে।

নারা। জলাপাহাড় কোথায়?

বরুণ। জলাপাহাড় এখান হইতে পাঁচ শত ফুট উচ্চে। এখানে এত শীত যে, পাহারা দিতে দুই একজন পাহারাওয়ালা মরিয়া গিয়াছে। এ স্থান পরিত্যাগ করায় গবর্ণমেণ্টের অনেক টাকা নষ্ট হইয়াছে।

এখান হইতে দেবগণ আরও ৫০০ ফুট উচ্চে যাইয়া ধবলগিরি ও কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখিতে লাগিলেন।

এই সময় দেবগণ দেখেন, দুই জন বসিয়া গান করিতেছে। তন্মধ্যে একটি স্ত্রীলোক ও একটি পুরুষ।

উপ। বরুণ কাকা এদের আমোদ দেখ!

নারা। সত্য বরুণ ইহাদের এত আমোদ কেন?

বরুণ। মাগী মিন্সেকে বিবাহ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

ইন্দ্র। এ কি রকম বিবাহ?

বরুণ। এ বড় মজার বিবাহ। তিব্বতের এই জাতিকে লিম্বূ বলে। ইহাদের গান গেয়ে মেয়ে ভুলাতে হয়। যদি কোন পুরুষের কোন মেয়েকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা হয় তাহা হইলে মেয়ের পিতা মাতার অমতে মেয়েটিকে

ভুলাইয়া লইয়া গিয়া পরস্পর গান গাইতে থাকে। গানে পুরুষ হারিলে মেয়েটিকে বিবাহ করে না, আর পুরুষ জিতিলে মেয়েটিকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে বিবাহ করে ও বিবাহ হইলে মেয়ের পিতা মাতা জানিতে পারে যে, মেয়ে বেড়াতে গিয়ে বিবাহ করে এসেছে। ইহাদের মধ্যে কোর্টসিপও প্রচলিত আছে।

ব্রহ্মা। বিবাহে খরচ পত্র কিরূপ ?

বরুণ। বরকে একটা গরু কি শূকর মারিয়া তাহার মাথায় একটি টাকা রাখিয়া মেয়ের বাপকে দিতে হয়। আর বিবাহের সময় বন্ধু বান্ধবকে এক ঝুড়ি চাউল ও এক বোতল মাড়ুয়া উপহার দিতে হয়। বিবাহের সময় বরকে বরের বন্ধু বান্ধব প্রদক্ষিণ করিয়া বসিয়া থাকে, বর ঢোল বাজায়, কন্যা নৃত্য করে। তৎপরে পুরোহিত বিবাহকার্য্য সম্পাদন করে। বিবাহের সময় বর দক্ষিণ হাতে কন্যার দক্ষিণ হাত ধরিয়া থাকে, আর দুজনের বাম হাতে দুটি মুরগী থাকে। বর কন্যার নাসিকায় সিন্দুর দিয়া কহে "সুন্দরি! আজি হইতে তুমি আমার স্ত্রী হইলে।" বিবাহের পর মেয়ে বাপের বাড়ী যায়। একজন গিয়া মেয়ের বাপকে খবর দেয়, "তোমার মেয়ের বিবাহ হয়ে গিয়েছে।" মেয়ের বাপ এই সমাচারে প্রথমে রাগিয়া উঠেন। তৎপরে একটি শূকর, এক বোতল মদ ও একটি টাকা দিলে রাগ নরম পড়ে। পরে যখন বরের বাড়ীর লোক কন্যাকে আনিতে যায়, কন্যা তখন ভাঁড়ার ঘরে লুকাইয়া থাকে। মেয়ের বাপ কহে "তোমরা চ'লে যাও, আমার মেয়ে হারাইয়া গিয়াছে।" তৎপরে দুটী টাকা দিলে মেয়েকে বাহির করিয়া দেয়।

ইন্দ্র। এ বিবাহ মন্দ নহে। এখানে আর কোন রকম বিবাহ আছে ?

বরুণ। তিব্বতে, পাণ্ডবদিগের ন্যায় সমস্ত ভ্রাতা এক পত্নী বিবাহ করে। তাহারা কহে, সমস্ত ভ্রাতা পৃথক্ পৃথক্ বিবাহ করিলে পরিবারের মধ্যে বিবাদ হয় ও অর্থহানি ঘটে, সুতরাং সংসার ছারখার হয়। ছেলেরা জেঠাকে বাবা বলে ও অপরাপরকে খুড়া বলে।

উপ। আচ্ছা বরুণ-কাকা, তাহা হইলে কোন্‌টী কাহার ঔরসে জন্মিল কিরূপে স্থির হয় ?

ব্রহ্মা। বরুণ, আর ভাল লাগছে না। আমাকে দার্জ্জিলিংয়ের ইতিহাস বলিয়া স্বর্গে লইয়া চল।

বরুণ। দার্জ্জিলিং একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর জেলা। এই স্থানের আদি

নাম "দরজেলাম।" দার্‌জিলিংয়ে অদ্যাপি উক্ত নামে একটি স্থান বর্ত্তমান আছে। ঐ স্থানে সময়ে সময়ে ভুটিয়ারা সমবেত হইয়া মহাকালের পূজা করিয়া থাকে। তেঁতুলিয়া নামক স্থান ও করতোয়া নদীর তীরস্থ শিলিগুড়ি সিকিমপতির অধিকারে ছিল। তেঁতুলিয়া পূর্ব্বে রংপুর জেলার মধ্যে ছিল এবং তথায় মাজিষ্ট্রেটের কাছারি হইত। করতোয়া হিন্দুদিগের মহা তীর্থস্থান, সতীর মৃতদেহ নারায়ণের চক্রে খণ্ড খণ্ড হইলে এই স্থানে বাম কর্ণ পড়ে এবং অপর্ণা নামে দেবী ও ভৈরব নামক শিবের উৎপত্তি হয়। তেঁতুলিয়ায় পূর্ব্বে সিকিমরাজের সৈন্য থাকিত। এক সময়ে কৃষ্ণগঞ্জের রাজা ঐ স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তন ছলে আসিয়া অসভ্য সৈন্যদিগকে ভয় প্রদর্শন করিবার জন্য একটি ঘোড়াকে রকম রকম সাজে সাজাইয়া পুনঃ পুনঃ জলপান করিতে নদীতে পাঠাইতে আরম্ভ করেন। ইহাতে অসভ্য লোকের না জানি কত সৈন্য ও কত ঘোড়া আসিয়াছে ভাবিয়া ভয়ে পলাইয়া যায়।

ইন্দ্র। এরূপ কখন হতে পারে?

বরুণ। কেন না হবে? এক সময় মুঙ্গের ও ভাগলপুরের রাজাতে বিবাদ হয় এবং উভয়ে সৈন্য সামন্ত লইয়া শিবির সন্নিবেশ করেন। ভাগলপুরের রাজা মুঙ্গেরের রাজার মনে ভীতি সঞ্চারের জন্য শত শত শালপাতায় দধি ও ছাতু মাখাইয়া নদীতীরে সাজাইয়া রাখেন ইহাতে মুঙ্গেরের রাজা, ভাগলপুরের রাজা বিস্তর সৈন্য আনিয়াছেন ভাবিয়া পলায়ন করেন। দারজিলিং জেলার দুটি বিভাগ বা ডিবিজন আছে। প্রধানটির নাম ফাঁসি দেওয়া। ঐ স্থানে পুলিস ষ্টেশন ও মাজিষ্ট্রেটের আফিস আছে। ছোটলাট ইডেন সাহেবের সময়ে দার্‌জিলিংয়ে ট্রামওয়ে চলে। এভারেষ্ট শৃঙ্গ পৃথিবীর অপরাপর পর্ব্বত-শৃঙ্গ অপেক্ষা উচ্চ। ইহার উপর বৌদ্ধদিগের একটা মন্দির আছে, ১৭৬০ অব্দে উহাতে অগ্ন্যুৎপাত হয়। দার্‌জিলিংয়ে অনেকগুলি নদী আছে, তন্মধ্যে তিস্তা নদী হিন্দুদিগের তীর্থস্থান বলিয়া বিখ্যাত।

ব্রহ্মা। ঐ নদীতে কি হয়?

বরুণ। বিষ্ণুর চক্রে সতীর মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড হইলে তাঁহার বাম পদ উহাতে পতিত হওয়ায় ভ্রামরী নামে দেবী ও অম্বর ভৈরব নামে শিবের উৎপত্তি হয়। দার্‌জিলিংয়ের জঙ্গলে শাল, শিশু, পানীসাজ, শিমুল, বাঁশ, খয়ের, খড়, পলাশ, বট ও রবার প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। এখানে লালকো, বনহরিদ্রা, দারুহরিদ্রা জন্মিয়া থাকে। দার্‌জিলিংবাসীরা মালিং নামক বংশ

হইতে দরমা প্রস্তুত করে ও মঞ্জিষ্ঠা নামক রং দ্বারা কাপড় ছোপাইয়া থাকে। চিরেতা, এলাচি, তেজপত্র এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। শালপানি, গম্ভুরী, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, বৃহতী, চাকুলা, গুলঞ্চ প্রভৃতি কবিরাজী গাছও এখানে পাওয়া যায়। গাঁজা এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়।

এই সময় জ্যোতির্ম্ময় রথ, দেবসারথি মাতলি কর্ত্তৃক চালিত হইয়া দেবগণের নিকট উপস্থিত হইল। দেবতারা তদ্দর্শনে সবিস্ময়ে কহিলেন, "একি! একি! মাতলি কোথা হইতে।"

মাতলি। প্রভো। আপনাদিগের অনুপস্থিতি নিবন্ধন স্বর্গরাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে, পরিবারদিগের মধ্যে কান্নাকাটি পড়িয়াছে। সকলেই অন্ন জল পরিত্যাগ করিয়া শয়ন করিয়া আছেন। তজ্জন্য যুবরাজ জয়ন্ত আপনাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য কলিকাতায় আমাকে পাঠাইয়াছিলেন। আমি সেখানে দেখা না পাইয়া এখানে আসিয়াছি (১)।

দেবগণ তৎশ্রবণে অমনি উদ্বিগ্নচিত্তে রথে উঠিলেন, রথ যথা সময়ে স্বর্গে যাইয়া উপস্থিত হইল অমনি গুড়ুম গুড়ুম শব্দে কামানের (বজ্রের) শব্দ হইতে আরম্ভ হইল।

(১) কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অনেকেই সন্ধ্যার পর একটী আলোক নক্ষত্রবেগে যাইতে দেখিয়াছেন। সেই আলোক মাতলি-চালিত জ্যোতির্ম্ময় রথের।

স্বর্গ

স্বর্গে আজ মহা ধুম। কারণ স্বর্গের দেবতারা স্বর্গে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বাড়ী বাড়ী উলু ও শঙ্খের ধ্বনি হইতেছে। রাস্তায় রাস্তায় আলো দিবার জন্য খুঁটো পুতিতেছে। মেনকা উর্ব্বশী প্রভৃতি নর্ত্তকীগণ দল বল সহ রাজবাড়ী ও ঠাকুরবাড়ী অভিমুখে চলিয়াছে। দলে দলে ব্রাহ্মণগণ আশীর্ব্বাদ করিতে বাহির হইয়াছেন। অবিশ্রান্ত গুড়ুম গুড়ুম শব্দে কেল্লা হইতে কামান (বজ্র) দাগা হইতেছে। প্রায় একলক্ষ বিরাশী হাজার কয়েদীকে জেলখানা হইতে ছাড়িয়া দিবার জন্য যমের প্রতি হুকুমনামা বাহির হইয়াছে। ভৃত্যেরা ফর্দ্দ হস্তে বাড়ী বাড়ী গয়ার পাথরবাটী ও বৃন্দাবনের তিলকমাটি বিতরণ করিতে বাহির হইয়াছে। দেবিগণ স্বামী পাইয়া একদিকে যেমন আহ্লাদিতা হইয়াছেন, তেমনি অপর দিকে তাঁহাদের শরীরে লোণা লাগিয়া ব্যাধি প্রবেশ করায় উৎকন্ঠিত হইয়াছেন এবং নিম-হলুদ মাখাইয়া দিতেছেন। বাটীতে স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হইয়াছে।

এই ঘটনার ৫।৭ দিন পরে দেবরাজের আদেশে এবং গণেশের উদ্যোগে অমরাবতীতে একটী বৃহৎ সভাধিবেশনের উদ্যোগ হইতে লাগিল। রাস্তায় রাস্তায় নোটীশ দেওয়া হইল এবং বাড়ী বাড়ী পত্র পাঠান হইল। নির্দ্ধারিত দিবসে দেবগণ উপস্থিত হইতে লাগিলেন। মহিষারোহণে যম, হংস আরোহণে পদ্মযোনি, গরুড়ারোহণে নারায়ণ, বৃষপৃষ্ঠে পঞ্চানন, ইঁদুরের টমটমে গণেশ, ময়ূরের বগীতে কার্ত্তিক, পুষ্পকরথে দেবরাজ এবং স্ব স্ব যান আরোহণে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র প্রভৃতি ছত্রিশ কোটী দেবগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবিগণেরও আবির্ভাব হইল। সিংহ আরোহণে ভগবতী, পেচক আরোহণে লক্ষ্মী, বীণা হস্তে বীণাপাণি, ডোমের স্কন্ধে শীতলা, বিড়াল আরোহণে ষষ্ঠী প্রভৃতি আসিলেন। পাতাল হইতে নাগগণ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। এতদ্ভিন্ন নানাপ্রকার রোগ, যথা—জ্বর, কলেরা, কারবঙ্কল, বহুমূত্র, বসন্ত প্রভৃতি আসিয়া জুটিতে লাগিলেন। নোটীশ দৃষ্টে বৃষ্টি, বাদল, ঝড়, মহাঝড় (সাইক্লোন), অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, জলস্তম্ভ, ভূমিকম্প প্রভৃতি আসিলেন। ইন্‌কম্, লাইসেন্স, চৌকিদারী, রোডসেস,

লাইটিং প্রভৃতি ট্যাক্সগণও আসিয়া দেখা দিলেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতি আসিলেন। শনি আসিয়া সভা পরিদর্শনের ভার লইলেন। সকলের পরামর্শে পিতামহ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন এবং দেবরাজ দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে অমরবৃন্দ! আমরা সম্প্রতি মর্ত্ত্যে গমন করিয়াছিলাম। তথায় যেরূপ দেখিলাম, তাহাতে পৃথিবী ধ্বংস করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। মর্ত্ত্যে ব্রাহ্মণগণের আর ব্রাহ্মণত্ব নাই। পূর্ব্বকার ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বত্র আদরের সহিত পূজা পাইতেন এবং তাঁহাদের ব্যবস্থাগুণে কদাচারী, জাতিচ্যুত ও পতিত ব্যক্তি উদ্ধার হইত। এক্ষণে ব্রাহ্মণেরাই জাতিচ্যুত ও পতিত হইয়াছেন। পূর্ব্বকার ব্রাহ্মণেরা দাসত্ব করিতেন না, কিন্তু এখনকার ব্রাহ্মণেরা পাঁচ টাকা বেতনে কনেষ্টবলি ও মেথরের পেয়াদাগিরি পর্য্যন্ত করিতেছেন। অমরবৃন্দ! দুঃখের কথা কি বলিব—পূর্ব্বকার ব্রাহ্মণেরা বেনামীতে দোকান করিয়া চাকর দিয়া কাজ চালাইলেও সমাজচ্যুত হইতেন, কিন্তু এখনকার ব্রাহ্মণেরা মুখার্জ্জি, ব্যানার্জ্জি নাম দিয়া প্রকাশ্যে জুতার দোকান, ইংরাজী হোটেল করিয়াও সমাজচ্যুত হইতেছে না। পূর্ব্বকার ব্রাহ্মণেরা সকলের বাড়ী যাজন ও আহার করিতেন না। এখনকার ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণা পাইলে বেশ্যাবাড়ী, ধোপার বাড়ীতেও আহার করিতে ছাড়েন না। পূর্ব্বকার ব্রাহ্মণেরা সন্ধ্যা আহ্নিক না করিয়া জল খাইতেন না, কিন্তু এখনকার ব্রাহ্মণদিগের সন্ধ্যা করা দূরে থাক, বেশ্যা পরিচারিকা লুচি ও বেগুণ ভাজা না আনিলে জল খান না। পূর্ব্বে কন্যা সম্প্রদান করা মহা পুণ্যকার্য্য ছিল, এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণেরা কন্যা বিক্রয় করিতেছেন ও কেহ কেহ পরিবর্ত্তে বিবাহ করিতেছেন।

ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় শূদ্রদিগেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাঁতি, কামার, কুমার প্রভৃতি স্ব স্ব ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া চাকরি করিতেছে এবং সমবয়স্ক ব্রাহ্মণকুমারকে প্রণাম না করিয়া পাঞ্জা কসিয়া গুডমর্ণিং বলিতেছে। এক হুঁকায় ছত্রিশ জাতিতে তামাক খাইতেছে এবং ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের বাড়ী আহার করিতে যাইয়া একঘরে ছত্রিশ বর্ণের সহিত বসিয়া আহার করিতেছে। অগ্রে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিরা পাঁটার নাম শুনিলে কানে হাত দিত, এক্ষণে পাঁটার মাংস না হইলে তাঁহাদের আহার ভালরূপ হয় না। পূর্ব্বকার বিধবারা এক সন্ধ্যা নিরামিষ ভোজন করিতেন, এক্ষণে সে নিয়ম শিথিল হইয়াছে। পূর্ব্বে স্ত্রীপুরুষে যেরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন, এক্ষণে সেরূপ

নাই, এখনকার স্ত্রীলোকেরা নক্‌সা পেড়ে চিকণ ধুতি ও পুরুষেরা প্যান্‌টুলেন চাপকান ব্যবহার করিতেছেন। পূর্ব্বকার ধনী লোকেরাই দাস দাসী রাখিতেন, এক্ষণে একজন স্ত্রীলোক যত ছেলে প্রসব করে ততগুলি চাকরাণীর আবশ্যক হয়। পূর্ব্বে বিষয় না হইলে স্ত্রীকে গহনা দিত না, এক্ষণে নিজে পেটে না খাইয়া ও পিতামাতাকে অনাহারে রাখিয়া পরিবারের গহনা দিতেছে। পূর্ব্বকার জমিদার ও রাজারা সদ্‌গুণবিশিষ্ট লোক পাইলে নিজ রাজ্যে আনিয়া বাস করাইতেন ও বিষয় বিভব করিয়া দিতেন, এখনকার জমিদারেরা সেরূপ লোক দেখিলে তাহার জমি জমা কাড়িয়া তাহাকে উদ্বাস্তু করিতেছেন। পূর্ব্বকার রাজারা মদ ও তাড়ি বিক্রয় করিতে দিতেন না, এক্ষণে মদে দেশ উৎসন্ন যাইতেছে। পূর্ব্বে লোকেরা কোন বিষয়ে পরামর্শ জানিবার ইচ্ছা হইলে গ্রামস্থ প্রবীণ লোকের নিকট পরামর্শ লইতেন, এক্ষণে স্ত্রী-ই সকল বিষয়ের পরামর্শ দিতেছেন। পূর্ব্বে পরম পূজ্য পিতা মাতাকে উচ্চ স্থানে রাখা হইত ; এক্ষণে লোকে সস্ত্রীক উপরের ঘরে থাকে এবং পিতা মাতাকে নীচের ঘরের চোর-কুঠারিতে শয়নের স্থান দান করিতেছে। এক্ষণে বিষয়ী লোকের বাড়ীতে কাজ কর্ম্ম উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ ভোজনের পরিবর্ত্তে সাহেব ভোজন হইতেছে। পূর্ব্বে প্রত্যেকেরই উপদেষ্টা এক একজন গুরু থাকিত, এক্ষণে গুরুকে বিদায় দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। এক্ষণে দেবদেবীর যে পূজা করা হয়, তাহা ভক্তির জন্য নহে, আমোদ প্রমোদের জন্য। এক্ষণে মনুষ্যের আর সৎপ্রবৃত্তি নাই, কুপ্রবৃত্তিতে দেহ পরিপূর্ণ। এই নিমিত্ত আমি পৃথিবী ধ্বংস করিবার অভিলাষ করিয়াছি ?”

চতুর্দ্দিক্ হইতে “সাধু সাধু” শব্দে সকলে করতালি দিলেন।

পিতামহ। আমি পৃথিবীকে একেবারে ধ্বংস না করিয়া ক্রমে ক্রমে ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করি। অতএব উপস্থিত দেবগণের মধ্যে কে কি ভার লইতে প্রস্তুত আছেন জানিতে চাই।

তখন সাংক্রমিক রোগ গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন “কেবল আমার দ্বারাই বাঙ্গালা দেশ ধ্বংস হইয়াছে। আমি ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে যশোহরের অন্তর্গত মহম্মদপুর নামক গ্রামে প্রথম আবির্ভূত হই। তৎপরে ১৮২৫।২৬ অব্দে যশোহর ও তৎসন্নিহিত অনেকগুলি স্থানের লোককে সংহার করিয়া ১৮৩২।৩৬ অব্দে নদীয়া জেলায় প্রবেশ করি এবং অনেকগুলি গ্রাম নষ্ট করিয়া ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে উলাতে আসিয়া দেখা দিই। উক্ত নগর ধ্বংস

করিয়া ১৮৫৭ অব্দে রাণাঘাটের নিকটস্থ অনেকগুলি গ্রাম নষ্ট করি। তৎপরে ১৮৫৯ অব্দে কাঁচড়াপাড়ায় উপস্থিত হই। কাঁচড়াপাড়া ধ্বংস করিয়া গঙ্গা পার হই এবং হুগলীর উত্তর পূর্ব্বাংশ ও বারাসত জেলা ধ্বংস করিয়া তৎপরে ১৮৫৯,৬০ অব্দে শান্তিপুরে আমার শুভাগমন হয়। তথা হইতে ১৮৬৪ অব্দে কৃষ্ণনগরে যাই। ১৮৬৭ অব্দ পর্য্যন্ত তথায় থাকিয়া নগরের একতৃতীয়াংশ লোক নষ্ট করিয়াছি। ভিঃ গুপ্তর মিক্‌শ্চার ও সুধাসিন্ধু প্রভৃতি কতকগুলি ঔষধ হইয়া আমার প্রতাপ একটু কমাইয়াছে। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে সামলাইতে লোকের অনেককাল লাগিবে। এক্ষণে আপনারা যদি বলেন ত পুনরায় একবার কোমর বাঁধিয়া লাগিব।"

তখন পালা জ্বর, হাম জ্বর, বসন্ত প্রভৃতি রোগেরা "বেশ বেশ" শব্দ করিয়া কহিল, "আমরাও তোমার যথেষ্ট সাহায্য করিব।" ওলাউঠা উঠিয়া কহিলেন "আমি বুড়া হওয়ায় যদিও পূর্ব্বের ন্যায় সামর্থ্য নাই, তথাপি প্রাচীন হাড়ে আর একবার লাগিয়া দেখিব।"

অতিবৃষ্টি কহিল, "আমি অনবরত জল ঢালিয়া দেশ ভাসাইয়া দিব, তাহা হইলে শস্য নষ্ট হইয়া যাইবে ও লোক খাইতে না পাইয়া মারা যাইবে।"

শুকা কহিল, "তোমার হাতে নিস্তার পাইয়াও যদি দুই একটী ক্ষেত্র বাঁচে, শস্য পাকিবার পূর্ব্বে আমি শুকাইয়া দিব।"

অগ্নিবৃষ্টি কহিল, "পৃথিবী ধ্বংসের আবার ভাবনা কি? আমি মধ্যে মধ্যে এক এক স্থানে দেখা দিলে কুটটী পর্য্যন্ত থাকিবে না।"

জলস্তম্ভ কহিল "আমি যদি এক একবার দেখা দিই—যে দিক দিয়া যাইব ৫।৭ মিনিটের মধ্যে বাড়ী ঘর ফরসা হইয়া পরিষ্কার রাস্তা হইবে!"

ভূমিকম্প বলিল, "আমি যদি পাঁচ মিনিট একটু জোর ক'রে পৃথিবীকে নাড়া দিই, তাহা হইলে বাড়ী ঘরদোর, মানুষ, পশু, গাছপালা প্রভৃতির আর কোনও চিহ্নমাত্র থাকে না।"

এই সময় ট্যাক্সেরা কহিল, "যত রোগবালাই মর্ত্ত্যে যাচ্চে; চল আমরা এই সময় যাইয়া লোকগুলোকে চেপে চুপে ধরিগে, তাহা হইলে পরণের কাপড় ফেলে পালাবে।"

কাম কহিল, "আমি আর সম্পর্ক বিচার করিতে দিব না।" ক্রোধ কহিল, "আমি পিতৃমাতৃ ও স্ত্রীহত্যা পর্য্যন্ত ঘটাইব। তাহা হইলে দেবগণের ক্রোধ আরও বৃদ্ধি হইবে।" বিদ্যা কহিলেন, "আমি অদ্য হইতে অবিদ্যারূপে

দেখা দিব।" বুদ্ধি কহিলেন, "আমি আর সুবুদ্ধিরূপে থাকিব না।" লক্ষ্মী কহিলেন, "আমার অলক্ষ্মীই এখন ভারতে থাকিবে।" সরস্বতী কহিলেন, "আমার দুষ্ট মূর্ত্তিই সকলের স্কন্ধে চাপিবে।" ষষ্ঠী কহিলেন, "আমি আর সহজে ধনী লোককে ছেলে দিব না।" সর্পগণ কহিলেন, "পরীক্ষিতের যজ্ঞে দুই ভাগ ও পুরস্কারলোভী সাপমারাদিগের হাতে এক ভাগ দিয়া আমরা যে সিকি আছি, তাহাতেই যতদূর পারি পৃথিবীর লোকদিগকে দংশন করিব।" সাইক্লোন (মহাঝড়) কহিলেন, "তোমরা সকলেই নিশ্চিন্ত থাক, আমি মধ্যে মধ্যে এক এক প্রদেশে দেখা দিয়া চালচাপা, দেওয়ালচাপা ও নৌকাডুবি করিয়া লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে চালান দিব।" দুর্ভিক্ষ কহিল, "বেশ বেশ—আমিও তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া উপস্থিত হইব।" শিব কহিলেন, "এখন হইতে আমি এমন নূতন নূতন রোগের সৃষ্টি করিব, যাহার নাম বা ঔষধ ডাক্তার কবিরাজেরা খুঁজিয়া পাইবেন না।"

ইন্দ্র। পিতামহ! এত লোক আসবে কিসে?

পিতা। রেলগাড়ীতে অথবা ষ্টীমারে। রেলওয়ে ও ষ্টীমারে নিত্যই যেরূপ দুর্ঘটনা ঘটে—তাহাতে এক এক চালানে অনেক আসিতে পারিবে।

যম। আমি তবে নরক সাফ করিগে।

চিত্রগুপ্ত। আমার কিন্তু কতকগুলো অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট চাই। এত হিসাব একা রাখিতে পারিব না।

অনন্তর পিতামহ উঠিয়া কহিলেন—"দেবগণ! আমরা মর্ত্ত্যে গমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত কারণে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছি বটে; কিন্তু ইংরাজের রাজ্য শাসনপ্রণালী দর্শনে সন্তোষ লাভ করিয়াছি। ইংরাজ রাজ্যের তুলনায় আমাদের স্বর্গরাজ্যও তুচ্ছ মনে হয়। এমন কি, দেবরাজও কোনও কোনও বিষয়ে ইংরাজরাজের অনুকরণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আশীর্ব্বাদ করি—ইংরাজরাজ্য চিরস্থায়ি হউক।"

তখন নারায়ণ সভাপতিকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করিলেন এবং ইন্দ্র সেই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। "হরি" "হরি" শব্দে সভাভঙ্গ হইল।

(শিবমস্তু)

গ্রন্থ সমাপ্ত